Registered No. C. 583

১৬শ বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩২৮ সাল। [১ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩্ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদাপ্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীনাম-রামায়ণ-কীর্ত্তনম্।

দ্বিতীয় সংস্করণ—নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীভগবানের তত্ত্ব, লীলা, নাম কীর্ত্তন—সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে ঋষি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে। নিত্য পাঠ ও নিত্য কীর্ত্তনের জন্য ইহা বিরচিত।

মূল্য বাঁধাই ৷৷০ আট আনা। আবাঁধা ।০ চারি আনা।

ভদ্রা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থান আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

মূল্য ১৷০ পাঁচসিকা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশক।

১৩২৮ সালের সূচী।

১৩২৮ সালের সূচী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	জাতির প্রাণ পাইবার কথা	২৮
২	জীবন্মৃত জীবন্মুক্ত	৫০
১	তীর্থ ভ্রমণ	২০
৯	তোমার পথে শুধু স্মরণ	২৯৬
৮	দিও পদাশ্রয়	২৭৯
১১	দুর্গানাম জপ	৩৬১
৯	দেখে শিখ	৩১৬
১০	দেবাগারে রাণী কৌশল্যা	৩৪৩
২	রাণী কৈকেয়ীর অন্তঃপুর	৫৯,৩৫
১	নববর্ষ	১৪
৯	নীরবতা	২৯৩
১	নূতন বৎসর	১৫
১	পরমাত্মা প্রকাশতে	১৬
৪	পরিচয়	১১৪
৯	পূজ্যপাদ ৺রাধাগোবিন্দ বন্দোপাধ্যায় পিতামহদেবের পরলোকগমনে	৩১৭
৮	প্রবল পুরুষার্থ	২৭৬
১	প্রার্থনাতত্ত্ব	৩,৩৬,৬৫,১২০, ১৬৫,২৫৩,২৮০,৩৮৯
১০	প্রার্থনায় বিশ্বাস পুষ্টি	৩২৯
১১	প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব	৩৮৪
৩	প্রিয় সহচরী	৮৩
৪	বর্ত্ত এবং কর্ম্মাণি	১১৮
১২	বর্ষ বিদায় (১৩২৮)	৪১৪
১১	বাবার উপদেশ	৩৫৮
৮	বিশ্বাস কর কতটুকু ?	২৭২
৮	বিশ্বাসীর ঈশ্বর অনুভব	২৭৪
১০	বৃন্দাবনে বাঁই বাজা	৩৫৪
১২	বেদস্তুতি	৪০৪
৭	মহাবীরের অষ্টমচিত্র	২৩৬

১৩২৮ সালের সূচী।

উৎসব।

—ঃ*ঃ—

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৬শ বর্ষ | সন ১৩২৮ সাল, বৈশাখ। | ১ম সংখ্যা।

নূতন বৎসরে।

এ নব বরষে হরিসে হবষে
বরণ করিগে চল।
হরি হর বিনা দুঃখ দৈন্য যত
কে পারে ঘুচাতে বল॥
তারে ভুলে ভাই বুদ্ধির কৌশলে
কারে তুমি জাগাইবে।
কপট করিয়া মরণের কূলে
মজিয়ে মজায়ে যাবে॥
জাতি-উপকার সমীপে না গিয়ে
কখন হবার নয়।
আগুন মাখিবে পুড়ে না মরিবে
এও কি কখন হয়?
দেখনা চাহিয়া বসন্তে বাসন্তী
কার তরে সেজে এল।
কাহার পরশে পত্রে পুষ্পে ফলে,
এ সারল্য ফুটাইল॥

কার প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য তারা
বিধৃত আকাশ গায়।
কার প্রশাসনে দ্যাবা অন্তরীক্ষ
নিজ নিজ স্থানে রয়॥
কার প্রশাসনে ঋতু বর্ষ মাস
ঘুরে ফিরে আসে যায়।
কার প্রশাসনে পাষাণ ছাড়িয়া
সাগরে তটিনী ধায়॥
কাহার আজ্ঞায় উন্মত্ত জলধি
বেলা নাহি অতিক্রমে।
কার ভয়ে বল গ্রহ উপগ্রহ
আপন কক্ষেতে ভ্রমে॥
যাঁহার স্মরণে সার্থক জীবন
তাঁরে ভুলে কি করিবে ?
ব্যর্থ পরিশ্রম ব্যর্থ জ্ঞান কর্ম্ম
ছদিনেই শেষ হবে॥
নূতন বরষে নবীন উৎসাহে
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি।
আপনি আচরি অপরে শিখাও
শাস্ত্র গুরু মান্য করি॥

[আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপপ্রণেতা শ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত]

শ্রীসদাশিবঃ শরণং।

নমো গণেশায় ॥

শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ ॥

প্রেতিপরায়ণ শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ ॥

প্রার্থনাতত্ত্ব।

প্রস্তাবনা।

জিজ্ঞাসু—'প্রার্থনা' সম্বন্ধে কিছু উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

বক্তা—'প্রার্থনাব কার্য্যকাবিতা আছে কি না' তুমি কি এই প্রশ্নের সমাধানার্থী? প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, তোমাব কি ইহা বিশ্বাস হয় না? ভগবানের কাছে অভাব জানাইলে তিনি অভাব দূর করেন, তুমি কি ইহা স্বীকার কব না? বিপদে পতিত হইয়া "তুমি বিপদভঞ্জন, তুমি শরণাগতের রক্ষাকর্ত্তা, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, আমি বিপদে পড়িয়া তাই তোমাকে ডাকিতেছি, বিপন্নকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার শক্তি তোমার আছে, এই নিমিত্ত আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা কর" এই ভাবে, এইরূপ ভাষায় তুমি ভগবানের কাছে কখন প্রার্থনা কর না? প্রার্থনা করিয়াও তুমি কি কখন ফল পাও নাই, তাই কি তোমার প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—প্রার্থনার তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াই আমি আপনার কাছে আসিয়াছি। প্রার্থনা সম্বন্ধে বিবিধ বাদ কর্ণগোচর হইয়াছে, স্বয়ং যথাশক্তি প্রার্থনা বিষয়ক প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর সমূহের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোনরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। শ্রদ্ধাই সিদ্ধির প্রধান কারণ, অশ্রদ্ধা না থাকিলেও প্রার্থনার কার্য্যকারিতাতে বোধ হয় আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা—অচল বিশ্বাস অদ্যাপি জন্মে নাই।

বক্তা—তুমি কি তাহা হইলে, কখন প্রার্থনা কর নাই? অভাব মোচনের জন্য ভগবান্‌কে কখন কিছু বল নাই?

জিজ্ঞাসু—তাহা কি কখন সম্ভব, প্রভো! আমি কি জগৎ ছাড়া? আপনি ত জানেন, গ্রন্থসঙ্গ আমার অতি প্রিয়, আমি আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ যথাশক্তি শ্রবণ করিয়াছি, অন্তরঙ্গ দেখিতে না পাইলেও, বেদ ও শাস্ত্রের বহিরঙ্গ আমি কিছু কিছু দেখিয়াছি, অন্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থও যথাপ্রয়োজন অধ্যয়ন করিয়াছি। প্রার্থনার স্বরূপ, প্রার্থনার প্রয়োজন, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা এবং প্রার্থনা করিবার বিধি, আমার বিশ্বাস হইয়াছে, বেদের উপদেশ প্রধানতঃ এই সমস্ত বিষয়াত্মক, প্রার্থনাতত্ত্বই বেদে বিশেষতঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বলা বাহুল্য, বেদমূলক পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে প্রার্থনাতত্ত্বোপদেশ আছে। কেবল আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কেন, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ধর্ম্মগ্রন্থেও প্রার্থনার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রার্থনাতত্ত্বই, আমার ধারণা হইয়াছে, সর্ব্বজাতির ধর্ম্মগ্রন্থের প্রধান অভিধেয়। স্পষ্ট ভাষায়—অন্যে শুনিতে পান এইরূপ স্বরে না জানাইলেও, জানিনা কোন্ অভাববিশিষ্ট মনুষ্য প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারেন? জানিনা কোন্ বিপন্নের, নিজশক্তি দ্বারা বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের উপায় নাই, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় ব্যক্তির, ঘোর নাস্তিক হইলেও, সম্পদের সময়ে প্রার্থনার নিরর্থকত্ব (Fruitlessness) প্রার্থনার অসভ্যোচিতত্ব বা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধত্ব প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর শূর (Champion) থাকিলেও (যদি হতবুদ্ধি বা জ্ঞানশূন্য না হয়েন) স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় 'হে বিপদভঞ্জন' হে জগৎপিতঃ! হে করুণাময়! আমাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা কর, তুমি ভিন্ন অন্য গতি নাই, পিতঃ, প্রাণ যায়, রক্ষা কর, এবম্প্রকার প্রার্থনা না হইয়া থাকিতে পারে। জলে নিমজ্জনশীল মুমূর্ষু ক্ষুদ্র তৃণেরও কৃপাপ্রার্থী হয়, আমাকে রক্ষা করিবে, এই আশায় অবশভাবে উহাকে ধরিবার জন্য কর প্রসারণ করিয়া থাকে। আমি তাই বলিতেছি, 'আমি কি জগৎছাড়া?' বেদের সর্ব্বত্র যে প্রার্থনার উপদেশ আছে, কি ভাবে কোন্ ভাষায় প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহা উক্ত হইয়াছে, প্রকৃতির প্রেরণায় জীবমাত্রেই স্পষ্ট, অস্পষ্ট, সুবোধ্য, দুর্বোধ্য যে ভাষায় হোক্ যাহা করিয়া থাকে, জীবমাত্রের যাহা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, মনুষ্য জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে যাহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সে প্রার্থনার প্রয়োজন যে আমি বুঝি না, তাহা নহে, অভাব সাগরে পতিত ব্যক্তির অভাবমোচনের চেষ্টা না হইয়া থাকিতে পারে কি? তবে, অভাব জানাইবার শক্তি আমার নাই, যে ভাবে অভাব জানাইতে হয়, সে ভাব আমার হৃদয়ে নাই, যে ভাষায় অভাব জানাইতে হয় সে ভাষা আমি জানি না।

বক্তা—অভাব জানাইবার শক্তি আমার নাই, যে ভাবে অভাব জানাইতে হয়, সে ভাব আমার হৃদয়ে নাই, যে ভাষায় অভাব জানাইতে হয়, সে ভাষা আমি জানি না, তোমার এই সকল কথার অভিপ্রায় কি ? শিশুরাও ত অভাব জানায়, প্রার্থনা করে, সকলের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান,সর্ব্বহৃদয়বাসী, সর্ব্বহৃদয়জ্ঞ, সর্ব্বভাবময়, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বভাষাবিদ্ পরমেশ্বরই সকলকে অভাব জানাইবার শক্তি দেন্, যে ভাবে যে ভাষায় অভাব জানাইতে হয়, তিনিই তাহা বলিয়া দেন্, তবে তুমি এইরূপ কথা বলিলে কেন ? রোদনই ত প্রার্থনার স্বাভাবিক ভাষা, আত্মারেই শিশুরা রোদন করে, প্রার্থনার সহজ ভাষা কে না জানে ? কোন্ দুঃখী না কাঁদিয়া থাকে ?

জিজ্ঞাসু—আপনি কি আমার ঐরূপ উক্তির আশয় বুঝিতে পারেন নাই ? আমার মুখ হইতে যখন শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তখন নিবেদন করিতেছি।

আমি আর শিশু নাই, আমার হৃদয় হইতে শিশুত্ব চলিয়া গিয়াছে, বালকোচিত সরলতা, বালকোচিত কোমলতা আমি হারাইয়াছি, আমি এখন হিতাহিতবিবেকশক্তিবিশিষ্ট, বিদ্বান্ এইরূপ অভিমানগ্রস্ত। দুঃখের সময় এখন আর আমি বালকের ন্যায় রোদন করিতে পারি না, অন্তর্যামীর প্রেরণায় নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইলে, পাছে কেহ দেখে, আমাকে দুর্ব্বলচিত্ত বোধে ঘৃণা করে, আমাকে বর্ব্বর বলে উপেক্ষা করে, এই ভয়ে ত্বরিত ভাবে চক্ষু মুছিয়া ফেলি। বাল্যাবস্থায় ক্ষুধা পাইলেই মার কাছে খাদ্য চাহিতাম, মা কোথায় পাইবেন, মা দিবেন কেন, মার কাছে খাবার চাওয়া উচিত কি না, তাহা তখন ভাবিতাম্ না, তাহা ভাবিবার যে প্রয়োজন আছে, তাহা তখন বুঝিতাম না। তখন এতাদৃশ বিচারবুদ্ধির বিকাশ হয় নাই। অভাব বোধ হইলেই মাতা-পিতাকে বিনা সংকোচে তখন্ জানাইতাম, তুমি আমার মা, তুমি আমার বাবা, অতএব তোমরা আমার অভাব মোচন করিবেই, মাতা-পিতা সন্তানের দুঃখ দূর না করিয়া থাকিতে পারিবেন না, শিশু কালে, বাল্যাবস্থায় যেন এবম্প্রকার সহজবিশ্বাসের প্রেরণাতেই মাতা-পিতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছি। এখন তাহা করিতে পারি না। ভগবানই প্রকৃত মাতা, পিতা, সকল সময়ে এই বিশ্বাস স্থির থাকে না। পার্থিব মাতা-পিতার স্নেহ, বাৎসল্য, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি কল্যাণগুণগ্রাম স্মরণ করিলে, হৃদয় বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়, অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়। আবার করুণাময়ের কৃপায় যখন

উপলব্ধি করিতে পারি, পার্থিব মাতা-পিতাতে স্নেহ, বাৎসল্যাদি যে কল্যাণ-গুণগ্রাম বাস করে, তাহারা পরম মাতা-পিতা বা পরমেশ্বর হইতে আগত, ইহারা তাঁহার অপরিচ্ছিন্ন স্নেহ, দয়ারই অংশ, তখন পার্থিব মাতা পিতাকে বাল্যাবস্থায় অভাব জানাইতে যেমন কোন বাধাবোধ হইত না, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান, পরম মাতা-পিতা পরমেশ্বরকে অভাব জানাইতে এবং আমার অভাব মোচন করিয়া দেও, আমাকে শীঘ্র সুখী কর, আমি দুঃখ সহিতে পারিতেছিনা এইরূপ প্রার্থনা করিতে হৃদয় সংকুচিত বা ভীত হয় না। কিন্তু সে ভাব,সে বিশ্বাস, স্থির থাকে না মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সকল কার্য্যই যে হিতকর, তাঁহার সকল নিয়মই যে করুণামূলক তাহা সর্ব্বদা সুখবোধ্য হয় না।

বক্তা—পরমেশ্বরের সকল কার্য্যই যে কল্যাণের জন্য, যিনি মঙ্গলময়, তিনি কখনও অমঙ্গল করিতে পারেন না, তোমার এইরূপ বিশ্বাস স্থির থাকে না কেন? তুমি যে তাঁহাকে সর্ব্বদা পরম দয়ালু, স্নেহক্ষমাদি কল্যাণগুণসমূহের আধার, তোমার নিত্য পরম মাতা-পিতা বলিয়া ভাবিতে পার না, তাহার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু—বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাবই তাহার হেতু। তত্ত্বদৃষ্টির অসম্পূর্ণতাই মনে হয়, বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাবের কারণ, এবং ইহাই পরমেশ্বরের সকল কার্য্যই, অখিল নিয়মই হিতকর, সকল নিয়মই করুণামূলক, হৃদয়ে সর্ব্বদা এই ভাব ধরিয়া রাখিবার পথে প্রতিবন্ধক।

বক্তা—পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাব?

জিজ্ঞাসু—প্রভো! কিছুই ঠিক বুঝিতে পারি না, তবে পরমেশ্বরের অস্তিত্বে যে আমি স্বভাবতঃ অবিশ্বাসী নই, তাহা আমার বিশ্বাস হয়।

বক্তা—তোমার এইরূপ দৃঢ় ধারণা হইবার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু—আমার ঈশ্বর বিশ্বাস যে স্থায়িসাম্যভাব (Stable equilibrium) প্রাপ্ত হইয়াছে, আমার তাহা বোধ হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে যাঁহাদের সহজ বিশ্বাস নাই, যাঁহারা কুতর্ককুশল, তাহাদের তর্ক শ্রবণ পূর্ব্বক আমার ঈশ্বর বিশ্বাস যে বিচলিত হয় না, তাহা নহে, তাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ তর্কশর আমার কোমল ঈশ্বর-বিশ্বাসের হৃদয়কে বিদ্ধ করে সত্য, কিন্তু ইহার প্রাণকে নষ্ট করিতে পারে না, অমৃতস্বরূপ করুণাময় বিশ্বপ্রাণ ইহার প্রাণ রক্ষা করেন। যখন অসহ্য যাতনা পাই, যখন অন্যকে দুঃখানলে দগ্ধ হইতে দেখি, তখন, তুমি কি আছ? তুমি কি চক্ষুষ্মান্? তোমার কি শ্রবণশক্তি আছে? তুমি কি বস্তুতঃ দয়ার সাগর? ক্ষমার পারাবার? বাৎসল্যের আধার? আমি যে কত

ব্যাকুলীভূত হৃদয়ে তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি ত তাহাতে কর্ণপাত করিতেছ না, তুমি যে অন্ধ ও বধিরের মত, অচেতন পাষাণের ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া আছ, তখনই মনে এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িতে পারিনা, ছাড়িতে যাই, কিন্তু ছাড়িতে সমর্থ হইনা, আমি যখনই ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হই তখনই আমার ক্ষুদ্র প্রাণ কাতর হয়, তখনই সে অত্যন্ত কাতরস্বরে আমাকে বলে, যদি তুমি বিশ্বপ্রাণকে তাড়াইতে উৎসাহী হও, তবে একটু অপেক্ষা কর, অগ্রে আমাকে তোমাকে ত্যাগ করিতে দেও, বিশ্বপ্রাণ যে স্থান হইতে অন্তর্হিত হন, সে স্থানে কি আমি থাকিতে পারি? বিশ্বপ্রাণ অন্তর্হিত হইলে আমি তথায় অবস্থান করিনা, আমিও তথা হইতে উৎক্রমণ করি। তিনিই যে আমার প্রাণ, তিনিই যে প্রাণের প্রাণ এই নামে প্রসিদ্ধ, বিশ্বজগৎ যে তাঁহারই বশে বিদ্যমান, তাঁহারই প্রাণে সপ্রাণ, অতএব প্রাণ-বিরহিত হইয়া প্রাণ থাকিবে কিরূপে? যাহারা ঈশ্বরবিশ্বাসবিহীন তাহারা জীবন্মৃত। আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, আমার ঈশ্বরবিশ্বাস স্বাভাবিক, এ বিশ্বাস আমার প্রাণের সহিত গ্রথিত, প্রাণের নাশ না হইলে, আমার ঈশ্বরবিশ্বাস, বিচলিত হইলেও, ক্ষীণ হইলেও, রুগ্ন হইলেও, বিনষ্ট হইবেনা, আমি তাই বলিয়াছি, আমার ঈশ্বরবিশ্বাস স্থায়ি-সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিপদে পড়িলেই তাঁহাকে মনে পড়ে, দুঃখ পাইলেই, ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে ডাকি, কিন্তু সকল সময়ে প্রার্থনা করিলেই তিনি তাহা পূর্ণ করিবেন, এই প্রকার দৃঢ়, সরল বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করিতে পারিনা। তিনি কি আমাকে দয়া করিবেন? আমার ন্যায় অকিঞ্চনের, পাপমলীমসের আহ্বানে তিনি কি কর্ণপাত করিবেন? অগণ্য যোগ্যতর সন্তানগণের আহ্বান শুনিতে যাঁহার কর্ণ সদা ব্যগ্র, আমি পাপী এই বিশ্বাস বশতঃ আমার হৃদয় সংকুচিত, নিরন্তর ভীত, আমার স্বর ক্ষীণ; সুতরাং আমার স্বর কি তাঁহার কর্ণগোচর হইবে? শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই সকলে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, পাপীর ক্লেশভোগ অবশ্যম্ভাবী, পাপীকে দুঃখ দেওয়া তাঁহার নিয়ম, অতএব তিনি কেন এই অকিঞ্চনের জন্য তাঁহার সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিবেন? পরমেশ্বরের সকল কার্য্যই যদি কল্যাণবহ এবং সকল নিয়মই করুণামূলক হয়, তাহাহইলে পৃথিবী এত ক্লেশের স্থান হইল কেন? মনুষ্যের দুঃখপ্রদ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহাহইলে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি হয় কেন? পাপপ্রবৃত্তির তিনি দমন করেন না কেন? মনে এই জাতীয় বহু তর্ক উত্থিত হয়।

স্বয়ং কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারিনা, এবং এই জন্য ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রাণ একটু বিচলিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাস স্বাভাবিক বলিয়া, স্থায়িভাবে তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইবারও সামর্থ্য আমার নাই। ঈশ্বর বস্তুতঃ নাই, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস অসম্ভোচিত; বিজ্ঞানদৃষ্টিবিহীন, করুণার্হ, দুর্ভাগ্য মূর্খেরাই ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করে; আর, যদি তিনি থাকেন তবে তাঁহার দুঃখীর দুঃখমোচনের শক্তি নাই, আমি নাস্তিকদিগের এই প্রকার তর্ক বহুশঃ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু আমি উঁহাদের মতকে নিতান্ত অনিষ্টজনক বলিয়াই বিশ্বাস করি।

বক্তা—তোমার সরল প্রাণের কথা শুনিয়া আমার প্রাণ জুড়াইতেছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সংশয়নিরসনার্থ বেদ ও শাস্ত্রের অবিরোধে তর্ক করা ন্যায়বিগর্হিত নহে। তোমার মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবে, তুমি বিনা সঙ্কোচে আমাকে তাহা জানাইবে, যদি আমি তোমার সংশয় দূর করিতে পারি, তাহা হইলে অত্যন্ত সুখী হইব। পরমেশ্বরের অস্তিত্বে যদি তোমার সহজ বিশ্বাস থাকে, তবে, বল শুনি, তুমি পরমেশ্বরকে কি ভাবে ভাবিয়া থাক? পরমেশ্বরের কিরূপ রূপ তোমার চিত্তে প্রতিফলিত হইয়াছে? যে পরমেশ্বর দুঃখীর দুঃখ দূর করেন না, বা করিতে পারেন না, অজ্ঞানকে যিনি জ্ঞান দিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক, পাপীকে তাঁহার নিয়মভঙ্গ হইবে, এই ভয়ে যিনি ক্ষমা ও দয়া করিতে অপারগ, শরণাগতকে রক্ষা করিতে যিনি অক্ষম, তুমি কি এইরূপ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার? তুমি কি এইরূপ পরমেশ্বর চাও? তোমার পরমেশ্বর কি এইরূপ উদাসীন? এইরূপ নির্গুণ, এইরূপ অকর্ম্মণ্য? এইরূপ কঠোর ন্যায়বান্?

জিজ্ঞাসু আজ্ঞে না, ঈদৃশ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন না করিলেই বা ক্ষতি কি? যিনি কিছু করেন না, যিনি কিছু করিতে পারেন না, তিনি থাকিলেও কোন লাভ নাই, না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। দানবিমুখ, নির্দ্দয়, কৃপণ ধনকুবেরের সম্মুখে থাকিলে দরিদ্রের কি কোন উপকার হয়? দরিদ্র কি এইরূপ ধনীর শরণ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়? আমি উদাসীন নির্গুণ, অকর্ম্মণ্য পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করি নাই, আমার হৃদয়রমণ, আমার অন্তর্যামী তাদৃশ পদার্থ নহেন।

বক্তা। তুমি বলিলে, যে পরমেশ্বর কিছু করেন না, কিছু করিতে পারেন না, তুমি তাদৃশ পরমেশ্বর চাও না; ইহাও তোমারই কথা যে, পরমেশ্বর আছেন,

ইহা তোমার সহজ বিশ্বাস; অতএব বলিতে পারি, যে পরমেশ্বর কিছু করেন, কিছু করিতে পারেন, যে পরমেশ্বরের পাপীকে ক্ষমা করিবার শক্তি আছে, দুঃখীর দুঃখনিবারণের ও অজ্ঞানকে জ্ঞান দিবার সামর্থ্য আছে, যে পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সেই পরমেশ্বরের অস্তিত্বেই তুমি স্বভাবতঃ বিশ্বাসবান্।

জিজ্ঞাসু—যে পরমেশ্বরের অস্তিত্বে আমি স্বভাবতঃ বিশ্বাসবান্, আমার সে পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, আমার সে পরমেশ্বর অখিল কল্যাণগুণের আধার, আমার সে পরমেশ্বর নির্দ্দোষ, আমার সে পরমেশ্বর পূর্ণ।

বক্তা—একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তাপূর্ব্বক বল শুনি, এইরূপ পুরুষবিশেষ আছেন তুমি যে ইহা বিশ্বাস কর, তাহার কারণ কি? এই প্রকার পরমেশ্বর আছেন, কোন্ প্রমাণে তোমার এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে? প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তোপদেশ এই ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে কোন্ প্রমাণ তোমার হৃদয় মন্দিরে এতাদৃশ পরমেশ্বরকে এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে?

জিজ্ঞাসু—এ প্রশ্ন আমার মনে বহুবার উঠিয়াছে, এবং এখনও উঠিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, বেদ ও শাস্ত্র প্রমাণেই আমি পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়াছি।

বক্তা—বেদ ও শাস্ত্র পড়িয়াছেন, বাচস্পতিসম প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বলিয়া লোকে সমাদৃত, কিন্তু পরমেশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান, কিম্বা পরমেশ্বর নামক কোন পদার্থ বস্তুতঃ নাই, এবম্প্রকার স্থিরনিশ্চয় ব্যক্তি কি নাই? যাহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁহাদিগকে মনে মনে অল্পজ্ঞ বলিয়া উপেক্ষা করেন, এমন দুর্ভাগ্য বিদ্বান্ কি কখন তোমার নয়নে পতিত হন নাই?

জিজ্ঞাসু—'না' বলিব কেমন করিয়া?

বক্তা—তবে বেদ শাস্ত্রের প্রমাণে তোমার ঈশ্বরবিশ্বাস জন্মলাভ করিয়াছে, সুদৃঢ় হইয়াছে, তুমি কিরূপে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ? দার্শনিকদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া কত বিসম্বাদ, ইঁহারা কি বেদবিদ্ ও শাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন না?

জিজ্ঞাসু—আমি ত আপনাকে বলিয়াছি "কোন্ প্রমাণে আমার হৃদয়মন্দিরে পরমেশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমার মনে বহুবার এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, এবং এখনও উঠিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে, বেদ ও শাস্ত্রপ্রমাণেই আমি ঈশ্বরবিশ্বাস পাইয়াছি। বেদ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও কেন ঈশ্বরবিশ্বাসী হন না, আমি তাহা বুঝিতে পারিনা। প্রতিভাসম্বন্ধে আপনি দয়া করিয়া আমাকে অনেক কথা শুনাইয়াছেন, আমার দৃঢ়

বিশ্বাস, বেদ ও শাস্ত্রের প্রসাদে আমি ঈশ্বরবিশ্বাস পাইয়াছি', আমার এই প্রকার ধারণার আপনার প্রতিভাবিষয়ক উপদেশই জন্মদাতা।

বক্তা—'বেদ ও শাস্ত্রপ্রসাদেই আমি ঈশ্বরবিশ্বাস পাইয়াছি, তোমার এই উক্তির সহিত "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বেদ ও শাস্ত্রের প্রসাদে আমি ঈশ্বরবিশ্বাস পাইয়াছি,আমার এই প্রকার ধারণার আপনার প্রতিভাবিষয়ক উপদেশই জন্মদাতা" এই পশ্চাদুক্তির কোনই বিরোধ হয় নাই, তুমি এক কথাই বলিয়াছ। আমি বেদ ও শাস্ত্রের উপদেশ ছাড়া আর কি বলিতে পারি? নাস্তিক বল, আস্তিক বল, সকলেই বেদ ও শাস্ত্রোপদেশেরই (অশুদ্ধ বা শুদ্ধ যে ভাবেই হউক) প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। তত্ত্বপরীক্ষার কথা ত দূরের, শাস্ত্রব্যতিরেকে কি হেয়, কি উপাদেয়, কাহারও তদ্বিচার মাত্র হয় না। সাক্ষাৎ পরমেশ্বর যদি আত্মমূর্ত্তি (বেদরূপ) ধারণপূর্ব্বক অতিগুহ্য নিজতত্ত্ব না বলিতেন, স্বীয় তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত না করিতেন, তাহা হইলে, সমস্ত ত্রিভুবন, নিশ্চয়ই অন্ধ ও মূকবৎ অসামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইত। 'হে পরমেশ্বর! তুমিই শাস্ত্র, ত্বদীয় মতিই শাস্ত্র, তোমার জ্ঞান শব্দ দ্বারা সংক্রমণ পূর্ব্বক অধিকারীর হৃদয় সংস্কৃত করে', এই সকল উপাদেয় উপদেশ স্মরণ কর। *

বেদই বিশ্বপ্রাণ, অতএব তুমি যে বিশ্বপ্রাণ বেদের এবং তন্মূলক শাস্ত্রসমূহের কৃপায় ঈশ্বরবিশ্বাস (তর্কপরিশুদ্ধভাবের না হইলেও) লাভ করিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, স্বভাবতঃ ঈশ্বরবিশ্বাসবিহীন মনুষ্য বস্তুতঃ জীবন্মৃত। বেদ ও শাস্ত্র পাঠ করিয়াও যাঁহারা ঈশ্বরের রূপ দেখিতে পান না, তাঁহারা অন্ধ, তাঁহারা অকৃতজ্ঞ, তাঁহাদের বেদ ও শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুকপক্ষীর রামনামোচ্চারণের ন্যায় নিরর্থক। যে চক্ষু উন্মীলিত হইলে ঈশ্বরের প্রাণারাম প্রকৃতরূপ নয়নে পতিত হয়, সে চক্ষু বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট সাধনা ও সংস্কারবিরহিত ব্যক্তির উন্মীলিত হয় না, সে চক্ষুকে

---

* "শাস্ত্রমন্তরেণ চ হেয়োপাদেয়বিচারমপি ন ভবেৎ।
কিং পুনস্তত্ত্ব পরীক্ষণম্?"—স্পন্দদীপিকা।

"সাক্ষাদ্ভবান্ যদি বিধায় ন মূর্ত্তিমাত্মাং তত্ত্বং নিজং তদবদিষ্যদতোঽতিগুহ্যম্।
নাজ্ঞাস্যত ত্রিভুবনং ধ্রুবমন্ধমূককল্পং সমস্তমসমঞ্জসতামযাস্যৎ॥"—আগমসংস্তোত্র।

"সাক্ষাৎ ত্বমেব বা শাস্ত্রং ত্বদীয়ৈব হি সা মতিঃ।
শব্দদ্বারেণ সংক্রম্য সংস্করোত্যধিকারিণঃ॥"

—ষাড়্‌গুণ্যবিবেক।

উন্মীলিত করিতে হইলে যথাশাস্ত্র তপশ্চরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার পূর্ব্বজন্মের বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নজনিত পুণ্য এবং সদগুরুপরিচর্য্যাদি শাস্ত্রিত পৌরুষ এই জন্মে তোমাকে ঈশ্বরবিশ্বাস প্রদান করিয়াছে। কুতর্ক শ্রবণ পূর্ব্বক তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাস একটু বিচলিত হইতে পারে, দুঃখদহনের অসহ্য সন্তাপ তোমার ঈশ্বর বিশ্বাসকে চঞ্চল করিতে পারে, কিন্তু ইহাকে তোমার হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে পারিবে না, তোমার ঈশ্বরবিশ্বাস বিশ্বপ্রাণ অমর বেদের কৃপায় মরণশূন্য হইয়াছে, তোমার আর ভয় নাই। তুমি সদগুরুর নিকট হইতে পুর্ব্বজন্মে বেদ পাঠ করিয়াছ, তাই কোন দুস্কৃতিবশতঃ বেদের রূপ সর্ব্বদা যথাযথভাবে তোমার জ্ঞান নেত্রে প্রতিভাত না হইলেও সত্যস্বরূপ পরমবন্ধু বেদ, তোমার অন্তরে থাকিয়া তোমাকে সতত রক্ষা করিতেছেন, করিবেন, বেদেরই উপদেশ—'যে পুরুষ যথোক্ত প্রকারে সত্যস্বরূপ বিশ্বপ্রাণ বেদের উপাসনা করেন, তিনি যদ্যপি লোক-ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অনৃত ও (মিথ্যাও) বলেন, তথাপি অনৃতভাষণজনিত প্রত্যবায় (পাপ) তাঁহাকে স্পর্শ করেনা, বেদের কৃপায় তাঁহার মিথ্যা বাক্যও সত্যের ন্যায় হইয়া থাকে। "স যদি হ বা অপি মৃষা বদতি সত্যং হৈবাস্যোদিতং ভবতি য এবমেতং সত্যস্য সত্যত্বং বেদ।' ঐতরেয় আরণ্যক।

বিপদের সময় তুমি ভগবান্‌কে যে ডাক, আমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা কর, এইরূপ ভাষায় যে প্রার্থনা কর, তাহার কারণ কি? ভগবান্ প্রার্থনা শ্রবণ করেন, ধনী, দরিদ্র, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বশক্তিমান্ সমদর্শী ভগবানের দৃষ্টিতে তাঁহার সকল সন্তানই সমান, তিনি সকলের আহ্বানই শুনিয়া থাকেন, তোমার এই প্রকার বিশ্বাস যদি না থাকিত, তাহা হইলে কি তুমি তাঁহাকে ডাকিতে? প্রার্থনার কোন কার্য্যকারিতা নাই, তোমার যদি এইরূপ স্থির ধারণা থাকিত, তাহা হইলে তুমি কখনও প্রার্থনা করিতে না। "আমার অভাব জানাইবার শক্তি নাই, যে ভাবে যে ভাষায় অভাব জানাইতে হয়, আমার হৃদয়ে সে ভাব নাই, সে ভাষা আমি জানিনা", তোমার এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা এখনও পূর্ণভাবে জানান হয় নাই। তোমার হৃদয় হইতে শিশুভাব চলিয়া গিয়াছে, তুমি এখন আর বালক নও, এই জন্য ভগবান্‌কে অভাব জানাইতে পারনা, শিশু বা বালকের ভাব হৃদয়ে না থাকিলে, অভাব জানান যায়না, শিশু বা বালকের ভাষাই অভাব জানাইবার ভাষা, তোমার উক্ত বাক্যের কি ইহাই আশয়? অভাব জানাইবার শক্তি যে প্রাকৃতিক, এ শক্তি যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই জীবকে প্রদান করেন।

জিজ্ঞাসু—বিপদে পতিত হইলে প্রার্থনা করিবার শক্তি আসে, তীব্র যাতনা ভোগকালে যে ভাবে যে ভাষায় অভাব জানাইতে হয়, ক্লেশনিবারণার্থ প্রার্থনা করিতে হয়, হৃদয়ে সে ভাবের উদয় হয়, সে ভাষা তখন মনে পড়ে, জিহ্বা তখন অবশভাবে প্রার্থনার ভাষা উচ্চারণ করে। কিন্তু অন্য সময়ে ভগবান্‌কে মনে পড়ে না, অন্য সময়ে সে ভাব থাকে না, সুখের সময়ে সে ভাষা উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়। করুণাময় অন্তর্যামী ভগবান্‌ই যে অভাব জানাইবার শক্তি প্রদান করেন, প্রার্থনার ভাষা মনে পড়াইয়া দেন, সে ভাষা উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা দেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি, তিনি যে সমদর্শী, অনেক সময়ে তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। ভগবান্ যদি সমদর্শী না হইতেন, তাহা হইলে, যাহারা ভগবদ্বিমুখ, তাঁহার নামগ্রহণ যাঁহাদের জ্ঞানে অনর্থক ও মূঢ়োচিত, ঘোর বিপদে পতিত হইলে, এবং তাহা হইতে স্বচেষ্টায় উদ্ধার হইবার আশা না থাকিলে, তাঁহারা কি, 'পিতঃ! এই বিপদ হইতে ত্রাণ কর,' এইরূপ বাক্য উচ্চারণে সমর্থ হইতেন? আমরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ, শাস্ত্র পাঠে অবগত হইয়াছি, অকৃতজ্ঞতা হইতে ভীষণতর পাপ নাই।

বক্তা—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য, অকৃতজ্ঞতাই সর্ব্বপ্রকার পাপের আকর, অকৃতজ্ঞের অসাধ্য দুষ্কর্ম্ম আছে কি না সন্দেহস্থল। অকৃতজ্ঞতাই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপনপথে প্রধান প্রতিবন্ধক, অকৃতজ্ঞের হৃদয়েই নাস্তিকতা স্বচ্ছন্দে আসন পরিগ্রহ করে। আমি ক্রমশঃ তোমার সংশয় দূর করিবার চেষ্টা করিব, এখন প্রার্থনা সম্বন্ধে তুমি কি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, প্রার্থনাবিষয়ে তোমার কি কি প্রশ্ন হইয়াছে, তাহা আমাকে নির্ভয়ে বল। প্রার্থনাতত্ত্ব সম্বন্ধে যথাবিধি বিচার করিতে হইলে, কি প্রণালীতে বিচার করিতে হইবে, কোন্ কোন্ বিষয়ের চিন্তা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা তুমি ভাবিয়াছ কি?

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপায় আমার বোধ হইয়াছে, প্রার্থনাতত্ত্বের যথাবিধি বিচার করিতে হইলে, প্রথমে 'প্রার্থনা' শব্দের অর্থ কি, তাহা অবশ্য বিচার্য্য। একটি সাধু শব্দের গর্ভ অন্বেষণ করিলে উক্ত শব্দবোধ্য অর্থের বিজ্ঞান-নেত্রে প্রতিফলিত রূপ জ্ঞানগোচর হয়, দর্শনের দর্শনে উহার যে যে রূপের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা জানিতে পারা যায়, সাধুশব্দই যে বেদ, তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। 'প্রার্থনা' শব্দের অর্থ বিচার করিবার পরে 'প্রার্থনা' শব্দ বোধ্য অর্থের বিচার দ্বারা ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে কি জানিতে পারিলাম, তাহা ভাবিতে হইবে। প্রার্থনার

তত্ত্ববিচার করিতে হইলে, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ কর্তৃক বর্ণিত ইহার স্বরূপ দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিজ্ঞান হইতে ইহার তত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা স্মরণ এবং তাহার মনন করিতে হইবে। অন্য জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ প্রার্থনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অবশ্য শ্রোতব্য। ইতঃপর প্রার্থনার কার্য্যকারিতার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে। কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়, কিরূপে প্রার্থনা করিলে প্রার্থনার ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা অবগত হইতে হইবে। প্রার্থনাতত্ত্বের অনুসন্ধান, আমার বিশ্বাস, এই প্রণালীতে করা উচিত।

বক্তা—তোমার প্রার্থনাতত্ত্বের সূচনা অত্যুত্তম। আমি তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি, প্রার্থনা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের সূক্ষ্ম অবস্থা বিশেষ। প্রার্থনা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আন্তর অবস্থা বিশেষ, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, তোমার উপলব্ধি হইবে, প্রার্থনাতত্ত্বের পূর্ণভাবে বিচার করিতে হইলে, বেদ এবং বেদের অঙ্গ ও উপাঙ্গ কর্তৃক বর্ণিত প্রার্থনার রূপ অবশ্য দ্রষ্টব্য। প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি তোমাকে প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি, যথাবিধি অনুষ্ঠিত কোনরূপ কর্ম্মের কার্য্যকারিতা বা ফলপ্রসবসামর্থ্য সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা যদি অনুচিত হয়, তাহা হইলে, যথাবিধি কৃত প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় উত্থাপন করাও প্রেক্ষাবানের সমীপে অবিজ্ঞোচিত এবং ন্যায়বিগর্হিতরূপে বিবেচিত হইবে। শ্রদ্ধা, বিজ্ঞান ও যোগযুক্ত হৃদয়ই প্রার্থনার কার্য্যকারিতা যে অমোঘ তাহা উপলব্ধি করিতে ক্ষমবান্ হয়েন। ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া যদি যথাবিধি অভাব জানান যায়, তাঁহার শরণাগত হইয়া, অভিমানকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই, তিনি অগতির গতি, এইরূপ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক অভাব মোচনার্থ যদি প্রার্থনা করা যায়, তাহা হইলে, তিনি তাহা শুনিতে পান, প্রার্থনাকারীর অভাব মোচন করেন। এই কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন অত্যাবশ্যক। বেদে স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে, যাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রার্থনা করা হয়, তিনি অন্ধ নহেন, বধির নহেন, তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শুনিতে পান, তাহাকে দেখিতে পান, তাঁহার শুনিবার পূর্ণ শক্তি আছে, তাঁহার দেখিবার অলৌকিক চক্ষু আছে।

নববর্ষ

(১)

ঈশ্বর পরায়ণ হই এস।

জগতের অধিকাংশ নরনারী, অন্ততঃ সকল দেশের প্রধান প্রধান মানুষ, যদি ঈশ্বর পরায়ণ হয়, হইয়া যদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তবেই দেশের যথার্থ কল্যাণ হয়। ঈশ্বর পরায়ণ হইতে হয় নিজের ভিতরে ঈশ্বর বিশ্বাসে,ঈশ্বর ভাবনায়, ঈশ্বর ভজনে, ঈশ্বর পূজনে,এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে। আর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়,প্রাণিজগতে অবৈধ হিংসা বর্জ্জনে, সকলের কাছে সত্য ব্যবহারে, চুরী না করায়, ভিতরে বাহিরে পবিত্র হইয়া জগৎকে শৌচাচার শিক্ষা দেওয়ায়, ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া অন্যকে সন্তোষ শিক্ষা দেওয়ায়, আর আপনি সংযমী হইয়া অন্যকে ইন্দ্রিয় জয় করিতে শিক্ষা করানায়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, সন্তোষ এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এই গুলি ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম গুলির অনুষ্ঠান করিবার ক্ষেত্র হইতেছে আপনি নিজে, আপন পরিবার, অন্যান্য পরিবার, সমাজ জাতি, ব্যবহারিক জগতের প্রাণিপুঞ্জ। তুমি প্রভুত্ব পাইয়াছ আত্ম-হারা হইওনা, ধর্ম্মের ব্যভিচার যেখানে, ঈশ্বর পরায়ণতার ব্যভিচার যেখানে সেইখানে শাসন দণ্ড ধারণ কর। বড় শুভ হইবে।

ভিতরটি পবিত্র রাখিবার জন্য ঈশ্বর পরায়ণ হইতে হইবে : বিশ্বাস, সাধন, ভজন, পূজন, ভাবনা করিয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, আবার সমাজে ঠিক হইয়া চলিবার জন্য—জগতের শুভ পথে ব্যবহার পরায়ণ জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। বলিতে হইবে না যে ঈশ্বর পরায়ণ হইবার জন্য যেমন ধর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক আবার ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ণ ভাবে করার জন্য তেমনি ঈশ্বর পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। ফলে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম লইয়া যিনি চলেন তিনিই পূর্ণ ভাবে মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলিতে পারেন ; তিনিই ঈশ্বরের গুণে ভূষিত হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপে মিশিতে পারেন।

এই বর্ষ প্রভাতে, শুধু তাই কেন প্রতিমাসের প্রভাতে, প্রতিদিনের প্রভাতে, আমরা নিজেকে এবং অপর নর নারী সকলকে ভাবনা করিতে বলি, কিরূপে ঈশ্বর পরায়ণ হওয়া যায় কিরূপেই বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় বিশেষ করিয়া তাহা জানা আবশ্যক ; আর এই দুই কার্য্য করিতে পারিলে যে সাক্ষাৎকার লাভ হইবে তাহাও অবশ্যম্ভাবী। ইহা শুভ চিন্তা এই মত কার্য্য করাই কল্যাণ পথে চলা।

আমরা এই সংসারটাকে, এই জগৎটাকে, যে ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহা দেখিয়াই নিশ্চয় করিতে পারি আমরা কতটুকু শুভ ভাবনা ও শুভ কার্য্য লইয়া থাকি।

(২)

মনকে কাতর করি এস।

কত দিন যাইতেছে, কত মাস যাইতেছে, কত বর্ষ যাইতেছে—জগতের কত কি পাইয়া, কত কি হারাইয়া সুখ দুঃখ ত পাইতেছ—কিন্তু ভগবানকে যে পাইতেছনা সেজন্য কদিন কাঁদিলে, কদিন দুঃখ করিলে? এইটি কে জীবনের মূল সূত্র করিতে বলি। বিশ্বাস করি তুমি ত আছ। নির্গুণ হইয়া আছ, সগুণ হইয়া আছ, আত্মা হইয়া আছ, অবতার হইয়া, ইষ্ট হইয়া, মন্ত্র হইয়া, গুরু হইয়া আছ। কিন্তু প্রভু। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ হইল কৈ? কবে সাক্ষাৎ পাইব? জীবন্ত আত্মা, জীবন্ত দেবতা, জীবন্ত ইষ্ট, কবে দেখিব? কবে তুমি দেখা দিবে? সে কালে ত দেখা দিতে একালেওত দেখা দাও? আমি তোমায় দেখিব কিরূপে? আমি তোমায় দেখিবার জন্য কি উপায় করিব? আমি তোমায় কবে পাইব? আভাসে পাওয়া মনে করিয়া লইয়া কত দিন থাকিব? আরোপে পাইয়া কতদিন থাকিব? শাস্ত্রে পাইয়া কত দিন থাকিব? এ সব পাওয়াও ভাল, কিন্তু প্রত্যক্ষে, কিন্তু এই চর্ম্ম চক্ষে কবে দেখিব, কবে তোমার কথা কাণে শুনিব, কবে তোমার চরণে প্রত্যক্ষে মস্তক লুটাইয়া জীবন সার্থক করিব?

বলিতেছি যাহা করিতে হয় কর কিন্তু সাক্ষাৎ কারের জন্য দিনান্তে একবারও উৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্ত হই এস। বড় ব্যাকুল হইবার ভাবনা ইহা। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল ত হইতে চাও, এই ভাবনা বাড়াই এস বড় ভাল হইবে।

শাস্ত্র এই ভাবনা কে মুখ্য করিয়া ইহা লাভের জন্য বহু উপায় বলিতেছেন। শাস্ত্রের সমস্ত কথার ভিতর হইতে সাক্ষাৎ কারের উপায় স্বরূপে আমরা দুটি কথা বাছিয়া লইয়াছি।

(১) ঈশ্বর পরায়ণতা—বিশ্বাসে, বিচারে, প্রত্যক্ষে।

(২) ধর্ম্মানুষ্ঠান।

[এই বৎসর ধরিয়া আমরা যে যে শাস্ত্র আলোচনা করিতেছি তাহার মধ্যে প্রধানতঃ এই দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা অনুভবের কথা কহিতে চেষ্টা করিব।

পরমাত্মা প্রকাশতে।

আত্মা পরমাত্মা দেহেই আছেন। নির্গুণ, সগুণ, আত্মা, অবতার—ইহাদিগকে দেহ অবলম্বন করিয়াই পাওয়া যায়।

স্বাধ্যায়াৎ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায় যোগ সম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে॥

স্বাধ্যায় আর যোগ এই দুইটি অবলম্বন কর একটিতে হইবেনা। স্বাধ্যায় প্রধানতঃ প্রণব জপ ও প্রণবের অর্থভাবনাকেই বলে। প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিধেয়স্য চেশ্বরস্য ভাবনম্” প্রণব নাম ধেয় ঈশ্বর ভাবনা বলিলেই নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতারের ভাবনাই বুঝায়। কাজেই স্বাধ্যায় কথার অর্থ ক্ষুদ্র নহে। “স্বাধ্যায়শ্চ মোক্ষশাস্ত্রানামধ্যয়নম্” মোক্ষ শাস্ত্রের অধ্যয়নকে এই জন্য স্বাধ্যায় বলা যায়। আমাদের জাতির লক্ষ্যই ছিল মোক্ষ। সেই জন্য অধিকারী ভেদে ঋষিগণ ধর্ম্ম অর্থ ও কামের ভিতর দিয়া এই জাতিকে মোক্ষপথেই লইয়া গিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন জাতিকে উন্নত করা যাইতেই পারে না। তুমি ইহা মান চাই না মান, ইহাই একমাত্র সত্য, ইহাই বেদের ডিণ্ডিম ধ্বনি।

সাধক কে স্বাধ্যায় অবলম্বন করিতেই হইবে। যিনি পড়িতে জানেনা তাঁহাকে জ্ঞানীর নিকটে শুনিতে হইবে। সৎসঙ্গ করিতে হইবে। বিনা সৎসঙ্গে ও সৎশাস্ত্রে সাধনা চলিবেনা। যাঁহারা স্বাধ্যায়ের বিরোধী তাঁহারা স্বল্পদর্শী।

স্বাধ্যায়টি যেমন আবশ্যক যোগটিও তেমনি আবশ্যক। একটিতে চলিবেনা। দুইটি চাই, তবে পরমাত্মার প্রকাশ বুঝিবে। স্বাধ্যায়ের পরে যোগ করিয়া দেখ এবং যোগের পরে স্বাধ্যায় করিয়া দেখ সত্য সত্য একটা কিছু অনুভবে আসিবে।

যোগ অর্থে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, সকল প্রকার যোগকেই বুঝাইতে পারে। কিন্তু যোগের মুখ্য অর্থ প্রাণায়ামকেই লক্ষ্য করে। যাঁহারা দেহকে প্রাণায়ামের অযোগ্য করিয়া ফেলিয়াছেন তাঁহারা জপকেই প্রাণায়াম স্থানীয় করেন। কিন্তু বহুজপে যাহা না হয় অল্প প্রাণায়ামে তাহাই হয়। এই

জন্য কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ, সকলেরই শাস্ত্রীয় দীক্ষা ব্যাপারে কোন না কোন প্রকার প্রাণায়াম থাকিবেই। প্রাণায়ামও বহু প্রকার। অতি সহজ প্রাণায়ামও আছে। ইহা সকলেই করিতে পারেন। ফলে সকল মানুষ স্বভাবতঃই প্রাণের কার্য্য করেন। এই প্রাণের কার্য্যকে গুরু বাক্যমত একটু বিস্তার করিলেই, প্রাণায়াম হয়, প্রাণায়াম অর্থও হইতেছে প্রাণের আয়াম বিস্তৃতি অর্থাৎ প্রাণকে দীর্ঘ করা।

প্রাণায়াম সহজ পথ। কিন্তু রুচি অনুসারে কেহ কেহ প্রাণায়াম ভাল বাসেন না কেহ করিতে পারেন না। ইহাঁদের জন্য ঈশ্বর প্রণিধান সর্ব্বদা আবশ্যক। কি লৌকিক, কি বৈদিক, সকল কর্ম্মই ঈশ্বরে অর্পণ ত করিতেই হইবে; এমন কি একটি শ্বাসও ঈশ্বরকে স্মরণ ভিন্ন যেন না পড়ে: একটি ভাবনা একটি বাক্য, একটি কর্ম্ম ও যদি ঈশ্বর স্মরণ ভিন্ন কৃত হয় তাহাতেও পাপের সহায়তা করিবেই। কিন্তু যাঁহারা প্রাণায়ামাভ্যাসী তাঁহাদের এই ঈশ্বর প্রণিধান সহজেই হয়।

বর্ষারম্ভে আমরা বলিতে যাইতেছিলাম যাহারা সাধক তাহারা স্বাধ্যায় করিয়া যেন যোগ করেন আবার যোগের পরে ও আবার যেন স্বাধ্যায় করেন। ইহাই উত্তম তপস্যা। ইহা কিছু কাল ধরিয়া অভ্যাস করিতে পারিলে শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বের প্রকাশ হইবেই, কেননা কোন প্রকারে নির্গুণ সগুণ আত্মা অবতারের সাক্ষাৎ কার করিতেই হইবে। হতাশ হইবে চলিবেনা। ইহাতে হইবেই তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে কাহারও শীঘ্র হয় কাহারও বা বিলম্বে হয়। ছাড়িয়া দিলেই ঠকা। করিতেই হইবে আর করিলেই হইবে। বিলম্ব হইল তাহাতে ক্ষতি কি?

শেষ কথা স্বাধ্যায় অভ্যাসী যাঁহারা তাহারা বিলক্ষণ জানেন স্বাধ্যায়ের শক্তি কত? আলস্য অনিচ্ছা কখন কখন কিছুতেই দমন করা যায় না কিন্তু উপযুক্ত স্বাধ্যায়ে দমন করা যায়। স্বাধ্যায়ের পরে যোগ, যোগের পরে আবার স্বাধ্যায় এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে শেষে সকল অবস্থাতেই যোগ করা যায়। কিন্তু শিরোরোগ ইত্যাদিতে বিঘ্ন অতিক্রম করা কঠিন। এস্থানে সৎসঙ্গ বিশেষ উপকার করে।

শরণ ভিক্ষা।

(১)

প্রনমি চরণে মাগো অশুভনাশিনী।
বিশ্বরূপা ভবদারা শিব সিমন্তিনী ;
জগত ব্যাপিয়া মাতঃ হয়েছ সাকার।
কে করিবে তত্ত্ব তব তুমি নিরাকার।
পূজে ভক্ত অবিরত ও রাঙ্গাচরণ।
তনয়ে তার মা দুর্গা প্রপন্ন এখন।।

(২)

সদানন্দ স্বরূপিণী আনন্দ আকারা,
মহেশ যোগিনী মূর্ত্তি বৈরাগ্য বিভোরা,
জ্ঞান রূপে গতি দাও সকল জনেরে,
গায়ত্রী সাবিত্রী শক্তি না না মূর্ত্তি ধরে,
তোমার স্বরূপ সদা চিন্তে ত্রিপুরারী।
জগত তারিনী তার কিঙ্করে তোমারি ॥

(৩)

ত্রিতাপ অনলে সদা দহিছে অন্তর,
ভব ক্ষুধা পিপাসায় করেছে কাতর,
ভয়ে ভীত মোহে বদ্ধ না দেখি উপায়,
চরণ সরোজে তাই লয়েছি আশ্রয়
অনাথ আতুর দীন চরণ ভিক্ষারী,
প্রণমি ও পদে পুনঃ তার গো ! শঙ্করি ॥

(৪)

মহারণ্য ভব কারা সংসার প্রান্তর।
ছয়জন রিপু পাছে ফিরে নিরন্তর,

দারুণ সংগ্রাম করে নারি মা রোধিতে,
নিস্তার কর গো ! আসি এ কুর্ম্ম দুষ্কৃতে,
একমাত্র গতি তুমি জগত্‌তারিণি,
ত্রাণ কর এবিপদে বিপদ বারিণি ॥

(৫)

অনন্ত অপার মগো ! কামনা বারিধি,
ছুটিয়াছে আশাবায়ু বেগে নিরবধি,
কর্ম্ম ফেন পুঞ্জ রাশি তাহে অগণন ,
অনন্ত জনম মোহে করে গো সৃজন ,
বারিধি তরিতে তরি তোমার চরণ
রাখ মা ! বিপদে পদে করি আকিঞ্চণ ॥

(৬)

লীলায় অসুরে নাশি দেবের জননি,
প্রণমি চরণে চণ্ডি দানবদলনি,
ধর মা অনন্ত শক্তি অনন্ত রূপেতে,
শঙ্কটনাশিনী নাম শঙ্কটে রক্ষিতে
নিস্তারি জগত জনে জগততারিণি
ত্রাহিমে শরণাগত কলুষনাশিনি ।

(৭)

স্বরূপে অরূপা, নাহি দ্বৈত প্রবঞ্চনা
মায়াতে ধর মা রূপ খেলিবারে নানা ;
বিষ্ণু আরাধিতা মায়া যোগরূপা জানি,
অনন্ত অপরাজিতা অভয়দায়িনী,
তুমি ইড়া পিঙ্গলা মা সুষুম্না রূপিণী
দুঃখ হরা দুর্গা নাম ধরেছ আপনি ॥

(৮)

সত্যস্বরূপিণী আত্মা শচী সরস্বতী!
উমা! ভীমা! কালরাত্রি! সতী অরুন্ধতী,
যোগৈশ্বর্য্য মোক্ষরূপা তুমি মা জননি,
নমি মা শ্রীপদে তব ত্রৈলক্যতারিণি।
অজ্ঞান কামনাসুরে কবগো! বিনাশ
জগত তারিণি তার বড় পাই ত্রাস॥

তীর্থ ভ্রমণ।

(প্রাপ্ত)

নাসিক, ত্র্যম্বকেশ্বর, বোম্বাই, দ্বারকা, বেটদ্বারকা, সুদামা পুরী, গীর্ণার বা রৈবতক, প্রভাস, ডাকোর দ্বারকা, ওঁকারনাথ, উজ্জয়িনী, চিতোর, নাথদ্বার, পুষ্কর, সাবিত্রীপাহাড়, জয়পুর, মথুরা, বৃন্দাবন, বিন্ধ্যাচল, ৺কাশী। এক যাত্রায় এই সমস্ত ভ্রমণ করা যাইতে পারে।

প্রথমেই নাসিকের পাণ্ডা। পাণ্ডার নাম পণ্ডিত রাজারাম ত্র্যম্বকশুক্ল। ইঁহার ঠিকানা সোমওয়ার পেঁঠ। নারায়ণ স্বামীর মঠের নিকট। নাসিক।

পাণ্ডা মহাশয় অতিভদ্রলোক। সমস্ত স্থান অতি যত্নের সহিত দেখাইয়া থাকেন। ইঁহাকে পাণ্ডা করিলে কোন কষ্ট হইবে না। কলিকাতা হইতে ইঁহাকে পত্র লেখা চলে। ইনি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন ইংরাজীও জানেন।

প্রাতঃকাল ১০টার সময় নাগপুর মেলে রওয়ানা হইলে তৃতীয় দিনের প্রত্যুষে নাসিক ষ্টেসনে উপস্থিত হওয়া যায়। মধ্যে সুবিধামত স্থানে বিশ্রাম করিয়াও যাওয়া যায়।

নাসিক ষ্টেসন হইতে সহর ৭ মাইল। যাইবার নানা উপায় আছে।

পেট্রোল ট্রাম—প্রতিজনের জন্য ।/০
ঘোড়ার ট্রাম " " " ৵০
এক্কা ৩ জনের জন্য ১ টাকার কম নহে।
গরুর গাড়ী ৫।৬ জনের জন্য ১ টাকা।

গরুর গাড়ীতে দেরী হয়। বেশী লোকজন থাকিলে এক্কাই সুবিধা। গোদাবরী তটে কর্পূরথালা মহারাজের ধর্ম্মশালা থাকিবার উপযুক্ত স্থান।

নাসিক, গোদাবরী নদীর উভয় পারে অবস্থিত। নাসিকে করণীয় হইতেছে গোদাবরীর রামকুণ্ডে স্নান, ও শ্রাদ্ধ। দর্শনীয় মধ্যে প্রধান প্রধান হইতেছে শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণশালা, সীতা গুহা, তপোবন, পাণ্ডুলেনা গুহা, গঙ্গাদ্বারা দুগ্ধস্থলী জল প্রপাত।

নাসিক হইতে ২০ মাইল দূরে ত্র্যম্বকেশ্বর নামক স্থানে গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান। ৪ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। টাক্সী ও গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। টাক্সীর ভাড়া যাতায়াত তিন জনের জন্য ১০।১১ টাকা। গোরুর গাড়ীতে ৮।৯ ঘণ্টা লাগে। কষ্ট হয় কিন্তু ভাড়া কম। ৫।৬ টাকা। ৫।৬ জন পর্য্যন্ত যাওয়া চলে। এখানে দেখিবার বস্তু দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেব; ব্রহ্মগিরি পর্ব্বতের উপর গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান ও আর আর কয়েকটি স্থান; এবং চণ্ডীর পাহাড়। এখানে কুশাবর্ত্ত কুণ্ডে স্নান করিতে হয়। মন্দিরের নিকটে যেখানে টঙ্গী ও গাড়ী থামে সেইখানে এক গুজরাটী ধনীর সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে। প্রতি সোমবারে বৈকালে মহাদেবের শোভা যাত্রা বাহির হয়।

নাসিক হইতে বোম্বাই ৪।৫ ঘণ্টার পথ। এখানে সিপি ট্যাঙ্করোড় এবং গিরজাম রোড়ের সংযোগ স্থানে হীরাবাগ বা মাধোবাগ, থাকিবার উত্তম স্থান। হীরাবাগে কিছুই লাগে না। মাধোবাগের উপরে থাকিতে গেলে প্রতি হপ্তায় একটি ঘরের জন্য ২৷৷০ টাকা লাগে। ভিকটোরিয়া টার মিনস ষ্টেশন হইতে গাড়ীভাড়া ১ টাকার মধ্যে। দেখিবার জিনিস -

মুম্বা দেবীর মন্দির, ভুলেশ্বর মন্দির, বালুকেশ্বর মন্দির, মহালক্ষ্মীর মন্দির, এলিফেন্টা কেভ, রাজবাই টাউয়ার, পার্শী টাউয়ার অব সাইলেন্স, এপলো বন্দর, ব্যাকবে প্রভৃতি।

এখান হইতে প্রতি সোমবার ১০টার সময় বি আই এস এন কোম্পানির করাচী মেল ষ্টীমার ছাড়ে। ইহা ২৪ ঘণ্টায় দ্বারকা পৌছায়। থার্ড ক্লাসের

ভাড়া ৬৷৶০ সেকেণ্ড ক্লাশ ২৫৷৶ এবং অপার ডেক্ ৯৷৶। ভিড় না থাকিলে জাহাজে কোন কষ্ট নাই।

দ্বারকায় অনেক ধর্ম্মশালা আছে। তন্মধ্যে ভদ্রকালী ধর্ম্মশালা এবং মাওজী প্রেমজী ধর্ম্মশালা ভাল। এখানে গোতমী স্নান (কর ১টাকা লাগে) এখানে শ্রাদ্ধ ও ভোজ্যদান। পাণ্ডা জাতি হিসাবে।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নাম রণছোড়্জী। সকলেই স্বহস্তে পূজা করিতে পারে। পাদস্পর্শ করিতে ৷৹১০ স্নান করাইতে ১০ লাগে। একদিন দিলে প্রত্যহ স্বহস্তে স্নান পূজাদি করিতে পারা যায়। মন্দিরের আর এক মহলে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। সেগুলিকে স্বহস্তে পূজা করিতে হইলে ।০ আনা জমা দিতে হয়। রুক্মিণীদেবীর মন্দির এখান হইতে ১ মাইল দূরে।

বেট্ দ্বারকা এখান হইতে ১৯ মাইল। মোটরের একবারের ভাড়া ১৷০। একদিনে যাতায়াত হয়। গোরুর গাড়ীতে ৩।৪ টাকা লাগে। দুইদিনে যাওয়া যায়। গোরুর গাড়ীতে যাইতে হইলে গোপীতলাও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম নাগেশ মহাদেব দর্শন হয়। মোটরে দেখা হয় না। এইজন্য যাইবার সময় গোরুর গাড়ী ও আসিবার সময় মোটর ভাল। গোরুর গাড়ীতে ৪।৫ জন যাওয়া যায়। এখানে পাণ্ডার আবশ্যক নাই। মন্দিরে প্রবেশের কর ১টাকা ঠাকুরের পূজা জন্য ৷০ লাগে। গোসাই হবেলী নামক ঠাকুর বাড়ীতে কিছু দিলে প্রসাদ পাওয়া যায়।

দ্বারকা হইতে পোরবন্দর সহর ৬০ মাইল মোটরে আসা যায়। ভাড়া ৩৷০ টাকা ৪ ঘণ্টা লাগে। পোর বন্দরের আর এক নাম সুদামা পুরী। সুদামাজীর মন্দির কেদার কুণ্ড ও তিনটি শিবমন্দির দ্রষ্টব্য। গোকুলদাস দঙ্গর সিং এর ধর্ম্মশালা ভাল।

এখান হইতে জুনাগড় রেলে আসিতে হয় অধিকদূর নহে। ষ্টেশন হইতে সহর গো যানে ।৵ আনা ৷০ আনা। ভাটীয়া ধর্ম্মশালা থাকিবার স্থান। এখান হইতে গীর্ণার বা রৈবতক পর্ব্বত দুই মাইলের অধিক। গো যানে ১টাকা ১০ সিকা লাগে। প্রত্যূষে না গেলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। একদিনে যাতায়াত না করিলেই ভাল হয়। পাহাড়ের উপর গোমুখ নামক স্থানের নিকট শান্তানন্দ নামক এক ব্রহ্মচারীর আশ্রম। ইনি অতিশয় অতিথি পরায়ণ। জৈনমন্দির, অম্বামাতা, গোরক্ষনাথ, গুরু দত্তাত্রেয়ের শৃঙ্গ গুলি দ্রষ্টব্য। প্রায় ৪৷০ হাজার সিঁড়ি।

সহরেরব মধ্যে দ্রষ্টব্য অপার কোর্ট, নৃসিংহ মন্দির, শঙ্করবাগ, চিড়িয়াখানা, নবাবের সমাধি, বাজবাড়ী প্রভৃতি এই সব দেখিতে অন্ততঃ ২দিন লাগে।

এখান হইতে প্রভাস বেলে ৪।৫ ঘণ্টা লাগে। সহব মধ্যে ত্রিবেণী গেটের নিকট ভাটিয়া ধর্ম্মশালা। পঞ্চস্রোতা সবস্বতী সঙ্গমে স্নান ও শ্রাদ্ধ করণীয়। দ্রষ্টব্যঃ---প্রাচীন সোমনাথ মন্দিব, নূতন সোমনাথ মন্দিব, বলভদ্র মন্দির (বলবামেব দেহ ত্যাগেব স্থান) কৃষ্ণ ভগবানেব মন্দিব, মঙ্কেশ্বব শিব মন্দির। বালকাকুণ্ড ও পদম্ কুণ্ড এখানে কৃষ্ণ ব্যাধকর্ত্তৃক শরবিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ কবেন।

শেষেব দুইটি সহব যাইবাব পথে পড়ে। এই জন্য যাইবাব বা আসিবাব সময় দেখাই সুবিধা। একদিনেই এখানকাব কার্য্য কবা যায়।

এখান হইতে বেলে ডাকোব দ্বাবকা। পৌঁছাইতে ১॥ দিন লাগে। ভিবঙ্গমে গাড়ী বদল কবিতে হয়। দ্রষ্টব্য--বণছোড়জী, টিকমজী (বলবাম) গোতম গঙ্গা (পুকুব) একদিনেই সব দেখা হয়।

এখান হইতে মবটাকা ষ্টেশনে ওঁকাব নাথ (দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গেব অন্যতম) যাইতে ২০।২১ ঘণ্টা লাগে। গোধড়া ষ্টেশনে গাড়ী বদল কবিতে হয়। অতি সুন্দব স্থান। দ্রষ্টব্য--শিবপুবীতে ওঁকাবেশ্বব, ব্রহ্মপুবীতে অমলেশ্বব, মান্ধাতা ও মুচকুন্দেব কেল্লাব ভগ্নাবশেষ, বাবণ নালা, ও বহু প্রাচীন কীর্ত্তিব ভগ্নাবশেষ। সব দেখিতে ৩ দিন লাগে। ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল। গো গাড়ী ভাড়া জনপ্রতি ।/০ হইতে ॥০ পর্য্যন্ত।

এখান হইতে উজ্জয়িনী প্রায় ৭ ঘণ্টা। ফতেবাদে গাড়ী বদল করিতে হয়। ষ্টেশনেব নিকটেই গোয়ালিয়ব মহাবাজেব অতি চমৎকাব ধর্ম্মশালা। ইহা প্রাচীন অবন্তীনগব মুক্তিস্থান। দ্রষ্টব্য---মহাকাল (দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গেব অন্যতম) অবন্তী দেবী (পীঠ স্থান সতীব ওষ্ঠ পডিয়া ছিল) অঙ্কপাত (সন্দীপনী মুনিব আশ্রম—কৃষ্ণ বলবামেব গুরুগৃহ) রামঘাট, দত্তাত্রেয় ঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, সিদ্ধনাথ ঘাট, প্রভৃতি কালিয়াদি ভর্তৃগুহা, হবসিদ্ধি মন্দিব, গোপাল মন্দির, গোপেশ্বব মন্দিব প্রভৃতি; ভর্তৃগুহা, যন্ত্রমহল, মানমন্দিব অনেক নবাবী ও হিন্দুবাজগণেব কীর্ত্তি।

এখান হইতে ১২ঘণ্টায় চিতোর। ফতেবাদে গাড়ী বদল। চিতোব গড়

দ্রষ্টব্য। ষ্টেশনের নিকটেই ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালা হইতে কেল্লা প্রায় দুই মাইল।

এখান হইতে ২।৩ ঘণ্টায় উদয়পুর বেলে নাথদ্বার। ষ্টেশন হইতে ১০।১২ মাইল। গোযান আছে। এখানকার মত ঐশ্বর্য্য ভারতের অন্য কোন ঠাকুরের নাই।

চিতোর গড় হইতে আজমীর ৬ ঘণ্টার পথ। দ্রষ্টব্য দৌলতবাগ, আনা সাগর আড়াই দিনকা ঝোপড়া মূলচাঁদ নেমি চাঁদের জৈন মন্দির ; পুষ্কর, ব্রহ্মমন্দির সাবিত্রী পাহাড়। এখান হইতে জয়পুর, মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র বিন্ধ্যাচল ৺কাশী।

লক্ষ্য ও আশ্বাস।

সকল মানুষ এক রকম বস্তুই যে চায় তাহা বলাযায় না। তবে উচিত কিন্তু এক বস্তুকেই প্রাপ্তির বস্তু করা। যাহা উচিত তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তব্য পথে চলিলেই জীবন ব্যর্থ হয় না।

ভালবাসাই সুখ। যাহা অনন্ত তাহাই সুখ। ভূমাকেই ভালবাসিতে হইবে, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই। যাহা অল্প তাহাকে ভালবাসিলেই দুঃখ আসিবেই।

শ্রীভগবানই ভূমা। আত্মাই ভূমা। চৈতন্যই ভূমা। চৈতন্যকে ভালবাসিতে হইবে। ইহাই লক্ষ্য। সকলে ইহা পারে না। সকলে ইহা পারিবেও না।

এই জগতের সমস্ত বস্তুকে যাঁর সঙ্কীর্ণ বোধ হইয়াছে, অল্প বোধ হইয়াছে, নশ্বর বোধ হইয়াছে, ক্ষণস্থায়ী বোধ হইয়াছে, এজন্য দোষযুক্ত বোধ হইয়াছে তিনি পরিদৃশ্যমান্ কোন কিছু লইয়া তৃপ্তি পাইবেন না।

এইরূপ মনুষ্য কোন না কোন সাধনা লইয়া থাকিতে চাহিবেন।

অধিকাংশ সাধকের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে জগতের ব্যবহার প্রণালী দেখিয়া জগতের কাছে নানাপ্রকার ঘাত প্রতিঘাত পাইয়া সকল রকম ভুগিয়া ইঁহারা বলেন "অব্ সব্ বিষসম লাগই" এখন সবই বিষের মত লাগে। ইহারা আর জগতের কোন কিছুই লইয়া থাকিতে চান না! কিছুতেই আর প্রাণ জুড়ায় না ; কিছুতেই শান্তি নাই। তথাপি সবই করিতে হয় উপায় নাই বলিয়া। ইঁহাদের

প্রাণে বৈরাগ্য আসিয়াছে। কিন্তু শুধু বৈরাগ্যেত লক্ষ্যে পৌছান যায় না। ভূমাকে লাভ করিবার জন্য অভ্যাস ত আদৌ করা হয় নাই। শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করিতে আদৌ প্রয়াস করা হয় নাই। চিত্তশুদ্ধি নাই, চিত্তের একাগ্রতা নাই, পূর্ব্বকৃত সৌভাগ্যের ফলে শ্রীভগবানের নাম শুনিয়া, শ্রীভগবানের গুণ জানিয়া, শ্রীভগবানের অপার করুণার কথা সাধু সজ্জন ও শাস্ত্র দ্বারা অবগত হইয়া কখন কখন চক্ষে জল আসিয়াছে, শরীর কণ্টকিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা ক্ষণিক। ইঁহারা বুঝিয়াছেন ঈশ্বর আছেন। কিন্তু ইঁহাদের চরিত্রের কোন ঠিক নাই। ইঁহারা খুব ভাল কথাও বলেন খুব ভাল আচরণও করেন, কিন্তু সময়ে সময়ে ভয়ানক করিয়াও বসেন এবং তজ্জন্য অনুতাপও করেন। ইঁহাদের বৈরাগ্য যেমন বহু ঠেঙ্গানি খাইয়া হইয়াছে সেইরূপ অভ্যাসটি যদি বহু পরিশ্রমে লাভ হইত তবে একক্ষণেই ইঁহারা লক্ষ্যে পৌছিতে পারিতেন। যাঁহারা এই জীবনেই সেই ভূমাকে প্রাপ্ত হয়েন তাঁহারা বৈরাগ্য ও অভ্যাসে সিদ্ধ। এইরূপ সাধক বড় বিরল। ইঁহারা সদ্যোমুক্ত হয়েন। কিন্তু যাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ বৈরাগ্য মাত্র লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা কিন্তু সময়ে সময়ে রাগ দ্বেষের কার্য্য করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা সেই অভীষ্টে চিত্ত একাগ্র করিতে পারেন না, ইষ্টকে ভাল বাসিলেও যাঁহারা সর্ব্বদা ইষ্ট লইয়া থাকিতে পারিলেন না, সময়ে সময়ে একাগ্রতা হইল, কিন্তু সর্ব্ব সময়ের জন্য হইল না, এইরূপ ব্যক্তিকেও আর এই জগতে আসিতে হইবে না। ইঁহারাও একমাত্র বৈরাগ্যের ফলে ক্রম মুক্তি পথে চলিবেন। কারণ বৈরাগ্য আসিয়াছে বলিয়া ইঁহারা কোন না কোন সাধনা লইয়া থাকিবেন অথচ প্রথম হইতে অভ্যাস করা হয় নাই বলিয়া ইঁহারা সর্ব্বদা নামে বা রূপে বা গুণে বা লীলায় অথবা স্বরূপে একাগ্র থাকিতে পারিবেন না। ইঁহাদেরও হতাশ হইবার কারণ নাই। সাধন ভজনে সর্ব্বদা একাগ্র হইতে চেষ্টা ত ইহারা করিবেনই আর প্রবল আশা রাখিবেন ইঁহারা দেহান্তে ক্রমমুক্তি পথে চলিবেন। ক্রমমুক্তিও কম কথা নহে। ভোগে রুচি নাই, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিবার প্রয়াস আছে কিন্তু করা যাইতেছে না; ইঁহারা দীর্ঘ জীবন পাইলে অনেক কার্য্য করিয়া যাইতেন, আর দেহান্তে ক্রম মুক্তি পথে চলিবেন। খুব বেশী সময় পাইলে এই জীবনেও পাইতে পারেন।

কার সঙ্গে কথা কও ?

দুই রকমের কথা। বিষয়ের সঙ্গে কথা আর তোমার সঙ্গে কথা। একটি হয় আর একটি হওয়া উচিত। যাহারা বিষয়ের সঙ্গে—বিষয় মাখান মনের সঙ্গে কথা কয় তাহাদের গতি এক প্রকার আর যাহারা তোমার সঙ্গে কথা কয় তাহাদের গতি অন্য প্রকারের।

বিষয়ী মনের সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া যখন মানুষ জ্বালাতন হয় তখন মানুষ মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ বন্ধ করিতে চায়।

মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ যাহারা নিঃশেষে বন্দ করিতে পারেন তাঁহারা মহাপুরুষ। কিন্তু সকলেই মহাপুরুষ হইতে পারে না। ইহা কিন্তু হইতে হইবে। সেই জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কওয়া অভ্যাস করিতে হয়।

সাধনা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহা। স্নানের সময় কথা কহা, সংসারের কাজে কথা কহা, আহারে কথা কহা, জপে কথা কহা, সন্ধ্যা পূজায় কথা কহা, লোক ব্যবহারে কথা কহা, বিশ্রামে কথা কহা, শয়নে কথা কহার নিবৃত্তি, জাগ্রত-সুষুপ্তিতে নিবৃত্তি।

বিষয়ী হও পুনঃ পুনঃ জন্মিবে মরিবে। সাধক হও জীবন সার্থক করিতে পারিবে—সর্ব্বদা শ্রীভগবানকে লইয়া থাকিতে পারিবে। এই জন্য সমাজে অল্প বয়স হইতে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ধরান হয়।

সন্ধ্যা পূজা বা জপাদি করিতে বসিয়াছ। আর পারিবারিক কোলাহলে জপ ধ্যানের বিঘ্ন হইতে লাগিল। কি করিবে তখন ?

মনকে ধর। বল কাহার কথা শুনিতেছ ? যাহা হয় হউক। ঐ দেখ কাহার কাছে যাইবার জন্য বসিয়াছ ? দেখনা সে কত আগ্রহে তোমার কথা শুনিতে চায়। আহা ! তুমি ? দেখ আমার কাণের কাছে কি কোলাহল উঠিতেছে। তুমি কিছু একটু বলনা ? তুমি একটু থামাইয়া দাও না ?

আচ্ছা ! তোমার সহিত কি কথা কহিব ? তোমার রূপের কথা, তোমার গুণের কথা, তোমার লীলার কথা, তোমার জন্ম কর্ম্মের কথা আর তোমার স্বরূপের কথা এই সকলেই তোমার সঙ্গে কথা কওয়া চলে। আর তোমার কোন্ ভক্ত কিরূপ ভাবে তোমার সঙ্গে কথা কহিয়াছে, কে কখন্, কোন্ অবস্থায়, কি জন্য, কিরূপ স্তব স্তুতি করিয়াছে, তুমিই বা কিরূপ ভাবে

তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছ এই সব মনে কর। সৎসঙ্গ করা থাকিলে সৎশাস্ত্র পড়া থাকিলে বা শুনা থাকিলে ইহা সহজেই হয়। তোমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে নাম করা, আমার এই মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্য হইতে আমাকে উদ্ধার কর—এই মনে রাখিয়া জপ, সন্ধ্যা, পূজা কর বেশ সাধন চলিবে। অন্য বাজে কথা উঠিলেই নালিশ কর, বেশ কাজ চলিবে। তোমার ইষ্ট দেবতার যে লীলা তোমার ভাল লাগে, সেই লীলা ধরিয়া তাঁহার সঙ্গী হও, আর যাহা তোমার সাধ যায় তাই তারে বল। এইরূপ করিয়া দেখ বিষয়ের কথা আর উঠিবে না। তুমি ভাল হইয়া যাইবে। এই ভাবে বিষয়ের কথা ছাড়া যায়। ছাড়িয়া ধ্যানে কথা বন্ধ করা যায়।

ইহা শুনিয়া কাজ করিতে হইবে, শুধু বই পড়িয়া ইহা হইতে বিশেষ কি উপকার পাইবে? শুধু পড়িয়া লাভ কি যদি কিছু না কর? কর, ভাল হও, অমর হইয়া যাও। সেই যে তোমার সব করিয়া দিবে।

যখন পারিবারিক গোলমাল নাই, যখন ব্যবহারিক গোলমালও নাই, বেশ নির্জ্জন গৃহে একাকী আছ, তখনও কিন্তু মন পূর্ব্বের আসক্তির সংস্কার লইয়া জাওড় কাটিতেছে। ইহা এমন ভাবে চলে যে মানুষ অবশ হইয়া বড় অসম্বন্ধ প্রলাপ বকে। ইহাও তোমাকে রোধ করিতে হইবে। যখন আসনে গিয়া বসিয়াছ অথচ মনটা ঠিক হইতেছে না তখন সব ছাড়িয়া প্রণব জপ কর। ব্রাহ্মণের প্রণব ব্রাহ্মণ জপিবেন। ব্রাহ্মণেতরের প্রণব ব্রাহ্মণেতর জপিবেন। ইহার অন্যথা কর ঋষিগণের কৃপা, ভগবানের কৃপা পাইবে না। অধিকারী বিচার না করাই আপাপন্থীত্ব। ইহা ছাড়। শাস্ত্রমত চল। সুখ হইবে। না চল— ব্যভিচার কর, কেবল ঘুরিবে আর বহু বিকৃতির রোগে মরিবে।

প্রণব জপের পরেই কতক্ষণ ধরিয়া—আধঘণ্টা পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ কর। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী ব্রাহ্মণে জপিবেন, ব্রাহ্মণেতরের গায়ত্রী, স্ত্রী শূদ্রাদির ইষ্টমন্ত্রের গায়ত্রী, ইহারা জপিবেন। ব্যভিচার কোথাও করিও না। শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিতে যাঁহারা বলেন তাঁহারা আপনারাও মজিয়াছেন তোমাদিগকেও মজাইবেন। ইহাঁদের কথা শুনিও না। যদি অন্যায় করিয়া থাক—মূলমন্ত্র গ্রহণ কর। নতুবা অন্যপথ নাই।

প্রণবের অর্থই গায়ত্রী। গুরুর কাছে গায়ত্রীর অর্থ জানিয়া লও। সব পাইবে। এই ভাবে মনকে তাহার সহিত কথা কহাইয়া পরে নিত্য কর্ম্ম কর। এক রকমের কথা ছাড়িয়া অন্য রকমের কথা কওয়া লইয়া থাক। সব শুভ হইবে।

অভ্যাস কর ক্রমে দেখিবে সকল কাজই করিতেছ কিন্তু কোন কাজের ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। শেষে দেখিবে মন্ত্রটি অস্বাভাবিক বস্তু নহে। মন্ত্র ভিতরের স্বাভাবিক বস্তু। মন্ত্র ভিতরে চলিতেছে আর তার নাম সেই করিতেছে; তোমার অহং অভিমান করিবারও কিছু নাই। তাই বলি কর, করিয়া দেখ হইতেছে; তুমি তাহাই দেখিয়া তাহাই শুনিয়া চলা ফেরা সংসার করা সব করিতেছ। আর অবসর পাইলেই যখন একান্তে বসিতে পারিতেছ তখন তোমার মন সব প্রলাপ ছাড়িয়া তাঁহারই মধুময় অমৃতময় চরণ কমলে লুটাইয়া পড়িয়া আছে। ইহাই ধ্যান। এই ধ্যানেই স্বরূপ বিশ্রান্তি আনিবেই।

জাতির প্রাণ পাইবার কথা।

জাতিরই বল, বা ব্যক্তিরই বল, সঙ্কটটা একই কারণে হইতে দেখা যায়। বৎসরে বৎসরে দেশে দুর্ভিক্ষ, মারিভয়, অন্ন সঙ্কট, বস্ত্র সঙ্কট এই সমস্ত কিসের চিহ্ন? ইহার মধ্যেই একদিনের জন্য আমরা দেখিয়াছিলাম দুগ্ধ টাকায় ৮ সের হইয়াছিল আর সহরের কোন কোন স্থলে ১৬ সের ও হইয়াছিল। কি একটা আনন্দ যে জাতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন জাতিটা প্রাণ পায় কিসে। কত দিন হইল জাতিটা যেন মরিয়াই আছে। এই জাতির কোন কিছু স্ফুরণ নাই; জাতীয় আনন্দের উচ্ছ্বাস—যে উচ্ছ্বাস সকল প্রকার দর্শকের প্রাণকে মাতাইয়া তুলে—সে আনন্দের উচ্ছ্বাস কতদিন হইতে নাই। সেরূপ প্রাণভরা জাতীয় সাহিত্য নাই, প্রাণভরা কবিতা নাই, বড় কোন কিছু নাই, সব চুটকি, সব ফিনফিনে—তেমন ঘোরাল রসাল কোন কিছুই নাই; সে ধৈর্য্য নাই যে ধৈর্য্যে বড় কাব্য হয়, রামায়ণ মহাভারতের মত বিশাল কিছু হয়, যে ধৈর্য্যে জাতীয় সম্মিলনের স্থান, জাতীয় অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান, জাতীয় শিল্পবাণিজ্যাদির স্থান, জাতীয় সঙ্ঘের ব্যবস্থা এ সব এখন কিছু নাই। অনেকদিন জাতিটা অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল এখন একটু হাত পা নাড়িয়াছে ইহাতেই বিশেষ কিছুই হয় নাই। যখন দেখিব জাতিটা উঠিয়া বসিয়াছে, যখন দেখিব ঠিক পথে চলিতেছে তখন আনন্দের দিন আসিবে।

আমরা বলিতে যাইতেছিলাম কিসে জাতির এত দুঃখ আসিল; কি হারাইয়া জাতি এত নিপীড়িত হইতেছে; কিসের ফলে জাতির কোন কিছুতে স্ফুর্ত্তি নাই?

আর ব্যক্তি? তোমার আমার শুভ কার্য্যে এই যে উদ্যম শূন্যতা, এই যে শক্তির অভাব ইহা কিসের চিহ্ন? তোমার আমার এই যে কোন ভাল ভাবের স্ফুরণ হয় না, যদিও বহু কষ্টে হয় তাহা কিন্তু স্থায়ী হয় না, যেমন আসে তেমনি ফুরাইয়া যায়—এই যে কোন কিছু যথার্থ সুন্দর জিনিষ আর ফুটে না, ইহা কিসের চিহ্ন? এই যে মানুষ নিজের দোষ একেবারে দেখিতে চায় না, কিন্তু পরের গুণে তীব্র দোষাবিষ্কার করিতে ছুটিয়া যায়, এই যে মানুষ নিজের সমালোচনা না করিয়া অন্যের সমালোচনায় সদা বদ্ধপরিকর এটা কিসের চিহ্ন? এই যে মানুষ আপনাকে গড়িতে চেষ্টা না করিয়া পিতাকে, মাতাকে, গুরুকে, আচার্য্যকে আপনার মতন করিয়া গড়িয়া লইতে ছুটিয়া যায়, এই যে মানুষ, একটু মৌখিক কিছু ধরিতে না ধরিতে বলে আমার সব হইয়া গিয়াছে, এই যে মানুষ কোন কিছুর তাৎপর্য্য না দেখিয়া অক্ষর পাণ্ডিত্যের দম্ভে চীৎকার করে, এ সব কিসের চিহ্ন? এই যে মানুষ বিশ্বাস করিবার, ভক্তি অটল রাখিবার, জ্ঞান পথে উঠিবার সামর্থ্য হারাইয়া আপনাকে আপনি একটা উদ্ভট ভাবে সাজাইয়া রাখে এ সব কিসের চিহ্ন?

জাতির সম্বন্ধেই বল বা ব্যক্তির সম্বন্ধেই বল আমাদের একই উত্তর; এই সমস্ত পাপেরই চিহ্ন। দম্ভ, অহঙ্কার সঙ্কীর্ণতা, পরের গুণ ভাল বাসিতে না পারা, শুভকার্য্য করিতে গিয়া এলোমেলো চিন্তা করা; ভাল ভাব স্থায়ী করিতে না পারা, বিশ্বাস, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান পথে পাকা ভাবে চলিতে না পারা এই সব পাপেরই চিহ্ন।

পাপে ভিতর বাহির ছাইয়া ফেলিতেছে। তাই মনেও শান্তি নাই; সংসারেও সুখ নাই; জাতিরও আনন্দের স্ফুরণ নাই। এ কথা মুখ ফুটিয়া না বলিলেও আমরা অনেকে বুঝিয়াছি। শুধু বুঝিয়া লাভ নাই যদি ইহার প্রতীকার করিতে আমরা চেষ্টা না করি।

পবিত্র না হইতে পারিলে ভগবানকে বন্ধুরূপে পাওয়া যাইবে না। পবিত্র না হইলে শুভশক্তি জাগিবে না। আর পাপ থাকিতে থাকিতে পবিত্রের কার্য্য করা যাইবে না। পবিত্র না হইতে পারিলে জীবন ব্যর্থ তাহা পুরুষেরই কি আর নারীরই কি, ব্যক্তিরই কি আর জাতিরই কি। পাপক্ষয় না করিতে

পারিলে পবিত্রও হওয়া যাইবে না। পাপক্ষয় না করিতে পারিলে ভগবানের প্রেরণা ধরাই যাইবে না : নিজের ইচ্ছার প্রেরণাকে ভগবৎ প্রেরণা মনে হইয়া হাহাকার বাড়াইয়া তুলিবে। এ ক্ষেত্রে শুভ শক্তি জাগিবে না। ভগবানকে লইয়া না থাকিতে পারিলে আসুরিক অভিমান, আসুরিক দম্ভ, বাড়িয়াই যাইবে। ইহাতে আপনাকেও জ্বলিতে হইবে, স্ত্রী পুত্র কন্যাও সুখী হইবে না, সমাজও জ্বলিয়া যাইবে। আর জাতিটা পবিত্রতা হারাইয়া, শুদ্ধাচার ছাড়িয়া, যদি আসুরিক ভাবের ভজনা করে, স্বেচ্ছাচার পথে ছুটে, তবে দেশটা সকল প্রকার আধি ব্যাধি, সকল প্রকার দুর্ভিক্ষ মারিভয়, সকল প্রকার মনঃপীড়া, মারামারির ক্ষেত্র হইয়া পড়িবে।

ধর্ম্মপরায়ণ হও, ঈশ্বর পরায়ণ হও, সুখ পাইবে, শান্তি পাইবে : সমাজকে উন্নত করিতে পারিবে, জাতি কে ভগবানের নিকটে পৌছাইয়া দিতে পারিবে।

ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রথম অবস্থায় আংশিক উন্নতি করে কিন্তু যথার্থ ঈশ্বর পরায়ণ হইতে পারিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ণ হইবে। সমস্তই তখন ভাল হইয়া যাইবে, কোন সঙ্কট তখন থাকিবে না। ভগবানকে লইয়া থাকিতে না পারিলে, সর্ব্বশক্তিমানকে ধরিয়া না থাকিতে পারিলে শক্তি পাইবে কোথা হইতে?

পাপক্ষয় করিতে হইলে যজ্ঞ করা চাই। অন্য যজ্ঞ ত সব গিয়াছে। যজ্ঞের মধ্যে প্রধান যজ্ঞই জপ যজ্ঞ। শ্রীভগবান বলিতেছেন "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি।" যজ্ঞের মধ্যে জপ যজ্ঞই আমি।

জপ লইয়া মানুষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করুক। জপ লইয়াই নর নারী ঈশ্বরপরায়ণ, ঈশ্বরপরায়ণা হউক। পবিত্র হইবার জন্য জপই আবশ্যক। জপে পাপক্ষয় হয়। পাপক্ষয় হইলেই নর নারী পবিত্র হয়। তখন ভগবানকে সখারূপে পাওয়া যায় আর দেখা যায় তিনিই সঙ্কট মোচন করিয়া দেন।

অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয়ী।

প্রথম অধ্যায়।

দেবী কৈকেয়ীর অন্তঃপুর।

জলচর থলচর নভচর নানা।
যে জড় চেতন জীব জহানা॥
মতি কীরতি গতি ভূতি ভলাই।
জব যেহি যতন যহাঁ জেহি পাই॥
সো জানব সৎসঙ্গ প্রভাউ।
লোকহু বেদ ন আন উপাউ॥
বিনু সৎসঙ্গ বিবেক ন হোই।
রাম কৃপাবিনু সুলভ ন সোই॥

** ** **

শঠ সুধরহি সৎ সঙ্গতি পাই।
পারস পরশি কুধাতু সুহাই॥
বিধিবশ সুজন কুসঙ্গতি পরহি।
ফণি মণিসম নিজগুণ অনুসরহি॥

গোস্বামী তুলসী দাস।

জলে স্থলে আকাশে জড়প্রায় এবং চেতন যেখানে যত জীব আছে তাহারা বুদ্ধি, কীর্ত্তি, সৎগতি, ঐশ্বর্য্য, শোভা যেখানে যাহা, যত্ন দ্বারা পায়, তাহা সৎসঙ্গের প্রভাবেই হয়। লোকমধ্যে উত্তমবস্তুপ্রাপ্তির অন্য উপায় জানা যায় না। সৎসঙ্গ বিনা জ্ঞান জন্মে না, আবার রামের কৃপা না হইলেও সৎসঙ্গ লাভ হয় না। বিষয় লম্পট শঠলোক সৎসঙ্গ পাইলে পরিবর্ত্তিত হয় যেমন স্পর্শ মণির স্পর্শে লৌহও সুবর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ, প্রারব্ধবশে ভাললোকও যদি কুসঙ্গে পড়ে তথাপি তিনি আপনার গুণ ছাড়েন না, যেমন সাপের মাথার মণি সাপের সঙ্গে থাকিয়াও আপনার বিষহরণ করিবার গুণত্যাগ করে না সেইরূপ, রাবণের সঙ্গে থাকিয়াও বিভীষণ যেমন আপনার গুণ ছাড়িলেন না সেইরূপ, অথবা জঙ্গমের সঙ্গে থাকিয়াও সত্ত্ব যেমন আপনার গুণ ছাড়ে না সেইরূপ।

দেবী কৈকেয়ী আপনার অন্তঃপুরে সমস্ত দিন ধরিয়া রাজ সেবার আয়োজন করিতেছেন। সহসা একটা কথা মনে হওয়ায় আপনমনে বড়ই হাসিতেছেন আর ভাবিতেছেন রাজা আসিলে কথাটা তুলিয়া রঙ্গ করিতে হইবে। রাজাত বৃদ্ধ হইলেন। রামও আমার রাজা হইবার বয়স প্রাপ্ত হইল। কিন্তু "পুত্রবতী

যস্য পত্নী স হি ভবতি কথং ভূপতি রামচন্দ্রঃ” পৃথিবীর কন্যা ভূবপুত্রী যার পত্নী সে আবার কন্যার মাতার ভূরপতি হইবে কিরূপে? রাম যে তবে—হইয়া গেল। রাণী আপন মনে হাসিতেছেন।' এ হাস্য আর থামিতেছে না।

অলকা পুবীব মত দিব্যপুবী ; এই সুবৃহৎ দিব্যভবন কৈকেয়ী দেবীব অন্তঃপুব। দুই সুবিশাল কর্ত্তিত সমবাহু ত্রিভুজাকৃতি স্থানের ছয়কোণে অতি উচ্চ সুধাধবলিত ছয়টি প্রাসাদ। মধ্যেব অতিবিস্তৃত ষড়্ভুজাকৃতি প্রাঙ্গণেব মধ্যভাগে দেবীব শয়ন মন্দির। সপ্ততল শয়ন মন্দিরেব উপর হইতে দেখিলে ছয়দিকেব প্রাসাদ-মধ্যবর্ত্তী এই পুবী একটী বিকশিত অষ্টদল পদ্মেব উপবে দাঁড়াইয়া আছে মনে হয়। এক বৃহৎ বৃত্তাকাব ভূখণ্ডেব বাহিবে এই পদ্ম। আবাব এই বৃত্ত সংলগ্ন পদ্মেব চাবিধাবেব পাপড়ীগুলি এক অতি প্রশস্ত প্রাচীর বেষ্টিত চতুর্ভুজেব চাবি-ভুজকে সমভাবে স্পর্শ কবিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অমবাবতীব ন্যায় এই পুবীব উত্তব দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম এই চাবিটি প্রবেশ দ্বার। ছয়টি প্রাসাদেব ভিতবেব ষড়্ভুজাকৃতি প্রাঙ্গনেব ছয় কোণে ছয়টি মনো-হর সবোবব। শীতল সলিলা সবয়ুব সহিত ভিতবে ভিতবে এই সকল সবোববেব যোগ ছিল।

সবোবব সকল * হংস ও ক্রৌঞ্চ ববে উপনাদিত। এই বিচিত্র পুবীব চাবি-দিকেই উপবন। সেই সকল উপবনে † কত শুক সাবী শব্দ কবিত, কত ময়ূব ময়ূবী সর্ব্বদা ঘুবিয়া বেড়াইত। চাবিধাবে কত কিংশুক অশোক চম্পক শোভিত ‡ লতাগৃহ, কত চিত্র গৃহ। সবোববেব তীবে স্থানে স্থানে বসিবাব জন্য কত গজ-দন্ত নির্ম্মিত বেদী। লতাকুঞ্জ সকলেব ভিতবে বাহিবে কত বজত নির্ম্মিত, কত স্বর্ণ-নির্ম্মিত বিচিত্র আসন। এই মনোহব অন্তঃপুবে শত শত বৃক্ষবাটিকা, শত শত পুষ্প বাটিকা, নিত্য ফলে ফুলে সুশোভিত থাকিত। বিবিধ বাদ্যরবে এই পুবী গন্ধর্ব্ব নগবেব মত বোধ হইত।

এই দিব্য পুবীতে আব একটি অপূর্ব্ব এই যে এই পুবীব দাসীগণ সকলেই কুব্জা ও বামনিকা ¶। কৈকেয়ী কি কোন কিছুব ভয়ে বাছিয়া বাছিয়া হ্রস্বা ও কুব্জা দাসীদিগকে অন্তঃপুরে স্থান দিয়াছিলেন? হায়! স্ত্রীলোকের ভয়? ইহা কিসেব পরিচয়? (ক্রমশঃ)

---

* ক্রৌঞ্চ হংস রুতাযুতম্। † শুকবর্হিসমাযুক্তং। ‡ লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোক শোভিতৈরিত্যাদি। ১০ সর্গ অযোধ্যাকাণ্ড। ¶ কুব্জাবামনিকাযুতম্। বামনিকাঃ হ্রস্বাঃ।

অগ্রণীত্বগুণ, তাহাই লইয়া (অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যমাত্রেই ইনি আপনাকে অগ্রে লইয়া যান এই অর্থে অগ্র শব্দের 'অগ্' এই অংশ, 'নী' শব্দকে নিরূপে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক 'নি' অংশের সহিত যোগ করিয়া) অগ্নিদেবতার 'অগ্নি' এই নামটি নিষ্পন্ন। অগ্নিঃ কস্মাৎ, অগ্রণী র্ভবতি, অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে, অঙ্গং নয়তি সন্নমমানঃ। (নিরুক্ত— দৈবতকাণ্ড (খ ৭, ১৪) সেইরূপ এখানেও 'উৎশব্দ উত্থানক্রিয়ার প্রকাশক বলিয়া প্রাণবাচক; এইরূপ 'গী' শব্দের অর্থ ('গৃশব্দে' এই গৃধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া) বাক্। আর অন্নকে অবলম্বন করিয়া নিখিল জগৎ অবস্থিত, সুতরাং ('স্থা' ধাতু নিষ্পন্ন 'স্থ' এই শব্দের 'স' লোপ করিয়া) 'থ' শব্দে অন্ন।

যাহা হউক, এখন এইরূপ বিজ্ঞান লইয়া কি প্রকারে উদ্গীথ এই অক্ষর-শ্রেণীর উপাসনা করিবে, তাহাই বলিতেছি; প্রণিহিত-মনে শ্রবণ কর।

তোমার হৃদয়পুণ্ডরীকে যে দহরাকাশ বর্ত্তমান, তথায় প্রণবমূর্ত্তি পরমাত্মা নিত্য-বিরাজিত। এই প্রণবেরই অপর নাম উদগীথ। প্রণব যেমন অ, উ, ম এই তিন অক্ষর লইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে আধিদৈবিক জগতে অগ্নি বায়ু সূর্য্যরূপে অধিযজ্ঞ-শরীরে ভূর্ভুবঃ স্বঃ-রূপে, আধিবৈদিক রাজ্যে ঋক্ যজুঃ সামরূপে তোমার উপাস্য, সেইরূপ এই পরমাত্মাই 'উদ্গীথ' এই নামের বিচিত্র বিভূতি লইয়া তোমার উপাস্য।

তোমার ধারাবাহিক ভাবনা দ্বারা 'উদ্গীথ' এই নামের বিভূতি-সমূহ যখন তোমার হৃদয়াকাশে বিকসিত হইবে, বাগ্দেবী 'উৎ' 'গী' 'থ' এই তিনটী অক্ষরমাত্রে পরিণত হইয়াও কিরূপে অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ, অধিবেদ এই চতুস্তল লীলা-প্রাসাদ রচনা করিয়াছেন, কিরূপে এই স্পন্দধর্ম্মিণী নিঃস্পন্দ মহাপুরুষের বিরাট্ বক্ষে বিচিত্র বেশে হেলিয়া দুলিয়া লীলা বিলাস করিতেছেন—যখন তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, কেন শ্রুতি উদ্গীথ উপাসনার এত প্রশংসা করিয়াছেন, আরও বুঝিতে পারিবে—শ্রুতি অন্ন ও অন্নাদ

কাহাকে বলিতেছেন। তখন তুমি বুঝিতে পারিবে—বাগ্‌দেবীই সোমরূপে অন্ন, আর মহাপুরুষ অগ্নিরূপে অন্নাদ। নামের উপাসনা করিতে যাইয়া তুমি দ্বিবিধ লাভের অধিকারী হইবে। তুমি নাম অবলম্বনে উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলে, নামের মহিমায় নামী প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি নাম নামী উভয়ের স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নামরূপে অন্ন, নামিরূপে নিত্য প্রদীপ্ত অগ্নিভাবে উপনীত হইয়াছ। যাহা কিছু ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা আমরা আহরণ করি, তৎসমুদয়ই অন্ন। অগ্নিরূপে আত্মাই তৎসমুদয় ভোগ করেন। এতদিন ভোক্তা ও ভোগ্যের এই পরিচয় না থাকায় তুমি 'অহং' অভিমানে ভোক্তা সাজিয়াছিলে এবং ভোগ্য পদার্থগুলি বাহিরের মনে করিয়া এই পরাধীন ভোগের জন্য কত কষ্টই না করিতেছিলে। উপাসনার অনুগ্রহে তোমার এই চিরন্তন যাতনা তিরোহিত হইবে। এই অবস্থায় তুমি দেখিতে পাইবে—যে চন্দ্রকলা তোমার অজ্ঞানের তমোময় আবরণে স্বীয় স্বরূপ আবৃত করিয়া তোমার ও তোমার মত মানবের নিকটে অন্যনামে পরিচিত হইতেছিলেন, যিনি তোমাদের অলক্ষিতে তোমাদেরই ভোগের জন্য অনুক্ষণ এই ভোগ্য জগৎরূপে পরিণত হইতেছিলেন, উপাসনার মাহাত্ম্যে আজ সে অপরিচিত রহস্য তোমার পরিচিত, সে দূরের বস্তু নিকটে, সে চিরদুর্লভ ভোগ আজ তোমার সুলভ হইয়াছে। আজ নিখিল ভোগ্য পদার্থের বাক্‌রূপিণী চন্দ্রকলা তোমার বামাঙ্গে, বিশ্বভোক্তা সর্ব্বদেবময় অগ্নি তোমার দক্ষিণাঙ্গে। আর তুমিও তখন আপনাকে আপনি আস্বাদন করিয়াই কৃতার্থ; বৎস, একবার চিন্তা কর দেখি এ দৃশ্য কত মধুর। দূর হইতে কবি এই চিত্রের প্রতিচ্ছবি তুলিয়াছেন—

মাতাপিতৃভ্যাং জগতো নমো বামার্দ্ধজানয়ে।
সদ্যো দক্ষিণদৃক্‌পাতসঙ্কুচদ্বামদৃষ্টয়ে॥

যে মূর্ত্তির বামার্দ্ধে জায়া বিরাজমান, এবং দক্ষিণনয়নের দৃষ্টিমাত্রে যাঁহার বামদৃষ্টি লজ্জামুকুলিত, জগতের পিতামাতার সেই অর্দ্ধনারীশ্বর

মূর্ত্তিকে প্রণাম। বৎস, এস আমরাও এই স্বরূপে চিরনিমগ্ন হইবার জন্য ইঁহার চরণে প্রণত হই।

তৃতীয়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

অথ খল্বাশীঃ সমৃদ্ধিরুপসরণানীত্যুপাসীত, যেন সাম্না স্তোষ্যন্ স্যাত্ তত্ সামোপধাবেত্।৮। যস্যামৃচি তামৃচং যদার্ষেয়ং তমৃষিং যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাত্ তাং দেবতামুপধাবেত্।৯। যেনচ্ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাত্ তচ্ছন্দ উপধাবেদ্ যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাত্ তং স্তোমমুপধাবেত্।১০। যাং দিশমভিষ্টোষ্যন্ স্যাত্ তাং দিশমুপধাবেত্॥ ১১॥ আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত, কামং ধ্যায়ন্নপ্রমত্তোঽভ্যাশো হ যদস্মৈ স কামঃ সমৃধ্যেত, যত্কামঃ স্তুবীতেতি যত্কামঃ স্তুবীতেতি॥১২॥

পদানুসরণী] অথ খলু ইদানীমাশীঃসমৃদ্ধিরাশিষঃ কামস্য সমৃদ্ধিঃযথা ভবেৎ তদুচ্যত ইতি বাক্য-শেষঃ। উপাসরণানি মনসা উপগন্তব্যানি ধ্যেয়ানীত্যর্থঃ। কথমিতি উপাসীত, এবমুপাসীত। তদ্‌যথা যেন সাম্না সামবিশেষেণ স্তোষ্যন্ স্তুতিং করিষ্যন্ স্যাৎ ভবেৎ উদ্‌গাতা তৎ সাম উপধাবেৎ উপস্মরেৎ চিন্তয়েৎ উৎপত্ত্যাদিভিঃ। যস্যামৃচি তৎ সাম তাঞ্চ ঋচমুপধাবেৎ দেবতাদিভিঃ। যদার্ষেয়ং তৎ সাম তঞ্চ ঋষিম্। যাং দেবতাং অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দেবতামুপধাবেৎ। যেন ছন্দসা গায়ত্র্যাদিনা স্তোষ্যন্ স্যাৎ তচ্ছন্দঃ উপধাবেৎ। যেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ স্তোমেন (স্তোমাঙ্গ ফলস্য কর্তৃগামিত্বাৎ আত্মনেপদং স্তোষ্যমাণ ইতি) তং স্তোমমুপধাবেৎ। যাং দিশম অভিষ্টোষ্যন্

স্যাৎ তাং দিশমুপধাবেৎ অধিষ্ঠাত্রাদিভিঃ। আত্মানমুদ্গাতা স্বং রূপং গোত্রনামাদিভিঃ সামাদিক্রমেণ স্বঞ্চাত্মানমন্ততোহন্তে উপসৃত্য স্তুবীত। কামং ধ্যায়ন অপ্রমত্তঃ স্বরোষ্ম-ব্যঞ্জনাদিভ্যঃ প্রমাদমকুর্ব্বন ততোহভ্যাসঃ ক্ষিপ্রমেব হ যদ্যত্র অস্মা এবংবিদে স কামঃ সমৃধ্যেত সমৃদ্ধিং গচ্ছেৎ কোহসৌ যৎকামঃ সন্ স্তুবীত। স্তুবীতেতি দ্বিরুক্তি-রাদরার্থা।

বঙ্গানুবাদ। অতঃপর যে প্রকারে যজমানের কাম-সমৃদ্ধি হয়, (তাহা বলা যাইতেছে) যজ্ঞকালে যাহা যাহা ধ্যেয়, এইরূপ তৎসমুদায়ের উপাসনা করিবে। যে সাম অবলম্বনে স্তব করিতে হইবে, উদ্গাতা সেই সামমন্ত্রটি মনে মনে স্মরণ করিবে। (সেই মন্ত্রটি যে ভাবে যে ছন্দে যে দেবতার গুণগানার্থ যে ঋষির হৃদয়ে আবির্ভূত, তৎসমুদয় স্মরণ করিবে) যে ঋক্ অংশে সেই সাম বর্ত্তমান, সেই ঋক্‌কে স্মরণ করিবে। যিনি সেই সামমন্ত্রের ঋষি, তাঁহাকে স্মরণ করিবে। যে দেবতাকে সেই সাম অবলম্বনে স্তব করা হইয়াছে, সেই দেবতাকে ধ্যান করিবে। যে ছন্দ লইয়া স্তব করা যাইবে, সেই ছন্দটিও স্মরণ করিবে। যে স্তোম অবলম্বনে স্তব করা হইবে, সে স্তোমকে ধ্যান করিবে। যে দিক্ অভিমুখে স্তব করিতে হয়, সে দিক্‌কেও চিন্তা করিবে। পরিশেষে (গোত্র, নাম, বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অবলম্বনে) আত্মসমীপে উপনীত হইয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান-কালে কাম্যবস্তুর অনুসন্ধান রাখিবে। (স্বর, ব্যঞ্জন ইত্যাদি বিষয়ে) সাবধান হইয়া স্তব করিবে।

যে কর্ম্মে যে কামসিদ্ধির জন্য উদ্গাতা এইরূপে স্তব করেন, অচিরে সেইকর্ম্মে সেই কাম সমৃদ্ধিলাভ করে।

সূত্রার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] গুরুদেব, ভগবতী শ্রুতি কাম-সমৃদ্ধির জন্য সাম, ঋক্, ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ, স্তোম ও দিকের স্মরণ করিতে বলিয়া পরিশেষে আত্ম স্বরূপে উপনীত হইয়া কাম্যবস্তু ধ্যানপূর্ব্বক স্তব করিতে উপদেশ করিলেন। আমি ইহাতে বুঝিলাম যজমান যে কাম্যবস্তু লাভ করিবার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, সেই কাম্যবস্তুরই সমৃদ্ধি অভিলাষ করিলে তাঁহাকে সাম, ঋষি, দেবতা প্রভৃতির স্বরূপ ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না কিরূপে, সাম ঋক্, ঋষি প্রভৃতির ধ্যান করিতে হইবে। আর কিপ্রকারেই বা এই সকলের স্মরণে কাম্যবস্তু সমৃদ্ধি লাভ করিবে।

আচার্য্য] বৎস, কিরূপে স্মরণ করিতে হইবে, তাহা পরে বলিতেছি প্রথম, কিরূপে সাম, ঋষি, দেবতা প্রভৃতির স্মরণে কাম্যবস্তুর উৎকর্ষ সম্ভবপর, তাহাই বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

কাম্যবস্তু সাধনের উপায় দুইপ্রকার,—লৌকিক ও অলৌকিক। প্রথমতঃ লৌকিক উপায় অবলম্বন করিলে কাম্যবস্তু কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহাই আলোচনা কর। তোমার কাম্যবস্তু একখানি পুস্তক। যথাসময়ে এই পুস্তকপ্রণয়নের কামনা তোমার হৃদয়ে উদিত হইয়াছে। এই কামনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তুমি কি উপায় অবলম্বন করিবে? প্রথমতঃ তোমাকে পুস্তকের প্রতিপাদ্য-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। তৎপর ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট তোমার মনকে বিজ্ঞাত উপকরণ সমূহে একাগ্র করিতে হইবে। যে উপায়ে তুমি এই বিজ্ঞান ও একাগ্রতালাভ করিবে, তাহাই সাধনা। এই সাধনাদ্বারা তোমার বুদ্ধিগত বিজ্ঞান ও মনোগত একাগ্রতা যে পরিমাণে প্রসন্ন ও গভীর হইবে, তোমার রচিত পুস্তক সেই পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিবে, তোমার পুস্তকের ভাষা ও ভাব সেই পরিমাণে প্রসন্নগম্ভীর হইবে। যাহাহউক, এইরূপে তোমার বুদ্ধি যখন পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিজ্ঞানলাভ করে, মন যখন বিজ্ঞাত উপকরণ সমূহে একাগ্র হইয়া তৎসমুদয় অঙ্গাঙ্গিভাবে সুসজ্জিত

করিয়া থাকে, তখন মনের ইচ্ছাশক্তি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রাণ-সমূহের ক্রিয়াশক্তি সুশৃঙ্খল-রূপে বাহিরে পুস্তকখানি প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয়, তোমার কামনার বস্তু-পুস্তক রচিত হয়। ইহাই লৌকিক উপায়ে কাম্য-সিদ্ধির প্রণালী। এখন অলৌকিক উপায়ে কাম্য-সিদ্ধির প্রণালী আলোচনা কর—

প্রত্যক্ষ ও অনুমান সহস্র চেষ্টায ও যে উপায উদ্ভাবন করিতে পারেনা, তাহাই অলৌকিক উপায়, ইহা বেদ-প্রতিপাদ্য; যেমন যাগযজ্ঞ ইত্যাদি। যজ্ঞের উপকরণ সমূহ সমবেত হইয়া স্বর্গরূপ কাম্যফল উৎপাদন করে, ইহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিষয়ীভূত নহে। যাহাহউক, এই যাগ যজ্ঞাদিরূপ অলৌকিক উপায়ে যিনি কাম্য-সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন; তাঁহার পক্ষেও সর্বাগ্রে সাম, ঋক্‌, ঋষি দেবতা, ছন্দ, স্তোম ও দিক্‌, যজ্ঞের এই সকল উপকরণ-বিষয়ে বিজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। পরিশেষে তাঁহাকে সেই বিজ্ঞাত উপকরণ-বিষয়ে ধ্যান-পরায়ণ হইতে হইবে। কারণ, এইরূপ সাধনাজনিত বিজ্ঞান ও ধ্যানের তারতম্য অনুসারে এখানেও ফলের তারতম্য নির্ণীত হইয়া থাকে।

বৎস লৌকিক ও অলৌকিক, যে উপায়েই উৎপন্ন হউক, কাম্যফল মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির বাহ্য মূর্ত্তি মাত্র। অন্তঃশক্তি যখন সাধকের সাধনাদ্বারা প্রসন্ন হয়েন, তখন তাঁহার বহির্বিকাশও অতি উৎকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। আর যখন সাধকের হৃদয় তমোভাবে পরিপূর্ণ, দেহ আলস্যে অভিভূত, অন্তঃশক্তিনিচয় মুকুলিত—জড়প্রায়, তখনকার তামসিক কর্ম্মের ফলে অন্তঃশক্তি বাহিরে ও জড়ভাবেই অবতীর্ণ হয়েন, স্থূল দৃষ্টিতে অধমের কর্ম্মফল অধমই হইয়া থাকে।

একটি দৃষ্টান্ত লইয়া এই বস্তুটি উপলব্ধি করিতে প্রয়াস কর। মনে কর—মহারাজ দশরথ পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। যে ঋষিগণ ঋত্বিক্‌রূপে যজ্ঞ নির্ব্বাহে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুযোগ্য; অর্থাৎ যজ্ঞের বিশিষ্ট উপকরণ যে সাম, ঋক্‌, ঋষি ইত্যাদি, তাঁহারা সকলেই এই সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞান ও ধ্যান-সম্পন্ন। এদিকে

মহারাজ দশরথের জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশি ও ঋত্বিগ্‌গণের বিজ্ঞান ও ধ্যানের উৎকর্ষে সহায়তা করিতেছিল। ফলে ঋত্বিগ্‌গণের বুদ্ধিগত উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান মনোগত উৎকৃষ্ট ধ্যান, প্রাণশক্তিকে অতি সুন্দররূপে পরিচালিত করিল, যজ্ঞীয় চরু অতি সাত্ত্বিকভাবে সম্পাদিত হইল। এই অতি সাত্ত্বিক অন্তঃকরণ, বাক্ পাণি প্রভৃতি বহিঃকরণ অতিবিশুদ্ধ যজ্ঞীয় চরু, দশরথের জন্মান্তরীণ অতি সাত্ত্বিক কর্ম্মরাশি—যজ্ঞেশ্বর প্রসন্ন হইলেন, কর্ম্মফলবিধান করিতে যাইয়া এই সকল সাত্ত্বিক বস্তুর সমাবেশে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবান স্বয়ংই দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। মহারাজ দশরথের পুত্র কামনা ঋত্বিগ্‌গণের বিজ্ঞান ও ও ধ্যানের উৎকর্ষে সমৃদ্ধ ফল প্রাপ্ত হইল। বৎস, বুঝিলে—অলৌকিক উপায়ে কিরূপে কাম্য বস্তু সমৃদ্ধি লাভ করে ?

ব্রহ্মচারী] মোটামুটি বুঝিলাম—সাধকের অন্তঃশক্তিসমূহ যখন সাধনাদ্বারা প্রসন্ন হয়েন, তখন এই শক্তি-নিচয় প্রসন্নতার অনুরূপ উৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক বেশ ভূষায় সুশোভিত হইয়া সমৃদ্ধ ফল রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আমি যাহা বুঝিলাম, তাহা যদি ঠিক হয়, তবে কাম্য-সমৃদ্ধির জন্য অন্তঃ শক্তি নিচয়কে উপাসনা দ্বারা প্রসন্ন করাইত আবশ্যক, তাহা না বলিয়া ভগবতী শ্রুতি সাম, ঋক্ প্রভৃতির উপাসনা উপদেশ করিলেন কেন ?

আচার্য্য] বৎস, তুমি যাহা বুঝিয়াছ, তাহাই ঠিক। কিন্তু অন্তঃশক্তি শব্দটি একটু পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক, তাহা হইলেই তোমার সন্দেহ দূরীভূত হইবে।

বৎস, ভগবতী শ্রুতির ভাষায় অন্তঃশক্তি শব্দের প্রতিশব্দ হইতেছে মানবের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম শক্তি বা হিরণ্যগর্ভ-শক্তি ; যিনি সূক্ষ্ম স্পন্দনে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবের জন্য (পঞ্চপ্রাণ, মন বুদ্ধি, দশেন্দ্রিয়-সমন্বিত) অনন্ত সূক্ষ্মদেহ রচনা করিয়া স্বয়ং সেই পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন দেহের অভ্যন্তরে নিত্য বিরাজিতা এই বাগ্‌দেবীই জীবের অন্তঃশক্তি। এই বাগ্‌দেবী যখন প্রাণ-প্রধানা, তখন ইঁহাকেই সাম বলা হয়, আর যখন শব্দ-প্রধানা তখন ইনিই ঋক্ নামে অভিহিত।

আর যে পরিমিত স্বরলহরীতে বাক্ ও প্রাণদেহ সুগঠিত করিয়া ইনি স্পন্দিত হন, তাহাই ছন্দ। এই বিচিত্র সংসার-নাট্যে ইনি আপনিই আপনার-দ্রষ্টা যে অংশে ইনি দ্রষ্টা, সেই অংশে ইঁহার নাম ঋষি, যে অংশে দৃশ্য, সেই অংশে ইনি দেবতা। ইনিই স্বীয় বিরাট্ শব্দদেহের সারাংশরূপে স্তোমনামে অভিহিত, ইনি দিক্ সমূহে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিত। কামফলের উৎকর্ষকামী হইয়া যে সাধক অন্তঃশক্তির এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ এইরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তৎসমুদয় ধ্যান করেন—ধারাবাহিক ধ্যানদ্বারা অজ্ঞান-আবরণ উন্মোচন করিয়া শক্তিশ্রেণীকে প্রসন্ন করেন, অথবা এই অন্তঃশক্তির চিরপ্রসন্ন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেন, তাহার কামফল সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। সাধনা-প্রসাদিত অন্তঃশক্তি-সমূহ প্রসন্নতার অনুরূপ স্থূল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই সাধকের কামনা পূরণ করিয়া থাকেন।

বৎস, এখন বোধ হয় তুমি পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারিয়াছ সাম ঋক্ প্রভৃতি ধ্যান করিলে কিরূপে কামবস্তু সমৃদ্ধিলাভ করে। এখন কিরূপে ধ্যান করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছি। ধ্যেয়বস্তু যেখানে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, সেখানে বিরুদ্ধ চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক ধ্যেয়বস্তুর নিরন্তর ভাবনা করিলেই অবাধভাবে ধ্যান চলিতে থাকে, আর যেখানে ধ্যেয়বস্তু অতীন্দ্রিয়, তথায় শ্রুতির উপদেশে প্রথমতঃ তাহা শ্রবণ করিতে হয়, তৎপর মনন সাহায্যে প্রতিকূল ভাবনা পরিহার করিলেই নিদিধ্যাসন বৃত্তির উদয় হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে সাম, ঋক্ প্রভৃতি অন্তঃশক্তিনিচয় অতীন্দ্রিয়, অতএব শ্রুতি ইহাদের আধ্যাত্মিক পরিচয়ের জন্য পূর্ব্বে বলিয়াছেন—**বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সাম**। এই ঋগ্রূপিণী বাগ্দেবী মূলাধারে অপানরূপে বিরাজমানা, আর সামরূপী প্রাণ অনাহত চক্রে প্রাণবায়ুরূপে বিরাজিত। এই প্রাণাপান-দম্পতি জীবের বিচিত্র কর্ম্মের ফলে বিবিধরূপে মিলিত হইয়া সাম, ঋক্, ছন্দঃ, ঋষি ইত্যাদি বহুবিধ অন্তঃশক্তিতে পরিণত হইয়াছেন। সুতরাং এই প্রাণও অপানের ধ্যানে ইঁহাদের বিভূতিস্বরূপ অন্যসকল শক্তিরই ধ্যান করা হয়। অতএব যে পর্য্যন্ত উচ্চ অধিকার না, আইসে তাবৎকাল

চেত্য বলে বিষয়কে। চেত্যানুপাত রহিত অর্থাৎ বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিয়া আত্মস্বভাব হইতে পতন যার নাই অর্থাৎ যিনি বিষয়াকারে আকারিত হন না; সামান্য বলে অবিদ্যাকে—সর্ব্বচেত্যানাং কারণত্বাৎ সামান্য-মবিদ্যা—সমস্ত চেত্য বস্তুর কারণ বলিয়া সামান্যকে বলে অবিদ্যা—এই অবিদ্যা সাহায্যে সর্ব্ব বস্তুতে গমন করেন যে চিত্ত, যাঁহার এই চিত্তত্বও কখন হয় না। যাঁহার কোন প্রকার নাম পর্য্যন্ত হইতে পারে না কারণ পূর্ণের নাম হইলে তাহা খণ্ড হইয়া যায় এমন যিনি তিনিই আত্মা তিনিই পরমেশ্বর।

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং তৃণাদি যদিদং জগৎ।
তৎসর্ব্বং সর্ব্বদাত্মৈব নাবিদ্যা বিদ্যতেনঘ ॥১৩
সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্ম নিত্যং চিদ্‌ঘনমক্ষতম্‌।
কল্পনান্যা মনোনাম্নী বিদ্যতে ন হি কাচন ॥১৪
ন জায়তে ন ম্রিয়তে কিঞ্চিদত্র জগত্রয়ে।
ন চ ভাববিকারাণাং সত্তা ক্বচন বিদ্যতে ॥১৫
কেবলং কেবলাভাসং সর্ব্বসামান্যমক্ষতম্‌।
চেত্যানুপাতরহিতং চিন্মাত্রমিহ বিদ্যতে ॥১৬
তস্মিন্নিত্যে ততে শুদ্ধে চিন্মাত্রে নিরুপদ্রবে।
শান্তে সমসমাভোগে নির্ব্বিকারোদিতাত্মনি ॥১৭
যৈষা স্বভাবাতিগতং স্বয়ং সঙ্কল্প্য ধাবতি।
চিচ্চেত্যং স্বয়মাম্লানা সম্লানা তন্মনঃ স্মৃতম্‌ ॥১৮

দেখ রাম! বিরাট ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছাদি পর্য্যন্ত এই যে জগৎ এই সমস্ত সর্ব্বকালে আত্মাই। হে অনঘ! অবিদ্যা বিদ্যমানই নাই। এই সমস্ত নিশ্চয়ই উদয়াস্তবর্জ্জিত ঘনচিৎ অক্ষত ব্রহ্ম। মনোনাম্নী অন্যা কল্পনা কোথাও বিদ্যমানা নাই। এই জগত্রয়ে কোনও কিছু জন্মেও না মরেও না। যাহা ভাববিকার দেখা যায় অর্থাৎ যাহা জন্মে ও মরে বলিয়া দেখা যায় তাহার সত্তা কিছুমাত্র নাই অর্থাৎ তাহা কেবল মায়িক প্রতিভাস বা ভ্রান্তি। এই ব্রহ্মাণ্ডে চিৎমাত্রই আছেন—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মাই আছেন। চিৎবস্তুই

কেবল, তিনিই আভাস বা দীপ্তিবিশিষ্ট কেবল ইনিই সর্ব্ব সামান্য অর্থাৎ সর্ব্বানুগতসৎরূপ, ইনি চেত্যানুপাতরহিত অর্থাৎ বিষয়সম্পর্কাতীত। তস্মিন্নাত্মনি সেই নিত্য সর্ব্বব্যাপী শুদ্ধ চিন্মাত্র নিরুপদ্রব শান্ত সর্ব্বত্র পূর্ণ (আভোগপরিপূর্ণতা) নির্ব্বিকার—সেই আত্মাতে যৈষা আম্লানা আবরণা চিৎস্বভাবাতিগতং চিৎস্বভাববিরুদ্ধং জাড্যপরিচ্ছেদাদি স্বভাবং চেত্যং স্বয়ং সঙ্কল্প্য ধাবতি সা বিক্ষেপম্লানা তৎপ্রসিদ্ধং মনঃ স্মৃতমিত্যর্থঃ। সেই আত্মাতে সেই চিৎ বস্তুতে আপনা আপনি যে চেত্যতা বহির্ম্মুখতা উঠিয়া উহাকে ছুটাছুটি করান তিনিই মন। আত্মাতে এই যিনি সঙ্কল্প আকারে উঠেন তিনিই আবরণ ও বিক্ষেপ করিতে বড় পটু অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখিয়া সেই বস্তুকে অন্যরূপে দেখাইতে পটু। ইনি চিত্তের যে প্রকাশস্বভাব, যে অখণ্ডস্বভাব, যে চেতনস্বভাব তাহার বিরোধী অর্থাৎ ইনি জাড্য পরিচ্ছেদাদি স্বভাব বিশিষ্ট। এই আবরণ বিক্ষেপ বিশিষ্ট কল্পনা আপনিই উঠে। এই চেত্যতা প্রাপ্ত চিৎই মন। ইনি জড় দৃশ্য বিষয় কল্পনা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান।

এতস্মাৎ সর্ব্বগাদ্দেবাৎ সর্ব্বশক্তের্ম্মহাত্মনঃ।
বিভাগকলনাশক্তির্লহরীবোত্থিতাম্ভসঃ ॥১৯
একস্মিন্ বিততে শান্তে যান কিঞ্চন বিদ্যতে।
সঙ্কল্পমাত্রেণ গতা সা সিদ্ধিং পরমাত্মনি ॥২০

এই সর্ব্বগ সর্ব্বশক্তি মহাত্মা চেত্যতাপ্রাপ্ত চিৎরূপা মনোদেবতা হইতে সমুদ্র সমুত্থিত লহরীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগশক্তি উত্থিত হইতেছে। এক সর্ব্ববাপী শান্ত পরমাত্মাতে যাহা কিছু মাত্র নাই তাহা সঙ্কল্পমাত্রেই সিদ্ধবৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

বুঝিতেছ সঙ্কল্প কি করিয়াছে, কি করিতেছে ?

অতঃ সঙ্কল্পসিদ্ধেয়ং সঙ্কল্পেনৈব নশ্যতি।
যেনৈব জাতা তেনৈব বহ্নিজ্বালেব বায়ুনা ॥ ২১
পৌরুষোদ্যোগসিদ্ধেন ভোগাশারূপতাং গতা।
অসঙ্কল্পনমাত্রেণ সাবিদ্যা প্রবিলীয়তে ॥ ২২

এই হেতু সংসারটা সঙ্কল্পদ্বারাই উঠিয়াছে আবার সঙ্কল্প দ্বারাই ইহার নাশ হয়। যাহা দ্বারা জন্ম তাহা দ্বারাই নাশ; বায়ু হইতে অগ্নিশিখা জন্মে আবার বায়ুতেই ইহার নাশ। বায়োরগ্নিরিতি শ্রুতেঃ॥

ভোগেচ্ছারূপপ্রাপ্তা এই অবিদ্যা পুরুষ প্রযত্নসিদ্ধ সঙ্কল্প ত্যাগ দ্বারাই লয় প্রাপ্ত হয়। ধ্যান পরিপাকরূপ যে পুরুষকারত্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে সঙ্কল্প আর উঠিবে না।

নাহং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢাৎ বধ্যতে মনঃ॥ ২৩
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢাৎ মুচ্যতে মনঃ॥
সঙ্কল্পঃ পরমোবন্ধস্ত্বসঙ্কল্পো বিমুক্ততা।
সঙ্কল্পং সম্বিজিত্যান্তর্যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ২৪

আমি ব্রহ্ম নই এই দৃঢ় সঙ্কল্পে মনটা বদ্ধ হয় সবই ব্রহ্ম এই সুদৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা মন মুক্তিলাভ করে। সঙ্কল্পই ভারি বন্ধন অসঙ্কল্পই মোক্ষ। ভিতরের সঙ্কল্পকে সম্যকরূপে জয় করিয়া রাম! তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। বুঝিতেছ বন্ধন ও মুক্তি মনের ধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম নহে। আমি ব্রহ্ম নই এই সঙ্কল্পকে, সমস্তই ব্রহ্ম এই বিরোধি সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের দ্বারা সম্যকরূপে জয় কর; করিয়া যথেচ্ছসি তথা কুরু।

দৃঢ়াম্বয়াম্বরেত্রাস্তি নলিনীহেমপঙ্কজা।
লোলবৈদূর্য্যমধুপা সুগন্ধিতদিগন্তরা॥২৫
উদ্দণ্ডৈঃ প্রকটাভোগৈর্ম্ম্ণালভুজমণ্ডলৈঃ।
বিহসন্তি প্রকাশস্য শশিনোরশ্মিমণ্ডলম্॥২৬
বিকল্পজালিকেবেত্থমসত্যোবাপি সৎসমা।
মনঃ স্বার্থবিলাসার্থং যথাবালেন কল্প্যতে॥২৭
তথৈবেয়মবিদ্যেহ ভববন্ধনবন্ধনী।
চলপা ন সুথায়ৈব বালেন কলিতা দৃঢ়া॥ ২৮

অত্রাম্বরে যা নাস্তি সা নলিনীব বালেন মনঃ স্বার্থবিলাসার্থঃ যথা দৃঢ়া কল্প্যতে তথৈবেয়ং দ্বিবিধাপ্যবিদ্যা ইত্থং বিকল্পজালিকেবাসত্যোবাপি

সংসমা বালেন মূঢ়জনেন ন সুখায় অত্যন্তদুঃখায়ৈব দৃঢ়া কলিতা কল্পিতেতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। নলিনীবিশেষনানি স্পষ্টানি ॥ ২৫-২৮॥

এই আকাশ, এই আকাশে কিছু নাই। ইহাতে সোনার পঙ্ক তাহা হইতে হেমনলিনী জন্মিল। তাহাতে লোল-লুব্ধ চঞ্চল বৈদূর্য্যমণির ভ্রমর। হেমনলিনীর সুরভিতে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত। এই হেমপদ্মিনী স্বীয় সুবিস্তীর্ণ মৃণাল সুভুজ ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া চন্দ্রের রশ্মিমণ্ডলকে উপহাস করিয়া হাস্য করিতেছে। এইরূপ কল্পনা যেমন বালকগণের ইচ্ছাপূরণের জন্য সত্যরূপে কল্পিত হয় সেইরূপ মূঢ়জন কারণরূপা ও কার্য্যরূপা ভববন্ধনকারিণী এই চপলা অবিদ্যাকে অনন্ত দুঃখের জন্যই সুদৃঢ়রূপে সত্যমত কল্পনা করিয়া থাকে।

কৃশোঽতিদুঃখী বদ্ধোঽহং হস্তপাদাদিমানহম্।
ইতিভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ বধ্যতে ॥ ২৯ ॥
নাহং দুঃখী ন মে দেহোবন্ধঃ কস্যাত্মনঃ স্থিতঃ।
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ মুচ্যতে ॥ ৩০
নাহং মাংসং ন চাস্থীনি দেহাদন্যঃ পরোহ্যহম্।
ইতি নিশ্চয়বানন্তঃ ক্ষীণাবিদ্য ইহোচ্যতে ॥ ৩১

আমি কৃশ আমি অতি দুঃখী, আমি বদ্ধ, আমার হস্তপদ আছে, এই প্রকার ভাবনার অনুযায়ী ব্যবহারে মূঢ়গণ বদ্ধ; আমি দুঃখী নই, দেহ চৈতন্যের নাই, আত্মারূপে স্থিত কাহার আবার বন্ধন এই ভাবনার অনুরূপ ব্যবহার সদা করিও তবেই মুক্ত হইবে। চেতন আমি, আমি মাংস নই, আমি অস্থিসকলও নই, আমি দেহ হইতে ভিন্ন চৈতন্য এইরূপ নিশ্চয়বান্ অন্তঃকরণ যাঁর তাঁহাকেই ক্ষীণ-অবিদ্য বলা যায়।

যেমন আকাশ নীল কেন এ সম্বন্ধে কেহ মনে করেন সুমেরু শৈলের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ সকল ইন্দ্রনীল মণিময়, নীলমণির প্রভা ঊর্দ্ধে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশকে নীলবর্ণ করে; কেহ বলেন ব্রহ্মাণ্ড খর্পর অতি দূরে, সূর্য্যের রশ্মি ব্রহ্মাণ্ডখর্পরের নিকটস্থ অন্ধকার নাশ করিতে পারে না। সেই তিমিরের প্রতিবিম্বকে পৃথিবীস্থ মানুষ নীল দেখে। কেহ বলেন

আকাশের নীলিমা ঊর্দ্ধপাতী পৃথিবীর ছায়া দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই সমস্ত যেমন অজ্ঞজনের কল্পনা সেইরূপ অপ্রবুদ্ধের দ্বারা অনাত্মাতে আত্মার কল্পনা হয় ইহাই অবিদ্যা। প্রবুদ্ধ জনের নিকটে অবিদ্যা নাই।

রাম। আকাশ নীল কেন দেখায়?

বশিষ্ঠ। আকাশে নীলিমা আদৌ নাই। এই নীলিমা সুমেরুর বৈদূর্য্য শিখরের ছায়াও নহে আর ব্রহ্মাণ্ড খর্পরের নিকটবর্ত্তী অন্ধকারের ছায়াও নহে কারণ ব্রহ্মাণ্ড খর্পর তেজোময়। আকাশ অসীম, শূন্য এবং ইহা অসন্ময়ী অবিদ্যার অনুরূপা সখী। "বয়স্যেবানুরূপায়া অবিদ্যায়া অসন্ময়ী"।

স্বদৃষ্টিক্ষয়সম্পত্তাবক্ষোরেবোদিতং তমঃ।
বস্তু স্বভাবাৎ তদ্ব্যোম্নঃ কার্ষ্ণ্যমিত্যবলোক্যতে ॥ ৩৯

অতি দূরে যাহা সেখানে নিজের দর্শনশক্তি কুণ্ঠীভাব প্রাপ্ত হয়। আকাশে দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর চাক্ষুষ জ্যোতির্দ্বারা আকাশ আলোকিত হয়। যেখানে চক্ষুর দর্শনশক্তি ফুরাইয়া যায় তাহারই পরে যখন মনে হয় আকাশ নীল তখন ঐ নীলিমা নিজেরই চাক্ষুষ তিমির। নিজের চাক্ষুষ তিমির আকাশে আরোপিত হইতে দেখিয়া অজ্ঞ লোকে ভাবে আকাশ নীল। ফলে "অক্ষোরেব স্বদৃষ্টেঃ স্বীয়দর্শনশক্তেঃ ক্ষয়স্য দূরে কুণ্ঠীভাবস্য সম্পত্তৌ সত্যাং যৎবস্তুস্বভাবাৎ তমোহদর্শনমুদিতং তৎ-ব্যোম্নঃ কার্ষ্ণ্যং নৈল্যমিত্যবলোকত ইত্যর্থঃ।" আপনার চক্ষের দর্শন শক্তি দূরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া বস্তুর স্বভাবে যে অন্ধকার উদিত হয় তাহাকেই লোকে বলে আকাশের নীলিমা। চক্ষুর জ্যোতি যেখানে পৌঁছায় না সে স্থান ত অন্ধকার হইবেই সে অন্ধকার নিজেরই চক্ষের দোষ। ইহা অজ্ঞলোকে না জানিয়া বলে আকাশ নীল। আকাশে নীলিমা দেখা গেলেও সে কালিমা আকাশের নহে দৃষ্টি দোষ প্রযুক্তই ঐরূপ বোধ হয়। যে ইহা জানিয়াছে তাহার যেমন কালিমা বুদ্ধি হয় না সেইরূপ অবিদ্যা তিমিরকেও তুমি আকাশনীলিমার অনুরূপ জানিও।

অসঙ্কল্পোহবিদ্যায়া নিগ্রহঃ কথিতো বুধৈঃ।
যথা গগনপদ্মিন্যাঃ স ভাতি সুকরঃ স্বয়ম্ ॥ ৪১

অবিদ্যা দূর করিতে চাও অসঙ্কল্প হইয়া যাও। পণ্ডিতেরা বলেন অসঙ্কল্পই অবিদ্যা নিগ্রহ। সঃ অসঙ্কল্পঃ সুকরোভাতি ন দুষ্করঃ। সেই সঙ্কল্প বর্জ্জন দুষ্করও নহে সুকর। আকাশে পদ্মিনী দেখিলে ইহা বস্তুতঃ পদ্মিনী নহে এটা ভ্রমে দেখিতেছি এটা মনে করা দুষ্কর কিসে?

সঙ্কল্প যাহা উঠিতেছে তাহা ভ্রম ইহার অভ্যাস কঠিন কি? কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া বা চিন্তা করিয়া যে সঙ্কল্প উঠিতে দেখ তাহাকেই ভ্রম বলিতে একদিকে অভ্যাস কর, আর অন্যদিকে বল চিদ্‌ঘন অক্ষত ব্রহ্ম ভিন্ন সত্য আর কিছুই নাই—একদিকে মিথ্যাকে তাড়াও অন্যদিকে সত্যকেই ভাবনা কর সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আত্মা হইয়াই থাকিতে পারিবে। সর্ব্বদা ভাবনা কর—

সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্ম নিত্যং চিদ্‌ঘনমক্ষতম্।
কল্পনাখ্যা মনোনাম্নী বিদ্যতে নহি কাচন ॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে কিঞ্চিদত্র জগত্রয়ে।
ন চ ভাব বিকারাণাং সত্তা ক্বচন বিদ্যতে ॥

বুঝিতেছ সর্ব্বদা কিরূপ অভ্যাস লইয়া থাকিতে হইবে? আকাশের নীলিমার মত, সঙ্কল্প যাহা উঠে, উঠিয়াছে সমস্তই মিথ্যা এক মাত্র আত্মাই সত্য। নামরূপ যাহা দেখা যাইতেছে তাহা ভ্রম তাহা নাই।

ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অপুনঃস্মরণং মন্যে সাধো বিস্মরণং বরম ॥ ৪২

আকাশের যেমন নীলিমা সেইরূপ এই জগৎ ভ্রম। হে সাধো! এই ভ্রমাত্মক জগৎকে বিস্মৃত হওয়াই কল্যাণের কথা।

নষ্টোহমিতি সঙ্কল্পাৎ যথা দুঃখেন নশ্যতি।
প্রবুদ্ধোস্মীতি সঙ্কল্পাজ্জনোহেতি যথা সুখম ॥ ৪৩
তথা সংমূঢ়সঙ্কল্পাৎ মূঢ়তামেতি বৈ মনঃ।
প্রবোধোদারসঙ্কল্পাৎ প্রবোধায়ানুধাবতি ॥ ৪৪

যেমন স্বপ্নকালে আমি মরিলাম এই সঙ্কল্পে মানুষ মরণদুঃখে অতিশয় যাতনা পায় আর আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি এই সঙ্কল্পে মানুষ স্বাপ্ন দুঃখের অপগমে সুখী হয় তেমনি মন মূঢ় সঙ্কল্প দ্বারা জগদ্ভাবনারূপ ভ্রম সঙ্কল্প দ্বারা মূঢ়তা এবং চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নাই এই প্রবোধ সঙ্কল্প দ্বারা প্রবোধের নিমিত্ত ধাবিত হয়। আমি চেতন, আর সমস্তই চেতন, ভাব বিকার যাহা দেখা যায় শুনা যায়, নামরূপ যাহা তাহা সমস্তই শুধু নাম মাত্র "বাচারম্ভণং বিকারো নাম ধেয়ং" তাহাই মিথ্যা, ইহা মোক্ষের সাধনা।

আমি চৈতন্য নহি ইহার ক্ষণমাত্র বিস্মরণে শাশ্বতী অবিদ্যার উদয় হয়; আমি চৈতন্য ইহার স্মরণে নশ্বরী অবিদ্যার নাশ হয়। অবিদ্যা সকল বস্তু উৎপন্ন করে, সর্ব্বভূতকে মোহপ্রাপ্ত করায়, আত্মার অদর্শনে বৃদ্ধি-শালিনী, আত্মার দর্শনে নষ্ট হয়েন।

মনোযদনুসন্ধত্তে তৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।
ক্ষণাৎ সম্পাদয়ন্ত্যেতা রাজাজ্ঞামিব মন্ত্রিণঃ ॥৪৭
তস্মান্মনোঽনুসন্ধানং ভাবেষু ন করোতি যঃ।
অন্তশ্চেতন যত্নেন স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৪৮

মন্ত্রিগণ যেমন রাজার আজ্ঞা পালন করে সেইরূপ মন যাহা অনুসন্ধান করে সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করে। সেইজন্য যিনি মনকে "আমি চেতন" ইহার নিরন্তর অভ্যাসরূপ যত্নের দ্বারা জগতের সব মিথ্যা, এইজন্য জগতের কোন কিছুর অনু-সন্ধানে মনকে যাইতে না দেন তিনিই শান্তিলাভ করেন।

যদাদাবেব নাস্তীদং তদদ্যাপি ন বিদ্যতে।
যদিদং ভাতি তদ্ব্রহ্ম শান্তমেকমনিন্দিতম্ ॥৪৯

আদিতে যখন এই জগৎ ছিলনা অদ্যাপিও ইহা নাই। এই যাহা প্রতিভাত হইতেছে—দৃষ্ট হইতেছে তাহা একমাত্র আনন্দিত শান্ত ব্রহ্মই। আদি নাই অন্ত নাই নির্ব্বিকার (অপযন্ত্রণম্) পূর্ণ বলিয়া

যাঁহার কোথাও সঙ্কোচ নাই এই ব্রহ্ম ভিন্ন ভাবনা করিবার কার কোথায় কি প্রকারে অন্য কিছু থাকিবে?

পরং পৌরুষমাশ্রিত্য যত্নাৎ পরময়া ধিয়া।

ভোগাশাভাবনাং চিত্তাৎ সমূলামলমুদ্ধরেৎ ॥৫১

যৎপরোনাস্তি শাস্ত্রীয় প্রযত্ন আশ্রয় করিয়া যত্ন পূর্ব্বক বিচার বুদ্ধি বলে "কাম কামনা এবং স্বপ্ন" রূপ ভোগেচ্ছাকে মন হইতে সমূলে উৎপাটিত কর।

যদুদেতি পরামোহো জরামরণকারণম্।

আশাপাশশতোল্লাসি বাসনা তদ্বিজৃম্ভতে ॥৫২

জরামরণের কারণ পরম মোহ যেমন উঠে, তেমনি শত শত আশাপাশ দ্বারা উল্লসিত হইয়া বাসনার বিজৃম্ভন দেখা যায়। আমার পুত্র আমার ধন এই সেই আমি ইহা আমার এই সমস্ত ইন্দ্রজাল তুলিয়া বাসনাই অশ্বের ন্যায় ধাবিত হইতেছে।

শূন্য এব শরীরেস্মিন্ বিলোলোজলবাত্তবৎ।

অনন্তয়া বাসনয়া ত্বহন্তাবাহিরর্পিতঃ ॥৫৪

এই শরীরটা শূন্যই কারণ আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা। শরীরটা আদিতে ছিলনা, শেষেও থাকেনা, কাজেই বর্ত্তমানেও ইহা নাই। কখন কি এই সাধনা করিয়াছ? কর। তবে যে এই শরীরটা কিছুতেই ভুলা যায় না? কেন জান? এই শূন্য শরীরে সুনিপুণ বাসনা দ্বারা আমাতে অহংভাব রূপ সর্প কল্পিত হইয়াছে যেমন জলে বায়ুদ্বারা তরঙ্গের সর্প কল্পিত হয় সেইরূপ। হে রাম তুমি ত তত্ত্ব কথা জানিয়াছ। বিশেষ করিয়া জানিও আমার, আমি, এই সব, এ সব কিছুই নাই। আত্মতত্ত্বাদৃতে সত্তাং ন কদাচন কিঞ্চন ॥৫৫ আত্মতত্ত্ব ভিন্ন কদাচ কিছু মাত্র সত্তা নাই। চৈতন্যই সত্য আর সব মিথ্যা।

অবিদ্যার বিচিত্র পরিবর্ত্তন হইতেছে আকাশ পর্ব্বত, স্বর্গ, পৃথিবী, নদী শ্রেণী প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম। দৃষ্টিসৃষ্টি দ্বারা

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৬শ বর্ষ	সন ১৩২৮ সাল, জ্যৈষ্ঠ।	২য় সংখ্যা।

[আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপপ্রণেতা শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত]

শ্রীসদাশিবঃ শরণং।

নমো গণেশায়॥

শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ॥

প্রণতপরায়ণ শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ॥

প্রার্থনা তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভগবান প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তাহার উত্তর দেন, প্রার্থনাকারীর
অভাব মোচন করেন এই বিষয়ে সংশয়।

জিজ্ঞাসু—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছিলাম, আমাদের ন্যায় হাত, পা না থাকিলেও, পরমেশ্বর সর্ব্ববস্তু গ্রহণ করিতে পারেন, সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন, চক্ষু না থাকিলেও তিনি সব দেখিতে পান, কর্ণ না থাকিলেও সব শুনিতে পান। * শ্রুতির উপদেশ, এই নিমিত্ত এই সকল কথা বিশ্বাস

* "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ * * * "—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

করিয়াছি, কিন্তু পরমেশ্বর হস্ত ব্যতিরেকে কিরূপে বস্তু গ্রহণ করেন, পদ ব্যতিরেকে কিরূপে গমন করেন, চক্ষু না থাকিলেও কিরূপে দেখিতে পান, কর্ণ বিনা কিরূপে শুনিতে পান, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করা হয়, তিনি অন্ধ বা বধির নহেন, তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শুনিতে পান, তাহাকে দেখিতে থাকেন, তাঁহার শুনিবার অলৌকিক শক্তি আছে, দেখিবার অসাধারণ সামর্থ্য আছে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ †, ঋগ্বেদ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে আপনি পরম রমণীয়, হতাশ হৃদয়ের আশাপ্রদ এই কথা শুনাইলেন, তথাপি আমি ঠিক ধারণা করিতে পারিতেছিনা, যাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, তিনি কিরূপে দর্শন ও শ্রবণ করিবেন। আপনি আমার এই কথা শুনিয়া বিরক্ত হইবেন না, আমাকে আপনার উপদেশ শ্রবণের অনধিকারী মনে করিয়া, ত্যাগ করিবেন না। আমি জিজ্ঞাসু, সত্যের রূপ দেখিবার পিপাসু, আমার প্রকৃত অবস্থা কি, সরলভাবে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিতেছি, অভিমান বশতঃ নিজ স্বরূপকে ঢাকিবার প্রবৃত্তি এখন কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছে, সরলতাই যে হিতকারিণী, সরলতাই যে দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তির কারণ, ইহাই যে প্রকৃত ধর্ম্ম, আপনার কৃপায় যথাশক্তি বেদের চরণ সেবা করিয়া তাহা বুঝিয়াছি। বেদ ও শাস্ত্রের কথাতে বিশ্বাস হয়, কিন্তু তর্ক দ্বারা যাবৎ বেদ ও শাস্ত্রবচনসমূহের যুক্তিসঙ্গতত্ব উপলব্ধি না হয়, তাবৎ শান্তি পাইনা, তাবৎ বিশ্বাস দৃঢ় হয় না, মনে পূর্ণ বল আসেনা।

আমরা যাহা করি, যাহা ভাবি, যাহা বলি, ভগবান্ তাহা দেখেন, তাহা জানিতে পারেন, তাহা শুনিতে পান, বেদের এই উপদেশের মূল্য কত, তাহা অবধারণ করা আমার সাধ্যাতীত। ভগবান অন্ধ নহেন, বধির নহেন, এই কথা যদি সর্ব্বদা মনে থাকে, এই অমূল্য বেদবাক্যে যদি শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইলে পাপাসক্ত ব্যক্তির মহদুপকার হয়, পুণ্যবানও তাহা হইলে পরম লাভবান্ হইয়া থাকেন। আমি গোপনে যাহা করি, কেহ তাহা দেখেন, তাহা জানিতে পারেন, পাপানুষ্ঠানকালে পাপাসক্তের মনে যদি ইহা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে বোধ হয়, সে আর পাপ করিতে পারেনা, তাহা হইলে অন্ততঃ (পাপাচরণের সংস্কার যদি অত্যন্ত প্রবল হয়) তাহার পাপ করিবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া

† "চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি * * *"—ঋগ্বেদসংহিতা, তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

থাকে। পুণ্যবান্ যদি বিশ্বাস করিতে পারেন, যাঁহার প্রীতির জন্য আমি এই কর্ম্ম করিতেছি, তিনি তাহা দেখিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহার কত সুখ হয়, কত উৎসাহ হয়। বিপদে পতিত হইয়া 'হে বিপদভঞ্জন! আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর' এইরূপ ভাষায় আশান্বিত হৃদয়ে বিপন্ন ব্যক্তি যাঁহাকে আহ্বান করিতেছে, আর গতি নাই বুঝিয়া যাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেছে, তিনি বধির নহেন, তিনি আমার কাতর প্রাণের আহ্বান শ্রবণ করিতেছেন, বিপদের তৎকালে যদি এবম্প্রকার বিশ্বাস প্রবল হয়, তাহা হইলে তাহার মনে কত আশার সঞ্চার হয়, সে তাহা হইতে কত শান্তি পায়। কিন্তু আমার এমনি দুরদৃষ্ট, আমার চিত্তের অশুদ্ধি এত ঘন (Thick Dense) যে আমরা যাহা করি, যাহা ভাবি, যাহা বলি, ভগবান্ তাহা দেখেন, তাহা জানিতে পারেন, তাহা শুনিতে পান, আমার সর্ব্বদা তাহা মনে থাকেনা, অবিশ্বাস না থাকিলেও এই কথা সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকিলে যে সুখ পাইতাম, জীবন যে প্রকার শান্তিময় হইত, ভয়শূন্য হইত, বিপদে যে প্রকার ধীর ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতাম, সে সুখ পাইনা, আমার জীবন সে প্রকার শান্তিময় হয় নাই, নির্ভয় হয় নাই, বিপদে পতিত হইলে, ধৈর্য্যচ্যুত না হইলেও আমি কখন কখন চঞ্চল হই। আমার হৃদয় অদ্যাপি সত্যময়, বেদ-প্রকাশিত, বেদনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বান্তঃকরণে সমাদৃত উক্ত পরম হিতকর তথ্যে অচল শ্রদ্ধাবান হইতে পারে নাই, আমি এই নিমিত্ত বড় দুঃখী, আমি এই নিমিত্ত আপনার করুণাপাত্র।

বক্তা—বৎস! আমি তোমার সরল ভাব অনুভব করিয়া, সুখী হইতেছি, বিরক্ত হই নাই। বিনা কারণে কিছু হয় না, সংসারের সকলেই কি সব বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিতে পারে? আমি যাহা বিশ্বাস করি, তুমি যে তাহা বিশ্বাস করিতে পার না, তাহা কি নিষ্কারণ? আজ যাহাতে তোমার বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে, কিছু দিন পূর্ব্বে হয়ত তাহাতেই তোমার পূর্ণ অবিশ্বাস ছিল। সকলেই যে বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে পারেন না, তাহা ও স্থির। একজন ভৈষজ্যবিদ্যা-কুশলের দৃঢ় ধারণা আছে যে, সুরা প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য সমূহের ব্যবহার অহিতকর, ইহাতে স্বাস্থ্যসুখ বিনষ্ট হয় কিন্তু তিনিই ইহাদের ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন না। পরলোক আছে, ইহজন্মের শুভাশুভকর্ম্মানুসারে মৃত্যুর পরে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অনেককে, এই সত্য বুঝাইবার চেষ্টা করেন,

স্বীয় বিশ্বাস ও এইরূপ, কিন্তু মুখে যাহা বলেন, যাহা বিশ্বাস করেন, অবশভাবে তদ্বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকেন, পরলোকে বিশ্বাস থাকিলে যে কার্য্য করা অসম্ভব, সে কার্য্যও না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমি যাহা বলিলাম, তুমি বোধ হয় তাহা অস্বীকার করিবে না, তাহার যাথার্থ্যে সন্দিহান হইবেনা। পাপ বিনা দুঃখ হয় না, যাঁহাদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁহারা মুখে প্রায়শঃ এই কথা বলিয়া থাকেন, পাপকর্ম্মের নিয়ত নিন্দা করেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যে পাপকার্য্যবিমুখ, তাহা নহে। ইহা সত্য, ইহা ধর্ম্ম, ইহা করা কর্ত্তব্য, হৃদয়ে এই প্রকার বিশ্বাস থাকিলেও লোকে অনেক সময়ে প্রারব্ধের প্রেরণায় বিশ্বাসের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া থাকে, আপাতসুখের প্রবল-প্রলোভন সামগ্রী সমুপস্থিত হইলে, মানুষ যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া ফেলে, তাহা তোমার সুবিদিত বিষয়, সন্দেহ নাই, অতএব তুমি যে সর্ব্বদা তোমার বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে পারনা, তাহা নিষ্কারণ নহে বিস্ময়জনক নহে। তুমি যে কারণে বেদ ও শাস্ত্রের উপদেশে সর্ব্বদা অচল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারনা, যে কারণে সর্ব্বদা বেদ ও শাস্ত্রোপদেশের যুক্তিসঙ্গতত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হওনা, তাহা বুঝিতে হইলে, শ্রদ্ধা, প্রতিভা ও প্রারব্ধ তত্ত্বের সম্যক্ অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্—যে ব্যক্তি জ্ঞানদাতা, তমোহন্তা গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে ইহা এইরূপই এবম্প্রকার আস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে। গুরু-ও-শাস্ত্রবাক্যে ইহা এইরূপই এবম্প্রকার আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ হইলেই যে সংশয়বিরহিত জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, তাহা নহে। শ্রদ্ধাবান্ যদি গুরুসেবাদি জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়ে তৎপর—অত্যন্ত অভিযুক্ত (নিষ্ঠাবান্) না হয়, তাহা হইলে তাহাকেও প্রকৃতজ্ঞান লাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় নহে, বিষয় হইতে যাহার ইন্দ্রিয়গণ নিবর্ত্তিত হয় নাই, শ্রদ্ধাবান্ ও গুরুসেবাদিতৎপর হইলেও সে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ গুরুসেবাদিতৎপর এবং সংযতেন্দ্রিয় সেই ব্যক্তিই প্রহীনসর্ব্বসংশয় মোক্ষপ্রদ জ্ঞানলাভ করিতে ক্ষমবান হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তিই জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক অচিরে পরম শান্তি পাইয়া থাকে। সরল না হইলে, মন, বাক্ ও কায় এই তিনের প্রবৃত্তিতে বৈষম্য থাকিলে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, চিত্ত পরম শান্তি পায়না। অজ্ঞ, বেদ-শাস্ত্রের যথাবিধি অধ্যয়নের অভাববশতঃ আত্মজ্ঞানবিহীন, অশ্রদ্ধাবান্—গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে ইহা এইরূপ

নহে, এবম্প্রকার নাস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট, এবং ইহা এইরূপ কিনা সর্ব্বত্র এতাদৃশ সংশয়াক্রান্তচিত্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয়—স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়, অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হয়না। অজ্ঞতা, শ্রদ্ধাহীনতা ও সংশয়াক্রান্তচিত্ততা এই তিনের মধ্যে সংশয়াক্রান্তচিত্ততা সর্ব্বোপরি অনিষ্টকারিণী, সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, কোন সুখ নাই, সে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অসুখী। অতএব যাহাতে অজ্ঞতার নাশ হয়, হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়, যাহাতে সর্ব্ব অনর্থের মূল সংশয় সর্ব্বথা বিধ্বস্ত হয়, তজ্জন্য আত্মকল্যাণপ্রার্থীর প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

জিজ্ঞাসু—আমি অজ্ঞ, আমি অচল শ্রদ্ধাবান্ নহি, আমি সন্দেহাক্রান্তচিত্ত, অতএব আমার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, আমি নিতান্ত অসুখী, আমি নিরুপায়।

বক্তা—হতাশ হইওনা, অজ্ঞানের নাশক আছেন, শক্তিহীনকে শক্তিমান্ করিতে পারেন, অশ্রদ্ধাবান্‌কে শ্রদ্ধাবান্ করিতে সমর্থ, সংশয়াত্মাকে সর্ব্বথা সংশয়বিরহিত করিতে ক্ষমবান্, এমন পুরুষ আছেন, ক্ষমার আধার, বাৎসল্যের পারাবার, দয়ার সাগর, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ যে বস্তুতঃ আছেন তাহা বিশ্বাস কর, সে পুরুষবিশেষ, পাপিষ্ঠের প্রার্থনাও শ্রবণ করেন তাহারও অভাব মোচন করেন, কেহই তাঁহার ত্যাজ্য নহে।

প্রার্থনা তত্ত্ব।

পাপিষ্ঠের প্রার্থনা ভগবান শ্রবণ করেন,এখন আর তাহা পূর্ব্বের মত বিশ্বাস করিতে পারিনা।

জিজ্ঞাসু—তাদৃশ পুরুষ আছেন, এই বিশ্বাস লইয়াই এখানে আসিয়াছিলাম, সেই পুরুষের চরণপ্রান্তে দৃষ্টিস্থির রাখিয়াই এতদিন কাটাইয়াছি, পাপিষ্ঠের আহ্বানেও তিনি কর্ণপাত করেন, তাহারও অভাব তিনি মোচন করেন, এই বিশ্বাসই আমার প্রাণ, কিন্তু পাপিষ্ঠের প্রার্থনা ভগবান্ শ্রবণ করেন তাহারও অভাব মোচন করেন, এখন আর তাহা পূর্ব্বের মত বিশ্বাস করিতে পারিনা!

বক্তা—এখন আর তাহা পূর্ব্বের মত বিশ্বাস করিতে পারনা কেন?

জিজ্ঞাসু—জ্ঞানোদয়ের পর হইতে যথাশক্তি একটী বিষয়েরই প্রার্থনা

করিয়াছি, করিতেছি, দৃঢ়সংকল্প, শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত করিব, দিন ফুরাইয়া আসিল, তথাপি কোন উত্তর পাইলাম না।

বক্তা—তোমার কোন্ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে তিনি বিলম্ব করিতেছেন? তোমার প্রার্থনীয় কি?

জিজ্ঞাসু—জ্ঞানোদয়ের পর হইতে একমনে একপ্রাণে প্রার্থনা করিয়াছি, করিতেছি, "হে দীনবন্ধো! হে দয়ার সাগর! হে আমার প্রিয়তম! হে আমার প্রাণের প্রাণ, হে আমার মনের মন! হে আমার আত্মার আত্মা, হে আমার সর্ব্বস্ব! আমি যেন কখনও তোমার অনভিমত কার্য্য না করি, হে বেদস্বরূপ! তুমি ভিন্ন আমার যেন আর কোন পদার্থে অনুরাগ না হয়, তোমার দাসত্ব ছাড়া আমার যেন অন্য কিছু প্রার্থনীয় না হয়, তুমি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে আমার যেন লোভ না হয়। কর্ম্মদোষে দুঃখময় সংসারে আসিয়াছি, অভাব-সাগরে পতিত হইয়াছি, অজ্ঞানতিমিরে অন্ধপ্রায় হইয়াছি, আমি তোমাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইনা, তুমি কতবার, কতরূপে তোমার এই অযোগ্য দাসকে দেখা দিয়াছ, দিতেছ, তথাপি আমি তোমাকে সর্ব্বদা বিশ্বাস করিতে পারিনা, তথাপি আমার মলিন হৃদয় সংশয়বিরহিত হইল না, অতএব আমি অত্যন্ত দুঃখী। হে ক্ষমার সাগর! হে বাৎসল্যের পারাবার! হে অশক্তের শক্তি! হে অজ্ঞানের জ্ঞান! হে করুণাসাগর! আমি যাহাই হই, তুমি ত পূর্ণ, তুমি ত সর্ব্বশক্তিমান তুমি ত নিত্যৈশ্বর্য্যবান, তুমি ত রাজাধিরাজ, তুমি ত সর্ব্বহৃদয়জ্ঞ, আমি তোমার দাসানুদাস হইবার একান্তপ্রার্থী, আমার তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই, আর কিছু নাই. পাপিষ্ঠ হইলেও, আমি তোমারই, তুমি বিশ্বমলশোধক, তুমি নিত্যপাবক, আমার কলুষরাশি ক্ষণমধ্যে ভস্মীভূত করিবার শক্তি তোমার আছে, আমি যাহা চাই, তুমি অনায়াসে তাহা দিতে পার। কলুষনাশন। আমাকে নিষ্পাপ কর. আমি নির্ম্মল হইবার অভিলাষী, শুদ্ধ হইয়া. যোগ্য হইয়া, আমি তোমার নিত্যদাস হইবার প্রার্থী. সর্ব্বহৃদয়জ্ঞ! আমি এতদ্ব্যতীত আর কিছুর প্রার্থনা কোন দিন করি নাই. কোন দিন করিবনা, যাবৎ প্রারব্ধের ক্ষয় না হয়, যাবৎ এই দুর্ভর দেহের পতন না হয়, তাবৎ আমি যেন চাতকবৃত্তির আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারি। জলে ভরা সরোবর আছে, নদী আছে, সমুদ্র আছে, তৃষার্ত্ত চাতক তথাপি ইহাদের জল পান করে না, পয়োধরের কাছে জল চাহিয়া থাকে। আমি যেন চাতকের ন্যায় তুমি ভিন্ন অন্য কাহার কাছে কখন কিছু প্রার্থনা না করি, তুমি ভিন্ন

আমাকে অন্য কাহার নিকটে যেন কিছু প্রার্থনা করিতে না হয়। আমার এই প্রার্থনা তিনি অদ্যাপি পূর্ণভাবে পূর্ণ করেন নাই, আমি এই নিমিত্ত অভিমান বশতঃ বলিতেছি, পাপিষ্ঠেরও প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করেন, আর তাহা পূর্ব্বের মত বিশ্বাস করিতে পারিনা।

বক্তা—তোমার প্রার্থনা শুনিয়া, আমি অতিমাত্র সুখী হইলাম। তোমার প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করেন নাই, তোমার এইরূপ ধারণা হইবার কারণ কি? প্রার্থনা করিবামাত্র প্রার্থনার ফল না পাইলেও ভগবান্ প্রার্থনা শ্রবণ করেন নাই, তিনি বধির, পাপিষ্ঠের প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করেন না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে। ভগবান্ কি উদ্দেশ্যে কখন কি করেন, মানুষ কি তাহা জানিতে পারে? মানুষের কি পূর্ণ ভাবে ভগবানের উদ্দেশ্য জানিবার শক্তি আছে? তুমি যাহা চাহিবে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তোমাকে তাহা দিতে পারেন সত্য, তাঁহার শক্তি কোন দেশে, কোন কালে, কোন বস্তু দ্বারা বাধিত হয়না, তিনি অমোঘবীর্য্য, অপ্রতিহতপরাক্রম, তাঁহার শাসন অতিক্রমের শক্তি কাহারও নাই, তথাপি তিনি যে সর্ব্বত্র তাহা করেন না, তাহার গূঢ় অভিপ্রায় আছে। বালক যখন যাহা প্রার্থনা করে, মাতা-পিতা কি সর্ব্বদা তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা দিয়া থাকেন? প্রার্থনামাত্রে পূর্ণ না হইলেই ভগবান্ প্রার্থনা শ্রবণ করেন নাই, অথবা তিনি সর্ব্বদা সকলের প্রার্থনা শ্রবণ করেন না, এবম্প্রকার অকল্যাণকর সিদ্ধান্ত করা অনুচিত। প্রার্থনা করিবামাত্র ফল না পাইলেও প্রার্থনা করিতে বিরত হইওনা, প্রার্থনা করিবামাত্র ভগবানের কর্ণে তাহা উপস্থিত হয়, তবে তিনি তাহার উত্তর কখনও অবিলম্বে দেন, কখন বিলম্বে দিয়া থাকেন। প্রার্থনার বাহুল্য যদি শ্রদ্ধা ও আশা দ্বারা দৃঢ়ভাবে ধৃত থাকে, যদি তুমি, ভগবান্ নিশ্চয় আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই নিশ্চয় আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, এইরূপ শ্রদ্ধার সহিত, এইরূপ আশান্বিত হৃদয়ে যদি তুমি কাল প্রতীক্ষা করিতে পার, তাহাহইলে, তোমার দৃঢ় বিশ্বাস হইবে, ভগবান্ সকলের প্রার্থনাই শ্রবণ করেন, ঝটিতি উত্তর না দিলেও সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করেন, সরল হৃদয়ের প্রার্থনা, শ্রদ্ধাবানের প্রার্থনা, প্রপন্নের প্রার্থনা, ন্যায্য প্রার্থনা, কখন অশ্রুত বা অপূর্ণ থাকে না। প্রার্থনা কর, ও আশান্বিত হৃদয়ে কালপ্রতীক্ষা কর, দেখিবে বিলম্ব করিলেও তোমার প্রার্থনা ভগবান্ বিস্মৃত হন নাই, তোমার প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের কাতর প্রাণের প্রার্থনা তাঁহার অনন্ত

ধ্রুব স্মৃতিপটে লগ্ন হইয়া আছে, তোমার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু তাঁহার বিরাট হৃদয়-ভাণ্ডারে যত্নের সহিত বিধৃত হইয়া আছে।

জিজ্ঞাসু—কর্ণ জুড়াইতেছে, সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সিক্ত হইতেছে, নিরাশ হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হইতেছে। কিন্তু নিদারুণ দুঃখের সহিত বলিতেছি, আপনার উপদেশামৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইতেছি বটে, শান্তি পাইতেছি সত্য, কিন্তু এ ভাব স্থায়ী হইবে না, স্বল্পকালমধ্যে আবার মনে হইবে, দিন যে ফুরাইয়া আসিল, আমি যতদিন এই সংসারে থাকিব, ততদিন যেন চাতকবৃত্তির আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারি আমার এ প্রার্থনা ত দেহপাতের পর পূর্ণ হইবার নহে। আমি অত্যন্ত শান্তিহীন, আমি শান্তি পাইবার আশায় প্রার্থনাতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া আপনার সমীপে আসিয়াছি। আমি ব্যাধিগ্রস্ত, আপনি চিকিৎসক, আমার মনের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া, আপনি উপযুক্ত ভেষজের ব্যবস্থা করুন।

বক্তা—তোমার মনোভাব ব্যক্ত করিতে লজ্জিত বা ভীত হইও না, বিনা সংকোচে, নির্ভয়ে তুমি তোমার মনোভাব জানাও।

জিজ্ঞাসু—আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আজকাল কখন কখন মনে হয়, ঈশ্বর ন্যায়বান্, কিন্তু দয়াময় নহেন। সত্যযুগের হৃদয়বান উত্তম দাতার কথা ত দূরের, ঈশ্বর দ্বাপরযুগের মনুষ্যের মত নিকৃষ্ট শ্রেণীর দাতাও নহেন। কিন্তু ইহাও আপনাকে বলিয়া রাখিতেছি, মনে এই প্রকার ভাবের উদয় হইবার পরেই যেন প্রতপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা আমার অকৃতজ্ঞ হৃদয় বিদ্ধ হইয়া থাকে, আমার অসহ্য যাতনা হয়।

বক্তা—ভগবান্ সত্যযুগের হৃদয়বান উত্তম দাতার কথা ত দূরের, দ্বাপরযুগের মানুষের মত নিকৃষ্ট শ্রেণীর দাতাও নহেন, তোমার এই কথার অভিপ্রায় কি?

সত্যযুগের হৃদয়বান উত্তম দাতার কথা ত দূরের, ভগবান্ দ্বাপর যুগের মানুষের মত নিকৃষ্ট শ্রেণীর দাতাও নহেন, এই কথার অভিপ্রায়।

জিজ্ঞাসু—মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন, যুগভেদে ধর্ম্মের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। কৃত (সত্য)-যুগে যে ভাবে দান ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, ত্রেতাযুগে সে ভাবে হয় না। সত্যযুগে প্রতিগ্রহীতা যে স্থানে বাস করেন, দাতা স্বয়ং সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক গুরুর ন্যায় তাঁহাকে বিনয়াদি দ্বারা আরাধনা করিয়া দান করেন; ত্রেতাযুগে প্রতিগ্রহীতাকে ডাকিয়া আনিয়া দান করা হয়; দ্বাপরে প্রতিগ্রহীতা

দাতার সমীপে আগমন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে, দাতা দান করেন; কলিযুগে প্রতিগ্রহীতার সকাশ হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকার পাইবার আশা না থাকিলে, দান করা হয় না। প্রতিগ্রহীতার সমীপে গমন পূর্ব্বক অযাচিত দান উত্তম দান, প্রতিগ্রহীতাকে ডাকিয়া আনিয়া যে দান, তাহা মধ্যম দান, প্রতিগ্রহীতা দাতার সমীপে আগমন করিয়া প্রার্থনা করিবার পর যে দান তাহা অধম দান। *যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি ক্ষমার আধার, যিনি পূর্ণ, যিনি পূর্ণধনী, যিনি করুণার পারাবার, যিনি শরণাগতবৎসল, তাঁহাকে অভাব না জানাইলে কি তিনি তাহা জানিতে পারেন না? প্রার্থনা না করিলেও, স্বয়ং জানিয়া অভাব বিশিষ্টের অভাব মোচন করা তাঁহার নিয়ম না হইবার কারণ কি? তাঁহার সমীপে যাইবার শক্তি নাই, তথাপি এই দীর্ঘকাল, তিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি সব জানিতে পারেন, তিনি সব শুনিতে পান, মনের কথা তাঁহার জানিতে অবশিষ্ট থাকে না, এইরূপ বিশ্বাস বশতঃ অবিরাম প্রার্থনা করিয়াছি, তথাপি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই, আমার তাই কখন কখন মনে হয়, ঈশ্বর সত্যযুগের উত্তম দাতার কথা ত দূরের, তিনি দ্বাপর যুগের নিকৃষ্ট শ্রেণীর দাতাও নহেন।

বক্তা—তুমি কি তাহা হইলে, প্রার্থনা দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় না, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ? 'ভগবান্ দ্বাপরযুগের মানুষের মত নিকৃষ্ট শ্রেণীর দাতাও নহেন', 'ভগবান্ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন না', তোমার মনে যখন এইরূপ ভাবের উদয় হয়, তুমি বলিয়াছ, তৎপরেই প্রতপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা যেন আমার অকৃতজ্ঞ হৃদয় বিদ্ধ হইয়া থাকে, আমার অসহ্য যাতনা হয়'। তোমার এই কথাগুলির অভিপ্রায় কি? যে ভগবানের কাছে বহুদিন প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল পাও নাই, যে ভগবান্ অন্ধের ন্যায় তোমার দুঃখ দেখিয়াও দেখেন না, বধিরের ন্যায় তোমার কাতর প্রাণের আহ্বানে কর্ণপাত করেন না, সে ভগবান্‌কে "তিনি দ্বাপরযুগের মানুষের মত নিকৃষ্ট শ্রেণীর দাতাও নহেন" এইরূপ কথা বলাতে তোমার কষ্ট হইবার

অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ॥
অভিগম্যোত্তমং দানং আহূয়ৈব তু মধ্যমম্।
অধমং যাচমানায় সেবাদানং তু নিষ্ফলম্।

—পরাশরসংহিতা।

কারণ কি ? উপকার পাইয়াও যে স্বীকার করেনা, সেই ত অকৃতজ্ঞ। তুমি যখন বহুদিন পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল পাও নাই, তখন তোমার হৃদয় অকৃতজ্ঞ হইবে কেন ?

জিজ্ঞাসু—প্রার্থনা করিয়া, ফল না পাওয়ায় ভগবানের উপরি আমার অভিমান হইয়াছে, 'আর প্রার্থনা করিবনা, আর তোমাকে কিছু বলিবনা, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে তোমাকে আর কষ্ট দিব না,' আমার এইরূপ সংকল্প হয়, কিন্তু তিনি ভিন্ন অন্য গতি নাই বলিয়া অভিমান বিগলিত হইয়া যায়, 'তোমার কাছে আর প্রার্থনা করিব না,' এইরূপ সংকল্প ত্যাগ করিতে হয়। আমি যদি ভগবান্‌কে শত সহস্রবার অন্ধ বলি, বধির বলি, নিষ্ঠুর বলি, তুমি দ্বাপরযুগের মানুষের মত নিকৃষ্ট শ্রেণীর দাতাও নও, এইরূপে ভৎর্সনা করি, তাহা হইলে, আমার পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহার কোনই ক্ষতি হইবে না, স্বভাবতঃ জ্ঞান, শক্তি, ক্ষমা, করুণা, বাৎসল্য ইত্যাদি কল্যাণগুণগ্রামের আধার, স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ ভগবান্ তাঁহার অনন্যগতি, শরণাগত, অযোগ্য দাসকে ত্যাগ করিবেন না। কিন্তু আমার অসহ্য অনুতাপ হইবে, আমি অকৃতজ্ঞ বলিয়া নিদারুণ যাতনা ভোগ করিব। আমার জীবন যে করুণাসাগর ভগবানের করুণাবুদ্‌বুদ্‌সমষ্টি, তাঁহার করুণা ছাড়া যে আমার জীবনে আর কিছুই দেখিতে পাইনা, আমার জীবনের প্রত্যেকক্ষণে চিত্ত সংযম করিলে, আমি যে ভগবানের নিরবচ্ছিন্ন বাৎসল্যাদি গুণকণাই দেখিতে পাই। ভগবান্ যে করুণাময় তিনি যে পরতাপ সহিতে পারেন না, ভগবান্ যে ক্ষমার আধার, ভগবান্ যে বাৎসল্যের পারাবার, তিনি যে অজ্ঞের জ্ঞান, অশক্তের শক্তি, আমার ক্ষুদ্র জীবন ভাগ্যবান্ চক্ষুষ্মান্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে এবম্প্রকার বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিতে পর্য্যাপ্ত হেতু। কিন্তু ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয় যে ভগবানের এত দয়া পাইয়াও আমি চিরকৃতজ্ঞ হইতে পারি নাই, এখনও প্রার্থনা করিবামাত্র ফল না পাইলে, সংশয় হয়, তিনি কি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, তিনি কি তাহা করেন ? আমি ভক্তিহীন, জ্ঞানবিহীন, আমি বজোভূমি (পাপের স্থান) তথাপি যিনি আমাকে এত দয়া করিয়াছেন, এত দয়া করেন, আমি যদি তাঁহাকেও বিশ্বাস করিতে না পারিলাম, তবে আমার আর কি উপায় হইবে ? সহস্রবার প্রার্থনামাত্রে তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন, অতএব ভগবান্ যে প্রার্থনা শ্রবণ করেন, প্রার্থনাকারীর অভাব মোচন করেন, বিনা তর্কবিচারে আমার এইরূপ বিশ্বাস

অচল হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা ত হয় নাই। আমার এমন আত্মীয়কে আমি আজও চিনিতে পারিলাম না। আমি অকিঞ্চন, আমি নিতান্ত অপাত্র; তাঁহার কোন কার্য্য করিবার শক্তি আমার নাই, তথাপি তিনি আমাকে এত দয়া করেন, যখন ইহা মনে পড়ে, এই অকৃতজ্ঞ পাষণ্ডের পাষাণসম কঠিন হৃদয়ও তখন কিঞ্চিৎ বিগলিত হয়, আমার হৃদয় যে অকৃতজ্ঞ, তাহা আমি তৎকালে উপলব্ধি করি। কষ্ট পাইলে, যাহা চাই তাহা শীঘ্র না পাইলে, তাঁহার উপরিই অভিমান করি, তাঁহাকে ভৎর্সনা করি। আবার যখন তাঁহার কৃপায় তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, যখন মনে পড়ে, আমার মত মূর্খকে তিনি বিদ্বান করিয়াছেন, আমার মত পঙ্গুকে তিনি গিরিলঙ্ঘন করাইয়াছেন, অন্ধপ্রায় হইয়াছিলাম, প্রার্থনামাত্রে তিনি আমাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়াছেন, উপার্জ্জনবিমুখ হইলেও আমার বহু পরিবারের ভার বহুদিন ধরিয়া তিনিই (সর্ব্বদা সাক্ষাৎভাবে না হইলেও) বহন করিতেছেন, তখন অসহ্য যাতনা হয়, হৃদয় (কঠিন হইলেও) বিদীর্ণ হয়, আমি যে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ, তাহা স্মরণ হয়।

বক্তা। তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। তোমার কোন প্রার্থনা ভগবান্ পূর্ণ করেন নাই, কোন্ প্রার্থনা পূর্ণ না করাতে তুমি তাঁহার উপরি অভিমান কর, তাঁহাকে ভৎর্সনা কর,—তুমি ইহা পূর্ব্বে জানাইলেও এখন তোমার মুখ হইতে ইহা আর একটু বিস্তারপূর্ব্বক শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।

জিজ্ঞাসু— আমি অকিঞ্চন, আমি নিতান্ত অপাত্র, আমার তাঁহার উপরিই অভিমান হয় তাহার কারণ, তিনি ভিন্ন আমার এমন কেহ নাই যাহার উপরি আমি অভিমান করিতে পারি, তিনি ছাড়া আর কেই বা আমার অভিমান সহ্য করিবে? ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, ভক্ত ভগবানের উপরি সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিবে, তাঁহাতেই কাম, ক্রোধ ও অভিমানাদি করিবে; ভগবানের কৃপা পায়, ভগবান্ সকল আবদার সহ্য করেন, তাই ভক্তের তাঁহার উপরি অভিমান হইয়া থাকে ("তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্।"—নারদভক্তিসূত্র ১৬ সূ)। তিনি যদি আমাকে নিতান্ত অপাত্র জ্ঞানে উপেক্ষা করিতেন, আমি কাঁদিলে স্নেহময় মাতা-পিতার ন্যায় স্বয়ং আমার রোদনের কারণ জানিয়া তাহা দূর না করিতেন, তিনি যদি জীবন্ত মানুষ গুরুর ন্যায় আমাকে বিদ্যা দান না করিতেন, তিনি যদি আমাকে পীড়িতের রোগপ্রতীকারের

কিঞ্চিৎ শক্তি না দিতেন, তিনি যদি এই অশক্তকে বৈদিক ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার জন্য গ্রন্থ লিখিতে প্রেরণ না করিতেন, ও গ্রন্থ লিখিবার শক্তি প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে, আমি তাঁহার উপরি কি অভিমান করিতে পারিতাম? তিনি আশ্রয় দিয়াছেন, তাইত আমি তাঁহার উপরি অভিমান করিতে, তাঁহাকে গালি দিতে কুণ্ঠিত হইনা। ইহাতে এ সাপরাধের কোন অপরাধ নাই, সেই বাৎসল্যপারাবারই, সেই ক্ষমার আধারই, সেই আমার একমাত্র শরণ্যই ইহার জন্য দায়ী, নিরপরাধ স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ ভগবান্‌ই ইহার জন্য অপরাধী। আমি কখন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করি, আবার কখন যথাশক্তি স্তব করি। কখন বলি, "তুমি কলুষনাশন, তুমি শরণাগতবৎসল, তুমি ক্ষমার আধার, তুমি বাৎসল্যের পারাবার, তুমি বলিয়াছ, 'যে ব্যক্তি,—আমি তোমার বলিয়া, তোমার শরণ গ্রহণ করে তোমার প্রপন্ন হয়, তুমি তাহাকেই (পাপী হোক্, পুণ্যবান্ হোক, বিদ্বান্ হোক্, মূর্খ হোক্) অভয় প্রদান কর, তোমার সর্ব্বাশ্রয় চরণে তাহাকে আশ্রয় দিয়া থাক। অপাত্রকে পাত্র করিবার, মূঢ়কে জ্ঞান দিবার শক্তি যে তোমার আছে, তাহা ত তুমি স্বয়ংই আমাকে দেখাইয়াছ আমি তাই বড় আশা করিয়া তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি, ভাব শুদ্ধ না হইলেও, প্রার্থনার ঠিক ভাষা না জানিলেও, হে অন্তর্যামিন্! তুমি আমাকে যেমন প্রেরণ করিয়াছ, আমি সেই ভাবে, সেই ভাষায় তোমাকে অভাব জানাইয়াছি। নরেশ হইতে চাহি নাই, কখন সম্মানের ভিখারী হই নাই, কোন দিন কোনরূপ পার্থিব সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করি নাই, দেবত্বলাভের ইচ্ছা কোন দিন হয় নাই, নিষ্পাপ কর, শুদ্ধ কর, তোমার বেদ-রূপের দর্শনলাভের অধিকারী কর, অজ্ঞান নাশ করিয়া দাও, তোমার চরণে অহৈতুকী ভক্তি প্রদান কর, পরোপকার করিবার শক্তি দাও, নিরুপদ্রব দেশে বাস করিয়া কায়, মন ও বাক্য দ্বারা তোমার সেবা করিবার যোগ্য কর, চাতকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, তোমা ছাড়া অন্য কাহার নিকট হইতে কিছু স্বীকার না করিয়া জীবন যাপন করিবার অধিকারী কর, একান্তমনে নিরন্তর এই প্রার্থনা করিয়াছি। কিন্তু তুমিত আমার এই সামান্য প্রার্থনা আজিও পূর্ণ করিলেনা। কখন বলি— আর তোমাকে বিরক্ত করিব না, বুঝিয়াছি প্রারব্ধ অবশ্য ভোক্তব্য, নীরবে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিব, এবং দেহাবসানসময়ের দিকে তাকাইয়া থাকিব, পূর্ণ বিশ্বাস, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাবসান হইলেই তোমাকে পাইব।

আশ্রিত।

চৈতন্যই পরমপদ। চৈতন্য হইয়াও চৈতন্যে স্থিতি লাভ করিতে পারিতেছি না ইহা পূর্ণ সত্য। চৈতন্যের কথা শ্রবণ করিলাম, নিবন্তব মনন হয় না, নির্ব্বেদ হৃদয়ে শ্রী-চৈতন্যেব দৃঢ় ধাবনা হয়না, চৈতন্যেব ধ্যান হয়না সেই জন্য দর্শনও হয় না নিত্যস্থিতি লাভও হইতেছে না।

উপায় কি করিব? আশ্রিত হওয়া ভিন্ন আব উপায় কি আছে? আজ্ঞা পালন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পাবি না পাবি কবিতেই হইবে, তোমার আজ্ঞামত চলিতেই হইবে।

লোকে বলে মানুষ যা কিছু কবে সবই তুমি করাও বলিয়া করে। পাপও তুমি কবাও? বড় অবিচারেব কথা মানুষ কয়। তুমিই বলিতেছ পাপ করিও না, তুমিই বলিয়াছ মিথ্যা কথা কহিও না আবাব তুমিই পাপ করাইবে কিরূপে? মিথ্যা বলিতে বলিবে কিরূপে? আহা! মানুষ তোমাব ধারণা কিরূপ করিয়া রাখিয়াছে? অপাপবিদ্ধ তুমি, দয়াময় তুমি, ক্ষমাসাব তুমি, তুমিই একমাত্র মঙ্গলময়। মানুষ যে অবস্থায় পড়ুক্ না কেন, মানুষ তোমাব দেওয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার কবিয়া, তোমাব দেওয়া শক্তিব অপব্যবহাব কবিয়া, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কবিয়া, নিজে পাপ কবে, দোষ দেয় তোমাকে। হায়! কুবুদ্ধি! অনন্ত গুণালয় তুমি! তোমাতে অবগুণ আবোপ কবিয়া তোমাকে নিজেব মত গড়িয়া লয়। ঠাকুর! আমি আশ্রয় লইলাম, তুমি রক্ষা না কবিলে আমাব অন্য উপায় নাই।

আশ্রয় দাতা তুমি। আমি যে আশ্রয় লইতেও পাবি না, আশ্রয় লইতে জানি না। তুমি ভিন্ন অন্য কিছুই আমাব দবকাব নাই ইহা যে আমি আজও পাবিলাম না। তুমি ভিন্ন আমাব শরীরেও প্রয়োজন নাই, প্রাণেও নাই, মনেও নাই। তুমি ভিন্ন আমাব জগতেব কোন কিছুতে প্রয়োজন নাই, আমার সব্ যাক্, আমাব সকল যাতনা আসুক, আহা! আমাব বৈরাগ্য কোথায়? আমার নির্ব্বেদ কোথায়?

তথাপি তোমার আজ্ঞা লইয়াই থাকি। তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া তোমাকেই ডাকিতে চেষ্টা করি।

পরমপদ তুমি। তুমি ভিন্ন আমি বলিয়া স্বরূপে কিছুই নাই। শ্বাসে পরম-পদ, প্রশ্বাসে ভ্রষ্ট আমি। পরম পদ হইয়া ও ভ্রষ্ট আমি হইয়া যাইতেছি বলিয়া আমি আশ্রিত। আমি হইয়া আমির উপাসনা এইটি কার্য্য। ঘটের ভিতরের আকাশ, নিজের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিজেই মহাকাশ ভাবনা করিবে ইহাই সাধনা। এক, সত্য; তথাপি মায়া উপনেত্র ব্যবহারের দাগ মুছিতে পারে না বলিয়া উপাসনা। এক, সত্য; তথাপি সাধের কাজল পুঁছা যায় না বলিয়া সাধনা।

তুমি প্রতিদিন প্রতিরাত্রে কিন্তু সব দাগ পুঁছিয়া, সব কাজল মুচাইয়া একবার করিয়া তোমাতে মিশাইয়া লও। তথাপি আমার হয় না। সব জানিয়াও নির্ব্বেদ আসেনা। তাই তোমার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া থাকিতেই চাই। আমার আর কেহ নাই। তুমি বা ও তোমার আশ্রিত জনের কৃপা ভিন্ন কে আমায় পরিত্রাণ করিবে? তুমি আসিবে বলিয়াছ। জ্ঞান গুরু তুমি— তুমি অকস্মাৎ আসিবে। ইহা নিজেই বলিয়াছ। আমি সব সহিয়া কোন দিন হইল কোন দিন হইল না এ সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া অপেক্ষাই করিব। আমি আশ্রিত। আমার অন্য উপায় নাই।

এস, হে চিরসুন্দর।

সবাই সুষুপ্ত এস হে চিরসুন্দর
সুন্দরে ধরিয়া হ'ক সবাই সুন্দর ॥
ভিতরে মহিমা গানে নাচুক হৃদয়।
রসনে মধুর নাম পিও নিরন্তর ॥
বিফল জনম প্রভো তুমি না আসিলে।
বিফল জনম নাথ তোমা না ভজিলে ॥
দুর্ল্লভ এ দেহে যদি তোমা নাহি স্মরি।
কৃপণের ধন মত বৃথা সব হরি ॥
অনুক্ষণ অনুদিন তব নাম নিয়া।
প্রাণভরা প্রেমময় মূরতি স্মরিয়া ॥

স্মরণ আনন্দে ভরি সংসারের পথে।
তোমারই করম করি তোমা লয়ে সাথে॥
হউক প্রারব্ধ ক্ষয় তব মুখ চেয়ে।
পরিপূর্ণ কর হৃদি তুমি গো আসিয়ে॥
(ওরাই ঝাঁসি)

আমি

"আমি আছি, আমি হাসি, কাঁদি, খেলি সব করি, সৃষ্টির মধ্যে আমিই সব, আমারই সব, আর কিছুই নাই, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি দশজনকে চালাইয়া বেড়াই, আমি সব, আমা বই আর কিছুই নাই।" যেখানে যাও এই কথাগুলি শুনিবে, যেমন এখানে, তেমনই সর্ব্বত্রে শুনা যায়, যেমন আমি ভাবি তেমনই সকলে ভাবে। যেন আমি ছাড়া এজগতে আর কিছুই নাই। এই 'আমি'ই যেন এজগতের রাজা, আর জগৎ যেন "আমার"ই রাজত্ব; সর্ব্বকার্য্যেই আমি, ভালমন্দ সকলেই আমি। আচ্ছা আমারই যদি রাজত্ব, ত আমার এত অভাব কেন! চরাচরের উপর প্রভুত্ব হয়েও অভাব কেন? এ অভাব পূরণ হয় না কেন? এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছি, এমন সময় মনে হইল যেন কেহ নিকটে আসিল, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, বলিলাম কেও? উত্তরে শুনিলাম "আমি"। ভালজ্বালা আবার "আমি", বলিলাম তুমিও কি এই আমির রাজত্বের? উত্তর হইল 'না'। এই যে বলিলে "আমি" আবার বলিতেছ এ রাজত্বের নয়,' এ কি প্রকার? উত্তর হইল পরিচয় দিতে হইল বলিয়া "আমি" বলিলাম, বস্তুতঃ আমি কেহ নই, ওটা 'ফাঁকা "আমি", কিছু নয়। বলিলাম ফাঁকা "আমি কেমন? উত্তর হইল,—তোমরা যে ভাবে "আমি" বল, সে রকম নয়, এটী ফাঁকা, কোন ক্ষতি হয় না, যেমন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ, বুঝেছ?

বলিলাম,—আমাদের আমি পৃথক্, আর তোমার আমি পৃথক্ আমাদের আমিতে ক্ষতি হয়, তোমার আমিতে ক্ষতি হয় না, এ তো বড় মজার কথা, বুঝিলাম না। উত্তর হইল—আমাকে দেখিতে পাইতেছ না, আমি নাই বলিয়া,

সুতরাং আমার এই আমিও নাই, ফাঁকা। বলিলাম—"আর আমাদের আমি? উত্তর হইল—ফাঁকা নয়, বলিলে যেন কিছু থাকিয়া যায়, যেন শিকড় গাড়িয়া বসে। ফাঁকা নয়।

আ—বুঝিলাম না।

তিনি—বুঝিবে কি? শুন, তুমি বলিলে, আমি এইটি করিয়াছি, কে করিল তাহার ঠিক নাই, বলিলে আমি করিয়াছি, মিথ্যা প্রকাশ হইল, তাই কিছু ক্ষতি করিয়া যায়।

আ—আমি করিলাম, অথচ আমি করিয়াছি বলিবার যো নাই? এ কেমন?

তি—তুমি কিরূপে করিলে? তোমার কি শক্তি? তোমার ভিতর শক্তি প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তুমি করিতে পরিয়াছ। তাহা হইলে কর্ত্তা কে? তোমার "আমি" নয়, সেই শক্তি। অথচ বলিতেছ, আমি করিয়াছি। ইহা কি মিথ্যা নয়? তুমিও মানুষ, রাজমিস্ত্রিও মানুষ; রাজমিস্ত্রি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারে, তুমি পার না। তোমার ভিতরে সে শক্তি নাই। রাজমিস্ত্রির ভিতরে শক্তি আছে, তাই পারে। শক্তিই কর্ত্তা, রাজমিস্ত্রিও নয়; তুমিও নয়। এই শক্তিই কর্ত্তা, এই শক্তিই জীবের মধ্যে প্রকটিত হইয়া বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য সম্পাদিত করে; কর্ত্তা সেই শক্তি। তোমার "আমি" নয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন;—"অহং পৌরুষং নৃষু"।

আ—বুঝিলাম; আমার "আমি" মিথ্যা, কিন্তু এই "আমি" বলায় কে?

তি—সৃষ্টির প্রাক্কালে সৃষ্টিকর্ত্তা গুণাতীত হইয়াও আত্মমায়ায় জড়িত হইয়া "আমি" এই সঙ্কল্প করেন তদবধি জীবে এই "আমি" চলিয়া আসিতেছে। মায়ার জগৎ তাই "আমি" চলিতেছে। মায়াটা কাটাও "আমি" থাকিবে না। মায়াটা কাটাইয়া একটু ফাঁকায় আসিলে এই "আমি" ফাকা "আমি" হইয়া যাইবে। বুঝিতে পারিলে?

আ—বুঝিলাম, কিন্তু পারি কই? তুমি অশরীরি, তোমার কিছু নাই, তোমার ফাঁকা "আমি" সাজে।

তি—তোমারও কি কিছু আছে নাকি? যাহা দেখিতেছ তাহা কিছু থাকিবে না তবে ফাঁকায় আসিতে পারিবে না কেন?

আ—জাজ্বল্যমান দেখিতেছি ফাঁকায় যাই কি করে?

তি—থাকিবে না সত্য, দৃশ্যমান যাহা কিছু সবই নশ্বর, ইহাও সত্য, এই সত্যটাকে কি কল্পনায় আনিয়া দৃশ্যমান্ নাই মনে করিতে পার না? এইটী করিলেই

মায়া কাটান হইল। যাহা নাই, তাহা আছে বলিয়া মান, তাই মায়ায় জড়িত হইয়া আছ। নাই কে নাই মনে করিলেই ফাঁকায় আসা হইল, মায়াও কাটিল; তখন তোমার "আমি" ফাঁকা হইয়া যাইবে। তাহা না হইলে তোমার এই "আমি" সমস্ত চরাচরের রাজা হইয়া থাকিলেও তোমার অভাব ঘুচিবে না।

আ—বুঝিলাম, সেই জন্যই আমি—প্রধান জীবের অভাব ঘুচে না। আচ্ছা বলদেখি তুমি আমার কে?

তি—আমি তোমার কে এখনও বুঝিলে না? তোমার এই অভাব পূরণ করিবার জন্যই আমি আছি। তুমি আমায় ধরিতে পারিলেই তোমার অভাব ঘুচিয়া যাইবে।

আ—সে কি রকম?

আ—বুঝিলে না? তুমি "আমি" সাজিয়া অভাব পূরণ করিতে পারিতেছ না, তোমার সেই "আমিটা" আমাকে দাও, দিতে পারিলেই অভাব ঘুচিবে, তুমি পূর্ণ হইবে।

আ—আমার "আমি" তোমাকে কেমন করিয়া দিব?

তি—ভাবিবে আমি কর্ত্তা নহি, আমাকে বল "আমি তোমারই"। এইরূপ ভাবিতে পারিলে তোমার "আমি" আমাকে অর্পণ করা হইবে। এইরূপে "আমি তোমার" অভ্যস্ত হইলে, তুমি তখন আমাকে "তুমি আমার" বলিতে শিখিবে। আবার "তুমি আমার "এইটা অভ্যস্ত হইলে বুঝিবে, যে তুমি সেই আমি।

আ—বুঝিলাম; কিন্তু তোমাকে ত দেখিতে পাইতেছি না, এই সব অভ্যাস কিরূপে হইবে?

তি—প্রথমে প্রত্যক্ষ হইবে না বটে, অনুমানে বুঝিতে পারিবে যে, আমি আছি, আমার সাড়াও পাইবে, পাও নাই কি? সাড়াটা পাইয়াই ত আমাকে "কে তুমি" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে? আমি তোমায় ভালবাসি, সর্ব্বদাই তোমার পাশে পাশে ফিরি, তুমি আমায় ধরিতে পার না। একটু চেষ্টা করিলেই আমার সাড়া পাইবে। ক্রমশঃ প্রত্যক্ষও হইবে।

আ—তুমি সর্ব্বদাই কাছে কাছে ফির, অথচ আমি ধরিতে পারি না!

তি—তাই বটে, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, তাই কাছে কাছে থাকি। আমি সাড়া দিলেও তুমি আমার সাড়া ধরিতে পার না। আমি ভালবাসি, তাই আমি দেখে যাই, দেখা দিই না। তুমি ভালবেসে কাছে এস দেখা পাবে দুঃখ রবে না। তুমি যখন আমাকে ভালবাসিতে শিখিবে, তখন তুমি বলিতে পারিবে যে, "আমি তোমার"। এই ভালবাসা একটু ঘনীভূত হইলেই তুমি বলিতে

পারিবে "তুমি আমার"। তখন আমি তোমার প্রত্যক্ষ হইব। এইরূপ আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে করিতে তুমি আমাতে মিলিবে। তুমি আমি ভেদ থাকিবে না।

শ্রীপ্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায়।

জীবন্মৃত।

(১)

কুহকিনী আশা যবে উন্মত্ত করিয়া।
দুখ মরু মাঝে ফেলে যায় যে বলিয়া॥
আশাভঙ্গ সহ যাব সব ভেঙ্গে যায়।
বলবুদ্ধি ধৈর্য্য জ্ঞান সব চলে যায়॥
আশাভঙ্গ সহ যেই চেষ্টা শূন্য হয়।
পতিত সে জনে সবে জীবন্মৃত কয়॥
এরূপ জনের সংখ্যা বেশী যে দেশেতে॥
মগ্ন হয় সেই দেশ অগাধ দুঃখেতে॥

জীবন্মুক্ত

(২)

আশার পূরণ সহ সব পূর্ণ হয়।
বলবুদ্ধি ধৈর্য্যজ্ঞান কার্য্যকরী হয়॥
আশারে সঙ্কোচ করে সন্তোষে ধরিয়া।
যেইজন সর্ব্বভূতে সমান ভাবিয়া॥
অপার আনন্দ মাঝে নিমগন হয়।
এরূপ উত্তম জীবে জীবন্মুক্ত কয়॥
হে দেব! আমারে কবে এরূপ করিবে।
নিমগন তব প্রেমে করিয়া রাখিবে॥

শ্রীমতী সখিসোনা দাসী।

মহৌষধি।

বিষয়ে জাগিলেই দুঃখ। ভগবানে জাগিতে পারিলেই দুঃখ নিবৃত্তি। আর বিষয় সকলকে শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে অভ্যাস করাই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পথ। প্রথমটি প্রবৃত্তি পথ। ইহাতে কেবল দুঃখ। দুঃখের উপরে একটু সুখের প্রলেপ থাকে বলিয়া আপাতরমণীয় বিষয়ে মানুষ আকৃষ্ট হয়। বাল্য এবং যৌবনই সাধারণ নরনারীকে বিষয়ে অন্ধ করিয়া রাখে। সদাচারের ব্যভিচার, সাত্ত্বিক আহারের ব্যভিচার করিয়া করিয়া মানুষ যখন বড়ই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে তখন দুঃখে পড়িয়া মানুষ বিষয়ের স্বরূপ দেখিতে পায়, তখন দেখে শুধু সংসার করায় সুখ আদৌ নাই। শুধু সংসারে কেবল দুঃখ।

দ্বিতীয় পথটি নিবৃত্তি মার্গ। ইহা কেবল আনন্দের পথ। এই পথে দুঃখ আদৌ আসিতে পারে না। সর্ব্বদা শ্রীভগবানে যিনি জাগিয়া থাকেন তিনি দুঃখ বলিয়া কোন কিছুই জানিতে পারেন না। সংসার ভ্রমণ তাঁহার পক্ষে শ্রীভগবানকে লইয়া বিহার করা।

তৃতীয় পথটি—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গ টি, সাধনা-ক্ষেত্র। এখানকার কর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ। পুত্র শোক, স্বামীশোক, পিতৃমাতৃ বিয়োগ, দুর্জ্জনের দুর্ব্ব্যবহার জন্য শোক, জোর করিয়া অনভিলষিত কর্ম্ম জন্য শোক--শোক ত বহু। অন্নকষ্ট, বস্ত্র কষ্ট কষ্ট ও বহু।

যত শোক থাক্ না কেন, যত কষ্ট হউক না কেন---দুঃখ নিবৃত্তির স্বাভাবিক মহৌষধ হইতেছে স্বপ্নশূন্য নিদ্রা। নিদ্রাতে সব শোক ভুলাইয়া দেয়। নিদ্রাতে পুত্র শোকও থাকেনা স্বামী শোকও থাকেনা--অন্য ক্লেশ ত থাকেই না।

ঘুমাইয়া পড়িতে পারিলে, বিষয়ে ঘুমাইয়া পড়িতে পারিলে সব শোক দূর হয়। কেন হয়? তখন প্রকৃতি মানুষকে বিষয় কামনা এবং সংস্কার কামনা হইতে দূরে লইয়া কোন এক সুখের সাগরে ডুবাইয়া রাখেন। আমরা প্রবৃত্তি মার্গ, নিবৃত্তি মার্গ ও প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গের কথা বহুদিন হইতে আলোচনা করিতেছি। এখানে ঐ সকল পথের কথা বলা হইবেনা। মহৌষধের কথাই বলিতে যাইতেছি।

যাঁহারা সাধন ভজন করিতে চান তাঁহাদিগকে প্রথমেই---সর্ব্বকর্ম্মারম্ভেই একটু করিয়া সুষুপ্তি ভাবনার অভ্যাস করিতে বলি। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অথবা প্রাতঃ-

সন্ধ্যাকালে শুচি হইয়া সম্মুখে পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজল লইয়া বসিয়াছ। প্রথমে একটু সুষুপ্তির ভাবনা কর। প্রতিরাত্রে সুষুপ্তিতে কে তোমায়, কোথায় লইয়া যায়, একবার ভাবনা কর। কিরূপে লইয়া যান, তোমাকে কাহার হস্ত হইতে ছাড়াইয়া সুখের বিশ্রান্তিতে লইয়া যান তাহার ভাবনা করিতে বলিতেছি।

শাস্ত্র হইতেছেন অজ্ঞাত-জ্ঞাপক। সুষুপ্তিতে কি হয়, কেমন করিয়া হয় শাস্ত্রবলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা সহজেই ধরিতে পারি।

"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্" মাণ্ডুক্যশ্রুতি ইহা বলিতেছেন। মানুষের সমস্ত বিষয় কামনা ছাড়াইয়া, সমস্ত স্বপ্ন সংস্কার ছাড়াইয়া, জগন্মাতা আমাদিগকে সেই রমণীয় দর্শনে মিলাইয়া দিয়া থাকেন। প্রতিদিন মা এই কার্য্য করেন। সাধনাবর্জ্জিত সংসারীজীব কিন্তু ঐ অবস্থায় মূঢ় ভাবেই থাকে। যেমন মহাপ্রলয়ে পাপী তাপী, পুণ্যবান্ সদাচারী, সকলেই সেই পরমপুরুষে লীন হয়, যেখানে সংসার নাই, যেখানে ভোগেচ্ছা নাই, যেখানে রোগশোক আধিব্যাধি জ্বালা যন্ত্রণা, দুর্ব্যবহার, তিরস্কার, অপমান, কষ্টকথা কিছুই নাই, আছে কেবল সংসার বিস্মৃতি, বিষয় বিস্মৃতি, যেমন মহাপ্রলয়ে সকলেই ঐ অবস্থা লাভ করে, কিন্তু যাহারা সাধন করিয়া পূর্ব্ব হইতে রমণীয় দর্শনে মিলিবার মিশিবার অভ্যাস রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যেমন উহা মূঢ় অবস্থা নহে, তাঁহাদের যেমন ঐ মিলন হইতে উঠিয়া আর দুঃখ সাগরে পড়িতে হয়না, সেইরূপ প্রতিদিনের সুষুপ্তিতে সাধকের যে আনন্দ হয় মূঢ় বিবরীর, আনন্দ হইলেও বিষয়ী তাহা ধরিয়া রাখিতেও পারেনা আর ঐ অবস্থা ভঙ্গে যেমন মূঢ় ছিল সেইরূপ মূঢ়ই থাকে।

তাই বলিতেছি যাঁহারা সাধনা করিতে চান তাঁহারা যেন সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে একটু সুষুপ্তির ভাবনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন।

ভাবিতে হইবে যেন আমি মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িতে যাইতেছি। মা কি—জানি কি করিয়া, এক শিবতম রস পান করাইয়া, কি জানি কেমন করিয়া সুমিষ্ট মাতৃস্তন্য মুখে দিয়া, বলাধান করিয়া রমণীয় দর্শনে মিলাইয়া দিয়া থাকেন তাই ভাবিতেছি। মা সেই সুখের আঁচলে বাতাস করিয়া, সুখের গানে মন প্রাণ ভরিত করিয়া আপনার হৃদয়ে, সেই রমণীয় দর্শনে মিলিয়া লইতেছেন ভাবিতে হইবে। আমার সর্ব্ব অঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়াছে, মন আর বিষয় ভাবনা করিতে পারিতেছেনা, কোন সংস্কারের রোমন্থনও করিতেছেনা, আমি মধুগাতল হইয়া যেন তার সঙ্গে মিশিতেছি—এই ভাবনা প্রথমেই ভাবিতে বলি। তার সঙ্গে মিশিতে

যাইতেছি, আমার আর কোন সংসার ভাবনা নাই, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের চিন্তা নাই, আফিস কারখানার কোন ভাবনা নাই, কোন হুটাহুটি ছুটাছুটি নাই আমি যে তার সঙ্গে মিলিতে যাইতেছি। আমি যে তার জন্য অভিসার করিয়াছি, এখন জটিলা কুটিলা আয়ান ত আর নাই। তার সঙ্গে মিলন সুখের ভাবনা আমাকে সব ভুলাইয়া, তার চরণে, তার নয়নে নয়ন রাখিতে ছুটাইয়াছে। তার অঙ্গরাগের জন্য কত কি আনিয়াছি, তার গলায় দুলাইতে কত সুন্দর ফুলের মালা আনিয়াছি; তখন আবার অন্য কথা কি মনে থাকে? আমি যত আদর জানি, সব আদর তাতে ঢালিতে ছুটিয়াছি, আর সেও আমায় কত আদর করিতে আসিতেছে, এ ভাবনা যেখানে, সেখানে কি আর সংসারের তিরস্কার মনে থাকে? কত সুন্দর খাদ্য তার জন্য আনিয়াছি সে খাইবে আমার কত সুখ এই ভাবনাতে ভরিত হইয়া যাইতেছি, অন্য ভাবনা কি এখন থাকে? যে যেমন জানেন তেমনি ভাবে একটু সুষুপ্তির ভাবনা ভাবিয়া লইয়া তার সঙ্গে মিলিত হইয়া, তার দেওয়া ভাবে অভিন্ন ভাবনা করিয়া, তাই হইয়া, তারে ভজনা করাই ঋষিগণের ভজন প্রণালী। যাঁরা গান জানেন এই ভাবের গানে তাঁদের এই মিলন ভাবনা শীঘ্রই ফুটিতে পারে।

ঋষিগণ সেই জন্য বলিয়াছেন "অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজা ফলভাগ্ ভবেৎ" অবিষ্ণু হইয়া বিষ্ণু পূজিলে পূজার ফল হয় না, "ভ্রুবোর্মধ্যেঽন্তরাত্মানং ভারূপং মনসালোক্য সোঽহং স্বামিত্যেতৎ" ভ্রুর মধ্যে অন্তরাত্মাকে জ্যোতিরূপে দেখিয়া আমিই সেই এই বলিয়া যোগে না বসিলে যোগ হয় না; "অথবা বদ্ধপর্য্যঙ্কং শিব এব স্বয়ং ভূত্বা সোঽহমাস্মেতি" শিব হইয়া শিব পূজা না করিলে পূজার ফল ফলে না; "শিবো ভূত্বা শিবাং যজেৎ" অথবা হরি হন্সে বলচ হরি" না হইলে ঠিক ঠিক হরি পূজাও হয় না; শিবা পূজাও হয় না। সপ্তলোক পার হইয়া গিয়া আমিই সেই পরমপদ এই না হইয়া গায়ত্রী জপ করিলে ঠিক ঠিক গায়ত্রী জপ হয় না; এই পরাভক্তির সাধনাই ঋষিগণের প্রদর্শিত উৎকৃষ্ট সাধনা। ইহাই করিতে হইবে আর এই জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যিনি না পারেন তিনি দাস অভিমান রাখিয়া প্রথমে আরম্ভ করিবেন। প্রথমেই "আমি তোমার" সাধিবেন পরে হইবে "তুমি আমার"। কিন্তু এ সমস্ত হইতেছে মিথ্যা ধরিয়া সত্যে যাইবার জন্য। সত্যটি হইতেছে "তুমি আমি" এক। স্বরূপ বিচার করিলেই সত্য ধরা যায়। তোমার স্বরূপটিও যেমন চৈতন্য, আমার স্বরূপও সেইরূপ চৈতন্য। কি জানি কি এক অজ্ঞানে কি এক অবিদ্যার ঘোরে আমি আমাকে তোমা হইতে ভিন্ন মনে

করিয়াই কষ্ট পাই ; কি জানি কি এক মোহে আমি ভাবি, আমি খণ্ড চৈতন্য, আমি কত ছোট, আমিই আবার কিরূপে সেই মহতো মহীয়ান হইব ? কিন্তু আমি ভুলিয়া যাই যে চৈতন্যের খণ্ড হয় না ; পূর্ণ আকাশ ঘটের মধ্যে ঢুকিয়া যেমন খণ্ডিত হন না সেইরূপ সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই পিণ্ডঘটে ঢুকিয়াও আপন পূর্ণ স্বরূপ হইতে কিছুমাত্র সরিয়া আনেন না। বিচারে, ঋষি বাক্যে, ইহাই একমাত্র সত্য, ইহা জানিয়াও আমি ইহা অনুভবে আনিতে পারি না, আমার অবিদ্যা ছোটে না, আমার অজ্ঞান দূর হয় না, তাই লুটাইয়া লুটাইয়া তার চরণে পড়িয়া থাকিতে চাই, তারে সঙ্গে লইয়া অবিদ্যা সংসারের, আয়ান ঘোষের সংসারের, ক্লীব সংসারের, কার্য্য করি। তাই আমার ভক্তিমার্গের সাধনা। পরাভক্তির সাধনা যখন পূর্ণ হয়, যখন সে আর আমি এক হইয়া যাই, তখন আমার সমাধি। আবার সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেই দেখি সেই সব সাজিয়া রহিয়াছে কাজেই তখন "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে"। কৃষ্ণই যে সব। ভিতরে কৃষ্ণকে দেখিয়া ভরিত হইয়া গেলে সবই কৃষ্ণ হইয়া যাইবে। পরাভক্তির পরে যে জ্ঞান সেই জ্ঞানে সংসার মুক্তি। সংসার মুক্তির মহৌষধের কথাই একটু আলোচনা হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ নমো ভগবতে রামচন্দ্রায়।

শ্রীমদ্ভাগবত-মঙ্গলাচরণ।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১

এস এস আমরা ধ্যান করি। ধীমহি।

ধ্যান করিলে কি হইবে ?

আর কোন ক্লেশ থাকিবেনা, কোন যাতনা থাকিবেনা, কোন ভয় থাকিবে না। ধ্যানে তাঁহাকে পাওয়া যায়। তাঁহাকে পাইলে অন্য সমস্তই পাওয়া হইল। "যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" যাঁহাকে পাইলে তদপেক্ষা অধিক লাভ আর কিছু আছে বলিয়া মনে হইবে না।

"ধীমহি" করিব কিরূপে?

"বিদ্মহে" করি এস। এস এস তাঁহাকে একটু জানি এস।

কিরূপে জানিব?

মঙ্গলাচরণে ভগবান্ ব্যাসদেব তাহাই শিক্ষা দিতেছেন।

কি শিক্ষা দিতেছেন?

এস এস সেই পরম পুরুষকে "ধীমহি" তজ্জন্য "বিদ্মহে" করি। তাঁহাকে জানিবার জন্য তাঁহার চিন্তা করি এস। জন্মাদি অর্থাৎ জন্মস্থিতিভঙ্গং যতো ভবতি। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ যাঁহাতে উঠিতেছে, কিছু কাল স্থিতি লাভ করিতেছে, আবার যাঁহাতেই লয় হইয়া যাইতেছে তাঁহাকে চিন্তা করি এস।

তিনি আর কিরূপ?

অন্বয়াদিতরতশ্চ অর্থেষু। অর্থেষু কার্য্যেষু অন্বয়াৎ অকার্য্যেষু ইতরতশ্চ। অর্থেষু কার্য্যেষু পরমেশ্বরস্য সদ্রূপেণ অন্বয়াৎ। অকার্য্যেভ্যঃ খপুষ্পাদিভ্য-স্তদ্ব্যতিরেকাচ্চ।

তিনি সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে সংশ্লিষ্ট, অনুস্যূত কিন্তু আকাশ-কুসুমাদি অবস্তুতে অনুস্যূত নহেন, অন্বিত নহেন কিন্তু ব্যাবৃত্ত, আকাশ কুসুমাদি মিথ্যাবস্তু হইতে তিনি ব্যতিরিক্ত। মিথ্যা জগৎ তাঁহার উপরে ভাসে সত্য কিন্তু তিনি মিথ্যার সহিত কোন প্রকার সঙ্গ করেন না. মিথ্যা হইতে সত্য স্বরূপ তিনি ব্যতিরিক্ত, অত্যন্তভিন্ন।

আর কি তিনি?

তিনি অভিজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্। তিনি সমস্তই জানিতেছেন। যে যেখানে যাহা করে, যেখানে যাহা হয় সমস্তই তিনি জানেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই জানেন।

আর কি?

তিনি স্বরাট্। স্বেনৈব রাজতে যস্তং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানমিত্যর্থঃ। স্ব স্বরূপেণৈব তথা তথা রাজত ইতি। তিনি স্বস্বরূপে সৃষ্টি স্থিতি লয়েও সর্ব্বদা বিরাজিত। আকাশের গায়ে বিচিত্র মেঘ ভাসে, বিদ্যুৎ খেলে, বজ্রভাঙ্গে, আকাশের কিন্তু

কিছুই হয়না। আকাশ শূন্য, তিনি কিন্তু ভবিতচৈতন্য। তাঁহার উপরে বিশ্ব ভাসিতেছে, ভাঙ্গিতেছে তিনি কিন্তু অবিকারী; তাঁহার চলনরহিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপের কিন্তু কখন বিচ্যুতি হয়না।

মানুষের জন্য তিনি কি কিছুই করেন না?

"নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ এই নবদ্বারপুরী, এই দেহে, দেহীরূপে তিনি থাকেন কিন্তু স্বরূপে নির্গুণ, স্বরূপে কিছুই করেনও না, কিছুই করানও না। স্বরূপে তিনি সদা শান্ত চলন রহিত। কিন্তু মায়া অবলম্বনে সগুণ হইয়া তিনিই ভ্রামযন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" তিনি সর্ব্বদা নির্গুণ স্বরূপে থাকিয়াও সগুণ হইয়া, কপট মানুষ, মায়ামানুষী হইয়া জীবকে বলিতেছেন "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ" "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" জীব আমিই তোমার গতি, আমিই তোমার পোষণ কর্ত্তা, আমিই তোমার নিবাস স্থান, আমিই তোমার আশ্রয়, আমি কোন প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়া তোমার উপকার করি। জীব তুমি আমাকে ভজনা কর, সর্ব্ব কার্য্যে আমার দিকে চাহিতে শিখ, আমি তোমাকে হাতে ধরিয়া সত্য সংসার সাগরের পারে লইয়া যাইব; জীব তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর, আর সব ত্যাগ কর, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব, তুমি শোক করিওনা। এই শ্রীভগবান্ আমাদের সকলের আছেন। আমাদের ভয় নাই। এই পরমেশ্বরই "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" য আদিকবয়ে ব্রহ্মণে ব্রহ্ম বেদং হৃদা মনসৈব সঙ্কল্পমাত্রেণৈব তেনে প্রকাশিতবান্ বিস্তারিতবান্। পরমেশ্বর সঙ্কল্প মাত্রেই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদাকাশে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদি সন্দেহকর ব্রহ্মা নিজ সামর্থ্যেই বেদ জানিয়াছিলেন। নন্থ সুপ্তপ্রতিবুদ্ধন্যায়েন ব্রহ্মা স্বয়মেব বেদং তত্ত্বং বা উপলভতাং ইত্যত আহ। যৎ যস্মিন্ বেদে তদীয়ে তত্ত্বে সূরয়োঽপি মুহ্যন্তি অতস্তস্মিন্ ব্রহ্মণঃ স্বতো ন শক্তিঃ। যে বেদ বিষয়ে জ্ঞানিগণও মোহপ্রাপ্ত হয়েন সেই বেদ যে পরমেশ্বর সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফুরণ করিয়া দিয়াছিলেন। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি সকলের জন্য মঙ্গল করেন।

পরমেশ্বরকে যে ধ্যান করিব তিনি এই বিশ্ব হইতে ত অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। পরমেশ্বর চেতন কিন্তু বিশ্ব জড়। আর চেতন যিনি, তিনিই একমাত্র সত্য। আর জড় যাহা তাহা চিত্তস্পন্দন কল্পনা। এই কল্পনা মিথ্যা। ইহা, সত্য সেই

চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়াই ভাসে। কিন্তু বিশ্ব জন্মে, স্থিতিলাভ করে, আবার নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ইহা মিথ্যা। তথাপি এই মিথ্যাকে মানুষ মিথ্যা বলিয়া বোধ করিতে পারে না। এই মিথ্যাকে সত্য কিরূপে বোধ করে? "তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ" বিনিময়ঃ ব্যত্যয়ঃ বিপর্য্যয়ঃ অন্যস্মিন্ অন্য-অবভাসঃ। যথা অজ্ঞানাং তেজসি বারীদমিতি বারিণি স্থলমিতি মৃদি বা চাদৌ বারীদমিতি বুদ্ধিঃ। স যথা অধিষ্ঠান সত্তয়া সত্যবৎ প্রতীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ।

তেজে জলভ্রম হয়। মরুমরীচিকায় জলভ্রম সকলেই প্রত্যক্ষ করেন। জলে কাচ বা মৃত্তিকা ভ্রম আবার কাচেও জলভ্রম হয়। মৃগগণ মরীচিকাকে জল মনে করিয়া প্রাণ হারায়, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে রাজা দুর্য্যোধন কাচকে জল মনে করিয়া কাপড় তুলিয়া বড় অনর্থে পড়িয়াছিলেন। এই সমস্ত ভ্রম যেরূপে হয় সেইরূপে ব্রহ্মকে ভ্রমজ্ঞানে জগৎরূপে ভ্রম হইতেছে।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিতেছেন

যথা সত্যমপাশ্রিত্য মৃষা বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি।
আত্মাশ্রিত তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ॥ ২৭৮॥ অষ্টমোল্লাস।

যথা সত্যং পরমাত্মানং এব উপাশ্রিত্য অবলম্ব্য মৃষা মিথ্যাভূতমপি বিশ্ব প্রতিষ্ঠতি সত্যবৎ আস্তে তথৈব আত্মানং আশ্রিতঃ মিথ্যাভূত এব দেহঃ প্রতিষ্ঠতি সত্যবৎ আস্তে। এবং জানন্ সুখী ভবেৎ।

যেমন সত্য পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যা এই বিশ্ব সত্যবৎ অবস্থিত রহিয়াছে সেইরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া দেহটা মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ ভাসিতেছে। মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া অনাত্মা করিয়া সত্য আত্মারূপে অবস্থান কর সুখী হও।

যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা। যত্র মৃষৈবায়ং ত্রিসর্গো ন বস্তুতঃ সন্নিতি। [শ্রীধরঃ] যত্র পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপে ত্রিসর্গঃ ত্রিগুণসৃষ্টত্বং মৃষা অবস্তব ইত্যর্থঃ [বিশ্বনাথঃ] যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ইতি ব্যাহৃতি ত্রয়ার্থঃ। এই পরব্রহ্মে ভূর্ভুবস্বঃ এই মহাব্যাহৃতি গুলি সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিবিধ সৃষ্টি মিথ্যা অবাস্তব হইয়াও সত্যমত ভাসিতেছে।

আচ্ছা এই সৃষ্টি ত জীবকে সর্ব্বদা মোহযুক্ত করিতেছে, জীবকে সর্ব্বদা চঞ্চল করিতেছে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে ফেলিয়া দুঃখ দিতেছে, কিন্তু ইহা পরমাত্মকে চঞ্চল করিতে পারে না, পরমাত্মাকে কুহকে ফেলিয়া দুঃখ দিতে পারেনা কেন?

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং। স্বেনৈব ধাম্না মহসা নিরস্তং কুহকং কপটং যস্মিন্ তৎ। ধাম্না স্বরূপ শক্ত্যা স্বেন অসাধারণেন সদা কলত্রয়এব নিরস্তাঃ কুহকাঃ যেন তৎ। শ্রীভগবানের শক্তি এরূপ, তাঁহার তেজ এরূপ যে তিনি আপন তেজ প্রভাবে, আপন মহিমায়, মিথ্যা মায়ার সমস্ত কুহক, সমস্ত কপটাচারকে নিরস্ত করিয়া আপনি সর্ব্বদা আপন স্বরূপে বিরাজ করেন। মায়া তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বহু ইন্দ্রজাল তুলিতেছেন সত্য, তাঁহাকে কিন্তু কিছুতেই মুগ্ধ করিতে পারিতেছেন না।

এস এস এই সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মকে পরমেশ্বরকে শ্রীভগবান্‌কে আমরা ধ্যান করি, তাহা হইলেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে, আর কোন কালে আমাদের কোন অমঙ্গল থাকিবে না।

আচ্ছা এইত মঙ্গলাচরণ শুনিলাম, যথাসাধ্য বুঝিলাম কিন্তু ধ্যান হইল কৈ ?

শুধু শুনিলে ত হইবে না। যাহা শুনিলে তাহার মনন কর। সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া এই মঙ্গলাচরণের ভাবটি হৃদয়ে আনয়ন কর। যখন ভগবানে তোমার আর কোন সন্দেহ থাকিবেনা তখন ধ্যান হইবে।

কিরূপে ইহা করিব ?

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যখন দেখ, এই দেহটা যখন দেখ, তখন এটা যে মিথ্যা এটা যে অনাস্থার বস্তু, এটার সুখ দুঃখ, জনন মরণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, এসব তোমাতে আদৌ নাই, বহু দিনের অভ্যাসে এ সব ছাড়া যাইতেছেনা, বহুদিন, ভ্রমে ইহাদিগকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া, এই সব মিথ্যা দূর হইতেছে না; সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখ; আর স্মরণ রাখ তুমি আত্মা, তুমি চেতন, তুমি জড় নহ, তুমি এই মিথ্যা দৃশ্যদর্শন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, তুমি আকাশের মত অলেপক, তুমি নিঃসঙ্গ পুরুষ, তোমার জন্ম মৃত্যু, আধি ব্যাধি, শোক মোহ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কিছুই নাই; তুমি সর্ব্বদা আনন্দময়, জ্ঞানময়, নিত্যবস্তু। একদিকে জগৎ নাই বিচার রাখ, অন্যদিকে আত্মা সৎ চিৎ আনন্দময় বিচার কর, এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যে "বিদ্মহে" হইবে তখন ধ্যান হইবে তখন তাঁহারই কৃপায় "প্রচোদয়াৎ" হইবে।

"প্রচোদয়াৎ" সম্বন্ধে এখানে কিছু আছে কি ?

জীব গোস্বামী ক্রম সন্দর্ভে বলিতেছেন স্বরাড়িতি সবিতৃপ্রকাশক পরম তেজো বাচি। তেনে ব্রহ্ম হৃদেতি বুদ্ধি বৃত্তি প্রেরণা প্রার্থনা সূচিতা। তদেবং কৃপয়া স্বাধ্যায়নায় বুদ্ধি বৃত্তিং প্রেরয়তাদিতি ভাবঃ।

এইরূপ ধীমহি যাহারা না পারেন তাঁহাদের জন্য ভাগবত। মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে ইহা বলা হইতেছে।

দেবী কৈকেয়ীর অন্তঃপুর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চৈত্র মাস, বসন্তকাল। এই বসন্ত সময়ে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষ সকল পুষ্পমাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া, মৃদুমন্দ মলয়ে হেলিয়া দুলিয়া কত মধুকর মধুকরীর সংগীতে যেন তাল দিতেছে। পুষ্পসংস্তব সংযুক্ত রমণীয় উদ্যানবৃক্ষে কত কোকিল কাকলী করিতেছে আর ময়ূরগণ তাহাদের অনুকারী হইয়া কেকারবে চারিদিক নিনাদিত করিতেছে। সরোবর সকলের তীরে তীরে বহু বাতারী বৃক্ষ। বসন্ত-বায়ু বাতারী পুষ্পের গন্ধ মাখিয়া এই বিশাল পুরীকে আমোদিত করিতেছে।

কৈকেয়ী রাজার কনিষ্ঠা মহিষী *। আজ মঙ্গলবার। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রাণী আজ সমস্তদিন ধরিয়া রাজার জন্য স্বহস্তে নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। রাজা আসিলে কৈকেয়ী দেবী রামাভিষেকের কথা তুলিয়া বহুক্ষণ রঙ্গ করিলেন। রাজার সায়ং ভোজন সমাপ্ত হইয়াছে। রাজা রাণী অন্তঃপুরের শয়ন মন্দিরে।

শয়ন মন্দিরের মধ্য কক্ষে বিবিধ রত্নভূষিত স্ফটিকময় দিব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট অতিবৃহৎ পর্য্যঙ্ক-স্থাপন বেদিকা। বেদিকার উপরে গজদন্ত ও স্বর্ণ নির্ম্মিত বহু পর্য্যঙ্ক। পর্য্যঙ্ক সকল মহামূল্য রত্নখচিত আস্তরণে আচ্ছাদিত।

রাত্রি প্রহরাতীত। শয়ন কক্ষ, সুগন্ধ তৈল পূর্ণ বহুবিধ আলোক উদ্‌গারী কাঞ্চন প্রদীপ মালায় সম্পূর্ণ আলোকিত। তাহার উপর নানা প্রকারের রমণীয় ধূপ গন্ধে গৃহ আমোদিত।

রাণী সমস্তদিনের পরিশ্রমে অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আহারান্তে তিনি এক অতিমনোহর পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছেন। ঐ পর্য্যঙ্কের এক স্থানে চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল শ্বেতছত্র - উহা আবার স্বর্ণমণ্ডিত। সূর্য্যপ্রভ অশোক মালায় পরিমণ্ডিত। দেখিতে দেখিতে রাণী নিদ্রাচ্ছন্না হইয়া পড়িলেন।

---

* জননী মে যবীয়সী কেকেয়ী প্রত্যয়ং গচ্ছেৎ। ৬১।৫২ সর্গ অযোঃ। যদম্বা মে যবীয়সী। ঐ ৬৩ শ্লোক।

কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্ম্মজ্ঞা জননী লক্ষ্মণস্য যা।

শত্রুঘ্নস্য চ বীরস্য অরোগা চাপি মধ্যমা॥ ৯১।১ সর্গ অযোঃ

ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্ত্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ, মধ্যমা॥ ২৩।৯২ সর্গ অযোঃ

সৌন্দর্য্য গরবিণী রাণী কৈকেয়ী যৌবন সীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় * উপনীত হইয়াছেন। রাণীর সৌন্দর্য্য এখনও কিন্তু যৌবন অবস্থার মত। রাণী শয়ন করিয়া আছেন মনে হইতেছে চিদম্বরমে হিরকাঙ্কিত নটরাজ মূর্ত্তিমত গলিত সুবর্ণের একখানি দেবী প্রতিমা নীলসাটী মণ্ডিত হইয়া পর্য্যঙ্কের উপরে পড়িয়া রহিয়াছে।

রাজা অন্য পর্য্যঙ্কে একাকী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আজ মঙ্গলবার। রাজার আজ নিদ্রা আসিতেছে না। রাজা কৈকেয়ী রহস্য কথা মনে করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। ভাবিতেছেন কৈকেয়ী দেবী রামকে সত্য সত্যই ভালবাসে। রামকে কে না ভালবাসে? রাজার অন্তঃকরণ এখন রামের রূপে রামের গুণে, এক কথায় রাম ভাবনায় ভরিত হইয়া থাকিত। রাজা বৃদ্ধ হইয়াছেন। কৈকেয়ীর গৃহে বহু সময় থাকিতে হইত বলিয়া লোকে ভাবিত রাজা স্ত্রীর বশীভূত। প্রমাণ দিত "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" ইত্যাদি। রাজা জানিতেন রাণী অতি সৌন্দর্য্য মানিনী। রাজা ইহাও জানিতেন কৈকেয়ী কোপনস্বভাবা। উগ্রস্বভাবা হইলেও রাণী আজ পর্য্যন্ত কখনও রাজার উপর বা রামের উপর রৌদ্র ভাব প্রকাশ করেন নাই। অন্যপক্ষে রাণী কৈকেয়ী সত্য সত্যই রামকে ভাল বাসিতেন। রামের অলৌকিক গুণের কথা বলিতে বলিতে রাণীর স্বর ভাবে গদ্‌গদ হইয়া যাইত। রামের "মা" বলায় রাণীর ভিতরের কতকি যেন ফুটিয়া উঠিত। রাণী ভরত অপেক্ষাও যেন রামকে আদর করিতেন।

রাজা কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাণীকে যেন একটু ভয়ও করিতেন। এই ভয়ের কিছু কারণও ছিল। কৈকেয়ীর বিবাহ কালে কেকয়রাজ অশ্বপতি রাজা দশরথকে অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলেন যে তাঁহার কন্যাতে যে সন্তান হইবে, রাজা তাহাকে অযোধ্যার রাজ্য প্রদান করিবেন। † লোকে স্ত্রৈণ বলিলে কি হইবে রাজাকে সর্ব্বদিক রক্ষার জন্য রাণীর মনস্তুষ্টি করিতে হইত।

আজ রাজা রামের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন এত

---

* বালায়া স্তত্তিদানীন্তে লক্ষয়ে বিপরীতবং। ৫৮।১২ সর্গ। অযোঃ তে ইদানীং প্রৌঢাবস্থায়াং বিপরীতবং বিপর্য্যস্তং লক্ষয়ে।

† পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্য শুল্কমনুত্তমম্॥ ৩।১০৭ সর্গ অযোঃ
তব পুত্রাং জনিষ্যতে তস্মৈ রাজ্যং দাস্যামীতি প্রতিজ্ঞাতবানিত্যর্থঃ।

গুণ কি মানুষে সম্ভবে? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি এখনও আমার ইচ্ছা করে রামের গুণ অনুকরণ করি। কত চিত্তশুদ্ধিকর এই গুণ—

কদাচিদুপকারেণ কৃতে নৈকেন তুষ্যতি।
ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া॥ ১।১১ অযো

কোন ব্যক্তি কদাচিৎ একটি মাত্র যদি উপকার করে রাম তাহাতেই সন্তুষ্ট। শত—অনন্ত, অপকার করিলেও স্বাধীন অন্তঃকরণ বলিয়া—আত্মার অধীন তাঁহার মন বলিয়া, রাম কখনও লোকের অনন্ত অপকারও স্মরণ করিতেন না। কি সুন্দর এই গুণ। যদি মানুষ এই একটি মাত্র গুণের প্রয়োগ করিতে অভ্যাস করে তবে কত শীঘ্র তাহারা শুদ্ধ চিত্ত হইয়া ঈশ্বরানুরাগী হয়। মানুষ যে বড় সমালোচনা প্রিয়। নিজের সহিত না মিলিলেই সমালোচনা। আর লোকের গুণে দোষারোপ করা? কতই জঘন্য স্বভাব সাধারণ মানুষের। রাম আমার অনসূয়কঃ। অসূয়া গুণেষু দোষাবিষ্করণং। রাম অসূয়া শূন্য। রামের এক একটি গুণ অনুকরণে জীব ধন্য হইয়া যাইতে পারে। সাধারণ মানুষ করে কি? আত্মীয় হউক বা স্বজন হউক বা প্রতিবেশী হউক বা বন্ধুই হউক—ইহারা যদি শত উপকারও করে, কিন্তু একবার যদি ভুলিয়া কোনও দোষ করে, তবে হতভাগ্য জীব তাহার সকল গুণ ভুলিযা গিয়া দোষটিই ধরিয়া বসে। মানুষের মধ্যে দেব ভাবও আছে আর অসুর ভাবও আছে। অসুর ভাবে অপকার করায় আর দেবভাবে উপকার করায়। উপকারটি স্মরণ রাখিলে আর মানুষের অন্তঃকরণে অসুরভাব আসিতে পারে না, মানুষে মানুষের উপরে দ্বেষ হিংসা রাখিতে পারে না। মন যখন হিংসা দ্বেষ শূন্য হয় তখনই ত ইহা শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই মানুষ দেবতা হইয়া যায়। শত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া একটি উপকার মাত্র স্মরণের অভ্যাস যদি মানুষ সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করে তবে মানুষ রামের গুণ অনুসরণ করিয়া রামের মত হইতে পারে। আহা! ইহাতেই ত জীবের যথার্থ কল্যাণ হয়। তাইত শাস্ত্রে বলা হইয়াছে ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিলে মানুষ পবিত্র হইয়া শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

রামের আরও কত গুণ অনুকরণীয়। রাম মধুরভাষী পূর্ব্বভাষী প্রিয়ম্বদঃ। মধুরম্ আভাষিতুং শীলমস্য। পূর্ব্বভাষী—আগতান্ প্রতি প্রথমভাষণেন স্বাভিমুখ্য প্রদর্শকঃ। প্রিয়ম্বদঃ—মধুরং শব্দতঃ প্রিয়ং অর্থতঃ।

যাঁহারা ধনবান্—যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা কোন লোক নিকটে আসিলে মনে ভাবেন কি যেন স্বার্থের জন্য আসিয়াছে, কি যেন চাহিতে আসিয়াছে, এখুনি বিরক্ত করিবে—এই ভাবিয়া ইহারা আলাপ করেন না—রাম কিন্তু এরূপ নহেন। প্রথমেই মিষ্ট কথায় সম্ভাষণ করেন আর লোকে কতই তৃপ্তি অনুভব করে। রাম আমার মৃত্যুপূর্ব্বং চ ভাষতে—প্রথমেই মিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ করেন।

রাম—উচ্যমানোঽপি পরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে যদি কেহ রামকে কটূক্তিও করে তথাপি রাম পরুষ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া নিরুত্তর থাকে। ঐ ব্যক্তির অন্তর ভাবের ভিতরে যে দেব ভাব আছে তাহা যে দেখিতে অভ্যস্ত সে সকল মানুষেই "চৈতন্যং মম বল্লভং"—বা আপন চৈতন্য স্বরূপ দেখিয়াই নিরুত্তর থাকিতে পারে।

রাজা দশরথের মনে রামের শত শত গুণ এখন যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

রাম "ন বিরুদ্ধ কথারুচিঃ" "নাশ্রেয়সি রতো যশ্চ" ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কথায় রামের রুচি নাই- রাম নিষিদ্ধ কর্ম্মে কখন অনুরক্ত নয়।

রাম বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ শীলবৃদ্ধ সজ্জনগণের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিতে ভালবাসে। রাম "ব্রাহ্মণ প্রতিপূজকঃ" ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া থাকে। রাম ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ভালবাসে, কুলধর্ম্মরক্ষণে ব্যগ্র, বাদানুবাদস্থলে রামের যুক্তি বৃহস্পতির মত, রাম বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া সমাবর্ত্তন করিয়াছে। রাম সবল, সত্যবাদী, লৌকিক ক্রিয়ায় চতুর, অর্থ বিতরণ ও অর্থোপার্জ্জন বিধি বিলক্ষণ জানে। রাম হস্তী অশ্বাদির শিক্ষা দানে নিপুণ ও তাহাদের স্কন্ধারোহণে পটু। রাম দুষ্ট লোককে দমন করিতে জানে, মধুকরের পুষ্পমধু আহরণের ন্যায় রাম প্রজাদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণে চতুর। রাম অসদ্বস্তু গ্রহণ করেনা, শাস্ত্র নাটকাদিতে অনুরক্ত, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে পারদর্শী। রাম জ্ঞানী, রাম বীর্য্যবান, কিন্তু জ্ঞানগর্ব্বে বা বীরত্বগর্ব্বে উদ্ধত নহে। রাজা দশরথ রামের গুণ ভাবনা করিতে করিতে ভিতরে ভরিত হইয়া যাইতেছেন। সহসা সীতার কথা মনে উঠিল। রাজা ভাবিতে লাগিলেন এই যে কনকলতা আমার গৃহে ঘুরিয়া বেড়ায় এ কে? কতদিন ইহাকে জগজ্জননী জগদম্বা বলিয়া বড় শান্তি পাই। আজ সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ রাজার চক্ষু অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল।

আজ বার বৎসর সীতা অযোধ্যায় বাস করিতেছেন। ছয় বৎসরে সীতার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পরে বৈবাহিক মধ্যে মধ্যে অযোধ্যায় আসিতেন, কন্যাকে দেখিতে।

বিদেহরাজ পূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছেন। অদ্য আসিবেন। অবধপুরী নানাভাবে সজ্জিত হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সীতা শুনিয়াছেন। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সীতা শাশুড়ীর কাছে গিয়াছেন। প্রণাম করিয়া বলিতেছেন—মা পিতা আসিতেছেন। আজ পিতার কাছে—

কৌশল্যা দেবী সীতাকে ক্রোড়ে লইলেন, মুখ চুম্বন করিলেন, করিয়া সীতার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন "আজ বাবার কাছে তোমাকে বাহির হইতে হইবে। কেমন মা?

সীতা। তা কি মা নাই?

দেবী কৌশল্যা সীতাকে কতই আদর করিলেন শেষে ক্রোড় হইতে নামাইয়া বলিলেন—সীতা এ বিষয়েও আমার কি স্বাধীনতা আছে?

সীতা তখন বলিলেন মা তুমি এস আমি শ্বশুরের নিকটে যাইতেছি। তিনি অনুমতি দিবেন।

রাজা ভাবিতেছেন—

আমি তখন কৌশল্যার অন্তঃপুরে। সহসা সুমধুর নূপুরের শব্দে আমার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। আমি অবুদ্ধি পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলাম মা আসিয়াছ। সীতা তখন আমায় প্রণাম করিতেছে। রাজহংসী সুন্দর গ্রীবা ভঙ্গী করিয়া যেমন কমলমালা অতি ধীরে স্পর্শ করে সীতা সেইরূপে আমার চরণ স্পর্শ করিতেছে। আর আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। অজ্ঞাতসারে আমার মুখ হইতে বাহির হইল "মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং"—আমাকে আদ্যাশক্তি জানিও আমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করি। রাণী এই সময়ে বলিলেন—দেখ আমায় টানিয়া আনিয়াছে। বৈবাহিক আসিতেছেন—

রাজা। "তাঁহার নিকটে তোমাকে বাহির হইতে হইবে।" কেমন মা? এই বিষয়ে আমার অনুমতি চাই। রাজা সীতাকে ক্রোড়ে বসাইয়া বলিতেছেন—মা আমার অনুমতি আছে। আমার সীতারামের তৃপ্তি যাহাতে হয় তাহাতে কি আমার অমত থাকিতে পারে? সীতারাম যে রাণি! আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। রাজা একাকী কৈকেয়ীর গৃহে সীতারাম কথা ভাবনা করিয়া সেদিন

কাঁদিয়া ছিলেন। রাজার চিত্ত আজ নির্ম্মল হইয়াছে। রাজা ধ্যানের অবস্থা লাভ করিয়াছেন। রাজা পদ্মাসনে উপবেশন করিয়াছেন—শ্বাসের ঊর্দ্ধাধঃগতিতে লক্ষ্য পড়িয়াছে আর দেখিতেছেন আব কোথাও যেন এক রমণীয় অযোধ্যা নগর। রম্য অযোধ্যা নগর মধ্যে সুন্দর এক রত্নমণ্ডপ। রত্নমণ্ডপ মধ্যে কল্পতরু। কল্পতরুমূলে রত্নসিংহাসন। তন্মধ্যে নানারত্ন বেষ্টিত অষ্টদল পদ্ম। তাহার মধ্যদেশে সহস্র আদিত্য যেন জ্যোতিঃবিকীরণ করিতেছে। সেই জ্যোতিঃ রাশির মধ্যে রাজা যেন কি করিতেছেন আর রাজার অঙ্কে রাম আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন। আহা! কি সুন্দর মূর্ত্তি। ইন্দ্রনীলমণির মত প্রভা। কোমলাঙ্গ, বিশালাক্ষ, পরিধানে বিদ্যুৎবর্ণ বস্ত্র। কোটিসূর্য্য প্রতীকাশ কিরীট মস্তকে ঝল্‌মল্ করিতেছে। গলায় রত্নহার, হস্তে কেয়ূর কঙ্কন, কর্ণে রত্ন কুণ্ডল, রত্ন কঙ্কন মঞ্জীরকটিসূত্রে রাম অলঙ্কৃত। বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তুভ ও মুক্তাহার। আহা! এই দ্বিভুজ বালক মন্দ মন্দ হাস্যে কি যেন কি বলিতেছেন। কি জানি কোন্ ভক্ত বুঝি এই পরম রমণীয়দর্শন রামকে তুলসী কুন্দ মন্দার পুষ্পে ভূষিত করিয়া পূজা করিয়া গিয়াছে। আর কর্পূর অগুরু কস্তুরীর দিব্যগন্ধে রামের নয়নাভিরাম শরীর অনুলেপিত। রাজা দেখিতেছেন যোগশাস্ত্রপারদর্শী রাম, ভরত-সৌমিত্রি শত্রুঘ্নে উপশোভিত। যোগীন্দ্র নারদ প্রভৃতি তাঁহার স্তব করিতেছেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ সনকাদি মুনিশ্রেষ্ঠ তাঁহার রামের সেবা করিতেছেন। ধনুর্ব্বাণধারী শ্রীহরিকে জ্যোতির্ম্মধ্যে দর্শন করিয়া রাজার কলেবর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতেছে। চক্ষে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। রাজা কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলেন বলা যায় না। রাজা এই ভাবনারাজ্য হইতে সরিয়া আসিয়া আর এক দৃশ্য দেখিতেছেন। রাজা দেখিতেছেন বিদেহরাজের সঙ্গে সৎসঙ্গের কথা আপনা হইতেই স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিতেছে। এই বুঝি ক্রম। ভক্তিতে চিত্ত ভরিয়া উঠিলে জ্ঞান বিচার বুঝি আপনা হইতেই চিত্তে উদিত হয়।

রাত্রি গভীর হইতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। দাসীগণ গৃহের আলোক মালা নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়া গিয়াছে। রাজা বৈবাহিক বিদেহরাজের কথা বড় রসের সহিত আলোচনা করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

অবিদ্যা এতরূপে এত নামে সাজে। অজ্ঞানে উদয় জ্ঞানে নাশ। সর্প-ভ্রম যেমন রজ্জু জ্ঞানে রজ্জুমাত্রেই স্থিতি লাভ করে সেইরূপ এই অবিদ্যা আত্মদর্শনে নষ্ট হইলে সৎ বস্তু মাত্রই থাকেন। রাঘব! যাহাদের জ্ঞান নাই অবিদ্যা তাহাদেরই কাছে; তাহাদেরই দৃষ্টি সৃষ্টিতে আকাশ পর্ব্বত সমুদ্র পৃথিবী। যাঁহাদের জ্ঞান জন্মিয়াছে তাঁহাদের নিকটে এ সমস্তই ব্রহ্ম, আপন মহিমায় দণ্ডায়মান আছেন। অজ্ঞ যাহারা তাহারাই কল্পনা করে ইহা রজ্জু ইহা সর্প কিন্তু জ্ঞানী এক অকৃত্রিম ব্রহ্মদৃষ্টিই নিশ্চয় করেন। অজ্ঞ হইওনা জ্ঞানী হও। সংসার বাসনা ত্যাগ কর। অনাত্মাকে আত্মা ভাবিয়া অজ্ঞের মত রোদন কেন করিবে? রাঘব! এই জড় মূক দেহ তোমার কে হয়? যার জন্য তুমি সুখে দুঃখে অবশ হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হইতেছ? কাষ্ঠ ও গালা হাঁড়ি ও কুল এক যোগ হইয়া থাকিলেও এক নহে; সেইরূপ তুমিও তোমার দেহ লাগালাগি থাকিলেও এক নহে। কামারের জাঁতা পুড়িয়া গেলে তাহার ভিতরের বাতাস যেমন পুড়েনা সেইরূপ দেহনাশে আত্মার নাশ হয় না। রঘূদ্বহ! আমি দুঃখী আমি সুখী এই ভ্রান্তিকে মৃগতৃষ্ণার অনুরূপ ভ্রান্তি জানিয়া ত্যাগ কর— সত্যকে আশ্রয় কর। অহো! কি বিচিত্র! যিনি সত্য ব্রহ্ম, মানুষ তাঁহাকেই বিস্মৃত হইয়াছে, যাহা অসত্য অবিদ্যা তাহাই নিশ্চয় আছে জানিয়া তাহাকেই স্মরণ করিতেছে। রঘুনাথ! তুমি আত্মবিস্মৃতিরূপ অবিদ্যাকে অবসর দিওনা। চিত্ত অবিদ্যা দ্বারা আক্রান্ত হইলে অপার কষ্ট। মিথ্যা, অনর্থকারিণী, মনের মনন ব্যাপারে বর্দ্ধিতাঙ্গী, দুঃখদায়িনী মহামোহে পর্য্যবসায়িনী এই অবিদ্যা সুধাময় চন্দ্রকিরণে রৌরব কল্পনা করিয়া নরকদাহ অনুভব করায় উহারই প্রভাবে মূঢ়েরা সুন্দর সরোবরকে মৃগতৃষ্ণাযুক্ত মরুরূপে দেখে আবার স্বপ্নে নগর নির্ম্মাণ পতন উৎপতনাদি সম্ভ্রম জনিত কতকি সুখ দুঃখপ্রদ ব্যাপার দেখে।

সংসার বাসনায় চিত্ত যদি না পূর্ণ থাকে তবে কি আত্মা এই জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় পড়েন? মিথ্যাজ্ঞান বৃদ্ধি পাইলে স্বপ্নোপবন ভূমিতে রৌরব

অবীচি প্রভৃতি নরকের অনর্থক যাতনা অনুভূত হয়। চিত্ত অবিদ্যায় বিদ্ধ হইলে মৃণালতন্তুতেও একক্ষণে সংসার সাগরের অনর্থ বিভ্রম দেখে। অবিদ্যা চিত্তকে আক্রমণ করিলে রাজ্যস্থিত জনগণও চণ্ডালের যোগ্যও যাহা নয় তাহাই হয়।

রাম! সেই জন্য বলিতেছি সর্ব্বরাগময়ী ভববন্ধনী বাসনা ত্যাগ করিয়া তুমি অপ্রাপ্তপ্রতিবিম্ব স্ফটিক মণির ন্যায় স্বচ্ছভাবে অবস্থান কর।

তুমি কার্য্যে থাকিতে চাও থাক কিন্তু সঙ্কল্পরাগে চিত্তকে রঞ্জিত করিও না। স্ফটিকমণি, বিচিত্র প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হয় না তাহাতে আসক্তি রাখেনা তুমিও সব কর কিন্তু এ সমস্তই কিছুই নয় আত্মাই সত্য এই ধারণা দ্বারা কোন কিছুতে আসক্ত হইও না।

নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ বলিয়া পরম কৌতুকময় ব্রহ্মকে যাঁহারা জানিয়াছেন এমন তত্ত্বদর্শিগণের সমাজে পুনঃ পুনঃ বিচার প্রজ্বলিত আমি ব্রহ্ম এই দৃঢ়নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়া এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী ব্রহ্মবুদ্ধি পরায়ণ হইয়া অবিদ্যার কর্ম্ম যে জরামরণাদিভ্রম তাহা ত্যাগকর করিয়া জীবমুক্ত হইয়া হরি হর ব্রহ্মার মত হইয়া যাও।

---

১১৫ সর্গ উৎপত্তি প্রকরণ।

সুখ দুঃখ ভোক্তৃত্ব উপদেশ।

ভগবান্ বাল্মীকি ভরদ্বাজকে বলিলেন কমললোচন রাম, ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের বাক্যে পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয়কমল নিশান্তে সূর্য্যালোক দর্শনে পদ্মের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইল। বোধের উদয় হওয়াতে ঈষৎহাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন ভগবন্ মৃণালতন্তুতে পর্ব্বত বদ্ধ হইয়া দুলিতেছে, অহো যাহা কিছুই নয় সেই অবিদ্যা ব্রহ্মাণ্ডকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। অবিদ্যারচিত জগত্রয় তৃণ অপেক্ষাও

তুচ্ছ তথাপি অবিদ্যা ইহাদিগকে পর্ব্বত অপেক্ষা দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে, অত্যন্ত অসৎকে সৎ করিয়া রাখিয়াছে।

ভগবন্ ত্রিভুবনাঙ্গণে সংসারমায়ানামিকা তরঙ্গিণীর প্রবাহ আবার বলুন, ইহাতে আমার বোধবৃদ্ধি হইবে।

আরও বলুন দেহ ও দেহীর মধ্যে শুভাশুভ ফলভোগ কে করে?

আমার আরও জিজ্ঞাসা লবণ রাজা মহাভাগ হইয়াও চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন কেন? ঐ ঐন্দ্রজালিকই বা কে? কেনই বা পলায়ন করিল?

বশিষ্ঠ। দেহটা জড়। চিত্ত ইহাকে কল্পনা করিয়াছে। এটা স্বপ্নেরমত। অচেতন বলিয়া এটা অসৎ এজন্য এটার কর্ম্মফল ভোক্তৃতাপ্রসক্তি নাই। তবে ভোক্তা কে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলি চিত্তই ভোক্তা। কিন্তু চিত্তও জড় ইহার জাড্য দোষ দূর করেন চিৎ-শক্তি। চিদাভাসপ্রাপ্ত হইয়া চিত্ত চিতের সঙ্গে তাদাত্মতা প্রাপ্ত হয় যেমন অগ্নি সংযোগে লৌহ অগ্নিমত হয় সেইরূপ। চিত্তই চিৎশক্তি-ভূষিত হইয়া জীব হইয়াছে। চিত্তদর্পণে চিৎ এর আভাস পড়িয়া জীব হইয়াছে। চিতের আভাসও চিৎশক্তি সম্পন্ন। যেমন জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বও সূর্য্যের মত উজ্জ্বল সেইরূপ। জীবই দেহী। ইহা নানাবিধ শরীর ধরিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। এই দেহীই অহঙ্কার, মন, জীব নামে অভিহিত। অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতে জীব সুখ দুঃখাদি ভোগ করে প্রবুদ্ধ হইলে শরীর সমুত্থিত সুখ দুঃখ জীবের থাকে না। অপ্রবুদ্ধ মনেই নানা বৃত্তি উঠে। অপ্রবুদ্ধ মনই "বহুবিধান স্বপ্নান্ ইমান্ পশ্যতি।" প্রবুদ্ধ মনে কোন ভ্রম নাই। জ্ঞানের উদয়ে প্রবুদ্ধ মনের তমোভাব দূর হয়।

বুঝিতেছ দেহটা জড় এটা সুখ দুঃখ বোধ করে না। দেহীই অবিচার প্রযুক্ত সুখ দুঃখ অনুভব করে। যেমন চক্ষুর তিমিরই মূর্খলোককে দেখায় আকাশ নীল, সেইরূপ দেহীর আশ্রিত অজ্ঞানই চৈতন্যকে জগৎ-রূপে দেখায়। সমস্তকে ব্রহ্মভাবে, চেতন ভাবে না দেখাই দুঃখ-দুঃখের গাঢ়তা হয় অবিচারে, এককে আর দেখায়।

উদেতি রৌতি হন্ত্যত্তি যাতি বলাতি নিন্দতি।
মন এব শরীরেস্মিন্ন শরীরং কদাচন॥ ২২

মনই এই শরীরে উদিত হয়, রোদন করে, হনন করে, ভক্ষণ করে, যাওয়া আসা করে, লাফালাফি করে, নিন্দা করে, শরীর কিছুই করেনা। গৃহস্বামীই কর্ম্মকরে, গৃহ-কিছুই করে না। মনই সুখদুঃখের কর্ত্তা ভোক্তা। মানুষ মনোনির্ম্মিত।

লবণরাজা মনের ভ্রমে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। ইঁহার পিতামহ হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। স্থূলে যজ্ঞ করার অসুবিধা বুঝিয়া রাজা মনে মনে রাজসূয় যজ্ঞ করেন। মনে মনে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ, মনে মনে দীক্ষিত হওয়া, মনে মনে ঋত্বিক্ আহ্বান, মনে মনে মুনিগণের পূজা, মনে মনে অগ্নি জ্বালিয়া যজ্ঞদেবতাগণকে আহ্বান করেন। উপবন মধ্যে মনে মনে কল্পনাময় বৎসরকাল যাপন করেন। পরে সেই উপবনে মনে মনে প্রাণীগণকে অন্নাদি দান এবং ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়া মনোযজ্ঞ শেষ করেন। লবণ দিবসান্তে ধ্যান ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হয়েন। রাজসূয়যজ্ঞের অবান্তর ফলেই লবণরাজার চণ্ডালত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

অতশ্চিত্তং নরং বিদ্ধি ভোক্তারং সুখদুঃখয়ো।
তন্ময়ঃ পাবনোপায়ে সত্যে যোজয় রাঘব ॥৩৪

রাম। চিত্তটাই নর। ইহাই সুখদুঃখের ভোক্তা। মন অপবিত্র থাকে বিষয় চিন্তা জনিত রাগদ্বেষে। মনকে পবিত্র করিবার উপায় হইতেছে, সব চৈতন্য এই ভাবনা। তুমি সত্যে মন যোজনা কর।

মনোরূপ পুরুষকে ব্রহ্মচৈতন্যে রাখ ইহা পূর্ণ হইয়া যাইবে কোন অভাব থাকিবেনা। মনকে ক্ষণভঙ্গুর দেহে রাখ, ক্ষণভঙ্গুর সংসারে রাখ, ইহা সমস্ত নাশ করিবে। যাহার অহংটা দেহে নিবদ্ধ সেই অনর্থভাগী। অহংটাকে চৈতন্যে রাখ-আমি চৈতন্য, জগতের সবই চৈতন্য, চৈতন্যচিন্তায় সমস্তই চেতন হইয়া থাক্, সর্ব্বদুঃখ দূর হইবে, তুমিও চৈতন্যরূপে স্থিতি লাভ করিবে।

দেহের মধ্যে চৈতন্য কে তাহার অনুসন্ধান কর। যিনি দ্রষ্টা, যিনি সাক্ষী, তিনিই না চৈতন্য? তোমার মধ্যে যিনি বিজ্ঞাতা, তিনিই চৈতন্য, তিনিই আত্মা। বিজ্ঞাতাভাবে সর্ব্বদা থাকিতে হইলে বিজ্ঞাতার নামটি

সর্ব্বদা জপ কর। একটি লইয়া তার দ্রষ্টা স্বরূপে থাকিতে থাকিতে নামও থাকিবে না, দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি লাভ হইয়া যাইবে। স্থিতি লাভ করিতে দেয় না সঙ্কল্প। সঙ্কল্প সমস্তই মিথ্যা, ইহা বলিয়া সঙ্কল্পকে দূর কর। তবেই হইল অভ্যাস ও বৈরাগ্য; এই দুইটিই মুক্তিপথে যাইবার উপায়।

---

১১৬ সর্গ উৎপত্তি প্রকরণ।

সাধক জন্মাবতার।

রাম। লবণরাজা রাজসূয় যজ্ঞ ফলে যে শাম্বরিকী মায়ায় অভিভূত হইয়াছিলেন ইহার প্রমাণ কি?

বশিষ্ঠ। আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম, সমস্তই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। লবণ রাজা পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ভগবন্ এসব কি? আমি যোগবলে সমস্ত জানিয়া তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলাম। তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

রাজসূয়স্য কর্ত্তারো যে হি তে দ্বাদশাব্দিকম্।
আপদ্দুঃখং প্রাপ্নুবন্তি নানাকার ব্যথাময়ম্॥ ৫

রাজসূয়ের কর্ত্তা যিনি তাঁহাকে দ্বাদশবর্ষব্যাপী নানাপ্রকার ব্যথাপ্রদ আপদ্দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ইন্দ্র লবণরাজার মানসিক যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে দুঃখ দিবার জন্য গগনমণ্ডল হইতে শাম্বরিকরূপধারী একজন দেবদূত প্রেরণ করেন। বার বৎসরের স্থানে লবণরাজা ৬০ বৎসর চণ্ডালতা অনুভব করেন। কারণ মানস যজ্ঞের ফল পাঁচগুণ অধিক। আমি যোগবলে ও প্রত্যক্ষে সমস্ত দেখিয়াছি। সন্দেহের কোন কারণ নাই।

রাম। মনই সব কর্ম্ম করে এবং ফলভোগও করে। তুমি মনকে সংশোধন কর। বিবেক দ্বারা মন ব্রহ্মেই লীন হয়।

চিত্তমেব সকলভূতাড়ম্বরকারিণীমবিদ্যাং বিদ্ধি। সা বিচিত্রকেন্দ্রজালং বশাদিদমুৎপাদয়তি। অবিদ্যাচিত্তজীববুদ্ধিশব্দানাং ভেদোনাস্তি বৃক্ষতরুশব্দয়োরিব। ইতি জ্ঞাত্বা চিত্তমেব বিকল্পনংকুরু। অভ্যুদিতে চিত্ত বৈমল্যার্কবিম্বে সকলং কবিকল্লোত্থদোষতিমিরাপহরণং। ন তদস্তি রাঘব যন্ন দৃশ্যতে যন্নাত্মীক্রিয়তে যন্নপরিত্যজ্যতে যন্ন ম্রিয়তে যন্নাত্মীয়ং যন্নপরকীয়ং সর্ব্বং সর্ব্বদা সর্ব্বো ভবতীতি পরমার্থঃ॥ ৮

চিত্তই সকল ভূতাড়ম্বরকারিণী অবিদ্যা। সেই অবিদ্যাই, বা চিত্তই, ইন্দ্রজাল মত বাসনা দ্বারাই বিচিত্র দৃশ্যজাল রচনা উৎপাদন করে। বৃক্ষ ও তরু শব্দের অর্থে যেমন কোন ভেদ নাই সেইরূপ অবিদ্যার সহিত চিত্ত জীব বুদ্ধি ইত্যাদি শব্দেরও কোন ভেদ নাই। ইহা জানিয়া চিত্তকে সঙ্কল্পশূন্য কর। চিত্ত সঙ্কল্প শূন্য হইলেই নির্ম্মল হইল। তখনই জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইয়া কল্পনাদোষতিমির নাশ করিয়েই। রাঘব! তখন এমন কিছুই নাই যাহা দেখা না যায়, আত্মীয় না করা যায়, না পরিত্যক্ত হয়, যাহা না মরে, না আত্মীয় হয়, না পরকীয় হয়। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন হইলে সমস্তই আত্মভূত বলিয়া অনুভূত হয়, দ্বৈতভাব ত্যাগ হয়, অনাত্মা মরণশীল ক্ষণধ্বংশী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা নিত্যবিদ্যমান ও সর্ব্বময় তাহাই ব্রহ্ম।

এই যে বিচিত্র ভাবরাশি—এই যে বিচিত্র দৃশ্যসমূহ ইহাদের ভেদজ্ঞান একপিণ্ডতা তখন প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একরস ব্রহ্মাত্মভাব প্রাপ্ত হয়, যেমন অপক্ক মৃত্তিকা নির্ম্মিত বিচিত্র ভাণ্ডকলসাদি জলে গলিয়া একতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ।

রাম। আপনি বলিলেন মনোনাশে সকল দুঃখের নাশ হয় মনঃ পরিক্ষয়ে সকলসুখদুঃখানামন্তঃ প্রাপ্যতইতি কিন্তু বলুন তাদৃশ চঞ্চল মন ঐরূপে সত্তাশূন্য হয় কিরূপে?

বশিষ্ঠ। শ্রবণ কর কিরূপে মনের নাশ হয়। শুনিলে তুমি ইন্দ্রিয় ব্যাপারের দূরবর্ত্তী পরব্রহ্মে মনকে যুক্ত করিতে পারিবে।

ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বভূতের স্বাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই ত্রিবিধ উৎপত্তির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহার মধ্যে প্রথম মনঃসঙ্কল্প

আমি দেহী—চতুর্ম্মুখাকার দেহবান্ এই প্রকার যে ব্রহ্মরূপিণী কল্পনা এই কল্পনা, এই ব্রহ্ম যাহা সঙ্কল্প করেন তাহাই দেখেন। সেই কল্পনা দ্বারা এই ভুবনাড়ম্বর কল্পিত হয়। ঐই কল্পনার জগৎ প্রপঞ্চে তিনিই জনন মরণ সুখদুঃখ মোহাদি সংসার কল্পনা করেন। এই সৃষ্টি তখন দেবতা অসুরাদি বহু নামে মন্থর—গুরুতর হইয়া চতুঃসহস্রকল্প পর্য্যন্ত থাকে পরে আপনিই আতপে হিমকণিকার ন্যায় অনন্ত শায়ী নারায়ণে লয় হয়। পুনঃ সৃষ্টিকালে ব্রহ্মরূপিণী কল্পনা (ব্রহ্মা) ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হয়। আবার অন্য প্রকারে সৃষ্টিরূপে ইহাই উৎপন্ন হয় আবার লয় হয় এইরূপে ঐ প্রাক্তনী কল্পনা ভূয়োভূয় উৎপন্ন হইয়া সংসার রূপে পরিণতি লাভ করতঃ আপনিই আবার উপশম লাভ করে। এই প্রকারে অনন্ত কোটি ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডে এবং অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে গত হইয়াছে আবার হইবে হইতেছে অপরাপর কত অসংখ্য ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড আছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

সমষ্টি মনকে যেমন পুরুষ যত্নসাধ্য উপাসনা জ্ঞান দ্বারা শাম্য করা যায় সেইরূপ ব্যষ্টি মন হইতেও জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা জনম মরণ কাম কর্ম্ম বাসনা প্রশমিত করা যায় কাজেই মনোনাশ অসম্ভব নহে।

পরমাত্মাতে বিরাজিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্ঠিমন বা ব্যষ্ঠি জীব যেরূপে জন্মে সংসার করে এবং মুক্ত হয় তাহাও শুন।

মহাপ্রলয়ে সমস্ত উপাধির লয় হয়। তখন অব্যাকৃত লীন জীব সমূহের সংস্কার মাত্রে পরিশিষ্টা মনঃশক্তি থাকে। প্রথমে অব্যাকৃত হইতে শব্দতন্মাত্রাত্মক আকাশশক্তি আবির্ভূত হয়, আকাশ শক্তি আবির্ভূত হইলে ঐ মনঃশক্তি সমুত্থিতা প্রথমোৎপন্না আকাশ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া আপনি উৎপন্ন হইয়া পরে পবন শক্ত্যাত্মক স্পর্শতন্মাত্র উদয়ে পবনের স্পন্দনে ঈষৎ চলন যোগ্যতা লক্ষণ ঘন সঙ্কল্পত্ব প্রাপ্ত হয়। পরে এই মনঃশক্তি সম্মুখ প্রাপ্ত রূপ রস গন্ধ তন্মাত্রভাব প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের পঞ্চতন্মাত্র স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণতা অর্থাৎ মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার রূপ ব্যবহার বীজ প্রাপ্ত হয়। ইহারাই জীবের উপাধি।

পরে পঞ্চতামাত্র রূপে ক্রমশ পরিপুষ্ট মনঃশক্তি পঞ্চীকৃত পঞ্চ স্থূল প্রকৃতি হয়। তখন সেই পঞ্চীকৃত গগন পবন তেজোরূপ সঙ্কল্প হইতে ক্রমে নীহার বৃষ্টি প্রভৃতির জলরূপে পরিণত হইয়া শালি গোধূমাদি শস্যের অন্তরে প্রবেশ করে. করিয়া অন্ন হয়। সেই অন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক ভুক্ত হইলে শুক্ররূপে পরিণত হইয়া স্ত্রী যোনি ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হয়। ক্রমে কলল-বুদ্‌বুদ হইয়া প্রাণীগর্ভে আগমন করে।

জায়তে তস্মাৎ ততঃ পুরুষ-সম্পদ্যতে॥ ২০

তদনন্তর দেহবান জীব হইয়া উৎপন্ন হয়।

তেন পুরুষেণ জাতমাত্রেণৈব বাল্যাৎ প্রভৃতি
বিদ্যা গ্রহণং কর্ত্তব্যং গুরবোঽনুগন্তব্যাঃ॥ ২১॥

বাল্যকাল হইতেই গুরুর অনুগত হইয়া ঐ পুরুষের বিদ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পরে ক্রমে ক্রমে তোমার মত সেই পুরুষের চিত্ত—চমৎকৃতি অর্থাৎ বিবেক বৈরাগাদি জন্মে।

সেই স্বচ্ছ চিত্ত বৃত্তি সম্পন্ন পুরুষের নিকট সংসার হেয় ও মোক্ষ উপাদেয় এই বিচার উদিত হয়।

ব্রাহ্মণাদি উত্তম জাতি যখন ঐরূপ বিচার বিশিষ্ট হয়েন তখন তাঁহাদের অন্তরে জ্ঞানদাপ্ত যোগভূমিকাসকল ক্রমানুসারে আবির্ভূত হয়।

---

১১৭ সর্গ উৎপত্তি প্রকরণ।

সপ্ত অজ্ঞান ভূমিকা বা সপ্তবিধ মোহ বর্ণন।

রাম। কীদৃশ্যোভগবন্ যোগভূমিকাঃ সপ্তসিদ্ধিদাঃ।
সমাসেনেতি মে ব্রূহি সর্ব্বতত্ত্ববিদাম্বর॥ ১॥

ভগবন্ আপনি সর্ব্বতত্ত্ববিদ্‌শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপুরুষার্থসাধিনী সপ্ত—যোগ ভূমিকা কিরূপ তাহাই সংক্ষেপে আমাকে বলুন।

দেখিতে পাননা বলিয়া আপন স্বরূপ ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখেন। আবার জীব ভাবটি স্বরূপ বিস্মৃতির ফল। ব্রহ্ম, আত্মশক্তি মায়াকে যখন দেখেন তখন স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও তিনি "স্বয়মন্যমিবোল্লসন্" আমি আমি নই, আমি অন্য, এই এক উল্লাস তিনি যেন প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই মায়া। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এই বিচিত্র সৃষ্টি অজ্ঞানেরই কল্পনা। ব্রহ্ম সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও মায়া দেখিয়া আপনাকে বহু কল্পনা করেন। এই অজ্ঞানও কাল্পনিক। ইহা বাস্তবিক সত্য নহে। কল্পনার সামর্থ্যে এইরূপ বোধ হয়।

মুমুক্ষু। চিত্তস্পন্দন কল্পনা জন্য জগৎ দর্শন হয় বুঝিলাম কিন্তু জগৎ পূর্ণ কিরূপে আবার বলুন?

শ্রুতি। ব্রহ্মের অংশাশি ভাব নাই পূর্ব্বে বলিয়াছি। যিনি পূর্ণ তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র পূর্ণ। কাজেই সেই পূর্ণ ব্রহ্মই অজ্ঞানে যখন জগৎরূপে দৃষ্ট হয়েন তখন ত জগৎ বলিয়া কোন একটা খণ্ড পদার্থ দেখা হইতেছে না, ব্রহ্মই জগৎরূপে দেখা হইয়া যায়। কাজেই পূর্ণ ব্রহ্মই পূর্ণজগৎরূপে দৃষ্টি গোচর হয়েন।

অজ্ঞানী জ্ঞানীর মুখে শুনিয়া এইরূপ প্রত্যয় করেন সত্য তিনি জগৎকেও যেমন পূর্ণ দেখেন না সেইরূপ ব্রহ্মকেও পূর্ণ দেখেন না। পূর্ণত্ব তাঁহার চক্ষে অনুমান মাত্র।

মুমুক্ষু। জগতের সমস্ত বস্তুই কি তবে ব্রহ্ম? শ্রুতি যে বলেন "**সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম**" ইহার অর্থ কি?

শ্রুতি। চিন্মাত্রং চেতনং বিশ্বমিতি যজ্‌জ্ঞাতবানসি।
ন কিঞ্চিদেব বিজ্ঞাতং ভবতা ভবনাশনম্॥

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকেই যদি চিন্মাত্র চেতন বলিয়া অবগত হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি ভবনাশের উপায় কিছুমাত্র জানিতে পার নাই। ভিতরে চিৎকে ধরিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইতে পারিলে সঙ্কল্প সহিত মনের নাশ হইবে তখন আর দৃশ্য দর্শন থাকিবে না। দেখিবার বস্তু নাই কাজেই দ্রষ্টাও নাই, দর্শনও নাই। এইরূপে জগদ্দর্শন উপশম প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মভাবেই স্থিতিলাভ হইবে। এই কথা পরে আলোচনা করা যাইবে।

মুমুক্ষু। "**পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে**" ইহা এখন যেন বুঝিতেছি। তথাপি আপনি আর একবার বলুন।

শ্রুতি। পূর্ণব্রহ্ম হইতে যাহার উদয় হয় তাহাও পূর্ণ ইহার অর্থ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। তোমার সংশয় হইতেছে নিরাকার চৈতন্য হইতে এই সাকার বিশ্ব

কিরূপে উদিত হইতেছে? উত্তরে বলি অচেতন রজ্জু হইতে সচেতন সর্প উদিত হয় কিরূপে তাই বল? জড় স্থাণুটা জীবন্ত পুরুষ হইয়া ভয়ের কারণ হয় কিরূপে তাহা বল? অবিদ্যার শক্তিতে ইহা হয়। বলিতে পার চেতন সর্প পূর্ব্বে দেখা ছিল তাই জড়রজ্জুটাতে সর্পের আরোপ হয়—ইহা সম্ভব। কিন্তু সাকার বিশ্বত ছিল না তথাপি ব্রহ্মে বিশ্বের আরোপ কিরূপে হইবে? বিশ্ব নাই সত্য কিন্তু অবিদ্যার মধ্যেই বিচিত্র কল্পনা থাকে। অবিদ্যা অনাদি কিন্তু ইহার অন্ত আছে বলিয়া ইহা অনন্ত নহে। অবিদ্যা, যাহা কখন নাই তাহা দেখাইতে পারে, তাহা কল্পনা করিতেও পারে। অবিদ্যা হইতেছে অঘটনঘটনপটীয়সী। তার পরে অবিদ্যার কল্পনাই যখন পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে সাকার বিশ্বরূপে ভাসে তখন ত বিশ্বের রূপ হইতেছে নিরাকার, কল্পনা। সেই জন্যই বলা হয় এই বিশ্বটা চিত্তস্পন্দন কল্পনা; এই বিশ্বটাকে "যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রিজালং চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্" এই জগৎটা নিজবোধরূপ ব্রহ্ম চৈতন্যে কল্পিত ইন্দ্রজাল; ইহা মনের বিলাস মাত্র। সেইজন্য জ্ঞানগুরু বশিষ্ঠদেব আমার কথা—শ্রুতিবাক্য বুঝাইয়া বলিতেছেন—

আকারিণি যথা সৌম্যে স্থিতা স্তোয়ে মহোর্ম্ময়ঃ।
অনাকৃতৌ তথা বিশ্বং স্থিতং তৎসদৃশং পরে॥ ২৭
পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি যৎ তৎ পূর্ণং নিরাকৃতি।
ব্রহ্মণো বিশ্বমাভাতং তদ্ধি স্বার্থং বিচক্ষিতম্॥ ২৮
পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি সংস্থিতং পূর্ণমেব তৎ।
অতো বিশ্বমনুৎপন্নং যচ্চোৎপন্নং তদেবতৎ॥ ২৯

যেমন আকার বিশিষ্ট সুস্থির সলিলে আকার বিশিষ্ট মহোর্ম্মিমালা অবস্থিতি করে সেইরূপ নিরাকার পরব্রহ্মে ব্রহ্ম সদৃশ জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। বুঝিতেছ কি বলিতেছি? বলিতেছি যেমন নানা প্রকার আকার বিশিষ্ট উর্ম্মিমালা সমূহের যথার্থরূপ হইতেছে সেই সৌম্য অর্থাৎ নিশ্চল বলিয়া প্রসন্ন সমুদ্র, সেইরূপ নানা আকার বিশিষ্ট জগৎও সেই নিশ্চল ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সুবর্ণের আকার যে বলয় এই আকারটি গ্রহণযোগ্য কিছুই নহে কাজেই সুবর্ণ বলয়টি সুবর্ণ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—আকারটি একটি ভ্রম মাত্র। পুনঃ পুনঃ দেখার অভ্যাসে এই আকারটা মন হইতে সরান যায় না। সেইরূপ জগতের বিচিত্র আকারটা ভ্রান্তি মাত্র ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই জগৎটা যে ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নহে ইহা প্রতিপন্ন হয়। শ্রুতি এই জন্য বলিতেছেন—

অস্তিভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্॥
অপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দ তৎপরঃ।
সমাধিং সর্ব্বদা কুর্য্যাৎ হৃদয়ে বাহ্যথবা বহিঃ॥

অস্তি ভাতি প্রিয় অর্থাৎ সৎ চিৎ আনন্দ এবং নামরূপ এই লইয়া জগতের যা কিছু। তন্মধ্যে অস্তি ভাতি প্রিয় এই তিনটি ব্রহ্মের রূপ এবং নামরূপ এই দুইটি জগতের রূপ। নাম ও রূপ যদি উড়াইয়া দিতে পার তবে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিরস্থিতি লাভ করিতে পারিবে। ইহা যদি না পার তবে সচ্চিদানন্দ তৎপর হইয়া মিথ্যা নাম রূপের কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া হৃদয়ে বা বাহিরে সর্ব্বদা সমাধি অভ্যাস কর। শেষে—

হৃদীব বাহ্যদেশেঽপি যস্মিন্ কস্মিংশ্চ বস্তুনি।
সমাধিরাদ্য সন্মাত্রান্নামরূপ পৃথক্‌কৃতিঃ॥

নামরূপ পৃথক্ করিয়া সন্মাত্রে সমাধি কর।

বশিষ্ঠদেব পরে বলিতেছেন জগৎটা ব্রহ্মের জীবোপাধী গ্রহণের পর উৎপন্ন। অজ্ঞান অর্থাৎ স্বস্বরূপের বিস্মৃতি ভিন্ন জীব সাজা হয়না। এই অজ্ঞানের অন্তর্ভূত বিচিত্র কল্পনা ব্রহ্মে উৎক্ষিপ্ত হইলেই ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখা হইয়া যায়। তাই বলা হইতেছে সেই পূর্ণব্রহ্ম হইতে ঔপাধিক জীবভাব দ্বারা প্রকাশিত এই যে জগৎ ইহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রসার প্রাপ্ত হয়। "যৎ পূর্ণাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ ঔপাধিক ভেদন জীবভাবেন প্রসরতি তৎ পরমার্থতঃ পূর্ণমেব। অখণ্ড ব্রহ্ম হইতে খণ্ড জীব যে আসিল তাহাও লৌকিক দৃষ্টিতে খণ্ড মাত্র কিন্তু পরমার্থতঃ পূর্ণই। যেমন ঘট উপাধিতে পরিচ্ছিন্ন মত আকাশ সর্ব্বদাই সেই পূর্ণ আকাশ, সেইরূপ ব্রহ্ম ও উপাধি যোগে যেন পরিচ্ছিন্ন জীবমত বোধ হইলেও পরমার্থ ভাবে তিনি সর্ব্বদাই পূর্ণ। তত্র সাকারস্য পূর্ণত্বাযোগাৎ যৎ পূর্ণং তৎ নিরাকৃতি। যদি পূর্ণং তর্হি কিমর্থং বিশ্বাত্মনা জীবভাবেন চাভাৎং তত্রাহ-যদিতি। যৎ বিশ্বাত্মনা ভাতং তদ্ধি স্বার্থং স্বরূপলাভপ্রয়োজনসিদ্ধয়ে বিচক্ষিতং দিদৃক্ষিতম্। ক্রমাৎ অধিকারিশরীরপ্রাপ্ত্যা স্বতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারেণ অজ্ঞান তিরোহিত-স্বাত্মলাভার্থং জগৎ জীব ভাবেন প্রসরতীত্যর্থঃ। তত্রাচ শ্রুতিঃ। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্যরূপং প্রতিচক্ষণায় ইতি। যাহা সাকার তাহাতে পূর্ণের যোগ কিরূপে হইবে? সেই জন্যই ত বলা হয় পূর্ণ ব্রহ্ম জগৎরূপে ভাসিলেও যাহা পূর্ণ তাহা নিরাকার। আকার ভ্রম মাত্র। যদি জিজ্ঞাসা কর ব্রহ্ম যখন

পূর্ণই তখন কিজন্ত তিনি বিশ্বাত্মারূপে, জীব রূপে, আভাসিত হয়েন? বিশ্বাত্মারূপে খণ্ডরূপে তাঁহার যে প্রকাশ ইহাও স্বস্বরূপ লাভ প্রয়োজন সিদ্ধি জন্য। ক্রম অনুসারে অধিকারী শরীর প্রাপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র সাক্ষাৎকার দ্বারা অজ্ঞান তিরোহিত হয়। এই আত্মলাভ জন্য জগৎ ভাবে জীবভাবে ইনি প্রসার প্রাপ্ত হয়েন। শ্রুতিও বলেন আপন স্বরূপ আস্বাদন জন্যই বহু বহু রূপ ধারণ। তাই বলিতেছেন পূর্ণ হইতে বিসৃত হইয়া যাহা অবস্থিতি করে তাহাও পূর্ণ; অতএব এই বিশ্ব পৃথক্ ভাবে অনুৎপন্ন। আর যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। সেই জন্যই বলা হইতেছে সেই ব্রহ্মে, সেই পরম পদে, যিনি চিত্ত লাগাইতে পারেন তাঁহার সম্বন্ধে জগৎ নাই।

জ্ঞানিগণ জগৎকে কিরূপ ভাবেন কিরূপ দেখেন তাহা ভাল করিয়া ধারণা কর; যদি কখন কোন ভাগ্যে জ্ঞান লাভের পথে যাইতে পার তখন জগৎ সম্বন্ধে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিশেষ উপকার করিবে।

ব্রহ্মের সহিত জগতের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বিশ্বটা ব্রহ্মেরই সত্তামাত্রাত্মক। আবার সলিলের অন্তর্গত বীচিবন্যায়, মৃত্তিকার অন্তর্গত ঘটের ন্যায়, যাহাতে জগৎ সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে সেই ব্রহ্মও শূন্য নহেন। যেমন সলিল ও তরঙ্গ উভয়ই সাকার সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মের অন্তর্গত যাহা তাহাও নিরাকার হইবেই। এই জগৎকে আকার বিশিষ্ট দেখা গেলেও ইহা ভ্রমেই আকার বিশিষ্ট মনে হয়, বাস্তবিক কিন্তু জগৎটা নিরাকারই। এই যে বাহিরে জগৎটা দাঁড়াইয়া আছে ইহা কোথায় অনুভূত হইতেছে? যাহা দেখিতেছ তাহা মনের মধ্যেই আছে। মনে যাহা থাকে তাহা কল্পনা মাত্র। কল্পনা নিরাকার এই জন্য এই চিত্তস্পন্দন কল্পনা নিরাকার। যেমন অনুৎকীর্ণ স্তম্ভে কাষ্ঠপুত্তলিকা অবস্থান করে তাহার ন্যায় এই জগৎ সেই পরব্রহ্মেই অবস্থান করে, এই জন্য ইহা শূন্যও নহে। শূন্যের কোন নামও নাই, রূপও নাই; বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় ইহা অভাব পদার্থ, ইহা মিথ্যা। সুতরাং তাহাতে কোন কিছুর অবস্থান সম্ভব নহে। পরমাত্মাও সেইরূপে শূন্য নহেন। জগৎ সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, ইহা যাহাতে অবস্থিতি করতঃ প্রতিভাত হইতেছে তাহা শূন্য হইবে কিরূপে? ফলে ব্রহ্ম ভরিত পদার্থ; ইনি শূন্য নহেন; ইনি পূর্ণ চৈতন্য। জগৎটাও শূন্য নহে; ইহাও চৈতন্যই। অবিদ্যার আবরণে ইহার একটা আকার দেখা যায়। যেমন কম্বল ঢাকা দিয়া মানুষ ভল্লুক সাজে সেইরূপ চৈতন্যকে অবিদ্যা আবরণে জগৎরূপে দেখা যায়।

বিচার ঠিক ভাবে কর কোনটাই অসম্ভব লাগিবে না। বিচার না করিতে পারিলেই হিঁয়ালি বোধ হইবে। যেমন সুস্থির সলিলে তরঙ্গের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব উভয়ই আছে সেইরূপ পরব্রহ্মে জগতের বিদ্যমানতা অবিদ্যমানতা দুইই আছে। অস্পন্দ চিতে জগৎ নাই স্পন্দচিতে আছে। ব্রহ্ম ব্যাপক এবং স্পন্দ ও অস্পন্দ স্বরূপ বিশিষ্ট। জগৎ ভ্রান্তি দূর করিতে হইলে অভ্যাস ও বৈরাগ্য উভয়ই আবশ্যক। যখন ব্রহ্ম স্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন কিছু গ্রহণে অভিলাষ থাকে না তখনই বৈরাগ্য পূর্ণ হয়। যখন আবার চৈতন্যে মনটি ডুবিয়া যায় তখন আমি অভ্যাস মত ব্যবহার কর্ত্তা হইয়াও আমি কিছুই করি না, তখন কর্ত্তা এই বোধও আদৌ উঠে না। অতএব মনে রাখিও এই পরিদৃশ্যমান বিস্তৃত জগৎ আদৌ অনুৎপন্ন ছিল পরে স্বীয় ব্রহ্মভাব প্রযুক্ত সেই বিমলাত্মাতেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। জগৎটা ভ্রম মাত্র। যাহা দেখা যাইতেছে ইহা ভ্রমশূন্য হইয়া দেখিলে নিরাময় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এটি চেতন সেটি চেতন ওটি চেতন এই ভাবে জগতের সকলই ব্রহ্ম ইহা বিচারের রীতি নহে আগে চৈতন্যের উপলব্ধি ভিতরে করিয়া করিয়া ভিতরে বাহিরে যখন চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই থাকে না তখন যে জগৎ বিস্মৃতি তাহাই যথার্থ ভ্রমের নাশ ক্রম।

মুমুক্ষু। মা! আপনার অমৃতায়মান উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় হইতে যেন একখানা প্রস্তর সরিয়া যাইতেছে। আপনি পুনরায় বলুন পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ কিরূপ?

শ্রুতি। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়" ইহার অর্থ হইতেছে ব্রহ্ম পূর্ণ বলিয়াই জগৎ পূর্ণ। পূর্ণ জগতের পূর্ণত্বটি যাহা তাহা যদি গ্রহণ করিতে পার তবেই পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে।

মুমুক্ষু। কিরূপে গ্রহণ করিব?

শ্রুতি। অবিদ্যাকৃত উপাধি সংসর্গ জন্য যে খণ্ড ভাব চক্ষে ভাসিতেছে বিচার দ্বারা, বিদ্যা দ্বারা, নামরূপ বিশিষ্ট উপাধিটি মুছিয়া ফেলিতে পারিলেই ঘট মধ্যবর্ত্তী আকাশকে আর ঘটের মধ্যে দেখিবেনা পূর্ণাকাশরূপেই স্থিত দেখিবে। পূর্ণ ব্রহ্মই জগৎ রূপে দেখা যাইতেছে, এই ভাবে পূর্ণ চৈতন্যের চিন্তাকে মুখ্য করিতে পারিলেই পূর্ণ জগতের পূর্ণত্ব গ্রহণ হইল। ইহা করিলে পূর্ণ ভাবে স্থিতি লাভ করিবে।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

প্রথমমাত্মজ্ঞানে সমর্থানাধিকারিণ উদ্দিশ্যোপদিশতি স্বয়মাচার্য্যরূপা শ্রুতিঃ।

হরিঃ ওঁ॥ ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥১॥

ঈশা ঈষ্ট ইতীট্ তেনেশা। ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বস্য। স হি সর্ব্বমীষ্টে সর্ব্বজন্তূনামাত্মা সন্ প্রত্যগাত্মতয়া। তেন স্বেনরূপেণাত্মনা ঈশা। [শঙ্করাচার্য্যঃ]

যথা আদর্শাদিষু প্রতিবিম্বানাম্ আত্মা সন্ বিম্বভূতো দেবদত্ত ঈশিতা ভবতি তথা কল্পিতভেদেন ঈশিত্রীশিতব্যভাবসম্ভবাৎ ন বাস্তবভেদাদ্বানাং সম্ভবতীত্যর্থঃ [আনন্দগিরিঃ]

ঈশা ঈশ্বরেণ অন্তর্যাম্যাত্মনা [ভাস্করাচার্য্যঃ] আনন্দাত্মনা [শঙ্করানন্দঃ] ঈষ্ট ইতীট্ ঈশ। ঐশ্বর্য্যে ক্বিপ্ তেন [রামচন্দ্রঃ]

ঈশিত্রা পরমেশ্বরেণ পরমাত্মনা সর্ব্বজন্তূনামাত্মভূতেন স্বেন আত্মনা [আনন্দভট্টঃ] সর্ব্বস্যেশিতা পরমেশ্বরঃ। স হি সর্ব্বজন্তূনাম্ আত্মত্বাৎ সর্ব্বমীষ্টে তেন আত্মনা পরমেশ্বরেণ [অনন্তাচার্য্যঃ]।

ঈশা ঈশিত্রা শাসয়িত্রা জগতঃ সৃষ্টিস্থিতিনাশ কর্ত্রা ঈশ্বরেণ চিদ্রূপেণ ব্রহ্মণা। স চ ঈশ্বর শ্চৈতন্য স্বরূপঃ কর্ত্তৃত্বস্বভাবাৎ। **"এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে" ইতি শ্রুতিঃ প্রশ্নঃ ৪।৯ [সত্যানন্দঃ]**

বাস্যং আচ্ছাদনীয়ম্ [শঙ্করঃ] বস আচ্ছাদনে। অস্যরূপং বাস্যম্। তত্বত ঈশ্বরাত্মকমেব সর্ব্বং ভ্রান্ত্যা যদনীশ্বররূপেণ গৃহীতং তৎসর্ব্বমীশ্বর এব—আত্মৈব ইতি জ্ঞানেন আচ্ছাদনীয়ম্ [আনন্দগিরিঃ] বাস যোগাৎ অধিষ্ঠানেন আচ্ছাদনীয়ং বা [রামচন্দ্রঃ] বস নিবাসে। বাস্যং নিবসনীয়ম্ [আনন্দভট্টঃ] বাস্যং বস আচ্ছাদনে। আচ্ছাদনীয়ং সর্ব্বং তেন ব্যাপ্তং ইত্যর্থঃ **"স এবাধস্তাৎ স এবোপরি পরিষ্টাৎ" "অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত"** ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যদ্বা বাস্যং বস নিবাসে। বাসিতং উৎপাদিতং স্থাপিতং

নিয়মিতঞ্চ। **যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।" "যময়ত্যেষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃত"** ইত্যাদিশ্রুতেঃ [অনন্তাচার্য্যঃ]

ঈশাবাস্যং। কিম্? **ইদং সর্ব্বং** প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রতীয়মানং আত্মব্যতিরিক্তং সর্ব্বং [আনন্দ ভট্টঃ] পরিদৃশ্যমানং ক্ষয়োপচয়লক্ষণং সর্ব্বং [সত্যানন্দঃ] সর্ব্বশব্দার্থমাহ—

যৎকিঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ [আচার্য্যঃ] ভূতভৌতিকং [শঙ্করানন্দঃ]

জগত্যাং পৃথিব্যাং ব্রহ্মকটাহভূমৌ [শঙ্করানন্দঃ]

জগৎ গচ্ছতি প্রাপ্নোতি অস্তি [ভাস্করানন্দঃ] তৎ সর্ব্বং স্বেন আত্মনা ঈশেন প্রত্যগাত্মতয়া অহমেবেদং সর্ব্বমিতি পরমার্থসত্যরূপেণানৃতমিদং সর্ব্বং চরাচরং আচ্ছাদনীয়ং স্বেন পরমাত্মনা। যথা চন্দনগরুর্ব্বাদেরুদকাদি সম্বন্ধজক্লেদাদিজমৌপাদিকং দৌর্গন্ধং তৎস্বরূপ-নির্ঘর্ষণেন আচ্ছাদ্যতে স্বেন পারমার্থিকেন গন্ধেন তদ্বদেব হি স্বাত্মনি অধ্যস্তং স্বাভাবিকং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি লক্ষণং দ্বৈতরূপং জগৎ আচ্ছাদনীয়ম্ [শঙ্করাচার্য্যঃ] ঈশ এবেদং সর্ব্বমিতি ভাবনয়া তিরোভাবনীয়ং তৎতৎবুদ্ধি স্ত্যজেতি ভাবঃ [ভাস্করানন্দঃ] চেতনাত্মকং ঈশ্বরমেবেদ ইতি বুদ্ধিঃ করণীয়েত্যর্থঃ [শঙ্করানন্দঃ] ঈশ্বরেণেদং প্রত্যক্ষং সর্ব্বং ভূতজাতং বাসযোগ্যমধিষ্ঠানেন আচ্ছাদনীয়ম্ [রামচন্দ্রঃ] সর্ব্বেষু স্বকার্য্যেষু স্বকারণভূতে নিবাস্যম্। কার্য্যস্য কারণসত্তা প্রকাশ ব্যতিরেকেণারোপিতস্যাধিষ্ঠান প্রকাশ ব্যতিরেকেণ পৃথক্‌সত্তাপ্রকাশনাভাবাদেবেদং সর্ব্বং জগদীশা বাস্যম্ [আনন্দভট্টঃ] জগৎ পদার্থানাং লৌকিকদৃষ্টৌ জগৎরূপত্বে সত্যপি পরমার্থদৃষ্টৌ তেষাং চিদ্রূপত্বমবধার্য্যমিত্যর্থঃ। অনন্ত-অচিন্ত্য-শক্তি সম্পন্নস্য ব্রহ্মণো মায়াশক্তিরেব জগৎরূপেণ বিবর্ত্তয়তি। সা চ শক্তিঃ শক্তিশক্তিমতোরভেদত্বাৎ ব্রহ্মাভেদ হেতুত্বেন চিদ্রূপিণী। সৈব সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা জগদুপাদানভূতা মূলপ্রকৃতিঃ। সা শক্তিরাত্মনশ্চিদ্রূপত্বং নিয়ম্য জড়রূপেণাবির্ভবতি জীবানাং কর্ম্মফলভোগসম্পাদনার্থং। বস্তুতস্তু জগতি ন কিঞ্চিজ্জড়মস্তি। **"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ছা** ৩।১৪।১ **আত্মৈবেদং সর্ব্বং"** ছা, ৭।২৫।২ **"পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপোব্রহ্ম পরামৃতং"** **মুণ্ডক** ২।১।১০ **ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠম্"** মুণ্ডক ২।২।১২ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ। কর্ম্মফলপরিপাকেন শুদ্ধচিত্তা জ্ঞানিনঃ সর্ব্বং জগদ্ ব্রহ্মণাচ্ছাদয়ন্তি ব্রহ্মস্বরূপেণ পশ্যন্তীত্যর্থঃ [সত্যানন্দঃ]

কথ মৈবং সতি ব্যবহারঃ? অত আহ—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ সর্ব্বমেব নামরূপাখ্যং বিকারজাতং পরমার্থসত্য-ভাবনয়াত্যক্তং স্যাৎ তেন ত্যাগেন। নহি ত্যক্তোমৃতঃ পুত্রোবা ভৃত্যোবা আত্ম-সম্বন্ধিতায়া অভাবাৎ আত্মানং পালয়তি, অতস্ত্যাগেনেত্যয়মেব বেদার্থঃ। ভুঞ্জীথাঃ পালয়েথাঃ। [শঙ্করাচার্যঃ] ত্যাগেন আত্মাবক্ষিত স্যাৎ নিষ্ক্রিয়-আত্মস্বরূপাবস্থান-অনুকূলত্বাৎ ত্যাগস্যেত্যর্থঃ [আনন্দগিরিঃ] আত্মনোঽন্যাত্মনা ত্যক্তেন তেন জগতা ভুঞ্জীথাঃ ব্যবহারং পালয়েথাঃ [ভাস্করানন্দঃ] অনেন সর্ব্বেণ ত্যক্তেন ত্যক্ত-স্বস্বামি সম্বন্ধেন ভোগান্ ভুঞ্জীথা অনুভবেঃ [উবটাচার্য্যঃ] "যস্মাৎ ব্রহ্মাত্মকং সর্ব্বং তস্মাৎত্যক্তেন সর্ব্বদা। পালয়েথাঃ স্বমাত্মানং স্বস্বরূপং নিরঞ্জনম্॥ সংন্যস্য সর্ব্ব কর্ম্মাণি ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়ন্। রক্ষণীয়ঃস্বয়ং চাত্মা সংসারাদজ্ঞকল্পিতাৎ [ব্রহ্মানন্দঃ] জগৎ চেতনাত্মকমীশ্বর এবেদং ইতি বুদ্ধ্যুৎপাদে সাধনমাহ—তেন জগতা ত্যক্তেন তদ্‌বুদ্ধ্যা গৃহীতেন ভুঞ্জীথা ঈশ্বরতত্ত্বসাক্ষাৎকারলক্ষণং ভোজনং কুর্য্যাঃ [শঙ্করানন্দঃ] তেন ত্যক্তেন নামরূপত্যাগেন তৎবুদ্ধ্যাগৃহীতেনেতি বা ভুঞ্জীথাঃ পূর্ব্বোক্তমাত্মানমনুভবেঃ। বা যদৃচ্ছাপ্রাপ্তভোগানুভবেঃ। স্বাত্মানং জননমরণাদি দুঃখাৎ পালয়েথাবা স্বসুখমনুভবেরিতি বা [রামচন্দ্রপণ্ডিতঃ] তেন স্বস্মিন্নারোপিতস্য অহমিদং মমেদং ইত্যেবং অনাত্মকস্য সর্ব্বস্য অনর্থভূতস্য জগতঃ ত্যক্তেন ত্যাগেন সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতস্বরূপযাথাত্ম্য-অনুভবসামর্থ্য সিদ্ধেন ত্যক্তেন ত্যাগেন আত্মানং ভুঞ্জীথাঃ পালয়েথাঃ **জ্ঞাত জ্ঞাত প্রাপ্যং প্রাপণীয়ম্। আত্মা-লাভান্নপরং বিদ্যতে** ইতি শ্রুতেঃ [আনন্দভট্টঃ] ঈশা ত্যক্তেন বিসৃষ্টেন দত্তেন স্বাদৃষ্টানুসারিণা বিষয়েণ ভুঞ্জীথা ভোগাননুভবেঃ [অনন্তাচার্য্যঃ] তেন তস্মাৎ সর্ব্বশো জগতো ব্রহ্মভাবিতত্বাৎ ত্যক্তেন ত্যক্তং যথা স্যাৎ তথা ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগেন অনাত্মধারণাবিবর্জ্জিতেন ভুঞ্জীথাঃ [সত্যানন্দঃ]

মা গৃধঃ এবং ত্যক্তৈষণস্ত্বং মা গৃধঃ গৃধিং আকাঙ্ক্ষাং মাকার্ষীঃ ধনবিষয়াম্ [শঙ্করাচার্য্যঃ] ব্যবহারদৃষ্ট্যাঽপি আত্মন এবেদং সর্ব্বং শেষভূতং জড়স্য চিৎপর-তন্ত্রত্বাৎ অতঃ অপ্রাপ্তে বিষয়ে নাকাঙ্ক্ষা কর্ত্তব্যা। পরমার্থতস্ত আত্মৈব সর্ব্বং ইতি আকাঙ্ক্ষাবিষয় এব নাস্তীত্যর্থঃ [আনন্দগিরিঃ]

গৃধু অভিকাঙ্ক্ষায়ামিতি মা অভিকাঙ্ক্ষয় মা কৃথা মমেদমিতি [উবটাচার্য্যঃ] গৃধিং বৈ ধনবিষয়াং মাকার্ষী স্বং কথঞ্চন [ব্রহ্মানন্দঃ] জগৎবুদ্ধেরনুৎপাদে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ লক্ষণমুপায়মাহ—মা গৃধঃ মা অভিলাষং কার্ষীঃ [শঙ্করানন্দঃ] ঈশেনত্যক্তেন বিসৃষ্টেন দত্তেন স্ব-অদৃষ্টানুসারিণা বিষয়েণ ভোগা অনুভবেঃ।

ইতোঽধিকং মাগৃধঃ মা কাঙ্ক্ষীঃ। ইতো মমাধিকং ভবত্বিতি ধিয়ং ত্যজেত্যর্থঃ। পরমাত্মাধীনত্বেন তদিচ্ছায়া ব্যহৃত্বাদিতিভাবঃ [অনন্তাচার্য্যঃ]

কস্যস্বিদ্ধনম্ কস্যসিৎ কস্যচিৎ পরস্য স্বস্য বা ধনং মাকাঙ্ক্ষীরিত্যর্থঃ। স্বিৎ ইতি অনর্থকো নিপাতঃ। অথবা মাগৃধঃ কস্মাৎ? কস্যসিদ্ধনমিত্যাক্ষেপার্থো ন কস্যসিদ্ধনমস্তি যৎ গৃধ্যেত [শঙ্করাচার্য্যঃ]

মা গৃধঃ কিং কারণম্? কস্যসিদ্ধনম্ স্বিদিতি নিপাতো বিতর্ক বচনঃ। কস্য পুনরেতৎ ধনং ন কস্যচিদপীত্যর্থ ইত্যভিপ্রায়ঃ। সর্ব্বাণ্যযথার্থানি হি দ্রব্যাণ্যুৎপশ্যন্তে। তং যথা স্ত্রিয়ং পতিবন্যথা ভুঙ্‌ক্তেঽন্যথা পুত্রোঽন্যথা প্রাধূর্ণক (প্রাধুণিকঃ) তথাচ কটক কেয়ূর কুণ্ডলাদীন্যলংকরণান্যন্যং চান্যং চ পুরুষমুপতিষ্ঠমানানি দৃশ্যন্তে। অতঃ সর্ব্বার্থস্য যঃ স্বস্বামিসম্বন্ধো মমেদমিতি বুদ্ধিঃ সা ত্ববিদ্যা। নিঃস্পৃহস্য যোগেঽধিকার ইতি বাক্যার্থঃ [উবটাচার্য্যঃ]

স্বিদিত্যনর্থকো বাঽত্র চাঽক্ষেপে বা ভবিষ্যতি। আত্মভিন্নং পরং স্বং কিং কস্যচিৎ বিদ্যতে ধনম্॥ সুগন্ধ চন্দনেনৈব দুর্গন্ধচ্ছাদ্যতে যথা। নামরূপাত্মকং বিশ্বং আত্মনাচ্ছাদিতং তথা। [ব্রহ্মানন্দঃ]

ত্যক্তেন তেন জগতা ভুঞ্জীথাঃ ব্যবহারং পালয়েথাঃ। এবমপি কস্য স্বিৎ কস্যাপি ধনং মা গৃধীঃ মাকাঙ্ক্ষীঃ। ব্যবহারসিদ্ধিমাত্রে তত্ত্বৎবুদ্ধির্ন তু রাগাভিনিবেশৌজগতি কার্য্যাবিতি ভাবঃ [ভাস্করানন্দঃ]

স্বিদিতি অনর্থকোঽপ্যর্থকো বা। কস্যাপি স্বস্য পরস্য বা ধনং ভোগ্যবিষয়জাতম্। ব্রাহ্মণা পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীতি ত্যক্তৈষণস্যৈব সংন্যাসেঽধিকারাৎ। যদ্বা স্বিদিতি বিতর্কে। লোকে কস্যেদং ধনং? ন কস্যাপি নহি লোকে নিয়তস্বামিকং কিঞ্চিদপি বিষয় জাতং দৃশ্যতে। প্রশ্নে বা। অধিষ্ঠানেন অধ্যস্তস্য স্বস্বামিভাবাযোগাৎ কস্যেদং ধনমিত্যর্থঃ। অতো মাঽভিকাঙ্ক্ষীঃ। * * বিষয়েচ্ছাত্যাগপূর্ব্বক সংন্যাসিনা ব্রহ্মণঃ সর্ব্বান্তরস্থত্বং জ্ঞেয়মিতিভাবঃ। অথবা স্বাত্মনা বিভুনাঽধিষ্ঠানেন জ্ঞাতেন বজ্জ্বাদিনাঽধ্যস্তসর্পাদিভাসবৎ অধ্যস্ত জগদ্ভাস আচ্ছাদিতে দূরীকৃতে সতি স্বাতিরিক্তস্য বিষয়স্যাভাবাদিচ্ছানুৎপত্তেঃ স্বাত্মনৈব স্বসুখমনুভবনীয়মিতি তাৎপর্য্যম্। **আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ ইতি** শ্রুতেঃ। বাশিষ্ঠে সমাধ্যুত্থিতস্য কচস্য

কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং গৃহ্নামি ত্যজামি কিম্।

আত্মনা পূরিতং সর্ব্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা" ইতি বাক্যাচ্চ।

[রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

স্বিদিতি নিপাতো বিতর্ক বচনঃ। অস্য সম্পূর্ণকামত্বাদেষাস্থার্থ বিষয়াকাঙ্খা কিং নু কর্ত্তব্যা ন কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। বিচার্য্যমানে তথাবিধস্য অর্থস্য অভাবাদেবাথবা মা গৃধঃ কস্যচিৎধনমিত্যাক্ষেপার্থো ন কস্যচিদ্ধনমস্তি যদ্‌গৃধ্যেত (আনন্দভট্টঃ) মা গৃধঃ মাকাঙ্খীঃ। এবং সৎ ধনং কস্যস্বিৎ স্বিদিতি নিপাতো বিতর্কেন কস্যাপি ইত্যর্থঃ। অনন্তাচার্য্যঃ।

কস্যস্বিৎ নিজস্য পরস্য বা ধনং কামাবস্তু মা গৃধঃ মাকাঙ্খীরিত্যর্থঃ। স্বিদিতি নিপাতো নিশ্চয়ার্থবোধকঃ। যদা সর্ব্বং কাম্যবস্তু চিদ্রূপেণ বিভাতি তদাতস্য কামত্বমেব বিনশ্যতীতি ভাবার্থঃ। ভগবতাপ্যুক্তং-

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।

আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ইতি (সত্যানন্দঃ)

তাৎপর্য্যঃ। আত্মৈবেদং সর্ব্বং ইতি ঈশ্বরভাবনয়া সর্ব্বং ত্যক্তং অতঃ আত্মনি এব ইদং সর্ব্বং, আত্মা এব চ সর্ব্বং অতঃ মিথ্যাবিষয়াং গৃধিং মা কার্ষীঃ ইত্যর্থঃ (শঙ্করাচার্য্য)

আত্মৈব সর্ব্বং ইতি ঈশ্বরভাবনয়া সর্ব্বং দ্বৈতমাত্রং ত্যক্তং অত আত্মন এবেদং আত্মন এব তু সর্ব্বং পরস্য কস্যচিৎ সম্বন্ধিত্বেন প্রতীয়মানস্য স্বয়ং সম্বন্ধিত্বং আপাদয়িতুং অভিকাঙ্খাং মা কার্ষীঃ স্বব্যতিরেকেনাতো মিথ্যাবিষয়ং গ্রহং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। এবমাত্মবিদঃ পুত্রাদ্যেষণাত্রয় সংন্যাসেন আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ (আনন্দভট্টঃ)

স এষ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ ইত্যাদি শ্রুতের্মুখ্যাত্মা পরমেশ্বরো ন স্বামি সম্বন্ধালিঙ্গিতমন্যৎপ্রাণিজাত-মিতি বৈরাগ্যেণ ভবিতব্যমিতি তাৎপর্য্যম্ (অনন্তাচার্য্যঃ)॥ ১॥

ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করা উচিত। কাহাকে? এই পরিদৃশ্যমান্ সমস্ত পদার্থকে। সমস্ত পদার্থ কি কি? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, আসিতেছে, যাইতেছে—সমস্ত পদার্থকে ঈশ্বর ভাবনা দ্বারা ঢাকিয়া ফেল। এইরূপে জগত্‌কে ঈশ্বর বুদ্ধিতে গ্রহণরূপ ত্যাগ দ্বারা আত্মানন্দ ভোগ কর। আত্মাভিন্ন কোন বিষয় আকাঙ্খা করিওনা। কেন করিবে না? আত্মাভিন্ন নিজের বা পরের ধন কোথায়?॥ ১॥

মুমুক্ষু। মা! তুমি ব্রহ্মবিদ্যা—স্বয়ং আচার্য্যরূপা। যুগে যুগে তুমি আবার

মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণা হও। বিদ্যাতত্ত্ব তুমি, তুমি কখন মূর্ত্তি ধরিয়া মূর্ত্ত আত্মতত্ত্বের হৃদ্‌সরোজে সুশীতল চরণকমল স্থাপন করিয়া, আত্মতত্ত্ব হইতে অবিদ্যা কালিমা পুঁছিয়া দিয়া আত্মতত্ত্বকেই শিবতত্ত্বে পৌছাইয়া দাও; কখন বা "সা ব্রহ্মবিদ্যাবতরৎ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে" দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধিজন্য, অজ্ঞান অসুরনাশ জন্য, তুমি—ব্রহ্মবিদ্যা, রূপধরিয়া, মায়ামানুষী হইয়া মর্ত্তে অবতরণ কর। তুমিই মা জীবের উপাস্যা, তুমিই মা বরণীয় ভর্গরূপিণী। এই বেদমন্ত্রে তুমিত আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যাঁহারা প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহাদের করণীয় ব্যাপারগুলি দেখাইয়া দিতেছ?

শ্রুতি। হাঁ। আত্মজ্ঞানে সমর্থ যে সকল অধিকারী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্রে উপদেশ করিতেছি।

মুমুক্ষু। জ্ঞানের কথা শুনিতে ত সকলেরই ভাল লাগে। তবে আত্মজ্ঞানের অধিকার সকল লোকের থাকেনা কেন?

শ্রুতি। এ সম্বন্ধে তুমি কি জানিয়াছ অগ্রে তাহাই বল?

মুমুক্ষু। যাহা স্বাভাবিক, যাহা সকলের মধ্যে পূর্ণ সত্য, তাহার কথা শুনিতে সকলেরই ভাল লাগে। শুধু শুনিলেই কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া যায়না। "বৈখরীতে" যাহা "শ্রবণ" করা হইল "মধ্যমাতে" তাহাকে ভাবনা করিয়া মনের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে হইবে। "শ্রবণের" পরে "মনন" করিতে হইবে। ইহা হইলেও সব হইল না। "মধ্যমা"কে পশ্যন্তি"তে আনিতে হইবে। "মননের" পরে "নিদিধ্যাসন" চাই। ইহাতে আত্মদর্শন লাভ হয়। শেষে "পরা" তে স্থিতি—আত্মভাবে বিশ্রান্তি। **"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"**। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বহু আয়োজন চাই, বহুভাবে শক্তি সঞ্চয় করা চাই, বহু অনুষ্ঠান চাই। **"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"**।

শ্রুতি। জ্ঞান স্বাভাবিক বলিয়া সকলেরই জ্ঞানের কথা শুনিতে ভাল লাগে এই কথা ঠিক কিন্তু জ্ঞান লাভ যে সকলের পক্ষে সুলভ নহে তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে কি পার?

মুমুক্ষু। ঈশ্বরের কৃপা না হইলে সদ্‌গুরু লাভ হয় না। গুরুকৃপায় ঈশ্বরমূর্ত্তি বেদের কৃপা অনুভব করা যায়, শাস্ত্র অর্থ ধারণা করিবার শক্তি জন্মে। ভগবান্, গুরু এবং শাস্ত্র কৃপায় সাধনা করিতে পারিলে জ্ঞান লাভ হয়। বিনা ভক্তিতে ঈশ্বর, বেদ, গুরু ও নিজের অন্তঃকরণ ইহার কোনটিরই কৃপা

লাভ হইবেনা। এই জন্য ভক্তিকে জ্ঞানের জননী বলা হইয়াছে। ভক্তির্জনত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী"।

শ্রুতি। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে কোন্ কোন্ ভূমিকা পার হইয়া যাইতে হইবে তৎসম্বন্ধে কিছু জানিয়াছ ?

মুমুক্ষু। বেদ জ্ঞানের সপ্তভূমিকার কথা বলিয়াছেন।

শ্রুতি। হাঁ। জ্ঞানের সপ্তভূমিকার কথা ভালরূপে ধারণা করিয়াছত ? ভবসাগর পার হইবার একমাত্র উপায় যে বৈরাগ্যভক্তিপ্রসূত জ্ঞান, সেই জ্ঞান কত দুর্ল্লভ, সেই জ্ঞান সকলের পক্ষে যে সুলভ নহে ইহা তখন বুঝিবে যখন এই সপ্তভূমিকা পার হইতে হইবে কিরূপে তাহার সাধনা করিতে পারিবে।

মুমুক্ষু। এই সপ্তভূমিকার কথা যাহা জানিয়াছি তাহা বলিব কি ?

শ্রুতি। বল। ইহাতে জ্ঞানে অধিকার কাহার ইহা ধরা যাইবে।

মুমুক্ষু। প্রথমেই এই ভীম ভবার্ণব, এই দুস্তর মৃত্যু সংসার সাগর পার হইবার প্রবল ইচ্ছা হওয়া চাই। এই ইচ্ছাও ততদিন জাগিবেনা যতদিন না মানুষ জনন মরণ, ক্ষুধা পিপাসা, এবং শোক মোহ এই ষড়ূর্ম্মির ঘাত প্রতিঘাতে নিতান্ত বিক্ষুব্ধ না হয়। মানুষ কোন্ দুঃখের অবস্থায় পড়িয়াছে ইহা নিত্য অনুভব করিতে না পারিলে মানুষ কখনই দুঃখ পরিত্রাণের দৃঢ় ইচ্ছা জাগাইতে পারিবেনা। মানুষ যখন দেখিবে এই সতত পরিবর্ত্তনশীল জগতে অনভিলষিত কর্ম্ম সমুদায় মানুষকে সর্ব্বদা অশান্ত করিয়া রাখিয়াছে, অনভিলষিত কর্ম্ম পরিশ্রান্ত মানুষকে সর্ব্বদা নানা অবস্থায় ফেলিয়া স্থির হইতে দিতেছেনা, যখন বুঝিবে এই জগৎ, এই দৃশ্য দর্শন, ইহাকে দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যখন বুঝিবে মানুষ যেমন দৃশ্য দর্শনে বদ্ধ, সেইরূপ দেহে বদ্ধ, প্রাণে বদ্ধ, জগৎ, দেহ, প্রাণ ও মনের গোলামী করিতে করিতে মানুষ যখন বুঝিবে, জরামরণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, শোক মোহ ইহাকে নিরন্তর দুঃখ দিতেছে, ইহারা মানুষের সমস্ত স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে, মানুষকে আপন স্বরূপে বিশ্রাম লাভ করিতে অবসর দিতেছেনা, তখন মানুষ বলিতে শিখিবে "অহং বদ্ধো বিমুক্ত স্যাম্" আমি বদ্ধ আমি মুক্ত হইবই, কেন আর মূঢ়ের মত থাকি, আমি যেরূপে পারি এই দুঃখ বারিধি পার হইবই। এই দৃঢ় ইচ্ছাই জ্ঞানের প্রথম ভূমিকা। সৎশাস্ত্রে ও সজ্জন সাহায্যে আমি আমাকে এই বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত করিবই এই শুভেচ্ছাই জ্ঞানের প্রথম ভূমিকা। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল কোন কিছুই আমি চাইনা, যাহা চিরদিন সমভাবে থাকে না তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই ;

যাহা কোন প্রকার দুঃখ দেয় তাহা আমার অনাস্থার বস্তু, এই বৈরাগ্যের উদয়ে কোথায় সেই অপবিবর্ত্তনীয়, সদা শান্ত, সদা আনন্দময় তুমি—এই বস্তুকেই আমি শাস্ত্র সজ্জন সাহায্যে জানিবই, আমাকে ঐ বস্তু লাভ করিতেই হইবে—তুমি ভিন্ন আমার ভবরোগের অন্য প্রতিকার নাই—পরম রমণীয় সেই আত্ম বস্তুকে জানিবার, দেখিবার, পাইবার তীব্র ইচ্ছাই জ্ঞানের প্রথম ভূমিকা—শুভেচ্ছা। মা! জ্ঞান লাভ যে নিতান্ত কঠিন তাহা এই শুভেচ্ছা জাগাইবার সাধনা দ্বারা জানিতে পারা যায়। যাঁহারা শ্রীভগবানের জন্য কর্ম্ম করেননা, যাঁহারা সকল ভাবনা, সকল বাক্য, সকল কর্ম্ম সেই "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং" সেই "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" সেই সুন্দর শ্রীভগবানের সর্ব্বদা স্মরণে সর্ব্বদা অর্পণ করিবার সাধনা না করিয়াছেন, এক কথায় যাঁহারা নিষ্কামকর্ম্ম করা রূপ ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের উপাসনা না করিয়াছেন, যাঁহারা উপাসনা দ্বারা সেই রমণীয়দর্শনে চিত্তকে একাগ্র না করিয়াছেন, যাঁহারা একাগ্র চিত্ত হইয়া কোন্ বস্তু নিত্য কোন্ বস্তু অনিত্য ইহার বিচার না করিয়াছেন, নিত্য অনিত্য বিচার করিয়া যিনি ক্ষণিক ভোগ সুখকে, যিনি সকল প্রকার ভোগকে উপেক্ষা করিবার সাধনা না করিয়াছেন, যিনি ভুরি ভোগে অনাস্থা করিবার জন্য মনকে নিগ্রহ না করিয়াছেন, ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিতে প্রবল চেষ্টা না করিয়াছেন, যিনি শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে সমভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া উপেক্ষা না করিয়াছেন, চাতক যেমন জলধারা ভিন্ন অন্য কোন জল পান করেনা সেইরূপে যিনি নিরন্তর সেই জলধরের পানে শুষ্ককণ্ঠে, উৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্তে সর্ব্বদা চাহিয়া থাকিতে না শিখিয়াছেন, যিনি সুদৃঢ়া শ্রদ্ধাভরে "তিনি কৃপা করিবেনই" এই দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে স্থাপন না করিয়াছেন, যিনি গুরু ও বেদান্তকে ও তিনি ভাবিয়া সেবা না করিয়াছেন, এই রূপ ব্যক্তির প্রাণ কখন বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের প্রয়াস করিবেনা; এইরূপ ব্যক্তি কখন দুঃখ পরিত্রাণের জন্য শুভেচ্ছা করিতে পারিবেনা। দুরন্ত কলিযুগে এই জন্য জ্ঞানের অধিকারী অতি বিরল।

শ্রুতি। হাঁ, এই ভাবনা ভাবিয়া যে প্রাণকে কাতর করিতে না পারিল তাহার মুক্তির জন্য কোন্ চেষ্টা হইবে? কোথায় ছিলাম, কোথায় পড়িয়াছি, কোন্ রাবণ আমায় সেই সুখময়, সেই আনন্দময়ের ক্রোড় হইতে চুরী করিয়া আনিয়াছে, আনিয়া সর্ব্বদা আমায় অসৎ সঙ্গ করিতে বলিতেছে, ইহা যদি প্রাণে না জাগে, তবে প্রার্থনা হইবে কাহার কাছে? আজ্ঞাপালন হইবে কি জন্য?

উপাসনা হইবে কোন্ প্রয়োজনে? রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই পঞ্চমুখী রাবণের বশীভূত” যে, তাহাকে কোন রাম উদ্ধার করিবেন? আমি শ্রুতি, আমিই ত্রেতাযুগে আপনি আচরণ করিয়া দেখাইয়াছি কাতর প্রাণে, কাহার কাছে, কিজন্য, প্রার্থনা করিতে হয়। আমি ত্রেতায় জগজ্জননী সীতা হইয়া রাবণের হাতে পড়িয়া যেরূপ ভাবে সকলকে প্রার্থনা করিয়াছিলাম তাহা অজ্ঞান-অপহৃত জীব মাত্রেরই সর্ব্বদা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সীতা রাবণের হস্তে পড়িয়া বড় ব্যাকুল হইয়া সকলের কাছে না প্রার্থনা করিয়াছিলেন ;--কত না কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন—

আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
হংস সারস সংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
দৈবতানি চ যান্যস্মিন্ বনে বিবিধ পাদপে।
নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্ত্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্॥
যানি কানি চিদপ্যত্র সত্বানি বিবিধানি চ।
সর্ব্বাণি শরণং যামি মৃগপক্ষিগণানি বৈ॥
হ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্ত্তুঃ প্রাণভ্যোঽপি গরীয়সীম্॥
বিবশা তে হৃতা সীতা রাবণেনেতি শংসত।

হে দণ্ডকারণ্য, হে পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ সকল, আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তোমরা শীঘ্র রামকে বলিও রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে। হে হংস সারস শব্দ নিনাদিনী গোদাবরী! আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি; তুমি শীঘ্র রামকে বলিও রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে। বিবিধ পাদপ-সমাচ্ছন্ন দণ্ডকবনবাসী হে দেবগণ! আমি আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি আপনারা আমার ভর্ত্তাকে আমার হরণ সংবাদ দিবেন। এই অরণ্যে মৃগ পক্ষী প্রভৃতি যে কোন প্রাণী অবস্থান করিতেছ আমি সকলেরই শরণ লইলাম তোমারা সকলেই রামকে বলিও যে তোমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পত্নীকে বিবশাবস্থায় রাবণ হরণ করিতেছে।

নিজের অবস্থা বিচার করিলেই মানুষ বুঝিবে যে সে দুরন্ত অজ্ঞান রাবণের কারাগৃহে বন্দী। এই বন্দীশালা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছাই শুভেচ্ছা। ইহাই জ্ঞানের প্রথমা ভূমি। তারপর কি তাহা বল।

মুমুক্ষু। ইচ্ছা যদি বন্ধ্যা হয়, যদি কর্ম্ম প্রসব না করে তবে সে ইচ্ছা নিতান্ত বিফলা। ইচ্ছা জন্মিবামাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া যিনি সৎসঙ্গ করিতে থাকেন, সৎশাস্ত্র অধ্যায়ন করিতে থাকেন, এমন করিয়া অধ্যয়ন করেন যাহাতে শাস্ত্র পাঠেও ঋষিসঙ্গ, ভবগৎসঙ্গ হইতে থাকে, অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সাধন ভজন, সদাচার, সৎ আহার যিনি করিতে থাকেন, তিনি জ্ঞানের দ্বিতীয়া ভূমিকা প্রাপ্ত হয়েন।

শাস্ত্রানুশীলন, সজ্জন সংসর্গ এবং বৈরাগ্য অভ্যাস পূর্ব্বক যে সদাচার অনুষ্ঠান তাহাই হইল বিচারণা নাম্নী জ্ঞানের দ্বিতীয়া ভূমি।

শুভেচ্ছা ও বিচারণা অনুষ্ঠানে বিষয় রসে অপ্রবৃত্তি জন্মিবেই, বিষয়বাসনা ক্ষীণ হইবেই। বিষয় বাসনার ক্ষীণতাই জ্ঞানের তৃতীয়াভূমি। ইহা তনুমানসা।

এই তিন ভূমিকা অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত হইতে বাহ্যবিষয়ের সংস্কার অল্পে অল্পে লয় হইতে থাকিবে এবং ধীরে ধীরে সেই সুখময়, সেই আনন্দময় আত্মাতে নিষ্ঠা জন্মিতে থাকিবে। এই আত্মনিষ্ঠাই জ্ঞানের চতুর্থী ভূমি; ইহা সত্ত্বাপত্তি।

শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা এবং সত্ত্বাপত্তি অভ্যাস করিতে করিতে আর ভিতরে বাহিরে বিষয় সঙ্গ করিতে ইচ্ছাই হইবে না। এই অবস্থায় এক চমৎকার আত্ম চমৎকৃতি লাভ হইবে। এই আত্ম সাক্ষাৎকারই জ্ঞানের পঞ্চমী ভূমিকা। ইহার নাম অসংসক্তি।

এই পঞ্চ জ্ঞানভূমির দৃঢ় অভ্যাসে আর ভিতরে বাহিরে কোন পদার্থের ভাবনা হইবে না; বাহ্য ও অভ্যন্তর ভুল হইয়া যাইবে। আত্মা তখন সাক্ষীর ন্যায়, উদাসীনের ন্যায় দ্রষ্টা মাত্র থাকিবেন। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ উঠে, আকাশ হইতে বজ্র পড়ে, আকাশ কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হয়না। এই ক্ষোভ-শূন্য অবস্থায় পরেচ্ছা প্রেরিত হইয়া দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে থাকে। জ্ঞানের এই ষষ্ঠী অবস্থাই হইতেছে পদার্থাভাবনী।

জ্ঞানের এই ছয় ভূমিকা পার হইলে মানুষ, গো, বৃক্ষ, লতা, আকাশ, জল, নরনারী এই সমস্তভেদ আর দেখা যাইবে না। একমাত্র আত্মাতেই ভরিত হইয়া থাকা হইয়া যাইবে। এই সুপ্তমত সর্ব্বদা সেই নিরতিশয় আনন্দরূপে স্থিতিলাভ করাই জ্ঞানের সপ্তমী ভূমিকা। ইহার নাম তুর্য্যগা ভূমিকা। ইহার পরে তুর্য্যা-তীত অবস্থা।

শ্রুতি। আত্মজ্ঞানের সামর্থ্য সকল মানুষের থাকেনা কেন ইহা তুমি বুঝিয়াছ। সাধারণ মানুষের কাতরতা দেহের চর্ম্ম পর্য্যন্ত ও স্পর্শ করে না, হৃদয় স্পর্শ করাত বহু দূরের কথা। এই মৌখিক কাতরতায় কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান সুদূর

পরাহত। অলিতমস্তক পুরুষ যেমন জল দেখিলে ঝাঁপাইয়া পড়ে সেইরূপ শ্রীগুরু পাইয়া যখন সাধক নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া চরণে পড়িয়া বলিবে—

স্বামিন্ নমস্তে নত লোকবন্ধো!
কারুণ্যসিন্ধো! পতিতং ভবাব্ধৌ।
মামুদ্ধরামোঘকটাক্ষদৃষ্ট্যা
ঋজ্বাতি কারুণ্য সুধাভিবৃষ্ট্যা॥

বলিবে স্বামিন্! আমি প্রণাম করিতেছি। হে প্রণত জনের বন্ধু! হে করুণাসিন্ধু! আমি সংসার সাগরে পড়িয়াছি। আমার প্রতি আপনার সরল অব্যর্থ কটাক্ষপাত করিয়া করুণা সুধা বর্ষণ করুন; আমাকে উদ্ধার করুন।

দুর্ব্বার সংসার দবাগ্নিতপ্তং
দোধুয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ
শরণ্যমন্যৎ যদহং ন জানে॥

হে আমার দেবতা। আমি দুর্ব্বার সংসার দাবদাহে বড়ই দগ্ধ হইতেছি। তাহার উপরে আমার দুরদৃষ্ট বায়ু, প্রচণ্ডবেগে বহিয়া বহিয়া আমাকে মুহুর্মুহু কম্পিত করিতেছে। নিতান্ত ভীত আমি, আমি আপনার শরণ লইলাম। আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন কে আমায় আশ্রয় দিবে জানিনা।

এইরূপ কাতর সাধক যখন শুষ্ককণ্ঠে করুণা প্রার্থনা করেন তখন করুণাময় কি তাঁহাকে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন? তখন এই শুষ্ককণ্ঠ চাতকের প্রতি বাক্যসুধা সেচন না করিয়া তাঁহার আনন্দ কোথায়? ব্রহ্মানন্দরসের অনুভূতি ধারণ করিয়া তখন সেই বাক্যামৃত, শিষ্যের প্রতি বর্ষিত হয়; তাঁহার বাক্যকলস-ক্ষরিত, পবিত্র, সুশীতল, শ্রবণসুখকর, কথামৃত, তখন নিদাঘতপ্ত পর্ব্বত গাত্রে বারিধারা বর্ষণের ন্যায়, শুষ্কপ্রায় হ্রদের অতিতপ্ত জলে অবস্থিত শফরীর গাত্রে নবজলধরের প্রথম বারিধারা পাতের ন্যায়, মৃতসঞ্জীবনীরূপে শিষ্যকে আপ্যায়িত করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়া তুলে।

কাতর শিষ্য যখন বলিতে থাকেন—
কথং তরেয়ং ভবসিন্ধু মেতং
কা বা গতির্মে কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ।
জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াঽবমাং প্রভো!
সংসার দুঃখ ক্ষতিমাতনুষ।

উৎসব।

—:*:—

আত্মরামায় নমঃ।
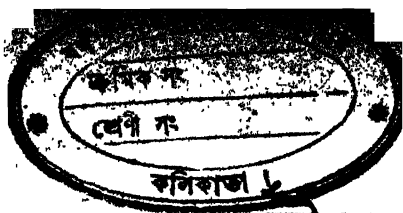
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৬শ বর্ষ	সন ১৩২৮ সাল, আষাঢ়।	৩য় সংখ্যা।

[আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপপ্রণেতা শ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত]

শ্রীসদাশিবঃ শরণং।

নমো গণেশায়॥

শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ॥

প্রেতিপরায়ণ শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ॥

প্রার্থনা তত্ত্ব।

প্রপন্ন ভক্তের স্বরূপ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

বক্তা—ভগবান্ কল্যাণময়, তোমার কি ভদ্র, কি করিলে তোমার প্রকৃত কল্যাণ হইবে, তোমা হইতে তিনি তাহা ভাল জানেন, অতএব তাঁহার শরণাগত হইয়া থাক, তোমাকে যখন যাহা দেওয়া উচিত তখনি তিনি তাহা দিবেন। আর তোমাকে বিরক্ত করিব না, বুঝিয়াছি, প্রারব্ধ অবশ্য ভোক্তব্য, নীরবে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিব, এবং দেহাবসান সময়ের দিকে তাকাইয়া থাকিব, পূর্ণ বিশ্বাস, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাবসান হইলেই তোমাকে পাইব, তোমার এই

সকল কথা শুনিয়া প্রপন্ন ভক্তের শাস্ত্রচিত্রিত ছবি আমার মনোমুকুরে প্রতিফলিত হইল।

জিজ্ঞাসু—প্রপন্ন ভক্তের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিবেন কি? অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভক্তিগ্রন্থসমূহে প্রপন্ন ভক্তের চিত্র যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, বেদে ও বেদের উপাঙ্গ ইতিহাস-পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্রে প্রপন্ন ভক্তের স্বরূপ কি সেই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে? প্রপত্তির—ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের প্রশংসা কি বেদে ও ইতিহাস-পুরাণে আছে?

বক্তা—তোমার মনে এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হওয়ার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু—ইদানীন্তন শিক্ষিত পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন, ভক্তিমার্গের আবিষ্কার বৈদিক কালে হয় নাই, মহাভারতে বা পুরাণে ভক্তি-মার্গের যেরূপ বর্ণন আছে, ভক্তিমার্গের সেরূপ বর্ণন বেদে পরিদৃষ্ট হয় না, যজ্ঞাদিকর্ম্মতৎপর বৈদিককালের নীরসহৃদয় মানবগণের নয়নে ভক্তিমার্গের বিশুদ্ধ রূপ পতিত হয় নাই। 'যাহারা আপনাদিগকে অকিঞ্চন ও অনন্যগতি বলিয়া মনে করে, যাহারা ঈশ্বরের শরণাগত হয়, সকল কার্য্যেই যাহারা ঈশ্বরের মুখা-পেক্ষা করে, তাহারা কাপুরুষ, তাহারা আত্মজ্ঞানহীন মূঢ়, তাহারা কখন আত্ম-পরের কোন উপকার করিতে সমর্থ হয় না,' অধুনা বহুব্যক্তিকে এই প্রকার মত প্রকা[illegible]করিতে শুনিয়াছি, আমি এই নিমিত্ত জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, প্রপন্ন [illegible] স্বরূপ বেদে বর্ণিত হইয়াছে কি না, বৈদিক কালে ভক্তিমার্গ অনা[illegible]ছিল, এইরূপ মত সত্যভূমিক কি না, যাঁহারা ভগবানের শরণাগত, [illegible]পনাদিগকে অকিঞ্চন মনে করেন, অনন্যগতি বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, [illegible]র্ব্বকার্য্যে ঈশ্বরের মুখাপেক্ষা করেন, তাঁহারা আত্মজ্ঞানহীন, কাপুরুষ [illegible] উপেক্ষণীয় কি না?

[illegible]া—বৈদিকযুগে ভক্তিমার্গের আবিষ্কার হয় নাই, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, [illegible]হারা কখন বেদ-চরণ স্পর্শ করেন নাই, বেদ কি, তাঁহারা তাহা জানেন না, ভক্তিমার্গের প্রকৃত রূপও তাঁহাদের নয়নে পতিত হয় নাই। যাঁহারা ভগবানের শরণাগত, যাঁহারা আপনাদিগকে অকিঞ্চন মনে করেন, অনন্যগতি বলিয়া ভাবিয়া [থা]কেন, যাঁহারা বালকের ন্যায় সর্ব্ব কার্য্যে পরমপিতার মুখাপেক্ষা করেন, তাঁহা[দিগ]কে যাঁহারা কাপুরুষ ও আত্মজ্ঞানহীন বলিয়া উপেক্ষা করিতে প্র[স্তুত], তাঁহার[া] [illegible] আত্মজ্ঞানবিহীন। আত্মার স্বরূপ দর্শন হইলে, কেহ [illegible] [পরমা]ত্মার শরণাগত না হইয়া থাকিতে পারে? যিনি বেদ পড়িয়াছেন, [illegible]

জানিরি আত্মন—যিনি আমার জীবরূপ আত্মাকে দান করিয়াছেন, অর্থাৎ, যে পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার আবির্ভাব হয়, যিনি আমার বলদ, যে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বপ্রকার বলের প্রভব—উৎপত্তি স্থান, যে পরমাত্মার আজ্ঞা সকল মনুষ্য, নিখিল দেবতা শিরোধার্য্য করেন, যে পরমাত্মার আশ্রয়—শরণাগতি—আমি তোমার, বিগলিত অভিমান হইয়া এই ভাবে যাঁহার চরণে আত্ম নিবেদন, সর্ব্ব-দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ মোক্ষের হেতু, যে পরমাত্মার অশরণাগতি—আশ্রয়-ত্যাগ দুঃখময় মৃত্যুরাজ্যে আসিবার একমাত্র কারণ, আহা, সেই পরমাত্মার প্রীতি ভিন্ন আর কাহার প্রীতির নিমিত্ত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম করিব," * বেদের এই মৃতসঞ্জীবনী উপদেশবাণী যাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক আছে, তিনি কি কখন প্রপন্ন ভক্তকে আত্মজ্ঞানহীন ও কাপুরুষ জ্ঞানে উপেক্ষা করিতে পারিবেন? বেদে প্রপত্তির ভূয়সী প্রশংসা আছে, বেদ হইতেই প্রপত্তি ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে, প্রপত্তিধর্ম্ম বস্তুতঃ বেদমূলক। প্রপত্তিই ভগবানের সমীপবর্ত্তী হইবার একমাত্র উপায়, হৃদয়ে বালক ভাবের উদয় না হইলে, অভিমান সম্পূর্ণরূপে বিগলিত না হইলে, ভগবানের রাজ্যে "প্রবেশ সম্ভবপর হয় না" † সনাতন সত্যময় বেদই এই

---

* "য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

——ঋগ্বেদসংহিতা, ৮।৭।৩।
——তৈত্তিরীয়ারণ্যক।

† Thonght Power নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যাঁহারা ভগবানে আত্মনির্ভরতাকে কাপুরুষতা বা অবমাননা মনে করেন, তাঁহারা ইহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

"It is the attitude of the child that is necessary b[efore] we can enter into the kingdom of heaven. As it was sa[id] "Except ye become as little children, ye can not enter into the kingdom of heaven." For we then realize that of ourselves we can do nothing, but that it is only as we realize that it is the Divine life and power working within us, and it is only as we open ourselves that it may work through us, that we are or can do anything."

Thonght Power by Ralph
Waldo Trine p. 44.

সত্যের রূপ প্রথমে দেখাইয়াছেন। বেদব্যাখ্যাত নমস্তত্ত্ব প্রপত্তি তত্ত্বেরই বিশুদ্ধ-রূপ, বেদের আদ্যোপান্ত নমস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা পূর্ণ বলিলেও চলে।

জিজ্ঞাসু—"বেদব্যাখ্যাত নমস্তত্ত্ব প্রপত্তি তত্ত্বেরই বিশুদ্ধরূপ" এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—নমস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে ইহার অভিপ্রায় বিশদভাবে বুঝাই-বার চেষ্টা করিব, অধুনা এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। "আমার কিছুই নাই, বল, বুদ্ধি, প্রাণ, মন, সকলই তোমার, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি সর্ব্ব-ভাবময়, তুমি সর্ব্বান্তর্যামী, তোমার সত্তায় আমি সত্তাবান্, তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ, তুমিই আমার মনের মন, তোমা ছাড়া আমার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তুমি ছাড়া আমি বস্তুতঃ অসৎ, জীবের হৃদয় যখন সর্ব্বথা আত্মজ্ঞানের আবরক পাপপঙ্কবিমুক্ত হয়, তখনি উহাতে সর্ব্বতিমিরনাশি—সমন্তাৎ প্রদ্যোতমান এই জ্ঞানপ্রভাকরের উদয় হইয়া থাকে, হৃদয় সর্ব্বতোভাবে বিমল না হইলে, এই জ্ঞানের বিকাশ হয় না, এবং এই জ্ঞানের বিকাশ না হইলে, প্রকৃত নমস্কার হয় না। আমার কিছু নাই, আমি অকিঞ্চন, আমি অনন্যগতি, আমি তোমার, এই জ্ঞানই জীবকে তাহার তোমা ছাড়া আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এই অজ্ঞানকে প্রোৎসারিত করিয়া, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বভাবময়, সর্ব্বসত্তাপ্রদ পরমেশ চরণে প্রণত করায়, এই জ্ঞানই জীবকে পরমেশ-চরণে প্রপন্ন হইতে, বিগলিতাভিমান হইয়া, তাঁহার শরণাগত হইতে প্রেরণ করে। নমস্কারই প্রকৃত যোগ; নমস্কারই পরমেশ-চরণপ্রান্তে উপনীত হইবার, নিত্যানন্দধামে (Into the kingdom of heaven) প্রবেশ করিবার একমাত্র উপায়। নমস্কারই যে উপাসনা, নমস্কারই যে পরমাত্মার সমীপে উপনীত হইবার একমাত্র উপায়, ঋগ্বেদ প্রথমেই তাহা বুঝাইয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—'নমস্কারই প্রকৃত যোগ, নমস্কারই উপাসনা, আমি আপনার এই সকল কথার আশয় কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা। 'উপ' উপসর্গ পূর্ব্বক 'আস্' ধাতুর উত্তর 'যুচ্ ও 'টাপ্' প্রত্যয় করিয়া 'উপাসনা' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমীপে উপবেশন, নিকটে আসন গ্রহণ, উপাস্যের সমীপবর্ত্তী হওয়া 'উপাসনা' শব্দের মূল অর্থ। বস্তুদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্যবধানের হ্রাস না হইলে; উহারা সমীপবর্ত্তী হইতে পারে না। আমি তোমা হইতে পৃথক্, তোমা হইতে ভিন্ন, তোমা হইতে স্বতন্ত্র এইরূপ বোধ থাকিলে, কেহ কাহার সমীপে গমন করে না, কেহ কাহার নিকটে আসন

গ্রহণ বা উপবেশন করে না। অতএব উপাস্য ও উপাসক যে পরস্পর বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন, অজ্ঞান বশতঃ ভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, উঁহারা যে বস্তুতঃ পৃথক্ বা নিঃসম্বন্ধ নহেন, উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উপাসকের এইরূপ প্রতীতি হওয়া প্রাকৃতিক। যাঁহার প্রতি যাঁহার প্রীতি বা অনুরাগ নাই, তাঁহার সমীপে তিনি গমন করেন না, তাঁহার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ হয় না; তিনি তাঁহার উপাসনা করেন না। উপাসকের উপাস্যের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ব। যে যাহার আত্মীয়, যে যাহার প্রেমাস্পদ, যাহার সহিত যাহার আন্তর্য্য—আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, সে তাহার সমীপে গমন করিবার নিমিত্ত সদা চঞ্চল হইয়া থাকে, ঈপ্সিততমের সহিত যাবৎ সঙ্গত হইতে না পারে, তাবৎ চঞ্চলতা বিনিবৃত্ত হয় না, গতি স্থগিত হয় না। সরিৎ যতকাল সরিৎপতির (সমুদ্র) সহিত সঙ্গত হইতে না পারে, ততকাল সে অবিরামগতিতে তাহার উপাস্য সরিৎপতির অভিমুখে একতানপ্রবাহে ধাবমান্ হয়। জগতের যে কোন দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করা যায়, সেই দিকেই উপাসনার রূপ নয়নে পতিত হয়, উপাস্যের সহিত সঙ্গত হইবার নিমিত্তই জাগতিক পদার্থ নিচয় যে সতত চঞ্চল তাহা উপলব্ধি লইয়া থাকে।

উপাস্যের স্বরূপ কি, কাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য জগৎ সদা চঞ্চল? জীবের প্রিয়তম—প্রকৃত প্রেমাস্পদ পদার্থ কি? কাহাকে পাইবার নিমিত্ত জীব নিয়ত গতিশীল? কাহাকে পাইলে জীব প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়?

পরমাত্মাই জীবের প্রিয়তম, পরমাত্মাই পরমপ্রেমাস্পদ। যাহারা আত্মার স্বরূপ জানে না, তাহারাও আত্মার জন্যই (আত্মা তাহাদের অলক্ষিত পদার্থ হইলেও) চঞ্চল, আত্মার স্বরূপ না জানিলেও, অনাত্ম পদার্থ হইতে আত্মার বিবেচন করিতে অসমর্থ হইলেও, সর্ব্বভূতের আত্মপ্রীতি যে নৈসর্গিক তাহা নিঃসন্দিগ্ধ, সকলেই যে স্বভাবতঃ পরম প্রীতির সহিত আত্মারই ভজন করে; আত্মাই যে সর্ব্বভূতের উপাস্য, তাহা নিশ্চিত।

সকলেই উপাস্যের সমীপে গমনের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সকলেই যথোচিত জ্ঞানাভাব বশতঃ, যথাযথভাবে উপাসনা করিতে পারগ হয় না। বেদের উপদেশ—'দিবানিশ নমোনমঃ করাই উপাস্যের সমীপবর্ত্তী হইবার একমাত্র উপায় ("উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমোভরন্ত এমসি।"—ঋগ্বেদসংহিতা ১।১।৩)। উপাসনা সম্বন্ধে বহু মতভেদ থাকিলেও 'নমঃ' শব্দবাচ্য অর্থই যে

উপাসনার প্রকৃত অর্থ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমার নূতন কথা বলিয়াই বোধ হইবে, 'নমঃ' শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিলে তুমি বুঝিতে পারিবে, আমি নূতন কথা বলিতেছি না।

জিজ্ঞাসু—আপনি বলিয়াছেন, 'বেদ নমস্তত্ত্বের ব্যাখ্যাপূর্ণ, নমস্করণই প্রণিধান, নমস্করণই সমাধি, নমস্করণই উপাসনা। যে নমস্কারকে আপনি এইরূপ দৃষ্টিতে দেখেন, আমি সে নমস্কারের রূপ যে কখন দেখি নাই, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি। অতএব 'নমঃ' শব্দের সাধারণ অর্থ জানা থাকিলেও, ইহার অর্থ বিচারের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা বলা বাহুল্য।

বক্তা—'ণম্' ধাতুর অর্থ নতি (Bowing or bending down) 'ণম্' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয় করিয়া "নমঃ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। নতি—নমন বা নম্রীভাবের স্বরূপ চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, ইহা নিজ অপকর্ষসূচক ব্যাপার বিশেষ, লগ্নভাবে (with humiliation) নমস্কার্য্যের (যাঁহাকে নমস্কার করা হয়) সমীপে গমনের নাম নমন। অতএব যাঁহাকে নমস্কার করা হয়, তাঁহা হইতে নমস্কর্ত্তা যে অপকৃষ্ট, তাঁহা হইতে নমস্কর্ত্তা যে ভিন্ন, তাহা বলা বাহুল্য। পরমেশ্বর হইতে জীব বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, মায়াবশতঃ জীবের পরমেশ্বর হইতে ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। এই মায়ার যাবৎ তিরোধান না হয়, তাবৎ জীব বুঝিতে পারে না যে, সে পরমেশ্বর হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন। জীব যখন জানিতে পারে, সে পরমেশ্বর হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন, তখন সে পরমেশ চরণে পূর্ণভাবে নিজ স্বাতন্ত্র্যবোধ ত্যাগ পূর্ব্বক নত হয়, পরমেশ্বর হইতে স্বীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা পৃথক্ সত্তাবোধকে ত্যাগ করে, তাঁহাতে সাগরে বুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়, পরমেশ্বর হইতে জীবের তখন আর ভেদভাব থাকে না। সূতসংহিতা এইকথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, পরমাত্মাতে জীবের অভিন্ন ভাবে অবস্থানই নমঃ শব্দের প্রকৃত অর্থ। পরমেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া জীব নমন করে, মায়া বশতঃ পরমেশ্বর হইতে ভিন্নভাবে ভাসমান জীবত্বকে ত্যাগ পূর্ব্বক জীব স্বরূপে অবস্থিত হয়, পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া জীব অখণ্ডৈকরস হইয়া থাকে।

'ন মম'—'নম' শব্দের ইহাই স্বরূপ। 'মম' পদের মকারের লোপ হওয়ায় 'নম' এই আকার হইয়াছে। পরমেশ্বরে জীবত্বভাবের নমন করাই, মিশাইয়া দেওয়াই, তোমা ছাড়া আমি অসৎ, তুমিই একমাত্র সদাখ্য পদার্থ, তোমার সত্তাতেই সকলে সত্তাবান্ এইরূপ বোধ পূর্ব্বক নিজ পৃথক্ সত্তাবোধকে বিসর্জন

করাই প্রকৃত 'নমস্কার'। * 'নমঃ' শব্দ ত্যাগ, ধ্যান, দৈন্য (সেবা, শুশ্রূষা, উপাসনা) জ্ঞান ইত্যাদি অর্থের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নমঃ শব্দ যত প্রকার অর্থেই ব্যবহার হোক্, সর্ব্বপ্রকার অর্থই যে বস্তুতঃ এক অর্থেরই পৃথক্ পৃথক্ অবভাস (different manifestation) নমস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা সময়ে তাহা তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 'নমস্তত্ত্বের' গর্ভে সর্ব্বপ্রকার উপাসনার তত্ত্ব বিদ্যমান আছে, কেবল বৈদিক আর্য্যজাতির উপাসনাপদ্ধতিকে লক্ষ্য করি নাই, মানুষমাত্রের উপাসনাপদ্ধতিকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিয়া বলিতেছি, যে কোন দেশে, যে কোন জাতি উপাসনা করিয়াছেন, করেন, সকলেই 'নমো নমঃ' করিয়াছেন, নমোনমই করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদী 'নমোনমঃ' করিয়াছেন, নমোনমঃ' করিয়া থাকেন, 'নমোনমঃ' করিয়াই অদ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী হইতে পারিয়াছেন, দ্বৈতবাদী চিরদিনই নমোনমঃ করিয়াছেন, নমোনমঃ করিয়া থাকেন; নমস্কারের প্রভাবেই জ্ঞানী জ্ঞানী হইয়াছেন, যদি কেহ জ্ঞানী হয়েন তবে নমোনমঃ করিয়াই হইবেন; যোগী নমোনমঃ করিয়াই যোগী হইয়াছেন, বৃত্ত্যধীন আমিত্ব বোধকে ত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, নমোনমঃ করাই প্রকৃত যোগসাধন; ভক্ত নমোনমঃ করিয়াই ভক্তিসুধার সন্ধান পাইয়া থাকেন, সর্ব্বথা নির্ভয় হন, মৃত্যুকে জয় করেন; প্রপত্তিযোগ—একান্তভাবে আপনাকে অনন্যগতি জানিয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ যে নমোনমঃ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা আর বলিতে হইবে না। পরমাত্মা বা ভগবানের যত প্রকার উপাসনা পদ্ধতি আছে, নমঃ শব্দ তত প্রকার উপাসনা পদ্ধতির বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপাসনা পদ্ধতি বা সাধন মার্গকে 'আমিই পরমাত্মা' 'আমিই ব্রহ্ম,' 'আমি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন' অথবা 'আমি তাঁহার দাস, তিনি আমার প্রভু, তিনি আমার সেব্য, আমি তাঁহার সেবক', 'তিনি আমার মাতা-পিতা আমি তাঁহার সন্তান', ইত্যাদি

---

* "প্রহ্বতালক্ষণঃ প্রোক্তো নমস্কারঃ পুরাতনৈঃ।
প্রহ্বতা নাম জীবস্য শিবাৎ সত্যাদিলক্ষণাৎ॥
ভেদেন ভাসমানস্য মায়য়া ন স্বরূপতঃ।
সম্বন্ধ এব তেনৈব সোঽপি তাদাত্ম্যলক্ষণঃ॥

* * *

মকারো মমশব্দার্থো লুপ্তস্তেকো মকারকঃ।"—সূতসংহিতা।

কোনভাবে উপাসনা, প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার উপাসনা জ্ঞানীর উপাসনা, দ্বিতীয় প্রকার উপাসনা ভক্তের উপাসনা। 'নমঃ' শব্দ এই দ্বিবিধ উপাসনা বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয়। সূতসংহিতা 'সোঽহং'—আমিই পরমাত্মা, আমিই পরশিব, 'নমঃ' শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধহারীত সংহিতা ও বৃহৎসংহিতা 'দাসোঽহং'—আমি তোমার দাস, আমি তোমার (তবাস্মি), 'নমঃ' শব্দের এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 'আমি তোমার' প্রপত্তিযোগের ইহাই স্বরূপ, অতএব প্রপত্তিযোগ নমস্কার ভিন্ন আর কিছু নহে।

জিজ্ঞাসু—'আমি তোমার' এবং 'তুমিই আমি,' এই দুই ভাবের উপাসনা কি বস্তুতঃ ভিন্ন ?

বক্তা—আপাতদৃষ্টিতে তাহাই বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে ইহাদের একতা সিদ্ধ হইয়া থাকে, যথাবিধি সাধনা করিলে, পরিশেষে হৃদয়ঙ্গম হয়, জ্ঞানী ও ভক্তের ভেদ বাস্তব নহে ("তবাস্মীতি ভজত্যেকস্ত্বমেবাস্মীতি চাপর। ইতি কিঞ্চিৎ বিশেষোঽপি পরিণামঃ সমো দ্বয়োঃ॥" (বোধসার)। বৃদ্ধহারীত সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, জীব স্বতন্ত্র নহে, জীব ঈশ্বরের অধীন। নমঃ শব্দ দ্বারা জীবের স্বাতন্ত্র্যভাব অপনোদিত হয়। 'মকার এই অক্ষরের অর্থ স্বতন্ত্র, নকার তাহার নিষেধক, অতএব 'নমঃ শব্দ স্বাতন্ত্র্যের নিষেধ করে। *

'স্বতন্ত্র' শব্দের অর্থ বিচার করিলে প্রতীতি হয়, যিনি স্ব বা আত্মার তন্ত্র—স্ব বা আত্মার অধীন, যিনি পরতন্ত্র—পরাধীন নহেন, তিনি স্বতন্ত্র। আত্মেতর—আত্মভিন্ন পদার্থের অধীনতাই প্রকৃত প্রস্তাবে পারতন্ত্র্য, পরাধীনতা। আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, যাঁহারা পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের অধীনতাকে পরাধীনতা মনে করেন, আত্মার অবমাননা বলিয়া বুঝেন, তাঁহারাই আত্মজ্ঞানবিহীন। প্রপন্ন বা ভগবানের শরণাগত হওয়াকে যাঁহারা কাপুরুষতা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের বুদ্ধিতে (আত্মদর্শনের অভাবনিবন্ধন) প্রকৃত পুরুষকারের স্বরূপ প্রতিফলিত হয় নাই, ঈশ্বরই যে পুরুষকাররূপে পরিণত হন ("ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততে।"—পঞ্চদশী) তাহা তাঁহাদের উপলব্ধি হয় নাই, পুরুষের কার—পুরুষের যত্ন—পুরুষকার ; ঈশ্বর পরম পুরুষ, জীব যখন ঈশ্বরকে জানিতে পারে, অহং প্রত্যয়গম্য জৈবরূপ পরমেশ্বর তত্ত্ব নহে, আমি' বলিতে জীব

---

* মকারেণ স্বতন্ত্রঃ স্যান্নকারস্তন্নিষিধ্যতি।
তস্মাচ্চ নম ইত্যত্র স্বাতন্ত্র্যমপনোদ্যতি॥—বৃদ্ধহারীতস্মৃতিঃ। ৬।৯৬

সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, তাহার অভ্যন্তরে বাস্তবস্বরূপ অন্য অহং আছে, সেই অহং ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবের, যখন এই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখন তাহার পরিচ্ছিন্ন অহং বিলীন হইয়া যায়, তখন পরমাত্মার্ণব হইতে উত্থিত জীব-বুদ্বুদ পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে, তখন জীব বুঝিতে পারে, পরমপুরুষ পরমেশ্বরের প্রযত্নই মূল প্রযত্ন—মূল পুরুষকার, তখন জীব নমো নমঃ করে, পরমেশচরণে প্রণত হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে স্বতন্ত্র হয়। পুরুষের পরমপুরুষের চরণে প্রপন্ন হওয়া কাপুরুষতা নহে, ইহাই বস্তুতঃ সুপুরুষকার।

জিজ্ঞাসু—বহু সংশয় দূরীভূত হইল, প্রপত্তি যোগ যে বেদমূলক, তাহা জানিতে পারিলাম, এইবার প্রপন্ন ভক্তের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

বক্তা—মহাভারতে একান্তী বা প্রপন্ন ভক্তের বিশেষ প্রশংসা আছে, মহাভারতে একান্তীর মাহাত্ম্য বহুশঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। একান্তী পুরুষ—নিষ্কাম ভক্ত পরমপদ লাভ করেন। একান্তধর্ম্ম নারায়ণের প্রিয়তম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম! সুপর্ণ নামক ঋষি, সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত তপস্যা, দম ও নিয়ম দ্বারা পুরুষোত্তমের সন্নিধান হইতে এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ তিনবার এই অনুত্তম ধর্ম্মের আবৃত্তি করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত ইহা 'ত্রিসৌপর্ণ' ব্রতরূপে কথিত হইয়া থাকে, এই দুশ্চর ব্রত ঋগ্বেদমধ্যে পঠিত হইয়াছে।* নারদ পঞ্চরাত্রে প্রপত্তির—ভগবানে 'আমি তোমার' এই ভাবে আত্মন্যাসের স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তজ্ঞান, অনন্তশক্তি, অনন্তকরুণা, অপরিচ্ছিন্নবাৎসল্য, অপারক্ষমা ইত্যাদি কল্যাণগুণসাগর ভগবানে 'আমি তোমার' এই ভাবে যে আত্মনিবেদন তাহার নাম প্রপত্তি। আনুকূল্য (প্রপত্তির অঙ্গীভূত—প্রপত্তির

---

* "একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং।
নূনমেকান্তধর্ম্মোঽয়ং শ্রেষ্ঠো নারায়ণপ্রিয়ঃ॥

* * * *

সুপর্ণো নাম তমৃষিঃ প্রাপ্তবান্ পুরুষোত্তমাৎ।
তপসা বৈ সুতপ্তেন দমেন নিয়মেন চ॥
ত্রিঃ পরিক্রান্তবানেতৎ সুপর্ণো ধর্ম্মমুত্তমম্।
যস্মাত্তস্মাদ্‌ব্রতং হ্যেতৎ ত্রিসৌপর্ণমিহোচ্যতে॥
ঋগ্বেদ পাঠ পঠিতং ব্রতমেতদ্ধি দুশ্চরং
সুপর্ণাচ্চাপ্যধিগতো ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ॥

—মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব।

অনুকূল সংকল্পাদি), অপ্রতিকূলতাব—(যাহারা প্রপত্তির প্রতিকূল—অন্তরায় তাহাদের) বর্জ্জন, তুমি আমাকে নিশ্চয় রক্ষা করিবে, কারণ রক্ষাকরা তোমার স্বভাব, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস, বরণ—ভগবান্‌কে রক্ষয়িতৃরূপে আশ্রয়, ন্যাস—ভগবানের চবণে সম্পূর্ণভাবে আত্মভাবের নিক্ষেপ এবং কার্পণ্য—অকিঞ্চনতা, ইহাবা প্রপত্তিব অঙ্গ। প্রপত্তি দ্বাবা সকল সিদ্ধ হয়, ইহা দ্বারা প্রারব্ধেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। বেদে, বামায়ণে, মহাভাবতে প্রপত্তিব স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।* 'আমি তোমাবই এইভাবে যে একবাব ভগবানের চরণে আত্মভাব নিক্ষেপ কবে, তাঁহাব প্রপন্ন হয়, সর্ব্বদা অভয়প্রদ ভগবান্ তাঁহাকে উৎসুক হইয়া অভয় দিয়া থাকেন। "অহমস্মি তবৈবেতি প্রপন্নায় সকৃৎ স্বয়ম্। দেবো নাবায়ণঃ শ্রীমান্ দদাত্যভয়মুৎসুকঃ ॥——নাবদপঞ্চরাত্র—ভারদ্বাজ সংহিতা)। শ্রীভগবান্ বামচন্দ্র প্রপন্ন বিভীষণকে উপলক্ষ করিয়া প্রপত্তি ধর্ম্মের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্তচূড়ামণি ব্রহ্মপুত্র নাবদ, ভগবান্ শ্রীবামচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে বহির্গত কথাবই অবিকল ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রেব অর্থ পবিগ্রহ হইলে, তোমাব দৃঢ় প্রত্যয় হইবে, ত্রিসুপর্ণমন্ত্র দ্বারা প্রপত্তি যোগই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

একান্তী ও পবমৈকান্তিভেদে প্রপন্ন ভক্ত দ্বিবিধ। যাঁহাবা মোক্ষ বা অন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তৎ সমস্ত ভগবানেব সকাশ হইতেই পাইতে ইচ্ছা কবেন, ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহাবও নিকট হইতে যাঁহাবা কিছু প্রার্থনা কবেন না, তাঁহাবা একান্তী, এবং যাঁহাবা ভক্তি ও জ্ঞান ভিন্ন ভগবানেব সকাশ হইতেও অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করেন না, তাঁহাবা পরমৈকান্তী। পবমৈকান্তীকেও দৃপ্ত ও আর্ত্ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কবা হয়। প্রাবব্ধ অবশ্য ভোক্তব্য, নীববে প্রাবব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ কবিতে করিতে দেহেব অবসান সময়েব দিকে দৃষ্টি বাখিয়া

---

* "নিশ্চিতেঽনন্য সাধ্যস্য পবশ্রেষ্ঠস্য সাধনে। অয়মাত্মভবন্যাসঃ প্রপত্তিরিতি চোচ্যতে॥ প্রায়ো গুণবশাদেষ কৃতঃ সর্ব্বত্র দেহিনাম্। সর্বেষাং সাধয়ত্যেব তাংস্তানর্থানভীপ্সিতান্॥ অনন্তজ্ঞানশক্ত্যাদিকল্যাণ গুণসাগবে। পবে ব্রহ্মণি লক্ষ্মীশে মুখ্যোঽয়ং সর্বসিদ্ধিকৃৎ॥ প্রপত্তিরানুকূল্যস্য সংকল্পোঽপ্রতিকূলতা। বিশ্বাসো ববণং ন্যাসঃ কার্পণ্যমিতি ষড়্বিধা। কৃতানুকূল্যসংকল্পঃ প্রাতিকূল্যং বিবর্জ্জয়েৎ। বিশ্বাসশালী কৃপণঃ প্রার্থয়ন্ রক্ষণং প্রতি॥ আত্মানং নিক্ষিপতি হ্যদ্বিপ্রদেবস্য পাদয়োঃ। সা প্রপত্তিরিয়ং সদ্যঃ সর্ব্বপাপপ্রমোচনী॥

—নারদপঞ্চরাত্র—ভারদ্বাজ সংহিতা।

যাঁহারা জীবন যাপন করেন, তাঁহারা দৃপ্ত প্রপন্ন, এবং সংসারে অবস্থান জাজ্বল্যমান অগ্নিমধ্যে অবস্থানের ন্যায় অতি দুঃসহ, এই নিমিত্ত ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইবার উত্তরক্ষণেই যাঁহারা মোক্ষকামনা করেন, তাঁহারা আর্ত্ত পরমৈকান্তী।* তুমি ভগবানের কৃপায় যে ভাবে ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা তোমার স্মৃতিপথে অদ্যাপি জাগরূক আছে, সন্দেহ নাই। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর, ভগবান্‌কে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া থাক, তিনি যে অবস্থায় রাখিবেন, নিশ্চয় জানিও, তাহাতেই তোমার কল্যাণ হইবে। ভগবান্‌ই বেদরূপে প্রার্থনা করেন, ভগবানই বিলম্বে বা অবিলম্বে প্রার্থনা পূর্ণ করেন। ভগবান্ তোমাকে যখন যে ভাবে দয়া করিয়াছেন, তুমি প্রতিদিন তাহা স্মরণ করিবে, ভগবান্ যে নিমিত্ত তোমার প্রার্থনা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করিতে বিলম্ব করিতেছেন, তাহা জানিবার (যদিও তাহা জানা সুসাধ্য নহে) চেষ্টা করিবে। "ভগবান্ আমাকে নিশ্চয় রক্ষা করিবেন" এইরূপ অচল বিশ্বাস যে প্রপত্তির অঙ্গ তাহা ভুলিওনা। তুমি ভগবানের কাছে যে চাতকবৃত্তির প্রার্থনা করিয়াছ, করিতেছ, একবার ভাবিয়া দেখ, তোমাকে কে তাদৃশ প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তুমি কাহার প্রেরণায় প্রপত্তি ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছ? কে তোমাকে ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন? একবার ভাবিয়া দেখ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ, সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়, প্রেমময়, করুণাসাগর ভগবান্ তোমাকে ভাবনানুগত আগম বা বেদ হইতে সম্ভূত প্রতিভার প্রেরণায় প্রার্থিত সেই চাতকবৃত্তি কি দেন নাই? চাতকবৃত্তির আশ্রয় করিতে প্রবৃত্তি দিয়া ভগবান্ কি একেবারে উদাসীন আছেন? তুমি কি চাতকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই (আশানুরূপ না হইলেও) বিদ্যালাভ কর নাই? এই দুর্দ্দিনে উপার্জ্জনবিমুখ হইয়াও তুমি যে এই বৃহৎ পরিবারের সহিত বাঁচিয়া আছ তাহা হইতে কি তোমার বিশ্বাস হওয়া উচিত নহে যে, ভগবান্ আমার প্রার্থনা শ্রবণ

---

* "স চ প্রপন্নো দ্বিবিধঃ--একান্তী পরমৈকান্তী চেতি। যো মোক্ষফলেন সাকং ফলান্তরাণ্যপি ভগবত এবেচ্ছতি স একান্তী (দেবতান্তরশূন্য ইত্যর্থঃ) ভক্তিজ্ঞানাভ্যামন্যৎ ফলং ভগবতোঽপি যো নেচ্ছতি স পরমৈকান্তী। স দ্বিবিধঃ-- দৃপ্ত আর্ত্তশ্চেতি ভেদাৎ। অবশ্যমনুভোক্তব্যমিতি প্রারব্ধকর্ম্মানুভবন্নেতদ্দেহাবসান-সময়মীক্ষমাণো দৃপ্তঃ। জাজ্বল্যমানাগ্নিমধ্যস্থিতস্যেব সংসারবস্থিতেরতিদুঃসহত্বাৎ প্রপত্ত্যুত্তরক্ষণমোক্ষকাম আর্ত্তঃ।"

—যতীন্দ্রমতদীপিকা।

করিয়াছেন, পূর্ণভাবে না হইলেও, অংশত আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন, করিতেছেন। তুমি যে যে উপায় দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ, করিয়াছ, তাহারা কি তোমার কোন চেষ্টা হইতে সমধিগত? তুমি কি কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছ? তুমি কি কোন শরীরধারিগুরু হইতে বিদ্যালাভ করিয়াছ? তোমার অধিকাংশই কি দেব-পয়োধর হইতে আগত নহে? পিপাসা-ক্ষামকণ্ঠ চাতকেরাও স্ফটিক সদৃশ নির্ম্মল জলের জন্য পয়োধরের কাছে বারম্বার, 'স্ফটিক জল দেও, স্ফটিক জল দেও বলে রব করে, কিন্তু তোমার দেব-পয়োধর যে তোমাকে অনেক বস্তু বিনা প্রার্থনায় দান করিয়াছেন, তাহা কি তোমার মনে নাই? তোমার কি অপেক্ষিত, তোমার কি প্রার্থনা করা উচিত, তুমি যখন তাহা বুঝিতে না, তাহা বুঝিবার শক্তি যখন তোমার বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, তখন তোমার দেবপর্জ্জন্য কি তোমাকে তোমার অপেক্ষিত বস্তুজাত অযাচিত হইয়া স্বয়ং প্রদান করেন নাই? তথাপি তুমি যে ভগবান্‌কে সত্যযুগের দাতা বলিয়া স্বীকার করিতে পার না, তোমার দুর্ভাগ্যই তাহার একমাত্র কারণ। বৎস! একবার ভাবিয়া দেখ, 'আমি অনন্যগতি, আমি অকিঞ্চন, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ রক্ষা কর্ত্তা নাই, তুমি ভিন্ন আমি অন্য কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারিব না, অযোগ্য হইলেও, মলিন হইলেও, আমি তোমারই, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবে, আমার অভাব মোচন করিবে,' এইরূপ ভাবকে, এইরূপ বিশ্বাসকে অচলভাবে হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক, তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় সর্ব্বদা, সদা জল দানে প্রবৃত্ত সরোবরাদির অযাচিত উপহারকে (offer) অস্বীকার করিয়া, প্রাণান্ত হইলেও তুমি ভিন্ন অন্য কাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিব না এবম্প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া তুমি কি তোমার দেব-পয়োধরের চরণপ্রান্তে আশান্বিত নয়নদ্বয়কে নিবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছ? তোমার চিত্ত কি অভাবসাগরের উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা দ্বারা নিয়ত প্রতিহন্যমান হইয়া, কখন কখন ধৈর্য্য হারায় নাই? তুমি কি জনজলাশয়ের দান প্রতিগ্রহ কর নাই? অতএব ভগবান্ প্রার্থনা পূর্ণ করেন, প্রার্থনাকারীর অভাব মোচন করেন, ভগবান্ অন্ধ বা বধির নহেন, অন্ততঃ তোমার এ বিশ্বাস অবিচালী হওয়া উচিত, ভগবান্ যে দুঃখ দেন, তাহাও কল্যাণবিধানের ইচ্ছা-মূলক।

জিজ্ঞাসু—আপনি কৃপাপূর্ব্বক যাহা বলিলেন, আমি চিরদিন আপনার চরণে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিব, আমি আমার সংশয় দূর করিবার উদ্দেশে

জিজ্ঞাসা করিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাবৎ নিরস্তসংশয় না হইব, তাবৎ জিজ্ঞাসা করিব।

বক্তা—নির্ভয়ে করিবে। ইতঃপর তোমার যাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, বিনা সংকোচে তাহা জানাও।

জিজ্ঞাসু—ভগবানের দয়া যে অপার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, ভগবান্ যে অসীম করুণাময়, আমাকে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে, ভগবানের দয়ার কথা যখন মনে পড়ে, তখন আমার হৃদয় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়, জড়ীভূত হয়, তখন আমার আর কিছু ভাবিবার শক্তি থাকে না, আর কিছু বলিবার সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু যখন বিচারশক্তির উন্মেষ হয়, 'যে ব্যক্তি নিরন্তর বিচারপরায়ণ নহে, সে শ্বাস-প্রশ্বাসাদি জীবিতোচিত কর্ম্ম করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত,' বিচারের এইরূপ শাস্ত্রোক্ত প্রশংসা যখন স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন জিজ্ঞাসা হয়,—শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই সকলে সুখদুঃখ ভোগ করে, পাপীর ক্লেশভোগ অবশ্যম্ভাবী, ভগবান্ পাপীর ক্লেশ দূর করিবেন কেন, তাঁহার নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়, পাপী দুঃখভোগ করিবে, পুণ্যবান্ সুখী হইবে, ভগবান্ কি তাঁহার এই সনাতন নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন? ভগবানের সকল কার্য্যই যদি করুণামূলক হয়, তাহা হইলে, পৃথিবী দুঃখের সীমান্ত হইল কেন? "পাপী দুঃখ ভোগ করিবে," "পুণ্যবান্ সুখী হইবে", এই নিয়মের যে ব্যভিচারস্থল নাই, তাহাও ত সর্ব্বদা বিশ্বাস করিতে পারিনা, পাপাচরণে সদা রত ব্যক্তি সুখে আছেন, পুণ্যবান্ দুঃখভোগ করিতেছেন, ইহাও যে নয়নে পতিত হয়। জন্মান্তরের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে এইরূপ সমাধান সকল সময়ে শান্তি দিতে সমর্থ হয় না। ঋষিরাও দুঃখভোগ করিয়াছেন, রাবণাদি কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াছেন, পূর্ব্বজন্মের যে কর্ম্ম নিবন্ধন ঋষি দিগকেও দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে, সে কর্ম্ম ঋষিত্ব প্রাপক পথের প্রতিবন্ধক হয় নাই কেন, সেই অশুভ কর্ম্মের বাসনা থাকাতে ঋষি হওয়া সম্ভব হয় কেন? বালকোচিত সরল বিশ্বাসের সহিত বহুদিন প্রার্থনা করিয়াও, ফল পান নাই, আমি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 'তুমি আমার দুঃখ দূর কর' 'তুমি আমাকে রক্ষা কর,' 'আমি জ্ঞানহীন, তুমি আমাকে জ্ঞানদান কর,' 'আমি শক্তিহীন, তুমি আমাকে শক্তি দেও,' 'আমি ধনহীন, দারিদ্র্যপীড়িত, তুমি আমাকে ধনদান কর, আমার দারিদ্র্য-দুঃখ নাশ কর'। 'আমি ভক্তিহীন, তুমি আমাকে ভক্তি দেও,' এবম্প্রকার প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ যে তাহা শ্রবণ

করেন, প্রার্থনাকারীর অভাব মোচন করেন, তাহা স্বয়ং বহুবার অনুভব করিয়াছি বটে, কিন্তু সহস্রবার প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল পাই নাই, ইহাও অনুপলব্ধ বিষয় নহে। ভয়বশতঃ হোক্, কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় হোক্, বেদের কৃপায় হোক্, পূর্ব্বে বহুবার নিবেদন করিয়াছি, আমি স্বভাবতঃ ঈশ্বরবিশ্বাসী, আমার ভগবদ্বিশ্বাস কখন কখন বিচলিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার মূল কদাচ উৎপাটিত হইতে পারে না। তথাপি, প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ কেন তাহা পূর্ণ করেন, তাহা ভাল বুঝিতে পারি না, যথাশক্তি প্রার্থনা করিয়াও কেন কোন ফল পাই নাই, তাহাও উপলব্ধি হয় না, জল সন্তপ্ত হইলে, কেন বাষ্প হয়, বাষ্প নিরুদ্ধ হইলে কেন গতির উৎপত্তি হয়, তাহা যেমন ভাবে বুঝিতে পারি, 'বৃষ্টি দেও' 'পুত্র দেও' 'ধন দেও' 'দুঃখ দূর কর, সুখী কর 'রোগমুক্ত কর' এই প্রকার প্রার্থনা করিলে, তাহা শ্রুত ও পূর্ণ হইবে কেন, তাহা তেমন ভাবে বুঝিতে পারি না, আমি তেমন ভাবে তাহা বুঝিবার একান্ত অভিলাষী। যাঁহার চক্ষু নাই, তিনি কিরূপে দেখিবেন, যাঁহার কর্ণ নাই তিনি কিরূপে শ্রবণ করিবেন, আমার তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হয়। আপনি বলিলেন, আমি ঠিক চাতক বৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে পারি নাই, আমি মানুষের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, আপনার এ কথা যে একেবারে মিথ্যা নহে, তাহা আমি অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছি, কিন্তু আমার তাঁহার প্রতি অভিমান হইবারও যথেষ্ট কারণ আছে। বিশ্বাস করি (সর্ব্বদা এ বিশ্বাস যে সমভাবে স্থির থাকে, তাহা বলিতে পারিব না) তিনি অন্তর্যামী, তিনি আমার সব দেখিতে পান, আমি যাহা দেখিতে পাই না, তাঁহার অবাধিত দৃষ্টিতে তাহাও পতিত হয়। আমি যে কখন (আমার ইহা দৃঢ় প্রত্যয়) তাঁহার কাছে জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন স্বতঃ আর কিছু প্রার্থনা করি নাই, আমি যে প্রাণধারণের জন্য তিনি ভিন্ন অন্য কাঁহার সকাশ হইতে কোন দিনের জন্য কিছু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি নাই, যদি কিছু না খাইয়া থাকিবার শক্তি দেও, তবে তোমাকে আর উদরের নিমিত্ত বিরক্ত করিব না, আমি যে ভগবানের কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছি, করিয়া থাকি, সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহা জানেন। দুই তিন বৎসরের বালকগণের সহিত কতদিন অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইয়াছি, সেই সকল দিনেও পীড়িত ধনী ও দরিদ্রকে ঔষধ দিয়াছি, বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করিয়াছি, ইহাঁদের মধ্যে কেহই জানিতে পারেন নাই আমি সপরিবারে অনশনে দিন কাটাইতেছি। এমন অবস্থাতে কোন হৃদয়বান্ ভগবদ্ভক্ত বিনা প্রার্থনায় ভগবানের প্রেরণায়

সুদূর প্রদেশ হইতে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা আমাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে অনেকের গৃহে বহুদিন গৃহচিকিৎসকের কার্য্য করিয়াছি, অপিচ তাঁহারা আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমি তাহা ঋণরূপে গ্রহণ করিয়াছি, দানরূপে প্রতিগ্রহ করি নাই, আমার সাহায্যকারীদিগের মধ্যে বোধ হয় এমন এক ব্যক্তিও নাই, যাঁহাকে, আমি তাঁহার সমীপে ঋণী, তিনি আমার উত্তমর্ণ, আমি তাঁহার অধমর্ণ, বহুবার এই কথা বলি নাই। আমার বিশ্বাস, ভগবান্ সাক্ষাৎভাবে আমাকে অর্থ দিবেন, আমি তদ্দ্বারা ঋণমুক্ত হইব। ঋণমুক্ত হইবার নিমিত্ত আমি বহুদিন হইতে নিত্য বেদমন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করি—"ইহজন্মে আমি যে সমস্ত ঋণ স্বীকার করিয়াছি, আলস্যাদি দোষ বশতঃ যাহা প্রত্যর্পিত হয় নাই, হে ভগবন্! সেই সমস্ত ঋণ হইতে, আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে আমাকে মুক্ত করিয়া দেও, আমার উত্তমর্ণদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য প্রদান কর ("যৎকুসীদমপ্রতীতং ময়েহ যেন যমস্য নিধিনা চরামি। এতত্তদগ্নে অনৃণো ভবামি জীবন্নেব প্রতিতত্ত্বে দধামি॥"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।) অতএব আমাকে বুঝাইয়া দিন, আমি কোন্ অপরাধে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার সকাশ হইতে আমার আবশ্যকীয় বস্তু পাইনা, আমার বিশুদ্ধ চাতক বৃত্তির কোন্ কারণে ভঙ্গ হইয়াছে, হইতেছে।

শোকশান্তি—১ম প্রকারের।

দুঃখ সহ্য করিবার উপায়।

দুঃখ আসিলেই দুঃখী ভাবে আমার মতন দুঃখী জগতে নাই। আমা অপেক্ষা অধিক দুঃখও মানুষ পাইয়াছে ইহা জানা থাকিলে নরনারী আপনার দুঃখ অগ্রাহ্য করিতে পারে, দুঃখ সহ্য করিতেও পারে।

দুঃখ ভিতরে বাহিরে বিরাজ করে। ভিতরে চিন্তা সাজিয়া এবং বাহিরে মূর্ত্তি ধরিয়া এই দুঃখ, সকলকেই আক্রমণ করে।

বাড়ীতে সকলেই আমাকে তিরস্কার করে, কেহই আমার উপর প্রসন্ন নহেন, সকলের দুরুক্তিতে সর্ব্বদা আমার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে, ক্ষুদ্রের স্নেহ

বাক্যে আমার অন্তর ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে, এইরূপ বাক্য বহুলোকের মুখে শুনা যায়। এখানে দুঃখ মূর্ত্তি ধরিয়া জ্বালা দেয়। সন্ধ্যা পূজা জপ তপ করি, কিছুইত হয় না। এক একদিন কিছুই করিতে ইচ্ছা যায় না। ইহা দুঃখের অন্ত্য অবস্থা।

কিন্তু যদি মিলাইয়া লও তবে জানিবে কতটুকু দুঃখ তুমি পাও, কতটুকু তিরস্কার তুমি সহ্য কর, কতটুকু যাতনা তোমায় ক্লেশ দেয়। যেখানে দুঃখের প্রতীকার করা যায়না সেখানে দুঃখ সহ্য করিতে হয়। না করিলে অধিক দুঃখ আসিবেই।

ঐ যে বৃদ্ধটি ভিক্ষুক হইয়াছে দেখিতেছ উনি কিন্তু একদিন ক্রোরপতি ছিলেন। উঁহার নিজের দোষে ঐ ব্যক্তি সব নষ্ট করিয়া আজ এই বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষুক অবধূত হইয়াছে। উঁহার দুঃখ কত একবার দেখ দেখি। আজ উঁহার নির্ব্বেদ আসিয়াছে তাই ঐ ব্যক্তি সব সহ্য করিয়া যাইতেছে। দেখ উঁহার উপরে অত্যাচারের মাত্রা কত দূর?

ভিক্ষার জন্য যখন এই ব্যক্তি গ্রামে বা নগরে প্রবেশ করিতেন তখন অসজ্জনেরা এই ভিক্ষুক বৃদ্ধ অবধূতকে নানাপ্রকারে তিরস্কার করিত। কেহ বা ইহার ভোজন পাত্র কাড়িয়া লইতেছে, কেহ বা কমণ্ডলু অক্ষসূত্র, চারখণ্ড জোর করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেছে। হায়! দিনান্তে এই ভিক্ষুক ভিক্ষালব্ধ অন্ন নদীতীরে ভোজন করিতে বসিয়াছে দেখ দেখ দুর্বৃত্তেরা মুখেরগ্রাস কাড়িয়া লইতেছে; কোন কোন পাপিষ্ঠ উহার গাত্রে মূত্র ত্যাগ করিতেছে কেহবা মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছে। বাক্য সংযত করিয়া থাকিলে কথা কহাইবার জন্য পীড়ন করে; কখন বা এ ব্যক্তি চোর এই বলিয়া তর্জ্জন করে। কেহ বলে লোকটাকে রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া পুলিসে দেওয়া উচিত। কেহ বলে লোকটা শঠ, প্রতারণার জন্য ধর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। ধনহীন ও স্বজন বর্জ্জিত হইয়া মানুষটা অবধূত সাজিয়াছে। অহো! ইহার দৃঢ়তা দেখ। লোকটা মৌনাবলম্বন করিয়া বকের ন্যায় অভীষ্ট সাধন করিতেছে। এই বলিয়া কতকগুলা লোক উঁহাকে উপহাস করিতেছে, কেহ কেহ উঁহার উপরে অধোবায়ু পরিত্যাগ করিতেছে; কেহ কেহ ক্রীড়নক পক্ষীর ন্যায় উঁহাকে বদ্ধ ও রুদ্ধ করিতেছে। এমন লোকও দেখা যায় যিনি ভাগবতের মূত্রত্যাগ, নিষ্ঠীবনত্যাগ, অধোবায়ু ত্যাগ এখনওত আমার উপর আইসে নাই ভাবনা করিয়া সংসারে দুঃখ উৎপীড়ন সহ্যকরার অভ্যাস করেন।

বল দেখি তোমার দুঃখ কি ঐরূপ যে তুমি এত অধৈর্য্য, এত অস্থির হইয়া উঠিয়াছ? শুনিবে ঐ ব্যক্তি সব সহ্য করিতেছে কিরূপে?

শ্রীভগবান উদ্ধবকে উপদেশ করিয়াছিলেন উদ্ধব! অসাধু যদি তোমায় তিরস্কার করে, অবমাননা করে, হিংসা করে, তাড়না করে, বাঁধিয়া রাখে, তোমার সব কাড়িয়া লয় অথবা অজ্ঞ দুর্বৃত্তগণ যদি ক্রমাগত তোমার গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, মূত্র দ্বারা তোমাকে ভিজাইয়া দেয়—এইরূপ নানা কষ্টে পতিত হইয়াও আপনার হিত যিনি চান তিনি পরমেশ্বরে নিষ্ঠা সম্পন্ন হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবেন।

উদ্ধব। হে বিশ্বাত্মন্! আপনার ধর্ম্মাবলম্বী, আপনার চরণাশ্রিত শান্তচিত্ত সাধুগণ ব্যতিরেকে এত অপমান, এত পীড়ন সহ্য করা ত পণ্ডিত জনের পক্ষেও অসম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্জ্জনের দুরুক্তি দ্বারা ক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করা—একপ্রকার অসম্ভব। অসাধুগণের কটুবাক্য মর্ম্মস্পর্শী হইয়া যেরূপ কষ্ট দেয়, মর্ম্মগামী বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইলেও লোকের সেরূপ কষ্ট হয় না। তথাপি এমন লোকও আছেন যাঁহারা দুর্জ্জন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নিজের কর্ম্মসকলের বিপাক স্মরণ করিয়া স্থির থাকিতে পারেন। মালব দেশের ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বনে সকল সহ্য করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ধনবান্‌ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ ধনবান্ হইলেও অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন। কোন পুণ্য কর্ম্ম তাহার ছিলনা। তাহার পুত্র ও বান্ধবগণ নিতান্ত দুঃশীল হইয়া উঠিল। তাহার স্ত্রী কন্যা সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিত, পীড়া দিত। ক্রমে পুণ্যপথ হইতে ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের বহুপরিশ্রম ও আয়াসলব্ধ ধন জ্ঞাতিগণ কতক চুরী করিল, দস্যুগণ কিঞ্চিত লইল, কতক রাজা লইলেন। ব্রাহ্মণ ধনক্ষয়ে এবং স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া বড়ই সন্তপ্ত হইল। দুঃখ ও তিরস্কার ব্রাহ্মণের বড় উপকার করিল। ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য আসিল। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণের নির্ব্বেদ বাক্য দ্বারা বহু দুঃখীর উপকার হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ দুঃখে পড়িয়া বলিল আমি কেন আমার আত্মাকে অনুতাপগ্রস্ত আর করি! আমার আত্মা, না-ধর্ম্মের জন্য, না ভোগের নিমিত্ত হইল। আমি এতদিন বৃথা কষ্ট পাইলাম। পুণ্যহীন লোকের ধন কেবল দুঃখের জন্য। মরিলে নরক, জীবনেও কোন সুখনাই। কুষ্ঠব্যাধি যেমন বাঞ্ছিত রূপ নষ্ট করে, তেমনি কোন কিছুতে আসক্তি, কোন কিছুতে লোভ স্বল্প হইলেও

ইহা মানুষকে নষ্ট করে। নাই বা আমার অর্থ রহিল, নাই বা লোকে আমাকে আদর করিল—এ সমস্তই অনর্থ। অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করাই উচিত। সুরবাঞ্ছিত মনুষ্য জন্ম, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম—এই শ্রেষ্ঠতা পাইয়াও যে আপনার হিত সাধন না করে সে অশুভা গতি প্রাপ্ত হয়। আমি বৃদ্ধ বৃদ্ধ কি আর সাধন করিবে তথাপি লোকে কেন বিফল চেষ্টায় বার বার ক্লেশ পায়? হায়! মানুষ কাহারও মায়া দ্বারা অতীব মোহপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যু কবলিত লোকের ধনে কি হয়? নিশ্চয়ই সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তাই আজ তিনি আমাকে এই দশায় পাতিত করিয়াছেন, তাই আমি ধনহীন, তাই আমি সকল লোক দ্বারা তিরস্কৃত। ইহা না হইলে আমার বৈরাগ্য আসিতনা।

আমি আমার বয়সের শেষভাগে যাহা আসে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া হরি হরি করিব, করিয়া শরীর শুষ্ক করিব। কোন কিছুই আর ভাবিব না। সেই ত্রিলোকনাথ হরি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। খট্টাঙ্গ যে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। আমার ত সময় নাই বলিতেছি তথাপি যতটুকু আছে তাহা লইয়া আমি সেই করুণাময়ের চরণে আশ্রয় লই।

ইহা স্থির করিয়া বৃদ্ধ বিচার করিলেন ভোগটা দৈবই দেয়। আমি হরি হরি করিয়া সকল প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া যাইব। আমি হরি হরি করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া যাইব।

উদ্ধব! এইরূপে দুঃখ সহ্য করিয়া গেলে মানুষ আমার কৃপা অনুভব করে এবং শেষে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ধৈর্য্য বড় সাত্ত্বিক। যাহার ধৈর্য্য আছে সেই জানে কি ধন, কি জন, কি দেবতা, কি আত্মা, কি গ্রহ, কি কর্ম্ম, কি কাল, কিছুই তাহার দুঃখের কারণ নহেন। মনই একমাত্র দুঃখের কারণ। আমার দেবতা সর্ব্বত্র আছেন। আমার হৃদয়েও আছেন। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সকলের চরমফল যে মনঃসংযম তাহাই করিব। সব সহ্য করিয়া যাইব। যাহা আসে আসুক আমি হরি হরি করিতে ছাড়িবনা। "আমি" "আমার" ইহা আর রাখিবনা। কাহার প্রতি আমি কোপ করিব? স্বীয় দন্ত দ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া বেদনা প্রাপ্ত হইলে কাহার প্রতি ক্রোধ করা যায়? কোন দেবতাই আমাকে দুঃখ দেননা। আমায় আত্মাই এক মাত্র সত্য। আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুতেই মন দিবনা। উদ্ধব! বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া এই ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন মানুষের সুখ দুঃখের দাতা কেহই নাই।

মিত্র, উদাসীন, রিপু, এবং সমুদায় সংসারই অজ্ঞান প্রসূত; সমস্তই মনের বিভ্রম ও মনঃকল্পিত।

এস এস আমরাও এই ভিক্ষুগীতা শ্রবণ করিয়া মনন করি। আর যাহা আসে আসুক। আমরা সব সহ্য করিয়া স্বধর্ম্মে থাকিয়া হরি হরি করিয়া যাই।

প্রিয় সহচরী।

যাতনাই মম প্রিয় সহচরী

ভোলেনারে সে আমারে

আমি তারে চিন্‌তে নারি।

যখন ছদ্মবেশ ধ'রে, সুখ প্রবেশে হৃদয় পুরে

দুঃখ আসি অমনি দ্বারে, দ্বারী হয়ে দেয় প্রহরী।

লক্ষ্মণ থাকিলে দ্বারে কার সাধ্য শ্রী-সীতা হরে

ঠিক যেন তাই মন সীতারে

রক্ষা করেন দয়াল হরি।

সুখ নয় সে যেন একা দশাননের ভীষণ ধোঁকা

দুঃখ যে তোর চিরসখা

দিবে ভবার্ণবে তরি॥

আসে চ'লে, যায় সবাই

দুঃখের চ'খের পলক নাই

ঠিক যেন অনুজ লখাই

যখন হবেন ছত্রধারী।

রাম বক্ষ দিবার আশে

সদা থাকে সে তোর পাশে

ভেসে যাবে তার উদ্দেশে,

অনিত্য সুখ তুচ্ছ করি

দেহ অন্তে পদ প্রান্তে,

স্থান যেন পায় এ কিঙ্করী।

হরণকাণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাবণ ও সীতা।

কুটীর দ্বারে রাবণ আসিয়া দাঁড়াইল। ছদ্মবেশ, ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী।

শ্লক্ষ্ণ কাষায় সংবীতঃ শিখিচ্ছত্রী উপানহী।
বামে চাংসেঽবসজ্যাথ শুভে যষ্টি কমণ্ডলূ॥
পরিব্রাজকরূপেণ বৈদেহীমন্ববর্ত্তত॥

পরিধানে কোমল কাষায় বস্ত্র, শিরে শিখা, মস্তকে ছত্র, পদে উপানৎ, বামস্কন্ধে শুভ ত্রিদণ্ড, হস্তে কমণ্ডলু। পরিব্রাজক রূপে দশানন বৈদেহীর সম্মুখে আসিল। জগৎ বিজয়ী দশানন সাজিয়াছে ভাল।

সীতা কি দেখিতে পান নাই? না পাইবারই কথা। তুমি আমি এই অবস্থায় পড়িলে কি দেখিতে পাই?

সীতার পরুষ বাক্যে কুপিত হইয়াই লক্ষ্মণ রামের কি হইল জানিয়া আসিবার জন্য অতি দ্রুতবেগে বনমধ্যে ছুটিয়াছেন। রাবণও সুযোগ পাইয়া রাম লক্ষ্মণ শূন্য কুটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাবণ অতি ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়াছে। লক্ষ্মণ অদৃশ্য হইবামাত্র আসিয়াছে। এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করে নাই। রাবণের আর সময় নাই।

"শ্রুত্বা সীতা কথং ভবেৎ" রাম মারীচের মৃত্যুকালে "হা সীতে হা লক্ষ্মণ" শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন সীতা শুনিয়া কি হইবে? যাহা হইল তাহা আমরা দেখিলাম। এখন সীতার অবস্থা কিরূপ? ইহা দেখাইবার অবসর বুঝি ভগবান্ বাল্মীকির ছিল না। হরণ কাণ্ড এত শীঘ্র শীঘ্র ঘটিল যে অন্য কিছু বলার সময় এখানে নাই। আমাদের কিন্তু কিছু সময় করিতে হইবে। জগন্মাতার আকার প্রকার ব্যবহার তখন কিরূপ হইল ইহার ধ্যানে আমাদের পরম উপকার।

রাক্ষস পীড়িত দণ্ডকারণ্য। গভীর অরণ্যের মধ্যে একখানি পর্ণ কুটীর। নিকটে কেহ নাই। সীতা একাকিনী। বেলা দ্বিতীয় প্রহর। আজ কৃষ্ণাষ্টমী। মাতার অবস্থা এখন কিরূপ? নিতান্ত কটুবাক্যে লক্ষ্মণকে বিতাড়িত করিয়াছেন।

সীতার মুখ চক্ষু এখন কি ভাব ধারণ করিয়াছে? মা কি বসিয়া আছেন? না নিতান্ত অস্থির হইয়া ঘর বাহির করিতেছেন? অথবা ভর্ত্তৃশোক পীড়িতা হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িয়া আছেন? তুমি আমি এই অবস্থায় পড়িলে কি করি? মা কি তাহাই করিলেন অথবা শোকের প্রবল উত্তেজনাতেও শান্তভাবে উপবেশন করিয়া সকল দেবতার নিকট রামের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন?

কি করিলে জগন্মাতার অবস্থা, জগন্মাতার কার্য্য অন্তশ্চক্ষে ভাসিবে? ঋষিদিগের ক্রম ছিল "হসিতং ভাষিতঞ্চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্। তৎসর্ব্বং ধর্ম্মবীর্য্যেণ যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি"। যেমন যেমন ঘটিয়াছিল পবিত্র কুশাসনে উপবেশন করিয়া পবিত্র হইয়া আচমন করিয়া চিত্তস্থির করিয়া ভাবনা করিতে পারিলেই সেইরূপ ভাবেই দেখা যায়। আমাদের ধর্ম্মবীর্য্যত নাই আমরা যথাবৎ দেখিব কিরূপে? আমরা ধ্যান করিতে ত জানি না। মন ত আমাদের কত পবিত্র তাহা আমরা বিশেষ জানি। আহার শুদ্ধি, আচার শুদ্ধি, নিত্য কর্ম্মাদি না করিলে মনের অবস্থা যাহা হয় তাহাও আমাদের বেশ জানা আছে। আমাদের মনের কল্পনা ভগবান্ ব্যাস বাল্মীকির সম্যক্ দর্শনের সঙ্গে মিলিবে কেন? তাই আমরা শাস্ত্র মানিতে চাই না।

উপস্থিত ক্ষেত্রে কল্পনার চক্ষে যাহা ধরা যায় সেই সম্বন্ধে একটু বলিতে হইলে বলিতে হয়—চকিত মধ্যে ছদ্মবেশী ভিক্ষুক আসিয়া কুটীর দ্বারে দাঁড়াইল। জগন্মাতার অন্য অবসর ছিল না। তখন পর্য্যন্ত চক্ষের জল শুকায় নাই। রামের বিপদভাবনা মনকে ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেলিত করিতেছে। এইরূপ বিপদের ধারণা কি করিতে পার? যখন প্রিয়জনের জীবন সংশয় ঘটে তখন ত প্রিয়জনের নিকটে ছুটিয়া যাইতেই ইচ্ছা করে। দূরে ত থাকা যায় না। দূরে থাকিলে কি মনে হয়? আহা কত যাতনা বুঝি পাইতেছে, কত ছট্‌ফট্ না জানি করিতেছে? এই ঘটনা মানুষের ঘটে। কিন্তু কিছু কাল গত হইলে বিপদ কালের এই কাতর ভাব এই ভাবে স্মৃতিতে জাগাইতে লোকে পারে না।

. সাধনা করিলে জাগাইতে পারা যায়। যাহা একবার ভোগ করা হইয়াছে তাহার সংস্কার ত ভিতরে আছেই। চেষ্টা করিলে তাহা জাগান যাইবে না কেন?

সাধনা অপূর্ব্ব বস্তু। সাধনা দ্বারা লাভ করা যায় না এমন কোন কিছু জগতে নাই। যাহা দ্বারা শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় তাহা দ্বারা অলব্ধ কি থাকিতে পারে? সাধনা ছাড়িয়া, তপস্যা ছাড়িয়া, শুধু অশুদ্ধ মনে কল্পনা করিয়া করিয়া আমরা আজ আপাপন্থী কলির মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছি।

রামায়ণ পাঠে লঘুপায়ে নষ্টবুদ্ধি নবনারীরও গতি লাগে। কিন্তু পাঠ করিতে জানা চাই; ভাবনা করিতে শিক্ষা করা চাই।

সকল মাতা, স্বরূপে জগন্মাতাই বটেন! আর শ্রীসীতা? তিনি ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগন্মাতা—বরণীয় ভর্গরূপা-গায়ত্রী। "যে সীতাপদ চিন্তকাঃ" যাঁহারা সীতার পাদপদ্ম চিন্তা করেন তাঁহারা অতি ভাগ্যবান্—শাস্ত্র ইহা বলেন।

ঋষিগণের ক্রম হইতেছে "প্রণম্য ধ্যান সংযুক্তং রামায়ণমদীরয়েৎ"। যদি রামায়ণের কোন কথা হৃদয়ে জাগাইতে চাও তবে সীতারামকে প্রণাম কর; করিয়া ধ্যান সংযুক্ত হও যাহা দেখিতে চাও তাহা ঠিক ঠিক দেখিতে পাইবে।

ধ্যান সংযুক্ত হইবার জন্য কি করিতে হইবে জান? প্রথমে লক্ষ্যটি ঠিক করিয়া লও। লক্ষ্য হইতেছে সাক্ষাৎকার। সাক্ষাতে দেখিবার জন্য বহু উপায়, অবস্থা বিশেষে, অধিকারী ভেদে, বলা হইয়াছে। ইহার মধ্য হইতে সর্ব্বপ্রকার অধিকারীতে প্রযুজ্য হইতে পারে এমন উপায়টি ধরা চাই। প্রথমে একটু শুদ্ধ হও। আচমন কর। আচমনে গঙ্গা যমুনা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সূর্য্যচন্দ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, ইষ্ট দেবতা, ব্রহ্ম ইত্যাদিকে যেন স্পর্শ করিতেছ মনে কর। পবিত্র বস্তুর স্পর্শে পবিত্র হইয়া সকল দেবতার নিকট প্রার্থনা কর। আমার সাধ্য নাই যে আমি ধ্যান করিয়া সাক্ষাৎকারলাভ করি। আমি আমার পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতেছি বটে, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে যাইতেছি সত্য, কিন্তু আমার অহং এ ইহা হইবে না। সেই জন্য হে গতি হে ভর্ত্তা হে নিবাস হে শরণ হে সুহৃৎ আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি আমাকে তুমি চালাইয়া লও। আমি আমার পুরুষকারের উপর নির্ভর করি না আমি তোমার উপর নির্ভর করি। যাহা করিলে ভাল হয় তাহাই তুমি আমার মধ্যে আসিয়া কর, আমি তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তোমার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করি। জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ ইহা ভাবিবার কর্ত্তাও আমি নই; আমি করিতেছি এই অহং অভিমানের মালিকও আমি নই। আমি সব দিয়া তোমার হাতের যন্ত্র হইতেই চাই। এই ভাবে প্রস্তুত হইয়া লইয়া—দীর্ঘ মন্ত্র কতক্ষণ জপ কর। এই জপের পর নাভিমণ্ডলে জ্যোতিরাশির মধ্যে মন্ত্রটি দেখিতে দেখিতে বা শ্রীচরণকমল ভাবনা করিতে করিতে সম্মুখে পশ্চাতে সংখ্যা রাখিয়া জপ কর। ইহার পরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া উঠা নামায় অন্ততঃ ১০৮ বার শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য কর।

এইরূপ করিলে মন স্থির হইবে। সেই স্থির মনে সীতারামকে প্রণাম করিয়া ঐ অবস্থার মূর্ত্তি ধ্যান কর। তখন স্থিরচিত্ত ঐ অবস্থার রূপ খুলিয়া দিবে। ঐরূপ ধ্যানে যেমন যেমন নৈপুণ্য জন্মিবে তেমন তেমন তুমি যথার্থ মূর্ত্তির নিকটে আসিতে পারিবে। এইরূপে প্রণবাধ্যানসংযুক্ত হইয়া যিনি রামায়ণ ধারণা করিবেন তাহার সহায় ভগবান্ বাল্মীকি। যেমন অঙ্ক কসিবার সময় ফলটি জানা থাকিলে মিলাইয়া লওয়া যায় ঠিক হইল কিনা, এ ক্ষেত্রে ভগবান বাল্মীকির ধ্যানের ফলের সহিত মিলাইয়া লইলেই বুঝা যাইবে কতদূর ঠিক হইল। যদি ভগবান্ বাল্মীকির সহিত না মিলে তবে তোমার ধ্যান ঠিক হয় নাই নিশ্চয় জানিও। এইরূপ চেষ্টা করিয়া যাহারা রামায়ণ পড়েন, রামায়ণ ভাবনা করেন, রামায়ণ লিখেন তাঁহাদের কার্য্যে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়া যাহা করিবার তাহা নিশ্চয়ই করিয়া দিয়া থাকেন। আহা! বড় সুখের পড়া, বড় সুখের ভাবনা, বড় সুখের লেখা ইহা। এইরূপ সাধনায় প্রাণ মন ভরিয়া উঠিয়া প্রিয়বস্তুর চরণ কমলে লুটাইয়া পড়িয়া থাকিতে চায়, ইষ্ট দেবতার নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম, লীলা মধু হইতেও মধুর হইয়া যায়। ভুলিয়া গেলেও নাম আপনি আসিয়া অমৃত বর্ষণ করে। তখন প্রাণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কতবার কাঁদে কতবার পুলকিত হয়, কতবার আহা! আহা! করিতে করিতে প্রণাম করে আর কতবার কি জানি কি শীতলাহ্লাদকর কি যেন স্পর্শ করে। এই ভাবে যদি স্বাধ্যায় অভ্যাস করা হয় তবে ঈশ্বর প্রণিধান সর্ব্বদা হয় এবং মন্ত্রজপে ও স্বাধ্যায় সাহায্যে প্রিয়দর্শন ঘটে। মূর্ত্তিদর্শন যেমন ভাবেই হউক একটা আনন্দ তাহাতে থাকিবেই; আর ঠিক ঠিক দর্শন হইলে মূর্ত্তি "বর প্রার্থনা কর" বলিবেই। মূর্ত্তি দর্শন কখন নিষ্ফল হইবার নহে। সাক্ষাৎকার হইলে যাহা চাই তাই চাহিয়া লইয়া জীবন সার্থক করা হইল। এই সাধনায় আহার ঔষধ দুই আছে। নানা কথা থাকিলেও ঋষিগণের প্রদর্শিত লঘুপায়ের ভিতরেই সমস্ত আছে। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে লঘুপায় যাহা দেখাইলেন তাহাই শ্রীপার্ব্বতী কথিত প্রশ্নের শ্রীমহাদেব কথিত উত্তর। ইহাই অধ্যাত্মরামায়ণ। অধ্যাত্মরামায়ণে অতি জটিলতত্ত্ব, আবার অতি সহজ রসামৃত সমস্তই আছে। তথাপি ইহা লঘুপায়, কারণ ইহার যে যতটুকু পারিবে তাহাতেই সে ভরিত হইয়া যাইবে। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" - ইহার অল্প আচরণেও যে শাস্ত্রীয় সংস্কার পড়িবে তাহা নিতান্ত অসময়েও মৃত্যু সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ করিবেই।

বলিতেছিলাম এই দারুণ জনস্থান-কুটীরে রামলক্ষ্মণ বিরহিতা একাকিনী

জনক-নন্দিনীর নিকটে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গুপ্তস্থান হইতে আসিয়া দাঁড়াইলে এই অতিদুর্ব্বৃত্ত, অতিবলবান, ছদ্মবেশী, সর্ব্বনাশ সঙ্কল্পকারী এই ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী। সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন, চন্দ্র ও উঠিতেছেন না -এই চন্দ্র সূর্য্য রহিত সময়ে কৃষ্ণা সন্ধ্যার মত ইহার উপস্থিতি; এই কুটিল, বেশধারী পরিব্রাজক সেই যশস্বিনী বালিকা রাজপুত্রীকে পুনঃ পুনঃ দেখিতেছে মনে হয় যেন ভূশদারুণ কেতুগ্রহ শশিহীন রোহিণীকে অবলোকন করিতেছে।

"তমুগ্রং পাপকর্ম্মাণং জনস্থানগতা দ্রুমাঃ।
সন্দৃশ্য ন প্রকম্পন্তে ন প্রবাতি চ মারুতঃ॥
শীঘ্রস্রোতাশ্চ তং দৃষ্ট্বা বীক্ষন্তং রক্তলোচনম।
স্তিমিতং গন্তুমারেভে ভয়াৎ গোদাবরী নদী॥"

এই উগ্রকর্ম্মা এই অতিভীষণ পাপকর্ম্মার চেষ্টা দেখিয়া বন দেবতাগণ ভীত হইয়াছেন, দণ্ডকারণ্যের বৃক্ষ পত্র নড়িতেছে না; শীঘ্র স্রোতা গদগদ সলিলা সীতা সহচরী গোদাবরী ভয়ে স্তমিত গতি--মন্দগতি ধারণ করিয়াছেন। সবাই নিস্পন্দ, সবাই ভীত, কাহারও কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। সবাই যেন ভিতরে কম্পিত হইয়া ভিতরে হাহাকার করিতেছে আর ভিতরে বলিতেছে হায়। এই প্রচণ্ড বন্য ব্যাঘ্রের কবলে এই মুগ্ধা হরিণীর কি দশা ঘটিবে!

রাবণ আরও নিকটে আসিতেছে। নির্ম্মম শনিগ্রহ যেমন চিত্রার নিকটবর্ত্তী হয় সেইরূপ এই প্রচ্ছন্ন দণ্ডি-সন্ন্যাসী ভর্তৃশোকপীড়িতা সীতার অতি নিকটে আসিল। তৃণাবৃত কূপের ন্যায় এই ছদ্মবেশী সাধু রামসাধ্বভবা রামরাণীকে দেখিয়া চমকিত হইতেছে। মনে মনে বলিতেছে হোঃ! হোঃ ইকি অঙ্গপ্রভা! মনে হয় যেন গলিত সুবর্ণ সরোবরে মৃদু মন্দ হিল্লোল ভাসিয়া চলিয়াছে। পূর্ণ চন্দ্রনিভ এই মুখমণ্ডল, রুচির দন্তোষ্ঠবতী নয়নমনোহারিণী এই রমণী—যে অঙ্গে দৃষ্টি রাখি সেখান হইতে নয়ন মন ত ফিরে না।

শোকসন্তপ্তা, পদ্মপলাশাক্ষী, পীতকৌশেয়বাসিনী, বৈদেহী পর্ণশালায় আসীনা আসীনাং পর্ণশালায়াং বাষ্পশোকাভিপীড়িতাম্"। এখন পর্য্যন্ত তিনি কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। কামশর বিদ্ধ এই দুরন্ত অসুর, এই দুষ্টচেতা নিশাচর আরও নিকটে গিয়া "ব্রহ্মঘোষ মুদীরয়ন্" নিকটে গিয়া ব্রাহ্মণত্ব জানাইয়া বেদধ্বনি করিল— প্রণব উচ্চারণ করিল। সীতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন দেখিলেন সম্মুখেই দণ্ডসূত্রধারী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী। একবার চাহিয়াই পদ্মপলাশলোচন অন্যদিকে ফিরিল —মা কিছু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর নিশাচর লাম্পট্য বিজড়িত ভাষায়

রূপানুরাগ দেখাইতেছে। রাবণ প্রথমেই সেই ত্রৈলোক্যোত্তমা শরীর সৌন্দর্য্যে পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা জানকীকে প্রশংসা করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল সুন্দরমুখি! কি সুন্দর তোমার বর্ণ, যেন বিশুদ্ধ সুবর্ণ, তাহার উপরে তুমি পীতবর্ণের কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছ। শুভ্র কমলমালা পরিবেষ্টিতা পদ্মিনীর ন্যায় তোমার দেখিতেছি। কে তুমি শুভাননে? তুমি কি গৌরী, না ঐশ্বর্য্যপ্রধানা ভগবচ্ছক্তি, না সৌভাগ্যপ্রধানা লক্ষ্মী, না কীর্ত্তি কি তুমি? তুমি কি অপ্সরা, তুকি কি মূর্ত্তিধারিণী অনিমাদি সিদ্ধি? বরারোহে! তুমি কি কামপত্নী রতি; তুমি কি স্বৈরচারিণী—ইচ্ছার এই বন ভ্রমণে আগমন করিয়াছ? তোমার এই দন্তপংক্তি—কেমন সমান, কেমন অগ্রভাগে কুন্দকোরক সদৃশ মনোহর পাণ্ডুর বর্ণ! তোমার বিশাল বিমল নয়ন যুগল কেমন রক্তান্ত, কি সুন্দর ঐ কৃষ্ণ তারকা! তোমার স্থূল জঘন দেশ, বিশাল উরুদ্বয়, হস্তিশুণ্ড মত। স্নিগ্ধ তালফলের মত কমনীয়, উন্নত মুখ তোমার ঐ পীন সংহত পয়োধর যুগল! চন্দনাদিদ্বারা রক্ষিত হইয়া ইহারা আলিঙ্গন দানে উদ্যত। তাহার উপরে আবার তুমি শ্রেষ্ঠ মণিমালা ঝুলাইয়া রাখিয়াছ। তুমি চারুহাসিনী, চারু-দশনা, চারুনেত্রা, বিলাসিনী। "মনো হরসি মে রামে নদী কূলমিবাম্ভসা" নদী যেমন জলবেগে দুকুল ছাপাইয়া পড়ে সেইরূপ রামে তুমি আমার মন ছাপাইয়া তুলিয়াছ। তোমার মধ্যদেশ করাঙ্গুলি দিয়া ধরা যায়, কি সুন্দর তোমার কেশকলাপ আর কত সুন্দর তোমার এই সংহত স্তন যুগল।

নৈব দেবী ন গন্ধর্ব্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী।
নৈব রূপাং ময়া নারী দৃষ্টপূর্ব্বা মহীতলে॥

মহীতলে কোন দেবীকে, কোন গন্ধর্ব্বীকে, কোন কিন্নরীকে, আমি এমন রূপ সম্পন্না পূর্ব্বে দেখি নাই। তোমার এই উৎকৃষ্ট রূপ, এই উৎকৃষ্ট সুকুমারতা, এই উৎকৃষ্ট যৌবন, আর এই কান্তার বাস ইহারা সকলে মিলিয়া আমার চিত্তকে মন্থন করিতেছে। তুমি বাহির হইয়া আইস—প্রতিক্রাম নির্গচ্ছ। এখানে বাস করার উপযুক্ত কি তুমি? কামরূপী ঘোর রাক্ষস গণের বাসস্থান তোমার যোগ্য নহে। রমণীয় প্রাসাদ, সুসমৃদ্ধ সুগন্ধি নগরোপবনই তোমার বাস যোগ্য। অয়ি শ্যামল লোচনে! উৎকৃষ্ট মাল্য, উৎকৃষ্ট গন্ধ, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, উৎকৃষ্ট ভোজন, উৎকৃষ্ট স্বামী, এই সকলই তোমার উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। রুদ্র, মরুৎ বসুগণের! হে সুচিস্মিতে! তুমি কার রমণী? বরারোহে! আমি তোমাকে দেবতা দেখিতেছি "দেবতা প্রতিভাসি মে"।

সীতা কি রাবণের এই সমস্ত বাক্য শুনিয়াছিলেন? তাঁহার চিত্ত ত রাম চিন্তায় ব্যাকুল। প্রেম ভরা চিত্ত সকলের সকল কথাতে মনোযোগ করে না। সীতার মত পতি প্রেমোন্মত্তার এই স্থান কালের অবস্থায় আর কথা কি?

রাবণ আবার বলিতে লাগিল এখানে ত গন্ধর্ব্ব, দেবতা, কিন্নর কেহই আসে না—এ যে রাক্ষসের বাসভূমি. তুমি কিরূপে এখানে আসিলে? বানর, সিংহ, দ্বীপি, ব্যাঘ্র, মৃগ, ভল্লুক, তরক্ষ, কঙ্ক —এই সকলের মধ্যে তুমি নির্ভয়ে আছ কিরূপে? ভয়ঙ্কর বেগশালী মদমত্ত কুঞ্জরগণ এখানে সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে—তুমি একাকিনী এই মহারণ্যে ভয় পাইতেছ না? কল্যাণি! কে তুমি, কাহার তুমি, কেন তুমি এই রাক্ষস সেবিত ঘোর বনে একাকিনী বিচরণ কর?

দুরাত্মা রাবণ বৈদেহীর কত প্রশংসাই করিল; ব্রাহ্মণ অতিথির সৎকার করা উচিত মৈথিলী ইহা ভাবিয়া আসন, পাদ্য দ্বারা অতিথিকে অভিনিমন্ত্রণ করিলেন। রক্তবস্ত্র, দণ্ড, কমণ্ডলু, পবিব্রাজক বেশ দেখিয়া জনকনন্দিনী ছদ্মবেশীকে ব্রাহ্মণকে সৎকার করিলেন। এই বন্যফলমূল আপনার জন্যই, আপনি সেবা করুন; "ইদঞ্চ পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্" এই পাদ্য গ্রহণ করুন। পূর্ণভাষিণী নরেন্দ্রপত্নী, মৈথিলীকে এই ভাবে নিমন্ত্রণ করিতে দেখিয়া আত্মবধ নাটকের অভিনয় জন্য রাবণ ইহাকে হরণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছে—আর সীতা শোভনাকার মৃগয়াগত পতি ও দেবরের জন্য পুনঃ পুনঃ চকিত দৃষ্টিতে দেখিতেছেন কিন্তু তিনি চতুর্দ্দিকে রাম রাম বং মাথান হরিৎবর্ণ মহাবনই দেখিলেন রাম লক্ষ্মণকে দেখিলেন না।

নিরীক্ষমাণা হরিতং দদর্শ তৎ
মহদ্বনং নৈব তু রাম লক্ষ্মণৌ।

শ্রীমদ্ভাগবত মঙ্গলাচরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ২॥

প্রশ্ন। ধ্যান করিতে যাহারা পারে না তাহারা কি করিবে?

উত্তর। তাহাদের জন্য কর্ম্মার্পণ। ভাগবতই ইহা বলিতেছেন।

যত্তপি মনকে নিশ্চলভাবে ব্রহ্মে ধারণ করিতে অশক্ত হও তবে ফলাকাঙ্খার

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর॥ ২২॥
একাদশ স্কন্ধ। একাদশ অধ্যায়।

যদ্যপি মনকে নিশ্চলভাবে ব্রহ্মে ধারণ করিতে অশক্ত হও তবে ফলাকাঙ্খার অপেক্ষা না রাখিয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ কর।

প্রশ্ন। কর্ম্মার্পণ কিরূপে করিতে হইবে?

উত্তর। কর্ম্মার্পণ শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত।

অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। এই সুন্দর ভাগবতে পরমধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। এই শ্লোকে বলা হইতেছে। অত্র মহামুনি কৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে—মহামুনিঃ শ্রীভগবান্ "স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ" ইতি শ্রুতেঃ। তেন কৃতে প্রথমং চতুঃ শ্লোকীরূপেণ সংক্ষেপতঃ প্রকাশিতে, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমঃ। অত্র পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। ধর্ম্মো দ্বিবিধঃ। প্রবৃত্তি লক্ষণো নিবৃত্তি লক্ষণশ্চ। অত্র যঃ স্বর্গাদ্যর্থঃ প্রবৃত্তি লক্ষণঃ সোঽপরঃ। যতো ধর্ম্মাৎ ইষ্টদেবে শ্রবণাদিলক্ষণা ভক্তির্ভবতি স পরোধর্ম্মঃ। পরম ইতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বেন সর্ব্বসুকরত্বেন শুদ্ধ ভক্তি যোগ এব উক্তঃ। "ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভব মোক্ষণায় নান্যং ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ" ইতি অধ্যাত্মরামায়ণে। অপিচ মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।" ইতি বিবেকচূড়ামণৌ।

শ্রীমদ্ভাগবতও পরমধর্ম্ম সম্বন্ধে ১।৬ শ্লোকে বলিতেছেন

স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যযাত্মা সুপ্রসীদতি॥ ৬
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ ৭

পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইতেছে তাহাই, যাহাতে শ্রীভগবানে ফলাভিসন্ধান রহিত এবং সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন দ্বারা অনভিভূত ভক্তি জন্মে। এই ভক্তি যোগে আত্মা প্রসন্ন হয়েন। ভক্তি যোগটি শ্রীভগবান্ বাসুদেবে প্রযুক্ত হইলে শীঘ্রই বৈরাগ্য জন্মায় এবং অহৈতুক জ্ঞান উৎপন্ন করায়। মৃত্যু সংসার হইতে মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে ভক্তি। ভক্তি সাধনার মত অন্য কোন সাধনা নাই। সংসার

মুক্তির জন্য যত সামগ্রীর কথা বলা হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। এই পরম ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে নিরূপণ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন। এই পরমধর্ম্ম কিরূপ?

উত্তর। ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবঃ। প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং ত্যক্তং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। কোন কিছু না চাহিয়া সর্ব্ব ফলাকাঙ্খা রূপ কপটতা ত্যাগ করিয়া যে ঈশ্বরের আরাধনা তাহাই প্রোজঝিত কৈতব ধর্ম্ম। কৈতব বলে কপটতাকে। ভগবান্‌কে ভালবাসি বলিয়া ডাকি। কোন কিছু প্রাপ্তি আশায় ডাকিনা। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। ইহাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ভগবান্ আমাকে সকল ভোগ সুখ দিবেন এই ফলাকাঙ্খা করিয়া যে ভগবানের আরাধনা তাহাকেই এখানে কৈতব বা কপটতা বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন। সকলেই কি শ্রীভগবান্‌কে শুধু ভালবাসিয়া কোন কিছু না চাহিয়া আরাধনা করিতে পারে?

উত্তর। না পারেনা।

প্রশ্ন। কাহাদের জন্য তবে এই ধর্ম্ম?

উত্তর। নির্ম্মৎসরাণাং সতাং। পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ। তৎ রহিতানাং। সতাং ভূতানুকম্পিনাং। যাহারা পরের উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ব সহ্য করিতে পারেনা তাহারা মৎসর। যে সকল সাধু পরের গুণ শ্রবণে আহ্লাদিত হয়েন এবং যাঁহারা জীবে দয়া করেন তাঁহারাই এই ভাগবতোক্ত প্রোজ্ঝিত কৈতব ধর্ম্মে অধিকারী।

প্রশ্ন। কাহাকে জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়া এই সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ অভ্যাস করিবে?

উত্তর। বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মুলনম্। অত্র তাপত্রয়োন্মুলনং অধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক-আধিভৌতিকাদি দুঃখত্রয়াবঘাতকং শিবদং পরম সুখদং বাস্তবং আদি মধ্যাবসানেষু স্থিরং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং বেদিতুং সাক্ষাদনুভবতুশক্যং, অযত্নেনৈব জ্ঞাতুং শক্যমিত্যর্থঃ। ইহাতে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ উন্মূলনকারী, নিরতিশয় সুখ স্বরূপ পরমার্থ সম্বন্ধীয় বস্তুই জ্ঞাতব্য।

প্রশ্ন। এই ভাগবত শাস্ত্র আর কিরূপ?

উত্তর। কিংবা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ। পরৈঃ শাস্ত্রৈঃ তদুক্ত সাধনৈর্ব্বা ঈশ্বরো হৃদি কিংবা সদ্য এব

কিঞ্চিদ্বিলম্বেন এব অবরুধ্যতে স্থিবীক্রিয়তে। বা শব্দঃ কটাক্ষে; কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব। অত্র তু কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভিঃ শ্রবণেচ্ছামাত্রেনৈব তৎক্ষণাদেব ঈশ্বরো মনসি অবরুধ্যতে।

অন্য শাস্ত্র দ্বাবা বা অন্য শাস্ত্রোক্ত সাধনা দ্বাবা ঈশ্বরতত্ত্ব ক্রমশঃ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় কিন্তু এখানে এই শাস্ত্রশ্রবণেচ্ছাব সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরোধ কবা যায়। ঋষিগণ যখন যে শাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন তখন এইরূপই বলিয়াছেন। ইহাব অভিপ্রায় এই যে সকল শাস্ত্রই উত্তম। সকলের ইষ্ট দেবতাই "স্বয়ং"। ইহা না মানিলেই ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডীতে পড়িতে হইবে।

"সকৃদপি পবিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবব নব মাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম" ইতিবং।

প্রশ্ন। যদি এইরূপই হইল তবে সকলে এই ভাগবত শুনেনা কেন?

উত্তব। শ্রবণেচ্ছা তু পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। এই শাস্ত্র শ্রবণের ইচ্ছা কিন্তু পূর্ব্ব পুণ্য ভিন্ন উৎপন্ন হয না।

প্রশ্ন। ব্যাসদেব নিজমুখে স্বরচিত গ্রন্থের এত সুখ্যাতি করিতেছেন?

উত্তব। ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে পল্লবিত করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি হইতেছে চতুঃশ্লোকী সংক্ষিপ্ত ভাগবত। সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা এই ভাগবত আদি পুরুষ নাবায়ণ হইতে প্রাপ্ত হযেন। ব্রহ্মা আপন পুত্র নাবদকে ইহা প্রদান করেন। নাবদেব নিকট হইতে ব্যাসদেব ইহা শিক্ষা করেন। চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্যাসদেব পল্লবিত করিয়া শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। শ্রীশুক হইতে বাজা পরীক্ষিতের জন্য ইহা পৃথিবীতে প্রচারিত হয়। ব্যাসদেব আদি ভাগবতেরই সুখ্যাতি করিতেছেন।

প্রশ্ন। ভাগবতের সহিত বেদের কি সম্বন্ধ?

উত্তব। নিগম কল্পতবোর্গলিতং ফলং
শুক মুখাদমৃতদ্রব সংযুতম্।
পিবত ভাগবত বসমালয়ং
মুহুবহো বসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ ৩॥

ভাগবত হইতেছে "নিগম কল্পতবোর্গলিতং ফলং নিগমো বেদঃ স এব কল্পতরুঃ সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ। তস্য গলিতং ফলং ইদং ভাগবতং নাম। তত্তু বৈকুণ্ঠগতং নাবদেনানীয়ং, মহ্যং দত্তং, ময়া চ শুকস্য মুখে নিহিতং, তচ্চ তন্মুখাৎ ভুবি গলিতং শিষ্য প্রশিষ্যাদিরূপ পল্লব পরম্পরয়া শনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং, নতুচ্চনিপাতনেন স্ফুটিতমিত্যর্থঃ [শ্রীধরঃ] যদ্বা গলিতং ইতি বৃক্ষপক্কতয়া স্বয়মেব পতিতং ন তু বলাৎ পাতিতমিতি।

পরমোর্দ্ধ চূড়াতঃ শ্রীমন্নারায়ণাৎ ব্রহ্মশাখায়াং ততোঽধস্তাৎ নারদ শাখায়াং ততোঽধস্তাৎ ব্যাসশাখায়াং ততঃ শুকমুখং প্রাপ্য আতপাৎ মধ্বিব অমৃতদ্রব সংযুতং ইত্যাদি। ফলমিদং অতি স্বাদু জ্ঞাত্বা তত আকৃষ্য আনীয় ব্যাসেন স্নেহাৎ স্বপুত্র মুখ এব নিহিতং। শুক মুখাৎ গলিতং ফলং।

ভাগবত হইতেছে বেদরূপ কল্পবৃক্ষের গলিত ফল। কল্পবৃক্ষের নিকটে যে যাহা চায় তাহাই পায়। বেদ এই কল্পবৃক্ষ। আর ভাগবত এই কল্পবৃক্ষের গলিত ফল। এই ফল ছিল বৈকুণ্ঠে। শ্রীনারদ শ্রীমন্নারায়ণ হইতে এই সুপক্ক ফল প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসদেবকে প্রদান করেন, ব্যাসদেব পক্ষী, যেমন আপন শাবকের মুখে আহার দেয় সেইরূপ আবার নিজপুত্র শুক কে ইহা অধ্যায়ন করান। শুক মুখ হইতে এই ফল পৃথিবীতে পড়িয়াছে। তাই বলা হইতেছে "শুক মুখাৎ গলিতং"।

শুক মুখ হইতে পতিত বলার অন্য অভিপ্রায় কি? অমৃত দ্রব্য সংযুতম্। অমৃতং পরমানন্দঃ। অমৃতরূপেণ পরমানন্দ রূপেণ দ্রবেণ রসেন সংযুতম্। লোকে হি শুকমুখস্পৃষ্টং ফলম্ অমৃতমিব স্বাদু ভবতীতি প্রসিদ্ধং। অত্র শুকো মুনিঃ। অমৃতং পরমানন্দঃ স এব দ্রবো রসঃ। রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি শ্রুতেঃ।

এই ফল পরমানন্দ রস যুক্ত। শুক মুখ স্পৃষ্ট ফল অমৃতের মত স্বাদু হয়, ইহা লোকে প্রসিদ্ধ আছে। আর এই ফল শুধু রস স্বরূপ। ইহাতে ত্বক অষ্টি প্রভৃতি নাই।

অতঃ হে রসিকাঃ রসজ্ঞাঃ তত্রাপি ভাবুকাঃ রসবিশেষভাবনাচতুরাঃ। অহো ভুবি গলিতং ইদং ভাগবতং নাম ফলং মুহুঃ পিবতঃ। ন চ ভাগবতামৃত পানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ আলয়ং লয়ো মোক্ষঃ অভিবিধাবাকারঃ লয় মভিব্যাপ্য, নহীদং স্বর্গাদি সুখবন্মুক্তি রপেক্ষতে কিন্তু সেব্যত এব। বক্ষ্যতি হি। আত্মারামশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যরুক্রমে ইত্যাদি।

শুক মুখ গলিত এই আনন্দ রস পূর্ণ ভাগবত ফল শ্রী পরীক্ষিত শ্রবণ করেন। এই অমূল্য গ্রন্থ শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে চারিদিকে প্রচারিত হইলেও কখন বিকৃত হইবে না। যাঁহাদের রসানুভবে শক্তি আছে, যাঁহারা ভাবুক, রস বিশেষ ভাবনার পারদর্শী! হে রসিক! হে ভাবুক! যতক্ষণ মোক্ষলাভ না হইতেছে এমন কি মোক্ষের পরেও তোমরা এই অমৃতময় ফল মুহুর্মুহু পুনঃ পুনঃ সেবন কর।

দেবী কৈকেয়ীর অন্তঃপুর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

নান্যঃ কশ্চিদুপায়োঽস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে॥

সঙ্কল্পের উপশম ভিন্ন স্বস্বরূপে পূর্ণ থাকিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

যদি বর্ষ সহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্।
যদি বা বিলয়াত্মানং শিলায়াং চূর্ণসন্থলম্॥
যদি বাগ্নিং প্রবিশসি বাড়বাগ্নি মথাপিবা।
যদি বা পতসি শ্বভ্রে খড়্গা ধারা জবে তথা॥
হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপিবা।
অত্যন্ত করুণাক্রান্তো লোকনাথোঽথবা যতিঃ॥
পাতালস্থস্য ভূস্থস্য স্বর্গস্থস্যাপি তে হনঘ।
নান্যঃ কশ্চিদুপায়োঽস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে॥

সহস্র বৎসরও যদি কঠোর তপস্যা কর, যদি দেহকে শিলাতলে চূর্ণ কর, কিম্বা অগ্নিতে প্রবেশ কর, অথবা বাড়বানলে পুড়িয়া মর, যদি বা গর্ত্তে নিপতিত হও বা বেগক্ষিপ্ত খড়্গাধারে পতিত হও, যদি স্বয়ং হর তোমার উপদেষ্টা হয়েন অথবা হরি, ব্রহ্মা বা দত্তাত্রেয়, দুর্ব্বাসা ইত্যাদি লোকনাথ যতিগণ করুণাপরবশ হইয়া তোমাকে উপদেশ করেন, যদি তুমি পাতালে থাকিয়া বা স্বর্গে থাকিয়া বা মর্ত্তে থাকিয়া উপাসনাও কর কিন্তু নিশ্চয় জানিও সঙ্কল্প একেবারে মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে তোমার পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই। একটি সঙ্কল্প থাকিতে থাকিতে তুমি স্বস্বরূপে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে পারিবেই না।

রাজা সীতারামের ভাবনা করিতেছিলেন করিতে করিতে সঙ্কল্পশূন্য হওয়ার অবস্থা অনুভব করিতেছেন। বুঝিতেছেন সংসার ধর্ম্মে থাকিয়া একেবারে সঙ্কল্পশূন্য হওয়া যায় না। সেই জন্য সত্ত্ব সঙ্কল্প হইয়া সঙ্কল্পশূন্য হইতে হইবে। সর্ব্ব সঙ্কল্পশূন্য হওয়াই পূর্ণ হওয়া। জীবের স্বরূপ পরমাত্মা। পরমাত্মার কোন সঙ্কল্প নাই। পরমাত্মা পূর্ণ সর্ব্ব সঙ্কল্প শূন্য। জীব থাকায় ভয়। আমি পরমাত্মা। ইহা নিঃসঙ্কল্পাবস্থা। সঙ্কল্প ও ত্রিবিধ। তমঃ সঙ্কল্প লইয়া যাহারা থাকে তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই তামস। ইহারাই অন্যের গুণ শুনিতে পারে না—অন্যের গুণে ইহারাই কোন না কোন দোষ আরোপ করিবেই—আবার আত্মসমর্থন করিয়া বলিবে আমি অমুকের দোষকীর্ত্তন

করিতেছি না—স্বরূপ কথাই বলিতেছি। ইহারাই লোকের কাছে শত উপকার পাইয়াও একবারমাত্র তাহাদের মতের সামান্য বিরুদ্ধাচরণ দেখিলেই শত উপকার ভুলিয়া ইহাদের নিন্দাবাদ নানা কৌশলে জনসমাজে বিঘোষিত করিবেই; ইহারাই নিজের অহংকারে ভিতরে কপট ভক্ত সাজিয়া ভিতরে দ্বেষ ভাব রাখিয়া বাহিরে তোষামোদ বাক্য প্রয়োগ করিবেই অথবা এই সব লোকে যদি ধনবান বা শাস্ত্রজ্ঞ বা অতিমূর্খ হয় তবে গর্ব্বিত ভাবে লোকের নিন্দাতে বা লোকের অনিষ্টাচরণে ভিতরে জঘন্য আত্মিকানন্দ পাইবেই। ইহাদের গতির কথা শাস্ত্র বলিতেছেন—

"অত্যন্ত তামসো ভূত্বা কৃমি কীটত্বমাপ্নুয়াৎ"

ইহারা ক্রমে অত্যন্ত তামস ভাব প্রাপ্ত হইয়া মরিয়া কৃমি কীটত্ব প্রাপ্ত হইবে।

আর যাহারা রাজস সঙ্কল্প লইয়া থাকে যাহারা লোকসেবা করিতে গিয়া নিজের আত্ম কর্ম্ম নামে মাত্র করে, যাহারা কৌশলে সংসারের কাজ উদ্ধার জন্য দেবভাব যে হৃদয়ের সরলতা তাহা বিসর্জ্জন দেয়, যাহারা আড়ম্বর প্রিয়, যাহারা বাগান বাড়ী গাড়ী ঘড়ী ঘর সাজান জাঁকজমকে লোক দেখান পূজা লইয়া ব্যস্ত যাহারা ধর্ম্মের প্রলেপ দিয়া অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইবে বলিয়া অর্থ চিন্তায় বড় বিব্রত হয়—স্বল্প স্বার্থ-চ্যুতিতে যাহারা কাতর হইয়া পড়ে, এই সমস্ত লোকে মরিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিবেই।

ইহাদের সম্বন্ধেই শাস্ত্র বলিতেছেন—

রজোরূপোহি সঙ্কল্পো লোকে স ব্যবহারবান্।
পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারানুরঞ্জিতঃ॥

ইহারা ব্যবহার পটু এবং সংসারে স্ত্রীপুত্রের অনুরাগে সদা রঞ্জিত হইয়া থাকিবেই।

আর যাঁহারা সত্ত্ব সঙ্কল্প লইয়া নিরন্তর থাকিতে অভ্যাস করেন শাস্ত্র বলিতেছেন—

অদূর মোক্ষসাম্রাজ্যঃ সুখরূপো হি তিষ্ঠতি।

রাজা রাম—ভাবনা করিতে করিতে স্থির হইয়া যাইতে ছিলেন সেই সময়ে বিদেহ রাজের বিচার তাঁহার মনে জাগিয়া তাঁহাকে নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় আনিতেছিল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইয়া গিয়াছে রাজার কিন্তু সময়ে লক্ষ্য ছিল না। রাজা পরে কখন নিদ্রা গিয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

অজ্ঞান ভূমিকা ও জ্ঞান ভূমিকা উভয়ই সপ্তপদা। গুণভেদে ইহারাও অসংখ্য।

যাহারা অজ্ঞান ভূমিকাতে স্থিত তাহারা স্বভাববাদী। ইহারা ইন্দ্রিয়গণকে যথেচ্ছাচারে ছাড়িয়া দেয়। ইহারা বলে মন স্বভাবতঃ যাহা করে তাহাই ভাল। যেমন ইচ্ছা তেমন কার্য্য কর, বিধি নিষেধ মানিয়া চলিওনা কি হইবে না হইবে ভাবিবারও দরকার নাই। বিধি নিষেধ মানিয়া চলিলে ঠিক ভাবে মনের বৃদ্ধি হইবেনা ঠিক ঠিক উন্নতিও হইবে না। ভোগকে দমন করিও না। শাস্ত্রের গণ্ডীতে একবারেই আবদ্ধ থাকিও না।

আর জ্ঞান ভূমিকায় যাঁহারা অবস্থান করেন তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্রবণ মননাদি পুরুষকার করেন। মোক্ষই পরম সুখ এইটি নিশ্চয় করিয়া ইহাঁরা সকল বিষয়েই সংযমী হয়েন। অজ্ঞান ভূমিকাতে সংসারের দুঃখ প্রচুর কিন্তু জ্ঞান ভূমিকাব ফল নিরতিশয় আনন্দ।

প্রথমে সপ্ত অজ্ঞান ভূমিকার কথা বলিতেছি পরে জ্ঞান ভূমিকার কথা শুনিও।

স্বরূপ বিশ্রান্তিই মুক্তি আর অহং এর উদয়ে, স্বরূপস্থিতির বিস্মৃতি। মুক্তি পথের পথিক যাঁহারা তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ আব অহংতা বৃদ্ধি যাহারা করে তাহারা অতত্ত্বজ্ঞ। যাঁহারা রাগ দ্বেষ রহিত শুদ্ধ সন্মাত্র স্বরূপ হইতে বিচলিত হন না তাঁহাদের অতত্ত্বজ্ঞতার সম্ভাবনা নাই। যাহারা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট তাহারাই চিত্তকে বিষয়মুখী করে, তাহারাই মূঢ়, বদ্ধ জীব। চেত্য বিষয়ে মগ্ন হওয়া অপেক্ষা বিষম মোহ আর নাই। বিষয় মনন বর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করার নাম স্বরূপে স্থিতি।

সংশান্তসর্ব্বসঙ্কল্পা যা শিলান্তরিব স্থিতিঃ।
জাড্য নিদ্রা বিনির্মুক্তা সা স্বরূপস্থিতিঃ স্মৃতা ॥ ৯ ॥

সমস্ত সঙ্কল্প শান্ত করিয়া প্রস্তরের অভ্যন্তরের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ জড়তা ও নিদ্রাবিনির্মুক্ত যে অবস্থা তাহাই স্বরূপ স্থিতি। ভিতরে বাহিরে অহংতা শূন্য হইয়া, ভেদ জ্ঞানের স্পন্দন রহিত করিয়া যে চিৎ মাত্র অবশেষ থাকে তাহাকেই স্বরূপ স্থিতি বলে।

চিৎরূপ আধারে যে অজ্ঞানের সংস্রব তাহাই অজ্ঞান ভূমিকা। ইহা সাত প্রকার।

(১) বীজ জাগ্রৎ (২) জাগ্রৎ (৩) মহাজাগ্রৎ (৪) জাগ্রৎ স্বপ্ন (৫) স্বপ্ন (৬) স্বপ্ন জাগ্রৎ (৭) সুষুপ্তি। এই সাতটি মোহের অবস্থা।

(১) বীজজাগ্রৎ। সপ্তবিধমোহের প্রথম মোহাবস্থার নাম বীজ-জাগ্রৎ অবস্থা।

প্রথমে চেতনং যৎ স্যাদনাখ্যং নির্ম্মলং চিতঃ।
ভবিষ্যচ্চিত্ত জীবাদি নামশব্দার্থ ভাজনম্।
বীজরূপং স্থিতং জাগ্রদ্বীজ জাগ্রত্তদুচ্যতে॥ ১৪

চিৎ যখন আপনার অস্পন্দ স্বভাবে থাকেন তখন তিনি মায়ার সম্পর্ক শূন্য। কিন্তু চিৎ যখন আপন স্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট হন তখন ইনি মায়া-শবল—মায়ার বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত। মায়াসম্বলিত চৈতন্য হইতে সৃষ্টির আদিতে চৈত্যতা বা বিষয়মুখে জাগ্রত হইবার সময় প্রথম চেতনের চিদাভাস যুক্ত যেরূপ, সেইরূপটি স্পন্দনাত্মিকা প্রাণধারণাদি ক্রিয়োপাধি বিশিষ্ট হয়। চিতের প্রথম উপাধি হইতেছে মহাপ্রাণ, মহাস্পন্দন।

চিদাভাস সম্বলিত প্রথম চেতন প্রাণধারণাদি ক্রিয়োপাধি বিশিষ্ট হইলে ইহা ভবিষ্যৎ চিত্তজীব ইত্যাদি শব্দ এবং তদর্থের ক্ষেত্র হয়। ইহাই ভাবীসৃষ্টির বীজভূত প্রথম জাগ্রৎ অবস্থা বলিয়া ইহার নাম বীজ-জাগ্রৎ।

সুষুপ্তিতে কাম কামনা এবং স্বপ্ন শূন্য হইয়া জীব চৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্যে মিশিয়া থাকে। এইটি চিতের অস্পন্দস্বভাব। ক্রমে স্পন্দ স্বভাবটি জাগিতে থাকে। এই স্পন্দমাখা চিৎ চেত্যতা—বিষয়মুখতা যখন প্রাপ্ত হন তখন সেই চিতের ভিতরে ভাবীসৃষ্টির বীজসমস্তই থাকে। সমস্ত সৃষ্টিবীজ লইয়া মোহের দিকে—সৃষ্টিরদিকে জাগ্রত হইবার আদি অবস্থা বলিয়া ইহাকে বলে বীজ জাগ্রৎ।

বীজ জাগ্রৎটি হইতেছে চিৎ বস্তুর, জ্ঞান বস্তুর বা নির্গুণব্রহ্মের নবাবস্থা আত্মার প্রথম পরিচয়ই ইহা।

(২) জাগ্রৎ অবস্থা। নবপ্রসূত বীজজাগ্রৎ অবস্থাতে একদিকে স্বরূপের বিস্মরণ অন্যদিকে এই স্থূলদেহ আমি, এই ভোগ্যজাত আমার, এইরূপ যে প্রত্যয় তাহাই জাগ্রৎ অবস্থা।

(৩) মহাজাগ্রৎ। জন্মজন্মান্তরীণ সংস্কার পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের পটুতায় যখন জাগ্রৎটি পীবরতা বা অতিস্থূলতা প্রাপ্ত হয় তখন হয় মহাজাগ্রৎ।

(৪) জাগ্রৎস্বপ্ন। এই জাগ্রৎ অবস্থায় দৃঢ় ভাবেই হউক বা অদৃঢ়-ভাবেই হউক যদি সত্যবৎ একটা মনোবিলাস উপস্থিত হয় তবে তাহাকে জাগ্রৎস্বপ্ন বলে। লবণ রাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হইল জাগ্রৎস্বপ্ন। দ্বিচন্দ্র জ্ঞান, শুক্তিরৌপ্যজ্ঞান ইহারা ভ্রান্তিমান। ইহারাও জাগ্রৎস্বপ্ন।

(৫) স্বপ্ন। নিদ্রিত অবস্থায় যাহা প্রতীয়মান হয় অথবা নিদ্রার অবসানে এইমাত্র আমি ইহা দেখিলাম ইহা সত্য নহে এইরূপ স্বপ্নানুভূত বিষয়ে যে বিশ্বাস তাহার নাম স্বপ্ন।

(৬) স্বপ্ন-জাগ্রৎ। স্বপ্নটা মহাজাগ্রতের অন্তর্গত। স্বপ্ন দেখা হয় স্থূল দেহের কণ্ঠাদি হৃদয়ান্ত নাড়ী বিশেষের মধ্যে। স্থায়ীভাবে থাকে না, দেখা যায় অথচ অস্পষ্ট এরূপ অবস্থাও স্বপ্ন। এইরূপ স্বপ্ন যদি দৃঢ় অভিনিবেশের বশে অথবা চিরকালের জন্য স্থায়িত্বকল্পনায় পরিপুষ্ট হয় তবে ঐ স্বপ্নবস্থা জাগ্রৎভাবে পরিণত হইয়া মহাজাগ্রতের সমান হয় ইহাই স্বপ্ন-জাগ্রৎ। রাজা হরিশ্চন্দ্রের দ্বাদশবসাত্মক এই মোহ হইয়াছিল। এই স্বপ্ন জাগ্রৎ অবস্থা স্থূলদেহের স্থিতিকালেও দেখা যায় আবার স্থূল দেহের নাশেও হয়। ইন্দুপুত্রগণের শরীর নষ্ট হইলেও মনোরাজ্য নষ্ট হয় নাই। অনেক যোগীর বিদেহ অবস্থার জ্ঞানও ইহার উদাহরণ।

(৭) সুষুপ্তি। উপরের ছয়প্রকার অবস্থা ছাড়িয়া জীব যখন জড় অবস্থায় থাকে তখন সেই জড় অবস্থাকে বলে সুষুপ্তি। সুষুপ্তিটা ভবিষ্যৎ সুখদুঃখাদি বোধের বীজস্বরূপ। ইহারই ভিতরে এই সমুদায় তৃণ লোষ্ট্র শিলা প্রভৃতি পদার্থ বীজভাবে অবস্থিতি করে।

মোহের বা অজ্ঞানের এই সাতভূমিকার প্রত্যেক অবস্থাটি আবার নানাশক্তিধারিণী শত শত শাখা প্রশাখা বিশিষ্টা। পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎস্বপ্ন চিরপ্ররূঢ় হইলে—চিরাভ্যস্ত হইলে জাগ্রৎ ভাব প্রাপ্ত হয় এবং নানা আকারে বিজৃম্ভিত হয়। আবার জাগ্রৎ ভাবাপন্ন জাগ্রৎস্বপ্ন দশার উদরে মহাজাগ্রৎ অবস্থা অতিসূক্ষ্মভাবে থাকে।

এই সমস্ত অজ্ঞান ভূমিকার মধ্যে পড়িয়া জীব মোহ হইতে মোহান্তরে গমন করে। নদীর জলের আবর্ত্তকে ঘুরিতে দেখিয়া নৌকারূঢ় ব্যক্তিগণ যেমন নৌকাকে ঘুরিতে দেখে সেইরূপ।

কোন কোন সংসার দীর্ঘকাল স্বপ্নজাগ্রৎরূপে থাকে আবার কোন কোন স্বপ্নজাগ্রৎ অবস্থা জাগ্রৎস্বপ্নের ন্যায় অনুভূত হয়।

অজ্ঞান ভূমিকা হইতে পরিত্রাণের উপায় হইতেছে বিচার দ্বারা মালিন্যবর্জ্জিত প্রবোধ লাভ করা অর্থাৎ একরস আত্মাকে দর্শন করা।

---

১১৮ অধ্যায়-উৎপত্তি প্রকরণ

সপ্তপদা জ্ঞান ভূমিকা

বশিষ্ট। হে অনঘ! এক্ষণে এই সপ্তপদা জ্ঞানভূমির কথা শ্রবণ কর। ইহা অভ্যাসক্রমে অনুভব করিলে আর কখন মোহপঙ্কে নিমজ্জিত হইবে না। যোগ সাংখ্যবাদিগণ যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলেন। অনেকেই বলেন যোগভূমিকা তুচ্ছসিদ্ধি ফলা। আমি যে জ্ঞানভূমিকার কথা বলিতেছি তাহা পরম পুরুষার্থ লক্ষণা এজন্য শুভপ্রদা।

রাম। ভগবন্ সেই জ্ঞেয়বস্তু কি? সেই জ্ঞানই বা কি? যে জ্ঞানভূমিকার কথা আপনি বলিতে যাইতেছেন?

বশিষ্ট। প্রতিক্ষণেই চিত্ত নানারূপ বস্তুর আকারে আকারিত হইতেছে। ইহাই চিত্তের বৃত্তি। এই চিত্তের বৃত্তিকে এক অখণ্ড আকার ধরাইতে পারিলেই তুমি পূর্ণ হইয়া যাইবে। জগতে অখণ্ড

কোথাও নাই। ব্রহ্মই অখণ্ড। চিত্তকে অখণ্ড করিতে পারিলেই ব্রহ্ম তাহাতে আরূঢ় দেখা যায়। ইহা অজ্ঞান নিবর্ত্তক বলিয়া ইহাই জ্ঞান। অজ্ঞাননিবৃত্তি জন্য ইহা জ্ঞেয়ও বটে।

যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা অনুভব করা যায় তাহাই মিথ্যাকল্পনা তাহাই মায়া। মিথ্যাব নাশ হইলে একটি মাত্র বস্তুরই জ্ঞান হয়। এই একার্থনিষ্ঠতা হেতু সর্ব্বপুরুষার্থ সিদ্ধি হইবেই। একনিষ্ট জীব আর কখন মিথ্যাভেদ জ্ঞানে পতিত হয়না। ইহাই মোক্ষ। জ্ঞানে যখন মোক্ষ আনয়ন করে তখন কি হয় তাহা লক্ষ্য কর।

(১) আমি আছি এই অনুভব সকলেরই আছে। আমি বোধ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মুক্তি নাই। আমি বোধও নাই শুধু "আছি" "অস্তিতা" এই বোধটি মাত্রে যখন স্থিতি লাভ হয় তখনই মোক্ষ হইয়াছে জানিও।

(২) ভিতরে যেমন "আমি" বোধ মাত্রে স্থিতি হইবে বাহিরেও সেইরূপ আকাশ গঙ্গা বন মানুষ পশু কোন ভেদ জ্ঞান আর থাকিবে না। বাহিরে ভেদ জ্ঞান শূন্য অবস্থা এবং ভিতরে আছি বোধ মাত্রে যে স্থিতি তাহাই মোক্ষ—তাহাই সপ্ত জ্ঞান ভূমিকার লক্ষ্য। এক্ষণে মোক্ষলাভের উপায় এই সপ্তপদা জ্ঞানভূমির কথা শ্রবণ কর। সপ্তজ্ঞানভূমির নাম।

(১) শুভেচ্ছা
(২) বিচারণা
(৩) তনুমানসা
(৪) সত্ত্বাপত্তি
(৫) অসংসক্তি
(৬) পদার্থাভাবনী
(৭) তুর্য্যগা।
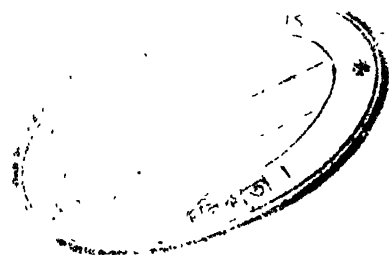
শুভেচ্ছা

স্থিতঃ কিং মূঢ় এবাস্মি প্রেক্ষ্যেহহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।
বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৮॥

কেন আর মূঢ়ের মত থাকি ? বেদান্ত ও গুরু বাক্য বিচার করিয়া দেখিতে চাই আমি কোন্ বস্তু। প্রবল বৈরাগ্যের সহিত আত্মসাক্ষাৎ-কারের যে উৎকট ইচ্ছা জ্ঞানিগণ এই তীব্র ইচ্ছাকেই শুভেচ্ছা বলেন।

রাম! যাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ জননমরণরূপ সংসার দুঃখ অতিক্রম করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে একটি প্রবল ইচ্ছা জাগাইতে হইবে। জ্ঞান হইয়া গেলে কোন ইচ্ছাই থাকেনা, অনিচ্ছাও থাকে না। আশ্রমে আসিবনা ইহাও ইচ্ছা আসিব ইহাও ইচ্ছা, জ্ঞান হইয়া গেলে আসিব আসিবনা ইহার কিছুই থাকেনা। ইচ্ছা শূন্য অবস্থায় যতদিন না যাইতে পারিতেছ ততদিন শুভ ইচ্ছা কর। উগ্রভাবে শুভ ইচ্ছা প্রতিদিন জাগাইতে থাক। শুভেচ্ছা অভ্যাসকর। এই শুভেচ্ছা হইতেছে আপনাকে আপনি দেখিবার ইচ্ছা—আত্মসাক্ষাৎ কারের ইচ্ছা।

নিত্যক্রিয়া অন্তে প্রতিদিন একান্তে বিচার কর আমি কে ? কেন আমার এই অভাব ? কেন আমার এই দুঃখ ? কেন আমার এই ভয় ? কিছুতেই শান্তি পাইনা কোন কিছুই স্থায়ী হয় না অথচ ভয় ভাবনা অশান্তি কিছুই না থাকে আমি ইহাই চাই। কে আমি ইহা আমাকে জানিতেই হইবে! আমি চৈতন্য এই বলিলেই "আমি" জানা হইলনা। কিরূপে "আমি" কে জানিতে হইবে জান ? শাস্ত্রসজ্জন দ্বারা বেদান্ত ও গুরু বাক্য দ্বারা আপনাকে আপনি দেখিতে ইচ্ছা জাগাও। "আমি আছি" ইহাত সকলেই অনুভব করে। এই অনুভবে কাহারও কোন ক্লেশ হয়না, ইহা সুখের অনুভব ইহা স্বাভাবিক অনুভব। শুধু "আমি আছি" ইহার অনুভব লইয়া থাকিলে হইবেনা "আমি" কে দেখিতে হইবে, আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে। সেইজন্য গুরুবেদান্ত বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস রাখ, শ্রদ্ধাকর, ইহাতে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। সর্ব্বদা মনে মনে বিচার করা চাই আত্মা যিনি তিনি চেতন। এই চৈতন্যই দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, সাক্ষী। সর্ব্বব্যাপারে এই বিজ্ঞাতার দিকে লক্ষ্য রাখ। ইষ্ট এই জ্ঞাতার মূর্ত্তি।

আত্মসাক্ষাৎকার লাভের ইচ্ছা হয়না কেন? আত্মাভিন্ন অন্য কত বস্তু লাভের ইচ্ছা রাখ তাই দেখ। অনাত্মলাভের ইচ্ছা ত্যাগ কর, আত্মা ভিন্ন যাহা কিছু তাহাই ক্ষণিক, তাহাই দুঃখের কারণ, তাহাই মনঃপীড়ার কারণ, কেবল এক আত্মাই চিরদিন আছেন, ছিলেন, থাকিবেন; প্রাপ্তির বস্তুই একমাত্র আত্মা—অন্য যাহা কিছু তাহা প্রাপ্তির বস্তু নহে। এই ভাবে অনাত্মা যাহা তাহাতে বৈরাগ্য জন্মাও—সর্ব্বদা বিচার কর আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু লইয়া থাকিতে ইচ্ছা কর কিনা—যদি এরূপ ইচ্ছা থাকে তবে অনাত্মা বড় দোষের ইহার বিচার করিয়া করিয়া দেখা শুনা অনুভব করা এই সকলে বৈরাগ্য জন্মাইয়া, মায়িক যাহা কিছু তাহাতে বৈরাগ্য প্রবল করিয়া, একমাত্র আত্মাকে জানিব এই অনুরাগ প্রবল কর!

অনাত্মার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া গুরু ও বেদান্ত বাক্যে শ্রদ্ধা রাখিয়া আত্মাকে দেখিবার যে প্রবল ইচ্ছা তাহাই শুভেচ্ছা।

রাম। শুভেচ্ছা জাগাইবার সাধনা কি?

বশিষ্ট। আত্মা ভিন্ন যাহা কিছু তাহা পাইতে ইচ্ছা করি না ইহাই প্রথম। আত্মা ভিন্ন বহু বস্তুকে কিন্তু নিতান্ত আপনার ভাবিয়া সংসার করিতেছি। বহু জন্ম ধরিয়া এইরূপ করিতেছি। নয় কি? দেখনা এই দেহটাত অনাত্মা এই মনটাও ত অনাত্মা। কিন্তু এই অনাত্মাকে আত্মার স্থানে বসাইয়া কতই মনের গোলামী করিতেছি, কতই দেহের গোলামী করিতেছি। দেহ একটু খারাপ হইলে কত ভয়, কত ভাবনা? আর মনের গোলাম যে কতদূর তার ত কথাই নাই। গুরুর দেখা বুঝি আর ঘটিবেনা এই বৃথা ভাবনায় কত কাঁদি কত ব্যাকুল হই। এই যে "দেহকে আমি" নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছি এই যে মনকে আমি নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছি ইহাই ত আমার তাবৎ দুঃখের কারণ।

দেহের ও মনের গোলামী ছাড়িতে চাই তবু পারিনা কাজেই কাহারও আশ্রয় লইতে হয়। আমার এই আশ্রয়ের বস্তু যিনি তিনিই আমার ইষ্টদেবতা আমার গুরু, আমার মন্ত্র। ইনিই আমার ভগবান্। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে যে দৃঢ় বিশ্বাস তাহাই আমাকে শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিতেছেন যে চৈতন্যরূপী যিনি আমার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন—যিনি এই নবদ্বার

পুরীতে আছেন বলিয়া চক্ষু দেখে কর্ণ শুনে দেহ কর্ম্ম করে মন ভাবনা করে এই চৈতন্যই সেই অখণ্ড চৈতন্য। কাজেই আমার চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া সেই পূর্ণ চৈতন্যের শরণাপন্ন হইতে হইবে। শুধু মুখের কথায় শরণাপন্ন হইলে চলিবেনা। ভাবনা বাক্য ও কর্ম্মে ভগবানের আশ্রয় লইতে হইবে। শ্রীভগবানকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে হইবে আহার করিতে হইবে, চলিতে ফিরিতে হইবে, বলিতে কহিতে হইবে, জাগ্রতে সর্ব্বদা তাঁহাকে লইয়া থাকিতে হইবে, নিদ্রাতে তাঁহাকে কোলে লইয়া ঘুমাইতে হইবে, ফলে একক্ষণও তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা হইবে না, তাঁহাকে ভুলিয়া কোন কিছুই আর করা হইবেনা, কোন কিছুই আর ভাবা হইবে না, কোন কিছুই আর বলা হইবে না, কোন কিছুই আর স্বাধ্যায় করা হইবেনা—তাহাকে ভুলিয়া কিছু খাওয়া, কিছু করা রূপ লৌকিক কর্ম্ম এবং যজ্ঞ দান তপস্যাদি কোন বৈদিক কর্ম্ম ও করা হইবে না, সদাসর্ব্ব-ক্ষণ বিশ্বাসে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সকল কর্ম্ম, সকল কথা কওয়া, সকল ভাবনা, তাতে সমর্পণ করিবার অভ্যাস করিতে হইবে এই সাধনা যিনি করেন তাঁহার হয় নিষ্কাম কর্ম্ম। বিশ্বাসে তাঁহাকে স্মরিয়া স্মরিয়া ভাবনা বাক্য কর্ম্ম করিতে করিতে হইবে চিত্তশুদ্ধি। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে পারিলেই বৈরাগ্য পূর্ব্বক শুভেচ্ছা জাগিবেই। জ্ঞানের প্রথম ভূমিকার সাধনা ইহাই।

রাম। প্রতিদিন নিত্যকর্ম্মগুলি করিয়া একান্তে বিচার করিতে হইবে আমি কে। বিশ্বাসে আমির পূর্ণতাই ভগবান্ ইহা জানিয়া তাঁহাতে সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ করিলে আত্ম সাক্ষাৎকারের উৎকট ইচ্ছা জাগিবেই। কেননা অনাত্মাকে যখন দেখিবার শুনিবার ইচ্ছা আর থাকিবে না—অনাত্মায় বৈরাগ্য জাগিলেই আত্মায় অনুরাগ জাগিবে। তখন আত্মসাক্ষাৎকারের শুভেচ্ছা জাগিবেই। এইত বলিতেছেন ? এখন দ্বিতীয় জ্ঞান ভূমিকা বলুন।

(২) বিচারণা

শাস্ত্রসজ্জন স্পর্ক বৈরাগ্যাভ্যাস পূর্ব্বকম্।
সদাচার প্রবৃত্তির্যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা॥ ৯

আত্মার উৎপত্তি নাই, আত্মা জন্মেন নাই। তথাপি যেমন ঘটাকাশ দ্বারা মহাকাশের উদয় হয় বলা যায় সেইরূপ জীবের দ্বারা আত্মার উদয় হয় বলা যায়। যেমন অতি সূক্ষ্ম আকাশ, বায়ু আদি ক্রমে ঘটাদি হইতেছে, সেইরূপ মহাকাশ স্থানীয় আত্মা হইতে পৃথিব্যাদি ভূতের ভৌতিক সংঘাত আর কার্য্যকারণ রূপ আধ্যাত্মিক দেহাদি সংঘাত, কল্পিত হয় মাত্র; যেমন রজ্জুতে সর্পের কল্পনা হয় সেইরূপ ঘটাদির মত সংঘাতে জাত এই দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মা জীবাদি রূপে উৎপন্ন বা আত্মা হইতে পৃথিব্যাদি জাত ইহা মন্দবুদ্ধি জিজ্ঞাসুকে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি দৃষ্টান্ত দিতেছেন মাত্র; বাস্তব পক্ষে আত্মা আত্মাই ইঁহা হইতে কিছুই জন্মাইতেছে না, ইনিও জন্মান নাই।

"অজাতি ব্রহ্মাকার্পণ্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতং তৎসিদ্ধ্যর্থং হেতুং দৃষ্টান্তং চ বক্ষ্যামীত্যাহ—আত্মা পরঃ হি যস্মাৎ আকাশবৎ সূক্ষ্মো নিরবয়বঃ সর্ব্বগতঃ আকাশবদুক্তঃ, জীবৈঃ ক্ষেত্রজ্ঞৈঃ ঘটাকাশৈরিব ঘটাকাশতুল্যৈঃ উদিত উক্তঃ, স এব আকাশসমঃ পর আত্মা। অথবা ঘটাকাশৈর্যথা আকাশ উদিতঃ উৎপন্নঃ, তথা পরো জীবাত্মভিরুৎপন্নঃ। জীবাত্মনাং পরস্মাদাত্মন উৎপত্তির্যা শ্রূয়তে বেদান্তেষু, সা মহাকাশাদ্ ঘটাকাশোৎপত্তিসমা ন পরমার্থত ইত্যাভিপ্রায়ঃ। তস্মাদেবাকাশাদ্ ঘটাদয়ঃ সঙ্ঘাতা যথা উৎপদ্যন্তে, এবমাকাশস্থানীয়াৎ পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদি-ভূতসঙ্ঘাতা আধ্যাত্মিকাশ্চ কার্য্যকারণলক্ষণা রজ্জুসর্পবদ্ বিকল্পিতাঃ জায়ন্তে। অত উচ্যতে ঘটাদিবচ্চ সংঘাতৈরুদিতঃ" ইতি। যদা মন্দ-বুদ্ধিপ্রতিপাদয়িষয়া শ্রুত্যা আত্মনো জাতিরুচ্যতে জীবাদীনাম্, তথা জাতাবুপগম্যমানায়াম্ এতন্নিদর্শনং দৃষ্টান্তো যথোদিতাকাশবদিত্যাদিঃ ॥৩॥

শিষ্য। আত্মা বা পরমাত্মা জন্মরহিত ব্রহ্মরূপ অকৃপণভাব বিশিষ্ট অদ্বৈত প্রকরণে ইহাই বলিবেন এই প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। আত্মার জন্ম নাই, আত্মা হইতে কিছুই জন্মাইতেছেনা ইহা বলিবার কারণ কি এবং এই বিষয়ে দৃষ্টান্তই বা কি? শ্রুতিতে শুনা যায় আত্মা হইতে এই জগৎ জন্মিতেছে এবং "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীধ্যাৎ তপসোধ্যজায়ত" এই শ্রুতি বাক্যে আত্মা জন্মিতেছেন ইহাওত বলা হইতেছে।

আচার্য্য। প্রথমে একটি দৃষ্টান্ত লও। পরমাত্মাকে আকাশবৎ বলা হয়। কেন বলা হয়? আকাশ সূক্ষ্ম, আকাশ নিরবয়ব, আকাশ সর্ব্বগত। আত্মাও তাই। এই জন্য আত্মা আকাশবৎ—আত্মা আকাশমত বলা হয়।

আত্মা জন্মিতেছেন ইহা কেন বলা হয় তাহা এখন দেখ। আকাশ জন্মিতেছেন একথা কি বলা যায়? হাঁ। ঘটের মধ্যে আকাশের উদয় হয় এবং ইহাকে ঘটাকাশ বলা হয়। সেইরূপ আকাশের মত পরমাত্মা জীবের মধ্যে উদিত হন ইহা বলা হয়। অর্থাৎ ঘটাকাশ দ্বারা যেমন আকাশ উদিত হয়—উৎপন্ন হয় একথা বলা যায় সেইরূপ পরমাত্মা জীবরূপ উপাধিতে জীবাত্মা হইয়া উদিত হয়েন, উৎপন্ন হয়েন এ কথাও বলা হয়। বেদান্তে "অজায়ত" জীবাত্মা রূপে পরমাত্মার উৎপত্তির কথা এই জন্য শ্রবণ করা যায়। সত্যই কি ঘটের মধ্যে আকাশের উদয় হয়? না জীবের মধ্যে পরমাত্মার উদয় হয়? আকাশ আকাশই আছেন—পরমাত্মাও সদা অখণ্ডভাবে পরমাত্মাই আছেন। তথাপি ঘট উপাধিতে মহাকাশ যেন খণ্ড হইয়া ঘটাকাশ মত হয়েন ইহাও যেরূপ, জীব উপাধিতে ঋত সত্য স্বরূপ পরমাত্মার "অজায়ত"ও সেইরূপ। পরমার্থতঃ পরমাত্মার জন্ম নাই।

আবার দেখ। এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? উত্তরে বলা হয় পরমাত্মা হইতে জগতের সৃষ্টি, পরমাত্মাতে স্থিতি ও লয় হইতেছে। এই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের তত্ত্ব এখন বিচার কর।

অতি সূক্ষ্ম আকাশ হইতে বায়ু হয়, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী—ইত্যাদি ক্রমে অতি সূক্ষ্ম আকাশই ঘটাদিরূপে উৎপন্ন হইতেছে। এই যেমন বলা হয় সেইরূপ আকাশ স্থানীয় পরমাত্মা হইতে পঞ্চভূত সঙ্ঘাত এবং কার্য্য কারণরূপ আধ্যাত্মিক দেহাদি সঙ্ঘাত হইতেছে বলা হয়। এই সমস্ত কিন্তু রজ্জুতে সর্পের ন্যায় কল্পিত মাত্র পৃথিব্যাদি বা দেহাদি কিছুই জন্মিতেছে না যেমন সর্পটা কল্পিত মাত্র শুধু রজ্জুই আছে সর্প আদৌ নাই সেইরূপ সৃষ্টি আদৌ উঠে নাই। তথাপি মিথ্যা সঙ্কল্প, বালকের পক্ষে ভূতের মত এই পরিদৃশ্যমান

জগৎরূপে দাঁড়াইয়া আছে। আত্মা হইতে কিছুই জন্মিতেছেনা। আত্মমায়া দ্বারা, আত্মশক্তি দ্বারা আত্মাই বিচিত্র সৃষ্টিরূপে দেখা যাইতেছেন।

শিষ্য। আত্মা জন্মিতেছেন, বিশ্ব জন্মিতেছে, ইহা কোন্ অর্থে শ্রুতি বলিতেছেন তাহা বুঝিলাম। কিন্তু আত্মা নিরবয়ব, আত্মা নিরাকার। নিরাকার, সাকাররূপে দেখা যায় কিরূপে ?

আচার্য্য। নিরাকার শূন্যটাই আকার বিশিষ্ট বেতাল রূপে দেখা যায়। ফলে অবিদ্যার শক্তিতে বহু আকার বিশিষ্ট জগৎ ব্রহ্ম অবলম্বনে ভাসে। ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিন্ট বস্তু যখন ভাসে তখন আত্মা যেন সেই সেই বস্তুরূপে প্রকাশ পান। আকাশের কোন আকার নাই। কিন্তু আকাশ ব্যাপক বলিয়া যেমন ইহা ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদি বহু আকার বিশিস্ট মনে হয় অর্থাৎ যেমন একই মহাকাশ, মেঘ, মঠ, ঘট প্রভৃতি উপাধি দ্বারা অনেক আকারে আকারবান্ মত হয়েন সেইরূপ এক পরমাত্মা, হিরণ্যগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা পর্য্যন্ত নানা প্রকার জীবের আকারে যেন আকারিত হয়েন। কিন্তু উপাধির ভেদ দ্বারা আত্মা কখনও আকার বিশিষ্ট হয়েন না। এক অদ্বৈত আত্মাই সর্ব্বদা বিদ্যমান ॥৩॥

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা।
আকাশে সম্প্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি ॥৪॥

ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে লয় প্রাপ্ত হয় সেইরূপ দেহাদি সঙ্ঘাতের নাশ হইলে জীবাত্মা এই আত্মাতেই বিলীন হয় ॥৪।

যথা ঘটাদ্যুৎপত্ত্যা ঘটাকাশাদ্যুৎপত্তিঃ ; যথা চ ঘটাদি প্রলয়ে ঘটাকাশাদি প্রলয়ঃ, তদ্বৎ দেহাদি সঙ্ঘাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিঃ ; তৎ প্রলয়ে চ জীবানামিহ আত্মনি প্রলয়ঃ, ন স্বত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

শিষ্য। জীবের উৎপত্তি ও লয় তবে স্বাভাবিক নহে ? উৎপত্তি ও লয় তবে বাস্তবিক হইতেছেনা ?

আচার্য্য। না। স্বাভাবিক নয়। উপাধির উৎপত্তি ও লয়কেই জীবের উৎপত্তি ও লয় মনে করা হয়। যেমন ঘটের উৎপত্তি হইলে

তবে বলা হয় ঘটাকাশের উৎপত্তি হইল, আর ঘটের লয় হইলে বলা হয় ঘটাকাশের লয় হইল সেইরূপ দেহাদি সঙ্ঘাতের উৎপত্তিতে বলা হয় জীবের উৎপত্তি হইল আর দেহাদি সঙ্ঘাতের নাশ হইলে বলা হয় সঙ্ঘাতবিশিষ্ট চৈতন্যরূপী জীবেরও নাশ হইল। জীব চৈতন্য সেই সঙ্ঘাতোপহত এক অদ্বৈত আত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয়েন। ফলে জীব চৈতন্য আপন স্বরূপে সেই অদ্বৈত চৈতন্যই। চৈতন্যের কখন খণ্ড হয়না। আপন স্বরূপ ভুলিয়া জীব যখন অজ্ঞানের হাতে পড়েন তখন জীব অজ্ঞানেই মনে করেন আমি এই দেহটাই। এই দেহাত্মবোধ জন্যই দেহনাশে মনে করেন তামার নাশ হইল। স্বরূপে এই জীবের উৎপত্তিও নাই নাশও নাই ॥ ৪ ॥

যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে।
ন সর্ব্বে সম্প্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ ॥৫

যেমন একটি ঘটাকাশ ধূলিধূম দ্বারা আবৃত মত হইলে সকল ঘটাকাশ ধূলিধূম দ্বারা আবৃত হয়না তেমনি একটি জীবের সুখ-দুঃখ হইলে অন্য সকলে জীবের সুখ দুঃখ হইতে পারে না ॥৫॥

সর্ব্ব-দেহেষু আত্মৈকত্বে একস্মিন্ জনন-মরণ-সুখাদিমতি আত্মনি সর্ব্বাত্মনাং তৎসম্বন্ধঃ ক্রিয়াফলসাঙ্কর্য্যঞ্চ স্যাৎ, ইতি যে আহুর্দ্বৈতিনঃ, তান্ প্রতি ইদমুচ্যতে—যথা একস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভিঃ যুতে সংযুক্তে [যুক্তে যুত ইব প্রতীতে] ন সর্ব্বে ঘটাকাশদয়ঃ তদ্রজোধূমাদিভিঃ সংপ্রযুজ্যন্তে সংযুক্তাঃ প্রতীয়ন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ ॥৫॥

শিষ্য। সর্ব্ব দেহে যদি এক আত্মাই থাকেন, তবে এক জনের সুখ বা দুঃখ হইলে, অথবা একজন জন্মিলে বা মরিলে একেবারে সকল লোকের সুখ দুঃখ বা জনন মরণ হওয়াই ত উচিত। দ্বৈতবাদীরা এই সংশয় উত্থাপন করেন।

আচার্য্য। এই শ্লোকে দ্বৈতবাদিগণের মত খণ্ডন করা হইয়াছে। একটি ঘটের ভিতরে যে আকাশ আছে তাহাকে ধূলিধূম যুক্ত করিলে যেমন সকল ঘটাকাশ ধূলিধূম সংযুক্ত হয় না সেইরূপ এক দেহের জীবাত্মা দুঃখী হইলে সকল জীব দুঃখী হইতে পারেনা। অর্থাৎ এক আকাশই অনেক

ঘটে ঘটাকাশরূপে ভাসে সত্য তাহা কিন্তু উপাধি সম্বন্ধ বশতঃ অনেক আকাশ রূপে প্রতীয়মান হয়। একটি ঘটের আকাশ ধূলিধূমি সংযুক্ত হইলে সব ঘটাকাশ ধূলিধূম সংযুক্ত হইবে কিরূপে? সেইরূপ সকল দেহে একই আত্মা আছেন সত্য কিন্তু দেহে অভিমান বশতঃ এক আত্মাই যেন পৃথক্ রূপে ভাসেন। কাজেই এক জনের সুখ দুঃখে সকলে দুঃখী সুখী হইতে পারে না। দেহে অহংজ্ঞান করা অর্থ হইতেছে আপন স্বরূপ ভুলিয়া দেহটাকেই আত্মা ভাবনা করা। দেহত ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থিত আত্মা যিনি তিনি দেহে অভিমান করেন, বলিয়া আত্মা সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থকিয়াও যেন ভিন্ন ভিন্ন দেহ হইয়া যান। কাজেই এক দেহের সুখ দুঃখ অন্য দেহে প্রবেশ করিতে পারে না।

শিষ্য। সাংখ্য মতে কি এইরূপে আপত্তি হয় যে আত্মা যদি একই হন তবে সর্ব্বত্রই সুখদুঃখ একসঙ্গে ভোগ হওয়া উচিত?

আচার্য্য। সাংখ্য মতে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। ন চেদং সাংখ্যস্য চোদ্যং সম্ভবতি। ন হি সাংখ্য আত্মনঃ সুখ দুঃখাদিমত্ত্বমিচ্ছতি বুদ্ধিসমবায়াভ্যুপগমাৎ সুখদুঃখাদীনাম্। সাংখ্যমতে সুখদুঃখ আত্মার ধর্ম্ম নহে। সুখ দুঃখ বুদ্ধির ধর্ম্ম। আত্মা ধর্ম্মী পদার্থ নহেন। আত্মা নির্গুণ, নিরবয়ব, শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ।

প্রকৃতিই জড় পদার্থ, ক্রিয়াশীল এবং সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম প্রকৃতিরই দ্বিতীয় কথা এই যে জ্ঞান স্বরূপ আত্মার যে ভেদ কল্পনা ইহা প্রমাণ করা যায় না। এই জন্য সাংখ্য মতে এইরূপ সংশয় উঠিতেই পারে না যে একজনের সুখে বা একজনের মুক্তিতে সকলেই সুখী বা মুক্ত হয় না কেন?

শিষ্য। আত্মা যদি ভিন্ন ভিন্ন না হয়েন তবে প্রকৃতির পারার্থ্য উপপন্ন কিরূপে হইবে? অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের উদ্দেশ্যে কার্য্য করেন কিরূপে বলা যাইবে? ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। সকল প্রকৃতি এক পুরুষের উদ্দেশ্যে কার্য্য করেন ইহাত অসম্ভব হয়? দেহ ভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন ইহা না বলিলে দেহে ভেদে প্রকৃতির জন্য কর্ম্ম হইতেছে ইহা অসম্ভব হয়।

আচার্য্য। এই আপত্তি ও উঠিতে পারে না। কারণ প্রকৃতি সম্পাদিত কোন কার্য্য আত্মাতে সম্ভব হয় না। প্রকৃতি পুরুষের জন্য কার্য্য করেন ইহা বলিলে পুরুষের ভেদ কল্পনা আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রকৃতি যে বন্ধ মোক্ষাদি আত্মার জন্য সম্পন্ন করেন তাহা ত সাংখ্য-বাদিগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা আত্মাকে নির্ব্বিশেষ বলেন, নির্গুণ বলেন। আত্মা তাঁহাদের মতে শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। পুরুষের সান্নিধ্যই প্রকৃতির কার্য্য করার কারণ। প্রকৃতির কার্য্য যে পুরুষের ভেদ জনিত অর্থাৎ প্রকৃতির পরার্থতা যে আত্ম ভেদ কল্পনার হেতু তাহা নহে।

আবার আত্মা যে ভিন্ন ভিন্ন সাংখ্য বাদিগণ প্রকৃতির পরার্থতা ভিন্ন ইহা আর কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারেন না।

প্রকৃতি আত্মার নিকটে থাকিয়া নিজেই বন্ধ মোক্ষ লাভ করেন। অনুভব স্বরূপ পুরুষই, প্রকৃতির সমস্ত চেষ্টার হেতু। চেতন পুরুষের সান্নিধ্যই প্রকৃতির সৃষ্টি ক্রিয়ার হেতু—সান্নিধ্য ভিন্ন ইহাতে পুরুষের কোন প্রকার যত্ন করিতে হয় না। এই জন্য বলা যায় পুরুষের বহুত্ব কল্পনা ইহা মূঢ়তা।

শিষ্য। প্রধানের পরার্থতা অর্থাৎ প্রকৃতি যে পরার্থে কার্য্য করেন ইহা সিদ্ধ হইতেছে পুরুষের সান্নিধ্য মাত্র দ্বারা, পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ইহা দ্বারা নহে। প্রকৃতির পরার্থতা সিদ্ধ করিবার জন্য আত্মার বহুত্ব আবশ্যক সংখ্যা বাদিগণের এইরূপ উক্তি যুক্তি বিরুদ্ধ। অথচ ইহা ভিন্ন পুরুষ যে বহু তদ্বিষয়ে সংখ্যবাদিগণের অন্য কোন প্রমাণ নাই। ইহাই মূঢ়তা এইত বলিতেছেন ?

আচার্য্য। হাঁ। আর বৈশেষিকগণ যে বলেন ইচ্ছা প্রভৃতি ধর্ম্ম আত্মাতেই থাকে ইহা বুদ্ধির ধর্ম্ম নহে ইহাও যুক্তিযুক্ত কথা নহে।

ইচ্ছার হেতু হইতেছে স্মৃতি। আবার স্মৃতির হেতু হইতেছে সংস্কার। যে বিষয়ের সংস্কার মনে নাই তাহা স্মৃতিতে উদয় হইতে পারে না। আবার স্মৃতিতে কোন কিছু না জাগিলে ইচ্ছা ও হইতে

পারেনা। কিন্তু সংস্কার সমূহ কখন আত্মায় থাকেনা। কারণ জ্ঞান স্বরূপ আত্মা নিরবয়ব এবং যাঁহার কোন অবয়ব নাই তাঁহাতে কোন সংস্কার কোথায়, কিরূপে থাকিবে? যদি বল আত্মা ও মনের সংযোগে স্মৃতির উৎপত্তি হয়; ইহা অঙ্গীকার করিলেও স্মৃতির নিয়মের অসম্ভব হয়। কারণ আত্মা, মনের সংযোগ রূপ স্মৃতির কারণ হইলে অনুভব কালেই স্মৃতি হইবে অথবা এক কালে সমস্ত স্মৃতির উৎপত্তি হইবে। আরও আত্মা যখন অখণ্ড তখন একজনের স্মৃতি জাগিলে সর্ব্বদেহে তাহার অনুভব হইবে।

সমান জাতীয় এবং স্পর্শাদি গুণ বিশিষ্ট পদার্থ সমূহের সম্বন্ধ দেখা যায়। কিন্তু আত্মার সহিত মন এক জাতীয়ও নহে এবং আত্মা স্পর্শাদিগুণ বিশিষ্টও নহেন এজন্য আত্মার সহিত মনের সম্বন্ধ হইতে পারেনা। নৈয়ায়িক মতে দ্রব্য হইতে রূপাদি গুণ কর্ম্ম জাতি বিশেষ আর সমবায় ভিন্ন নহে। আর যদি গুণাদি, দ্রব্য হইতে অত্যন্ত ভিন্নও হয়, এবং ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হয় তাহা হইলেও দ্রব্যের সহিত গুণাদির সম্বন্ধ এবং আত্মার সহিত ইচ্ছাদির সম্বন্ধ অসম্ভব হয়। যদি বল যে সমস্ত গুণ জন্মাবধি দ্রব্যের সঙ্গেই থাকে এমন অযুতসিদ্ধ পদার্থ সমূহের সমবায় সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না, না তাহাও হইতে পারে না; কারণ অনিত্য ইচ্ছা আদি গুণের পূর্ব্বে নিত্য আত্মা আছেন। আত্মাতে ইচ্ছা আদি অযুতসিদ্ধ ইহা বলিলে ইচ্ছা আদিও আত্মার মত নিত্য হইয়া যায়। যদি বল ইচ্ছা আদি গুণকে নিত্য বলিলেই বা কি দোষ হয়? দোষ হয়, কারণ তাহা হইলে আত্মার ইচ্ছা ত্যাগরূপ মোক্ষ কখনও হইতে পারে না। এই ভাবে সমবায় কেও নিত্য সম্বন্ধ বলা যায় না।

আত্মাতে ইচ্ছাদি নাই ইহাই দেখান হইল। যদি আত্মা ইচ্ছাদি বিনাশশীল গুণ সম্পন্ন হয়েন তাহা হইলে আত্মাও অনিত্য হইয়া যান। আর দেহাদির ন্যায় আত্মাও সাবয়ব এবং বিকারী হইয়া যান।

এই সমস্ত কারণে বলা হয় আকাশে যেমন ধূলি ধূমাদি প্রক্ষিপ্ত হয় সেইরূপ আত্মাতে অবিদ্যা দ্বারা বুদ্ধিজাত সুখ দুঃখাদি দোষ আরোপ করা

কল্প মাত্র। ইহা অঙ্গীকার করিলে ব্যবহারিক বন্ধ মোক্ষাদি ব্যবস্থা বিরুদ্ধ হয় না; কারণ বাদিগণ সকলেই অবিদ্যাকৃত ব্যবহার স্বীকার করেন। কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে—মোক্ষ বিষয়ে ব্যবহারের স্বীকার কেহই করেন না। এই ভাবে দেখান হইল তার্কিকগণের, ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আছেন এই কল্পনা, বৃথা কল্পনা মাত্র ॥ ৫ ॥

রূপ-কার্য্য-সমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে তত্র তত্র বৈ।
আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি তদ্বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ ॥ ৬

ঘটের রূপ যদি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হয় তবে আকাশকেও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ মনে হয়, ঘট দ্বারা জলাহরণ কার্য্য হয় বলিয়া যেন আকাশেরও কার্য্য আছে; ঘটের মধ্যে ঢুকিয়া আকাশের নাম ঘটাকাশ এইরূপ নাম ও কার্য্য কিন্তু ঘটের সম্বন্ধেই আছে আকাশে রূপ নাম কার্য্য ইত্যাদি কোন ভেদ নাই। আকাশের যেমন ভেদ নাই জীব বিষয়েও সেইরূপ ॥ ৬ ॥

কথং পুনরাত্মভেদনিমিত্ত ইব ব্যবহার একস্মিন্ আত্মনি অবিদ্যাকৃত উপপদ্যত ইতি। উচ্যতে—যথা ইহাকাশ একস্মিন্ ঘট-করকাপবরকাদ্যা-কাশানাম্ অল্পত্ব মহত্বাদিরূপাণি ভিদ্যন্তে, তথা কার্য্যমুদকাহরণধারণ-শয়নাদি, সমাখ্যাশ্চ ঘটাকাশকরকাকাশাদ্যাস্তৎকৃতাশ্চ ভিন্না দৃশ্যন্তে; তত্র তত্র বৈ ব্যবহার বিষয় ইত্যর্থঃ। সর্ব্বোঽয়মাকাশে রূপাদি ভেদ কৃতো ব্যবহারঃ অপরমার্থ এব। পরামার্থতস্তু আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি। ন চ আকাশভেদনিমিত্তো ব্যবহারাঽস্তি অন্তরেণ পরোপাধিকৃতং দ্বারম্। যথৈতৎ, তদ্বৎ দেহোপাধিভেদকৃতেষু জীবেষু ঘটাকাশস্থানীয়েষু আত্মসু নিরূপণাৎ কৃতো বুদ্ধিমদ্ভির্নির্ণয়ো নিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥ ৬

শিষ্য। একই আত্মা উপাধি ভেদে এত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করেন কিরূপে? শ্রুতি মতে উপাধি ভেদে আত্মার পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার না হয় মানিয়া লইলাম কিন্তু যুক্তি দ্বারা ইহা কিরূপে নিশ্চয় হইবে?

আচার্য্য। সবার মধ্যে একই আত্মা থাকিলেও রূপ কার্য্য নামে ভিন্ন দেখা যাইতেছে। যেমন এই একই আকাশে ঘট মঠ কমণ্ডলু অন্তর্গৃহ ইত্যাদির সম্বন্ধ হওয়ায় ঐ এক আকাশের ক্ষুদ্র বৃহৎ রূপ হয়—ঘটের

প্রভো! কিরূপে এই ভীম ভবার্ণব পার হইব? কি বা আমার গতি হইবে? আমি যে কিছুই জানিনা। কৃপা করুন, কৃপা করুন, আমায় রক্ষা করুন; আমার এই দুর্ব্বার সংসারদুঃখ ক্ষয় করিয়া দিউন; এই কাতরোক্তি শুনিয়া গুরুকর্ণধার তখন সেই "অনাদি মোহ-নিশা-সুপ্ত" শিষ্যের দুঃসপ্ন ভাঙ্গাইয়া দেন; শিষ্যের সেই "জরামরণ হর্ষামর্ষাদি-অনর্থ সঙ্কুল বিভীষিকা" দূর করিয়া দেন; সেই "তাপ ত্রিতয়-দাবানল-জ্বালামালাকুল সংসারারণ্যে মোমুহ্যমান্", "অরিষড়্-বর্গ-ব্যাধবধ্যমান্" শিষ্যের কাতর কণ্ঠের প্রার্থনা শুনিয়া শিষ্যকে জ্ঞান দান করিয়া চিরতরে আনন্দ সাগরে আনন্দস্থিতি প্রদান করেন। বুঝিতেছ ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ না করিতে পারিলে মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষ সঙ্গলাভ হইতেই পারে না। আমার পরমভক্ত শঙ্কর যথার্থ বলিয়াছেন

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদৈবানুগ্রহ হেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ॥

কিন্তু এই ভাবে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এমন কাহারও কথা কি তোমার জানা আছে?

মুমুক্ষু। মা! আশ্বলায়ন ঋষি দেবী সরস্বতীকে প্রসন্ন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, বিদূরথ মহিষী লীলাও ১০৮ বার "ত্রিরাত্র ব্রত" করিয়া দেবীসরস্বতীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এইরূপ কত আছেন। আমি নিদাঘ-ঋভু সংবাদে কিন্তু ঈশাবাস্যোপনিষদের জ্ঞান সাধনার প্রায় কথাই পাই।

শ্রুতি। ঈশাবাস্যোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের অর্থালোচনা জন্য তুমি নিদাঘ-ঋভু সংবাদ যাহা জানিয়াছ তাহা বল।

মুমুক্ষু। আত্মতত্ত্বমনুব্রুহীতীয়ং প্রপচ্ছ সাদরম্।
কয়োপাসনয়া ব্রহ্মন্নীদৃগ্‌ং প্রাপ্তবানসি॥

যোগীন্দ্র নিদাঘ ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ ঋভু ঋষিকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্ আমাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করুন। প্রভো! কোন্ উপাসনায় আপনি এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন? মোক্ষসাম্রাজ্যদায়িনী মহাবিদ্যার কথা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।

ঋভু। মন্ত্রসার, মন্ত্রই হইতেছে স্বরূপ যে দেবতার অর্থাৎ আমার ইষ্টদেবতা অন্নপূর্ণা হইতে অভিন্ন আমার ইষ্টমন্ত্র [ঐঁ হ্রীঁ সৌঁ শ্রীঁ ক্লীমোন্নমো ভগবত্যন্নপূর্ণে মমাভিলষিতমন্নং দেহি স্বাহা] আমি নিয়ম পূর্ব্বক বর্ণাশ্রম আচার

পরায়ণ হইয়া প্রতিদিন জপ করিতাম। আমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই বৈদিক মন্ত্রজপে অন্যের অধিকার বেদ দেন নাই। আমার পিতা আমাকে এই উপদেশ করেন। আমার ইষ্ট দেবতাকে দেখিব কিরূপে এই উৎকণ্ঠা লইয়া বহুদিন ধরিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে স্ময়মানমুখাম্বুজা বিশালাক্ষী অন্নপূর্ণা আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। আমি আমার মাকে, আমার সর্ব্বস্বকে, দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান আছি, মা ঈষৎ-হাস্য করিয়া বলিলেন বৎস তুমি কৃতার্থ হইয়াছ "বরং বরয় মা চিরম্" তুমি বর প্রার্থনা কর, বিলম্ব করিওনা। দেব দর্শন কখন বিফল হয়না। সাধক যখন যথার্থ ভাবে আমাদের দর্শন লাভ করে, সত্য দর্শনের চিহ্নই হইতেছে বর প্রার্থনা করিতে বলা। বর দিলাম না দর্শন হইল এটা ভৌতিক ব্যাপার। আমি প্রার্থনা করিলাম **"আত্মতত্ত্বং মনসি মে প্রাদুর্ভবতু পার্ব্বতি"** মা পার্ব্বতি! আমার মনে আত্মতত্ত্ব—আত্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠুক। "তথাস্তু" বলিয়া মা আকাশে মিলাইয়া গেলেন। তখন জগৎবৈচিত্র্য দেখিয়া আমার আত্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠিল।

নিদাঘ। জগৎবৈচিত্র্য দেখিয়া আত্মজ্ঞান কিরূপে ফুটিল?

ঋতু। দেখিলাম "পানা" যেমন জল হইতে উঠিয়া জলকে ঢাকিয়া রাখে সেইরূপ এই মায়িক জগৎটা ব্রহ্ম হইতে উঠিয়া পাঁচ প্রকার ভ্রম দিয়া ব্রহ্মকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই ভ্রম দূর করিতে পারিলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

নিদাঘ। ভগবন্! এই ভ্রম সমূহ কি কি তাহা বলুন।

> **ভ্রমঃ পঞ্চবিধো ভাতি তদেবেহ সমুচ্যতে।**
> **জীবেশ্বরৌ ভিন্নরূপাবিতি প্রাথমিকো ভ্রমঃ॥**
> **আত্মনিষ্ঠং কর্ত্তৃগুণং বাস্তবং বা দ্বিতীয়কঃ।**
> **শরীরত্রয় সংযুক্তঃ জীবঃ সঙ্গী তৃতীয়কঃ॥**
> **জগৎ কারণরূপস্য বিকারিত্বং চতুর্থকঃ।**
> **কারণাদ্ভিন্ন জগতঃ সত্যত্বং পঞ্চমোভ্রমঃ॥**
> **পঞ্চভ্রম নিবৃত্তিশ্চ তদা স্ফুরতি চেতসি॥**

পাঁচ প্রকার ভ্রম এই—

(১) জীব এক জন আর ঈশ্বর অন্য একজন এইরূপ বুদ্ধিই প্রথম ভ্রম।

(২) আত্মাই কর্ত্তা, আত্মাই ভোক্তা এইরূপ বুদ্ধিই দ্বিতীয় ভ্রম।

(৩) জীবাত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ সম্বন্ধ বিশিষ্ট এইরূপ বুদ্ধিই তৃতীয় ভ্রম।

(৪) জগৎ-কারণ ব্রহ্মচৈতন্য, বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগৎরূপ ধারণ করিয়াছেন এইরূপ বুদ্ধিই চতুর্থ-ভ্রম।

(৫) জগৎ-কারণ ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে, জগৎটা ভিন্ন এবং জগৎটাও সত্য এইরূপ বুদ্ধিই পঞ্চম ভ্রম।

জগজ্জননীর কৃপায় আমার চিত্তে এই পাঁচপ্রকার ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়াছে। যেমন মেঘ সরিয়া গেলে সূর্য্য প্রকাশিত হয়েন সেইরূপ চিত্ত হইতে ভ্রম দূর করিতে পারিলেই আত্মসূর্য্য প্রকাশিত হয়েন।

নিদাঘ। ভগবন্! এই সমস্ত ভ্রম কিরূপে দূর হইল?

ঋভু! (১) যেমন প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে ভিন্ন নহে সেইরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বরূপ এই অসংখ্য জীব চৈতন্য, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন এই বিচারে ভেদভ্রম দূর হইল।

(২) স্ফটিক জবার নিকটে থাকিলে রক্তবর্ণ দেখায়, স্ফটিকে কিন্তু লৌহিত্য নাই ইহা দেখিয়া বুঝিলাম কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আত্মচৈতন্যে নাই, এই ভাবে কর্ত্তৃত্ব ভ্রম দূর হইল।

(৩) ঘটপটাদির মধ্যে আকাশ থাকিলেও আকাশের সঙ্গে ঘটপদাদির কোন প্রকার সঙ্গ হয় না ইহা দেখিয়া জীবের সঙ্গে দেহের কোন সঙ্গ হয়না ইহা বুঝিলাম। এই ভাবে সঙ্গ ভ্রম দূর হইল।

(৪) সুবর্ণকে বলয়াকারে দেখা গেলেও বলয় যেমন সুবর্ণের বিকার নহে, বলয় সুবর্ণই; সেইরূপ ব্রহ্ম, জগদাকারে দেখা গেলেও, জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, ব্রহ্মই জগদাকারে দেখা হইয়া যায় এই ভাবে বিকার ভ্রম দূর হইল।

(৫) রজ্জু সর্পরূপে দেখা গেলেও যেমন সর্প আদৌ নাই রজ্জুই আছে সেইরূপ ব্রহ্ম জগৎরূপে দেখা গেলেও এই চিত্তস্পন্দন কল্পনাকৃতি জগৎ, এই কল্পনা, এই স্পন্দন, এই মৃগতৃষ্ণিকা, এই গন্ধর্ব্বনগর আদৌ নাই, অবিদ্যাই এককে আর করিয়া দেখাইতেছে এই বিচারে জগৎসত্য এই ভ্রম দূর হইল। নিদাঘ! ভ্রম দূর হওয়ার পর হইতে আমার চিত্ত ব্রহ্মাকারে আকারিত হইয়াছে। তুমিও ভ্রম দূর কর, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মভাবে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে। মা! তুমিই অন্নপূর্ণা উপনিষদে এই সমস্ত বলিয়াছ।

শ্রুতি। "ঈশাবাস্য" উপনিষদের প্রথম মন্ত্রের করণীয় ব্যাপারগুলি ধরিয়া

কিরূপে সাধনা করিতে হইবে তাহা অন্নপূর্ণা উপনিষদে বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। তুমি দেখিতেছ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করা চাই অর্থাৎ শুদ্ধ আচার চাই, শুদ্ধ আহার চাই, নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি চাই, ইষ্টমন্ত্র নিয়মিত ভাবে জপ করা চাই, সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র অবলম্বন চাই। এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিলে ইষ্ট দেবতা প্রসন্ন হইয়া দেখা দিয়া থাকেন। তাঁহার "বরে" জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে। তাঁহারই "কৃপায়" অনুষ্ঠান পরায়ণ যিনি, তাঁহার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ যিনি করেন, তাঁহারই "বিচার" জাগে। "বিচারে" ভ্রম দেখা যায় এবং "অভ্যাসে" আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

মুমুক্ষু। মা! তুমি যাহা উপদেশ করিয়াছ, সকল ঋষিই তাহা বলিবেন। সকল ঋষিই ত এইরূপ উপদেশ করিতেছেন?

শ্রুতি। এ সম্বন্ধে তুমি কি জানিয়াছ?

মুমুক্ষু। ভগবান্ বশিষ্ঠ, ভগবান্ বাল্মীকি, ভগবান্ ব্যাস, ভগবান্ শঙ্কর, কাহাকে জ্ঞানের পাত্র বলিয়া বলিতেছেন তাহা বলিব?

শ্রুতি। বল। তোমার বুদ্ধি বেদমার্গে চলিয়াছে। শঙ্কর, ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ ইঁহাদের প্রদর্শিত পথই বেদমার্গ। তুমি বল কি শিখিয়াছ।

মুমুক্ষু। ভগবান্ শঙ্কর শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের একটি মন্ত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন "যস্য দেবে পরাভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ [এই মন্ত্রটি গুরুগীতাও ধরিয়াছেন] অর্থাৎ দেবদেব ঈশ্বরে যাঁর পরাভক্তি জন্মিয়াছে আর যেমন চৈতন্য দেবে সেইরূপ নিজগুরুতে যাহার ভক্তি বিশ্বাস অটল দাঁড়াইয়াছে তিনিই জ্ঞানের পাত্র।

শ্রুতি। "পরাভক্তি" সম্বন্ধে কি জানিয়াছ?

মুমুক্ষু। "তামস ভক্ত," "রাজস ভক্ত," "সাত্বিক ভক্ত" গুণভেদে ভক্তির ভেদ এই তিন প্রকার। স্বভাব যাহার যেরূপ সেই অনুসারে তাহার ভক্তি বিভিন্ন হয়। যে ভক্ত মহাআড়ম্বরে শত্রু মিত্র, উত্তম অধম ভেদ দর্শনে হিংসা, অহঙ্কার, দম্ভ এবং অন্যের গুণ সহ্য না করা রূপ মাৎসর্য্য লইয়া ভগবান্‌কে ভক্তি করে তাহার ভক্তি তামসী।

রাজস ভক্ত যিনি তিনি ভগবানের কাছে সদাই প্রার্থনা করেন ঠাকুর আমাকে ধন দাও, যশ দাও, ঐশ্বর্য্য দাও, ভোগ করিতে দাও, এই সমস্ত কামনা সিদ্ধি জন্য যে ভগবানকে ভক্তি করা তাহাই হইল রাজসী ভক্তি।

সাত্ত্বিকী ভক্তিতে সর্ব্বদাই নিজের দোষের উপর দৃষ্টি থাকে, নিজের পাপক্ষয় জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা থাকে, পাপক্ষয় জন্য ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ অভ্যাস করা থাকে। সাত্ত্বিক ভক্ত মন্ত্র জপ কালে মনকে নাভিপদ্মে, বা হৃদয় পদ্মে, বা দ্বিদল পদ্মে ধারণা করিয়া নমস্কার করিতে করিতে জপ অভ্যাস করেন। ভিতরে নমঃ অভ্যাস করিতে করিতে বাহিরের প্রতি বস্তুতেও ইষ্ট দেবতাকেও স্মরণ করিয়া করিয়া সকল নরনারীকে, সকল পশু পক্ষীকে, আকাশকে, সমুদ্রকে, পর্ব্বতকে, সমস্ত স্থাবর জঙ্গমকে সেই ভাবিয়া মনে মনে নমঃ করা অভ্যাস করেন। সাত্ত্বিক ভক্ত নিজের পাপ ক্ষয়জন্য কর্ম্ম করেন, কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিয়া যান; ভগবানের আজ্ঞা যাহা, গুরুর আজ্ঞা যাহা তাহার প্রতিপালন জন্য ইনি প্রাণপণ করেন। উপাস্য উপাসক ভেদ জ্ঞান থাকিলেও, দ্বৈতজ্ঞান থাকিলেও ইনি সাত্ত্বিক ভক্ত।

সাত্ত্বিক ভক্ত মদীয় সত্ত্বগুণ আশ্রয় করেন; সকল দুঃখ, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া ইনি আমার উপাসনাতে অনলস। উপাসনা করিতে করিতে, সমুদ্রে গঙ্গা জলের ন্যায়, অনন্তগুণালয় আমাতে তাহার মনোবৃত্তি যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে বহিতে থাকে তখন তাঁহার নির্গুণা ভক্তি বা পরাভক্তির উদয় হয়। পরিচ্ছিন্ন ভূতসকলে আমি এক চৈতন্য হইয়াই অবস্থান করিতেছি; কাজেই ভিতরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বত্র জ্ঞানমূলক সম্মান প্রদর্শন ও মিত্রতা দ্বারা আমাকে পূজা করিবে। সুবুদ্ধি ব্যক্তি আমাকে জীবরূপে অবস্থিত শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ জানিয়া নিরন্তর মন দ্বারাই সর্ব্বভূতকে প্রণাম করিবে। "চেতসৈবানিশং সর্ব্বভূতানি প্রণমেৎ সুধী" "জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্"॥ অতএব কদাচিৎ জীব ও ঈশ্বরে ভেদজ্ঞান করিবেনা সাত্ত্বিক ভক্ত এই ভাবে চলেন।

শ্রুতি। পরা ভক্তিকে অভেদ ভক্তি কেন বলা হয় জানিয়াছ ত?

মুমুক্ষু। সাধারণ মানুষের প্রধানতঃ তিন প্রকার ভেদ বুদ্ধি দেখা যায়।

(১) জীব ও ঈশ্বরে ভেদ।

(২) এক ঈশ্বর চৈতন্যেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ, লীলা ও নাম দেখিয়া, শিব, রাম, কৃষ্ণ, কালী দুর্গা, সীতা, রাধা ইঁহাদিগকে ভিন্ন জ্ঞান করা।

(৩) ব্রহ্ম ও জগৎকে ভিন্ন ভাবনা করা।

পরা ভক্তিতে একটি মাত্র চৈতন্যে লক্ষ্য থাকে; কাজেই জীব ও ঈশ্বরে এক চৈতন্যই দেখা হয়, ভগবানের সকল মূর্ত্তিতে সেই এক চৈতন্যই বিরাজমান দেখা হয়,

চৈতন্যই মায়ার কৌশলে জগৎরূপে দাঁড়াইয়া আছেন দেখা হয়। কোন প্রকার ভেদ বুদ্ধি পরাভক্তিতে থাকেনা বলিয়া পরাভক্তিকে অভেদ ভক্তি বলে।

শ্রুতি। পরা ভক্তির সহিত জ্ঞানের পার্থক্য কি বুঝিয়াছ?

মুমুক্ষু। মা! শ্রীগীতা বলিতেছেন--

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥৭।১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে ॥
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

পরাভক্তির কার্য্য ও জ্ঞানের কার্য্য একই প্রকার। জ্ঞানী শ্রীভগবানে নিত্যযুক্ত, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একমাত্র চৈতন্যকেই দেখিয়া, "চৈতন্যং মমবল্লভং" বলিয়া সেই চৈতন্যকেই ভক্তি করেন। পরমভক্ত যখন চৈতন্যে স্থিতি লাভ করেন তখনই তিনি জ্ঞানী কিন্তু যখন ব্যুত্থিত হইয়া বিচরণ করেন তখন সর্ব্বত্র সেই এককেই দর্শন করেন বলিয়া তাঁহার ভক্তিই পরাভক্তি। শ্রুতি—আপনি—আপনিই বলিতেছেন

ব্যুত্থিতস্য ভবত্যেষা সমাধিস্থস্য চানঘ।
জ্ঞস্য কেবলমজ্ঞস্য ন ভবত্যেব বোধজা ॥

পরাভক্তি বা অভেদভক্তি সমাধি হইতে উত্থিত যিনি তাঁহারই হয়। কিন্তু জ্ঞানী যিনি তিনি আত্মভাবে স্থিতি লাভ করেন, আর অজ্ঞ যিনি তিনি সর্ব্বত্র ভেদ দর্শন করেন; কাজেই সমাধিস্থ জ্ঞানীর ও কেবল অজ্ঞের, পরাভক্তি বা বোধজা ভক্তি বা একভক্তি হয় না।

শ্রুতি। হাঁ! চিত্ত ভগবৎ সমুদ্রে ডুবিয়াগেলে ভগবানই হইয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থা ভাঙ্গিয়া গেলে ব্যুত্থিত সময়ে সেই এককেই সর্ব্বত্র দেখিয়া যে ভক্তি তাহাই পরাভক্তি। ব্যুত্থিতের ভক্তিই পরাভক্তি। যখন জ্ঞানে স্থিতি লাভ হয় তখন ত সমাধি; তখন ত কোন শোক নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, কোন কিছুরই দর্শনও নাই। কিন্তু ব্যুত্থান কালে ইনি যাঁহাতে ডুবিয়া ছিলেন সেই ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখেন; ইনি তখন আত্মক্রীড়, আত্মরতি হইয়া সদা তৃপ্ত। ইঁহার নিকটে সমস্তই ঈশ্বর। এই দ্বৈতদৃষ্টিহীন ঈশ্বর দর্শনই পরাভক্তির কার্য্য। পরাভক্তি যেখানে লইয়া যান তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ যখন হয় তখন উপাস্য ও উপাসকের কোন ভেদ নাই। এই জন্য গৌড়পাদাচার্য্য অদ্বৈত প্রকরণের প্রথম শ্লোকে বলিতেছেন

উপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মো জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
প্রাগুৎপত্তেরজং সর্ব্বং তেনাসৌ কৃপণঃ স্মৃতঃ॥

উপাসনাশ্রিত যে ধর্ম্ম তাহা দ্বৈতভাব জন্মিলে তবে হয়। ঈশ্বরভাব ও জীবভাব যখন নাই অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সমস্তই জন্মরহিত ব্রহ্ম। উপাসকেরা সর্ব্বদাই আপনাকে উপাস্যের অধীন মনে করেন বলিয়া জ্ঞানিগণ তাঁহাদিগকে কৃপণ—ক্ষুদ্রহৃদয়—ক্ষুদ্রঈশ্বরবস্তু বলিয়া জানেন। তলবকার শ্রুতি এই জন্য বলিতেছেন **যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে**" যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, যাঁহার সাহায্যে বাক্য প্রকাশিত হয়, উচ্চারিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান কিন্তু লোকে যাহাকে "এই সম্মুখীন উপাস্য" বলিয়া উপাসনা করে তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিও না।

পরাভক্তি ও জ্ঞানের পার্থক্য তোমার বুদ্ধিতে আসিয়াছে এখন বল দেখি পরাভক্তি জন্মিবে কিরূপে এসম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন?

মুমুক্ষু। মা! এই পরাভক্তির সাধন সম্বন্ধে আপনিই উপদেশ করুন।

শ্রুতি। আচ্ছা। নাম, রূপ, গুণ, লীলা ধরিয়া যে উপাসনা তাহাতে যদি স্বরূপচিন্তা না থাকে তবে তাহা পৌত্তলিকতা আনিয়া ফেলিবে। স্বরূপটি হইতেছে চৈতন্য। এই চৈতন্যের কোন কালে অংশ হয় না। চৈতন্য চিরদিন অখণ্ড। এই অখণ্ড চৈতন্যকে লইয়া জগৎ বলিয়া বস্তুটি দাঁড়াইয়া আছে অথবা এই অখণ্ড সীমাশূন্য চৈতন্যই জগৎরূপে দেখা হইয়া যাইতেছে। তবেইত চৈতন্যই সমস্ত। চৈতন্যকে না ধরিলে নাম রূপ গুণ লীলা দাঁড়ায় কোথায়? এক সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যেরই নাম বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কৃষ্ণ, কালী, সীতা, রাম, শিব, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি। যেমন ভগবানের নামগুলি চৈতন্যেরই নাম সেইরূপ মানুষের যে সমস্ত নাম তাহাদের নামীটিও চৈতন্য। একজনের নাম ধর রামকিঙ্কর। রামকিঙ্করকে যদি বলা যায় রামকিঙ্কর তুমি কোন্‌টি দেখাইয়া দিতে পার? রামকিঙ্কর কিন্তু জামা, চসমা, ছড়ির মত ধরিয়া ছুঁইয়া দেখাইতে পারে না এই রামকিঙ্কর দেখুন, স্পর্শ করুন। কারণ, হাতটি রামকিঙ্কর নয়, পা নয়, মুখ চক্ষু কর্ণ মস্তক এ সব নয়; ভিতরে মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ইহারাও রামকিঙ্কর নয়। কে তবে রামকিঙ্কর? যদি বল দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সকলের সমষ্টি লইয়া যে বস্তুটি সেই বস্তুটি রামকিঙ্কর, না তাহাও বলিতে পারনা। কারণ স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, কারণ দেহ লইয়া

যে বস্তুটি দেখা যাইতেছে, অনুভব করা যাইতেছে, তাহা রামকিঙ্করের দেহ। কিন্তু রামকিঙ্কর কোন্‌টি? ইহার উত্তর হইতেছে যিনি না থাকিলে চক্ষু দেখেনা, কর্ণ শুনেনা, হস্ত পদ কর্ম্ম করেনা, মুখ বলেনা, মন ভাবেনা, সেই বস্তুটিই রামকিঙ্কর। এই বস্তুটিকে ধরিতে হইলে হাত ইহা নয়, পা ইহা নয়, চক্ষু ইহা নয়, কর্ণ ইহা নয় এই ভাবে এটা নয় এটা নয়, এটা নয়, নেতি নেতি করিয়া যিনি অবশিষ্ট থাকেন তিনিই রামকিঙ্কর। সমস্ত বস্তুকে বাদ দিলে যাঁহাকে ধরা যায়, সব গেলে যিনি থাকেন তিনিই চৈতন্য। এই চৈতন্যই সর্ব্বজীবে আত্মারূপে অবস্থিত। শ্রুতি বলেন—

যাবত্ সর্ব্বং ন সন্ত্যক্তং তাবদাত্মা ন লভ্যতে।
সর্ব্ববস্তুপরিত্যাগে শেষ আত্মেতি কথ্যতে॥
আত্মাবলোকনার্থং তু তস্মাত্ সর্ব্বং পরিত্যজেত্।
সর্ব্বং সন্ত্যজ্য দূরেণ যচ্ছিষ্টং তন্ময়োভব॥

যতদিন সমস্ত চক্ষু কর্ণাদির গোচর বস্তু, মন বুদ্ধ্যাদির অনুভবের বস্তু পরিত্যক্ত না হয় "চরাচরং জগৎ কৃৎস্নং দেহ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকং। আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ॥ স্থাবর জঙ্গম, সমস্ত জগৎ, দেহ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত, ব্রহ্ম হইতে কীট পতঙ্গাদি যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায় এই সমস্তই মায়া বা প্রকৃতি "সৈষা প্রকৃতিবিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা" যতদিন না সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিতেছ ততদিন আত্মাকে, চৈতন্যকে লাভ করিতে পারিতেছ না। সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিলে যিনি শেষ থাকেন তাঁহাকেই আত্মা বলা হয়, চৈতন্য বলা হয়।

পরাভক্তির সাধনা যিনি করিবেন তিনি চৈতন্য হইয়া চৈতন্য ভজিবেন। একমাত্র সত্য এই বস্তুটি। তুমিও চৈতন্য আবার তুমি যাহাকে ভজনা কর তিনিও চৈতন্য। ঘটের মধ্যবর্ত্তী আকাশ, নিজের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যদি বলিতে পারে আহা তুমিই এই অখণ্ড আকাশ, সেইরূপে তোমার চৈতন্যকে অনুভব করিয়া যখন তুমি বলিবে আহা তুমিই সেই তখন তুমি পরাভক্তির সাধক হইবে।

এই কথা সর্ব্ব শাস্ত্রেই পাইবে।

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

"অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ্‌ভবেৎ"

উৎসব।

—:*:—

আত্মারামায় নমঃ।
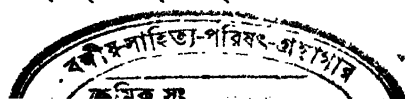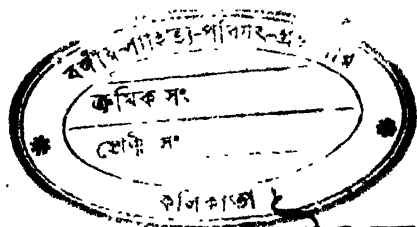
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৬শ বর্ষ } সন ১৩২৮ সাল, শ্রাবণ। { ৪র্থ সংখ্যা।

[আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ-প্রণেতা শ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত]

শ্রীসদাশিবঃ শরণং।

নমো গণেশায়॥

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ॥

পতিতপাবন শ্রীশ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

চাতকীবৃত্তি প্রপন্ন ভক্তের প্রাকৃতিক বৃত্তি।

বক্তা যিনি অনন্যশরণ, অনন্যসাধন, অনন্যপ্রয়োজন, যিনি ভগবানের একান্ত শরণাগত, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, 'আমি তোমার,' পাত্র হইলেও 'আমি তোমার, অপাত্র হইলেও আমি তোমার, তুমি ছাড়া আমি অকিঞ্চন, আমি অসৎ, তোমার সত্তাতে আমি সত্তাবান্, যিনি ভগবানের চরণে এই ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই প্রপন্নভক্তের চাতকীবৃত্তি প্রাকৃতিক, তাদৃশ পুরুষ ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারেন না, ভগবান ভিন্ন অন্য কাহার কাছে তিনি কোন বিষয়ের প্রার্থনা করিতে স্বভাবতঃ অপারগ হইয়া থাকেন। ধনের প্রয়োজন হইলে, তিনি তাঁহার একমাত্র শরণ্য, তাঁহার সর্ব্বস্ব ভগবানের কাছেই ধন প্রার্থনা

করেন, বিদ্যার জন্য তিনি নিখিল বিদ্যাধার ভগবানের কাছেই বিদ্যা প্রার্থনা করেন, পীড়িত হইলে, সর্ব্বরোগহর ভগবানের কাছেই তিনি ভেষজ ভিক্ষা করেন। জলে ভরা সরোবর আছে, সমুদ্র আছে, নদী আছে, তথাপি তৃষার্ত্ত চাতক পয়োধরের কাছেই জল চাহিয়া থাকে, পিপাসাক্ষামকণ্ঠ চাতক মরিয়া যাইবে, তথাপি সরোবরাদির জল পান পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিবেনা। প্রপন্ন ভক্ত ও চাতকের ন্যায় স্বীয় ইষ্টদেবের কাছেই তাঁহার যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রার্থনা করেন, ইষ্টদেব ভিন্ন অন্য কাহার কাছে কিছু প্রার্থনা করেন না, অন্য কাহার সকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করেন না।

চাতকীবৃত্তির বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, চাতকীবৃত্তি সর্ব্ববাদি সম্মত নহে।

জিজ্ঞাসু। প্রপন্ন ভক্তের চাতকীবৃত্তি যে শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ, চাতকীবৃত্তি যে প্রপন্ন ভক্তের প্রাকৃতিক বৃত্তি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে ইচ্ছা হয়। ভগবান্ প্রপন্ন ভক্তের যোগ ও ক্ষেম যে স্বয়ং বহন করেন, তাহার কারণ কি, ভগবান্ কিরূপে তাঁহার শরণাগতকে, তাহার অকিঞ্চন দাসকে, তাহার আবশ্যকীয় বস্তু-সমূহ প্রদান করেন, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। প্রপন্নভক্ত কি বস্তুতঃ অকর্ম্মকৃৎ? ভগবান্ কি অলসকে, অকর্ম্মাকে দয়া করেন? তাহার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন? ন্যায়বান্ ভগবান্ কি ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করেন? সর্ব্বভূতে সমদর্শী ভগবান্ কি পক্ষপাত করিতে পারেন? একজন কঠোর শ্রম করিবে, অন্য ব্যক্তি বিনা শ্রমে, বিনা চেষ্টায় আবশ্যকীয় বস্তু প্রাপ্ত হইবে, সাম্যপ্রিয় ভগবানের রাজ্যে কি এইরূপ অন্যায় নিয়ম থাকিতে পারে? চাতকীবৃত্তি প্রপন্ন ভক্তের প্রাকৃতিক বৃত্তি, এ কথা কি সর্ব্ববাদিসম্মত? চাতকীবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাপন অসম্ভব, চাতকীবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক জীবনযাপনের চেষ্টা অকর্ত্তব্য, যাহারা ভগবান্‌কে ভালবাসে, যাহারা ভগবানের নিয়মজ্ঞ, তাহারা চাতকীবৃত্তির আশ্রয় করিতে পারেনা, আমি বহু এবম্প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তি দেখিয়াছি। চাতকীবৃত্তির আশ্রয় উদ্যমবিহীন, কাপুরুষের কার্য্য, যাহারা চাতকীবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাপনের চেষ্টা করে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষকারশূন্য, তাহারা পরভাগ্যোপজীবী, তাহারা সমাজের ভারভূত, তাহাদিগকে সাহায্য করা, পাপকর্ম্মরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত, অলস ও অকর্ম্মাকে সাহায্য করিলে, মনুষ্য সমাজের প্রভূত অপকারই হইয়া থাকে, চাতকীবৃত্তির আশ্রয় এবং অলস হওয়া, অকর্ম্মা হওয়া সমান কথা, অন্যের শারীর ও মানস শ্রমার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা

যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারা যে স্বেচ্ছাস্বার্থপর, তাহারা যে আত্ম-পরের অনিষ্টকারী, তাহা বলা বাহুল্য; অলস, অকর্ম্মা বা পরভাগ্যোপজীবীকে কর্ম্মাধ্যক্ষ ঈশ্বর কখন দয়া করেন না, এতাদৃশ পুরুষের ভারবহন, সর্ব্বকর্ম্ম-সাক্ষী কর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বকর্ম্মপ্রসবিতা ঈশ্বরের নিয়মানুমোদিত হইতে পারেনা, চাতকীবৃত্তির আশ্রয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, যাহারা চাতকীবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাপন করে, বা করিবার চেষ্টা করে, সর্ব্বজ্ঞ সমদর্শী ভগবান্ তাহাদের যোগ ও ক্ষেম স্বয়ং বহন করেন, ইহা নিতান্ত অযুক্ত কথা; ঈশ্বর অকর্ম্মাকে কিছু দেননা, দিতে পারেন না। মানুষ কর্ম্ম করিবে ঈশ্বর তাহার কর্ম্মকে ফলদান দ্বারা অনুগৃহীত করিবেন, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম, আমি অনেককে এইরূপ মত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি, তাই বলিতেছি, চাতকীবৃত্তির আশ্রয় সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

বক্তা - এমন কোন্ কথা আছে, যাহাকে সকলেই সমভাবে গ্রহণ করে? যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত? প্রতিভাভেদে মতভেদ হইবেই। তুমি যে বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াছ বা করিবার চেষ্টা করিতেছ, যে বৃত্তিকে পূর্ণভাবে আশ্রয় করিতে পার নাই বলিয়া তুমি ভগবানের উপর অভিমান কর, সেই বৃত্তির এত নিন্দা, তাহার বিরুদ্ধে এত প্রকার মত তুমি শুনিয়াছ, শুনিতেছ, অতএব জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তথাপি চাতকীবৃত্তিকে তুমি এত ভাল বাস কেন? চাতকীবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে তোমার এতাদৃশ আগ্রহ কেন?

ভগবান্ প্রপন্নের যোগ-ক্ষেম বহন করেন।

চাতকীবৃত্তি প্রপন্ন ভক্তের ভগবৎ আদিষ্ট বৃত্তি।

জিজ্ঞাসু - আমার বিশ্বাস, চাতকীবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন রূপ বৃত্তির আশ্রয় করিবার যোগ্যতা আমার নাই, প্রাণান্ত হইলেও আমাকে এই বৃত্তিরই আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে। চাতকী বৃত্তির বহু নিন্দা শুনিয়াছি, চাতকী বৃত্তির বহু প্রশংসাও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু চাতকী বৃত্তির নিন্দা শুনিয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণের প্রবৃত্তি মন্দীভূত হয় নাই, বহু বিচার করিয়া বুঝিয়াছি, চাতকীবৃত্তির প্রশংসাশ্রবণ আমার এই বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণের প্রবৃত্তি বিধান করে নাই, আমার ধারণা, আমি স্বভাবের প্রেরণায় এই বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র--'যাহারা অনন্য, যাহাদের আমি ছাড়া অন্য চিন্তনীয় নাই, অন্য ভজনীয় নাই, যাহারা অনন্যপ্রয়োজন, যাহারা সর্ব্বভোগনিঃস্পৃহ, যাহারা নিষ্কাম, যাহারা নিরন্তর আমাকেই ধ্যান করে,

যাহারা সর্ব্বদা আমার উপাসনাতেই ব্যাপৃত, যাহারা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সকলই আমাকে দিয়াছে, যাহারা আমার চিন্তা ছাড়া আর কিছু করিতে পারে না, আমার ধ্যান ছাড়িয়া যাহারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যও অর্থার্জ্জনাদি কর্ম্ম করিতে অশক্ত, যাহারা আমার প্রপন্ন, আমি আমার সেই নিত্যাভিযুক্ত ভক্তবৃন্দের যোগ ও ক্ষেম বহন করি, যাহা তাহাদের অপ্রাপ্ত আছে, যাহা তাহাদের প্রাপ্তব্য বলিয়া মনে করি, আমি তাহাদিগকে (তাহারা না চাহিলেও) তাহা দিয়া থাকি, এবং আমি যাহা দিয়া থাকি, আমিই তাহার পরিরক্ষণ করি, মৎপ্রাপ্ত বস্তু যাহাতে বিনষ্ট না হয়, আমিই তাহা দেখি। *

ভগবান্ যে প্রপন্নভক্তের যোগ ও ক্ষেম বহন করেন, ভগবানের ভক্তবৃন্দ যে ভগবানের প্রসাদেই কৃতার্থ হন, যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা প্রাপ্ত হন, যাহা হাতব্য তাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন, প্রপন্ন ভক্তের চাতকীবৃত্তি যে ঈশ্বরানুমোদিত, ঈশ্বরনিয়ামিত প্রাকৃতিক বৃত্তি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উক্ত বচনসমূহ হইতে তাহা স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ হয়। নারদপঞ্চরাত্রের অন্তর্গত বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা পাঠপূর্ব্বক জানিতে পারিয়াছি প্রপন্ন ভক্তগণকে ভগবান্ নারায়ণ দেহপাতাবধি চাতকীবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থান করিতে আদেশ করিয়াছেন, প্রপন্নভক্তের চাতকীবৃত্তি, সুতরাং, ভগবৎ-আদিষ্ট বৃত্তি।

বক্তা—তুমি কি গীতা ও বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতাদি পাঠপূর্ব্বক চাতকীবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ ?

জিজ্ঞাসুর চাতকীবৃত্তির প্রতি অনুরাগ স্বীয় প্রতিভামূলক।

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপায় হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, প্রতিভাই জ্ঞান, বিশ্বাস, বিবেক, ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতির মূল কারণ—নিয়ন্ত্রী, 'ইহা এইরূপ' বা 'এইরূপ নহে,' সকলেই স্ব-স্ব-প্রতিভানুসারে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, প্রতিভা দ্বারাই জাতি ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিশ্বাসাদি ব্যবস্থাপিত হয়, অপিচ বুঝিয়াছি, যে প্রতিভা জাতি ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিশ্বাসাদির নিয়ন্ত্রী, আগম (বেদ বা শব্দই) সেই প্রতিভার মূল, ভাবনানুগত (পূর্ব্বসংস্কারানুবর্ত্তী)

---

* "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"
—গীতা। ৯ম অঃ।

আগম বা বেদ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পূর্ব্বজন্মের ও বর্ত্তমান জন্মের শব্দসংস্কারই—বেদ-ও-শাস্ত্র-জনিত প্রতিভাই আমাকে চাতকীবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রবণীভূত করিয়াছে, বর্ত্তমান জন্মের গীতা ও বৃহদব্রহ্মসংহিতাদি পাঠ এই বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণের আদ্য প্রবর্ত্তক না হইলেও, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের গীতাদি শাস্ত্র পাঠের বাসনা ও তবাদৃশ যোগযুক্ত ভক্তবৃন্দের সঙ্গজনিত সংস্কার যে আমাকে চাতকীবৃত্তির অনুরাগী করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন গীতাদি পাঠ করি নাই, চাতকীবৃত্তির প্রশংসা যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই, তখন হইতেই এই বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক দেহপাত করিব, আমার এইরূপ সংকল্প হইয়াছিল।

ঈশ্বরবিমুখ, ঈশ্বরতত্ত্বানভিজ্ঞ, প্রপন্নভক্তকে সাহায্য করাকে যে পাপকার্য্য বলিবেন, চাতকীবৃত্তিকে নিন্দা করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক।

বক্তা ঈশ্বরের কোন কার্য্য ন্যায়বিরুদ্ধ হইতে পারেনা, কল্যাণ গুণগ্রামের আধার জ্ঞানময়, ন্যায়বান্ ঈশ্বরে কি বৈষম্য থাকিতে পারে? নিষ্ঠুরতা থাকিতে পারে? যিনি নীতিমান্, ন্যায় যাঁহার স্বরূপ, ন্যায়, ন্যায়ী, নয়ী ইহারা যাঁহার নাম ("ন্যায়ো ন্যায়ী নয়ী * * *" শ্রীরামসহস্রনাম), তিনি কি ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে পারেন? ভগবান্ অলসের, কর্ম্মবিমুখের যোগ ও ক্ষেম বহন করেন না, 'আমার শক্তি আছে, আমার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, ধন আছে, অথবা অর্থার্জ্জনের শক্তি আছে, লোকবল আছে, অতএব কাপুরুষের ন্যায় ঈশ্বরের (যাঁহার অস্তিত্ববিষয়ক সংশয় অদ্যাপি নিরস্ত হয় নাই) মুখাপেক্ষী হইব কেন, মূর্খের মত তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিব কেন', "আমাকে বল দেও, যশস্বী কর, বিজয়ী কর, বিদ্বান্ কর, আমার শত্রু সংহার কর, ব্যাধিমুক্ত কর, বুদ্ধিহীনের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায় ঈশ্বরের কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিব কেন,' 'ঈশ্বর নামক পদার্থ যদি বস্তুতঃ থাকেন, তবে আত্ম কল্যাণার্থীর তাঁহার সমীপে কিছু কামনা করা উচিত নহে, নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, সকাম, সুতরাং মলিনচিত্ত কখন নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব জানিতে পারেনা, সকাম পুরুষের কখন মুক্তিলাভ হয় না, ঈশ্বর কখন হস্ত-পদাদি অবয়ববিশিষ্ট বা সাকার হইতে পারেন না, যাঁহাদের চিত্ত এইরূপ দুর্জ্জয় অভিমান ও অজ্ঞান বাহু দ্বারা কবলিত, দীনবন্ধু, শরণাগতপালক, সগুন-নির্গুণ-স্বরূপ, স্বভাব-সিদ্ধ সাকার নিরাকার,

অনন্তশীর্ষা, অনন্ত-অক্ষি-পাণি-পাদ, অনন্তশ্রবণ, জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও তেজঃস্বরূপ ভগবান্ সাক্ষাৎভাবে তাঁহাদের যোগ ও ক্ষেম বহন করেন না, কর্ম্ম না করিলে ভগবান্ কাহাকেও কিছু দেননা এ কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু কর্ম্ম বলিতে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, কর্ম্মের তাহা পূর্ণরূপ নহে, তাহা কর্ম্মের পরিচ্ছিন্ন রূপ। যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকর্ম্মপ্রসবিতা সর্ব্বকর্ম্ম-ফলপ্রদ ভগবানকে জানিয়াছেন, পরমাণুর কম্পন হইতে মহতের স্পন্দন পর্য্যন্ত নিখিল কর্ম্মই যে অনন্তশক্তি পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম, তাহা যাঁহাদের উপলব্ধি হইয়াছে, সর্ব্বভাবময়, সর্ব্বকাম, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার চরণে (সমুদ্র হইতে উত্থিত তরঙ্গের ন্যায় আমরা পরমাত্মা হইতে উত্থিত ও তাঁহার অনন্ত ক্রোড়ে বিধৃত হইয়া আছি, যাঁহারা ইহা অনুভব করেন) আত্ম নিবেদন করিয়াছেন, সেই প্রপন্ন ভক্তের চাতকীবৃত্তি প্রাকৃতিক বৃত্তি, আমি এই কথাই বলিয়াছি, চাতকীবৃত্তি ব্যক্তিমাত্রের প্রাকৃতিক বৃত্তি হইতে পারেনা। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম, যাঁহারা আত্মার স্বরূপ দেখেন নাই, অজ্ঞান প্রাবৃত বলিয়া যাঁহারা আত্মাবস্বরূপ দর্শনের প্রয়োজন বোধ করেন না যাঁহারা ভগবদকৃপায় কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হইয়াই কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি নিরাকার, তিনি সাকার হইতে পারেন না, তিনি হস্তপদাদি অঙ্গবিহীন, অতএব তিনি গ্রহণ, গমন, শ্রবণ, প্রেক্ষণ ইত্যাদি কর্ম্মনিষ্পাদনে অসমর্থ, তিনি কাহার প্রার্থনা শ্রবণ করেন না, তিনি কাহার প্রার্থনা পূর্ণও করেন না, তাহা করিবার শক্তি সে সর্ব্বশক্তিমানের নাই, তাঁহার কাছে কিছু কামনা করা অনৌচিত কার্য্য, যাঁহারা স্ব-স্ব-প্রতিভানুসারে, কেবল স্বতর্কের অনুধাবন করিয়া এবম্প্রকার বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যাঁহারা আপনাদিগকে পরমাণু ও তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি ভৌতিক শক্তিনিচয়ের বিকার বলিয়াই বলিয়াছেন, এবং ইহা বুঝিয়াই নিশ্চিন্তের ন্যায়, কৃতকৃত্যের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, ইহলোক ভিন্ন লোকান্তরের সত্তা যাঁহাদের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়না, স্থূল প্রত্যক্ষ বিনা প্রমাণা-ন্তরের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করা যাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব, তাঁহারা যে ভগবানের শরণাগত হওয়াকে কাপুরুষতা বলিবেন, তাঁহারা যে ভগবানে আত্মভাবসমর্পণকে মূর্খতা বলিবেন, তাঁহারা যে ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে আবশ্যকীয় বস্তু পাইবার ইচ্ছাকে অজ্ঞতা বলিবেন, প্রপন্ন ভক্তবৃন্দকে সাহায্য করাকে পাপকর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক

প্রার্থনাতত্ত্ব অত্যন্ত গম্ভীর, প্রমেয়বহুলতা নিবন্ধন অত্যন্ত গহন। 'তত্ত্ব'শব্দের অর্থ।

জিজ্ঞাসু—প্রার্থনার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা-তত্ত্বসম্বন্ধে যাদৃশ ধারণা ছিল, এখন বুঝিতেছি, প্রার্থনা-তত্ত্ববিষয়ক তাদৃশ ধারণা সম্পূর্ণ ধারণা নহে, প্রার্থনাতত্ত্বের গর্ভ যে এত বিশাল, প্রমেয়বাহুল্য (প্রমেয়—অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের বহুলতা) নিবন্ধন ইহা যে এত গম্ভীর এমন দুরবগাহ, পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারি নাই।

বক্তা—প্রার্থনাতত্ত্বের গর্ভ কত বিশাল, কত গম্ভীর এখনও তাহা যথাযথভাবে অবধারিত হয় নাই। কেবল প্রার্থনাতত্ত্ব কেন, যে কোন পদার্থের তত্ত্বজিজ্ঞাসা বিশুদ্ধভাবে পরিসমাপ্ত হইলে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। অভিধানে 'তত্ত্ব'শব্দের পরমাত্মা, স্বরূপ ইত্যাদি অর্থ ধৃত হইয়াছে। 'তৎ' এর ভাব তত্ত্ব ("কিং পুনস্তত্ত্বং তদ্ভাবস্তত্ত্বম।"—মহাভাষ্য।); বিস্তারার্থক 'তন্' ধাতু হইতে 'তৎ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহা বিতত—বিস্তীর্ণ বা প্রপঞ্চিত হয়, তাহা 'তৎ'। 'ব্রহ্ম' ও 'তৎ' এই পদদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি হইতে প্রতিপন্ন হয়, ইহারা সমানার্থক। ছান্দোগ্যোপনিষদের 'তত্ত্বমসি' (=তৎ+ত্বম+অসি) এই মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—"প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে নাম-রূপ বর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন, এবং এখনও তিনি তদ্ভাবেই বিদ্যমান আছেন।* শ্রুতি সর্ব্বকার্য্যের কারণ, স্বয়ং অকারণ সেই পরব্রহ্মকেই 'তৎ' এই শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। 'তত্ত্ব' শব্দ যে কারণে অভিধানে পরমাত্মার বাচক রূপে ধৃত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহা সুখবোধ্য হইবে।

'তত্ত্ব' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ অবগত হইবার পর 'তত্ত্বজিজ্ঞাসা' ও কার্য্যের পরমকারণজিজ্ঞাসা যে এক কথা, তাহা তুমি স্বীকার করিবে, সন্দেহ নাই। কার্য্যের কারণানুসন্ধানই তত্ত্বজিজ্ঞাসুর তত্ত্বজ্ঞানমূলক একমাত্র কার্য্য, যে কোন শাস্ত্র হোক্, তাহাই যে পদার্থতত্ত্বজিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা স্বীকার্য্য, কিন্তু ইহা এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে, শাস্ত্রমাত্রেই 'তত্ত্ব' শব্দের পরমাত্মা বা পরমকারণ' এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেন নাই, কার্য্যের

---

* "একমেবাদ্বিতীয়ং, সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্‌ত্বং তদিতীর্য্যতে॥"—পঞ্চদশী।

পরমকারণের অনুসন্ধান শাস্ত্রমাত্রের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন নহে। শক্তিহীনতাও অনেক স্থলে 'তত্ত্ব' শব্দের প্রকৃত অর্থপরিগ্রহের পথে বাধা দেয়। কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে যখন এরূপ কারণপ্রকোষ্ঠে উপনীত হওয়া যায়, যে কারণপ্রকোষ্ঠ কারণান্তর দ্বারা আচ্ছাদিত নহে, যাহা অকার্য্য, যাহা অন্য কারণের কার্য্য নহে, যাহা অবিকৃতি, অর্থাৎ যাহা পরমকারণ, কারণানুসন্ধান তখনই পূর্ণভাবে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক কার্য্যের পরমকারণ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে না পারিলে কারণানুসন্ধিৎসা চরিতার্থ হয় না, প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় না।* কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে যাঁহারা পরমকারণকে দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহাদের রাগ-দ্বেষাদিদোষবিহীন অপেতমল-মেঘ হৃদয়গগনে এক পরমাত্মা ভিন্ন পদার্থান্তরের স্বতন্ত্র সত্তা, পৃথক্ অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়না, তাঁহারা দেখিতে পান, এক ব্রহ্মই মায়া বা

---

* দার্শনিক কবি হ্যামিল্‌টন্ বলিয়াছেন, কার্য্যের কারণানুসন্ধানই দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, এবং কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে যাবৎ পরম কারণকে দর্শন করিতে না পারা যায়, তাবৎ কারণানুসন্ধিৎসা বিনিবৃত্ত হয়না। কিন্তু দর্শনশাস্ত্র কদাচ প্রকৃত প্রস্তাবে পরম কারণের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিবেনা, দর্শনশাস্ত্রের পরমকারণদর্শনপ্রবৃত্তি চিরদিন প্রবৃত্তিরূপেই থাকিবে, ইহা কখন চরিতার্থ হইবেনা। কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে, মলিনচিন্তাশক্তি, বিষয়াসক্তি-যুক্তবুদ্ধি কদাচ পরমকারণের সমীপবর্ত্তী হইতে পারে না। তবে আত্মদর্শনের উপায় আছে, শ্রুতি ও শ্রুতিপাদসম্ভূত দর্শনশাস্ত্রসকলের চরণসেবা করিলে, ইহাঁদের উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে, আত্মদিদৃক্ষা চরিতার্থ হয়, পরমকারণ-দর্শনেচ্ছা পূর্ণ হয়। হ্যামিল্‌টনের উক্তি :—

"Philosophy guided by the principle of causality, finds itself on the path which leads from effects to causes, and thus seeks to trace up "the series of effects and causes, until we arrive at causes which are not themselves effects." But these first causes, or the first cause philosophy cannot actually reach. Philosophy thus remains for ever a tendency—a tendency unaccomplished. Yet in thought or theory it can be viewed as completed only when this unattainable goal is reached."

শক্তি দ্বারা বহু রূপে নানা নামে বিরাজ করিতেছেন, বিবিধ, বিচিত্র জগদাকার ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন, সমুদ্রোত্থিত, সমুদ্রবক্ষোধৃত এবং সমুদ্রেই বিলীয়মান তরঙ্গসমূহ, সমুদ্র হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে।* ছান্দোগ্যোপনিষৎ এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন--"নিখিল ভাব-বিকারই—অখিলকার্য্যই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সন্মূল, সদায়তন, এবং সৎপ্রতিষ্ঠ, সৎ বা ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারণ, যে কোন বস্তু হোক্, তাহার পরম কারণ যে সদাখ্য 'ব্রহ্ম', যে কোন পদার্থ হোক্, তাহার স্বরূপাবস্থা যে পরমাত্মা, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই।† বস্তুমাত্রের স্বরূপাবস্থা স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইলেও, সকলেই তাহা বুঝিতে সমর্থ নহেন। কোন এক কার্য্যের স্বরূপাবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া, লোকে স্ব-স্ব শক্তি-বা-প্রয়োজনানুসারে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি ক্রম-সূক্ষ্ম অবস্থা-বা-পর্ব্বনিবহের মধ্যে কোন একটি অবস্থা বা পর্ব্বকে উহার স্বরূপাবস্থা, উহার পরমকারণ মনে করিয়া সন্তুষ্ট হয়েন, পুরুষদিগের বুদ্ধি বা প্রয়োজন ভেদই তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতভেদের কারণ।‡ বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কার হইতে বিজ্ঞানের (Science) উৎপত্তি হয়।¶ আপাত দৃষ্টিতে উপলভ্যমান বৈষম্যভাবজাতের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব বুদ্ধি-বা-প্রয়োজনানুসারে কেহ এক, কেহ অনেক তত্ত্ব নির্ব্বাচন

---

* "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপো ঈয়তে যুক্তা হ্যস্যহরয়ঃ শতাদশ॥"—ঋগ্বেদ সংহিতা। বেদভাষ্যকর্ত্তা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্য এই মন্ত্রের ভাষ্য করিবার সময়ে বলিয়াছেন— 'সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর স্বীয় মায়া শক্তি দ্বারা আকাশাদি বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া—বিয়দাদি বিবিধ রূপযুক্ত হইয়া জগৎকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।' শতপথব্রাহ্মণে এই মন্ত্রটী আছে।

† "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা।"—ছা০উপ০।

‡ "ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন, 'সতের সদ্ভাব, এবং অসতের অসদ্ভাব অর্থাৎ তথা বা সত্যই 'তত্ত্ব'।' "কিং পুনস্তত্ত্বং? সতশ্চ সদ্ভাবোঽসতশ্চাসদ্ভাবঃ"।

—বাৎস্যায়নভাষ্য।

¶ Science arises from the discovery of Identity amidst Diversity "—The Principles of Science.

করিয়াছেন। শক্তি বা সংস্কার ভেদানুসারে প্রয়োজন ভিন্ন হয়। যিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহার সমীপে তাহাই নিঃসন্দিগ্ধরূপে 'সৎ' (Positive)। যে সকল পদার্থ সাধারণ বা-লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় তাহাদের তত্ত্বনিরূপণ অনুমান-বা-আপ্তোপদেশ প্রমাণাধীন। যিনি যে মাত্রায় স্থূলদর্শী, অনুমান-বা-আপ্তোপদেশ প্রমাণে তিনি তন্মাত্রায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকেন, স্থূলদর্শীদিগের এই নিমিত্ত স্থূল প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ।

প্রার্থনাতত্ত্ব বস্তুতই অতি গম্ভীর, পূর্ণ ভাবে প্রার্থনার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, তোমার উপলব্ধি হইবে, কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, কি বিজ্ঞান-ও-দর্শন বিহীন সাধারণ মানুষ, সকলেই বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক, অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্ প্রার্থনাতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, উন্নতি-প্রার্থী, সুখপ্রাপ্তি-ও-দুঃখপরিহারার্থী মনুষ্য মাত্রেই প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার তত্ত্ব পূর্ণভাবে অনুসন্ধান করিতে হইলে, ঈশ্বর-ও-প্রকৃতিতত্ত্বের পূর্ণভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। আধুনিক ক্রমবিকাশবাদীরা যে প্রার্থনাতত্ত্বেরই অনুসন্ধান করেন, অত্যল্প চিন্তাতেই তাহা তোমার উপলব্ধি হইবে। বেদাধ্যয়ন কর, বুঝিতে পারিবে, প্রার্থনার স্বরূপই বেদে বিশেষতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐহিক, পারত্রিক, সর্ব্ব প্রকার কল্যাণ যে প্রার্থনা দ্বারা সমধিগত হইয়া থাকে, প্রার্থনা যে সর্ব্ব প্রকার অভ্যুদয়ের সাধন, সর্ব্বপ্রকার ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের হেতুভূত, বেদ তাহা বুঝাইয়াছেন। মেধারহিতের শ্রুতগ্রন্থার্থের বিস্মৃতিনিবন্ধন ব্রহ্মজ্ঞানোদয় অসম্ভব হইয়া থাকে, বেদ এই নিমিত্ত যে মন্ত্র জপ করিলে মেধার বৃদ্ধি হয় মেধাকাম যে মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিলে মেধাবী হইবে, তাহা বলিয়া দিয়াছেন। শরীর রোগরহিত না হইলে, কোন কার্য্যই হয় না, শারীরিক পটুতারহিতের, অন্ন-বস্ত্রাদির অভাববিশিষ্টের, ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত শ্রবণাদিপ্রবৃত্তি অসম্ভব হয়, করুণাময়ী শ্রুতিদেবী তাই রোগাদি রাহিত্য হেতু জপ্যমন্ত্র বলিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা ভগবানের প্রপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা যে অন্য সাধন ব্যতিরেকে ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাদের আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বেদাধ্যয়ন করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়। ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্তি সম্ভব কিনা, ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎ ভাবে প্রাপ্তি কাহাকে বলে, তাহা কি তুমি ভগবানের কৃপায় তোমার জীবন হইতে জানিতে পারনা? তোমার জীবনে কি তুমি সাক্ষাৎভাবে ভগবানের

সকাশ হইতে কিছু প্রাপ্ত হও নাই? যেরূপে তোমার বিদ্যালাভ হইয়াছে, অন্যান্য সিদ্ধি সমধিগত হইয়াছে, তাহা কি ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে সম্প্রাপ্তির যথেষ্ট দৃষ্টান্ত নহে? কাহার সকাশ হইতে কি ভাবে তুমি বেদ ও শাস্ত্রবুদ্ধি পাইয়াছ, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য চিকিৎসা বিদ্যা লাভ করিয়াছ? সুদূর প্রদেশ হইতে স্বয়ং আগত সহৃদয় ভগবদ্ভক্তগণ যে তোমাকে অর্থ দিয়া গিয়াছেন, তাহা কি ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে সম্প্রাপ্তির পর্য্যাপ্ত দৃষ্টান্তস্থল নহে? তুমি যে রোগাপনয়ন শক্তি দ্বারা অর্থার্জ্জন করিয়াছ, সে শক্তি কি সর্ব্বশক্তিমানের সর্ব্বরোগহর্ত্তার সাক্ষাৎভাবে প্রদত্ত শক্তি নহে? শরণাগতবৎসল, হৃৎপুণ্ডরীক-শয়ন ভগবান যে ভাবে তোমাকে মানস চিকিৎসাশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহা কি তোমার মনে নাই? বহু বৎসর প্রত্যেক শিবরাত্রিতে প্রত্যেক শ্রীরামনবমীতে তুমি যে ভাবে যাহা যাহা পাইয়াছ, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ?

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপায় সে সবই মনে আছে, পাষাণে অঙ্কিতের ন্যায় আমার চিত্তপটে সে সব কথা সমুজ্জ্বলবর্ণে লিখিত আছে। জন্মান্তরের বহু সুকৃতিবশতঃ আপনাকে পাইয়াছি, আপনাকে চিনিয়াছি, আপনাকে পাইয়া যে লাভ করিয়াছি, সে লাভের ভাগ আমি যদি আমার প্রেমাস্পদ আমার সমানধর্ম্মা ভ্রাতৃবর্গকে না দিয়া এ দেশ ত্যাগ করি, তাহা হইলে আমাকে অকৃতজ্ঞের দুর্গতি, হেয়স্বার্থপরের অস্বস্থ পরিণতি প্রাপ্ত হইতে হইবে, আমি এই নিমিত্ত অনেক প্রশ্ন করি, যে সকল বিষয়ে আমি নিরস্তসংশয় হইয়াছি, যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা আপনার অহৈতুক করুণায় বিনিবৃত্ত হইয়াছে, আমি আপনাকে লোকহিতার্থ সেই সকল প্রশ্নও করিয়াছি, করিতেছি, করিব, অনেক সময় জ্ঞাতবিষয়সমূহেরও জিজ্ঞাসু হইয়াছি, হইতেছি, হইব। নিজ ক্ষুদ্র জীবনে যাহা বহুশঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কি কারণে তাহা হয়, অন্যকে তাহা বুঝাইতে না পারিলেও, লোকহিতার্থ সংস্রবার বলিব, তাহা সত্য, তাহা বিকল্পবৃত্তির বিজৃম্ভণ নহে, তাহা ভ্রান্তির বিলাস নহে, তাহা বিচার-বিমুখ স্বীয় মতাসক্তির ফল নহে। লোকে কি বলিবে, সে ভয় আর নাই, ইহলোক ত্যাগ করিবার দিন নিকটবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে, পৃথিবীর কোন স্থানে কোন অবস্থাতে অবস্থান করিবার প্রবৃত্তি আর নাই, অতএব যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, যাহা শুনিলে কোন না কোন ব্যক্তির কিছু না কিছু উপকার হইতে পারে এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে, ইহলোক ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নির্ভয়ে

তাহা বলিয়া যাইব। লোকে ভণ্ড বলিবে, হেয়স্বার্থপব বলিবে, গর্ব্বিত বলিবে, তাহা বলুক না, তাহাতে আমাব কোন ক্ষতি হইবে না, তাহা শুনিয়া আমাব চিত্ত ব্যথিত হইবেনা।

আমি যে কারণে প্রার্থনাতত্ত্বেব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাত আপনার অবিদিত নহে, যাহা জীবনে শতবাব প্রত্যক্ষ কবিয়াছি, যাহাব সত্যতা সম্বন্ধে নিজ সংশয় অনেকতঃ নিবস্ত হইয়াছে, যাহা সাধাবণতঃ দুর্ব্বিজ্ঞেয় বা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়, পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে অজ্ঞেয় বলিয়া অবধাবণ করিয়াছেন, যে সকল বিষয়েব তত্ত্বানুসন্ধানেব চেষ্টাকে তাঁহাবা অনর্থক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আমাব বিশ্বাস, আমাব ক্ষুদ্র জীবনী তাহাবা যে বস্তুতঃ অজ্ঞেয় নহে, তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধানেব চেষ্টা যে সত্যসন্ধ আত্মপর-হিতার্থি-মানব মাত্রেব কর্ত্তব্য, তৎপ্রতিপাদনেব কিঞ্চিন্মাত্রায় আনুকূল্য কবিবে। ভগবান্ যে বিগ্রহ ধারণ করিতে পাবেন, ভগবান্ যে স্থূল হস্ত বিনা সর্ব্ববস্তু গ্রহণ কবিতে পাবেন, স্থূল পদ ব্যতিবেকে যেখানে ইচ্ছা গমন কবিতে পাবেন, তিনি যে স্থূল নেত্র বিনা সব দেখিতে পান, স্থূল কর্ণ ব্যতিবেকে সব শুনিতে পান, ভগবান্ যে কথা বলিতে পারেন, ভগবান্ যে প্রপন্ন ভক্তকে বিনা প্রার্থনায় তাহাব প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিতে পাবেন, দিয়া থাকেন, আমাব ইহা ভগবানেব কৃপায় বিশ্বাস হইয়াছে। জন্মান্তবেব অস্তিত্বে আমাব কোন সংশয় নাই, পূর্ব্বজন্মেব বাসনা, পূর্ব্বজন্মেব অধীত বিদ্যা, পূর্ব্বপ্রজ্ঞা ইত্যাদি যে বর্ত্তমান জন্মে অনুবর্ত্তন কবে, বেদ-ও-বেদ-মূলক শাস্ত্রোপদিষ্ট এই সমস্ত সাধাবণতঃ দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয় সম্বন্ধে আমাব সন্দেহ মিটিয়াছে। করুণাসাগব! আপনাব দয়া, আপনাব প্রেম, আপনাব দান, আপনার জ্ঞান অনুপমেয়, আমি নিতান্ত অপাত্র হইলেও, আপনি স্নেহ বশতঃ আমাকে যে ভাবে যাহা যাহা দিয়াছেন, যাবৎ বাক্‌শক্তি অব্যাহত থাকিবে, তাবৎ মুক্তকণ্ঠে বলিব, তাবৎ মুক্ত হস্তে লিখিব, আপনি আমাব অনির্ব্বচনীয়সর্ব্বস্ব, আপনি আমাব সব, আপনাব দান অতুলনীয়, আপনাব ভাব অদ্ভুত। অতিমাত্র আদরের সহিত গৃহীত ভগবদ্ প্রেরণায় সমাশ্রিত আমাব চাতকীবৃত্তিব কি কাবণে ভঙ্গ হইয়াছে, আমি কোন্ অপরাধে ভগবানেব সকাশ হইতে আমাব সপবিবারেব দেহযাত্রানির্ব্বাহার্থ সাক্ষাৎভাবে আবশ্যকীয় বস্তু সর্ব্বদা প্রাপ্ত হই না, আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করায় আপনি বলিয়াছেন, "ভগবান্ তাঁহাব অনন্যশবণ, অনন্য-প্রয়োজন, যাঁহারা ভগবানে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন কবিয়াছেন, 'আমাদের যাহা আবশ্যকীয়, ভক্ত বৎসল ভগবান্ নিশ্চয় আমাদিগকে তাহা দিবেন', যাঁহারা

এইরূপ অচলবিশ্বাসবান্, প্রাণান্ত হইলেও, যাঁহারা ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে কিছু স্বীকার করেন না, অভাবসাগরের উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা দ্বারা নিয়ত প্রতিহন্যমান হইলেও, সর্ব্ব-অভাবমোচনকারী ভগবান্ নিশ্চয় আমাদের অভাব মোচন করিবেন, যাঁহাদের এই বিশ্বাস বিচলিত হয়না, তাঁহাদের চাতকী-বৃত্তি অব্যাহত থাকে, তাঁহারা সর্ব্বদা সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সকাশ হইতে তাঁহাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইয়া থাকেন। তুমি মানুষের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছ, তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে, ভগবৎ-নির্ভরতা বিচলিত হইয়াছে, তোমার বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তির যে ভঙ্গ হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ।" আপনার কথা সত্য, তবে আপনার কথা শুনিয়া, আমার সংশয় পূর্ণভাবে অপনোদিত হয় নাই, আমি এই নিমিত্ত আপনাকে যে অবস্থাতে যে ভাবে মানুষের সাহায্য গ্রহণ করি-য়াছি, তাহা জানাইয়াছি। আমি যখন কাহার কাছে আমার অভাবমোচনার্থ কখন কিছু প্রার্থনা করি নাই, লোকে যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, ভক্তপালনতৎপর ভক্তাপরাধসহিষ্ণু, প্রপন্নার্ত্তিহর, করুণাসাগর ভগবান্ যখন আমাকে সাক্ষাৎভাবে অর্থ দিবেন, আমি তখন আমার উত্তমর্ণ (মহাজন)-দিগকে তাঁহাদের নিকট হইতে ঋণরূপে যাহা স্বীকার করিযাছি, তাহা প্রত্যর্পণ করিব, আমার যখন ইহা দৃঢ় সঙ্কল্প, আমি যখন আমার সর্ব্বঋণমোচক ভগবানের সমীপে তাঁহারই আজ্ঞানুসারে 'এই দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে আমাকে ঋণমুক্ত করিয়া দেও,' সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিদিন এইরূপ প্রার্থনা করি, তখন মানুষের সকাশ হইতে অর্থ গ্রহণ করায় আমার চাতকীবৃত্তির ব্যভিচার হইয়াছে কিনা আমি তাহা জানিতে একান্ত অভিলাষী।

"স্বরূপ সবার"

(চিন্তা)

অপার জলধিজলে ভাসে দ্বীপ ক্ষুদ্রাকার।
সেথা কল্পতরুতলে আছ ব'সে মন আমার॥
তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে সমুদ্র আপন ভাবে,
জান না এ দ্বীপ দেহ কতকাল স্থির রবে,

অনন্ত এ পারাবার,
নাহিক কিনার আর,
(হেথা) মানব সংসার নাই নাই পুত্র পরিবার ॥
যেই কল্পতরুতলে আছ বসে মম মন,
তাহার অদ্ভুত শোভা কর দেখি দরশন,
সুরভি কুসুমে তার দ্বীপ আমোদিত,
সুরসাল মিষ্টফলে শাখা অবনত,
করে গান নানাপাখী ঢালিকর্ণে সুধাধার ॥
বহিতেছে মৃদুমন্দ শীতল পবন,
আছ বসে তরুতলে রচিয়া আসন,
রূপ-গন্ধ-রস-শব্দ-স্পর্শ গুণাধার,
আছ বসে দ্বীপে তৃপ্ত ইন্দ্রিয় তোমার,
ধ্যেয় ধন প্রণব "কান্তি" রত ধ্যানে অনিবার ॥
ক্রমে ক্রমে ভীমরূপ ধরিল সাগর,
গেল বুঝি জলে মিশে এ দ্বীপ এবার,
প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে অতল সাগরে,
লয় পেল দ্বীপ দেহ ব'লে নিরাধারে,
এভাবনা দৃঢ়কর ক্রমে পাবে সারাৎসার ॥
গন্ধগুণপৃথীতত্ত্ব জলে লয় হ'লে,
জলতত্ত্বমাঝে তুমি আপনা মিশালে,
উঠিয়া বাড়বানল শোষিল সাগর,
হ'লশেষ অগ্নিতত্ত্ব ধূ ধূ চারিধার,
সে মহাগ্নিচিতা মাঝে উজলে আত্মা তোমার ॥
প্রবল পবনাঘাতে নিভিল অনল,
হইল অনন্ত আত্মা বায়ুর মণ্ডল,
ভীম বেগে প্রভঞ্জন
করি ক্রীড়া কিছুক্ষণ
মিশে গেল মহাশূন্যে হ'ল মহাশূন্যসার ॥
নাহি আর মিথ্যা লেশ
যাহা সত্য আছে শেষ

হ'য়ে বিশ্ব শূন্য ময়
হ'য়েছে প্রণবে লয়
মিশে গেছে ধ্যাতা ধ্যেয় এই স্বরূপ সবার॥

শ্রীকান্তিচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ। ভাটপাড়া, ২০।৩।২৮।

আত্মজ্ঞান।

আত্মজ্ঞানটা দিয়ে দিতে পারেন ?

টা! বাবা? তা পারি। কিন্তু কাকে ?

আমাকে আর কাকে ?

সকলকে নয় ?

তা দেখা যাবে পরে আগে আমাকেই দিন।

আত্ম বিচার কর।

কিরূপে করিব ?

পারিবে ত ?

কেন পারিবনা। সব পারি আর এইটি পারিবনা ?

কিছু করা না থাকিলে এটি হয়না।

কিছু লইয়া ত থাকি। জপ ধ্যান আত্মবিচার এই তিনই ত চাই। জপ করিয়া শ্রান্ত হইলে ধ্যান, ধ্যানে শ্রান্ত হইলে আবার জপ। আর জপ ও ধ্যানে পরিশ্রান্ত বোধ করিলে আত্মবিচার করিবার ব্যবস্থাই ত আছে।

কিছুতেই ছাড়িবেনা দেখিতেছি। আচ্ছা কর আত্মবিচার। আমি কে ? জগৎ কি ? ইহার বিচারকেই বিচার বলে। নতুবা আকাশে এত নক্ষত্র কেন ? সমুদ্রের তরঙ্গ চিরদিন আছে কেন ? ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির আবশ্যক কি ছিল যদি ভাল করিয়াই জগৎ গড়িতে না পারিলেন এ সব বিচার বিচার নয়।

আগে দেখ জগৎ কি ? একটি জিনিষকে ঢাকা দিয়া অন্যরূপে দেখানই জগৎ। ভিতরে একটি জিনিষই আছে। সেই জিনিষটি অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, সীমাশূন্য, ভূমা। যিনি, যাহা দিয়া ইহা ঢাকা দিলেন তাহার মধ্যে অনেক অস্পষ্ট কি ছিল। ঢাকা দিবা মাত্র অস্পষ্ট ভাবটা স্পষ্ট হইয়া জগৎ হইয়া দাঁড়াইল।

জগৎটা কি একবারেই ফুটিয়া উঠিল ?

বিজ্ঞানের ক্রম অভিব্যক্তির সঙ্গে গোলমাল বাধাইতে চাহিতেছ ? তা ঠিকই আছে। যার পাগলামীতে জগৎ ভাসিতেছে তার পাগলামিরও নিয়ম আছে। ক্রম অনুসারেই জগৎ ফুটিয়াছে।

ভিতরের সীমাশূন্য অবয়ব শূন্য জিনিষটি আত্মা। আত্মাই চৈতন্য। আত্মাই জ্ঞান। আত্মা অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ নিত্যচৈতন্য। যিনি ঢাকিলেন তিনি আত্মারই শক্তি, তিনি আত্মশক্তি, তিনি আত্মমায়া! শক্তির ভিতরে মায়ার ভিতরে বিচিত্র সঙ্কল্প। এই বিচিত্র সঙ্কল্প আত্মাকে আচ্ছাদন করিল। আর চিৎপ্রভায় অস্পষ্ট সঙ্কল্প ফুটিয়া উঠিল। উঠিয়া যতদুর ঢাকা পড়িল ততদূরই বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত মত হইল। এই সঙ্কল্প চিত্রিত মিথ্যাজ্ঞানই জগৎরূপে ভাসিতেছে।

সঙ্কল্পও কি সীমাশূন্য যে সীমাশূন্য আত্মাকে ইহা ঢাকিবে ?

মায়ার বিচিত্র কৌশল হইতেছে এই যে যখন ইনি যাহা আত্মায় তুলিলেন— আত্মাত নিরবয়ব—তথাপি আত্মা সেই বস্তুর মত যেন হইলেন। মায়া আকাশ তুলিলেন আত্মা যেন আকাশ হইয়া গেলেন। এইরূপ সব। নিরবয়বের অবয়ব হয় উপাধির জন্য। আকাশের অবয়ব নাই। ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ, পটের মধ্যে পটাকাশ এইরূপ।

ফলে আত্মা আত্মাই রহিলেন। মায়ারচিত উপাধি পাইয়া আত্মা অবিভক্ত থাকিয়া ও যেন বিভক্ত মত হইলেন। বায়োস্কোপের ক্যানভাস আর দেখা গেলনা ক্যানভাসটাই জীবন্ত ছবির ছুটাছুটি হইয়া গেল।

ইকি অদ্ভুৎ। আসল জিনিসটা থাকিয়াও নাই ? সবই ছবি ?

হাঁ। এখন দেখ আত্মজ্ঞান কি। জগৎ দেখিয়া যখন তুমি ভাবনা করিতে পারিবে এটা একটা মায়ার মুখোশ মাত্র এটা কিছুই নয় সর্ব্বত্রই এক আত্মাই আছেন তখন তুমি নিরস্তর এক লইয়া থাকিবার সাধনা করিতে করিতে একেই স্থিতি লাভ করিবে। ইহাতে আত্মজ্ঞান হইল। আত্মা ভাবে থাকাই আত্মজ্ঞান। আত্মাকে জানিলেই দেখিবে তিনিই আছেন আর যাহা তাঁহার উপরে ভাসিয়াছিল তাহা মায়ার কৌশলে। রজ্জুকে সর্প মত দেখা গিয়াছিল সেটা ভ্রমে। ভ্রম কাটিয়া গেলেই দেখা গেল সর্প আদৌ নাই। একটা অন্ধকার রজ্জুটাকে সাপ করিয়া দেখাইয়াছিল। আলো আসিয়া অন্ধকার বিনাশ করিবামাত্র সাপ নাই রজ্জুই আছে দেখা গেল।

এই আলো, এই জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে ?

আসিবে "আমি" হইতে। সেই জন্য "আমি" কি ইহাব বিচার চাই।

এই বিচার কিরূপ?

এখানেও মায়া গ্রামে পানাব মতন জল হইতে উঠিয়া জলকে ঢাকিলেন পরে জলকে পানাপুকুব কবিয়া দেখাইলেন।

মায়া আত্মাকে আববণ কবিয়া আত্মাকেই অন্যরূপ "আমি" করিয়া দেখাইতেছেন।

চক্ষেব সম্মুখে অঙ্গুলিব ব্যবধান পড়িল সূর্য্য দেখা গেলনা কিন্তু সূর্য্য রহিলেননা একথা বলা গেলনা। সূর্য্য বহিলেন তোমাব চক্ষে আড়াল পড়িল বলিয়া তুমি দেখিতে পাইলেনা মাত্র।

আত্মা "আমি" হইয়া গেলেন কিরূপে?

প্রথমে "আমি কি আমি জানিনা" এই অজ্ঞানেব, এই কাবণ দেহেব, এই আনন্দময়কোশেব আববণ পড়িল আত্মা যেন আনন্দময়কোশ হইয়া গেলেন। তাহাব উপবে বুদ্ধিব আববণ পড়িল। আব আত্মা যেন বিজ্ঞানময়কোশ হইয়া গেলেন। এইরূপে ক্রম অনুসাবে মনোময় মত, প্রাণময় মত, অন্নময় মত হইলেন।

তুমি আত্মাকে চৈতন্য শুনিয়া, আত্মাকে অখণ্ড, অপবিচ্ছিন্ন, জ্ঞানময়, আনন্দময়, নিত্য, সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত নিববয়ব শুনিয়া শুনিয়া সাধনা কর, সাধনার প্রয়োগ কব, যাহা দেখ, যাহা শুন, যাহা অনুভব কব, তাহাই অনাত্মা। অনাত্মা আমি নই, অনাত্মা আমি নাই, এই নেতি নেতি বিচাব কব যিনি অবশিষ্ট থাকিলেন তিনিই আত্মা।

আমি দেহ নই, আমি প্রাণ নই, আমি মন নই, আমি বুদ্ধি নই আমি অজ্ঞান নই এই বিচাব কবিযা আত্মভাবে স্থিতি লাভ কব।

কত দিন ধবিয়া ত বিচাব কবিতেছি সবই চৈতন্য, আমি চৈতন্য, আমি দেহ নই, কিন্তু স্থিতি কোথায হইল? চুপ কবিয়া বসিয়া থাকিলে ত ঢুলি ইহা কি আত্মস্থিতি?

তুমি লোক দেখান সাধু হইয়াছ। সাধনা কিছুই কব নাই। আবার আরম্ভ কব। সব হইয়া গিয়াছে বলিয়া আত্মপ্রতাবণা করিওনা।

আমি দেহ নই, কাজেই দেহেব জনন মরণ ভয় আমার থাকিবেনা; দেহের আধি ব্যাধিতে কষ্ট আমাব হইবেনা, দেহেব পরিশ্রমে আমি পবিশ্রান্ত হইবনা, দেহের বা প্রাণেব ক্ষুধা পিপাসায় আমি কাতব হইব না, মনের শোকে আমার কিছু হইবেনা, নিন্দা স্তুতিতে আমার কিছুই হইবেনা এ সকলই সাধনা, সাপেক্ষ।

আমি দেহ নই আমি চৈতন্য ইহা মুখের বিচারে হইবেনা। কাজ করিয়া ভিতরে দ্রষ্টাভাবে, সাক্ষীভাবে থাকিতে অভ্যাস কর। ভিতরে চৈতন্যকে ধরিয়া তাহাতে স্থির হইতে যত্ন কর, ভিতরে আগে পাও, তবে বাহিরে সবই চৈতন্য দেখিবে। চৈতন্য দেখার ক্রম ইহাই। মুখে সব চৈতন্য, সব চৈতন্য করিলেই কি তুমি স্তুতি নিন্দায় সমান থাকিতে পারিবে? না—খাওয়া, না খাওয়া, নিদ্রা অনিদ্রা, পরিশ্রম অপরিশ্রম, সব তোমার সমান হইয়া যাইবে? ভ্রান্ত হইওনা। আত্মজ্ঞান বড় কঠিন। সব চৈতন্য দেখা অত্যন্ত দুরূহ। জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আগে চৈতন্যের মূর্ত্তি ধর, ধরিয়া হৃদয়ে বসাইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে অভ্যাস কর, তাঁর জন্য সর্ব্ব কর্ম্ম কর, তাঁর সঙ্গে সকল কার্য্যে মনে মনে পরামর্শ কর; গৃহে ইষ্টদেবতার ছবি রাখ, রাখিয়া সন্ধ্যা পূজার সময় তাঁর দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁর অনুমতি লইয়া বৈদিক কর্ম্ম কর; লৌকিক কর্ম্ম করিবার কালে ছুটিয়া তাঁর কাছে যাও—যাইয়া বল মা যারা আসিয়াছে তারা এই বলে আমি কি বলিব বলিয়া দাও, এই ভাবে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম তাঁতে অর্পণ কর, সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে কথা কও। আর যোগের কৌশলে মনকে তাঁতে রাখিতে চেষ্টা কর। মনকে ফাঁকা করিয়াই ভাবিওনা আত্মজ্ঞান ত হইল। মন বিষয়-চিন্তাশূন্য হইলেই ইহাকে তাঁর ভাবনায় ভরিত করিতে হইবে। ইহাই যোগীর যুক্ততম হওয়া। তার পরে তাঁর কৃপায় বিচার জাগাইয়া আত্মজ্ঞান লাভ কর। ইহাই স্বরূপ বিশ্রান্তি।

পরিচয়।

তোমার করুণা পরিচয় খানি
যেদিন প্রথম পাঠালে লিখে,
ঝর ঝর জলে অশনি আঘাতে
সোনার আঁখর জলদ বুকে।
করুণা কমল বিকশিত আঁখি
সুধার পয়োধি স্নেহের ধার,
ঝরে ঝর ঝর কাহারে স্মরিয়ে,
তোমার সন্তান হয়েছে কার!

ভালবাসা ভরা সহিলনা প্রাণে
আসক্তিব বস্তু সরায়ে ধীরে,
মোহঘুমঅন্ধ বধির শ্রবণ
অচেতন হ'তে তুলিলে মোবে।
দেখিয়া বিস্ময়ে উঠিনু শিহবি
এত কাছে ছিলে পাইনি দেখা,
বিপদেব মাঝে চিনিনু তোমাবে
সাড়া পেয়ে তব দয়াল সখা!
সুধাবলে বিষ খেয়েছি আকণ্ঠ
তোমাবে পাশবি আনন্দ খনি,
চিব পবিচিতে পবিচয় পেনু
পরশে তোমার পবশমনি।

সাধুসঙ্গ।

অসাধুব বন্দনা বড় একটা দেখা যায়না। সাধু তুলসী দাস বামভক্তি লাভের জন্য দেবতাদিগেব বন্দনাব সঙ্গে খলেব বন্দনাও কবিয়াছেন। কেন করেন? বলিতেছেন

জড় চেতন জগ জীব জে
সকল বামময় জানি।
বন্দৌ সবকে পদ কমল
সদা জোরি যুগ পাণি॥

জড় চেতন জগতে যত জীব আছে সকলকে বামময় ভাবিয়া সদা দুই হাত জুড়িয়া সকলেব চবণ কমল বন্দনা করি। আবাব বলেন

সীয়াবাম ময় সব জগ জানি।
কবৌ প্রণাম জোড়ি যুগ পাণি॥

সীতারাম ময় সকল জগৎ জানিয়া দুই হাত জুড়িয়া সকলকে প্রণাম কবি।

জানি কৃপা করি কিঙ্কর মোহুঁ।
সব মিলি কবহু ছাঁড়ি ছল ছোহু।

আমি সবার কিঙ্কর। ছল ছাড়িয়া সবাই মিলিয়া আমায় কৃপা কর।

বন্দৌ সন্ত অসজ্জন চরণা।
দুঃখপ্রদ উভয় বীচ কছু করণা॥
বিছুরত এক প্রাণ হরি লেহি।
মিলত এক দারুণ দুখ দেহী॥

সাধু অসাধু সকলের চরণ বন্দনা করি। উভয়েই দুঃখ দেয়। তবে কিছু পার্থক্য আছে তাই বলিতেছি। সাধু পুরুষের সঙ্গ হইল কিন্তু যখন ছাড়িয়া যাইতে হয় তখন প্রাণ যায়---মহাত্মা লোকের বিয়োগ অসহ্য আর অসৎ সঙ্গ হইলেও প্রাণ যায়।

গোস্বামী প্রভু কতই লিখিয়াছেন। আমাদের প্রয়োজন হইতেছে সাধু সঙ্গে যদি সাধু হওয়া যায় তবেত রাম ভক্তি মিলে।

কিন্তু সাধু কি হওয়া হইল? না চিরদিন অসাধুই থাকিয়া গেলাম?

বায়স পালিয় অতি অনুরাগা।
হোই নিরামিষ কবহুঁ কি কাগা?

বায়সকে অতি অনুরাগে পালন কর, সুন্দর সুন্দর খাদ্য দাও কিন্তু কাক কি কখন নিরামিষভোজী হইবে? আমার মনও বুঝি সেইরূপ হইল। কত ভাল কথা শুনিতেছে কিন্তু স্বভাব ত বদলাইল না। সাধুর কথা তুলসী দাস বলিতেছেন।

সাধু চরিত শুভ সরিস কপাসূ। নীরস বিশদ গুণময় ফল জাসূ॥
জো সহি দুখ পরছিদ্র দুরাবা। বন্দনীয় জেহি জগযশ পাবা॥
মুদমঙ্গলময় সন্ত সমাজূ। জো জগ জঙ্গম তীরথরাজূ॥
রামভক্তি জহঁ সুরসরিধারা। সরস্বতী ব্রহ্মবিচার প্রচারা॥ ইত্যাদি

সাধুর চরিত্র শ্রেষ্ঠ কাপাসের মত। বড় পবিত্র। অথচ নীরস। কিন্তু কাপাসের ফল বড় গুণযুক্ত। কাপাসের ফলে যেমন রস নাই কিন্তু ফলে বস্ত্র থাকে, সেইরূপ সাধু সমাজের বৈরাগ্য নীরস উহাতে সংসারের রস আদৌ নাই। কিন্তু উহাতেই ভক্তি আর জ্ঞান থাকে। যেমন কাপাস আপনার দুঃখ সহ্য করিয়া —চরখায় ঘোরে, ধুনা হয়, কাপড় হয়, ধোপার আছাড় খায়, দরজী টুকরা টুকরা করে, সূচে বিদ্ধ হয়—এত দুঃখ সহ্য করিয়া কাপাস মানুষের শীত নিবারণ করে, শরীর রক্ষা করে এই জন্য কাপাসকে নমস্কার ক'রতে হয়। সাধুও সেইরূপ —ইঁহারা আপনার দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া, পরের ছিদ্র গোপন করিয়া পরের ভাল করেন।

পরের ছিদ্র গোপন করার কি হইল? সাধুর নাম করিলেই যে বল হাঁ হাঁ জানি—ইহা কি পরছিদ্র গোপন? আহা সাধুসমাজ আনন্দময় মঙ্গলময়। সাধু-সমাজ এই সংসারে গতিশীলতীর্থ।

তীর্থরাজপ্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, বেণী, অক্ষয়বট যেমন আছে, সাধু সমাজে সেইরূপ রামভক্তিই গঙ্গা, ব্রহ্মবিচারপ্রচার সরস্বতী, বিধি নিষেধ - অহরহঃ সন্ধ্যাকর, মদ্য পান করিওনা ইত্যাদি কর্ম্ম পাপহরণী যমুনা, হরিহরের মিলন বেণী, আর অটল বিশ্বাসই অক্ষয়বট।

কাক কখন ময়ূর হয়না সত্য কিন্তু সাধু সমাজরূপ সৎসঙ্গের প্রতাপে সবই হয়।

মজ্জন ফল দেখিয় তত্কালা।
কাক হোহি পিক বকহু মরালা॥

সৎসঙ্গে মজ্জন ফল—স্নান ফল সঙ্গে সঙ্গে মিলে। সৎসঙ্গে ডুব দিলে কাক কোকিল হইয়া উঠে আর বক হংস হইয়া বাহির হয়। সৎসঙ্গ কর, সাধু হইয়া যাও। তখন পরের ছিদ্র বাহির করিতে ইচ্ছা হইবে না। রামভক্তি জন্মিলে ধন্য হইয়া যাইবে।

অভিযুক্তা।

(রাধা)

তোমারে বাসিগো ভাল, এই অপরাধ মোর, আর কিছু নয়।
তাই সবে বলে মোরে, কালাকলঙ্কিনী রাধা (তুই) ওগো শ্যামরায়॥
চোখে মোর লাগে ভাল, তোমাপানে তাই চাই, কি দোষ আমার?
এরি তরে কাণাকাণি, এত কথা মোরে নিয়ে, এই কি বিচার?
তোমার বাঁশরী শুনে, পারিনা থাকিতে ঘরে, বেজে উঠে প্রাণ।
তাই একলঙ্ক ডালি, তাই এত কথা আজ, এই প্রতিদান॥
চলেছি রাধামোহন, আজিকে বিচার মোর, আমি সতী কিনা?
ছিদ্রঘটে এনে দিলে, যমুনা হইতে জল, তবে যাবে জানা॥
তাই দেখ ঘট নিয়ে, চলেছি যমুনা পথে, রাধিকা জীবন।
ও কি, কেন হাঁস শ্যাম, এইটুকু মাঝে আজি, জীবন মরণ॥

ছিদ্রঘটে জল আনা, কঠিন বিচার এবে, ঠেকিলাম দায়।
ত্যজিবে জীবন রাধা, যমুনা জীবনে ডুবে, দাওগো বিদায়॥
তুমি শুধু একবার, বল বল প্রাণচোরা, নহিগো অসতী।
হেঁস নাকো অত ক'রে, চেয়ে দেখ মরে দাসী, হে রাধিকাপতি॥
আছাড়ি পড়িনু এবে, চরণে তোমার শ্যাম, হে আমার তুমি।
তুমি শুধু জেনেরাখ, না জানুক আর কেহ, তুমি মোর স্বামী॥

"হরি সহায়"

ভট্টপল্লী

বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। ৩।২২। গীতা

তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্তই আছি।

তথাপি ?

আমার কোন কর্ত্তব্য নাই "নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং" তথাপি কর্ম্মে প্রবৃত্তই আছি।

কেন ঠাকুর তোমার কোন কর্ত্তব্য নাই ? নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ পার্থ! আমার কর্ত্তব্য নাই। কেন নাই জান ? যাহারা ফলপ্রার্থী তাঁহারাই ত কর্ম্ম করে। কিন্তু ত্রিলোকে—সর্ব্বলোকে এমন কি কিছু আছে যাহা আমি পাই নাই ? বা যাহা আমি পাইবার অভিলাষ রাখি ? আমি সত্যসঙ্কল্প আমি সত্য সমস্ত পাইয়াছি, আমার আর পাইবার বস্তু কিছু নাই, তাই আমার কর্ত্তব্য নাই, তথাপি আমি কর্ম্মে লাগিয়াই আছি। কেন কর্ম্ম করি জান ?

সত্যসঙ্কল্প আমি, সত্যকাম আমি, কোন কর্ত্তব্য আমার নাই, তথাপি লোক রক্ষার জন্য আমার কর্ম্ম। নিরলস হইয়া আমি যদি কর্ম্ম না করি লোকে আমার অনুসরণ করিবে। মানুষ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবে, যজ্ঞ দান তপস্যা সমস্ত লোপ পাইবে। মানুষ স্বভাববাদী হইয়া স্বেচ্ছাচার করিবে, ব্যভিচারী হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মিবে, তাহা হইলে আমিই লোকের বিনাশকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইব। তাই কর্ম্ম করি।

ভগবান্ এখানে কি শিখাইতেছেন ?

কর্ম্ম ছাড়িতে পাইবেনা। বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান সবই যদি লাভ হয় তথাপি

কর্ম্ম ছাড়িওনা। ইহাতে লোকের অনিষ্ট হইবে। জ্ঞানী হইয়াছ সেত বেশ কথা তথাপি কর্ম্ম ছাড়িওনা। একজনও যদি তোমার অনুকরণে কর্ম্মত্যাগ করিয়া পতিত হয় তবে তোমার বিশেষ অনিষ্ট আছে।

সকল কর্ম্ম কর কিন্তু (১) আমার প্রসন্নতার জন্য কর্ম্ম করিতেছ মনে রাখিয়া কর্ম্ম কর (২) কোন সুখদুঃখরূপ ফলাকাঙ্খা রাখিওনা (৩) শেষে যখন অহং কর্ত্তা এই অভিমান শূন্য হইয়া কর্ম্ম চলিতেছে বুঝিবে তখন তোমার সব হইবে।

নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর। (১) আমার প্রসন্নতা, (২) ফলাকাঙ্খা বর্জ্জন (৩) অহং কর্ত্তা অভিমান বর্জ্জন এই তিনটী, নিষ্কামভাবে কর্ম্মকরার কৌশল।

গীতা যাহা বলিতেছেন ভাগবতও তাহাই বলিতেছেন। যাহা তাহা করিয়া যদি কর্ম্মকর তাহাতে কর্ম্মশুদ্ধি হইল না। কর্ম্মশুদ্ধি না করিয়া কর্ম্ম কর, তুমি অধোগতি লাভ করিবে। সেই জন্য ভাগবত বলিতেছেন "কর্ম্মশুদ্ধির্মদর্পণম্।" ১১।২১।১৫ কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিলেই শুদ্ধ হইল। শুদ্ধকর্ম্মই করা উচিত। কর্ম্মকে শুদ্ধ করিয়া না করিলেই অধর্ম্ম হইল।

স্বামী বিপদানন্দ।

একি নাম ভাই? তাইত ভাই। এত আনন্দ দেখিলাম বিপদানন্দ ত কখন দেখি নাই। চলনা দেখিয়া আসি। যাবে? চল। কি যেন কি ভিতরে আছে।

এইত রে। স্থানটি কি সুন্দর। ভাই স্বামীজি ত শুধু আনন্দ, আনন্দানন্দ। কি হাঁসি দেখ। এমন হাঁসিত কখন দেখি নাই। কি মধুর দৃষ্টি। কি রকম হাতের ভঙ্গী করিয়া ডাকিলেন দেখ। চল গিয়া প্রণাম করি।

স্বামীজি। বিপদানন্দ নাম কেন? কে দিল? জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ? বাবা! এই নাম দিয়াছেন আমার গুরুদেব। আমি বিপদকে শেষে ভালবাসিতে পারিয়াছিলাম; বিপদে আমার আনন্দ হইত, বিপদে আমি তার ইঙ্গিত বুঝিতাম, বিপদ লইয়াই আমি সাধনা করিতাম, তাই এই নাম।

দর্শক। আমাদেরও ত বিপদ নিত্যই আছে। বিপদে কি ভাবে সাধনা করিব?

স্বামীজি। বাবা! এসব কাজে সময় চাই। সময় আছেত? স্থান ও আছে তোমাদের? একা একখানি ঘরে থাকা চাই। যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ উঠা চাইনা। পারিবে ত দেখ—সব বলি। না পার বাড়ী যাও।

দর্শক। বাহিরের বিপদ আমরা ধরিনা। লয় বিক্ষেপের বিপদে বড় অস্থির হই—কখন অনিচ্ছা, কখন আলস্য। জোর করিলে অসম্বন্ধ প্রলাপে অস্থির।

স্বামীজি। জোর করবার কৌশল জানা চাই।

দর্শক। আমাদিগকে শিখাইয়া দিবেন?

স্বামীজি। দিব।

দর্শক। দিন। আমায় চিরদিনের জন্য—

স্বামীজি। আচ্ছা শোন। সুরটা বড় ভাল জিনিস। যখন খুব অনিচ্ছা হইয়াছে—কিছুই করিতে ইচ্ছা যায়না তখন আসন করিয়া বস।

দর্শক। তখন এত পা কন্ কন্ করে—

স্বামীজি। তা করুক। যা বলি কর। কনকনানি সঙ্গে সঙ্গে দূর হইবে। "হরে রাম" মন্ত্র সুর করিয়া জপিতে থাক। কিন্তু জপের সময় সুষুপ্তির মিলন ভাবনাটা মনে রাখিও। আর সেই সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্য অবস্থায় সর্ব্বসংস্কারশূন্য ভাবনায় কোন সুখের লীলা ভাবিতে ভাবিতে জপকর।

এই জপের সুরে যতক্ষণ না আনন্দ পাও ততক্ষণ জপ। পা যদি কন্‌কন্ করে তবে আসন বদলাইয়া লইও। একবার বদলাইলেই হইবে।

তার পরে দীর্ঘ প্রণব জপ কর। ব্রাহ্মণ তোমরা?

দর্শক। আমি ব্রাহ্মণ, ইনি ব্রাহ্মণেতর।

স্বামীজি। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ইহাদের স্বতন্ত্র প্রণব। যার যাহা তাহাই জপ কর। ভাবনা কর শ্বাস সহস্রারে উঠিতেছে। যে পথ দিয়া উঠিয়া সুষুপ্ত হও সেই পথে মিলন মন্দিরে গিয়াছ। তার পরে আপনাকে প্রণব ভাবনা কর, করিয়া অগ্নিচক্রের কার্য্য কর।

তখন বেশ স্থির হইবে। তার পরে প্রাণাপান ধরিয়া কর্ম্ম কর। কখন অপান প্রাণকে গ্রাস করিতেছে, কখন প্রাণ অপানকে গ্রাস করিতেছে। কুণ্ডলী শ্বাস ছাড়িতেছে—গরম শ্বাস বাহিরে আসিতেছে আর বাহিরের অপান টানিয়া প্রাণকে কুণ্ডলী মুখে ঢুকাইতেছ। এই ভাবে এক ঘণ্টা খাট। তার পরে দেখার কাজ কর। করিয়া মিলন ভাবনা কর। যত রকম সেবা জান আর যতরকম খাদ্য পার আর যত রকম ফুলের সরঞ্জাম জান সব দিয়া সাজা ও সেবা কর, সেবা গ্রহণও কর এই ভাবে ১৫ দিন চল। কর্ম্ম সাঙ্গে নিত্য কর্ম্ম করিয়া নিত্য স্বাধ্যায় করিও। ১৫ দিনের পরে বিপদানন্দের অর্থ বুঝিবে। তখন আবার আসিও। এখন বাড়ী যাও। আমার অনেক কাজ।

অযোধ্যাকাণ্ডে দেবী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সূত মাগধ বৈতালিকগণের স্তুতি বন্দনায় রাজা জাগ্রত হইয়াছেন।

রাজা রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বিচলিত হইয়াছেন। সুন্দর ভাবনা লইয়া নিদ্রা গেলেও সময়ে সময়ে অতি ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখা যায়। অথবা এরূপ স্বপ্নে অদৃষ্টের কোন কার্য্য বুঝি থাকে।

রাজা শয্যাকৃত্য ও প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া কৈকেয়ীর অন্তঃপুর ত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মন্ত্রণা গৃহ।

"কালেন যোজিতং সর্ব্বং কর্ম্মভোগ নিবন্ধনম্।

*　　*　　*　　*

কালে ভবন্তি বিশ্বানি কালে নশ্যন্তি সুন্দরি॥
স্রষ্ঠা পাতা চ সংহর্ত্তা স চাত্মা কালনর্ত্তকঃ।
কালে স এব প্রকৃতিং স্বাভিন্নং সেচ্ছয়া প্রভুঃ॥

দেবীভাঃ

অতি গ্রীষ্মের সময় রাত্রিকালে আঙ্গিনায় ঝড়েরআলো রাখিলে সেই আলোকে বহু জীব আকৃষ্ট হইয়া আইসে। কোন পতঙ্গ আইসে খেলা করিতে, আবার কোন জীব আইসে সংহার করিতে। ঐ যে পতঙ্গটি খেলা করিতেছিল সেই অবস্থায় ভেক আসিয়া তাহাকে কবলিত করিল। এ যোজনা কাহার? ইহাতে কি কাহারও হাত আছে? মানুষের জীবনেও এইরূপ ঘটনা দেখা যায়। হৃষ্ট পুষ্ট তেজস্বী শিশু, সুখের বাল্যকালে, মহাপুরুষের লক্ষণ দেখাইল। অকস্মাৎ সকল আশা নির্ম্মূল করিয়া কাল তাহাকে সংহার করিল। এই সংযোগ বিয়োগ কি কাহারও ইচ্ছায় হইতেছে?

প্রভাতে পুষ্পের উপরে মুক্তাবিন্দুর মত শিশির বিন্দু টল টল করে, পত্রাগ্র-বিলম্বিত শিশিরবিন্দু সূর্য্যকিরণে বড় সুন্দর দেখায়, আবার ঘাসের মাথায়

মাথায়, হিরকখণ্ডের মত শিশির মালা ঝকমক্ করে দেখা যায়, কিন্তু শিশির পড়ে কখন—শিশির পড়ে কেমন করিয়া তাহা লক্ষ্য করা যায় না।

মানুষের জীবনে ঘটনা বৈচিত্র্যত কতই দেখা যায়। এ ঘটনার যোগাযোগ কেমন করিয়া হয়—যোগাযোগ কে করে—তাহা লক্ষ্য করা যায় না। তাহা অ-দৃষ্ট।

কবিগণ ক্রান্তদর্শী। কবিগণ দেখাইয়া দিলে আমরা বুঝি অতি নিঃশব্দে, অতি সহজ ভাবেও যাহা ঘটে তাহাও আর কাহারও কোন কার্য্য উদ্ধার জন্য, আর কাহারও কোন কর্ম্ম ভোগ জন্য।

কাল শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ জন্য সমস্তই যোজনা করেন। কালে যে বিশ্বের উৎপত্তি, কালে যে বিশ্বের নাশ হয় ইহাও "কর্ম্ম ভোগ নিবন্ধনম্"। কালও কিন্তু স্বাধীন নহেন। এই কাল কে নাচাইতেছেন যিনি—কাল নর্ত্তক যিনি তিনি কিন্তু বিশ্বের সৃজন পালন লয় কর্ত্তা। আত্মাই কালনর্ত্তক। এই প্রভুই—এই আত্মপুরুষই, স্বেচ্ছায় চন্দ্রের চন্দ্রিকা সাজার মত, আপনা হইতে অভিন্ন, আপনার প্রকৃতি রূপে সাজেন। জগৎ খেলা এইরূপে চলিতেছে।

পূর্ব্ব রাত্রে রাজা অতি ভীষণ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিলেন, প্রভাত কালে দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, উহার কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীভরত মাতুলালয়ে গমন করিয়াছেন, কিছু পরে দেবতাগণের পরামর্শে অভিষেকের বিঘ্ন ঘটিল—এই সমস্ত ঘটনার যোজনা অতি স্বাভাবিক। আদি কবি ঐ ভাবেই দেখাইলেন—আমরাও তাহাই বুঝিলাম। কিন্তু এ যোগাযোগ কেন হইয়াছিল?

মূল প্রয়োজনটি হইতেছে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান নিবারণ। তজ্জন্যই রাবণ বিনাশ আবশ্যক। রাবণবিনাশ সিদ্ধ করিবার জন্যই রামের বন গমন আবশ্যক। কৈকেয়ী কর্ত্তৃক রাম তিলকের বিঘ্ন না ঘটিলে মূল প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বা অন্যরূপে সিদ্ধ করিতে হয়।

রাজা ভাবিতেছিলেন শ্রীভরত এখন মাতুলালয়ে, এই সময়েই রামের অভিষেক হউক। ভরত কিন্তু অযোধ্যায় থাকিলে কিছুতেই রামবনবাস হইত না। রাজা এই অদৃষ্ট দেখিতে পান নাই। রাজা ভুল বুঝিয়াছিলেন। এই ঘটনার যোগাযোগ হইয়াছিল দেবতা দ্বারা।

রামায়ণের কর্ম্মক্ষেত্র স্বর্গ ও মর্ত্ত লোক।

রাজা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বিচলিত হইয়াছেন। কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে ও

মন্ত্রীবর্গকে আহ্বান করিয়া রাজা মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। স্থান কাল পাত্র লক্ষ্য করিয়া রাজা মনে মনে ভাবিতেছেন যে সমস্ত দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি তাহাতে এই প্রাচীনদেহ যে আর বেশী দিন থাকিবে তাহা বোধ হয় না। একটি আকাঙ্খা ভিন্ন আমার কোন বাসনাই আর নাই।

এই আমার প্রাচীন দশা, আমার জীবন থাকিতে থাকিতে রামকে রাজপদে অভিষিক্ত দেখিলে না জানি আমার কতই আনন্দ হয়।

"প্রীতিরেষা কথং রামো রাজাস্যান্ময়ি জীবতি"। আহা! আমার এই আশা আমার হৃদয়কে আনন্দময় করিতেছে। বলিতে পারিনা কবে আমি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব। রামের গুণগ্রামের স্মরণে রাজা আবার বলিতে লাগিলেন

বৃদ্ধিকামো হি লোকস্য সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ।
মত্তঃ প্রিয়তরো লোকে পর্জ্জন্য ইব বৃষ্টিমান্॥

রাম আমার সর্ব্বলোকহিতৈষী, সর্ব্বভূতে দয়াবান্। সকলে রামকে আমা অপেক্ষাও ভালবাসে। পয়োবর্ষী পর্জন্য যেরূপ লোকের প্রীতিকর রাম আমার সেইরূপ লোকের প্রীতিকর। রামের সুযশ আমার কর্ণে পিযুষ বর্ষণ করে।

রাজা এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে বশিষ্ঠদেব গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীগুরুর চরণ গ্রহণ করিলেন। তখন স্বর্ণময় আসনে ভগবান্ বশিষ্ঠ উপবেশন করিলেন। ক্রমে মন্ত্রীবর্গ আগমন করিলেন। সকলে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলে রাজা ভগবান্ বশিষ্ঠের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন--ভগবন্ আপনার আশীর্ব্বাদে রাম আমার সকলের প্রিয় হইয়াছে এবং সকল বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। আমার মনে হয় আপনার আশীর্ব্বাদই যেন দেহ ধারণ করিয়াছে। শ্রীগুরুপদরেণু শিরে ধারণ করিয়াই আমার এই বিভব। কিন্তু প্রভু! অদ্য আমি বড় দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। স্বপ্নে দেখিলাম দিবসে অশুভসূচক অশনিপাত সহ উল্কাপাত হইতেছে। পূর্ব্বেও দেখিয়াছি--

"দিব্যন্তরিক্ষে ভূমৌ চ ঘোরমুৎপাতজং ভযম্"

আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদি কৃত, অন্তরিক্ষে মহাবাত দিগ্‌দাহাদি এবং পৃথিবীতে ভূমিকম্পাদি দৈব দুর্নিমিত্ত ঘটিতেছে। দৈবজ্ঞেরা বলিতেছেন সূর্য্য মঙ্গল রাহু এই তিন দারুণ গ্রহ আমার জন্মনক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ হইলে হয় রাজার মৃত্যু হয়, নয়ত ঘোর আপদ আপতিত হয়। ভগবন্ এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দর্শনে মনে হইতেছে যেন আমি মহাকালের চীৎকার ধ্বনি সর্ব্বত্র শুনিতেছি।

এক্ষণে আপনারা আমার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ করিয়া অনুমোদন করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।

অদ্য বুধবার। যখন অদ্য চন্দ্র পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে গমন করিতেছেন তখন কল্য অবশ্যই পুষ্যা নক্ষত্রে যাইবেন। অতি শুভ সময় ইহা। আমি কল্যই রামকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছি।

আপনার কিরণ দ্বারা সূর্য্যকে যেমন তেজঃ পূর্ণ দেখা যায় সেইরূপ অনুপম গুণগ্রামে বিমণ্ডিত হইয়া রামকে সর্ব্বগুণান্বিত দেখা যাইতেছে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার এই প্রাচীন দেহে জরার আধিপত্য ঘটিতেছে। আমার শুভ্র কেশ রাশি কর্ণমূল পর্য্যন্ত নামিয়াছে মনে হইতেছে জরা স্বয়ং-উপদেশ করিতেছে আমি আসিয়াছি। আর বিলম্ব করিও না। দেখুন দীর্ঘজীবী হইয়া বিপুল দক্ষিণাসহ যাগযজ্ঞাদি যাহা করিতে হয় আপনারা তাহা করাইয়া আমার জীবন সার্থক করিয়াছেন। পৃথিবীতে সুখভোগও যাহা করিতে হয় তাহা আমার হইয়াছে। ঐ একটি আকাঙ্খা ভিন্ন আমার আর কোন আকাঙ্খা নাই।

রাজা দশরথের কথা শুনিয়া শ্রীগুরু অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন মনে ভাবিলেন রাজা তোমার ভাগ্যের কি তুলনা আছে।

জানুভজন বিনু জরনি না জাহী॥
ভয়য়ু তুস্তার তনয় সোই স্বামী॥

যারে না ভজিলে ত্রিতাপ জ্বর যায না সেই জগৎস্বামী তোমার পুত্র। বশিষ্টদেব প্রকাশ্যে বলিলেন মহারাজ! আপনি অতি শুভ সঙ্কল্প করিয়াছেন। সত্বর ইহা কার্য্যে পরিণত হউক ইহাই আমার ইচ্ছা। রাজার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া অন্য সকলেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। রাজা তখন প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

রাজসভা।

"আদ্বীপান্তরতোঽপ্যমী নৃপতয়ঃ সর্ব্বে সমভ্যাগতাঃ"

মহানাটক

বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী রাজা দশরথ। রাজার রাজ্যে নানাদেশীয় ও নানা নগরীয় প্রধান প্রধান লোকেরা সর্ব্বদা গতাগতি করিত। রাজা সকলকে

আহ্বান করিলেন। রাজা তাহাদের সম্ভ্রমানুসারে বাসভবন প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন। সমস্ত রাজগণকে নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হইল। অন্যান্য রাজগণকে সংবাদ দিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরিত হইল।

নতু কেকয় রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ।
ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্॥

শতদ্রু পার হইয়া কেকয় রাজ্যে পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে, মিথিলাও দূর অথচ কাল বৃহস্পতি বার—কল্যই রাজ্যাভিষেক হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রাবণ সংখ্যার ১৩২৬ সালের সূচীর সঙ্গে ভুলক্রমে একত্রে ছাপা হওয়ায় এই অংশ পুনরায় স্বতন্ত্র ছাপা হইল।

শাস্ত্র সম্পর্ক হইতেছে বেদান্ত বাক্য বিচার। গুরু সম্পর্ক হইতেছে গুরু মুখে বা শাস্ত্রমুখে ব্যাখ্যার শ্রবণ। বৈরাগ্যাভ্যাস সময়ে নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক, ইহামূত্র ফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি এবং মুমুক্ষু হইবার তীব্র ইচ্ছা এই সমস্তের নিত্য আলোচনা চলিতে থাকে। এই সময়ে নিষিদ্ধ বর্জ্জন এবং নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ দান তপস্যার অনুষ্ঠান হেতু সন্ন্যাস সাধন চতুষ্টয় চলিতে থাকে। মুক্তিতে এই সাধনার পর্য্যবসান। শ্রবণ মননাদি ফল বিশিষ্ঠ বলিয়া এই সকল দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারের প্রবল ইচ্ছা ইহারা উৎপাদন করে। তখন দ্বিতীয় ক্রিয়া যে বিচারণা তাহার কার্য্য চলিতে থাকে। শ্রবণ মননের অভ্যাস কালে গুরুশুশ্রূষা, ভিক্ষাশন শৌচ অভ্যাস প্রভৃতি সদাচার চলিবে। পূর্ব্বে চিত্ত শুদ্ধি ত সাধিত হইয়াছে এক্ষণে সদাচার ও হইল। গুরু মুখে নিরন্তর জীব ও ব্রহ্মের একতা বোধক বেদান্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ শ্রুত বিষয় একান্ত মনে জাগাইবার জন্য নানা যুক্তি সহায়ে যে বিচার তাহাই বিচারণা।

(৩) তনুমানসা। বিচারণা শুভেচ্ছাভ্যামিন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্ততা।

যাত্র সা তনুতাভাবাৎ প্রোচ্যতে তনুমানসা ॥ ১০

বৈরাগ্যাভাসে যেমন চিত্তশুদ্ধি জন্মিল তেমন শ্রবণ মননাভ্যাস রূপ বিচারণায় ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন যে শব্দাদি বিষয় সে বিষয়ে আসক্তি ছাড়িতে লাগিল। শ্রবণ মনন দ্বারা যেমন আত্মাকে গ্রহণ করা হইতে লাগিল সেইরূপ রূপরস শব্দাদিরও অগ্রহণ চলিতে লাগিল। মানস ব্যাপার বা বিষয় সঙ্কল্প ক্ষীণ হয় বলিয়া এই সাধনা কে বলা হয় তনুমানসা।

তনু সূক্ষ্মতমং মানসঃ যস্যামিতি। তথাচোক্ত যোগশাস্ত্রে—

শ্রোত্রাদি করণৈ যাবৎ শব্দাদি বিষয় গ্রহঃ।

তাবৎ ধ্যানমিতি প্রোক্তং সমাধি স্যাৎ ততঃ পরঃ ॥

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন শব্দাদি বিষয় আর গ্রহীত হইল না তখন আত্মধ্যান বা আত্মার নিদিধ্যাসন চলিতে লাগিল। ইহাতে সবিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত উঠিল।

শুভেচ্ছা এবং বিচারণার অভ্যাসে ইন্দ্রিয় প্রয়োজনে যে অরতি জন্মে তাহাতে স্থূল বাসনা থাকেনা। স্থূল বাসনা পরিত্যাগ জন্য এই ভূমিকাকে তনুমানসা বলা হইল।

(৪) সত্ত্বাপত্তি। ভূমিকাত্রিয়াভ্যাসাচ্চিত্তেঽর্থে বিরতের্বশাৎ।

সত্যাত্মনি স্থিতিঃ শুদ্ধে সত্ত্বাপত্তিরুদাহৃতা॥ ১১

শুভেচ্ছা বিচারণা ও তনুমানসা এই তিন ভূমিকার অভ্যাস দ্বারা চিত্তে বাহ্য বিষয়ের সংস্কার ভাবনা যখন আর জাগেনা তখন চিত্ত সত্ত্বগুণ দ্বারা ভরিয়া যায়—রজস্তমোগুণ তখন ইহাকে লয় বিক্ষেপের হস্তে নিঃক্ষেপ করিতে পারেনা। চিত্তের এই সত্ত্বগুণে স্থিতিকে পণ্ডিতেরা সত্ত্বাপত্তি বলেন। সত্ত্বাপত্তির অন্য নাম আত্মনিষ্ঠতা প্রাপ্তি।

সর্ব্বদা শ্রবণ ইচ্ছাই শুভেচ্ছা। সর্ব্বদা মনন করাই বিচারণা। আত্মার সম্বন্ধে যখন কোন সংশয় আর থাকেনা কোন বিপর্য্যয়ও ঘটেনা—সংশয় বিপর্য্যয় শূন্য হইলেই ধ্যান হয়। শ্রীগীতাও এই সাধনার কথাই বলিতেছেন। সাংখ্য জ্ঞানে আত্মার কথা শ্রবণ করা হইল। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা আত্মার প্রসন্নতা লাভ জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা চলিতে লাগিল। কর্ম্ম যোগে দুরাসদ বিষয় কামনা জয় করা হইল। এবং জ্ঞানের সংশয় গুলি দূর করা হইল। চিত্ত আত্মাসম্বন্ধে সংশয় বিপর্য্যয় দূর করিতে পারিলেই নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের অবস্থা পাইবেই।

তৃতীয় ভূমিকায় তনুমানসা। বাহ্য বিষয়ের সংস্কার ভাবনা দূর হইলেই নিদিধ্যাসন হইল। ধ্যান করিবার পরে স্বরূপসত্ত্বা প্রাপ্তি ঘটিতে লাগিল। ইহাই সত্ত্বাপত্তি। ব্রহ্মবিদ্ হওয়ার অবস্থা ইহা।

(৫) অসংসক্তি। ন বিদ্যতে অবিদ্যা তৎকার্য্য সংসক্তিঃ সর্ব্বথা যস্যামিতি বুৎপত্ত্যা অসংসক্তি নামিকা। অবিদ্যার কার্য্য হইতেছে এই দেহ। দেহের অসক্তি না থাকিলেই হইল অসংসক্তি। দেহ আমি নই এই অনাসক্তির নাম অসংসক্তি।

দশা চতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসঙ্গ ফলেন চ।

রূঢ় সত্ত্বচমত্ত্ব কারাৎ প্রোক্তা সংসক্তি নামিকা॥ ১২

চারি ভূমিকা অভ্যস্ত হইলে চিত্ত অসংসঙ্গ হয় চিত্ত দেহের সংসর্গ ত্যাগ করে। চিত্ত যখন অসংসঙ্গ হয় তখন ইহা কোন রূপ বাহ্য আকারও ধরিতে পারেনা। অন্তরাকারও ধরিতে পারেনা। বাহ্যাভ্যন্তর আকার এবং ইহার সংস্কার ভাবনা রূপ কার্য্য যখন চিত্ত ত্যাগ করে তখন সমাধি পরিপাক ফলে নিত্য অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মভাব সাক্ষাৎকার লক্ষণ আত্ম চমৎকৃতি লাভ হয়। উত্তম অধিকারীর দ্বিতীয় ভূমিকাতেই যদিও সাক্ষাৎকার হয় তথাপি পঞ্চম ভূমিকাতে আত্যন্তিক দ্বৈত সংস্কারোচ্ছেদ প্রযুক্ত মন্দ ও মধ্যম অধিকারীরও তুচর্থ ভূমিকার পরে সাক্ষাৎকার হইতেই হইবে। পঞ্চম ভূমিকায় যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্মবিৎবর।

(৬) পদার্থা ভাবনী। ভূমিকা পঞ্চমাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া দৃঢ়ম্।
আভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাৎ॥ ১৩

পঞ্চমভূমিকা অভ্যস্ত হইলে দৃঢ়রূপে আত্মরমণ হয়। তখন বাহ্য ও অন্তর পদার্থের অপ্রতীতি হইতে থাকে। এই বাহিরের ও ভিতরের পদার্থ ভূল হওয়ার নাম পদার্থাভাবনী। এই ভূমিকায় যাঁহারা তাঁহারা ব্রহ্মবিৎবরীয়ান্।

(৭) তুর্য্যগা। ভূমিষট্‌ক চিরাভ্যাসাদ্ভেদস্যানুপলম্ভতঃ।
যৎ স্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তুর্য্যগা গতিঃ॥ ১৫

এই ষড়্‌বিধ জ্ঞানভূমির দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা ভেদ জ্ঞানের অভাব হইলে যে স্বভাবে এক নিষ্ঠত্ব সমুদিত হয় তাহাকে তুর্য্যগা গতি বলা যায়। এই অবস্থায় জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় ইহার কিছুই অনুভব হইতেছেনা এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা ত্রয় নির্ম্মুক্ত যে তুর্য্য পদ তথায় মনের উত্থান রহিত যে স্থিতি তাহার নাম তুর্য্যগা। তুর্য্যগা অবস্থা জীবন্মুক্তের। আর বিদেহমুক্তি তুর্য্যাতীত পদ।

তুর্য্যগা গতি প্রাপ্ত জনগণ আত্মাতে দৃঢ় আরাম প্রাপ্ত হইয়া মহৎ পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহারা কোন কিছু করুন বা না করুন ইঁহারা কখনই সুখ-দুঃখে নিমজ্জিত হননা। যেমন পরমা সুন্দরী রমণীগণ হাবভাব দ্বারা সুপ্ত-ব্যক্তিকে সুখ দিতে পারেনা সেইরূপ জীবন্মুক্ত

ব্যক্তি আত্মার আরামতা হেতু কোন জগৎ ব্যাপারে সুখদুঃখ অনুভব করেন না।'

দেহাত্মবুদ্ধি যাহাদের যায় নাই তাহারা এই সপ্তজ্ঞান ভূমির অধিকারী নহে। কিন্তু পশু ও মেচ্ছও যদি এই সমস্ত জ্ঞান দশা প্রাপ্ত হয় তবে অবশ্যই ইহারা মুক্ত হইবেন। জ্ঞান ভিন্ন সংসার হইতে মুক্তি নাই। যাঁহারা মোহ হইতে উত্তীর্ণ কিন্তু পরম পদ পান নাই তাঁহারাই জ্ঞানভূমিকা সমূহে বিচরণ করেন।

---

১১৯ অধ :—উৎপত্তি প্রকরণ।

পরম পদে সৃষ্টি।

বশিষ্ঠ। একটা অচেতন অঙ্গুরীয়ক, মনে কর আপনার হেমতা ভুলিয়া কাঁদিতেছে "আমি সুবর্ণ নহি। অহম্ভাব উদয়ে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আত্মার ক্রন্দনও সেইরূপ।

রাম। আত্মার স্বরূপবিস্মৃতির কারণ অহম্ভাবের উদয়। আত্মার এই অহম্ভাব কিরূপে উদয় হয়?

বশিষ্ঠ। কিরূপে উৎপত্তি হয় কিরূপেই বা নাশ হয় ইহা উত্তম জিজ্ঞাসা। অহম্ভাব, তুমি ভাব, অঙ্গুরীয়ক ভাব এগুলি সৎ নহে।

রাম। সৎ নহে তবে অঙ্গুরীয়কত্ব কিরূপ?

বশিষ্ঠ। বন্ধ্যাপুত্রের আকার যেমন, রূপটাও সেইরূপ নিরূপ। সেই জন্য স্বর্ণের অঙ্গুরীয়কত্বটি ভ্রান্তি মাত্র। মায়াদ্বারাই ভ্রান্তিটি সত্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। রূপটা দেখা যাইতেছে বটে কিন্তু মৃগ-তৃষ্ণা সলিলের ন্যায় ইহা লভ্য নহে। মরুমরীচিকা দেখা যায় সত্য কিন্তু ইহা লাভ করা যায় না। রূপ দেখ বটে কিন্তু ইহাতে লভ্য হয় কি তাই বল? শুক্তিকে রজতরূপে দেখ কিন্তু তাহাতে প্রাপ্তি কি হয় বল? শুক্তিতে রজত এবং মরুমরীচিকার জলের মত অপর্য্যালোচনা দ্বারাই অসৎটা সৎরূপে দেখা যায়। যেমন মৃগতৃষ্ণাসলিলে জলবুদ্ধিটি

দেখা যায় না অথচ প্রস্ফুরিত হয় সেইরূপ যাহা নাই তাহার সেই নাস্তিত্বই দৃশ্যমান হইয়া প্রকাশিত হয়। বালকের বেতাল ভ্রম যেমন মরণের জন্য সেইরূপ অসৎবস্তুই চমৎকাররূপে প্রতীয়মান হয়।

স্বর্ণে স্বর্ণভিন্ন আর কি আছে? স্বর্ণের অঙ্গুরীয়কত্ব যাহা তাহা 'তৈলাদিসিকতাস্বিব বালুকাতে তৈলের মত অলীক। বাস্তবিক এ জগতে সত্যমিথ্যা কিছুই নাই। তুমি মানিয়া লও তাই আছে তাই ইহা কার্য্যকারী। বালকের যক্ষবিকারের মত।

"নেহাস্তি সত্যং নোমিথ্যা যদ্‌যথা প্রতিভাব্যতে"।
তৎতথার্থ ক্রিয়াকারি বাল যক্ষবিকারবৎ ॥ ১৪

আত্মার এই অসৎ অহম্ভাবনটি অবিদ্যার কার্য্য। স্বর্ণে যেমন অঙ্গুরীয়কত্ব নাই তদ্রূপ আত্মাতেও অহম্ভাবাদি নাই। জগৎ দেহ তুমি আমি কিছুই নাই।

"সর্ব্বং শান্তং নিরালম্বং জগত্বং শাশ্বতং শিবম্"।
অনাময়মনাভাসমনামকমকারণম্" ॥ ২২

সমস্তজগৎভাবটি একমাত্র শান্ত, অবলম্বনহীন, শাশ্বত, শিব, অনাময়, অনাভাস, নামশূন্য, কারণ শূন্য ব্রহ্মই।

ন সন্নাসন্ন মধ্যান্তং ন সর্ব্বং সর্ব্বমেব চ।
মনোবচোভিরগ্রাহ্যং শূন্যাচ্ছূন্যং সুখাৎসুখম্ ॥ ২৩

সন্ন নষ্টম্। অসন্নস্থিতম্। তাঁহার নাশ নাই স্থিতি নাই এই উৎপত্তিনাশের শেষও তাঁহাতে নাই তিনি সর্ব্ব স্বরূপ না হইয়াও সর্ব্বস্বরূপ। তিনি মন বাক্যের অগ্রাহ্য, শূন্য হইতে শূন্য, সুখ হইতেও সুখ। একমাত্র এই ব্রহ্মই আছেন।

রাম। ব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ বুঝিলাম। তথাপি পুনরায় বলুন এই যে দেখা যাইতেছে এই সৃষ্টিটা কি?

বশিষ্ঠ। পরে শান্তে পরং নাম স্থিতমিত্থমিদংতয়া।
নেহ সর্গো ন সর্গাখ্যা কাচিদস্তি কদাচন ॥ ২৫

পরম শান্ত ব্রহ্মে পরংব্রহ্মই আছেন। এই যে সৃষ্টি যা দেখ সেই সৃষ্টি কখন নাই।

মহাসমুদ্রে জল সংস্থিতির ন্যায় সৃষ্টি যেন পরমেশ্বরেই সংস্থিত। বিশেষত্ব এই যে জল দ্রব বলিয়া স্পন্দস্বভাব কিন্তু পরমপদ নিস্পন্দ-স্বভাব।

ভাঃ স্বাত্মনীব কচতি ন কচত্যেব তৎপদম্।

ভাসাং তত্ত্বং হি কচনং পদং ত্বকচনং বিদুঃ॥ ২৭

সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ আপনা হইতে দীপ্তি পায়। পরমপদে কিন্তু দীপ্তিক্রিয়া নাই। সূর্য্যাদির স্বভাবই হইতেছে দীপ্তি পাওয়া। পরম পদের কিন্তু এরূপ স্বভাব কোন কিছু নাই। পবমপদ অকচন জানিও অর্থাৎ পরমপদ নিষ্ক্রিয়।

আকাশের যেমন আকাশান্তর নাই "অম্বরস্থ যথা অম্বরম্" সেইরূপ সৃষ্টিশব্দ ব্রহ্মেরই পরমার্থের নামান্তর মাত্র।

চিত্ত হইতেই সৃষ্টি, অচিত্ত হইলে সৃষ্টি ক্ষয় পরমব্রহ্মে সব শান্ত। সুবর্ণ দেখিতে পাইলে যেমন অঙ্গুরীয়ক ভ্রম নাশ হয় সেইরূপ।

অহংভাবের জ্ঞান হইলেই এই সৃষ্টিবিভ্রম উদিত হয়। এই সৃষ্টি অজ্ঞজনের পক্ষে বহুপ্রকার কিন্তু তত্ত্বজ্ঞের নিকট সৃষ্টিটি ব্রহ্মই। শিল্পী রচিত সাজান সেনার মত এই সৃষ্টি।

ইদং পূর্ণমনারম্ভমনন্তমনঘোদরম্।

পূর্ণে পূর্ণ পরাপূরৈঃ পূর্ণ মেবাবতিষ্টতে॥ ৩৫

এই জগৎ পূর্ণ, অনারম্ভ ইহার আরম্ভ বা আদি নাই, অনন্ত, ইহার শেষও নাই ইহা অনঘোদর অর্থাৎ ইহা মধ্যও বিকারান্তর দোষ শূন্য।

যতঃ পূর্ণস্যৈব পরমাত্মনআপূরৈঃ সর্ব্বতোব্যাপ্তিভিঃ পূর্ণমতঃ পূর্ণং সৎ পূর্ণমেবাবতিষ্ঠতে নাণুমাত্রমপ্যপূর্ণতাং যাতীত্যর্থঃ।

যেহেতু পূর্ণ ব্রহ্ম সর্ব্বতোব্যাপি সেই জন্য তিনি পূর্ণ হইয়াই সর্ব্বত্র অবস্থিত তাঁহাতে অণুমাত্র অপূর্ণতা নাই।

পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই জগৎ পূর্ণ। সৃষ্টিটা ব্রহ্মেরই নামান্তর। কাজেই সৃষ্টি ব্রহ্মরূপে পূর্ণ হইয়াই রহিয়াছে। শ্রুতিও বলেন।

পূর্ণ মদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

যদয়ং লক্ষ্যতে সর্গস্তদ্ব্রহ্ম ব্রহ্মণি স্থিতম্।
নভো নভসি বিশ্রান্তং শান্তং শান্তে শিবে শিবম্॥ ৩৬

এই যে সৃষ্টিটি দেখা যাইতেছে ইহা ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মে আছে; আকাশ হইয়া আকাশে আছে, শান্ত হইয়াই শান্তে আছে এবং শিব স্বরূপে শিবেই অবস্থিত।

মুকুর মধ্যে প্রতিবিম্বিত যোজনবিস্তৃত নগরের দূরত্ব যেমন অদূরত্ব, সেইরূপ ঈশ্বরে দূরত্ব এবং সমীপত্ব ক্রম পরিপাটী মাত্র।

অসদভ্যুদিতং বিশ্বং সদপ্যভ্যুদিতং সদা।
প্রতিভাসাৎ সদাভাসমবস্তুত্বাদসন্ময়ম্॥ ৩৮

তত্ত্বদৃষ্টিতে বিশ্ব ত ব্রহ্মই। সৎ ব্রহ্মই অসৎবিশ্বাকারে উদিত হইতেছে। কাহার কাছে? অতত্ত্বদৃষ্টির কাছে। কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে এই বিশ্ব সৎব্রহ্মরূপেই আছেন।

ভেদ প্রতিভাস হেতু ইহা সর্ব্বদা প্রভাসম্পন্ন আবার তত্ত্বদৃষ্টিতে ইহা অবস্তু জানিলে বিশ্ব অসৎই হইয়া যাইবে।

আদর্শনগরাকারে মৃগতৃষ্ণাম্বুভাস্বরে।
দ্বিচন্দ্রবিভ্রমাভাসে সর্গেঽস্মিন্ কৈব সত্যতা॥ ৭৯

দর্পণস্থিত নগর, দীপ্তিমান মৃগতৃষ্ণিকা, ভাসমান দ্বিচন্দ্রভ্রম—এই সকলের ন্যায় এই বিশ্ব। ইহা আবার সত্য কিরূপে?

মায়াচূর্ণ পরিক্ষেপাৎ যথা ব্যোম্নি পুরভ্রমঃ।
তথা সংবিদি সংসারঃ সারোঽসারশ্চ ভাসতে॥ ৪০

ঐন্দ্রজালিক অভিমন্ত্রিত ধূলিকণা ছড়াইয়া যেমন অসত্য কত কিছুকে সত্যমত দেখায় সেইরূপ মায়াচূর্ণ নিঃক্ষেপ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা শূন্যে আকাশে এই সৃষ্টিভ্রম তুলিয়াছেন। তাঁহার অহম্ভাবেই এই সংসার, ইহাই সার অসার ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভাসিতেছে।

যাবৎ বিচার দহনেন সমূলদাহং
দগ্ধা ন জর্জ্জরলতেব বলাদবিদ্যা।
শাখাপ্রতান গহনানি বহূনি তাব—
ন্নানাবিধানি সুখদুঃখ বনানি সূতে॥ ৪১

যতদিন সপ্তজ্ঞানভূমিকারোহণ করিয়া বাসনার সহিত অবিদ্যার নাশ না করিতেছে ততদিন বিদ্বান্ ব্যক্তিরও দুঃখবিক্ষেপ থাকিয়াই যাইবে, সেইরূপ যাঁহারা জীবন্মুক্তি সুখ ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে সপ্তজ্ঞান ভূমিকার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হইবে ইহাই তাঁহাদের একমাত্র করণীয় সেই জন্য উপসংহারে বলিতেছেন অবিদ্যারূপ জর্জ্জর লতাকে বিচার বলে যতদিন না সমূলে দগ্ধ করিতেছ ততদিন এই অবিদ্যালতা শাখা প্রশাখায় গহনবন রূপে ভাসিয়া উঠিবেই এবং নানাবিধ সুখদুঃখ পরম্পরা প্রসব করিবেই ।

---

১২০ সর্গ-উৎপত্তি প্রকরণ ।

লবণ রাজা চণ্ডালী শ্বশ্রূ সংবাদ ।

বশিষ্ঠ । অবিদ্যার মিথ্যাত্ব সুবর্ণের অঙ্গুরীয়ত্বের ন্যায় । অবিদ্যার অদর্শন ও আশ্চর্য্যভূতত্ব লবণ রাজার দৃষ্টান্তে আবার বলি শ্রবণ কর । লবণ রাজা ক্ষণমাত্রে ৬০ বৎসরব্যাপীভ্রম সকল দেখিলেন । পরদিন তাঁহার মনে হইল আমার ভ্রান্তি দৃষ্ট মহাটবী কি সত্য সত্যই আছে ? বিন্ধ্য পর্ব্বতের মহারণ্যে যে দুঃখ পরম্পরা অনুভব করিলাম তাহা আমার মনে এখনও সংলগ্ন । দেখিতে হইবে মহটবী আছে কিনা ?

দিগ্বিজয় ব্যাজে সচিবগণের সহিত রাজা দাক্ষিণাত্যে চলিলেন । বিন্ধ্যপর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । সম্মুখে এক মহারণ্য । দেখিয়াই মনে করিলেন এই সেই মহারণ্য । ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া পূর্ব্বানুভূত সমস্তই দেখিলেন । রাজার বিস্ময়ের সীমা নাই । দুই চারি জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিস্ময় আর ও বাড়িয়া উঠিল । [দৃষ্টবান্ পৃষ্টবাংশ্চৈব জ্ঞাতবাংশ্চ বিসিস্মিয়ে] সেই চণ্ডাল সেই সব ব্যাধ সেখানে । সেই চণ্ডাল পল্লী, সেই ক্রীড়াস্থান, সেই সকল বৃক্ষ চারিদিকে দুর্ভিক্ষের অত্যাচার চিহ্ন ।

মধ্যস্থিত আকাশ অপেক্ষা মঠের মধ্যস্থিত আকাশ বড় আবার কমণ্ডলু মধ্যস্থ আকাশ ছোট—ইত্যাদি অরূপ আকাশের ক্ষুদ্র বৃহৎ রূপ বা আকার হয়; এইরূপ একই আকাশের নাম হয় ঘটাকাশ মঠাকাশ ইত্যাদি ইহা উপাধির সম্বন্ধেই হয়; স্বরূপে এক থাকিলেও ব্যবহার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত।

স্বরূপে যেমন আকাশের ভেদ নাই সেইরূপ জীবগণ স্বরূপে এক, কোন ভেদ নাই। দেহাদি রূপ উপাধি দ্বারা জীবের ভেদ দেখা যায় আর বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারা ক্রিয়া ভেদ দেখা যায়—কিন্তু স্বরূপে একই আত্মা কোন ভেদ নাই, আত্মবেত্তাগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন।

নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা।
নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা॥ ৭

ঘটাকাশ যেমন আকাশের বিকার ও নহে অবয়বও নহে সেইরূপ কোন কালে জীব আত্মার বিকারও নয় অবয়বও নয়। ৭।

নন্বত্র পরমার্থকৃত এব ঘটাকাশাদিষু রূপ কার্য্যাদি ভেদ ব্যবহার ইতি, নৈতদস্তি; যস্মাৎ পরমার্থাকাশস্য ঘটাকাশো ন বিকারঃ, যথা সুবর্ণস্য রুচকাদিঃ; যথা বা অপাং ফেন বুদ্ বুদ হিমাদিঃ; নাপ্যবয়বঃ, যথা চ বৃক্ষস্য শাখাদিঃ। ন তথাকাশস্য ঘটাকাশঃ বিকারাবয়বৌ যথা, তথা নৈবাত্মনঃ পরস্য পরমার্থসতো মহাকাশস্থানীয়স্য ঘটাকাশস্থানীয়ো জীবঃ সদা সর্ব্বদা যথোক্ত দৃষ্টান্তবৎ ন বিকারঃ নাপ্যবয়বঃ। অত আত্মভেদকৃত ব্যবহারো মৃষৈবেত্যর্থঃ॥ ৭

শিষ্য। ঘটাকাশের রূপ ও কার্য্য যাহা তাহাত পরমার্থরূপ আকাশেরই রূপ বা কার্য্য—ইহা না হইবে কেন?

আচার্য্য। না তাহা হইতে পারেনা। কারণ সুবর্ণের বিকার যেমন কুণ্ডল কঙ্কণ, জলের বিকার যেমন বুদ্ বুদ্ বরফাদি সেইরূপ কিছু পরমার্থরূপ আকাশের বিকার ঘটাকাশ নহে। আবার বৃক্ষের যেমন-

শাখাদি অবয়ব আছে সেইরূপ আকাশের অবয়ব যে ঘটাকাশ তাহাও নহে। কাজেই ঘটাকাশ সম্বন্ধে যে ভেদ ব্যবহার তাহা পরমার্থরূপ আকাশ সম্বন্ধে প্রযুজ্য হয়ইনা।

সেই জন্য বলা হইল ঘটাকাশটা আকাশের বিকারও নয় অথবা অবয়বও নয়। এইরূপে জীবকেও কোন কালে আত্মার বিকারও বলা যায় না আর অবয়ব ও বলা যায় না। অর্থাৎ পরমার্থসত্যরূপ মহাকাশ স্থানীয় এক অখণ্ড অদ্বৈত নিরাকার পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন যে আত্মা—সেই আত্মার ঘটকাশ স্থানীয় জীব কখনও বিকার নহেন অবয়বও নহেন অতএব আত্মভেদকৃত ব্যবহার নিশ্চয়ই মিথ্যা।

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাপি মলিনো মলৈঃ॥ ৮।

যেমন অবিবেকী বালকের নিকটে আকাশ ধূলি ধূমাদি যুক্ত মলিন হইয়া ভাসে, সেইরূপ অবুদ্ধ অজ্ঞ জনের নিকটে আত্মাও ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্ম ফল দ্বারা মলিন বলিয়া প্রতিভাত হন।

যস্মাৎ যথা ঘটাকাশাদি ভেদবুদ্ধি নিবন্ধনো রূপ কার্য্যাদি ভেদ ব্যবহারঃ, তথা দেহোপাধি-জীবভেদকৃতো জন্ম মরণাদি ব্যবহারঃ; তস্মাৎ তৎকৃতমেব ক্লেশকর্ম্ম ফল মলবত্ত্বম্ আত্মনো ন পরমার্থত ইত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িষন্নাহ—যথা ভবতি লোকে বালানামবিবেকিনাং গগনমাকাশং ঘনরজোধূমাদি মলৈর্ম্মলিনং মলবৎ, ন গগন যাথাত্ম্যবিবেকবতাম, তথা ভবত্যাত্মা পরোঽপি, যো বিজ্ঞাতা প্রত্যক্ —ক্লেশকর্ম্ম ফল মলৈর্ম্মলিনোঽবুদ্ধানাং—প্রত্যগাত্মবিবেকরহিতানাং, নাত্মবিবেকবতাম্। ন হি ঊষর-দেশস্তৃট্‌বৎ প্রাণ্যধ্যারোপিতোদক ফেনতরঙ্গাদিমান্, তথা নাত্মা অবুধারোপিত ক্লেশাদি মলৈর্ম্মলিনো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৮।

আচার্য্য। চৈতন্য যিনি তিনি উপাধি মুক্তই থাকুন বা উপাধি যুক্তই থাকুন সর্ব্বকালেই নির্ম্মল শুদ্ধ সর্ব্বসংস্কার শূন্য। আত্মাতে কোন ক্লেশ কখন থাকেনা। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও

অভিনিবেশ এই উপাধিকৃত ক্লেশ বা মলিনতা জীবাত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। অনিত্যে নিত্যবোধ, অশুচিতে শুচিজ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান এবং অনাত্মায় আত্মজ্ঞান ইহা অবিদ্যা। চেতন পুরুষ চিদাভাস্ আপনা ভুলিয়া যখন অচেতন্ প্রকৃতিকে অহং বলেন তখন হয় অস্মিতা। সুখের কামনা হইতেছে রাগ, সুখে ব্যাঘাত যে দেয় তাহার উপর হয় দ্বেষ এবং মরণাদি ত্রাস হইতেছে অভিনিবেশ। আত্মাতে এই পঞ্চবিধ ক্লেশ নাই। আবার জীবও কখন ব্রহ্মের অংশ নহেন কারণ চৈতন্যের অংশ কখনই হয় না। জীব আবার ব্রহ্মের বিকারও নহে। আর লোকে যে বলে উপাধি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মই জীবশব্দ বাচ্য হয়েন ইহাও অযুক্ত। কারণ ব্রহ্ম চিরদিনই উপাধি রহিত শুদ্ধ। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই তথাপি বিবেকহীন বালক যেমন নির্ম্মল আকাশকে ধূলিধূম মলিন দেখে সেইরূপ মূর্খ লোকে বলে জীব রাগ দ্বেষ মলিন, জীব অনেক, জীব অল্পজ্ঞ ইত্যাদি। অর্থাৎ অবিবেকী বালকের চক্ষে যেমন নির্ম্মল আকাশ ধূলিধূম মলিন মত ভাসে সেইরূপ পরব্রহ্মরূপ আত্মাই বিচারহীন পুরুষের নিকট ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল ইত্যাদি মলযুক্ত হইয়া প্রতীত হয়। ব্রহ্মে চিৎপ্রভা আপনা হইতেই উঠে মত বোধহয়, ব্রহ্মে বোধ বিশেষের আবির্ভাব আপনা হইতেই হয় মত মনে হয়। ইহাকে যিনি দেখেন তিনি মহামন। মহামনে সমস্ত সঙ্কল্প উঠে। ব্রহ্মের আভাস মায়ার উপর পড়িলে মায়া এই আভাসকে জীব এবং ঈশ্বর কল্পনা করিয়া, জীব ঈশ্বর সাজাইয়া জগৎ রচনা করেন, শুধু শুধু বন্ধ মোক্ষ ভাব তুলেন। সর্ব্বশরীরে এক শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মাই আছেন তথাপি অজ্ঞ জনে সেই এককে বহু মনে করে, সেই সুখময় আনন্দময়কে নানা ভাবে দুঃখী ভাবিয়া লয়। যেমন অত্যন্ত তৃষ্ণাকাতর পুরুষ উষর ভূমিকেও জল ফেন তরঙ্গাদি বিশিষ্ট ভাবিয়া লয়, তথাপি উষর দেশ কিন্তু জলফেন তরঙ্গ যুক্ত কখনই হয় না, উষর দেশ প্রকৃত পক্ষে উষর দেশই থাকে, সেইরূপ সদা শুদ্ধ নির্ব্বিকার প্রত্যগাত্মাতে অবুদ্ধ অবিবেকী অজ্ঞানী ক্লেশাদি আরোপ করিলেও তিনি মলিন হননা। শুদ্ধ আত্মাতে মনের শোক মোহ, প্রাণের ক্ষুধা পিপাসা এবং দেহের

জনন মরণ আরোপ করা হইলেও আত্মা কখন ও বিকারবান্ মলিন সদোষ হননা ॥ ৮ ॥

মরণে সম্ভবে চৈব গত্যা গমনয়োরপি।
স্থিতৌ সর্ব্বশরীরেষু চাকাশেনাবিলক্ষণঃ ॥ ৯ ॥

মরণ, উৎপত্তি, গমনাগমন, এবং সর্ব্বশরীরে স্থিতি এই সমস্ত ব্যাপার যেমন আকাশের নাই সেইরূপ আত্মারও নাই—অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয়ে ঘটাকাশের সহিত আত্মার বৈলক্ষণ্য নাই ॥ ৯ ॥

পুনরপ্যুক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি। ঘটাকাশ জন্ম নাশ গমনাগমন স্থিতিবৎ সর্ব্ব শরীরেষু আত্মনো জন্মমরণাদ্যাকাশেন অবিলক্ষণঃ প্রত্যেতব্য ইত্যর্থঃ। পরিচ্ছিন্ন ঘটেষু স্থিতির্গমনাগমন জন্মবিনাশশ্চ ঘটাকাশস্য প্রতীতি মাত্রং ন বস্তুতো যথা তথাত্মনো[illegible] মরণাদীতি ভাবঃ ॥

শিষ্য। জীব মরণের পরে আপন কর্ম্ম অনুসারে স্বর্গে যায় নরকে পড়ে; স্বর্গ নরকে সুখ দুঃখাদি ভোগের পরে আবার পৃথিবীতে কোন যোনিতে জন্মে সেখানে প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে আবার কত কর্ম্ম সঞ্চয় করে সেই জন্য আবার পরলোকে কত কি ভোগ করে জীবের গতাগতির ত শেষ নাই। এই জীব কিরূপে গমনাগমন শূন্য, সদা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব একরস হইবে?

আচার্য্য। ঘটের উৎপত্তিতে যেমন ঘটাকাশ উৎপন্ন হইল মনে হয়, ঘটের ধ্বংস হইলে যেন ধ্বংস হইল মনে হয়, ঘটকে কোথাও লইয়া গেলে আকাশও যেন গমন করিল মনে হয়, ঘট এক স্থানে থাকিলে যেন আকাশও একস্থানে স্থিত মনে হয়, এই সব যে মনে হয় তাহা ঘটরূপ উপাধির সম্বন্ধ বশতঃই হয়, কিন্তু ঘট হইতে আকাশকে পৃথক্‌রূপে দেখিলে দেখা যায় আকাশ উৎপত্তি বিনাশাদি রহিত একরস মাত্র। সেইরূপ আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পরিপূর্ণ একরস আত্মাতে জনন মরণ সুখ-দুঃখ পরলোকে গমন, তথা হইতে আগমন ইত্যাদি বোধ সেটা শরীরাদি উপাধির সম্বন্ধ বশতঃই হয়; কিন্তু আপন স্বরূপে নিরুপাধি

আত্মা, আকাশবৎ গমনাগমনাদি ধর্ম্মরহিত, সদা একরূপ, পরিপূর্ণ, বিজ্ঞান ঘন ॥৯॥

সঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নবৎ সর্ব্বে আত্মমায়া বিসর্জ্জিতাঃ।
আধিক্যে সর্ব্বসাম্যে বা নোপপত্তির্হি বিদ্যতে ॥১০॥

সমস্ত সঙ্ঘাত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন প্রাণাদির সমষ্টিরূপ দেহ সমস্ত, আত্মমায়া দ্বারা বিরচিত। দেবতাদির দেহ অধিক শক্তিসম্পন্ন যদি বল অথবা পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া সর্ব্বদেহ সমান যদি বল তাহা হইলেও সংঘাত যে সত্য ইহা কিছুতেই সম্ভব নয় ॥১০॥

ঘটাদিস্থানীয়াস্তু দেহাদি সংঘাতাঃ স্বপ্নদৃশ্যদেহাদিবৎ মায়াবিকৃত দেহাদিবচ্চ আত্মমায়া-বিসর্জ্জিতাঃ। আত্মনো মায়া অবিদ্যা তয়া বিসর্জ্জিতাঃ প্রত্যুপস্থাপিতাঃ ন পরমার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বে সংঘাতা দেহাঃ স্বপ্নবৎ আত্ম-অজ্ঞান কল্পিতা এবেত্যর্থঃ। যদি আধিক্যম্ অধিকভাবঃ তির্য্যগদেহাদ্যপেক্ষয়া দেবাদিকার্য্য করণ সংঘাতানাং; যদি বা সর্ব্বেষাং সমত্বৈব, তেষাং ন হ্যুপপত্তি সম্ভবঃ সদ্ভাব প্রতিপাদকো হেতুর্ব্বিদ্যতে নাস্তি, হি যস্মাৎ; তস্মাৎ অবিদ্যাকৃতা এব, ন পরমার্থতঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥১০॥

শিষ্য। দেহাদি সংঘাত কোথা হইতে আসিল?

আচার্য্য। স্বপ্নে যেমন দেহাদি দেখা যায় সেইরূপ আত্মার আশ্রিত মায়া বা আত্মশক্তি দ্বারা সমস্ত বিশ্ব রচিত। আত্মা পূর্ণ। চিৎ স্বরূপ। চিৎস্বরূপ আত্মার প্রভাই সৃষ্টিরূপে দেখা যায়। পরিপূর্ণ আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্‌। আত্মা সঙ্কল্প তুলিতেও পারেন, নাও পারেন। বেদান্তমতে স্বভাবতঃ আত্মা হইতে আত্মশক্তির স্ফুরণ হয়। আত্মশক্তিতে, সমস্ত সঙ্কল্প তুলিবার সামর্থ্য রহিয়াছে। কল্পনার অর্থ হইতেছে শক্তি। ক্লিপ সামর্থ্যে। শক্তি জাগিলেই আত্মার প্রভা সেই শক্তিতে প্রতিফলিত হয়। ইহাই চিদাভাস। এই চিদাভাস উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া উপাধির মত আপনাকে মনে করেন। উপাধি খণ্ড বলিয়া চিদাভাসও খণ্ডমত মনে হয়। আত্মা কিন্তু স্বস্বরূপে সর্ব্বদাই আছেন। এই সঙ্কল্পই প্রথমে সূক্ষ্ম থাকেন ক্রমে স্থূল হইয়া জগৎরূপে ভাসেন।

মূঢ় পুরুষের দৃষ্টিতে কোন দেহে বৈষম্যের আধিক্য, কোন দেহে অল্পতা অনুভূত হয় মাত্র। দেবতার দেহ বা পশ্বাদির দেহ চৈতন্য সম্বন্ধে অধিক অল্প হইলেও পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া সাম্যও আছে। সংঘাত অধিক হউক বা অল্পই হউক সংঘাত কখন সত্য হইতে পারেনা। সংঘাত বা দেহ মিথ্যা কারণ ইহা চিরদিন থাকেনা, সমানভাবেও থাকেনা। বিশ্বও এইরূপ বলিয়া বিশ্বও মিথ্যা। একমাত্র আত্মাই সত্য। যাহা অনাত্মা তাহা চিরদিনই মিথ্যা।

রসাদয়ো হি যে কোশা ব্যাখ্যাতাস্তৈত্তিরীয়কে।
তেষামাত্মা পরো জীবঃ খং যথা সম্প্রকাশিতঃ ॥১১॥

রসাদি—অন্নময়াদি যে পাঁচটি কোশ তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে পরমাত্মাই সেই সকল কোশের আত্মারূপ জীব। এই প্রকরণে খং যথা ইত্যাদি দৃষ্টান্তে আত্মা হ্যাকাশবৎ ইত্যাদি শ্লোকে সম্প্রকাশিত হইয়াছে সম্যক্ বর্ণিত হইয়াছে ॥১১॥

উৎপত্ত্যাদি বর্জ্জিতস্য অদ্বয়স্যাস্য আত্মতত্ত্বস্য শ্রুতি প্রমাণকত্ব প্রদর্শনার্থং বাক্যানি উপন্যস্যন্তে—রসাদয়োঽন্নরসময়ঃ প্রাণময়ঃ ইত্যেবমাদয়ঃ কোশা ইব কোশাঃ, অস্যাদেরিব উত্তরোত্তরস্যাপেক্ষয়া বহির্ভাবাৎ পূর্ব্বস্য, ব্যাখ্যাতা বিস্পষ্টমাখ্যাতাঃ তৈত্তিরীয় শাখোপনিষদ্বল্ল্যাং, তেষাং কোশানামাত্মা, যেনাত্মনা পঞ্চাপি কোশা আত্মবন্তোঽন্তরতমেন। স হি সর্ব্বেষাং জীবননিমিত্তত্বাৎ জীবঃ। কোঽসাবিত্যাহ—পর এবাত্মা, যঃ পূর্ব্বং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতঃ। যস্মাদাত্মনঃ স্বপ্নমায়াদিবৎ আকাশাদিক্রমেণ রসাদয়ঃ কোশলক্ষণাঃ সংঘাতা আত্মমায়া-বিসর্জ্জিতা ইত্যুক্তম্। স আত্মা অস্মাভির্যথা খং তথেতি সম্প্রকাশিতঃ "আত্মা হ্যাকাশবৎ" ইত্যাদি শ্লোকৈঃ। ন তার্কিক পরিকল্পিতাত্মবৎ পুরুষবুদ্ধি-প্রমাণগম্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১১॥

আচার্য্য। উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম রহিত এক অদ্বয় আত্মাই সত্য ইহা শ্রুতি হইতে দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নরসময়, প্রাণময় ইত্যাদি পঞ্চ কোষ ব্যাখ্যাত আছে।

শিষ্য। পঞ্চকোশের সম্বন্ধে কিছু বলিবেন?

আচার্য্য। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মার এই পঞ্চকোশ।

(১) অন্নময় কোশ অন্নরসের পরিণাম।

(২) পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিয়া প্রাণময় কোশ।

(৩) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় যুক্ত মন হইতেছে মনোময় কোশ।

(৪) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় যুক্ত বুদ্ধি হইতেছে বিজ্ঞানময় কোশ।

(৫) অবিদ্যা বা কারণ শরীর---আমাকে আমি জানিনা—ইহা হইতেছে আনন্দময় কোশ।

খড়্গের যেমন খাপ সেইরূপ আত্মার এই পঞ্চকোশ। খড়্গের কোশ যেমন খড়্গ হইতে বাহ্য সেইরূপ এই কোশ গুলি ক্রম অনুসারে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম হইয়াছে। এই পঞ্চকোশ আত্মা দ্বারা আত্মবান্ হইয়া আছে। বাস্তবিক কোশ ইহারা নহে কোশের মত।

শিষ্য। আত্মা সেই কোশ সমূহের জীব কিরূপে?

আচার্য্য। আত্মা সমস্ত কোশের জীবন স্বরূপ বলিয়া ইনি অন্নময়াদি কোশের জীব।

শিষ্য। এই জীব কে?

আচার্য্য। ইনিই পরমাত্মা। পূর্ব্বে **"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"** বলিয়া ইঁহার কথাই বলা হইয়াছে।

শিষ্য। সংঘাত কিরূপে সৃষ্ট হইল?

আচার্য্য। আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি ক্রমে অন্নময়াদি কোশ রূপ সংঘাত আত্মার মায়া দ্বারা—আত্মার শক্তি দ্বারা স্বপ্ন মত রচিত হইয়াছে। আত্মা আকাশে অভিমান করিয়া আমি আকাশ এইরূপ যেন ভাবনা করেন আমরা "আত্মা আকাশবৎ" শ্লোকে পূর্ব্বে ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছি। নৈয়ায়িকেরা যেরূপে আত্মার কল্পনা করেন এই মনুষ্যবুদ্ধি কল্পিত আত্মার কথা আমরা বলি নাই। শ্রুতিপ্রমাণে আত্মার কথাই বলিতেছি।

দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধুজ্ঞানে পরংব্রহ্ম প্রকাশিতম্।
পৃথিব্যামুদরে চৈব যথাকাশঃ প্রকাশিতঃ॥ ১২

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে মধুব্রাহ্মণ তাহাতে অধিদৈব ও অধ্যাত্মরূপ ভিন্নস্থানে "অয়মেব স ইতি" এই সেই এই প্রকারে পরব্রহ্মরূপ প্রত্যগাত্মাকে দেখান হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে যেমন জীব ব্রহ্মের একতাপ্রকাশিত হইয়াছে মধুব্রাহ্মণেও তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। কিরূপ? না যেমন পৃথিবী ও উদরে আকাশ প্রকাশিত অর্থাৎ পৃথিবী বিষয়ে ও উদরবিষয়ে একই আকাশ আছে ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে সেইরূপ মধুব্রাহ্মণে পৃথিবী আদি সম্বন্ধে অধিদৈবরূপ আর শরীর সম্বন্ধে অধ্যাত্মরূপে পর ব্রহ্মই প্রকাশিত হইয়াছেন॥১২॥

কিঞ্চ অধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ পৃথিব্যাদ্যন্তর্গতঃ য বিজ্ঞাতা পর এবাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বমিতি দ্বয়োর্দ্বয়োঃ আদ্বৈতক্ষয়াৎ পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্। কেত্যাহ—ব্রহ্মবিদ্যাখ্যং মধু অমৃতম্, অমৃতত্বং মোদনহেতুত্বাৎ, তদ্বিজ্ঞাযতে যস্মিন্নিতি মধুজ্ঞানং-মধুব্রাহ্মণং তস্মিন্নিত্যর্থঃ। কিমিব? পৃথিব্যামুদরে চৈব যথৈক আকাশোঽনুমানেন প্রকাশিতো লোকে তদ্বদিত্যর্থঃ॥১২

প্রশ্ন। শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের একতা প্রতিপাদক মন্ত্র কিরূপ বলা হইয়াছে।

উত্তর। **अधिदैव मध्यात्मञ्च तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः पृथिव्याद्यन्तर्गतो यो विज्ञाता पर एवात्मा ब्रह्म सर्व्वमिति।** অধিদৈব অধ্যাত্ম তেজোময় অমৃতময় পৃথিব্যাদির অন্তর্গত যে বিজ্ঞাতা পুরুষ তিনিই পরমাত্মা। সমস্তই ব্রহ্ম।

প্রশ্ন। মধু ব্রাহ্মণে দ্বৈতক্ষয় করিয়া কিরূপে ব্রহ্মকে প্রকাশ করা হইয়াছে?

উত্তর। মধু অর্থ অমৃত। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমরত্বই মোক্ষ। মোক্ষই পরমানন্দ প্রাপ্তির হেতু। এই জন্য

মূলাধারে যে কুণ্ডলিনী শক্তি বাস করেন, তাঁহাকেই অপান ভাবে ভাবনা কর, আর হৃদয়-কমলে প্রদীপ-কলিকাকার জ্যোতিরূপে যে জীব-চৈতন্য বিরাজ করেন, ইঁহাকেই প্রাণরূপে ভাবনা কর, তৎপর নিভৃত-মনে ধারাবাহিকভাবে এই উভয়ের ধ্যান কর, এই ধ্যানের ফলে ক্রমে যখন তোমার উচ্চ অধিকার লাভ ঘটিবে, তখন বিমল ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার আলোকে তুমি সাম, ঋক্ প্রভৃতি অন্তঃশক্তি-নিচয়ের বিশিষ্ট মূর্ত্তি সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। তুমি স্বীয় দুষ্কৃতি-ফলে তোমার চিত্তকে এতদূর অবনমিত করিয়াছ, যে বর্ণমালার ছন্দোবদ্ধ মূর্ত্তি ত অনেক দূরের কথা, মূলাধারচক্রে চিত্ত স্থির করিতেই তোমার বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। এই নিম্ন-অধিকারে তোমাকে উচ্চ অধিকারের উপদেশ করিলে তুমি তাহাতে চিত্ত ধারণা করিতে পারিবেনা। যাহা হউক, এখন পরবর্ত্তী মন্ত্র শ্রবণ কর।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্গায়তি, তস্যোপ-ব্যাখ্যানম্ ॥১॥ দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশং স্তে ছন্দোভি-রচ্ছাদয়ন্যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্ ॥২॥ তানু তত্র-মৃত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্য্যপশ্যদৃচি সাম্নি যজুষি। তেনু বিত্বোর্দ্ধা ঋচঃ সাম্নোযজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্ ॥৩॥ যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যে বাতিস্বরত্যেবং সামৈবং যজুরেষ ভ স্বরো যদেতদক্ষর-মেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্ ॥৪॥ স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌত্যেতদেবাক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি, তৎপ্রবিশ্য যদমৃতাদেবাস্তদমৃতো ভবতি ॥৫

ইতি তৃতীয়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥

পদানুসরণী] ওমিত্যেতদিত্যাদি প্রকৃতস্যাক্ষরস্য (উদ্গীথস্য) পুনরু-পাদানম্ উদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাসনান্তরিতত্বাদন্যত্র প্রসঙ্গো মাভূদিত্যেবমর্থম্। প্রকৃতস্যাক্ষরস্যামৃতা-ভয়গুণবিশিষ্টস্যাপাসনং বিধাতব্যমিত্যারম্ভঃ। ওমিত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। দেবা বৈ মৃত্যোর্মারকাদ্ বিভ্যতঃ, কিং কৃতবন্ত

ইত্যুচ্যতে। ত্রয়ীং বিদ্যাং ত্রয়ীবিহিতং কর্ম্ম প্রাবিশন্ প্রবিষ্টবন্তো বৈদিকং কর্ম্ম প্রারব্ধবন্ত ইত্যর্থঃ। তন্মৃত্যোস্ত্রাণং মন্যমানাঃ। কিঞ্চ তে কর্ম্মণি অবিনিযুক্তৈঃ ছন্দোভি র্মন্ত্রৈঃ জপহোমাদি কুর্ব্বন্ত আত্মানং কর্ম্মান্তরেষ্বচ্ছাদয়ন্ ছাদিতবন্তঃ। যদ্ যস্মাৎ এভির্ম্মন্ত্রৈঃ অচ্ছাদয়ন্, তৎ তস্মাৎ ছন্দসাং মন্ত্রাণাং ছন্দস্ত্বং প্রসিদ্ধমেব। তাং স্তত্র দেবান্ কর্ম্ম-পরান্ মৃত্যুর্যথা লোকে মৎস্যঘাতকোমৎস্যমুদকে নাতিগম্ভীরে পরিপশ্যেৎ বড়িশোদকস্রাবোপায়সাধ্যং মন্যমান এবং পর্য্যপশ্যৎ দৃষ্টবান্ মৃত্যুঃ, কর্ম্মক্ষয়োপায়সাধ্যান্ দেবান মেনে ইত্যর্থঃ। ক্কাসৌ দেবান্ দদর্শ ইত্যুচ্যতে ঋচি সাম্নি যজুষি। ঋগ্‌যজুঃ সাম সম্বন্ধি কর্ম্মণীত্যর্থঃ তেনু দেবা বৈদিকেন কর্ম্মণা সংস্কৃতাঃ শুদ্ধাত্মানঃ সন্তো মৃত্যোশ্চিকীর্ষিতং বিদিতবন্তঃ। বিদিত্বাচ তদূর্দ্ধা ব্যাবৃত্তাঃ কর্ম্মভ্যঃ, ঋচঃ সাম্নোযজুষঃ ঋগ্‌যজুঃসাম-সংবন্ধাৎ কর্ম্মণঃ অভ্যুত্থায় ইত্যর্থঃ। তেন কর্ম্মণা মৃত্যুভয়াপগমং প্রতি নিরাশাস্তদপাস্য অমৃতাভয়গুণমক্ষরং স্বরশব্দিতং প্রাবিশন্নেব প্রবিষ্টবন্তঃ, ওঙ্কারোপাসনপরাঃ সংবৃত্তাইত্যর্থঃ ॥৩॥ কথংপুনঃ স্বরশব্দবাচ্যত্বমক্ষরস্যেত্যুচ্যতে। যদাবৈ ঋচমাপ্নোতি ওমিত্যেবাতিস্বরতি; এবং সাম, এবং যজুঃ। এষ এব উ স্বরঃ, কোঽসৌ ? যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং, তৎপ্রবিশ্য যথাগুণমেব অমৃতা অভয়াশ্চাভবন্ দেবাঃ ॥৪॥ স যোঽন্যোঽপি দেববদেব এতদক্ষরমেবমমৃতাভয়গুণং বিদ্বান্ প্রণৌতি স্তৌতি। উপাসনমেবচাত্র স্তুতিরভিপ্রেতা। স তথৈবেতদেবাক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি তৎপ্রবিশ্যচ রাজকুলং প্রবিষ্টানামিব রাজ্ঞো ঽন্তরঙ্গবহিরঙ্গতাব ন পরস্য ব্রহ্মণো ঽন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গতা-বিশেষঃ, কিন্তর্হি যদমৃতা দেবা যেনামৃতত্বেন যদমৃতা অভূবন্, তেনৈবামৃতত্বেন বিশিষ্টা স্তদমৃতো ভবতি, ন ন্যূনতা নাপ্যধিকতা অমৃতত্বে ইত্যর্থঃ ॥৫

বঙ্গানুবাদ] 'ওঁ' এই অক্ষর উদ্‌গীথ, কেননা ইহা উচ্চস্বরে গান করা হয়, তাহারই উপব্যাখ্যান চলিতেছে। (পূর্ব্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করা হইল, উদ্দেশ্য—অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা হইতেছে, মনে না হয়)।

দেবগণ মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ত্রয়ীবিদ্যায় (বেদ বিহিত কর্ম্মে) প্রবেশ করিলেন। (কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিবিহিত কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন),

তাঁহারা ছন্দঃ বা মন্ত্রসমূহদ্বারা (যে মন্ত্রসমূহ কর্ম্মে বিনিযুক্ত হয় নাই, এমন মন্ত্র সমূহ জপ করিতে করিতে তদ্দ্বারা নিজ নিজ স্বরূপকে) আচ্ছাদন করিলেন। এই সকল (মন্ত্র) দ্বারা যে আচ্ছাদন করিলেন, তাহাই ছন্দঃ-সমূহের ছন্দোনামের কারণ। (মৎস্যঘাতক) যেরূপ (অল্পজল বিশিষ্ট) জলাশয়ে মৎস্য দেখিতে পায়, সেইরূপ মৃত্যু সেই দেবতাদিগকে ঋক্ সাম ও যজুর্বেদে (বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মে অবস্থিত) দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা (বৈদিক কর্ম্মদ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি-দেবগণ) (মৃত্যুর অভিপ্রায়) বুঝিতে পারিয়া ঋক্ যজু ও সাম (বিহিত কর্ম্ম) হইতে বিরত হইয়া (কর্ম্মদ্বারা মৃত্যুভয় অপগমনে নিরাশ হইয়া) স্বরমধ্যেই (অমৃত ও অভয় গুণ সম্পন্ন স্বর নামক ওঙ্কারেই) প্রবিষ্ট হইলেন (প্রণবোপাসনা-পরায়ণ হইলেন)। (প্রণব-অক্ষরকে কেন 'স্বর' বলা হয়, এখন তাহাই বলা যাইতেছে—) ব্রহ্মচারী যখন ঋক্ আয়ত্ত করে, তখন সাতিশয় আদর-বুদ্ধিতে ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বকই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ সাম ও যজুর্বেদ আয়ত্ত করিবার পূর্ব্বে ও ওঙ্কার উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। অতএব ইহা স্বর। (কাহাকে স্বর বলা হইতেছে?) এই যে অমৃতও অভয়গুণসম্পন্ন অক্ষর (ইহাকেই স্বর বলা হইতেছে) তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ অমৃত ও অভয় হইলেন। যিনি ইহ, এইরূপে অবগত হইয়া অক্ষরের স্তব (উপাসনা) করেন, তিনি এই অমৃতও অভয়গুণ-সম্পন্ন স্বরনামক ওঙ্কারেই প্রবেশ করিয়া থাকেন। তাহাতে প্রবেশ করিয়া যে অমৃতগুণে দেবগণ অমৃত হইয়াছিলেন, তাহারই প্রাসাদে তিনিও অমৃত ও অভয় হইয়া থাকেন।

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

আচার্য্য] বৎস, পূর্ব্বে (দ্বিতীয় কণ্ডিকায় দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায়) তোমায় বলিয়াছি---উপাসনাশূন্য কেবল কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু-অতিক্রম অসম্ভব। এই মন্ত্রে শ্রুতি স্পষ্ট ভাষায় তাহাই বলিলেন। জীব কিরূপ উপাসনায় অমৃত ও অভয় হইতে পারে, কেন কর্ম্ম দ্বারা অমৃত হইবার সম্ভাবনা নাই দেবগণের অমৃত লাভের উদাহরণ করিয়া

তৎসমুদয়ই ব্যাখ্যা করিলেন। এখন বল, এই মন্ত্রে তোমার কি জিজ্ঞাসা করিবার আছে ?

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, দেবগণের উদাহরণে দেখা গেল—কর্ম্মদ্বারা মৃত্যুভয় নিবারণ হয় না, অমৃত ও অভয় লাভের জন্য উপাসনাই করিতে হইবে। ইহাই যদি হইল, তবে আর কর্ম্ম করিয়া বৃথা সময়ক্ষেপে প্রয়োজন কি ? জীবের ত আকাঙ্ক্ষা অমৃত ও অভয় লাভে—জীব চায় অমর হইতে, সে চায় চিরদিনের জন্য অভয় বা ভয়শূন্য হইতে। শ্রুতি অমর ও অভয় হইবার কৌশল উপদেশ করিলেন, দেবগণের দৃষ্টান্তে তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। তবে আর বৃথা কর্ম্ম করিয়া এই বিঘ্ন-বহুল ক্ষুদ্র জীবনের অপব্যবহার করা কেন ? উপাসনা দ্বারা অমৃত ও অভয় হইবার জন্য চেষ্টা করাইত সঙ্গত।

আচার্য্য] বৎস, কর্ম্মদ্বারা চিত্তবিশুদ্ধ না হইলে উপাসনা-স্তরে স্থিতি লাভ করা অসম্ভব। জীবন যে ক্ষুদ্র ও বিঘ্ন-বহুল, ইহা মনে রাখাও কিয়ৎপরিমাণ অন্তর্ম্মুখতা-সাপেক্ষ। অশুদ্ধ-চিত্তে এতটুকু অন্তর্ম্মুখতাও থাকে না। তুমি শ্রুতির প্রভাবে আজ এই প্রশ্ন করিবার অবসর পাইয়াছ ; নচেৎ এই প্রশ্ন তোমার চিত্তে ও স্বাভাবিক নহে। এই ঘোর কলিযুগে কতলোক উপাসনার আবশ্যকতাই স্বীকার করেন না। বরং তাঁহারা মনে করেন—"যে ধর্ম্মোন্মাদই ভারতবর্ষের অবনতির একমাত্র হেতু—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই ভারত মরিয়াছে। এই নবযুগে ভারতকে নবজীবন লাভ করিতে হইবে—কর্ম্ম করিতে হইবে। সভা, সমিতি, বক্তৃতা, কথোপকথন প্রভৃতি উপায়ে—ভারতের দুর্দ্দশা ভারতকে বুঝাইতে হইবে"। যে সকল দেশ ও দেশবাসীকে শ্রুতি আসঙ্গরূপ পাপের মূর্ত্তি বলিয়া পরিহার করিতে উপদেশ করিয়াছেন, কর্ম্মপন্থী এই সকল লোক তাহাদিগকেই গুরুস্থানে স্থাপন করিয়া ভারতের নব জাগরণে আপনারা শিষ্যত্ব করিতে অভিলাষ করেন। এই সময়ে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম বৃথা চেষ্টা বলিয়া অভিহিত, উপাসনা আলস্যমাত্র। এই সময়ের লোক হইয়া তোমার পক্ষে কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপাসনার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া এরূপ প্রস্তাব করা অসম্ভব হইত,

যদি তুমি শ্রুতির প্রভাবে না আসিতে। কিন্তু সৌম্য, তোমার এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কতক্ষণ টিকিবে? পুঞ্জীভূত কর্ম্মসংস্কার যখনই তোমাকে বহির্ম্মুখ করিবে, তখনই কর্ম্মফল-লভ্য বিকৃত স্বাধীনতা, কর্ম্মজনিত ভোগের সৌন্দর্য্য, তোমার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিবে। তখন কর্ম্ম কেন, বিকর্ম্ম পর্য্যন্ত তোমার রুচিকর হইয়া উঠিবে। এই জন্যই কর্ম্মের অধিকার চরিতার্থ না হইলে উপাসনায় অধিকার হয় না। কর্ম্ম, উপাসনা—সকলই অধিকার সাপেক্ষ। যাহার যাহাতে অধিকার নাই, সাময়িক সৌন্দর্য্য লোভে সে তাহা ধরিতে গেলে সুফল হয় না, বরং কুফলই হয়। আকাশবিহারী পক্ষীর সুবিধা ভোগ করিতে যাইয়া কচ্ছপের দুর্দ্দশা যাহা হইয়াছিল, তাহা তোমার স্মরণ আছে; অনধিকারী ব্যক্তির অবশ্যম্ভাবী কুফল, এইরূপ অধঃপতন।

দেবগণের চিত্ত বিশুদ্ধ, তাঁহারা কর্ম্ম করিতে যাইয়াই বুঝিলেন—কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যু-অতিক্রমের আশা নাই। এই অল্পজলবিশিষ্ট জলাশয়ের অন্তস্তলে ডুবিয়া থাকিলেও—মৃত্যু প্রদত্ত খাদ্যের প্রলোভনে 'বড়শী' গলাধঃকরণ করিয়া আমাদিগকে মরিতে হইবে, অথবা জলাশয়ের জল নিষ্কাশন করিয়া মৃত্যু আমাদের বিনাশ সাধন করিবে। এই অনুভূতিই দেবসমাজের চিত্তবিশুদ্ধির চিহ্ন। এই অনুভূতি দেবগণকে অল্পজলে থাকিতে দিল না, গভীর সাগর সঙ্গমে লইয়া গেল। তাঁহারা এই গভীর জলে ডুবিয়া মৃত্যুর অদৃশ্য হইলেন।

ভগবতী শ্রুতির মুখে এই আখ্যায়িকা শুনিয়াও উপাসনায় অনধিকারী বিকর্ম্মসেবী আধুনিক ব্যক্তিগণ 'পিতামহীর উপকথা' বলিয়া ইহা উপেক্ষা করেন। ইঁহারা মৃত্যুপরিচালিত হইয়া অপ্রতিবিধেয় তীব্র গতিতে পতঙ্গলীলার অনুকরণে ছুটিয়াছেন। এই তীব্র বিক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ অনুভূতি ইহাদের হৃদয়ে বিকসিতই হইতে পারে না। বর্ষার নিম্ন আকাশ যেমন নিবিড় জলদজালের আবরণে স্বীয় হৃদয়রত্ন সূর্য্যদেবকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ বিকর্ম্মসেবীর হৃদয়াকাশে এই অনুভূতি, দুষ্কৃতির আবরণে আবৃত। এই যে সংসার-রঙ্গে নিত্য নূতন মৃত্যুর অভিনয় হইতেছে—এই যে হৃদয়-সঞ্চিত বৈষম্যের স্ফুলিঙ্গ,

দিগন্তব্যাপী সমরাগ্নিরূপে দেদীপ্যমান হইয়া জাতি ও ব্যক্তির বিকর্ম্ম-বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ভস্মসাৎ করিয়া অসার প্রতিপন্ন করিতেছে, তথাপি ইঁহারা প্রবুদ্ধ নহেন। শ্রুতি যাহাদিগকে প্রত্যক্ষ মৃত্যু বলিয়া দূরে পরিহার করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন, যে দেশকে মৃত্যুর আবাসভূমি বলিয়া শ্রুতি অগম্য বলিয়াছিলেন, এই যে নবীন ভারত তাহাদিগকেই আদর্শরূপে-গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহাদেরই প্রসাদে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছে, এই যে শিক্ষার জন্য গৌরবের জন্য, সভ্যতার জন্য, সেই দেশকেই অভিগম্য বলিয়া মনে করিয়াছে, সুশোভন বিজয়-মাল্য বোধে আদর করিয়া মৃত্যুপাশ কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে, বিশুদ্ধ অনুভূতির অভাবই ইহার কারণ। শাস্ত্রীয় কর্ম্মদ্বারা হৃদয় নির্ম্মল না হইলে এই বিশুদ্ধ অনুভূতির স্ফুরণ অসম্ভব।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, আপনার উপদেশে আমি বুঝিতে পারিলাম—কর্ম্মদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে উপাসনা-রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার হয় না। শাস্ত্রবিহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বাভাবিক কর্ম্মের অনুশীলনে চিত্ত মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের মত নির্ম্মল হয়, তখন তাহাতে নিত্যোদিত জ্ঞান-সূর্য্য প্রকটিত হন। এইরূপ বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিই কর্ম্মফল যে ক্ষয়শীল, তাহা বুঝিতে পারেন। এদিকে সদ্যোবিকশিত জ্ঞানের আলোকে উপাসনা-রাজ্যের রাজপথ আলোকিত হয়—তিনি উপাসনারাজ্যে প্রবেশ করেন, মোটামুটি এ কথাগুলি আমি বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু একটা কথা আমার স্মরণ হইতেছে, আপনি একদিন শ্রুতিব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উপদেশ করিয়াছিলেন—ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মৃত্যু অতিক্রমের দ্বিতীয় পথ নাই। আপনি এবিষয় শ্রুতিবাক্যও উল্লেখ করিয়াছিলেন—**তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়**। কিন্তু এখানে দেখিতেছি, দেবগণ উপাসনারাজ্যে প্রবেশ করিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করিলেন। এ বিরোধের পরিহার কি?

আচার্য্য] বৎস, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যে অমৃত পদলাভ হয়, তাহাই মুখ্য, আর উপাসনালভ্য অমৃত-পদ গৌণ। ভগবতী শ্রুতি কর্ম্মদ্বারা

সন্তানের চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া তাহাকে উপাসনারাজ্যে প্রবেশ করাইবার জন্য উপাস্যস্থানকে অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—প্রথম গৌণ অমৃতলাভেই সন্তানকে লুব্ধ করিতেছেন, কারণ এ অমৃতের আস্বাদে হৃদয় সবল ও একাগ্র না হইলে মুখ্য অমৃত-পদে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে না।

অথ খলু য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইত্যসৌ বা আদিত্য উদ্গীথ এষ প্রণব ওমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি ॥১॥ এতমু এবাহমভ্যগাসিষন্তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ, রশ্মীংস্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াদ্বহবো বৈ তে ভবিষ্যন্তীত্যধিদৈবতম্ ॥ ২ ॥

পদানুসরণী] প্রাণাদিত্য-দৃষ্টি-বিশিষ্টস্য উদ্গীথস্য উপাসন-মুক্তমেব অনূদ্য প্রণবোদ্গীথয়োরেকত্বং কৃত্বা তস্মিন্ প্রাণরশ্মি-ভেদ-গুণ-বিশিষ্ট-দৃষ্ট্যা অক্ষরস্য উপাসনমনেকপুত্রফলমিদানীং বক্তব্যমিত্যারভ্যতে।

অথখলু য উদ্গীথঃ (সামগানাম্) স প্রণবো বহ্বৃচানাম্। যশ্চ প্রণবস্তেষাং স এব ছান্দোগ্যে উদ্গীথশব্দবাচ্যঃ। অসৌ বা আদিত্য উদ্গীথঃ এষ প্রণবঃ, প্রণব শব্দবাচ্যোঽপি স এব বহ্বৃচানাম্। নান্যঃ। উদ্গীথ আদিত্যঃ কথম্? উদ্গীথাখ্যমক্ষরম্ ওমিত্যেতদেষহি যস্মাৎ স্বরন্ উচ্চারয়ন্ (অনেকার্থত্বাদ্ধাতূনাম্) অথবা স্বরন্ গচ্ছন্ এতি অতোঽসাবুদ্গীথঃ সবিতা ॥ ১

এতম্ উ এব অহম্ অভগাসিষম্ আভিমুখ্যেন গীতবানস্মি আদিত্য-রশ্ম্যভেদং কৃত্বা ধ্যানং কৃতবানস্মি ইত্যর্থঃ। তেন তস্মাৎ কারণান্মম ত্বমেকোঽসি পুত্র ইতি হ কৌষীতকিঃ কুষীতকস্যাপত্যং কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ উক্তবান্। অতোরশ্মীন্ আদিত্যঞ্চ ভেদেন ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ পর্য্যাবর্ত্তয় ইত্যর্থঃ ত্বং যোগাৎ। এবং বহবো বৈ তে তব পুত্রা ভবিষ্যন্তীত্যধিদৈবতম্ ॥ ২

বঙ্গানুবাদ] (প্রাণ ও আদিত্য দৃষ্টি লইয়া উদ্গাথের উপাসনা যাহা বলা হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহারই অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) করিয়া

প্রণব ও উদ্গীথের অভেদ বর্ণনা পূর্ব্বক প্রাণ ও আদিত্য-রশ্মির বহুত্ব-দৃষ্টি লইয়া উদ্গীথ উপাসনা বহুপুত্র-ফলদায়ক, ইহাই বর্ণনা করিবার জন্য পঞ্চম কণ্ডিকার অবতারণা)।

যাহা উদ্গীথ শব্দবাচ্য, তাহাই (ঋগ্বেদিগণের) প্রণব। যাহা (ঋগ্বেদিগণের) প্রণব, তাহাই (ছান্দোগ্যে) উদ্গীথ (নামে অভিহিত)। ঐ আদিত্য ই উদ্গীথ, ইনিই প্রণব ; কারণ এই আদিত্য (স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের স্ব স্ব কর্ম্ম প্রবৃত্তির জন্য) 'ওম্' এই অনুজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক উদিত হয়েন। ইঁহাকেই আমি অভিমুখীন হইয়া গান (আদিত্য ও রশ্মির অভেদ ভাবনা পূর্ব্বক ধ্যান) করিয়াছিলাম, তাই আমার তুমি একমাত্র (সন্তান), এইরূপে কৌষীতকি (কুষীতক পুত্র) পুত্রকে বলিয়াছিলেন (অতএব) তুমি রশ্মি সমূহকে (আদিত্য হইতে) ভিন্ন মনে করিয়া ভাবনা করিবে। (এইরূপ করিলে) তোমার বহু পুত্র লাভ হইবে। ইহাই আধিদৈবিক উপাসনা ॥ ২ ॥

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

আচার্য্য] বৎস, ইতঃপূর্ব্বে তৃতীয় কণ্ডিকায় প্রাণ ও আদিত্য দৃষ্টি লইয়া উদ্গীথ উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি সেই প্রাণ ও আদিত্যের রশ্মিভেদ ভাবনা পূর্ব্বক উদ্গীথ উপাসনার অবতারণা করা হইতেছে। বহুপুত্র কামী ব্যক্তি এই উপাসনার ফলে বহুপুত্র লাভ করেন।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, প্রাণ ও আদিত্যের রশ্মিভেদ উপাসনার ফলে বহু পুত্র লাভ কিরূপে সম্ভবপর ? পুত্র লাভ কি মানুষের ইচ্ছাধীন ? ইচ্ছা করিলেই কি অপুত্রক পুত্রবান্ হইতে পারে ?

আচার্য্য] বৎস, প্রবল বাধা না থাকিলে সকাম দম্পতির মিলন ব্যর্থ হয় না। পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি সকাম ভাবে মিলিত হইয়াও যেখানে বিফল-কাম হয়েন, সেখানে প্রবলতর অদৃষ্ট ও দৃষ্ট বিঘ্ন বর্ত্তমান, বুঝিতে হইবে। অদৃষ্ট বিঘ্ন দৃষ্টবিঘ্নরূপেই পিতৃমাতৃ-দেহে উদিত হইয়া সন্তানসৃষ্টির বাধা উৎপাদন করে, ফলে মানব-দম্পতি

উৎসব।

—০০০—

আত্মারামায় নমঃ।
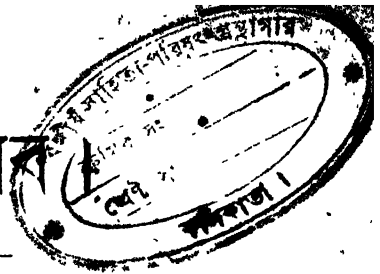
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৬শ বর্ষ } সন ১৩২৮ সাল, ভাদ্র। { ৫ম সংখ্যা।

[আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপপ্রণেতা শ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত]

শ্রীসদাশিবঃ শরণং।

নমো গণেশায়॥

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ॥

প্রেতিপরায়ণ শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

প্রার্থনাতত্ত্ব।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

জিজ্ঞাসুর চাতকবৃত্তির ব্যভিচার হইয়াছে কিনা এই প্রশ্নের সমাধান।

বক্তা—তোমার চাতকী বৃত্তির ব্যভিচার হইয়াছে কিনা তাহা স্থির করিতে হইলে, বিচার করিতে হইবে, তুমি ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার কাছে কিছু গ্রহণ করিয়াছ কিনা। মানুষের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিলেই যে তাহা ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে গ্রহণ হয়, তাহা নহে, ভগবান্ অনেক সময়ে মানুষ দ্বারা তাঁহার শরণাগতকে তাহার আবশ্যকীয় বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যদি কেহ কিছু দেন (ইহা ভগবানেরই দান, মানুষের দান নহে, মানুষ এ দানক্রিয়ার স্বতন্ত্র কারক নহে, এই বুদ্ধিতে) তাহা

স্বীকার করিলে, চাতকীবৃত্তির ব্যভিচার হয় না। কিন্তু মানুষ দানক্রিয়ার কর্ত্তা—স্বতন্ত্র কারক, এই বোধে যদি দান স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে চাতকীবৃত্তির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। ভগবান্ এই দানকর্ম্মের প্রয়োজক, মানুষ তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহারই সামগ্রী দিয়া থাকে, মানুষ করণকারক, মানুষের করণকারকত্ব থাকিলেও, স্বতন্ত্র কারকত্ব নাই, ত্রিভুবনে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বেশ্বরের, যিনি এবম্প্রকার মতিবিশিষ্ট, যাঁহার ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্রসত্তাবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে, সর্ব্বসত্তাপ্রদ ভগবান্কে যিনি যথার্থভাবে নিত্য নমোনম করেন, 'আমার বলিবার আমার কিছুই নাই, হে সর্ব্ব! ('সর্ব্ব' ভগবান্ বিষ্ণুর একটী নাম *) তোমারই সব, তুমিই সব, বুদ্বুদ্ আমি, সাগর তুমি, পূর্ণ তুমি, তোমারই ক্ষুদ্রতম অংশ আমি, যাঁহার এতাদৃশ ভাবের কদাচ ব্যভিচার হয় না, যাঁহার কর্তৃত্বাভিমান একেবারে বিগলিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তির চাতকীবৃত্তির কদাচ ভঙ্গ হয় না, সেই ব্যক্তির পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি, অথবা পাপকর্ম্ম দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না, তিনি সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম করিলেও, কর্ম্মলিপ্ত হন না, তাঁহার বিশুদ্ধির নাশ হয় না। †

অন্যের সকাশ হইতে সাহায্য গ্রহণ কালে তোমার হৃদয়ে কি সর্ব্বদা এইরূপ ভাব বিদ্যমান থাকে? তাহা যে থাকেনা, তোমার নিজ বচন হইতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে, তুমি অন্যের সকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিবার সময়ে, আমি ইহা ঋণরূপে গ্রহণ করিতেছি, ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎ ভাবে অর্থ পাইলেই, আমার ঋণদাতাদিগকে তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমি প্রত্যর্পণ করিব, তোমার এইরূপ বুদ্ধি হইত না। মাতা-পিতার সকাশ হইতে সন্তান যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা কি প্রত্যর্পণীয় রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে?

তুমি বলিয়াছ, "আমাকে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের গৃহে আমি গৃহচিকিৎসকের কার্য্য করিয়াছি"। তোমার এই কথা

---

* "সর্বঃ শর্বঃ, শিবঃ * *" বিষ্ণু সহস্র নামস্তোত্র—মহাভারত।

† 'এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্। তস্যৈব স্যাৎ পদবিত্তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেনেতি * * '—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৯, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

"যথা পুষ্কর পলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবংবিদি, পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যত ইতি।"—ছান্দোগ্য-উপনিষৎ।

শুনিয়া, আমার মনে হইয়াছে, তোমাকে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, মুখে তাঁহাদিগকে ঋণদাতা বলিলেও, তোমার হৃদয় তাঁহাদিগকে তদ্ভাবে গ্রহণ করেনা। তোমার হৃদয় যদি তাঁহাদিগকে ঋণদাতা বলিয়া গ্রহণ করিত, তাহা হইলে তুমি 'আমি তাঁহাদের মধ্যে অনেকের গৃহে বহুদিন গৃহচিকিৎসকের কার্য্য করিয়াছি', এইরূপ কথা বলিতেনা। চিকিৎসক রোগীর নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করেন, তাহা কি তাঁহার ঋণ বলিয়া মনে হয়? 'আমি ত ইহাদের নিকট হইতে কিছু না দিয়া, কিছু গ্রহণ করি নাই, তোমার মনে কি এইরূপ ভাব বিদ্যমান নাই? তোমার মনে যদি এইরূপ ভাব বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে, তোমার মুখ হইতে 'আমি তাঁহাদের মধ্যে অনেকের গৃহে গৃহচিকিৎসকের কার্য্য করিয়াছি,' এই কথা বহির্গত হইত না। অতএব বলিতে পারি, তুমি তোমার অর্থসাহায্যকারীদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ কালে, চাতকীবৃত্তি ত্যাগপূর্ব্বক বণিক্‌বৃত্তির আশ্রয় লইয়াছ, তোমার দেহ, বাক্ ও মনের প্রবৃত্তিতে বৈষম্য আছে, তুমি একবার বলিয়াছ, "আমি আমার সাহায্যকারীদিগের নিকট হইতে ঋণরূপে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি," অন্যবার বলিয়াছ, "আমি আমার অর্থসাহায্য-কারীদিগের মধ্যে অনেকের গৃহে বহুদিন গৃহচিকিৎসকের কার্য্য করিয়াছি", অতএব তোমার মনের ভাব সরলভাবে ব্যক্ত হয় নাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, চিকিৎসাকুশল পিতা পীড়িত সন্তানের চিকিৎসা করিয়া, আমি ইহাকে রোগমুক্ত করিয়াছি, অতএব ইহার কাছে আমার প্রাপ্য আছে, এইরূপ ভাবিয়া থাকেন কি? যে শক্তিদ্বারা তুমি রোগার্ত্তকে সুস্থ করিয়াছ, সে শক্তি কি বিশ্বপিতার নহে? তুমিই অনেকবার বলিয়াছ, 'আমি ভগবানের কাছ হইতে চিকিৎসাবিদ্যা পাইয়াছি, রোগবিমোচনসামর্থ্য লাভ করিয়াছি, আমার 'আমার' বলিবার কিছুই নাই, সকলই তাঁহার," অতএব আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, যে শক্তি দ্বারা তুমি রোগার্ত্তকে সুস্থ করিয়াছ, সে শক্তিতে কি, পিতার ধনে পুত্রের ন্যায় রোগার্ত্তের অধিকার নাই? তোমার বিদ্যাদাতা, তোমার রোগ প্রতীকার করিবার শক্তি দাতা, যে বিশ্বপিতা, রোগার্ত্ত ও যে তাঁহারই সন্তান, অতএব, রোগার্ত্তকে সুস্থ করিয়া, তাহার সকাশ হইতে 'আমার প্রাপ্যবোধে কিছু গ্রহণ করা কি ন্যায় সঙ্গত? আমি ইহাঁদের চিকিৎসা করিয়াছি, সুতরাং ইহাঁদের নিকটে আমার প্রাপ্য আছে, এইরূপ ভাবা কি তোমার কর্ত্তব্য? ভগবানের সকাশ হইতে তুমি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহাতে তোমার, 'ইহা আমার, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে,' তোমার মনে অদ্যাপি এই প্রকার বিশ্বাস আছে, তুমি অদ্যাপি

তোমার মমত্ববুদ্ধিকে পূর্ণভাবে নষ্ট করিতে পারগ হও নাই, অদ্যাপি তুমি পূর্ণভাবে ভগবানের চরণে প্রণত হইতে সমর্থ হও নাই।

এখন ভাবিয়া দেখ, যাদৃশ অবস্থাতে উপনীত হইলে, মানুষ বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে পারে, তোমার ঠিক তাদৃশ অবস্থা আসিয়াছে কিনা? এখন একবার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা কর, কোন্ অপরাধে তোমার বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তির ভঙ্গ হইয়াছে, এখন একবার ধ্যান করিয়া দেখ, বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তি কিরূপ মহতী বৃত্তি, বিশুদ্ধভাবে চাতকীবৃত্তির আশ্রয় লইয়া জীবন যাপন কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভগবান্ তোমাকে কত দয়া করিয়াছেন তাহা চিন্তা কর, বুদ্ধিদোষ বশতঃ তুমি সে অসামান্য দয়ার অপব্যবহার করিও না।

জিজ্ঞাসু—আমার অনেক ভ্রম দূরীভূত হইল বটে, কিন্তু বহুদিনের অভিমান, বহুদিনের সংস্কার অল্পদিনে, অল্পায়াসে নষ্ট হইতে পারেনা, এখনও এক একবার মনে হইতেছে, আপনি আমার যে সমস্ত দোষ দেখাইয়া দিলেন, আমি পূর্ণভাবে সেই সমস্ত দোষে দোষী নহি।

বক্তা—তোমার যাহা মনে হইতেছে, বিনা সংকোচে তুমি তাহা আমাকে বল।

চাতকীবৃত্তির আশ্রয় লইবার সংকল্পবীজ সর্ব্বশিবসংকল্পমূল ভগবান্‌ই আমার হৃদয়ে আহিত করিয়াছেন

জিজ্ঞাসু—ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিবার শক্তি ভগবান্ আমাকে দেন নাই। মরিয়া যাইব, তথাপি ভগবান্ ছাড়া অন্যের সকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিবনা, এই সংকল্প লইয়াই আমি এই মর্ত্ত্যধামে আসিয়াছিলাম। এইরূপ সংকল্প কেন হইয়াছিল, সর্ব্ব বিষয়ে সাধারণ মানুষের অসহনীয় ক্লেশ পাইলেও, এই সংকল্পকে কেন আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই, পারিনা, সহস্রবার আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, এখনও হইয়া থাকে, কিন্তু অদ্যাপি ইহার সমাধান হয় নাই, অনেক সময়ে মনে হয়, সর্ব্বসংকল্পমূল ভগবান্‌ই আমার হৃদয়ে এই প্রকার সংকল্প আহিত করিয়াছে।

বক্তা—কি কারণে তোমার এইরূপ অনুমান হইয়া থাকে? বিশুদ্ধ সংকল্প যে সর্ব্বসংকল্পস্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই আবির্ভূত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু—ভগবান্ যদি আমার হৃদয়ে এইরূপ সংকল্পের আধান না করিতেন, তাহা হইলে, আমার সংকল্প যাহাতে অব্যাহত থাকে, 'আমি ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিবনা' আমার এই সঙ্কল্পকে যাহাতে ত্যাগ করিতে না হয়, তজ্জন্য তিনি আমাকে এত দয়া করিতেন না, আমি যাহাতে আমার সংকল্পানুরূপ কার্য্য করিতে পারি, তজ্জন্য ভগবান্ আমাকে অসাধারণ-ভাবে দয়া করিয়াছেন, আমি যাহা পাইবার যোগ্য নহি, আমার মনে হয়, ভগবান্ আমাকে তাহাও দিয়াছেন।

বক্তা—ভগবান্ তোমাকে কিরূপ অসাধারণভাবে দয়া করিয়াছেন?

ভগবানের সকাশ হইতে জিজ্ঞাসুর অসাধারণভাবে দয়াপ্রাপ্তি।

জিজ্ঞাসু—তাহা ত আপনি জানেন, আমার মুখ হইতে যখন শুনিতে চাহিতেছেন, তখন বলিতেছি। ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিবনা, এই সংকল্প বাল্যবস্থাতেই হৃদয়ে জাগিয়াছিল। আমার বিদ্যালাভ ভগবানের অসাধারণ কৃপায় এই সংকল্প ত্যাগ না করিয়াই হইয়াছে, আমাকে কোন বিদ্যালয়ে বা শরীরী বিদ্যাগুরুর সকাশ হইতে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হয় নাই, আমার পূর্ণ বিশ্বাস, ভগবান্ স্বয়ং আমাকে বিদ্যা দান করিয়াছেন। আমার বিদ্যালাভ অনেকতঃ চাতকীবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক হইয়াছে। জলে ভরা সাগর আছে, সরোবর আছে, নদী আছে, পুষ্করিণী আছে, কূপ আছে, তথাপি তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যেমন পয়োধরের কাছেই পিপাসা শান্তির নিমিত্ত বারিভিক্ষা করে, বিশুদ্ধ জল লাভ করে, আমিও সেইরূপ গ্রামে গ্রামে পাঠশালা থাকিলেও, বিদ্যাশিক্ষক থাকিলেও, পিতা প্রভৃতি গুরুজনকর্তৃক বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বলপূর্ব্বক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেও, ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণ করিব না, ভগবদ্‌প্রদত্ত এই দৃঢ় সংকল্পবশতঃ কোন বিদ্যালয়ে পড়ি নাই, কোন শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ করি নাই, যার-পরনাই নিগৃহীত হইয়াছি, তথাপি কোন বিদ্যালয়ে এক কি দুই মাসের অধিক উপস্থিত হই নাই, কোন শিক্ষকের নিকট হইতে বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারি নাই। আমি প্রথমে যে বিদ্যালয়ে প্রবেশিত হইয়াছিলাম, সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, আমার সকল আবদার তিনি শুনিতেন। ইহাঁর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল, ইহাঁর ধীশক্তি প্রখর ছিল, ইনি

আমাকে দেখিবামাত্র বলিয়াছিলেন, এই ছেলেটীর ভিতরে কিছু বিশেষ পদার্থ আছে, ইহার প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়া উচিত নহে, ইহাকে ইহার সহজ প্রবৃত্তির অনুগমন করিতে দিলে, আমার বিশ্বাস, ইহার সমধিক কল্যাণ হইবে। আমি তাঁহাকে বলিতাম, 'আমি প্রথম শ্রেণীতে আপনার কাছে পড়িব, আমি নিম্ন শ্রেণীতে প্রথম ভাগ পড়িব না,' তিনি আমাকে তাহাই করিতে দিতেন, আমি সমস্তদিন তাঁহার কাছেই থাকিতাম।

বক্তা—তুমি বলিতে পার, কেন তোমার 'আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়িব, নিম্নশ্রেণীতে প্রথম ভাগ পড়িবনা' এইরূপ ইচ্ছা, এবম্প্রকার নির্ব্বন্ধ (জিদ) হইত ?

জিজ্ঞাসু—পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারিতাম না, আপনার কৃপায় এখন তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

বক্তা—এখন কি বুঝিয়াছ, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—এই জন্মে বয়োপ্রাপ্ত হইবার পরে, বহুবার মনে হইয়াছে, যদি আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আবার যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথমভাগ পড়িতে হয়, এই জন্মে যাহা শিখিয়াছি, তাহা যদি ভুলিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে কি ভয়ঙ্কর দশা হইবে ? ইহা ভাবিলেও যে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। মনে মনে ভগবানের কাছে কতবার প্রার্থনা করিয়াছি, আর আমাকে সংসারে আনিওনা, আমি আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথমভাগ পড়িতে পারিব না, 'অনশন' বানান করিতে না পারায় বাবা যেমন প্রহার করিয়াছিলেন, আবার যেন তেমন প্রহার খাইতে না হয়। আমার মনে হয়, পূর্ব্বজন্মেও আমি ভগবানের কাছে এইভাবে, ভয়চকিত হৃদয়ে, কাতরপ্রাণে, আর যেন আমাকে ক, খ শিখিতে না হয়, আমার অধীত বিদ্যার বিস্মৃতি না হয়, এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; ভগবান তাই আমার হৃদয়ে "আমি তোমার সকাশ হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিব, কোন বিদ্যালয়ে পড়িবনা, কোন মানুষ শিক্ষকের সকাশ হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিবনা,' এইপ্রকার সংকল্প আহিত করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, আমি এই নিমিত্ত বাল্যবস্থাতেই সর্ব্ববিষয়ে চাতকীবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে উৎসাহী হইয়াছি।

বক্তা—একজন পাশ্চাত্য কোবিদ এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমার শ্রোতব্য।

জিজ্ঞাসু—একজন পাশ্চাত্য কোবিদ এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, কৃপাপূর্ব্বক তাহা বলুন।

বক্তা—বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান, নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি যে ইন্দ্রিয়গণদ্বারা লব্ধ হয় না, বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা যে আধ্যাত্মিক পদার্থ, অপিচ ইহারা যে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, চিত্ত যখন সত্ত্বগুণপ্রধান হয়, তখন ইহাতে যেরূপ ইচ্ছার উদয় হয়, যে প্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিনির্ণিত হয়, তদ্রূপ ইচ্ছার অনুবর্ত্তন ও তদ্রূপ কর্ম্ম করিলে যে প্রকৃত কল্যাণ হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত উক্ত সুধীশ্রেষ্ঠ একটী বালকের জীবনকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তোমার জীবনের প্রথম অবস্থার সহিত উক্ত বালকের জীবনের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। তোমার পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ যেমন তোমাকে তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ গঠিত করিবার নিমিত্ত তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলেন, যথোক্ত বালকটীকেও তাহার মাতা-পিতা তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ গঠিত করিবার জন্য বালকটীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলেন, বালকটী বিদ্যালয়ে যাইতে অসম্মত হইয়াছিল, বিদ্যালয়ের প্রতি তাহার অপ্রীতি ছিল। শেষে সে নিজ ইচ্ছার প্রেরণানুসারে জীবনকে পরিচালিত করিয়া, উচ্চাবচ বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়া তাহার হৃদয়ের ঈপ্সিত অবস্থায় উপনীত হয়। * তুমি ৺ ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

---

* Faith is spiritual knowledge. It is knowledge entirely different from that gained from books or from any ordinary process of education. * * * There was a boy whose parents had designed for him the education and schooling of the college. He refused it. He disliked the school. He was cast adrift at an early age and obliged to look out for himself. He followed his impulses. He served in one occupation after another, for a time; got discharged or left in disgust; engaged in another with similar result; and so went on several years in what seemed a shiftless vacillating course of life. Yet this earlier life of change and apparent indecision led him at last into occupation which he had capacity and liking for, and in which he made his mark. * * * But his higher self or spirit was all this time leading that boy through such changes in order to plant him in the right spot "—— The Gift of the Spirit, PP 88-89.

বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের প্রতি বিশেষতঃ প্রীতিহীন কি? 'আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথমভাগ পড়িতে পারিব না, 'অনশন' বানান করিতে না পারায় বাবা যেমন প্রহার করিয়াছিলেন, আবার যেন তেমন প্রহার খাইতে না হয়,' তোমার পূর্ব্বোক্ত এই কথাগুলির অভিপ্রায় কি?

জিজ্ঞাসু—প্রায় ত্রিশখানি ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ আমি নষ্ট করিয়াছি, তথাপি আমার বর্ণপরিচয় হয় নাই, আমি এমন বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছিলাম। ভগবান্ যে কুঞ্জরমূর্খকে ও প্রাজ্ঞ করিতে পারেন, নিজ জীবন হইতে আমার তাহা বিশ্বাস হইয়াছে।

বর্ণপরিচয় হইতে বিলম্ব হইবার কারণ এবং জিজ্ঞাসুর স্বাভাবিক বিশিষ্টতার হেতু।

বক্তা—তোমার বর্ণপরিচয় হইতে বিশেষতঃ বিলম্ব হইবার কারণ কি? বুদ্ধিমান্দ্য ও মেধাহীনতাই কি তাহার কারণ?

জিজ্ঞাসু—পূর্ব্বে তাহাই মনে হইত, কিন্তু এখন মনে হয়, বুদ্ধিমান্দ্য ও মেধাহীনতাই তাহার কারণ নহে।

বক্তা—বর্ণপরিচয় হইতে বিশেষতঃ বিলম্ব হইবার আর কোন্ কারণ এখন তোমার বুদ্ধিগোচর হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ শিক্ষা করিতে আমার ভাল লাগিত না, অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। আমাকে যিনি পড়াইতে আসিতেন, আমার তাঁহার কথাতে মন দিবার ইচ্ছা হইত না। কেবল বাল্যাবস্থায় নহে, অদ্যাপি আমার কোন মানুষের কাছ থেকে কিছু শিক্ষা করিবার উৎসাহ হয়না, কেহ কিছু শিখাইতে আসিলে অদ্যাপি আমার উন্মনীভাব হয়, আমি শূন্যমনস্ক হইয়া থাকি, শিক্ষকের উপদেশে আমি ঠিক অবধান (attention) দিতে পারিনা। আমার ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ।

বক্তা—তোমার এই বিশিষ্ট ভাবের কারণ কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছ?

জিজ্ঞাসু—ইহা আমার স্বাভাবিক বিশিষ্টতা (Natural peculiarity)

বক্তা—যখন বাল্যাবস্থা হইতেই তোমার এইরূপ বিশিষ্ট ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তখন যে ইহা তোমার সহজ ভাব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তথাপি এই বিশিষ্টতা নিষ্কারণ নহে, তাহা তোমার মনে করা উচিত। যে বিশিষ্ট সংস্কারের প্রেরণায় তুমি চাতকী বৃত্তির অনুরাগী হইয়াছ, সেই বিশিষ্ট সংস্কারই

তোমার এই স্বাভাবিক বিশিষ্টতার হেতু। ভগবান্ বা ভগবদ্-আদিষ্ট, ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত কোন পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবনা, ইহা তোমার পূর্ব্বজন্মের সংকল্প, এই সংকল্প বশতঃ কোন মানুষের সকাশ হইতে বিদ্যাগ্রহণকালে তোমার চিত্ত অবধানশূন্য হয়, উন্মনীভূত হয়। তুমি যে অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ শিক্ষা করিবার সময়ে কষ্ট অনুভব করিতে, জন্মান্তরের বর্ণ-পরিচয়ের সংস্কারও তাহার কারণ। এখন তোমাকে যদি কেহ বর্ণ শিক্ষা দিতে আসেন, তাহা হইলে, যে কারণে তোমার কষ্টবোধ হইবে, যে কারণে তুমি শিক্ষকের উপদেশে অবধান দিতে পারিবেনা, সেই কারণেই বাল্যা-বস্থাতে বর্ণপরিচয় কালে তুমি কষ্ট অনুভব করিয়াছ, সেই কারণেই তুমি তখন নিম্নশ্রেণীতে প্রথম ভাগ পড়িতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলে।

সংস্কার ও কর্ম্মাশয় সম্বন্ধে দুই এক কথা।

জিজ্ঞাসু—সকলেই ত পূর্ব্বজন্মের সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব্বজন্মের বিদ্যা, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বাসনা, পূর্ব্বজন্মের প্রজ্ঞা জাতমনুষ্যমাত্রকেই ত অনুগমন করে, তবে আমার ন্যায় অন্যের এইরূপ স্বাভাবিক বিশিষ্টতা দেখিতে পাই না কেন? ত্রিশখানি বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ নষ্ট করিয়াও বর্ণপরিচয় হয় নাই, এমন বিশিষ্ট মানুষ আমি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না।

বক্তা—অসাধারণ কার্য্যের অসাধারণ কারণ স্বীকার করিতেই হইবে। অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ ইহাদের যে নিয়ত চেষ্টা বা কর্ম্ম হইতেছে, তৎ সমস্তই অন্তঃকরণে বিধৃত হইয়া থাকে, কর্ম্মসমূহের অন্তঃকরণে আহিত অবস্থার নাম সংস্কার, প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুজাতের অনুপস্থিতিকালেও তুমি যে উহাদিগকে ভাবিতে পার, প্রত্যক্ষ করিবার পরে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুজাতের অন্তঃকরণে বিধৃত সংস্কারই তাহার কারণ। সমস্ত অনুভূত বিষয়ই সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে।

জিজ্ঞাসু—অনুভূত বিষয় সমূহের মধ্যে কোন কোন বিষয়ের যে স্মরণ হয়না, তাহার কারণ কি? একজনের স্মৃতিশক্তি যে অন্য একজনের স্মৃতিশক্তি হইতে হীনতর হয় তাহার হেতু কি?

বক্তা—চিত্তের ধৃতিশক্তিদ্বারা সমস্ত অনুভূত বিষয়ই বিধৃত হইয়া থাকে, তবে অনুভবের অতীব্রতা, আহারের অশুদ্ধি, দীর্ঘ কাল, অবস্থান্তর-পরিণাম, বোধের মলিনতা ইত্যাদি বিস্মৃতির কারণ থাকিলে, সকল অনুভূত বিষয়ের স্মরণ সর্ব্বদা হয় না। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে, চিত্তশুদ্ধি হইলে ধ্রুব (স্থির) স্মৃতি হয়, শুদ্ধসত্ত্বের কদাচ

কোন বিষয়ের বিস্মৃতি হয় না। আহারের শুদ্ধি হইতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, শ্রুতি 'আহার' বলিতে এ স্থলে কেবল রসনেন্দ্রিয় দ্বারা আহৃত সাত্ত্বিক বস্তুকেই লক্ষ্য করেন নাই। * জীব যেমন অনাদি, জীব যেমন সৃষ্ট পদার্থ নহে, জীবের সংস্কার ও তেমনি অনাদি।

জিজ্ঞাসু—জীব অনাদি এবং জীবেব সংস্কাব ও অনাদি, ইহা দুর্ব্বোধ্য বিষয়, পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ এই কথা শুনিয়া হাসা কবিবেন।

বক্তা—ইহা দুর্ব্বোধ্য বিষয়, সন্দেহ নাই, পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ এই কথা শুনিয়া হাস্য করিতে পাবেন, তুমি ত ইহা শুনিয়া হাস্য কবিবেনা ?

জিজ্ঞাসু—নিশ্চয় না।

বক্তা—পূর্ব্বজন্মেব সংস্কাব জাত ব্যক্তিমাত্রকেই অনুগমন কবে, তবে তোমাব মত বিশিষ্টতা অন্যে দেখিতে পাওনা কেন, তোমার এই প্রশ্নেব উত্তব দিবাব নিমিত্ত আমি অতি সংক্ষেপে কর্ম্ম ও কর্ম্ম সংস্কাব সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। কর্ম্মাশয় পুণ্য, অপুণ্য ও পুণ্যাপুণ্য বা মিশ্রজাতীয় বহু সংস্কাবেব সমষ্টি, এই বহু সংখ্যক কর্ম্মসংস্কাবেব মধ্যে কতকগুলি প্রধান এবং কতকগুলি অপ্রধান বা সহকাবী। যে বলবান্ কর্ম্মাশয় প্রথমে ও প্রকৃষ্টরূপে ফলবান্ হয়, তাহা প্রধান, যে কর্ম্মাশয় স্বীয় অনুরূপ এক প্রধান কর্ম্মাশয়েব সহকাবিরূপে ফলবান্ হয়, তাহা অপ্রধান। পুনঃ পুনঃ কৃত কর্ম্ম হইতে, অথবা তীব্রভাবে অনুভূত ভাব হইতে প্রধান কর্ম্মাশয় হয়, অন্যথা অপ্রধান কর্ম্মাশয় হইয়া থাকে। মবণেব ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ত্তমান জন্মে আচবিত কর্ম্মেব সংস্কাব সমূহ চিত্তে যুগপৎ উদিত হয়, তখন প্রধান ও অপ্রধান সংস্কাব সকল যথাযোগ্যভাবে সজ্জিত হইয়া উঠে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেব কোন কোন অনুরূপ সংস্কাব আসিয়া এই কালে যোগ দেয়, এবং বর্ত্তমান জন্মেব প্রধান সংস্কার সকলেব বিসদৃশ সংস্কাব অভিভূত হইয়া যায়। বেদ-শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন, যে যে ভাব স্মবণ পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ হয়,

---

* "আহাবশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ভোক্তাব ভোগেব নিমিত্ত যাহা আহৃত হয়, অর্থাৎ শব্দাদিবিষয়বিজ্ঞান 'আহার' শব্দেব অর্থ। বাগ-দ্বেষ, মোহাদি দোষসমূহ দ্বাবা অসংস্পৃষ্ট বিষয়-বিজ্ঞানই 'আহাব' শব্দেব অর্থ ("আহারশুদ্ধৌ বাগদ্বেষমোহদোষৈ বসংস্পৃষ্ট বিষয়-বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ।"—ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্য।)

তত্তৎভাবানুসারে জন্ম হইয়া থাকে। * সুশ্রুত সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, 'যে সকল মনুষ্য পূর্ব্বজন্মে নিরন্তর শাস্ত্রচিন্তন করেন, সতত শাস্ত্রচিন্তন দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধি ভাবিত হয়, শাস্ত্রসংস্কারবিশিষ্ট হন, তাঁহারা বর্ত্তমান জন্মে সত্ত্বগুণপ্রধান হন, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি হয়, তাঁহারা জাতিস্মর হইয়া থাকেন, [পূর্ব্বজন্মের অভ্যস্ত বিদ্যাদি তাঁহাদের অল্পায়াসেই সমুপস্থিত হয়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বজন্মে যেমন শুভাশুভ কর্ম্ম করে, তদনুসারে পরজন্মে ফল প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্ব দেহে যে যে রূপ অভ্যাস করে, পরজন্মে সেই সেই রূপ গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। † শতপথব্রাহ্মণ বা বৃহদারণ্যকের শ্রীমুখ হইতে এই সত্য শুনিয়াছ।

অতএব তোমার কর্ম্মাশয়ের সহিত যাহার কর্ম্মাশয় সর্ব্বাংশে সমান হইবে, তাঁহার জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ এই ত্রিবিধ কর্ম্মবিপাক তোমার জাত্যাদি ত্রিবিধ কর্ম্ম বিপাকের সদৃশ হইবে, যদি তাহা না হয়, তবে তোমার বিশিষ্টতা অন্যে দৃষ্ট হইবে কেন ? পূর্ব্বজন্মের বিদ্যাদি জাতমাত্রকেই সমভাবে অনুবর্ত্তন করেনা, মনুষ্যমাত্রের চিত্তে পূর্ব্ব সংস্কার সমূহ সমভাবে উদবুদ্ধ হইতে পারেনা, মনুষ্যমাত্রেই জাতিস্মর হয় কি ? মনুষ্যমাত্রেই সমবুদ্ধি, একরূপ গুণসম্পন্ন হয় কি ? সকলেই কি সমপ্রতিভাবিশিষ্ট ? তুমি যাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছ, এখন তাহা বল।

জিজ্ঞাসু--ত্রিশখানি প্রথম ভাগ নষ্ট করিয়াও আমার বর্ণপরিচয় হইলনা, দেখিয়া পিতৃদেব আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। একদিন তিনি আমাকে 'অনশন' বানান করিতে বলেন, আমি বানান করিতে পারি নাই। পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবং এতদিন পরে 'অনশন' বানান করিতে পারিলাম না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, এবং আমাকে প্রহার করেন। আমি অত্যন্ত অভিমানী ছিলাম, আমি সর্ব্বশক্তিমানের, সর্ব্ববিদ্যাধারের, রাজাধিরাজের ছেলে, বাল্যাবস্থাতেই আমার হৃদয়ে এই বিশ্বাসবীজ কেহ রোপণ

* "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবেতি কৌন্তেয় ! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ গীতা, ৮।৬

† "ভাবিতাঃ পূর্ব্বদেহেষু সততং শাস্ত্রবুদ্ধয়ঃ।
ভবন্তি সত্ত্বভুয়িষ্ঠা পূর্ব্বজাতিস্মরা নরাঃ॥
কর্ম্মণা চোদিতো যেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে।
অভ্যস্তাঃ পূর্ব্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্॥
—সুশ্রুতসংহিতা, শারীরস্থান, ২য় অধ্যায়।

করিয়াছিলেন। পিতার প্রহার খাইয়া আমার পরম লাভ হইল, আমার করুণাময় পরম পিতার কোমল প্রাণ এই নিমিত্ত ব্যথিত হইয়াছিল। এই ঘটনার ছয় মাস পরে আমার যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখিলাম, আমি বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পাঠশালার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছি। ইহার পর অত্যল্প দিনের মধ্যে আমি স্থূল শরীরী শিক্ষকের অতি সামান্য সাহায্য লইয়া সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছিলাম। আমি যে ভাবে সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছিলাম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস, একালে তাহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, আমি যে ভাবে সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছি, তাহা ভাবিলে আমিই বিস্মিত হই, তাহা ভাবিলে আমার বিস্ময়পূর্ণ কৃতজ্ঞ হৃদয় শতবার তাহা উপযুক্ত পাত্রকে জানাইবার নিমিত্ত আমাকে উৎসাহিত করে, মুখরীকৃত করে। তিন মাস আমি একজন পণ্ডিতের কাছে (প্রতিদিন দশ কি পনর মিনিটের অধিক সময় তিনি দিতে পারিতেন না) ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। তিন মাসের মধ্যে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ব্যাকরণ, কৌমুদী ব্যাকরণ, সটীক মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, অমরকোষ, ঋজুপাঠ, ভট্টিকাব্য, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয, শিশুপাল বধ, মেঘদূত, নৈষদ, সাহিত্যদর্পণ, ছন্দোমঞ্জরী, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, উত্তরচরিত, মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক, বেণী-সংহার ও কাদম্বরী এই সকল গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, আমি আমার শরীরী বিদ্যাগুরুর কাছে সকল গ্রন্থ পড়ি নাই, অনেকগুলি গ্রন্থ আমি আমার হৃদয়পুণ্ডরীকশয়ন অশরীরিগুরুদেবের সমীপে গভীর রজনীতে অধ্যয়ন করিয়াছি।

বক্তা—তুমি কিরূপে অশরীরিগুরুদেবের সমীপে অধ্যয়ন করিয়াছ?

জিজ্ঞাসু—সে রূপ অপরূপ। আমার বিদ্যাপিপাসা বাল্যাবস্থাতেই অতিমাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, পিপাসাক্ষামকণ্ঠ জলের জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, জল পাইলে যেমন অতি স্পৃহার সহিত তাহা পান করে, আমার প্রবল বিদ্যাপিপাসা আমার হৃদয়কে বিদ্যার জন্য সেই প্রকার ব্যাকুল করিয়াছিল, কোন গ্রন্থ পাইলে আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, তাহা পড়িতাম, কোন ভগবদ্‌ভক্ত বিদ্বানের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, আমি অনন্যমনা হইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতাম, প্রাণভ'রে তাঁহার সেবা করিতাম। আমার বিশিষ্ট প্রকৃতি আমাকে গভীর রজনীতে আমার অন্তরে নিয়ত বিরাজমান আমার প্রকৃত মাতা-পিতার, আমার সদা প্রসন্ন অশরীরি-জ্ঞানদাতার

সমীপবর্ত্তী হইতে প্রেরণ করিত, আমার বিশ্বাস, আমি শক্তিহীন বলিয়া; অকিঞ্চন বলিয়া আমার দয়ার সাগর, আমার প্রেমের আকর আমাকে (নিতান্ত মলিন হইলেও বাৎসল্যের পারাবার বলিয়া) স্বয়ং কাছে টানিয়া লইতেন, আমাকে বিদ্যা দান করিতেন।

বক্তা—কিরূপে তাহা করিতেন?

জিজ্ঞাসু—এ কি লীলা প্রভো! যেরূপে করিতেন তাহা ত আমা হইতে আপনি ভাল জানেন। নিশীথে আমি গ্রন্থ পড়িতাম, অনেক সময়ে কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, বুঝিবার নিমিত্ত অস্থির হইতাম, বড় কাতর প্রাণে কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া আহ্বান করিতাম, অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত, কাহারও প্রেরণায় প্রার্থনা করিতাম—'সর্ব্বান্তঃকরণে যে যাহা চায়, শুনিয়াছি, তুমি তাহাকে তাহা দাও, তাহা দিবার শক্তি তোমার আছে, আমি তাই তোমার কাছে বিদ্যা ভিক্ষা করিতেছি, মেধা ভিক্ষা করিতেছি, গ্রন্থ বুঝিবার শক্তি চাহিতেছি, আমাকে বিদ্যা দান কর, আমাকে মেধা দান কর, আমাকে গ্রন্থ বুঝিবার শক্তি প্রদান কর, তুমি ভিন্ন এ অকিঞ্চনের আর যে কেহ নাই, তুমি ভিন্ন আর কাহার সকাশ হইতে আমার যে কিছু গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও হয় না।' অনেক দিন অরণ্যে রোদনের ন্যায় প্রার্থনা নিষ্ফল হইয়াছে, তথাপি তিনি নিশ্চয় আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, এই আশাকে ছাড়িতে পারি নাই।

বক্তা—'ভগবান্ নিশ্চয় আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন' তোমার ইহা আশা না কাম তাহা তোমার কিরূপে নিশ্চয় হইয়াছিল?

জিজ্ঞাসু—'আশা' ও 'কাম' ইহারা যে ঠিক সমান পদার্থ নহে, তাহা জানি, কিন্তু 'আশা' ও 'কাম' এই পদার্থদ্বয় যে নিমিত্ত সমান নহে, তাহা জানি না, তবে 'ভগবান্ নিশ্চয় আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন' এইপ্রকার দৃঢ় নিশ্চয়কে আমি 'আশা' বলিয়া বুঝিয়া থাকি।

বক্তা—আজ না হয় কাল আমার এই দ্রব্যের লাভ সর্ব্বথা হইবেই, এবম্প্রকার বিশ্বাসের সহিত কালমাত্রের প্রতীক্ষারূপ তৃষ্ণাবিশেষের নাম আশা, এবং অনিশ্চিতের প্রতীক্ষার নাম 'কাম'। 'আশা'কেও অনৃতা (—মিথ্যা—ফল-রহিতা) ও সত্যা এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। আমার প্রার্থিত বস্তু আমি নিশ্চয় পাইব, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত তুমি যখন কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, তখন আশার যথোক্ত লক্ষণানুসারে উহাকে 'কাম' না বলিয়া 'আশা' বলাই সঙ্গত। যাক্, তারপর?

জিজ্ঞাসু—তাহার পর শরীরি গুরুর কাছ হইতে যেমনভাবে বিদ্যালাভ হয়, আমি তেমনিভাবে আমার হৃদয়স্থিত অশরীরিবিজ্ঞানদাতার সকাশ হইতে বিদ্যালাভ করিয়াছি। আমার অন্তরে থাকিয়া জিজ্ঞাসুরূপে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, বক্তা বা গুরুরূপে তিনিই উত্তর দিয়াছেন, আমি বুঝিতে পারিতাম না, ইহ শরীরি-বাণী কি অশরীরি-বাণী, মানুষ কথা কহিলে যেমন শুনা যায়, আমি ঠিক তেমনিভাবে তাঁহার কথা শুনিতে পাইতাম, আমার বোধ হইত, কোন মানুষ যেন আমাকে পড়াইতেছেন। আমার যেরূপ উপলব্ধি হইয়াছে, আমি আপনাকে ঠিক তাহাই জানাইলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহা আমার মস্তিষ্কের বিকার নহে।

বক্তা—তোমার উপলব্ধিকে বিকৃত মস্তিষ্কের অযথা উপলব্ধি বা ভ্রান্তি বলা যাইতে পারেনা। তুমি যখন এইরূপে বিদ্যালাভ করিয়াছ, বিদ্যালাভার্থ তুমি যখন সাধারণের আশ্রয়ণীয় উপায়ের আশ্রয় লও নাই, তখন তোমার এতাদৃশ উপলব্ধিকে মানস বিকার বলা যায়না।

জিজ্ঞাসু—কিছুদিন শরীরি-শিক্ষকের কাছে সংস্কৃত পড়িয়াছিলাম, কিন্তু এ, বি, সি, ডি পর্য্যন্ত আমি কোন শরীরধারীর কাছে পড়ি নাই। ভগবান্ এক বৎসরের মধ্যে আমাকে ইংরাজী ভাষা শিখাইয়াছিলেন, একবৎসরের পরে আমি তখনকার এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষার্থী তিন চারিটী ছাত্রকে ইংরাজী, সংস্কৃত ও গণিত পড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। গণিত, বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ, দর্শন, এককথায় সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ এবং সঙ্গীত-কলা এই সকলে আমার সহজ অনুরাগ ছিল। ভগবানের অসাধারণ করুণায় আমি স্বল্প-দিনের মধ্যে এই সমস্ত বিদ্যাতে কিঞ্চিৎ প্রবেশলাভ করিতে পারগ হইয়াছিলাম। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে আমি কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, এবং একজন সুবিদ্বান্, সহৃদয় আয়ুর্ব্বেদকুশল পুরুষের সমীপে আমি অল্পদিন আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়া-ছিলাম। প্রত্যেক শিব-রাত্রিতে লোকশঙ্কর শঙ্করের সকাশ হইতে এবং শ্রীরামনবমীতে প্রাণারাম সীতারামের নিকট হইতে আমি বিদ্যা ও যোগ, গ্রন্থ ও

---

*"নিশ্চিতস্য লাভস্য প্রতীক্ষণং আশা। অনিশ্চিতস্যাপেক্ষা কামঃ।"—তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণভাষ্য।

"কশ্চিদ্দ্রব্যাদিলাভঃ সর্ব্বথা ভবিষ্যতীত্যেবং নিশ্চিত্যাস্য বা শ্বোবেত্যেবং কালমাত্রপ্রতীক্ষণরূপস্তৃষ্ণাবিশেষঃ আশা।" তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণভাষ্য।

অর্থ লাভ করিয়াছি। আমি যে ভাবে পাণিনি ব্যাকরণ ও মহাভাষ্য পাইয়াছি, যে ভাবে বৈদিক গ্রন্থ সকল লাভ করিয়াছি, যাঁহার কাছে যে ভাবে এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহা আপনি অবগত আছেন, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষ শরীরি-গুরুসাহায্য পাই নাই, অর্থাভাববশতঃ অনেক সময়ে আমাকে পুস্তকালয় হইতে গ্রন্থ আনিয়া তাহা হাতে লিখিয়া লইতে হইয়াছে, তৈলের অভাব বশতঃ জ্যোৎস্নাতে পড়িতে হইয়াছে, বহুদিন অন্ন জুটিতনা, ক্ষুধা হইলে বাগানে যাইয়া (পরের বাগানে নহে) পেয়ারা খাইয়া ক্ষুধার শান্তি করিতে হইয়াছে। তথাপি 'ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিব না' আমি আমার এই সংকল্পকে ত্যাগ করি নাই। এমন দিন গিয়াছে, যাহার স্মৃতি অদ্যাপি হৃদয়কে প্রকম্পিত করে, যাহা মনে পড়িলে আজিও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। অল্পদিনের মধ্যে ভগবান্ কিছু বিদ্যা দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ছাত্র পড়াইয়া সামান্য অর্থ অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলাম। ছাত্র পড়াইয়া যাহা কিছু পাইতাম, তদ্দ্বারা (বহুদিন স্বয়ং অনশনে বা অদ্ধাশনে থাকিয়া, অনন্যোপায় পরিবার-বর্গকে অদ্ধাশনে রাখিয়া) গ্রন্থ সংগ্রহ করিতাম। আমার করুণাময় ভগবান্ অকস্মাৎ কিছু চিকিৎসা বিভূতি প্রদান করেন, এত কষ্ট পাইয়াও, আমি যখন 'ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিব না' আমার এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম না, তখন তিনি আমাকে রোগাপহরণশক্তি প্রদান করেন, প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে আমাদ্বারা নিরাময় করিয়া, ভগবান্ আমাকে আমার পরিবারবর্গের সহিত রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। আমার ধারণা, আমার চাতকীবৃত্তি ভঙ্গ না হয়, এই নিমিত্ত ভগবান্ আমাকে কিঞ্চিৎ বিদ্যা, কিঞ্চিৎ চিকিৎসা ও যোগবিভূতি প্রদান করিয়াছেন। ইহারা তাঁহারই শক্তি, ইহারা আমার শক্তি নহে, নিজশক্তিদ্বারা আমি কোন আর্ত্তকে নিরাময় করিয়াছি, বোধ হয় এই প্রকার মতি আমার কখনও হয় নাই। কখন কখন আমার মনে হয়, আমি যখন মানুষের নিকট হইতে সাহায্য লইয়াছি, তখন আমার চাতকীবৃত্তি অব্যাহত থাকিল কৈ? মনে যখন এইরূপ ভাবের উদয় হয়, তখন ভাবি, অমি যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য লইয়াছি, আমি ত প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিয়াছি, আমি ত তাঁহাদের নিকট হইতে দান গ্রহণ করি নাই। আমি ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত বিদ্যা, চিকিৎসা ও যোগবিভূতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করি, এ উপার্জ্জন প্রকৃতপ্রস্তাবে আমার উপার্জ্জন নহে, ইহা তাঁহারই দান, তাঁহারই করুণালব্ধ সামগ্রী। আমার চাতকী-

বৃত্তির ভঙ্গ-ভয় এতই প্রবল যে, আমি কোন মানুষের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করি, ইহা ভাবিতেও আমার অত্যন্ত বাধানুভব হইয়া থাকে, আমি তাই মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করি, আমি ত 'মানুষের' নিকট হইতে কিছু লইনা, আমি ত ভগবানের সকাশ হইতেই আমার আবশ্যকীয় বস্তু পাইয়া থাকি। কোন রোগার্ত্তকে নিরাময় করিয়া আমি তাহার নিকট হইতে কোনদিন আমার ইহা প্রাপ্য বলিয়া কিছু গ্রহণ করি নাই, যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমি প্রয়োজনের প্রেরণায় তাহা স্বীকার করিয়াছি, আমার হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যোগ্য হইলে ভগবান্ আমাকে যখন সাক্ষাৎভাবে অর্থ দিবেন, তখন আমি মানুষের নিকট হইতে যাহা লইয়াছি, তাহা ফিরাইয়া দিব।

বক্তা—তোমার কোন্ ভাব স্থায়ি-ভাব? তুমি কখন কখন মনে কর, আমি মানুষের নিকট হইতে দানরূপে কিছু গ্রহণ করি নাই, কারণ আমি যাঁহাদের সাহায্য লইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের গৃহে গৃহচিকিৎসকের কার্য্য করিয়াছি, আমি এমনি কিছু লই নাই। বিদ্যা চিকিৎসা ও যোগবিভূতি তুমি সাক্ষাৎ ভাবে ভগবানের সকাশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব এতদ্দ্বারা তুমি যাহা উপার্জ্জন কর, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার উপার্জ্জন নহে, তাহা ভগবানেরই দান, তোমার মনে এইরূপ ভাবেরও উদয় হয়। 'আমি যোগ্য হইলে, ভগবানের নিকট সাক্ষাৎভাবে অর্থ পাইব, এবং তাহা পাইলে যাঁহারা আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দিব', ইহাও তোমার মনের সাময়িক ভাব। চিকিৎসাদি দ্বারা তুমি যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ, তাহা ভগবানেরই দান তাহা মানুষের দান নহে, যদি এই ভাব তোমার স্থায়ি-ভাব হইত, তাহা হইলে তোমার মনে 'আমি ইহাঁদের চিকিৎসা করিয়া প্রয়োজনানুরূপ অর্থ লইয়াছি, তাহা আমি ঋণরূপে গ্রহণ করিয়াছি, ভগবান্ সাক্ষাৎভাবে অর্থ দিলেই, আমি যাহা যাহা লইয়াছি, তৎসমুদায় ফিরাইয়া দিব, এইরূপ ভাবের উদয় হইতে পারিত কি? অতএব আমি বুঝিতে পারিতেছিনা, তোমার কোন ভাব স্থায়িভাব? 'আমি চিকিৎসা করিয়া অর্থ লইয়াছি, কাহার দান স্বীকার করি নাই' এই ভাব কি তোমার স্থায়ী ভাব? চিকিৎসা দ্বারা আমি যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানেরই দান, তাহা ভগবানের নিকট হইতে প্রাপ্ত চিকিৎসা-নোট ভাঙ্গাইয়া পাওয়া সামগ্রী, অতএব তাহা ঠিক মানুষের নিকট হইতে দানরূপে গৃহীত বস্তু নহে,' তোমার এই ভাব কি স্থায়ী ভাব? মানুষের নিকট হইতে আমি যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা আমি ঋণরূপে স্বীকার করিয়াছি,

ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে অর্থ পাইলেই ঋণ পরিশোধ করিব, তোমার এই ভাব কি স্থায়ী ভাব ?

জিজ্ঞাসু—আমার আপাতপ্রতীয়মান পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবসমূহ বস্তুতঃ "আমি বিশুদ্ধ চাতকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিব না" এই স্থায়িভাবেরই—এই অভিমানেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপের আভাস।

বক্তা—তোমার মনোভাব আর একটু স্পষ্টভাবে ব্যক্ত কর।

"যে আমার শরণ লয়"।

সুন্দর ফুল বড় সুন্দর হইয়া ফুটিতে দেখা গেল। লতাহৃদয় আলোকিত করিয়া ফুল যখন আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আকাশে হেলিয়া দুলিয়া শোভা বিস্তার করে তখন বুঝি সেই ফুলের হাসি সকলকে আকর্ষণ করে।

বড় নির্ম্মল, বড় পবিত্র; এ ফুল দেবসেবায় লাগে। দেবতা বড় ফুল ভালবাসেন।

দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে ফুলে কীট প্রবেশ করিল। কীট অলক্ষ্যে আসিল। অলক্ষ্যে ফুলের শোভা নষ্ট করিতে লাগিল। প্রথমে কেহ দেখিল না। শেষে দেখিল—আহা! এমন সুন্দর ফুল! কে এমন দশা করিল ?

জীবনের প্রভাতে ফুল দেখিয়া কাঁদিতে দেখা গেল। আমি এমনি সুন্দর হইয়া ফুটিয়া থাকিতে পারিবত ?

জীবন সন্ধ্যায় এ কথা বলা গেলনা। ঠিক সুন্দর হইয়া ফুটিয়া থাকা গেলনা। কুসঙ্গ কীট অলক্ষ্যে আসিয়া ফুলকে বড় মলিন করিয়া গিয়াছে। জীবন সন্ধ্যায় সব লক্ষ্য হইতেছে। এখন কি কোন উপায় আছে ?

আছে, আছে, উপায় আছে। যার করুণার শেষ নাই, যার ক্ষমার অন্ত নাই, সেই করুণাময়, সেই ক্ষমাসার, সেই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন এখনও তোমার উপায় আছে। এক মুহূর্ত্ত সময়ও যদি পাও তথাপি উপায় আছে।

বলিতেছেন "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" যাহারা আমার শরণ লয়, যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের সকল ভার আমিই গ্রহণ করি। যে কীটকে সে সবাইতে পারেনা সেই মায়াকীটকে আমি সরাইয়া দি।

আশ্রয় গ্রহণ করিবে কি? শরণ লইবে কি?

না লইয়া করিবে কি তাই বল? যাহা কিছু এতদিন করিলে তাহা কি মনের মত করিয়া করিতে পারিয়াছ? কখন কালে ভদ্রে হয়ত কিছু মনের মত হইয়া গিয়াছে। বল দেখি তখন তোমার কত আনন্দ? যখন কর্ম্ম তাঁহারই প্রসাদে তাঁহাতে অর্পিত হয় তখনই তাঁহার প্রসন্নতার অনুভব হয়। তখনই জীবন সেইক্ষণের জন্য ধন্য হইয়া যায়।

কখন কখন এ সৌভাগ্য আইসে সত্য কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় কৈ?

করিবে স্থায়ী? তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে আমার শরণ লয় তার সবই হয়।

লৌকিক কর্ম্মই কর, আর বৈদিক কর্ম্মই কর, শুধু নিজের চেষ্টায় বেশীকিছু আশা করিওনা। চেষ্টাত থাকিবেই, পুরুষকারত করিবেই কিন্তু প্রতি কার্য্যে তাঁহার দিকে চাওয়া চাই। ঠাকুর কোন কর্ম্মই আমি মনেরমতন করিয়া পারি নাই; আমার সকল চেষ্টাকে চালিত যদি তুমি না কর তবে আমার দ্বারা কর্ম্ম হইলেও সে কর্ম্ম বুঝি তোমাতে অর্পিত হয়না। কর্ম্ম তোমাতে অর্পিত হইলেই তোমার প্রসন্নতা অনুভবে আসিবে। তোমার প্রসন্নতার অনুভবের চিহ্নই আমার চিত্তের প্রসন্নতা।

কাজেই কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর। তোমার কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিতে হয় কি করিয়া কর্ম্ম করিলে যে আমার হয়, প্রাণকে কোন রাস্তায় লইয়া গিয়া তুমি তোমার কাছে আন হে প্রভু। আমি তাহা জানিতে পারি নাই। আমি কর্ম্ম করিতেছি তুমি আমার মনকে, আমার বুদ্ধিকে, আমার প্রাণকে তোমার চরণতলে লইয়া চল, নতুবা আমি কর্ম্মও করিব অথচ তোমার প্রসন্নতা অনুভব করিতে পারিবনা। হায়! তুমি না চালিত করিলে আমি যে কিছুই পারি না তাহাত আমি এতকাল ধরিয়া বেশ করিয়া বুঝিলাম। তাই এখন আর অন্য উপায় নাই বলিয়া সকল কার্য্যে তোমার মুখাপেক্ষী হইতেছি। ভাবনাও চালাইতে পারিলাম না, বাক্যও ঠিক ব্যবহার করিতে পারিনা, কর্ম্মও ঠিকমত করিতে পারিনা তাই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম তোমার শরণ লইলাম। হে ভগবন্ আমায় রক্ষা কর, আমায় চালাইয়া লও।

তোমার আজ্ঞাপালনে আমি প্রাণপণ করিব কিন্তু তুমি না চালাইলে আমার প্রাণপণেও কিছুই হইবে না।

আমি আমাকে সুন্দর দেখিতেই চাই। আমাকে সুন্দর থাকিতে দেয় না তোমার মায়া। মায়াজলে প্রতিবিম্বিত জীবরূপ সূর্য্যচ্ছায়া, মায়াজলগত কম্পনে সর্ব্বদাই চঞ্চল। জীব বাসনাময় হইয়া সর্ব্বদা আকুল। প্রতিবিম্বচৈতন্য জীব, বিম্ব চৈতন্য ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া বুঝিতে পারিলেও উপাধিগত বিকারসহস্র কাটাইতে পারেনা। জীবের পক্ষে মায়া বা অবিদ্যা দুরত্যয়া। জীব নিজের চেষ্টায় মায়া অতিক্রম করিতে পারেনা।

পারবকি? বলনা—মায়া কতটুকু অতিক্রম করিয়াছ?

শাস্ত্র সত্য কথা বলিয়াদিলেন খাটি সত্য দেখাইলেন তুমি সেই সত্যের ব্যবহার কি করিলে বল?

শাস্ত্র বলিলেন তুমি দেহ নও, তুমি প্রাণ নও, তুমি মন নও, ইহাই সত্য, খাঁটি সত্য। তথাপি তুমি জনন মরণের ভয়ে সদা কম্পিত। ছেলে যদি মরে, স্ত্রী যদি মরে, এইভয়ে তুমি সর্ব্বদা ব্যাকুল। মরেত দেহ। তুমিত আত্মা। তোমার জননও নাই মরণও নাই। বলনা তবে তোমার মরার দুঃখ কি থাকিবে? দেখ মায়া কেমন দুরত্যয়া। আরও ক্ষুধা হয়, পিপাসা হয় তুমি তাহা সহ্য করিতে পারনা। কেন পারনা? ক্ষুধা পিপাসাত প্রাণের। তুমিত প্রাণ নও। তবে ক্ষুধা পিপাসায় কাতর কেন হইবে? বুঝিতেছ ক্ষুধা পিপাসা তোমার নাই তবু কিন্তু সাধের কাজল পুঁছিতে পারনা। দেখ মায়া কেমন দুরত্যয়া। শেষে মোহ। মোহ মনের। তুমি কিন্তু মন নও। তবে টাকাগুলি গেল, তোমার কর্ম্ম আর রহিল না, তোমার জগৎ ছাই হইল ইহাতে তোমার শোক কেন হইবে? মোহই বা কেন? বুঝিতেছ মায়া কেমন দুরত্যয়া।

আর দেখ জগতের লোক জগতের উপকারের জন্য কত চেষ্টা করিতেছে। আজ কালকার জ্ঞানীরা কিরূপ কর্ম্মবীর তাহাই দেখ।

ক্ষণকালের জন্য মনে কর জগতের জীবের আর দুঃখ নাই। জগৎ দুঃখ শূন্য, শোকশূন্য, অজ্ঞান শূন্য হইয়াছে। সকল প্রাণী আনন্দে ভাসিতেছে।

এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি এইকালের জ্ঞানী কর্ম্মবীরের দশা কি হইবে? আর ত জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য কোন কর্ম্ম করিতে হইবেনা, কোন বই লেখা নাই, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এসবের দরকার নাই, সভা সমিতি নাই, বক্তৃতা নাই, অন্য দেশে যাওয়া নাই। বল দেখি এই সব জ্ঞানী কর্ম্মবীর কি

করিয়া দিন কাটাইবেন ? আহা ! জগতের দুঃখ নাই বলিয়া ইহারা কত ছট্‌ফট্‌ করিবেন। জগতের দুঃখ না থাকিলে ইহাদের যে বড় কষ্ট—ইহাদের যে আর কোন কাজ থাকেনা। যেমন মানুষের যদি রোগ না থাকে তবে ডাক্তার মহাশয়দের ভাবি ক্লেশ তেমনি জগতের দুঃখ না থাকিলে আধুনিক জ্ঞানী মহাশয় দিগের নিরতিশয় দুঃখ। হায় জ্ঞানী ! হায় জ্ঞানীর কর্ম্ম ! বুঝিতেছ মায়া কেমন দুরত্যয়া।

জগতের যখন কোন দুঃখ থাকেনা অর্থাৎ জগৎ যখন আর থাকেইনা, অজ্ঞান দূর হইয়া গেলে রজ্জু যখন রজ্জুই থাকে, ভ্রমের সর্প ভ্রম ভঙ্গে শূন্যে মিলাইয়া যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের গায়ে যে মায়ার খেলায় জগৎ ভাসিয়াছিল সেই জগৎ যখন আর থাকেনা, জগৎ স্বরূপতঃ যাহা, যখন সেই ঈশ্বরই দেখা যায়, জগৎ আর দেখা যায় না তখন ঈশ্বর যেমন আপনি আপনি থাকেন—মহাপ্রলয়ে যখন সব লয় হইয়া যায় তখন যেমন ব্রহ্ম আপনি আপনিই থাকেন, জ্ঞানী যদি সেই আপনি আপনি ভাবে থাকা কি বুঝিতে না পারিয়া থাকেন তবে তিনি, হায় জ্ঞানী ! বলিয়া বিলাপের বস্তু। হায় ! জ্ঞানী আর নাই হওয়া হইল।

তাই বুঝ, যে মায়ায় ডুবিয়া আছ, অজ্ঞানে ভবিত হইয়া আছ। অজ্ঞান দূর করিয়া, মায়া অতিক্রম করিয়া আপনাকে আপনি সুন্দর দেখিতে চাও। আপনার সামর্থ্যে মায়া সরাইতে পারনা তাই সে বলিতেছে আমার শরণ লও। আমি তোমার মায়া সরাইয়া দিব। তোমার সব ভার আমি গ্রহণ করিব। তুমি আর কোন বিষয়ের কর্ত্তা থাকিও না আমি ভার লইতেছি তুমি আর কর্ত্তা কি জন্য থাকিয়া কষ্ট পাও ? আমিই তোমার সব করিয়া দিব। তুমি আমার দিকে চাও।

চাওনা—দেখ দেখি তুমি কি ? তুমি আমার প্রতিবিম্ব। মায়া দর্পণে আমারই প্রতিবিম্ব তুমি।

তুমি তোমাকে সুন্দর দেখিতে চাও ? দর্পণ ভিন্ন তুমি ত তোমার মুখের ছবি দেখিতে পাও না ? মুখ খানি সুন্দর অলকা তিলকা দিয়া সাজাইয়া দিতে বল তবেই দর্পণে সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়িবে।

তেমনি তুমি আমাকে সুন্দর সাজে সাজাও আমার প্রতিবিম্ব যে তুমি, তুমি বড় সুন্দর হইবে।

সত্য কথা—শ্রীভগবানকে লইয়া না থাকিতে পারিলে কেহ কখন সুন্দর হইতেই পারে না। তাই তার নাম লও, তার রূপ দেখ, তার গুণ কীর্ত্তন কর,

তার লীলা ভাবনা কর, তার স্বরূপে ডুব, দেখিবে নিজে বড় সুন্দব হইয়া গিয়াছ। তাব আশ্রয় লইতে হইলে নামরূপ গুণ লীলা স্বরূপ লইয়া থাকিতে হইবে। ইহাও পাবনা তাই তাঁহাব কাছে প্রার্থনা কবিতে কবিতে, তাঁহাকে প্রণাম করিতে কবিতে সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মবণ কবিয়া কবিয়া তাব আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। ইহাতেই তাঁব শরণ লওয়া হইল।

স্মরণে।

দীনবন্ধো! তুমি যাব রয়েছ আশ্রয়,
কি ভয় ভাবনা তাব এমন সহায়?
বাসনা বিক্ষুব্ধ চিত্ত
সতত ঝটিকা মত্ত
তুলে ভাঙ্গে এ-আবর্ত্তে ঘুবায় আমায;
তুমি নিলে বক্ষাভাব, (দিলে) চবণে আশ্রয়।

তোমাব স্মবণে মোব সতত অভয়,
লুটায় চবণপ্রান্তে ভয়ে বিপু ছয়
চিত্ত মন অবিরত
তুলুক লহবী শত
'আমি কি আমাব নহি মিথ্যা বঙ্গে তাব;'
সাগবে লহবী ভাঙ্গে, এ-বঙ্গ তোমাব।

আমারে দিয়েছ নাথ! আজ্ঞা পালিবাব,
দাসী আমি পদে লুটি কবি নমস্কাব।
মবি কিবা অভিনব
প্রণব মুরতি তব
সাজিয়ে, সাজালে বঁধু, একি চমৎকার!
বক্ষে রাখি বক্ষে নিলে চরণ তোমাব।

ছি ছি, প্রভু, একি কর আমি যে তোমার,
পদপ্রান্তে লুটে একি 'সর্ব্বস্ব' আমার।
গুরু হয়ে শিষ্য সাজি
দেখালে অদ্ভুত আজি
আপনি আচরি ধর্ম্ম ছাড়ি ভেদ জ্ঞান,
আমি তুমি, তুমি আমি, আমি অবসান।

চিত্তাকাশে ঘন হয়ে মহাকাশে এলে,
নামরূপ লয়ে পুনঃ চিদাকাশ পেলে,
বিন্দুস্থানে স্থির হয়ে
জ্যোতিমাঝে দেখি চেয়ে
আমার আমিই তুমি ইষ্ট প্রাণাধার।
আমি আছি আমি নিত্য শাশ্বত আকার॥

'স্মরণে সুযোগ'।

জপকালে, সাংসারিক চিন্তা মনে উঠে জপে বিঘ্ন করে ভেবে হতাশ হবার প্রয়োজন নাই। বিষের উপর বিষ। সাংসারিক চিন্তা দূর করিতে বড় ভাল ঔষধ সংসারের অনিত্যতা চিন্তা। প্রয়োগে ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। ধর জপ করিতে বসিয়া মনে উদয় হইল পিয়ন আসিবার সময় হয়ে গেছে, আজও দেখ্‌ছি রিপ্লাই কার্ডের উত্তর আসিল না, ব্যাটা প্রজা চারবৎসর খাজনা দেয় না এবার নালিশ করিতেই হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি, অথবা ভগিনীপতির পত্রে জানিলাম ভগিনীর বড় অসুখ যাহাতে এ যাত্রা বাঁচে একটা ব্যবস্থা আমাকে আজই করিতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি চিন্তা তরঙ্গ যখন মনকে তোলাপড়া করিতে লাগিল, মনকে বল ওরে ভ্রান্ত শান্ত হও, তোমার শক্তির ত সেদিন অগ্নি পরীক্ষা হয়েছে, বেশত বুঝেছ তুমি তৃণ অপেক্ষা লঘু। এই সেদিন, যেদিনের তারিখ তোমার হৃদপিঞ্জরে খোদা আছে, সেইদিন স্মরণ কর, জীবনে সুখের সেই বিজয়া দিন, তোমাদের সংসারের আশা ভরসা, সুশিক্ষিত, নিষ্ঠাবান্ দেবচরিত্র উপযুক্ত "সহায়" সোদর যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে মনে মনে বলেছিলে হে অন্তর্যামিন্!

আমার নিজের না স্ত্রী পুত্র কন্যার প্রাণবিনিময়ে আমার সহোদরের প্রাণটী ভিক্ষা দাও, আমার জীবদ্দশায় আমার স্নেহের সহোদর আমার চখের উপর মরিবে, বৃদ্ধা জননী মণিহারা ফণিনী মত ছট্‌ফট করিবে ইহা দেখা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। তাই মরণকে বরণ করিতে চাই. তারপর কি হইল, সেই দাদান্তঃপ্রাণ স্নেহের সহোদর তোমার চ'খের উপর কাল সমুদ্রে ডুবিল আর তুমি তীরে বসিয়া সেই ভীষণ তরঙ্গ দেখিলে, কিছুইত প্রতীকার করিতে পারিলে না। সেদিন কি বুঝিলে? সংসারে তুমি তৃণাদপি ক্ষুদ্র, কোন অভাব পূর্ণ করিবার তোমার কিছু-মাত্র শক্তি নাই, তুমি যন্ত্র, যন্ত্রীর অধীন। এখন কথা হইতেছে সেই দিন স্মরণ কর সেই সুখের বিজয়াদিন ক্রমে ক্রমে ভ্রাতৃমুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িল জীবন বাহিরের পূর্ব্বে সেই আকুল বিকুলি ভাব সেই স্নেহাস্পদ ভাই, সেই নিদারুণ রোগ, সেই কাতরতা, একে একে স্মরণ কর পরে মনে কর স্বহস্তে সেই চাঁদমুখে "নুড়ো" জ্বেলে দেওয়া, দেখ দেখি মন সংসার চিন্তা ত্যাগ ক'রে শান্তিলাভ আশে কাতর হয় কি না? সাংসারিক চিন্তা ত্যাগ করে কি না? মনে বৈরাগ্য আসিয়াছে কি না? বৈরাগ্য যদি না এসে থাকে বলিব তুমি পশু অপেক্ষা অধম। দলের একটী ছাগশিশুকে সম্মুখে ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া অবোধ অপর ছাগশিশু কচি পাতা খাওয়া স্থগিত রাখিয়া উদাস প্রাণে ক্ষণেকের জন্য উদ্ধদিকে যেন কাহাকে প্রাণের ব্যথা জানায়। আর বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তুমি আত্মবিনিময়ে যে ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলে সেই গুণধর ভাই তোমার চ'খের উপর কাল সমুদ্রে ডুবিয়াছে স্বচক্ষে তুমি তাহা দেখিয়াছ, কোন প্রতীকার করিতে পার নাই, ইহা স্মরণ করিয়াও যদি কতকটা সময়ের জন্য তোমার বৈরাগ্য না আসে, উর্দ্ধদৃষ্টিতে সর্ব্বমূলাধার ইষ্টদেবের দিকে চাহিতে না পার, বুঝিবে তুমি পশু অপেক্ষাও অধম। কি বুঝিতেছ? ভাল ঔষধ। আচ্ছা ব্যবহার কর তোমার ভাগ্য ভাল হয় এ বৈরাগ্য দৃঢ় হবে; তোমার ইষ্ট স্মরণে সংসার চিন্তার মহৌষধ পাইবে, তোমার মানবজন্ম সার্থক হইবে, আর যদি তুমি অভাগা হও এততেও তোমার বৈরাগ্য স্থায়ী হইবে না, নরকের কৃমিকীট তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিবে।

লেখক নিজের দিক দেখাইল, প্রতি সংসারেই মরণ ব্যাধি শোক অল্পবিস্তর আছে, অরুন্তুদ আঘাতে প্রত্যেকেরই প্রাণ জর্জ্জরিত, সকলের মনেই রাবণের চিতা জ্বলিতেছে, তাই বলি পিতা মাতা ভ্রাতা কিম্বা স্ত্রী পুত্র পরিবার সব হইতে যে প্রিয় বস্তুটা হারাইয়া মদ খেয়ে মাতাল যেমন শোক ভুলিতে চেষ্টা করে, তুমি সেইরূপ সংসার মদিরাপানে সে শোক ভুলিতে চেষ্টা করিতেছ

জপকালে বরণ ক'রে আন সেই শোককে, মন নিশ্চয়ই ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে কাতর হ'য়ে পড়িবে, তখন এই ভাঙ্গা প্রাণটি পরমপদ অভিমুখী করিলেই বড়শীঘ্র কার্য্য হইবে, এটি পরীক্ষিত সবল পথ। শাস্ত্র উপদেশ এই :—

"প্রাণায়াম-ধারণাধ্যাননিত্যঃ স্যাৎ"

"প্রাণায়াম-ধারণা ও ধ্যানে তৎপর হইবে"

এপথে ভীষণ কণ্টক সাংসারিক চিন্তা। কিরূপে এ কণ্টক উদ্ধার হয়? তাহারই উপায় পরে বলিতেছেন :

"সংসারস্যানিত্যতাং পশ্যেৎ"

"সংসারে অনিত্যতা আলোচনা করিবে। সুখের আশায় দিনরাত ত কত চেষ্টাই করা হইতেছে বিষয়পথেত সুখের সন্ধান মিলিতেছেনা। এপথ হইতে ফিরে প্রাজ্ঞনেত্র শাস্ত্রকারের পথটী এস অবলম্বন ক'রে যথাশক্তি সুখের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই ইষ্টচিন্তার বিঘ্ন যাহাতে নাশ হয় তাহা দেখান হইল, এইপথেই হইবে 'স্মরণে সুযোগ'।

শ্রীকান্তিচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ।
ভাটপাড়া।

শ্রীবাল্মীকি।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীশ্রী আত্মারামায় নমঃ।

মঙ্গলাচরণ।

রামরত্নমহংবন্দে চিত্রকূটপতিং হরিম্।
কৌশল্যাভক্তিসম্ভূতং জানকীকণ্ঠভূষণম্॥

শ্রীরাম রাম রঘুনন্দন রাম রাম শ্রীরাম রাম ভরতাগ্রজ রাম রাম
শ্রীরাম রাবণকর্কশ রাম রাম, শ্রীরাম রাম শরণং ভব রাম রাম।

শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ শিরসা নমামি
শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ মনসা স্মরামি
শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ বচসা গৃণামি
শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ শরণং প্রপদ্যে॥

মাতা রামো মৎ পিতা বামচন্দ্রঃ স্বামী রামো মৎ সখো বামচন্দ্রঃ,
সর্ব্বস্বং মে বামচন্দ্রো দয়ালু র্নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে।

ভর্জ্জনং ভববীজানাং অর্জ্জনং সুখ সম্পদাং
তর্জ্জনং যমদূতানাং বাম বামেতি গর্জ্জনম্।
বামায় বামভদ্রায় বামচন্দ্রায় বেধসে,
বঘুনাথায়নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।
বাল্মীকে মুনি সিংহস্য কবিতা-বন-চাবিণঃ
শৃন্বন্ বামকথানাদং কো ন যাতি পবাংগতিম্।
নমস্তস্মৈ মুনীশায় শ্রীযুতায় তপস্বিনে,
শান্তায় বীতবাগায় বাল্মীকায় মহাত্মনে।
কূজন্তং বাম বামেতি মধুবং মধুবাক্ষবং।
আরুহ্য কবিতা শাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্।
যঃ পিবন্ সততং বামচবিতামৃত সাগবং।
অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্।

শ্রীশ্রীসীতাবামায় নমঃ

প্রস্তাবনা।

কবিতা কানন শাখে বাল্মীকি কোকিলেব মধুব কূজনে সাবস্বত কুঞ্জ মুখবিত কবিয়া যে অপূর্ব্ব বামচবিত গীত উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহা গোমুখী নিঃসৃত গাঙ্গেয় বাবিব তুল্য জগৎকে প্লাবিত কবিয়া মুনি বাল্মীকিকে চিব অতৃপ্ত করিয়া বাখিয়াছে।

হতভাগ্য দুঃখী জীবেব বড় আশা ও আশ্বাসেব স্থল বত্নাকবেব বত্ন ভাণ্ডাব। ইহা কল্পপাদপ তুল্য।

বাল্মীকি তো চিবদিনই বাল্মীকি ছিলেন না, যে নাম জপিয়া জপিয়া তাঁহার দেহেব মাংস বল্মিকে খাইয়া ফেলিয়াছিল, তথাপি তাঁহাব বাহ্যজ্ঞান হয় নাই, না জানি সেই নাম, কত অনুবাগে জপিয়া তিনি কত মধু পাইয়াছিলেন! যুগে যুগে নাম কবিয়াও তাঁহাব বিন্দুসাধও পবিতৃপ্ত হয় নাই, আবাব যখন ত্রেতা আসিবে, তখন তিনি আবাব আসিবেন, ত্রেতা যুগেব ঘটনা আবাব তাঁহার হৃদয়ে বহিবে। বামায়ণ বসালতকতে আবোহণ কবিয়া বাল্মীকি কোকিল মধু হইতে মধুবস্ববে বাম বাম গাহিয়া, নিবাশা নিপীড়িত জীব হৃদয়ে আবাব আশাব আলো জাগাইয়া দিবেন।

তাই বলি এ নাম কত মধুময়, এ নামে কত রমণীয়তা আছে! অহর্নিশি এই নাম গান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় ভগবান্ রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন।

"অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যাং মনিশং ভবান্যা"

মুমূর্ষমাণস্য বিমুক্তয়েঽহং' দিশামি মন্ত্রং তব রামনাম"।

হে রাম! আমি তোমার নাম কীর্ত্তন করতঃ কৃতার্থ হইয়া ভবানীর সহিত নিরন্তর কাশীধামে বাস করি, আর তথায় মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দিবার জন্য তোমার রামনাম মন্ত্র প্রদান করি।

অজ্ঞান-মোহিত জনগণের এই রাম নামই যে একমাত্র মহৌষধ তাই ভক্ত প্রণাম করিয়াছিলেন, "নমামি রামং ভবরোগবৈদ্যম্" তাঁহার নাম করিয়া, তাঁহার চরণে শরণ লইলে, তিনিই এই দুরন্ত ভবব্যাধি বিনাশ করিয়া জীবকে চিরদিনের জন্য অজ্ঞান মুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন।

দস্যু রত্নাকর জীবনে না করিয়াছিল কি? কিন্তু অপবিত্র হইয়া আবার যে দেবতার চরণের নির্ম্মাল্য রূপে, দেবপূজার অর্ঘ্য রূপে, জগতের পূজা পাইবার মত নির্ম্মল হওয়া যায়, বাল্মীকির জীবনে আমরা ইহাই পাই।

মানুষ শ্রীভগবানের নিকট কতই অপরাধ করে, চিত্তকে শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন, শাস্ত্র শাসন মত সংযম অভ্যাস, না করাইয়া, প্রকৃতির মোহে পড়িয়া কতই লাঞ্ছিত হইয়া, আপনার কর্ম্মদোষে পাপের সৃজন করিয়া, অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে। এই দুরন্ত প্রকৃতির ভীমভবার্ণব হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায় না পাইয়া, আপনার কৃত অগ্নিজালে পতঙ্গের মত দগ্ধ হয়। পাপ করিয়া করিয়া দুর্ব্বল চিত্ত যখন হতাশা প্রাপ্ত হয়, তখন শ্রীভগবানের আশ্বাস বাণী "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্" ইহার সার্থকতা মহালম্পট দস্যু রত্নাকর ও পতিতা অহল্যার জীবন, আমাদের নূতন করিয়া জাগাইয়া দেয়। জীবনে হতাশ হইবার কিছুই নাই, পাপী তাপীও আবার রাম রাম করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় প্রাতঃস্মরণীয়া জগৎপূজ্য হইতে পারে। চোর রত্নাকর হইয়াও ভগবান্ বাল্মীকি হওয়া যায়। বল না কত আশার কথা শাস্ত্র বলিয়াছেন----

"রাম রামেতি যদ্বাণী মধুরং গায়তি ক্ষণম"

স ব্রহ্মহা সুরাপো বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ"

যাহার বাক্য ক্ষণকালও রাম রাম বলিয়া মধুর গান করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী সুরাপায়ী হইলেও সকল পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

শুধু নাম সাধনায়, নামের বলে, দস্যু রত্নাকর আজ মহর্ষি বাল্মীকি। যুগ

যুগান্তর রাম রাম করিয়া যিনি রাম রামে স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তিনি প্রাতঃস্মরণীয় না হইবেন কেন? "মরেতি জপ সর্ব্বদা" বড় সুখের ও বড় সহজ সাধনা। অতি দুঃখী জনেও যে উপায়ে অনুরাগ ধরিতে পারে নাম সাধনাই তাহার লঘূপায়। রত্নাকরের এই দৃশ্য হৃদয়ে স্ফুরিত হইলে পাপময় তিমিরাচ্ছন্ন জীবনেও সহজ ও সরল পথ পাওয়া যায়।

তাই যে আমারও বড় সাধ বাল্মীকি চরিত্র লিখিয়া ভাবিয়া চিন্তা করিয়া রাম রাম করিয়া রামে সমাহিত হইয়া যাই। এক্ষণে শ্রীভগবানের করুণাই আমার একমাত্র ভরসা।

১ম অধ্যায়।

দস্যু জীবনে নামের বল।

কে জানিত অবিচার পরায়ণ দুস্মতি দস্যু হৃদয়ে অমূল্য রত্নের আকর ছিল? সকল হৃদয়েই কিন্তু এই রত্ন অবস্থিত, তরঙ্গ দেখিয়া কূলে বসিয়া থাকিলে, আর হৃদয় রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব না দিলে, কোথায় সে রত্নের সন্ধান পাইব? আর এ অসীম জলে ডুব দিতে শ্রীগুরুই শিখাইয়া দেন, মহাপুরুষদিগের কৃপা ব্যতীত কে কবে চিন্তামণি চিনিয়াছে?

ওই যে ভক্ত বলিয়াছেন -

"যো ডুবা হ্যায় সো পায়া হ্যায় গভীরা পাণিমে পৈঠ।
হাম্ বাউরা ডুবন ডরে রহি তীর পার বৈঠ॥

গুরু বাক্যে শাস্ত্র বাক্য ঐক্য করিয়া সাধন সমুদ্রে না ডুবিলে, ভুবন ঢুঁড়িয়াও যে নিরাশ্রয় হইয়া তীরে বসিয়া কাঁদিতে হইবে।

দস্যু জীবনের প্রথম পরিবর্ত্তন হয় সাধুসঙ্গে। সাধুসঙ্গ সদাচারের দীপ, দস্যু হৃদয়ের সমস্ত অজ্ঞান তম নাশ করিয়া, মোক্ষের কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, সাধুসঙ্গে অতি নরাধম ব্যক্তিরও "ত্বৎকথা শ্রবণে রতি" তত্ত্ব কথা শ্রবণে অনুরাগ জন্মাইয়া দেয়। ভবসমুদ্র পারের উপায় স্বরূপ সাধুসঙ্গই জীবের একমাত্র গতি।

ক্রমশঃ

অযোধ্যাকাণ্ডে দেবী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ত্বরাবশতঃ কেকয়রাজ ও মিথিলাধিপতিকে সংবাদ দেওয়া ঘটে নাই' কারণ তাঁহারা এই শুভসংবাদ অবশ্যই জানিতে পারিবেন।

বিনয়ী নৃপতিগণ এবং জনপদবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সম্মানিত হইয়া সভায় উপবিষ্ট হইলে রাজা দশরথ দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর অথচ রাজযোগ্য মধুরস্বরে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পারিষদদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন:---

আপনারা অবগত আছেন যে মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ পুত্রবৎ এই বিশাল রাজ্য পালন করিয়া গিয়াছেন। আমিও আত্মসুখভোগ বিরত হইয়া প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনায় এই শরীর জীর্ণ করিয়াছি। অতিদীর্ঘকাল এই গুরু ধর্ম্মভার বহন করিয়া আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি। দ্বিজাতিগণের অনুমতি লইয়া এক্ষণে আমি সর্ব্বগুণে গুণান্বিত মদাত্মজ রামচন্দ্রের উপরে প্রজাপালনভার সমর্পণ করিয়া বিশ্রাম করিতে বাসনা করি।

আমি কল্যই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। কল্য অতি প্রশস্ত দিন। কল্য চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে গমন করিবেন। আমার এই প্রস্তাব যদি আপনাদের অনুকূল হয় তবে এপক্ষে অভিমতি প্রদর্শন করুন। যদি আমার এই প্রস্তাব আপনাদের প্রীতিকর বিবেচিত না হয়, তবে এতদপেক্ষা যাহা হিতকর তদ্বিষয়ে আমাকে পরামর্শ প্রদান করুন।

ইতি ব্রুবন্তং মুদিতাঃ প্রত্যনন্দন্ নৃপা নৃপম্।
বৃষ্টিমন্তং মহামেঘং নদন্ত ইব বর্হিণঃ॥

নৃপগণ রাজাকে এই কথা বলিতে শুনিয়া প্রশংসা পূর্ব্বক তাঁহার কথা অঙ্গীকার করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। জলপূরিত মহামেঘ দর্শনে ময়ূরগণ যেরূপ নৃত্য করিতে করিতে আনন্দ প্রকাশ করে সেইরূপ। তখন সভামধ্যে চারিদিকে একটা আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। সকলেই তখন মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণগণ তখন, সেনাপতি সকল এবং পৌর ও জানপদবর্গের সহিত ক্ষণকাল মন্ত্রণা করিলেন---করিয়া রাজাকে বলিতে লাগিলেন।

অনেক বর্ষ সাহস্রো বৃদ্ধস্ত্বমসি পার্থিব।
স রামং যুবরাজানমভিষিঞ্চস্ব পার্থিবম্॥

মহারাজ, আমাদের সর্ব্ববাদী সম্মত অভিপ্রায় এই যে বহু বহু বৎসর রাজত্ব করিয়া আপনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন এখন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। মহাবল মহাবাহু রঘুবীরকে আমরা রাজছত্রতলে বৃহৎ হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া যাইতে দেখিতে ইচ্ছা করি।

রাজনীতিকুশল বৃদ্ধ রাজা ভিতরে নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়াও যেন বুঝেন না এইভাবে আবার প্রশ্ন করিলেন—আমার প্রস্তাব সমর্থিত হইল কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হইতেছে—কি কারণে রামকে রাজা করিতে আপনাদের প্রবৃত্তি হইতেছে? আমি প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনায় যথাশক্তি রাজ্য পালন করিয়া এই শরীর জীর্ণ করিলাম তথাপি কি কারণে আমা অপেক্ষা রাম আপনাদের প্রিয় হইল? আপনাদের অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বলুন। তখন সকলে রামচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! শ্রীরামচন্দ্র সত্যশরণ পুরুষোত্তম, সত্যপরায়ণ, এবং সত্যস্বরূপ। তিনি আপনার গুণে আপনার পূর্ব্বপুরুষ ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজগণকেও পরাস্ত করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই রামচন্দ্রের যশ কীর্ত্তি ও তেজের কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যখন শ্রীরঘুমণি গ্রাম বা নগর দিয়া যুদ্ধ হইতে প্রতি নিবৃত্ত হন তখন পথিমধ্যে স্বজনের ন্যায় অযোধ্যপুরবাসীগণের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যেকের পুত্র, পরিবার, শিষ্য, অন্তরঙ্গ সম্বন্ধীয় সংবাদ তিনি শ্রবণ করেন। আমাদিগকে যখন তিনি আমাদের পুত্র, শিষ্য এবং ভৃত্যের সেবা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন তখন আমরা কৃতার্থ হইয়া যাই। তিনি আমাদের উৎসব ও বিপদের সংবাদ লয়েন; আমাদের অভ্যুদয়ে আনন্দিত ও বিপদে অবসন্ন হন। মহারাজ ধর্ম্মের দিকে চাহিয়াই তিনি সকল কর্ম্ম করেন। আহা! কথা কহিবার সময় তিনি যে মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া কথা কহেন তাহাতে তিনি সকলের মন হরণ করেন। সেই সুন্দর ভ্রূযুগল, সেই আরক্ত আয়ত নেত্রযুগল, সেই মৃদুমন্দ হাস্য, সেই শৌর্য্য, সেই বীর্য্য, সেই অপার করুণা - মহারাজ আমাদের মনে হয় আপনার রামচন্দ্রই সেই সনাতন বিষ্ণু। মহারাজ! রামচন্দ্রের বিষয়লোভ নাই। পৃথিবীর কথা কি, ইনি ত্রিলোকের ভার বহনেও কাতর নহেন।

রাজার যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক তৎ সমস্তই শ্রীরামচন্দ্রে দৃষ্ট হয়। ইহার ক্রোধ ও প্রসন্নতা ব্যর্থ হইবার নহে। বধ্যের বধ, অবধ্যকে দোষমুক্তকরা এবং

নির্দ্দোষব্যক্তিকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করা রামচন্দ্রের ধর্ম্ম। বসুমতীও রামচন্দ্রকে পতিরূপে পাইবার আকিঞ্চন করিতেছেন।

ইন্দীবর শ্যাম রামচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তি এই সমস্ত কারণে আমাদের সকলেরই প্রার্থনীয়।

রাজা সকলের শিষ্টাচারে ও প্রিয় বাক্যে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন। রাজা পুনরায় বলিতেছেন আপনাদের বাক্যে আমি পরম প্রীতি পাইতেছি আর আমার অতুল প্রভাবও প্রকাশ পাইতেছে। রাজা তখন ভগবান্ বশিষ্ট, বামদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে বলিতে লাগিলেন

চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিত কাননঃ।

মহাভাগগণ! এক্ষণে, এই পুণ্যমধুমাসে, পুষ্পিতকানন সকল যেন বিশিষ্ট শ্রীসম্পন্ন হইয়া হাস্য করিতেছে। আপনারা অভিষেকের জন্য যাহা প্রয়োজন তৎসংগ্রহে আদেশ করুন।

নাথ রাম করিয়ে যুবরাজু। কহিয় কৃপা করি করিয়া সমাজু।
মোহি অছত অস হোউ উছাহু। লহঁহি লোগসব লোচন লাহু।

হে নাথ! কৃপা করিয়া রামকে যুবরাজ করিবার আজ্ঞা দিউন আমার জীবন থাকিতে থাকিতে অভিষেক উৎসব হউক আর লোক সকল তাহাদের নয়ন সফল করুক।

চতুর্থ অধ্যায়

অভিষেক আয়োজন।

মণিগণ মঙ্গল বস্তু অনেকা। জো জগ যোগ ভূপ অভিষেকা।
বেদ বিহিত কহি সকল বিধানা। কহেউ রচেহু পুর বিবিধ বিতানা॥ তুলসীদাস

রাজা এইরূপ বলিলে সভামধ্যে একটা আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল আর দেখিতে দেখিতে দাবাগ্নির মত এই সুখের সংবাদ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বশিষ্টদেব রাজকর্ম্মচারীগণকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা রাজার অগ্নিগৃহে অভিষেকের দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ কর।

কল্য প্রাতে সুবর্ণাদি রত্ন, পূজা সামগ্রী, সর্ব্বৌষধি, দিব্য শুক্লমাল্য, দর্ভ, সমিধ, হুতাশন, খড়্গ, পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে মধু ও ঘৃত, লাজ দশা বিশিষ্ট নূতন বস্ত্র, দিব্যাভরণ প্রয়োজন হইবে।

মধ্যকক্ষে স্বর্ণভূষিতা আটটি রুচিরা কন্যা থাকিবে। স্বর্ণরত্নাদি ভূষিত ষোড়শটি সুলক্ষণ হস্তী, ঐরাবতকুলোদ্ভব চতুর্দ্দন্ত মাতঙ্গ, সুবর্ণশৃঙ্গ বিশিষ্ট ঋষভ, তিনখানি অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম সংগ্রহ করিবে।

নানাতীর্থোদকপূর্ণ সহস্র স্বর্ণকুম্ভ, শ্বেতচ্ছত্র, মণিমুক্তাবিরাজিত রত্নদণ্ড, চমর পুচ্ছ নির্ম্মিত দুইটি ব্যজন, এবং নবসংযুক্ত বাহন এই সমস্ত আবশ্যক।

যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া মুনিগণকে আনয়ন কর, তাঁহারা কুশহস্তে অভিষেক-স্থানে উপস্থিত থাকিবেন।

কলকণ্ঠী গণিকাগণ ও নর্ত্তকীগণ শোভন অলঙ্কারে শোভিতা হইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষে নৃত্যগীত করিবে। গায়কগণ বেণুবাদকগণ ও বিবিধ বাদ্যকরেরা নৃপাঙ্গনে বাদ্যবাদন করিবে। বহির্দ্বারে শত শত সৌর্য্য সম্পন্ন বীরপুরুষগণ উত্তম উত্তম বেশভূষা করিয়া কৃপাণ ও চর্ম্মধারণপূর্ব্বক বিচরণ করিবে। আর হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গ সেনা বহিরঙ্গনে সুসজ্জিত থাকিবে এবং সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র, উৎসব ক্ষেত্রে আনীত হইবে। নগরে যত দেবায়তন আছে সমস্ত দেবালয়ে পূজা ও বলির আয়োজন থাকিবে এবং চৈত্যবৃক্ষ সমীপে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও ভূরি দক্ষিণা লইয়া সহস্র সহস্র লোক অপেক্ষা করিবে। রাজগণ নানা উপায়ন হস্তে যেন শীঘ্র আগমন করেন।

লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিতে পারেন এরূপ অন্ন ক্ষীর দধি প্রস্তুত রাখিতে হইবে এবং অপর্য্যাপ্ত দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে স্মরণ রাখিও।

কল্য প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র স্বস্তিবাচন হইবে তোমরা সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ সকলকে নিমন্ত্রণ কর এবং চতুর্দ্দিকে আসন সকল সংরচন কর।

পৃথক্ পৃথক্ রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি পৃথক্ পৃথক কার্য্যভার অর্পিত হইল। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ ও ভগবান বামদেবঋষি পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

পূর্ব্বে বলা বলা হইয়াছে অভিষেক সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তথাপি মন্ত্রীবর্গের মধ্যে কতকজন নগরের বাহিরে আসিয়া ঘোষণা করিলেন

স্বীয়াং জরামুপগতামবলোক্য রাজা
রামঞ্চ রাজবংশলক্ষমমারলোক্য।
রাজ্যাভিষেক পরমোৎসবমগ্র কর্ত্তুম্
ব্যাদিষ্টবান্, পুরজনাঃ কুরুত প্রমোদম্।

মহারাজ আপনার জরা আগত দেখিয়া এবং রামচন্দ্রের রাজ্যভার বহন সামর্থ্য

আছে জানিয়া এই আজ্ঞা করিতেছেন যে প্রজাবর্গ তোমবা সর্ব্বপ্রকাব আমোদ করিতে থাক।

দেখিতে দেখিতে নগবেব সর্ব্বত্র মহোৎসব ব্যাপার ঘনীভূত হইয়া উঠিল। তখন কদলী পনস পূগ ও আম্রবৃক্ষ সকল রাস্তাব দুইধাবে প্রোথিত হইতে লাগিল। দ্বারে দ্বাবে বম্য আলিপনা বচিত হইতে লাগিল। চাবিদিকে গণপতি পূজা, কুল-দেবতা পূজাব আযোজন হইতে লাগিল।

তখন—ধ্বজপতাক তোবণ কলস
সজহ তুবগ রথ নাগ।
শিবধ্বনি মুনিবব বচন সব
নিজ নিজ কাজহি লাগ॥

নগরেব সর্ব্বত্র ধ্বজ পতাকা উড্ডীয়মান হইতে লাগিল; তোবণে আম্র-শাখাযুক্ত কলস সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র হস্তী, সহস্র সহস্র ঘোটক সজ্জীকৃত হইতে লাগিল। মুনিববেব আদেশ মস্তকে ধাবণ কবিয়া সকলে আপন আপন কার্য্যে লাগিয়া গেল।

আজ অযোধ্যাব কি শোভা! শুভ্রঅভ্রশিখবাভ দেবগৃহে, চতুষ্পথে, বথ্যা, চৈত্যবৃক্ষ, অট্টালিকা, পণ্যপবিপূর্ণ বিপনি, সুসমৃদ্ধ লক্ষ্মীমন্ত কুটুম্বভবন, সভা, অতুচ্চ বৃক্ষ সকল—এই সমস্ত স্থানে ধ্বজা সমুচ্ছ্রিত হইল, পতাকা সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। তখন সর্ব্বত্র সমবেত জনঃসঙ্ঘ নট নর্ত্তক গায়কগণেব মনঃকর্ণ-সুখকর সঙ্গীতালাপ শ্রবণ কবিতে লাগিল। গৃহ-চত্বব সর্ব্বত্র সকলেব মুখে বামা-ভিষেক কথা ঘোষিত হইতে লাগিল। পুববাসিগণ বাজপথসকল পুষ্পহাবে অল-ঙ্কৃত কবিল, ধূপগন্ধে সর্ব্বত্র সুগন্ধিত হইল। যদি অভিষিক্ত হইয়া শ্রীবামচন্দ্র রজনীতে নগর ভ্রমণ কবেন এই জন্য অন্ধকাব দূবীকবণ পূর্ব্বক বথ্যাসমূহকে আলোকময় কবিবাব জন্য পুববাসিগণ বথ্যাসমূহেব উভয় পার্শ্বে দীপ বৃক্ষসকল স্থাপিত করিল। বালক ও স্ত্রীলোকগণেব আনন্দধ্বনি অযোধ্যাকে মুখবিত করিয়া তুলিল।

রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ কক্ষ্যচ্যুতো হেমঘটস্তরুণ্যাঃ।
সোপানমারুহ্য চকাব শব্দং ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ঠঃ।

রামাভিষেক সংবাদে তরুণিগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া জল আনিতে চলিল আর কাহারও কাহারও কক্ষচ্যুত স্বর্ণকলস সবোবব সোপানে গড়াইতে গড়াইতে ঠঠং ঠঠং ঠঃ ঠঠঠং ঠঠং ঠঃ শব্দ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ।

হরণ কাণ্ডে—তৃতীয় অধ্যায়।

সতীর তেজ ও অসতের তেজ।

তেজের পূজা করে জগৎ। জগতের এই পূজায় বরণীয় ও অবরণীয় উভয়ই মিশ্রিত থাকে। কিন্তু ভারত যে তেজের পূজা করে সে তেজ বরণীয় ভর্গ, সে তেজ পবিত্র, সে তেজ শুধু কল্যাণ পথেই যায়। যে তেজ কল্যাণ পথে তুলিতে পারে না, যে ভর্গ জীবকে চিরতরে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবাইয়া রাখিতে পারে না, সে তেজের পূজা ভারতে নাই।

হেলেনের আদর ইয়ুরোপে হইতে পারে কিন্তু হেলেন ভারতে পূজা পায় না। ইন্দ্রজিতের পূজা বিলাতে হইতে পারে অথবা বিলাত পাওয়া নামে মাত্র ভারত-বাসীর কাছে হইতে পারে কিন্তু ভারত ইন্দ্রজিতের পূজা করে না, ভারত রাবণ, দুর্য্যোধন, কংস, শিশুপালেরও পূজা কখন করে নাই কখনও করিবেও না। যে দিন করিবে সে দিন ভারত ভারত থাকিবে না—ভারত মরিবে, ভারত লুপ্ত হইয়া যাইবে।

প্রতিদ্বন্দ্বী না পাইলে তেজ আপনার সবটা দেখাইতে পারে না। অবরণীয় তেজের মূর্ত্তি এই রাবণ আর—আর বরণীয় ভর্গরূপিণী জগন্মাতা এই সীতা। ভগবান্ বাল্মীকি ধ্যানস্তিমিতলোচনে এই উভয়ের মূর্ত্তি যেমন দেখিয়াছেন সেইরূপই দেখাইয়াছেন। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিতেছি।

কুটির দ্বারে দাঁড়াইয়া রাবণ ত বহুকথাই কহিল; কিন্তু রাবণের কোন কথাই কি সীতা শুনেন নাই? তাহা বলা যায় না। সীতা এই পরিব্রাজকের সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করেন নাই। তথাপি এই অবস্থায় কথা কহিতেই হইবে। "ব্রাহ্মণশ্চাতিথিশ্চৈব অনুক্তো হি শপেত মাম্" ইনি ব্রাহ্মণ, বিশেষ অতিথি। কথার উত্তর না দিলে আমাকে শাপ দিবেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই ভাবনা মনের মধ্যে আসিয়া গেল। সীতা আত্মপরিচয় দিলেন। কি জন্য পতি ও দেবর সঙ্গে বনে আসিয়াছেন তাহাও বলিলেন। সকল পরিচয়ের শেষ হইল পতি ও দেবরের বল বীর্য্যের কথায়, রামের উত্তম ব্রতের কথায়।

দদ্যান্ন প্রতীগৃহ্লীয়াৎ সত্যব্রূয়ান্নচানৃতম্।
এতৎ ব্রাহ্মণ রামস্য ব্রতং ধ্রুতমনুত্তমম্॥

আমার দৃঢ়ব্রত ভর্ত্তা দান করেন প্রতিগ্রহ করেন না; সত্য কথা কহেন কখন মিথ্যা কথা বলেন না। রাম এইরূপ উত্তম ব্রত ধারণ করিয়াছেন। শেষে বলিলেন ব্রাহ্মণ। যদি আপনি এইখানে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করুন। আমার স্বামী অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ। এখনিই তিনি প্রচুর পরিমাণে বন্য ফল মূল, এবং মৃগয়ালব্ধ প্রচুর মাংস লইয়া আগমন করিবেন। "রুরূন্ গোধান্ বরাহাংশ্চ হত্বাদায়ামিষং বহুন্" দ্বিজ! আপনার নাম, গোত্র ও বংশ বিবরণ সত্য করিয়া বলুন। "স ত্বং নাম চ গোত্রঞ্চ কুলমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ"। সীতা কি বেশধারী পরিব্রাজককে সন্দেহ করিয়াছেন? নতুবা কেন বলিবেন তত্ত্বতঃ বলুন, সত্য করিয়া বলুন আপনার নাম কি, গোত্র কি, কুল কি? মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি দ্বিজ।"

দ্বিজ। আপনি একাকী দণ্ডকারণ্যে কোন্ প্রয়োজনে বিচরণ করেন? কি মধুর কণ্ঠস্বর। উগ্রভাবের কথা, শোকপীড়িতার অভিমানের কথা রাবণ গোপনে থাকিয়া শুনিয়াছিল কিন্তু শান্তভাবের কথা পূর্ব্বে শুনে নাই।

রাবণ আর বিলম্ব করিতে পারেনা। রাবণ বলিতে লাগিল তুমি সত্য বলিতে বলিতেছ আমি সত্যই বলিতেছি আমি রাবণ, আমি রাক্ষসের রাজা।

যেন বিত্রাসিতা লোকাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ।
অহং স রাবণো নাম সীতে রক্ষোগণেশ্বরঃ॥

যাহার ভয়ে লোক সকল বিত্রাসিত, যাহার ভয়ে দেবতা অসুর মানুষ সর্ব্বদা ভীত, সীতে আমি সেই রাবণ, রাক্ষসগণের ঈশ্বর।

তাস্তু কাঞ্চনবর্ণাভাং দৃষ্ট্বা কৌশেয়বাসিনীম্।
রতিং স্বকেষু দারেষু নাধিগচ্ছাম্যনিন্দিতে॥

কাঞ্চনবর্ণা কৌশেয়বাসিনী তোমাকে দেখিয়া হে অনিন্দিতে আমি আর নিজের স্ত্রীতে রতি ইচ্ছা করিনা। হা হতভাগা লম্পট—লাম্পট্যভিন্ন তোমার মনে কি আর কিছুই জাগেনা? তুমি কি এই পবিত্র বস্তুকেও পবিত্র ভাবে দেখিতে পারিলেনা? চিরদিন পাশবরৃত্তির প্রশ্রয় দিতেছ, বৈরাগ্যকে রোগ বলিয়া লোককে বৈরাগ্যত্যাগ শিক্ষা দিতেছ, সামান্য, অতি তুচ্ছ, নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ভোগই তোমার পক্ষে একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমার সবই বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাই তোমার দৃষ্টি দেহভোগ ভিন্ন অন্য সুখের ধারণাই করিতে পারেনা। পশুর পশুত্বই স্বাভাবিক।

রাবণ আবার বলিতে লাগিল—আমি নানাস্থান হইতে কত উত্তমারমণী আনিয়াছি তুমি তাহাদের সকলের মধ্যে আমার প্রধানা মহিষী হও।

লঙ্কা নাম সমুদ্রস্য মধ্যে মম মহাপুরী।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তা নিবিষ্টা গিরিমূর্দ্ধনি॥
তত্র সীতে ময়াসার্দ্ধং বনেষু বিচরিষ্যসি।
ন চাস্য বনবাসস্য স্পৃহয়িষ্যসি ভামিনি॥

চারিদিকে সমুদ্র। সমুদ্র মধ্য হইতে ত্রিকূট পর্ব্বত উঠিয়াছে। সেই পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরে আমার মহাপুরী লঙ্কা। সীতে! তুমি আমার লঙ্কার উপবন সমূহে আমার সহিত বিহার করিবে চল। ভামিনি! তখন তোমার এই বনবাসের ইচ্ছা আর থাকিবেনা। সীতে! তুমি যদি আমার ভার্য্যা হও, তাহা হইলে সর্ব্বাভরণভূষিতা পঞ্চসহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যা করিবে।

আহা! সীতারাম যে সর্ব্বেশ্বর ইহা কি রাবণ জানিতনা? রাবণ ত তত্ত্বজ্ঞ। জানিত। কিন্তু রক্ষোযোনৌ তমোগুণপ্রধানায়াং জাতত্বাৎ উদ্রিক্ত-তমসা ভগবন্মায়য়া জ্ঞানাচ্ছাদনাদেবমুক্তিঃ। সর্ব্বথা তত্ত্বজ্ঞো রাবণঃ কথমেবং বদেৎ ইতি তু শ্রদ্ধা জাড্যমেব। রাবণ জন্মিয়াছে তমোগুণপ্রধান রক্ষ যোনিতে। মাতার গর্ভজ দোষ রাবণের মধ্যে সর্ব্বদা জাগরিত থাকিত। তমোভাবের উদ্রেকে ভগবানের মায়া দ্বারা রাবণের জ্ঞান আচ্ছাদিত থাকিত বলিয়া রাবণ এইরূপ বলিয়াছিল।

জনকাত্মজা কুপিতা। অনবদ্যাঙ্গী রাক্ষসকে অতি হেয় জ্ঞান করিয়া বলিতে লাগিলেন।

মহাগিরিমিবাকম্প্যং মহেন্দ্রসদৃশং পতিম্।
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যমহং রামমনুব্রতা॥
সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্নং ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলম্।
সত্যসন্ধং মহাভাগমহং রামমনুব্রতা॥
মহাবাহুং মহোরস্কং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
নৃসিংহং সিংহসঙ্কাশমহং রামমনুব্রতা॥
পূর্ণচন্দ্রাননং রামং রাজবৎসং জিতেন্দ্রিয়ম্।
পৃথুকীর্ত্তিং মহাবাহুমহং রামমনুব্রতা॥
ত্বং পুনর্জ্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা॥

সতীর স্বামীকে নানারূপে নানাভাবে সাধারণ লোকে দেখিতে পারে। সতী কিন্তু দেহটাকেই কখন স্বামী দেখেন না আর ধনবান্ বা দরিদ্র অবস্থাকেও কখন স্বামী বলেন না। আর এক্ষেত্রে ত স্বয়ং ভগবান্ স্বামী। তাই জগজ্জননী বলিতে লাগিলেন আমার স্বামী ধৈর্য্যে মহাগিরির মত অকম্পনীয়, গাম্ভীর্য্যে মহাসাগরের মত ক্ষোভরহিত, আমার স্বামী মহেন্দ্রসদৃশ, এই স্বামীর আমি অনুব্রতা—এই স্বামীর অনুসরণ করাই আমার ব্রত। আমার পতি সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন, আমার পতি বিশাল বটবৃক্ষের মত সর্ব্বাশ্রয়; আমি সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন রামের অনুব্রতা। বিশালবাহু, বিশাল হৃদয় আমার স্বামী, সিংহবিক্রমে পদক্ষেপ করেন; আমি পরাক্রমে সিংহসদৃশ সেই নরসিংহের অনুব্রতা। পূর্ণ-চন্দ্রানন রাম রাজশ্রেষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়। আমার স্বামীর কীর্ত্তি জগতে কে না জানে? এই মহাবাহু রামের অনুসরণ করাই আমার একমাত্র ব্রত। তুই ত জম্বুক—তুই শৃগাল আমি সিংহী আমার প্রাপ্তি তোর পক্ষে অতি দুর্ল্লভ। সূর্য্যের প্রভাকে সূর্য্য হইতে পৃথক্ করিয়া স্পর্শ করে কার্ সাধ্য?

পাদপান্ কাঞ্চনান্ নূনং বহূন্ পশ্যসি মন্দভাক্।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং যস্ত্বমিচ্ছসি রাক্ষস॥

রে মন্দভাগ্য! নিশ্চয়ই তোর মৃত্যু নিকটে। নিশ্চয়ই তুই বহুবৃক্ষকে স্বর্ণ বর্ণ দেখিতেছিস্। রাক্ষস্! তাই তুই রাঘবের প্রিয়া ভার্য্যাকে ইচ্ছা করিতেছিস্।

ক্ষুধিতস্য চ সিংহস্য মৃগশত্রোস্তরস্বিনঃ।
আশীবিষস্য বদনাদ্দংষ্ট্রামাদাতু মিচ্ছসি॥
মন্দরং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং পাণিনা হর্ত্তু মিচ্ছসি।
কালকূটবিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি॥
অক্ষিসূচ্যা প্রমৃজসি জিহ্বয়া লেঢ়ি চ ক্ষুরম্।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্য্যামধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চোভৌ পাণিভ্যাং হর্ত্তু মিচ্ছসি।
যো রামস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং প্রধর্ষয়িতু মিচ্ছসি॥
অগ্নিং প্রজ্বলিতং দৃষ্টা বস্ত্রেণাহর্ত্তু মিচ্ছসি।
কল্যাণ বৃত্তাং যো ভার্য্যাং রামস্যাহর্ত্তু মিচ্ছসি॥
অয়োমুখানাং শূলানাং মধ্যে চরিতুমিচ্ছসি।
রামস্য সদৃশীং ভার্য্যাং যোঽধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি॥

ক্রমশঃ

একস্থানে দেখিলেন কতকগুলি শোকাতুরা বৃদ্ধা রোদন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে অবান্ধবা দীনা শুষ্কস্তনী ছিন্নকন্থাবৃতা একজন অন্য সকলকে দুঃখের কথা বলিতেছে ও রোদন করিতেছে।

বলিতেছে হা পুত্রি! হা দিনত্রয়াভোজনজর্জ্জরাঙ্গি! তুমি ও তোমার পুত্রগণ কোথায় গেল? তোমার সেই অমরহাসী ভর্ত্তা—তিনিই বা কোথায়? অত্যুচ্চ তালবৃক্ষ হইতে রক্তবর্ণ সুপক্ক তালফল দন্তে করিয়া তিনি অবতরণ করিতেন তাঁহার গুণ আমি ভুলিতে পারি নাই। হায়! আমার দৃপ্তশার্দ্দূলসমানবীর্য্য সেই জামাতা তরক্ষু বিনাশের জন্য লম্ফ প্রদান করিয়া আমার সম্মুখে কি আর সেইরূপে বিচরণ করিবে? আর কি আমি তাহার সেই মাংস চর্ব্বণকালে তমালনীল শ্মশ্রুশোভিত চিবুকের শোভা দেখিব? হায়! আমার সেই ত্রস্তসারঙ্গসমাননেত্রা শ্যামবর্ণা কন্যা ভর্ত্তার সহিত কোথায় গেল? হা পুত্রি! হা কজ্জল লজ্জিত বর্ণে! হা পক্ক-জম্বুদন্তে আর কি তোমায় দেখিতে পাইবনা? হা রাজপুত্র! রাজা হইয়া ও তুমি চণ্ডাল কন্যাতে যোজিত হইয়াছিলে! আহা সংসার তরঙ্গিণীর ক্ষণভঙ্গুর ক্রিয়াবিলাস কি না করিতে পারে? আহা! সেই কন্যার সহিত জামাতার বিনাশ—আমি এ খেদ কোথায় রাখিব? বৃদ্ধার বিলাপে রাজার চিত্ত আর্দ্র হইল। রাজা চিনিলেন এই বৃদ্ধাই তাঁহার কেকর নয়না ভ্রমদৃষ্টা চাণ্ডালী শ্বশ্রূ। চণ্ডালিনীরা সাক্ষাৎ আলাপের যোগ্য নহে। রাজা পরিচারক দ্বারা বৃদ্ধাকে আশ্বাসিত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন বৃদ্ধে তোমার কন্যা কে পুত্রই বা কে? কাঁদিতে কাঁদিতে চণ্ডালিনী বলিল এই গ্রামের পুষ্কশ ঘোষ নামক চণ্ডাল আমার পতি। আমার ইন্দু সমাননা কন্যা দৈব যোগে তুম্বী-লতার (অলাববল্লীব) পাদপ আশ্রয়ের ন্যায় এক ইন্দুতুল্য রাজাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের এক কন্যা ও কতিপয় পুত্রও হইয়াছিল।

---

১২১ সর্গ—উৎপত্তি প্রকরণ।

চিন্তাভাব প্রতিপাদন।

চণ্ডালী তাহার পর সেই ক্ষুদ্র গ্রামে ভগ্নমানব ভীষণ অবৃষ্টি দুঃখের কথা বলিল। তখন আমাদের গ্রামের লোক গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া মরিতে লাগিল। হে জনেশ্বর সেই জন্য আমরা স্বজনশূন্য হইয়াছি। চণ্ডালী বড়ই কাঁদিতে লাগিল। রাজা মন্ত্রিগণের বদনে দৃষ্টি রাখিয়া চিত্রার্পিতেব ন্যায় হইলেন। বিস্ময়ে পুনঃ পুনঃ মনে মনে কত কথাই বিচার করিতে লাগিলেন। রাজা করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সমুচিত অর্থদান করিলেন ও সম্বৰ্দ্ধনা করিলেন। কিছুকাল সেখানে থাকিয়া রাজা নিয়তির গতি বিচার করিলেন পরে, সভায় ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মুনে! স্বপ্ন বিষয় কি প্রকারে আমার প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইল?

"কথমেবং মুনে স্বপ্নঃ প্রত্যক্ষমিতি বিস্মিতঃ। রাম! আমি বায়ু যেমন আকাশে মেঘকে ছিন্নভিন্ন কবে সেইরূপে রাজার সকল সন্দেহ দূর করিলাম।

"কথমেবং বদ ব্রহ্মন্ স্বপ্নঃ সত্যত্বমাগতঃ" রাম বলিলেন ব্রহ্মন্ স্বপ্ন কিরূপে সত্য হইল? স্বপ্ন কিরূপে জাগ্রৎ কালের অনুভব যোগ্য হইল? আমার চিত্ত হইতে সংশয় গলিত হইতেছেনা।

বশিষ্ঠ। সর্ব্বমেতদবিদ্যায়াং সম্ভবত্যেব রাঘব।

ঘটেষু পটতাদৃষ্টা স্বপ্ন সম্ভ্রমিতাদিষু ॥১২

দূরং নিকটবত্তাতি মুকুরেন্তরিবাচলঃ।

চিরং শীঘ্রত্বমায়াতি পুনঃ শ্রেষ্ঠেব যামিনা ॥১৩

অসম্ভবচ্চ ভবতি স্বপ্নে স্বমরণং যথা।

অসচ্চ সদিবাভাতি স্বপ্নেস্বিব নভোগতিঃ ॥১৪

রাম! অবিদ্যায় সকলই সম্ভবে। স্বপ্নে ভ্রমে ঘটকেও পট দেখায়, দূরও নিকট বলিয়া অনুভূত হয়—যেমন মুকুরের ভিতরে পাহাড় দেখা যায় সেইরূপ। সুদীর্ঘ কালও, সুখ-নিদ্রা-প্রয়াতা যামিনীর মত শীঘ্র

শীঘ্র ফুরাইয়া যায়। স্বপ্নে স্বমরণ দেখার মত অবিদ্যাতে অসম্ভবও সম্ভব দেখা যায়। স্বপ্নে আকাশ ভ্রমণের ন্যায় অসৎও সৎমত প্রকাশ পায়।

সুস্থিতং সুষ্ঠু চলতি ভ্রমে ভূপরিবর্ত্তবৎ।
অচলং চলতামেতি মদবিক্ষুব্ধচিত্তবৎ ॥১৫

ভ্রমে = ভ্রমণে। মানুষ নিজে ঘূর্ণিত হইলে মনে করে অচলা পৃথিবীও ঘুরিতেছে। চিত্ত মদবিক্ষুব্ধ হইলে অচল পদার্থকেও সচল দেখে। অধিক কি বাসনা-চঞ্চলচিত্ত যখন যাহা ভাবনা করে তাহাই অনুভব করে। "আমি" এই বোধের সঙ্গে অবিদ্যা কার্য্য করিতে থাকে আর তখনই অনাদি অসংখ্য ভ্রম প্রকটিত হয়। ব্রহ্ম, মায়াতে প্রতিভাসিত হইলে প্রতিবিম্বিত হইলে এই মায়া সমস্তেরই পরিবর্ত্তন ঘটায়। এই অবিদ্যা ক্ষণকে কল্প করে, কল্পকে ক্ষণকরে। ক্ষণঃ কল্পত্বমায়াতি কল্পশ্চ ভবতিক্ষণঃ ॥১৮। বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিলে সিংহও আপনাকে মেষ দেখে আবার বাসনাবশে মেষও সিংহতা প্রাপ্ত হয়। মহাড়ম্বরপূর্ণ লৌকিক ব্যবহার পরম্পরা চিত্তের বাসনা বশতঃ আপনা হইতেই কাক-তালীয় ন্যায়ে ঘটে। চাণ্ডালী বিবাহাদি লবণ রাজার মনে পূর্ব্বে কোনরূপে অধিরূঢ় হইয়াছিল। যে ক্রমে অনুভূত বিষয় বিস্মৃত হওয়া যায় সেই ক্রমে পূর্ব্বানুভূত ঘটনাও স্মৃতিপথে উদিত হয়। যদি বল অনুভূত বিষয়েরই স্মরণ হয় লবণ রাজার পূর্ব্বে ঐরূপ কোন ব্যাপারই ত অনুভূত হয় নাই তবে স্মরণ হইল কিরূপে? বলা অবিদ্যার সামর্থ্যে যাহা কখন করা হয় নাই তাহাও যেন করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়। খুব ভোজন করিয়াও মানুষ স্বপ্নে দেশান্তরে গিয়া দেখে অনাহারে প্রাণ যায়, আবার অভুক্ত ব্যক্তিও স্বপ্নে দেখে প্রচুর ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। অবিদ্যা কিনা করিতে পারে? স্বপ্নে পূর্ব্বকথা, জন্মান্তরের কথাও, যেমন প্রতিভাসিত হয় তেমনি লবণ রাজার চিত্তে চাণ্ডালী বিবাহাদি প্রতি-ভাসিত—প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। অথবা চণ্ডালদিগের চিত্তেও ঐরূপ সম্বিদ্ উদিত হইয়াছিল। অথবা লবণ রাজার চিত্তের প্রতিভাস—প্রতি-বিম্ব চণ্ডালদিগের চিত্তে এবং চণ্ডালদিগের চিত্তপ্রতিভাস লবণ রাজার চিত্তে সমারূঢ় হইয়াছিল।

যথা বহূনাং সদৃশং বচনং নাম মানসম্ ॥
তথা স্বপ্নেঽপি ভবতি কালো দেশঃ ক্রিয়াপি চ ॥২৮

বহূনাং কবীনাং মানসোৎপ্রেক্ষারচিত কাব্যার্থ প্রতিপাদকং বচনং কদাচিৎ সদৃশং সৎ শব্দতোঽর্থতশ্চ সম্বাদি ভবতি তথা লবণ পুক্কস ভ্রান্তিরূপে স্বপ্নেঽপি ভবতীত্যর্থঃ। এক সময়ে একই প্রকারের কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ লোকের মনেও উদিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের কবির মানসী রচনা অবিকল একরূপ হইতে দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি অবিকল একরূপ স্বপ্নও দেখে।

সত্তা সর্ব্বপদার্থানাং নান্যা সম্বেদনাদৃতে ॥২৯ সমস্ত পদার্থের সত্তা যাহা অর্থাৎ পদার্থ সকলের সত্যতা বা অস্তিতা লোকে যাহা বলে তাহা সংবেদন ব্যতীত [মানিয়া লওয়া ব্যতীত] অন্য কিছুই নহে। তরঙ্গ ও জল, বৃক্ষ ও বীজ এক হইলেও যেমন পৃথক্ দেখায় সেইরূপ বাহিরের বস্তুর সত্তা এবং ঐ বিষয়ের সম্বেদন বা জ্ঞান এক হইলেও পৃথক দেখায়। বলা হইল, বোধ ভিন্ন, মানিয়া লওয়া ভিন্ন, বস্তুর বাস্তব সত্তা বা অসত্তা নাই। বস্তুকে সৎ মানিয়া লও, বস্তু সৎ হইবে, অসৎ মান তাহাই হইবে। এই বোধটাও, এই মানিয়া লওয়াটাও, ভ্রান্তিমাত্র।

দেখ রাম! অবিদ্যার বিভূতি ত কতই বলিলাম কিন্তু সে অবিদ্যা কোন আধারে নাই।

নাবিদ্যা বিদ্যতে কিঞ্চিতৈলাদি সিকতাস্বিব।
হেম্নঃ কিং কটকাদন্যৎ পদং স্যাদ্ধেমতাং বিনা ॥৩২

বালুকায় যেমন তৈল নাই সেইরূপ অবিদ্যাও কোন আধারে নাই। সোনার বালায় সোনা ভিন্ন আর কি পদার্থ আছে যে উহা সোনা হইতে পৃথক্ হইবে?

অবিদ্যয়াত্মতত্ত্বস্য সম্বন্ধো নোপপদ্যতে।
সম্বন্ধঃ সদৃশানাঞ্চ যঃ স্ফুটঃ স্বানুভূতিতঃ ॥৩৩

অবিদ্যা এবং আত্মতত্ত্ব ইহাদের যে কোন সম্বন্ধ আছে তাহা প্রমাণ করা যায় না। সমান সমান বস্তুরই সম্বন্ধ থাকে এবং তাহা স্বীয় অনুভবেও স্পষ্ট দেখা যায়। যদি বল অবিদ্যা ও আত্মা ভিন্ন বস্তু হইলেও

ইহাদের সম্বন্ধ না হইবে কেন ? জতু ও কাষ্ঠের যে সম্বন্ধ তাহাত পার্থিবত্ব ও দ্রবত্ব এই সমান অসমান অংশের যোগ। না এ উদাহরণ যোগ্য উদাহরণ নহে। জতু ও কাষ্ঠ একমাত্র অবিদ্যারই স্পন্দন বা বিলাস মাত্র কিন্তু ব্রহ্ম ও অবিদ্যা সেইরূপ কোন একবস্তুর স্পন্দন নহে ইহারা অসদৃশ। সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মময়। এই জন্য প্রস্তরাদিও চিৎএর সমান। এই সম্বন্ধ বশতঃ সমস্তবস্তু চিৎএর দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। জগতের সমস্ত বস্তুই যখন সন্মাত্র ও চিন্মাত্র তখন চিতের স্বপ্রকাশতা বলে ইহারা প্রকাশিত হইতেছে। অন্য সম্বন্ধ বলে ইহারা প্রকাশিত হইতেছে ইহা বলা যায় না। দীপের প্রকাশ আপনি হয় দীপান্তরের সম্বন্ধের অপেক্ষা এখানে আবশ্যক। আরও দেখ বিসদৃশ পদার্থ সমূহের কোন সম্বন্ধ সম্ভব নহে আবার পরস্পরের সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পরের অনুভব সিদ্ধ হয় না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সাম্য আছে বলিয়াই জ্ঞানটি হয়। কাজেই বলিতে হয় সদৃশ বস্তুই সদৃশ বস্তুর সহিত একক্ষণে অমল একতা প্রাপ্ত হইয়া সেই একতা নিবন্ধনই আপনার রূপ বিস্ফারিত করে—নতুবা প্রকাশ করিতে পারেনা। চিৎ ও চেত্য মিলিয়া চেতনের দৃশ্যরূপে প্রকাশ হয় তজ্জন্য চিৎ ও জড়ের ঐক্য আছে বলা যায়না কারণ চিৎও জড় পরস্পর ভিন্ন। জড়ের সহিত জড়ের মিলনে জড়েরই গাঢ়তা হয় চেতনের স্ফুরণ কিরূপে হইবে ? এক ত্রিপুটিরূপ চিত্রে চিৎ ও জড়ের মিলন কখন সম্ভবেনা। উভয়েই চিন্ময় বলিয়া ইহাদের সাদৃশ্য সম্বন্ধ। সেইজন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পরিণামী পদার্থই পদার্থন্তরের আকারে প্রকটিত হয়। জিহ্বা জলের আস্বাদে আনন্দ পায়। কেন পায় ? জিহ্বা জলীয়ইন্দ্রিয়, সেইজন্য উহা জলবিকার যে রস সেই রসের গ্রহণে আনন্দিত হয়। অসমানের ঐক্য কখন হয়না। যদি বল জড় ও চেতন এক হইয়া যায় তবে প্রস্তরাদি বস্তু জড় থাকে কিরূপে ? এই জন্য মীমাংসা বাক্য এই যে চিৎই প্রস্তরাদিরূপিণী। যেমন জল তরঙ্গরূপে দেখা যায় সেইরূপ চিৎকেই বৃক্ষপ্রস্তরাদিরূপে দেখা যায়। যদি বল কেন ? তাহার উত্তর এই যে চিৎ ঐরূপে বিলাস করেন। যিনি আপ্তকাম তাঁহার আবার বিলাস ইচ্ছা কেন হয় যদি বল ইহার উত্তরে আরও

উপরের কথা বলিতে হয়। চিৎ বিলাস যাহা বলিতেছিলাম তাহাই চিতের স্বভাব। স্পন্দ ও অস্পন্দ দুই স্বভাব ইঁহার। অস্পন্দ স্বভাবে ইনি সর্ব্বদা আপনি আপনি। অতি নির্ম্মল অতি শান্ত। স্পন্দ স্বভাবে ইনি মায়া আশ্রয়ে বহুবিধ আকার ধারণ করেন। স্পন্দ স্বভাবে ইনি আপনার আপনি আপনি ভাব বিস্মৃত হয়েন বলিয়া একটা অজ্ঞান ইঁহাকে আশ্রয় করে। ইঁহার আত্মস্মরণের সামর্থ্য থাকে না। চক্ষু যেমন অতি দূর দূরান্তরের আকাশ দর্শনে অসমর্থ হইয়া আপনার মধ্যের নীলবর্ণ, আকাশে উৎক্ষেপ করিয়া আকাশকে নীল বলে সেইরূপ চৈতন্যও নিজের অনতি প্রকাশে—নিজের আশ্রিত অজ্ঞান দ্বারা দ্রস্টৃ দৃশ্যাদি ভ্রম জন্মায়। ফলতঃ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি সমস্তই চিন্ময়।

রাম। চৈতন্যত একটি বস্তু। কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি সমস্ত বস্তুই যদি চিন্ময় হয় তবে দৃশ্যবস্তু এত প্রকারেব কিরূপে হয়?

বশিষ্ঠ। আত্মা ও দৃশ্যবস্তুর যে সম্বন্ধ তাহা কল্পিত সম্বন্ধ। কল্পনার প্রকার অনন্ত সে জন্য দৃশ্যও অনন্ত। ইহাও জানিও যে স্বজাতীয় পদার্থের একীভাবকে সম্বন্ধ বলে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জড় ও চেতন যদি পৃথক্ পদার্থ হইত তবে তাহাদের কোন সম্বন্ধই থাকিত না। কিন্তু জড় ও চেতনের সম্বন্ধ একটা আছে এই জন্য বলা হয় কাষ্ঠ পাষাণাদি জড় পদার্থ নহে। একমাত্র চিৎ পদার্থই কাষ্ঠপাষাণরূপিণী। জড় পদার্থ চিতের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া দ্রস্টা দৃশ্য প্রভৃতি ভ্রান্তি উৎপাদন করে। অবিদ্যার কল্পনা অনন্ত বলিয়া দৃশ্যও অনন্ত।

রাম! তুমি নিখিল বিশ্বকে সৎব্রহ্ম বলিয়া জানিও। অনন্ত ব্রহ্মই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বরূপে প্রতিভাত হয়েন। যেমন বহু বর্ণের কাঁচের ভিতরের আলোক বহুরূপে প্রতিভাত হয় সেইরূপ। এই জন্য বলা হয় বিশ্ব সন্মাত্র। মিথ্যা বোধে বিশ্ব মিথ্যা। তুমি মিথ্যা বোধটি ত্যাগ কর দেখিবে এই বিশ্বের ব্যবহার পরম্পরা, শতশত লক্ষ লক্ষ ভ্রমের সমষ্টি, এই সমস্ত চিৎ বিলাস। আব মিথ্যা জ্ঞান উপশান্ত হইলে যাহা থাকে তাহা কেবল অস্পন্দ চিৎ। চিৎএর বোধকালে সৃষ্টি নাই, দেশ কালা দিও নাই। ভেদ বোধ অবস্থায় সৃষ্টি এবং সৃষ্টির অন্তর্গত দেশ কাল

অহং মম ইত্যাদি সমস্তই আছে বলিয়া বিস্ফারিত হয়। বলয়ে সুবর্ণ বুদ্ধি ত্যাগকর দেখিবে বলয়াদি পৃথক্ পদার্থের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। সুবর্ণেই বলয় ভ্রান্তি উঠে। সুবর্ণের সত্তা আশ্রয় করিয়াই ভ্রমজ্ঞান উত্থিত হয়। ভেদ দৃষ্টিতে যাহা অবিদ্যার বিলাস মত বোধ হয় অমুক দ্রষ্টা, ইহা দর্শন, তাহা দৃশ্য—এই ভেদ দৃষ্টি পরিহারে, অবিদ্যাবিলাসের উপলব্ধি হয়না, তখন সমস্তই ব্রহ্ম। তবেই দেখ ভেদ বোধটাই সৃষ্টির মূল। বোধটাই বিশ্বকে অসৎ ও অসৎ বিশ্বকে সৎ করিতেছে। তরঙ্গ যত প্রকার হউক না কেন ইহা জলই। শাল ভঞ্জিকা যত প্রকারের হউক না কেন সে সমস্তই কাষ্ঠ ; হাঁড়ী কলসী খুরী যত কিছু সবই মৃত্তিকা।

জলজ্ঞানে তরঙ্গাদি যেমন জল, কাষ্ঠজ্ঞানে বহুপ্রকারের কাষ্ঠ পুত্তলিকা যেমন কাষ্ঠ, মৃত্তিকা জ্ঞানে কলসাদি যেমন মৃত্তিকা সেইরূপ চৈতন্য জ্ঞানে নানাবিধ দৃশ্য পূর্ণ এই জগৎ চৈতন্যই। চৈতন্যকে জান, জানিয়া সেই জ্ঞানে জগৎ দেখ তখন ভেদ দৃষ্টি আর থাকিবেনা জগৎকে চৈতন্য রূপেই দেখিবে।

রাম। অবিদ্যা বিলাসের উপলব্ধি না হইলেই আত্মপ্রকাশ হয় বলিতেছেন। আমি গঙ্গা দেখিতেছি ইহার মধ্যে যে, আমি জ্ঞান, গঙ্গা জ্ঞান এবং দর্শন অনুভব এই সমস্তই অবিদ্যা বিলাস। এই ত্রিপুটীর পরিহারে সেই পরম পদই থাকেন এই পরম পদকে পাইবার কথা আবার বলুন।

বশিষ্ঠ। সম্বন্ধে দৃশ্যদৃষ্টীনাং মধ্যে দ্রষ্টুর্হি যদ্বপুঃ।
দ্রষ্টৃদর্শন দৃশ্যাদি বর্জ্জিতং তদিদং পরম্॥৫৩

দৃশ্য ও দৃষ্টির মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের অন্তরালে দ্রষ্টুর যে শরীর, যেখানে দ্রষ্টৃ দর্শন ও দৃশ্য এই ত্রিপুটীর কিছুই নাই তাহাই পরম পদ। দৃশ্য বস্তুকে যে আমরা দেখি তাহাতে সমান জাতীয় একটু কিছু আছে বলিয়াই দেখাটা হয়। চিৎ জড় ইহারা দেখিতে অসমান বটে কিন্তু মূলে একটা সমজাতীয় কিছু আছে বলিয়াই—ইহাদের সম্বন্ধ আছে। সেই জন্য আমরা বৃক্ষাদিকে জানিতে পারি। এই সম্বটি কি ? ইহা পরে বলিতেছি। ত্রিপুটীটি কি বুঝিলেই দৃশ্য ও দর্শনের সম্বন্ধ বুঝা যাইবে।

ত্রিপুটীই হইতেছে অবিদ্যা বিলাস। এই বিলাস বন্ধ কর পরমপদ দেখিতে পাইবে।

"আমি ইহা দেখিতেছি"—ইহার মধ্যে "আমি" দ্রষ্টা "ইহা" দৃশ্য এবং "দেখিতেছি" ইহা দর্শন জ্ঞান। এই তিনটি মিলিয়া হইতেছে ত্রিপুটী। এই ত্রিপুটীর "আমি" অংশটি অবিদ্যার প্রথম বিলাস কারণ "আমি"টি হইতেছে অখণ্ড চৈতন্যের অবচ্ছেদভাব। এক অদ্বিতীয় যাহা তাহাতে আমি নাই। আমি জ্ঞান উঠিলেই অখণ্ডকে খণ্ড করা হইল অখণ্ডকে সীমার মধ্যে আনা হইল।

"ইহা" টি কি? এইটি হইতেছে সর্ব্বব্যাপা চৈতন্যের বিষয় ভাব। বৃক্ষ বা দেহ বা জগৎ—"ইহা" দ্বারা বুঝায়। এক অখণ্ড অদ্বিতীয় চৈতন্যে নামরূপ মিলিয়া ইহার সৃষ্টি। সুবর্ণই আছে। তাহা বলয়াকার ধারণ করিল। এই আকারটী কি? আকারটি কখনই গ্রহণের বস্তু নহে। এই জন্য আকারটা মিথ্যা। বলয়ের আকারটা বাদ দিতে পারিলে সুবর্ণই থাকে। মৃত্তিকা জ্ঞানে হাঁড়ী কলসী দেখিলেও হাড়ী কলসী দেখা যায়না তখন, যখন শুধু মৃত্তিকার বোধটি প্রবল হয়। তেমনি চৈতন্য জ্ঞানটিকে পরিপুষ্ট করিয়া জগৎ দেখিলে নামরূপ আকারে দৃষ্টি পড়িবেনা। সবই চৈতন্যময় হইয়া যাইবে। সেই জন্য বলা হয় চৈতন্যই আছেন আর ঐ চৈতন্যই দৃশ্যরূপে ভাসিয়াছেন। ইহা হইয়াছে মায়া দ্বারা। বুঝিতেছ দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের সম্বন্ধ কোথায়? আর কি জন্য দ্রষ্টার দৃশ্য জ্ঞান হয়?

সেই জন্য বলা হইল দৃশ্যটি চৈতন্যের বিষয় ভাব। তারপর ত্রিপুটীর শেষ অংশটী হইতেছে "দেখিতেছি"। এই দর্শন জ্ঞানটি কি? যদি সম্যক দর্শনটি থাকিত তাহা হইলে দৃশ্য দর্শনটি হইতনা। ব্রহ্মই সর্ব্বত্র দেখা হইয়া যাইত। সম্যক্ দর্শনটি নাই বলিয়া ব্রহ্মকেই অন্য-রূপে দেখা হইতেছে ইহাই মায়ার কার্য্য। মায়ার প্রথম কার্য্য আবরণ করা, দ্বিতীয় কার্য্য বস্তুকে আবরণ করিয়া উহাকেই অন্যরূপে দেখান। "দেখিতেছি" এই যে দর্শন জ্ঞান ইহা চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়াই থাকে। যেমন চক্ষুর দর্শন শক্তি আকাশ পর্য্যন্ত যায় না বলিয়া চক্ষুর আশ্রিত

অপুত্রক হয়। এরূপ অবস্থায় ও প্রবলতম দৃষ্ট-কর্ম্মদ্বারা অদৃষ্ট কর্ম্ম খণ্ডিত হইলে পুত্রলাভ সম্ভবপর বটে।

শাস্ত্র বলেন—প্রতিকূলং যদা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।
মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যমুত্থান-শীলিনাম্।

যাঁহারা মাঙ্গলিক বস্তু ও সদাচার যুক্ত, যাঁহারা নিত্য উৎসাহ সম্পন্ন, তাঁহাদের পৌরুষ দ্বারা প্রতিকূলদৈবের খণ্ডন হয়। উৎসাহবিহীন, কদাচাররত, অমঙ্গল মূর্ত্তি প্রাকৃত পুরুষের পক্ষেই দৈব অখণ্ডনীয়। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই এইরূপ, সুতরাং প্রতিকূল দৈব অবাধগতিতে স্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছে; ফলে জগৎ দুঃখময় হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ দৈব অখণ্ডনীয় নহে, প্রাক্তন কর্ম্ম অপেক্ষা বর্ত্তমান কর্ম্ম প্রবল ও উৎকৃষ্ট হইলেই তাহা দৈব খণ্ডনে সমর্থ হয়।

দেবধেনু সুরভির অবমাননা-জনিত দুরদৃষ্ট দ্বারা রাজর্ষি দিলীপ অপুত্রক হইয়াছিলেন, পরে বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীর পরিচর্য্যারূপ শুভকর্ম্ম যখন প্রবল হইল, তখন তাহা সন্তানোৎপত্তির বাধা অপসারিত করিল। মঙ্গলাচার-যুক্ত উৎসাহ সম্পন্ন রাজর্ষি কর্ম্মানুরূপ চক্রবর্ত্তি-লক্ষণোপেত সন্তান লাভ করিলেন।

বৎস, এখন তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বিতীয় কণ্ডিকার দশম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তোমায় বলিয়াছি—অগ্নি যেমন দাহ্য পদার্থের জলরাশিকে ধূমরূপে নিষ্কাসিত করিয়া স্বয়ং তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হয়েন, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত তামসিক কর্ম্মের সংস্কার যাহা মনে লুক্কায়িত ছিল, জীবের কর্ম্মফল-ভোগের জন্য মনের সেই তামসিক সংস্কার সমূহকে স্থূলদেহ রূপে নিষ্কাসিত করিয়া ব্যষ্টি সমষ্টি ভেদে প্রাণই ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রাণই ব্যষ্টিদেহে মুখ্য প্রাণরূপে, সমষ্টি-দেহে সূর্য্যরূপে বর্ত্তমান। একদিকে এই মুখ্য প্রাণ স্বীয় রশ্মি স্থানীয় দ্বাসপ্ততিসহস্র (৭২০০০) নাড়ী দ্বারা ব্যষ্টি দেহটিকে সর্ব্বদা ক্রিয়াময় করিয়া রাখিয়াছেন, অপরদিকে সূর্য্যরূপে সমষ্টি-প্রাণ স্বীয় রশ্মি-পটলে জগদ্-দেহ উদ্ভাসিত কর্ম্মনিরত রাখিয়াছেন। প্রাণোপাসক

পিতা যখন আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক প্রাণকে স্ব স্ব রশ্মি জালের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন এবং ক্রমে উপাসনা-পরিপাকে স্বয়ং অভিন্ন প্রাণময় হইয়া যান, তখন তাঁহার একাধিক পুত্র হওয়া অস্বাভাবিক। সুতরাং অভিন্ন-প্রাণোপাসক ঋষি কৌষীতকি, একমাত্র পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, এবং উত্তরকালে সেই একমাত্র পুত্র যখন উপদেশ যোগ্য হইলেন, তখন তাঁহাকে বহু পুত্র লাভের জন্য প্রাণ ও আদিত্যকে স্ব স্ব রশ্মির সহিত ভিন্ন মনে করিয়া উপাসনা করিতে বলিলেন। বীজের একত্ব বহুত্ব যেমন বৃক্ষের একত্ব বহুত্বের হেতু, তদ্রূপ এক ভাবনায় একীভূত এবং বহুভাবনায় বহুরূপে পরিণত পিতা হইতে ও এক ও বহুপুত্র হওয়া যুক্তি যুক্ত।

এ বিষয়ে অধিক বলা অনাবশ্যক; উল্লিখিত কথাগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক মনন করিলেই তুমি নিঃসংশয় হইতে পারিবে। বৎস, এখন পরবর্ত্তী মন্ত্র শ্রবণ কর।

अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्येष स्वरन्नेति। ३

एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतकिः पुत्रमुवाच प्राणांस्त्वं भूमानमभिगायताद् बहवो वै मे भविष्यन्तीति।४

अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इति होतृषदनाद्धैवापि दुरुद्गीथमनुसमाहरतीत्यनुसमाहरतीति ॥ ५ ॥

তৃতীয়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫॥

পদানুসরণী] অথ অনন্তরম্ অধ্যাত্মমুচ্যতে। য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথ মুপাসীতেত্যাদি। তথা পূর্ব্ববৎ ওমিতিহি এষঃ প্রাণোঽপি স্বরন্ এতি, ওমিতিহি অনুজ্ঞাং কুর্ব্বন্নিব বাগাদি-প্রবৃত্ত্যর্থমেতীত্যর্থঃ। নহি মরণ-কালে মুমূর্ষোঃ সমীপস্থাঃ প্রাণস্যোঙ্করণং শৃণ্বন্তীতি। এতৎসামান্যাদাদিত্যেঽপ্যোঙ্করণমনুজ্ঞামাত্রং দ্রষ্টব্যম্। এতম্ উ এব অহং অভ্যগাসিষম্ ইত্যাদি পূর্ব্ববদেব। অতো বাগাদীন্ মুখ্যঞ্চ প্রাণং

ভেদগুণ-বিশিষ্টমুদ্গীথং পশ্যন্ ভূমানং মনসা অভিগায়তাৎ পূর্ব্ববদা-বর্ত্তয়েত্যর্থঃ। বহবো বৈ মে মম পুত্রা ভবিষ্যন্তীত্যেবমভিপ্রায়ঃ সন্নিত্যর্থঃ। প্রাণাদিত্যৈকত্বোদ্গীথদৃষ্টেরেকপুত্র-ফলত্বদোষেণাপোদিতত্বাৎ রশ্মি প্রাণভেদদৃষ্টেঃ কর্ত্তব্যতা চোদ্যতে হস্মিন্কাণ্ডে বহু পুত্রফলত্বার্থম্॥ ৪॥ অথ খলু য উদ্গীথ ইত্যাদি প্রণবোদ্গীথৈকত্ব দর্শনমুক্তম্, তস্যৈতৎফলমুচ্যতে। হোতৃষদনাৎ, হোতা যত্রস্থঃ শংসতি, তৎ স্থানং হোতৃষদনম্। হৌত্রাৎ কর্ম্মণঃ সম্যক্ প্রযুক্তা-দিত্যর্থঃ। নহি দেশ মাত্রাৎ ফলমাহর্ত্তুং শক্যং। কিন্তদ্ধ এবাপি দুরুদ্গীথং দুষ্টমুদ্গীতমুদ্গানং কৃতম্, উদ্গাত্রা স্বকর্ম্মণি ক্ষতং কৃতমিত্যর্থঃ। তদনুসমাহরতি অনুসন্ধত্তে ইত্যর্থঃ। চিকিৎসয়েব ধাতু-বৈষম্য-সমীকরণ মিতি।

বঙ্গানুবাদ) অতঃপর অধ্যাত্মিক (উদ্গীথোপাসনা বলা যাইতেছে)। ঐ যে (পূর্ব্বোক্ত) মুখ্য-প্রাণ তাহা অবলম্বনে উদ্গীথের উপাসনা করিবে। (মুখ্য-প্রাণের সহিত প্রণবের কি সাদৃশ্য আছে, যে মুখ্য প্রাণকে ওঙ্কার মনে করিয়া উপাসনা করা যাইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে)। অন্যান্য চক্ষুরাদি প্রাণবর্গের স্ব স্ব কার্য্য আরম্ভে মুখ্য-প্রাণের কার্য্য অনুজ্ঞা বাচক ওঙ্কারের মত। সুতরাং এই মুখ্য-প্রাণই ওঙ্কার স্বরূপ। এই মুখ্য প্রাণকে অন্যান্য প্রাণের সহিত একীকৃত করিয়া আমি উপাসনা করিয়াছিলাম তাই-তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইয়াছ। এইরূপে (মহর্ষি) কৌষীতকি পুত্রকে বলিয়াছিলেন। অতএব তুমি বাগাদি প্রাণ ও মুখ্য প্রাণ ইহারা পরস্পর ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট উদ্গীথ-স্বরূপ, মনে করিয়া এবং আমার বহুপুত্র হইবে এই অভিসন্ধি পূর্ব্বক উপাসনা করিবে।

অতঃপর যাহা উদ্গীথ, তাহাই প্রণব, যাহা প্রণব তাহাই উদ্গীথ এইরূপে পূর্ব্বে যে প্রণব ও উদ্গীথের একত্ব বিজ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারই ফল বলা যাইতেছে। হোতৃ-ষদন (অর্থাৎ হোতৃ-কার্য্যে সম্যক্ প্রযুক্ত-প্রণবোচ্চারণ) হইতে উদ্গাতা যাহা কিছু উদ্গান-কালের বিচ্যুতি, তাহা প্রতি সমাহিত হইয়া থাকে।

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] উদ্‌গাতা সামবেদীয় ঋত্বিক্, ইনি যখন উদ্‌গান বা উদাত্ত-স্বরে গান করেন, তখন তাঁহার যে বিচ্যুতি, তাহা ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্ হোতার কৃত প্রণবোচ্চারণে কিরূপে প্রতি সমাহিত হইতে পারে। নিজকৃত বিচ্যুতির প্রতিবিধান নিজেরই কার্য্য দ্বারা হওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক। হোতার প্রণবোচ্চারণে উদগাতার বৈগুণ্য কিরূপে উপশমিত হয় ?

আচার্য্য] বৎস, ইহা প্রণব ও উদ্‌গীথের অভেদ বিজ্ঞানের ফল। ভগবান্ ভাষ্যকার এই বিরোধের পরিহার-কল্পে সহজ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—চিকিৎসয়েব ধাতুবৈষম্য-সমীকরণমিতি। রোগী নিজে অহিতাচরণ করিয়া ধাতুবৈষম্য সৃষ্টি করে, কিন্তু চিকিৎসকের সুচিকিৎসা দ্বারা উহা উপশমিত হয়। এস্থলে চিকিৎসক রোগী হইতে ভিন্ন, কিন্তু তথাপি তাঁহার সুচিকিৎসায় যেমন রোগীর ত্রুটি-জনিত ধাতুবৈষম্যের প্রতিকার হয় তদ্রূপ হোতা উদ্‌গাতা হইতে ভিন্ন হইয়াও দেবতাগণের আহ্বানকালে তিনি যে সুচারুরূপে প্রণবোচ্চারণ করেন, তাহার ফলে উদ্‌গাতার বিচ্যুতির প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন।

ইহাই ভগবান্ ভাষ্যকারের দৃষ্টান্ত-মূলক সমাধান। এই সমাধান-অনুসারে অভেদ-বিজ্ঞানের ফল ভাল করিয়া বুঝিতে প্রয়াস কর।

শব্দ ও অর্থ ভেদে জগৎ দ্বিবিধ। প্রতি অর্থে স্বাভাবতঃ বহুগুণ সমাবেশিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে খণ্ড শব্দসমূহ প্রতিপাদ্য অর্থের কোন একটি গুণের পরিচয় করিয়া সেই অর্থের বাচক হইয়া থাকে। যেমন উদ্‌গীথ, প্রণব, তার প্রভৃতি শব্দের প্রত্যেকটিরই অর্থ ওঙ্কার, তথাপি উদ্‌গীথ শব্দ যে গুণের পরিচয় করিয়া ওঙ্কারের বাচক, প্রণব ও তার শব্দ সে গুণের পরিচয় পূর্ব্বক ওঙ্কারের বাচক নহে। উচ্চ (উদাত্ত) স্বরে গীত হয়, এই গুণের পরিচয়ে উদ্‌গীথ-অর্থ-ওঙ্কার। যাহাকে উপকরণ রূপে গ্রহণ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা হয় এই গুণের

পরিচয়ার্থ প্রণব শব্দের অর্থ ওঙ্কার, সংসার সাগর হইতে জীবপুঞ্জকে তারণ করেন যিনি এই গুণের বর্ণনা করিয়া তার শব্দ ওঙ্কারের প্রতিপাদক। স্থূল দৃষ্টিতে পর্য্যায় শব্দসমূহ এক অর্থের বাচক বলিয়া অভিন্ন মনে হইলেও বিচারকালে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাদের পূর্ব্বোক্তরূপ ভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং উদ্‌গাতার আপাত-দৃষ্টিতে উদ্‌গীথ স্বরূপতঃ ওঙ্কার হইলে ও ওঙ্কার-বাচক প্রণব হইতে ভিন্ন। এই যে ভেদ-দৃষ্টি উদ্‌গাতার হৃদয়ে বর্ত্তমান ছিল, শ্রুতি-কথিত বিজ্ঞানের মহিমায় উহা অপসারিত হয়, শ্রৌত বিজ্ঞান উপাসকের একাগ্র চিত্তকে শব্দসমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে আকর্ষণ করিয়া অর্থের অভিন্ন মূর্ত্তিতে সমাবেশিত করেন। তখন শ্রৌত বিজ্ঞান সম্পন্ন একাগ্রচিত্ত উপাসক-শব্দশক্তির বহুগুণ-রঞ্জিত রাজসিক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাবরণ সুন্দর অর্থ মূর্ত্তিতেই অভিনিবিষ্ট হয়েন, এইরূপ বিজ্ঞান-সিদ্ধ উদ্‌গাতার উদাত্ত গান কালে যে বিচ্যুতিরূপ রন্ধ্রগুলি থাকিয়া যায়, তৎসমুদয় হোতার উচ্চারিত প্রণবের ভাবরাশি—যাহার সহিত উদ্‌গাতা শ্রৌত বিজ্ঞান-সূত্রে সতত গ্রথিত—তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়, ফলে বিজ্ঞান মহিমায় উদ্‌গাতার সকল ত্রুটির ক্ষমা হইয়া যায়।

ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সামগীয়ত ইয়মেব সাঽগ্নিরমস্তৎ সাম।১। অন্তরিক্ষমেবর্গ্‌ বায়ুঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সামৃগীয়তেঽন্তরিক্ষমেব সা, বায়ুরমস্তৎসাম।২

পদনিষ্যন্দিনী] অথেদানীং সর্ব্বফল-সম্পত্ত্যর্থমুদ্‌গীথস্তো-পাসনান্তরং বিধিৎস্যতে। ইয়মেব পৃথিবী ঋক্, ঋচি পৃথিবী-দৃষ্টিঃ কার্য্যা। তথা হগ্নিঃ সাম, সাম্নি অগ্নি-দৃষ্টিঃ। কথং পৃথিব্যগ্নো ঋক্ সামত্বমিতি-উচ্যতে। তদেতৎ অগ্ন্যাখ্যং সাম পৃথিব্যামৃচি অধ্যূঢ়ম্-অধিগতমুপরিভাবেন স্থিত মিত্যর্থঃ ঋচীব সাম। তস্মাৎ অতএব কারণাৎ ঋচ্যধ্যূঢ়মেব সাম গীয়তে ইদানীমপি সামগৈঃ। যথাচ ঋক্ সাম্নী নাত্যন্ত-ভিন্নে অন্যোন্যং তথৈতৌ পৃথিব্যগ্নী। কথম্? ইয়মেব সা, সামনামার্দ্ধ-শব্দবাচ্য, ইতরার্দ্ধ-শব্দবাচ্যো হগ্নিরম স্তদেতৎ পৃথিব্যগ্নি-

দ্বয়ং সামৈক-শব্দাভিধেয়ত্বমাপন্নম্ সাম। তস্মান্নান্যোন্যং ভিন্নং পৃথিব্যগ্নিদ্বয়ং নিত্য-সংশ্লিষ্টমৃক্‌সামনী ইব। তস্মাচ্চ পৃথিব্যগ্ন্যোঃ ঋক্‌সামত্বম্। সামাক্ষরয়োঃ পৃথিব্যগ্নি-দৃষ্টি। বিধানার্থমিয়মেব সা অগ্নিরম ইতি কেচিৎ॥ ১

অন্তরিক্ষমেব ঋক্, বায়ুঃ সাম ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ২

বঙ্গানুবাদ] (অনন্তর সর্ব্ববিধ কর্ম্মফলের উৎকর্ষ বিধানার্থ উদ্‌গীথের অন্যবিধ উপাসনা অবতারণা করিবার অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে। এই (পৃথিবী) ই ঋক্ (কর্ম্মের অঙ্গীভূত ঋক্ মন্ত্র সমূহে পৃথিবী ভাবনা স্থাপন করিবে) অগ্নি (ই) সাম (সাম মন্ত্র সমূহে অগ্নি ভাবনা করিবে)। (পৃথিবী ও অগ্নি কি প্রকারে ঋক্ ও সাম হইবে ? তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন --) এই অগ্নিরূপ সাম পৃথিবীরূপ ঋকে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই জন্য (এখনও) ঋকে অধিষ্ঠিত করিয়া সাম সমূহ গীত হইয়া থাকে। (ঋক্ ও সাম যেমন অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতা রূপে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, সেইরূপ পৃথিবী ও অগ্নি পরস্পর ভিন্ন নহে) (কেন ?) এই পৃথিবীই সা (সাম এই নামের অর্দ্ধাংশ 'সা' শব্দের অর্থ পৃথিবী) অগ্নি (ই) অম (সাম শব্দের অপরাংশ যে 'অম' ইহার অর্থ অগ্নি) পৃথিবীও অগ্নি এই দুইটি পদার্থ 'সাম' এই একটি মাত্র শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, অতএব পৃথিবী ও অগ্নি এই দুইটি পদার্থ পরস্পর ভিন্ন নহে, প্রত্যুত ঋক্ সামের মত নিত্য মিলিত। (এইজন্যও পৃথিবী ও অগ্নি যথাক্রমে ঋক্ ও সামরূপে চিন্তনীয়) (কেহ কেহ বলেন 'সাম' এই শব্দের 'সা' ও 'অম' এই দুইটি অংশে যথাক্রমে পৃথিবী ও অগ্নি ভাবনা উপদেশ করিবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—'**ইয়মেব সা অগ্নিরমः**' ।১

অন্তরিক্ষই ঋক্ (কর্ম্মের অঙ্গস্থানীয় ঋক্ মন্ত্র সমূহে অন্তরিক্ষ ভাবনা করিবে) বায়ুই সাম (গেয় সাম গান সমূহে বায়ু ভাবনা করিবে) এই বায়ুরূপী সাম অন্তরিক্ষরূপ ঋকে অধিষ্ঠিত, সেইজন্য ঋকে অধিষ্ঠিত করিয়া (এখনও) সাম সমূহ গীত হইয়া থাকে। অন্তরিক্ষই সা; বায়ু (ই) অম (পূর্ব্ববৎ সাম এই নামের প্রথম 'সা' এই অংশের

অর্থ অন্তরিক্ষ, দ্বিতীয় 'অম' এই অংশের অর্থ বায়ু) (এইরূপে) সেই সামশব্দ (নিষ্পন্ন)।

গূঢ়ার্থ সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, শ্রুতি সর্ববিধ কর্ম্মফলের উৎকর্ষ বিধানার্থ উদ্গীথের অন্যপ্রকার উপাসনার অবতারণা করিতেছেন, আপনি মন্ত্রের ভূমিকায় ইহা বলিলেন। কিন্তু কোন উপাসনার উপদেশত এই মন্ত্রে পাইলামনা। বরং উত্তরোত্তর কেবল ভাবনারই কথা বলিতেছেন। ইহা অন্যবিধ উপাসনার অবতারণা হইল কিরূপে? আর আমার দ্বিতীয় নিবেদন, যাহা স্বরূপতঃ যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া ভাবনা করিব কিরূপে? ভাবনা করিলেই বা তাহাদ্বারা কর্ম্মফলের উৎকর্ষ হওয়া কিরূপে সম্ভবপর। ঋক্‌মন্ত্র সমূহকে পৃথিবী বলিয়া ভাবনা করা আমার নিকট উদ্ভট কল্পনা বলিয়াই মনে হইতেছে। ভগবতী শ্রুতির উপদেশের রহস্য আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই আপনি আমাকে এবিষয় ভাল করিয়া উপদেশ করুন।

আচার্য্য] বৎস আমি তোমাকে যথামতি সুচারুরূপেই ইহা উপদেশ করিব, কিন্তু এখন ও এ বিষয় আলোচনা করিবার অবসর হয় নাই; শ্রুতি এইরূপ ভাবনা আরও বলিতেছেন। ভাবনা-পর্ব্ব শেষ হইলে উপাসনার উপদেশ করিবেন। যাহার মন যে ভাবে ভাবিত, সেই ভাবে তাহার উপাসনা হওয়া স্ববসবাহী ও স্বাভাবিক। যেমন দেহময় 'আমি' র উপাসনা তোমার স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন অনায়াসে যথেষ্ট রসের সহিত এই মৃত দেহের উপাসনা তুমি করিতেছ; সিদ্ধি ও অদূরবর্ত্তিনী। অজ্ঞান কল্পিত মৃত দেহের উপাসনায় যেমন অজ্ঞানময় মৃত্যু সিদ্ধিরূপে উপস্থিত হয়, সেইরূপ বিজ্ঞান-মূলক অমৃতময় স্বরূপের উপাসনায় ও অমৃতত্ব লাভ অবশ্যম্ভাবী। বহুকাল মৃত্যুর সাধনা করিয়াছ, সিদ্ধিলাভ বহুবারও ঘটিয়াছে, সুতরাং অধুনা তোমার পক্ষে মৃতদেহে অহং অভিমান উদ্ভট কল্পনা নহে, বরং

স্বভাব-সিদ্ধ। পক্ষান্তরে শ্রুতির প্রদত্ত ভাবনা-পরিচ্ছদে চিত্তকে বিভূষিত কর, দেখিবে—কিছুই উদ্‌ভট বা অস্বাভাবিক নহে, বরং তখন মনে হইবে—স্বভাবের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী শ্রুতি তাঁহার জ্ঞান-বিজ্ঞানময় রাজ্যের সুসমৃদ্ধ শোভায় তোমাকে সুশোভিত করিয়াছেন। সে শোভা মৃত্যুর ফুৎকারে ম্লান হয় না, তপস্যার নিষ্পীড়নে সে সুষমা বিগলিত হয় না, বরং অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের মত আরও নির্ম্মল হয়। বৎস, ভগবতী শ্রুতির উপদেশ নিভৃত মনে শ্রবণ কর, আমার কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবে।

জীবের চক্ষুতে চাক্ষুষ পুরুষরূপে, (বিরাট পুরুষের চক্ষুঃ স্থানীয়) আদিত্য-মণ্ডলে আদিত্যপুরুষরূপে যে ভূমা পুরুষ অধিষ্ঠিত, বাক্ ও প্রাণরূপী ঋক্ ও সাম তাঁহার অংশ মাত্র, ভগবতী শ্রুতি এই সর্ব্বনাম-রূপধারী সর্ব্বাত্মা পুরুষকে উদ্‌গীথ নামে পরিচিত করিয়া তাঁহারই উপাসনার উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম কণ্ডিকার অবতারণা করিতেছেন। এই সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষের অনন্ত নামের মধ্যে একটি বিশিষ্টনাম—উৎ। কারণ এই অপাপবিদ্ধ ভূমা পুরুষ সকল পাপের উর্দ্ধে বর্ত্তমান। ঋক ও সাম ইঁহার গেষ্ণ অর্থাৎ দুইটি পর্ব্ব বা অংশ বিশেষ। নিরুক্ত-শাস্ত্র অনুসারে বর্ণ বিকার করিয়া 'গেষ্ণ' শব্দ 'গীথ' রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে *। অনন্তর এই 'গীথ' অংশকে পূর্ব্বোক্ত উৎশব্দের সহিত যোগ করিয়া উদ্‌গীথ শব্দ নিষ্পাদিত

* এইরূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নামটিকে পরোক্ষ করিয়া লওয়া দেবতাগণের প্রীতিকর। শ্রুতি বলেন 'পরোক্ষপ্রিয়া ইবহি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ'। দেবগণ পরোক্ষ নাম ভালবাসেন, প্রত্যক্ষ নাম তাঁহাদের অপ্রীতিকর। এই নিয়মে বরণ নামটি বরুণরূপে 'মুচ্যু' নামটি মৃত্যুরূপে, অঙ্গিরস সংজ্ঞাটি অঙ্গিরস্ রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া পরোক্ষ করা হইয়াছে। (গোপথব্রাহ্মণ পূঃ ভাঃ প্রঃ প্র)। জীবের কর্ম্ম জনিত অজ্ঞানতার দুর্ভেদ্য আবরণে দেবগণ সতত আবৃত। তাঁহারা স্ব স্ব ভার লইয়া সতত মানবের পরোক্ষ এই জন্য তাঁহাদের নাম সমূহ পরোক্ষ হওয়াই স্বভাবিক, অতএব তাঁহারা পরোক্ষ নাম ভাল বাসেন।

উৎসব।

:৹:—

আত্মারামায় নমঃ।
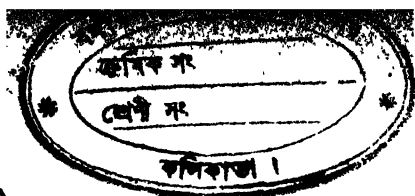
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৬শ বর্ষ } সন ১৩২৮ সাল, আশ্বিন, কার্ত্তিক। { ৬, ৭ম সংখ্যা

[আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ প্রণেতা শ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্তৃক লিখিত]

শ্রীসদাশিবঃ শরণং।

নমো গণেশায়॥

শ্রীঃ ১৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

প্রীতিপরায়ণ শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

প্রার্থনাতত্ত্ব।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

জিজ্ঞাসু—যাহা অন্যে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, যাহারা বহুদিন আমার সঙ্গ করিয়াছেন, যাহারা পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে কোন না কোনরূপ সম্বন্ধ সূত্রে আমার সহিত ইহজীবনে সম্বন্ধ হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যেই যাহা বহু ব্যক্তি বিশ্বাস করেন না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাহা আপনি অবিশ্বাস করিবেন না, আমি আপনাকে এখন তাহা বলিব। আমি যথাশক্তি আমার অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছি, মানুষের কথা ত দূরের, আমি বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ভক্তি ভিন্ন। আমার দৃষ্টিতে ইহারা অভিন্ন পদার্থ) শ্রীভগবানের সকাশ হইতেও আর কিছু পাইবার ইচ্ছা করি না। কর্ম্মদোষে সংসারে আসিয়াছি, ঈপ্সিত না হইলেও প্রয়োজন বশতঃ অনেক দ্রব্যের প্রার্থনা হয়, কিন্তু আমার হৃদয় আপনা হইতে আর কিছু চাহে না।

বক্তা—আচ্ছা, বল শুনি, তুমি যে জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন ভগবানের সকাশ হইতে আর কিছু প্রার্থনা করনা, তাহার কারণ কি? তুমি এই বিষয়ের চিন্তা করিয়াছ কি? যদি করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি ইহার কিরূপ সমাধান করিয়াছ, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—যাহা আমার নহে, সহস্র চেষ্টা করিলেও যাহাকে আমি কদাচ আমার করিতে পারিব না, আমি তাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি না। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি ছাড়া অন্য সকলকেই ছাড়িয়া যাইতে হইবে, অন্য সকলই অনিত্য।

বক্তা—কাহাকে তুমি ঠিক তোমার বলিয়া স্থির করিয়াছ?

জিজ্ঞাসু—যাহাকে কখন ছাড়িতে হইবে না, যে কখন আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না, জীবনে, মরণে, স্বপ্নে, জাগরণে, সুখে, দুঃখে, স্বর্গে, নরকে যে আমাকে ত্যাগ করিবেনা, যাহাকে আমি নিরন্তর ভালবাসিতে পারিব, যাহার প্রতি কোন কারণে আমার অনুরাগ বা প্রীতির হ্রাস, বৃদ্ধি হইবেনা, যাহা কখন আমার দুঃখের হেতু হইবেনা, তাহাই বস্তুতঃ আমার, আমি বস্তুতঃ তাহারই। এতদ্ব্যতীত ভ্রান্তিবশতঃ যে বস্তুতঃ আমার নহে, তাহাকে আমার করিতে যাইলে, দুঃখ পাইতে হয়, যে বস্তুতঃ আমার নহে, তাহাকে আমার করিতে যাইয়াই এত দুঃখ পাইয়াছি, এত দুঃখ পাইতেছি। দেহকে আমার বলিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম মাতাকে আমার বলিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম, পিতাকে আমার বলিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম, স্ত্রী-পুত্রকে, পৌত্র-পৌত্রীকে, ভ্রাতা-ভগিনীকে আমার বলিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম, বন্ধুকে আমার বলিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম, দেশকে আমার বলিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম, আহা, যাহাকেই সরল, ধাৰ্ম্মিক, ভগবদ্ভক্ত, জ্ঞানপিপাসু, তত্ত্বজিজ্ঞাসু বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহাকেই ভাল বাসিয়াছিলাম—তাহাকেই পরম আত্মীয় বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিয়াছি, যাহাদিগকে আমার বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহই বস্তুতঃ আমার নহে। দেহ প্রতিক্ষণ আমাকে ছাড়িতে চেষ্টা করিতেছে, ক্ষণকালও যাঁহাদের বিরহ সহিতে পারিতাম না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আমি নিরন্তর তাঁহাদিগকে দেখিতে চাহিলেও, তাঁহারা আমাকে দেখিতে চাননা, অথবা তাঁহারা আমাকে দেখিতে চান কি না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। যাহা প্রকৃত পক্ষে আমার নহে, এখন বেশ বুঝিয়াছি, তাহাকে আমার করিতে যাওয়া মূর্খের কার্য্য। যাহাতে আমার অধিকার নাই, যাহা আমার নহে, তাহাকে যদি আমার বলিয়া

গ্রহণ করি, তাহা হইলে চুরি করা হয়, কারাবদ্ধ হইতে হয়, অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

বক্তা—তুমি কি তাহা হইলে এখন কাহাকেও আত্মীয় বলিয়া মনে কর না? কাহাকেও আর ভালবাস না?

জিজ্ঞাসু—এ কি কথা! ভালবাসাই (Love) যে প্রাণ, বিশুদ্ধ জ্ঞানই, জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই যে প্রেম, আত্মবৎ সর্ব্বভূতে সমান প্রীতির দৃঢ়তাই যে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, * তবে আমি কাহাকেও ভাল না বাসিয়া জীবিত থাকিতে পারি কি? আমি ভগবানকে ভালবাসি, তিনি নিত্য আমার, আমি নিত্য তাঁর। ভগবান্‌কে কখন ছাড়িতে হইবে না, তিনিও কখন আমাকে ছাড়িবেন না।

বক্তা—মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু প্রভৃতিকে আর ভালবাস না?

জিজ্ঞাসু—ইঁহাদিগকে আগে ঠিক ভালবাসিতাম না, কাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে আমার, যতদিন তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ততদিন যাহাদিগকে ভালবাসি বলিয়া মনে করিতাম, তাহাদিগকে বস্তুতঃ ভালবাসিতাম না। ভগবানই পরম প্রেমাস্পদ, ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক, ভগবান্ সর্ব্বভাবময়, তিনিই মাতা, পিতাদি উপাধিতে বিরাজমান, এই সত্যের রূপ (স্পষ্টভাবে না হইলেও) দেখিবার পর হইতে মাতা পিতাদিকে ঠিক ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছি।

বক্তা—'মাতাপিতাদিকে ঠিক ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছি', তোমার এই কথার আশয় কি?

জিজ্ঞাসু—যিনি বস্তুতঃ ভাল, তাঁহাকেই সকলে চায়, তাঁহার প্রতিই সকলের প্রীতি বা অনুরাগ হয়। 'আত্মা' বা ভগবান্‌ই বস্তুতঃ ভাল, 'আত্মা' বা ভগবান্ ছাড়া প্রকৃত ভাল অন্য কোন পদার্থ নাই।

বক্তা—আত্মা বা ভগবান্‌ই বস্তুতঃ ভাল কেন?

জিজ্ঞাসু—আত্মা বা ভগবান্ ভদ্র, কল্যাণময়, আনন্দময়, আত্মা বা ভগবান্ অভদ্র নহেন, অতএব আত্মা বা ভগবান্ পরম প্রীতির আস্পদ, আত্মা বা ভগবান্‌কেই সকলে ভালবাসে, স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি যে প্রীতি—যে ভালবাসা তাহা আত্মার

---

* "ব্রহ্মলোকতৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্মতঃ।
দেহাত্মবৎ পরাত্মত্বদার্ঢ্যে বোধঃ পরিসমাপ্যতে॥"
—চিত্রদীপ, পঞ্চদশী।

নিমিত্ত, কিন্তু আত্মার প্রতি যে প্রীতি তাহা স্ত্রী পুত্রাদির নিমিত্ত নহে। স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি যে প্রীতি তাহার বিচ্ছেদ হইতে পারে, কিন্তু আত্মার প্রতি যে প্রীতি তাহার বিচ্ছেদ কখনও সম্ভব হয় না। আত্মাই পিতা, আত্মাই মাতা, আত্মাই ভ্রাতা, আত্মাই পুত্র এইরূপ বোধ দৃঢ় হইলে মাতা পিতাদিগের প্রতি ঠিক ভালবাসা হয়। 'সবই ব্রহ্ম' এইরূপ অবধারণের পর, স্ত্রী-পুত্রাদিকে ব্রহ্মরূপে ভাবিয়া, উঁহাদের প্রতি যদি প্রীতি করা হয়, তাহা হইলে উহা ভগবদভক্তি বলিয়া গণ্য হইবে। পণ্ডিতেরা এই জন্য বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানানন্তর জপ, জল্পনা বা শিল্প ইত্যাদি যাহা কিছু করিবে, তৎ সমস্তই ব্রহ্ম বিষয়ক হইবে। দেহকে আত্মা বলিয়া যে জ্ঞান আছে ঐ জ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে, মন যে যে বস্তুতে যাইবে, তাহাতেই ব্রহ্মবোধে সমাধি হইবে। "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি অবধারণানন্তরং ব্রহ্মপ্রকারকালম্বনা সাপি ভগবদভক্তিরেবেতি। অতএবোক্তম্ভগ্যুক্তৈঃ জপোজল্পশিল্পমিত্যাদি। "দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি। যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ॥"

—শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্য।

বক্তা—যাঁহারা তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তুমি এখন ভালবাসিতে পার?

জিজ্ঞাসু—যাঁহারা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা ত আমার নহেন, আমি তাঁহাদিগকে আমার বলিয়া মনে করিতাম, তাইত এত কষ্ট পাইয়াছি, আমি আবার তাঁহাদিগকে ভালবাসিব কেন? আবার তাঁহাদিগকে আমার বলিয়া ভাবিব কেন? আমার মাতা-পিতাদির দেহ চলিয়া গিয়াছে আমার মাতা-পিতা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান নাই, এখনও যে কষ্ট হইলেই আমার জিহ্বা অবশভাবে 'মাগো!', 'বাবাগো,' এই শব্দ উচ্চারণ করে। ভগবানই আমার মাতা, পিতা, ভগবানই আমার সর্ব্বস্ব, ভগবান্ ত আমাকে ছাড়িয়া যান নাই। 'মা' বলে আহ্বান করিলেই 'বাবা' বলে ডাকিলেই যে তিনি উত্তর দেন, কেন ডাকিতেছি, জিজ্ঞাসা করেন, প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

যিনি আমার নহেন, আমার তাঁহার নিকট হইতে কিছু পাইবার ইচ্ছা হয়না, যাহা আমার নহে, যাহাকে ছাড়িতে হইবে, আমি তাহাকেও পাইতে চাহিনা। সংসারে অর্থ বিনা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তাই অর্থ প্রার্থনা করিতে হয়। অন্য কোন্ উপায়ে অর্থার্জ্জনের শক্তি আমার নাই, চাকরী করিবার শক্তি নাই,

কোনরূপ ব্যাপার করিবার শক্তি নাই, মানুষের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবার স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই; আমি তাই চাতকীবৃত্তিকে আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক। বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে একান্ত অভিলাষী বটে, কিন্তু আমি তাহা করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য নহি। অযোগ্য হইয়া যোগ্যতমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যে ন্যায়বিরুদ্ধ, তাহা জানি, তথাপি যে একালে অনন্যোপায় বহু পরিবারের সহিত বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার কারণ, 'ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, ভগবান্ নিতান্ত অযোগ্যকেও যোগ্যতম করিতে পারেন, আমার ইহা সহজ বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, অযোগ্য আমি যোগ্যতমের সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 'ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, তাহার করুণা অপার, তিনি ভক্তপালনতৎপর, তাঁহার কৃপায় পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়, অন্ধের চক্ষু হয়, কুঞ্জরমূর্খও সুরগুরুসম প্রাজ্ঞ হইতে পারে, আমার এইরূপ বিশ্বাসের অধরাঙ্গ দৃঢ় আলম্বন শূন্য হইলেও, ইহার উত্তমাঙ্গ (ইহার শিরোভাগ), ভগবানের কৃপারজ্জু দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ, অন্তরায়-বাত্যা (বিঘ্নরূপ ঝঞ্ঝাবাত) দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইলেও, ইহা একেবারে বিনিপাতিত হয় না, বিচলিত হইলেও, পতিত হইলেও ইহা আবার স্থির হয়, উত্থিত হয়, অমর চরণাশ্রিত বলিয়া প্রাণ হারায় না। শিশু সন্তানদিগের সহিত বহু দিন অনশনে বা অদ্ধাশনে দিন যাপন করিলেও "ভগবান্ ভিন্ন আর কাহার সকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিব না," এই প্রতিজ্ঞা অদ্যে ত্যাগ করি নাই, সহিষ্ণুতার সীমা যখন অতিক্রান্ত হইয়াছে, তখনও কোন মানুষের কাছে অভাব জানাই নাই, কাহার সাহায্য প্রার্থনা করি নাই। এইরূপ দুর্গত অবস্থাতে স্বপ্নাবস্থায় সমাদিষ্ট কোন পুরুষ দূরদেশ হইতে অর্থ পাঠাইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়াছি, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিনা যাচ্ঞায় অর্থ দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিয়াছি, অথবা বিভব-সম্পন্ন রোগমুক্ত হইয়া নিজ ইচ্ছায় অর্থ দিয়াছেন, তাৎকালিক প্রয়োজনানুসারে তাহা লইয়াছি। পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি, তাৎকালিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ইচ্ছা পূর্ব্বক কখন গ্রহণ করি নাই। তাৎকালিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কদাচিৎ জুড়িয়াছে, কিন্তু তাহা সঞ্চয় করি নাই, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, অযাচিত হইয়া অভাবের সময় যদি কোন পুরুষ কিছু দেন, তাহা ভগবানেরই দান বলিয়া মনে করা উচিত। আপনার কথা আমি সর্ব্বদা বিনা বিচারে শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমার বিশিষ্ট প্রকৃতি এই ভাবে মানুষের

নিকট হইতে দান গ্রহণকেও বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তির অপবাদ (Abuse) বলিয়া আমাকে বুঝাইয়া থাকে। নিষ্করুণ অভাবের তাড়নায় হতজ্ঞান হইয়া মানুষের সকাশ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু এই নিমিত্ত আমি যে কত দুঃখী, আমার হৃদয় এই নিমিত্ত যে কত অশান্তিতে আছে, তাহা হৃদয়জ্ঞ আপনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। অনুতাপানলে হৃদয় যখন দগ্ধ হয়, কথঞ্চিৎ শান্তি পাইবার আশায় তখন মনে এইরূপ বিচার বুদ্ধির উদয় হয়। 'আমিত ভগবান্ ভিন্ন কাহার কাছে নিজ অভাবমোচনার্থ প্রার্থনা করি নাই, যিনি অযোগ্যকে যোগ্যতম করিতে পারেন, তাঁহার অনন্ত করুণায় আমি যখন যোগ্য হইব, তিনি তখন আমাকে নিশ্চয় সাক্ষাৎ ভাবে অর্থ প্রদান করিবেন, আমি তখন যাঁহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছি তাহা প্রত্যর্পণ করিব, আমি তাঁহাদের দান স্বীকার করি নাই, তাঁহাদের নিকট হইতে ঋণরূপে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।' আমি অকিঞ্চন, আমি অর্থার্জ্জনবিমুখ, আমি কোথা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিব, আমার বিশ্বাস হয়, অনেকে এইরূপ ভাবিয়া থাকেন, আমি ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব, অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না, "আমি ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎ ভাবে অর্থ পাইলে, যাঁহাদিগের নিকট হইতে আমি যাহা লইয়াছি, তাহা প্রত্যর্পণ করিব," আমার মুখ হইতে এই কথা শুনিলে অনেকে মনে মনে উপহাস করেন। ভগবান্ সাক্ষাৎ ভাবে কাহাকেও কিছু দিতে পারেন, এ বিশ্বাসকে, আমার বিশ্বাস, একালে অত্যল্প ব্যক্তিই হৃদয়ে স্থান দিতে সমর্থ। আমি ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে অর্থ পাইলেই, আমার ঋণদাতাদিগকে তাঁহাদের নিকট হইতে ঋণরূপে যাহা লইয়াছি তাহা প্রত্যর্পণ করিব, আমার এই কথা শুনিয়া অনেকে উপহাস করেন, আমার মনে যখন এই ভাবের উদয় হয়, তখন কাহারও প্রেরণায় 'আমি ত ভগবানের নিকট হইতে নিশ্চয় সাক্ষাৎভাবে অর্থ পাইব, যাঁহারা এখন উপহাস করিতেছেন, তাঁহারাই তখন বিশ্বাস করিবেন, অকিঞ্চন প্রপন্নের কেহ আছেন, তখন তাঁহারাই বিশ্বাস করিবেন, ভগবান্ তাঁহার অকিঞ্চন শরণাগত সন্তানের সকল ভার স্বয়ং বহন করেন, এ কথা মিথ্যা নহে, ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে।' অধীর হৃদয়ে নানা ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে, 'আমি ত আমার সাহায্যকারীদিগের মধ্যে অনেকের গৃহে বহুদিন গৃহচিকিৎসকের কার্য্য করিয়াছি, বহুব্যক্তিকে যথাজ্ঞান, যথাশক্তি জ্ঞানোপদেশ করিয়াছি, ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছি, তখন আমি কিছু না দিয়া কিছু প্রতিগ্রহ করি নাই, অতএব আসল দিতে বিলম্ব হইলেও, আমি সুদ দিয়া আসিয়াছি, আমার অস্থির

হৃদয়কে প্রবোধ দিবার জন্য, কাহার প্রেরণায়, আমার হৃদয়ে কদাচিৎ এই ভাবেরও উদয় হইয়া থাকে। চিকিৎসাবিভূতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, সকলই ত আমার প্রাণারামের, আমার হৃদয়েশ্বরের, এই সকলই ত তিনি আমাকে সাক্ষাৎভাবে দান করিয়াছেন, আমি এতদ্দ্বারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারই দান, তবে যতদিন তিনি আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া না দিবেন, ততদিন আমি ইহা মনে করিয়াই আমার শান্তিহীন অস্থির হৃদয়কে কিয়ৎপরিমাণে শান্তিতে রাখিতে চেষ্টা করিব, আমার মনে এই ভাবের উদয় হয়, এই জন্য "আমি যাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের গৃহে বহুদিন গৃহচিকিৎসকের কার্য্য করিয়াছি", আমার মুখ হইতে এই কথা নির্গত হয়। চিকিৎসাকে বৃত্তি করিবার প্রবৃত্তি কখনও হয় নাই, কখন হইবে না। "আমার আপাত প্রতীয়মান পরস্পর বিরুদ্ধ বহু ভাবসমূহ বস্তুতঃ 'আমি ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিবনা' এই স্থায়িভাবেরই, এই অভিমানেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপের অবভাস" আমি যে নিমিত্ত আপনাকে এই কথা বলিয়াছি, তাহা জানাইলাম।

বক্তা—লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত বা ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যাহা দিয়াছেন, তাহাকে তুমি ঋণ বলিয়া মনে কর কেন?

লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাহা দিয়াছেন তাহাকে ঋণরূপে গ্রহণ করিবার হেতু।

জিজ্ঞাসু—ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে আমি আমার প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবার প্রার্থী, অন্যদ্বারা পাইবার একান্ত অনভিলাষী, আমার আশা, আজ না হয় কাল ভগবান্ আমাকে বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার শক্তি প্রদান করিবেন। আমি যদি মানুষ দ্বারা প্রাপ্ত বস্তু লইয়া নিশ্চিন্ত হই, সন্তুষ্ট হই, তাহা হইলে, আমার ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে আমার আবশ্যকীয় বস্তু পাইবার আশা কখনও পূর্ণ হইবেনা।

মানুষের নিকট হইতে আগত বস্তুকে ভগবানের বলিয়া না ভাবিবার কারণ।

বক্তা—জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় বিশ্বেশ্বরের, অতএব মানুষদ্বারা প্রেরিত বস্তুকে তুমি ভগবানের মনে না করিয়া মানুষের মনে কর কেন?

জিজ্ঞাসু—জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় বিশ্বেশ্বরের, তাহা জানি, কিন্তু বিশ্বপিতা তাঁহার যে সন্তানকে তাঁহার প্রার্থনানুসারে যাহা দিয়াছেন, যাবৎ তাহাতে তাঁহার মমত্ববুদ্ধি থাকিবে, ইহা আমার, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার

আছে, এইরূপ জ্ঞান থাকিবে, আমার ধারণা, তাবৎ তাঁহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিলে ঋণী হইতে হয়, তাবৎ তাঁহার নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করা হইবে, তাহা ভগবানের, এই প্রকার বিশ্বাস করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। যিনি গ্রহীতা, জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় ভগবানের, কেবল তাঁহারই এইরূপ বুদ্ধি থাকিলে চলিবেনা, যিনি দাতা, তাঁহারও তাদৃশ বুদ্ধি থাকা আবশ্যক, আমার 'আমার' বলিয়া বুঝিবার বস্তুতঃ কিছুই নাই, সকলই ভগবানের, যিনি দিবেন, তাঁহারও এবম্প্রকার দৃঢ় ধারণা থাকা চাই, যাঁহার এইরূপ দৃঢ় ধারণা আছে, তাঁহার সকাশ হইতে, সকলই ভগবানের এইরূপ জ্ঞানবান্ পুরুষ যদি কিছু গ্রহণ করেন, আমার মনে হয়, তাহা হইলে তাহা ঋণ বলিয়া বিবেচিত হইবেনা। আমি এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা প্রত্যর্পণীয় বলিয়া বুঝিয়া থাকি, তাহাকে ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে সমাগত বলিয়া আমি ভাবিতে পারিনা।

বক্তা। ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্তি বলিতে তুমি কি বুঝিয়াছ? কিরূপ প্রাপ্তিকে তুমি ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে পাওয়া মনে কর? কিরূপ বৃত্তিকে তুমি বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছ?

ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্তির ও বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তির স্বরূপ।

জিজ্ঞাসু। ভগবান্ ও আমার মধ্যে যখন অন্য কেহ থাকিবেন না, ভগবান্ ও আমার মধ্যে অন্য কেহ আছেন বলিয়া যখন আমার মনে হইবেনা, আমি তখন যাহা প্রাপ্ত হইব, আমার সর্ব্বস্ব, আমার প্রাণারাম, আমার যথার্থ আমি, আমাকে তাহা দিয়াছেন, আমি ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে তাহা পাইয়াছি, আমার তাহা বিশ্বাস হইবে। ক্ষুধা হইলে আমি ভগবান্‌কে বলিব, আমার ক্ষুধা হইয়াছে, আমাকে কিছু খাইতে দেও, তিনি খাইতে দিবেন, অথবা কিছু বলিব না, শিশুর ন্যায় কাঁদিব, তিনি স্বয়ং আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি বুঝিয়া আমাকে খাইতে দিবেন, অথবা কাঁদিব না, কিছু বলিব না, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ অদৃশ্যভাবে হোক্, দৃশ্যভাবে হোক্, কোন মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া হোক্, কিম্বা তাঁহার সূক্ষ্মশক্তি দ্বারা হোক্, আমাকে আহার দিবেন, আমি এইরূপ প্রাপ্তিকে ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্তি বলিয়া মনে করি। আমি যে ভাবে বিদ্যালাভ করিয়াছি, আমার ধারণা, তাহা

ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্তির দৃষ্টান্তরূপে বিবেচিত হইতে পারে। আমার দৃঢ় প্রত্যয়, ভগবান্ হস্ত বিনা সব গ্রহণ করিতে পারেন, পদ বিনা সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন, স্থূল চক্ষু বিনা সব দেখিতে পান, স্থূল কর্ণ বিনা সব শুনিতে পান। তীর্থপর্য্যটনকালে এক অদ্ভুত পুরুষের দর্শন লাভ হইয়াছিল, তাঁহার মত প্রেমিক, তাঁহার মত সবল ভগবদ্ভক্ত আমি পূর্ব্বে আর কোথাও দেখিয়াছি ব'লে মনে হয়না, তেমন হাসা আমার গুরুদেব ভিন্ন অন্য কাহারও মুখে কখনও দেখি নাই। ইনি নর্ম্মদা পরিক্রম করিতেছিলেন, ওঙ্কারেশ্বরে ইঁহার সহিত আমার মিলন হয়। জানিনা কেন, আমাকে দেখিবামাত্র ইনি আমাকে বহুদিনের পরিচিত প্রিয়জনের ন্যায় বড় আদর করিয়াছিলেন, প্রেমপূর্ণ নেত্রে দেখিয়াছিলেন, নর্ম্মদা পরিক্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইনি কিছুদিন আমার সহিত নাসিকাদি তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। গভীর রজনীতে আমার সেবা করিতে করিতে, কতদিন কত বিস্ময়জনক কথা ইনি আমাকে শুনাইয়াছিলেন। বহুদিন ক্ষুধার্ত্ত হইলে, তৃষ্ণাকাতর হইলে ইনি ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে উপাদেয় আহার্য্য ও সুশীতল, সুবাসিত জল (যেখানে এই সকল দ্রব্য পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই) পাইয়াছিলেন। যাদৃশ নির্ম্মনুষ্য স্থানে যে ভাবে ইনি আহার্য্য ও পানীয় পাইয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আমার প্রতি তাঁহার ভক্তি দেখিয়া আমি লজ্জিত ও বিস্মিত হইয়াছিলাম, আমি তাঁহার লীলার মর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। জব্বলপুরে যে দিন আমি ইঁহার পরম কমনীয় সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হই, সে দিনের কথা অদ্যাপি স্মৃতিপটে জাগরুক আছে, ইঁহার অজস্রধারে প্রবাহিত নয়নবারির স্মৃতি আজিও বলপূর্ব্বক আমার নয়নজলকে আকর্ষণ করে, আমার সঙ্গত্যাগকালে ইঁহার মদ্‌বিরহ-কাতরতার স্মৃতি আজিও আমার হৃদয়কে চঞ্চল করে। এই অপূর্ব্ব পুরুষের সহিত মিলন হওয়ায়, ভগবান্ যে সাক্ষাৎভাবে তাঁহার শরণাগত ভক্তকে তাহার আবশ্যকীয় বস্তু প্রদান করেন, আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে। কোন মানুষের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে যাহা পাইব, তদ্দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাকে আমি বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তি বলিয়া বুঝিয়া থাকি।

বক্তা—তুমি মানুষের সকাশ হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছ, তৎসমুদায়ই ঋণ—তৎসমুদায়ই প্রত্যর্পণীয়। কোন্ প্রমাণে এইরূপ বিশ্বাস তোমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে?

ঋণমুক্ত হইয়া দেহ ত্যাগ না করিলে আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

জিজ্ঞাসু —যাহা পরের, যাহাতে আমার অধিকার নাই, তাহা গ্রহণ করিলে ঋণ হয়, যাহা ঋণরূপে গৃহীত হয়, তাহা প্রত্যর্পণীয়। যাহা ঋণরূপে গৃহীত হয়, তাহা ফিরাইয়া না দিলে, তৈত্তিরীয় আরণ্যক পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, যমের শাসনাধীন হইতে হয়, ঋণ পরিশোধার্থ পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, ঋণবিমুক্ত না হইলে, মুক্তিলাভ হয় না। যাঁহারা দ্রব্যার্জ্জনবিমুখ, তাঁহারা যদি ঋণরূপে কিছু গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকেও মরণের পূর্ব্বে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, ঋণ পরিশোধ না করিয়া দেহত্যাগ করিলে, তাঁহারা মুক্তিলাভে সমর্থ হইবেন না।

প্রকৃত ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি প্রাকৃতিক বা ঈশ্বরানুমোদিত বৃত্তি।

বক্তা —যাঁহারা দ্রব্যার্জ্জনবিমুখ, যাঁহারা দেহ যাত্রা নির্ব্বাহার্থ দ্রব্যার্জ্জন করিতে স্বভাবতঃ অশক্ত, যাঁহারা নিরন্তর আত্মপরের হিতার্থ উচ্চবিষয়ে সদা ব্যাপৃত, অন্য কার্য্য করিবার শারীর ও মানস পটুতা যাঁহাদের নাই, শাস্ত্র বলিয়াছেন, ভিক্ষাবৃত্তি তাঁহাদের প্রাকৃতিক বা ঈশ্বরানুমোদিত বৃত্তি। যে ব্রাহ্মণেরা অযাচিত ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, সেই ব্রাহ্মণগণ নিত্য নমস্ত, ভিক্ষাবৃত্তি প্রকৃত ব্রাহ্মণের যুক্তিসঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত বৃত্তি। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা ভিক্ষা দ্বারা উদরপূর্ণ করেন, তাঁহারা উত্তম ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের (ক্ষত্রিয়াদির) ভিক্ষাবৃত্তি বিশেষতঃ নিন্দনীয়। * ভিক্ষাবৃত্তিকে শাস্ত্র

---

* "ভিক্ষাং কৃত্বা তু যো বিপ্র উদরং পরিপূরয়েৎ।
উত্তমঃ স চ বিজ্ঞেয়ো মধ্যমং নিগদামি তে॥

* * *

"ভিক্ষাবৃত্তির্ভবেৎ যস্য নান্যচেষ্টা কদাচন।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমো নিত্যং যেষাং বৈ ভৈক্ষ্যেণ জীবিকা॥"

—গায়ত্রী তন্ত্র।

"ব্রাহ্মণেভ্যো নমো নিত্যং যেষাং ভৈক্ষ্যেণ জীবিকা।

মহাভারত—বনপর্ব্ব।

"ব্রাহ্মণেন বিনান্যেষাং ভিক্ষাবৃত্তির্বিগর্হিতা।"

—শুক্রনীতিসার।

যখন প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রশংসনীয় বৃত্তি বলিয়াছেন, তখন দ্রব্যার্জনবিমুখ, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যদি পরের দ্রব্য গ্রহণ করেন, তবে তাহা প্রত্যর্পণীয় রূপে বিবেচিত হইবে কেন? তাহাকে ঋণ বলিয়া মনে করা হইবে কেন?

জিজ্ঞাসু—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ঋণমুমুক্ষুকে যে মন্ত্র দ্বারা যে ভাবে ভগবানের কাছে, প্রার্থনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, কোন্ ব্যক্তি সেই মন্ত্র দ্বারা ঋণমুক্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিবে? তৈত্তিরীয় আরণ্যক যে ব্যক্তি মাত্রকেই ঐ মন্ত্র দ্বারা ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই, তাহা সুখবোধ্য। যাঁহারা ভগবানের শরণাগত, যাঁহারা ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে কিছু পাইতে ইচ্ছা করেন না, নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমানকে যাঁহারা ভগবানের চরণে মিশাইয়া দিয়াছেন, বা মিশাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, যাঁহারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত উপার্জ্জন করিতে অক্ষম, ভগবান্ তাঁহার প্রপন্নভক্তের যোগ-ক্ষেম স্বয়ং বহন করেন, ভগবান্ ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করেন, যাঁহারা ইহা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন, 'আমাকে ঋণ মুক্ত কর,' 'আমাকে জ্ঞান প্রদান কর' 'আমাকে ভক্তি দেও', 'আমাকে সত্ত্ব সুখী কর', সরল প্রাণে, শ্রদ্ধার সহিত এই প্রকার প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ তাদৃশ প্রার্থনানুরূপ ফল প্রদান করেন, ইহা যাঁহাদের দৃঢ় প্রত্যয়, তৈত্তিরীয় আরণ্যক তাঁহাদের জন্যই যে ঋণবিমোচন মন্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ব্রাহ্মণ যদি পরের নিকট হইতে ঋণরূপে কিছু গ্রহণ করেন, আমার বিশ্বাস, তাহা প্রত্যর্পণীয়, এই শরীরে প্রাণ থাকিতে থাকিতে আমাকে ঋণমুক্ত করিয়া দেও, দ্রব্যার্জ্জনবিমুখ, ভগবানের শরণাগত, অনন্যশরণ ব্রাহ্মণের ঋণমুক্ত হইবার নিমিত্ত ভগবানের কাছে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা অলস, অকর্ম্মা, অথবা যাঁহারা ভগবানের সকাশ হইতে কিছু স্বীকার করাকে কাপুরুষতা বলিয়া মনে করেন, ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া বুঝেন, প্রার্থনার কোন কার্য্য কারিতা আছে, যাঁহারা তাহা বিশ্বাস করেন না, ঈশ্বর কোন কার্য্য করেন, যাঁহাদের তাহা বিশ্বাস হয় না, তৈত্তিরীয় আরণ্যক তাঁহাদিগের জন্য উক্ত মন্ত্রের উপদেশ করেন নাই।

বক্তা—শাস্ত্র তবে ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা বৃত্তির আশ্রয় করিতে উপদেশ করিয়াছেন কেন? ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয়পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহতৎপর ব্রাহ্মণকে শাস্ত্র এত প্রশংসা করিয়াছেন কেন?

জিজ্ঞাসু—আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাহা বলুন। আমার বিশ্বাস, যে ব্রাহ্মণ,

জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় ভগবানের, তৎসমুদায়ে সুতরাং আমার পিতার ধনে পুত্রের ন্যায় পূর্ণ অধিকার আছে, এইরূপ বিশ্বাসবান্, যিনি প্রার্থনা মাত্রে ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে প্রার্থিত বস্তু সমূহ প্রাপ্ত হন, যাঁহার কোনরূপ কামনা নাই, যিনি অলোলুপ যিনি পরের জন্য সর্ব্বস্ব দান করিতে সমর্থ, পরোপকারই যাঁহার জীবনের ব্রত, অর্থাৎ যিনি সাধু, সেই ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তিই যুক্তিসিদ্ধ, তাঁহারই ভিক্ষাবৃত্তি শাস্ত্রানুমোদিত।

পরের দ্রব্য লইলেই ঋণ হয়, স্বীয় দ্রব্য লইলে ঋণ হয়না, ব্রাহ্মণ পরের দ্রব্য স্বীকার করেন না, নিজ দ্রব্যই স্বীকার করেন, স্বীয় দ্রব্যই ভিক্ষা করেন, ব্রাহ্মণ অকর্ম্মা নহেন, অলস নহেন।

বক্তা—মনুসংহিতা ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, 'ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রকৃত প্রস্তাবে পরদ্রব্য স্বীকার করেন না, আপাতদৃষ্টিতে পরধন, পরবসন, পরান্ন স্বীকার করিলেও, পর হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যকে দান করিলেও, ব্রাহ্মণ নিজ ধনই গ্রহণ করেন, নিজ বস্ত্রই পরিধান করেন, স্বকীয় অন্নই ভোজন করেন, স্বীয় বস্তুই অন্যকে দান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের আনৃশংস্য (কারুণ্য) বশতঃ অন্যে ভোজনাদি করিয়া থাকে। * কর্ম্ম বলিতে যাঁহারা শারীর কর্ম্মকেই বুঝিয়া থাকেন, মানস কর্ম্মের মূল্য যাঁহাদের সমীপে অত্যল্প, 'অকর্ম্মা' বলিতে তাঁহারা যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ অকর্ম্মা নহেন। স্থূলভাবে কর্ম্ম না করিলেও, নিরন্তর ইতস্ততঃ ধাবমান না হইলেও, দেশে দেশে পর্য্যটন না করিলেও, একস্থানে নিশ্চেষ্টবৎ অবস্থান পূর্ব্বক একজন জগতের যে কার্য্য করিতে পারেন, করিয়া থাকেন, তাহার স্বল্পাংশও, অবিরাম স্থূলভাবে কর্ম্মকারী, ইতস্ততঃ ধাবমান, দেশে দেশে পর্য্যটনশীল, শত, সহস্র ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যোগীশ্বর বিশ্বের জীবন স্বরূপ, একজন প্রকৃত

---

* "স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্‌ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ॥"—মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়।
"স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুংক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
গুরুর্হি সর্ব্ববর্ণানাং জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ বৈ দ্বিজঃ॥" -মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

যোগসিদ্ধ পুরুষ একস্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইতে পারেন, বিশ্বজগতের যেখানে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তিনি তৎসমুদায় দেখিতে পান, একস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক তিনি জগতের আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হন। এই পৃথিবীতে এমন মহাত্মাগণ ছিলেন, (এখনও থাকিতে পারেন) যাঁহাদের "হে ভগবন্ তুমি আধি-ব্যাধি দ্বারা নিরন্তর পীড়মান বিশ্বজগৎকে শান্তিময় কর, নীরোগ কর, সৌমনস্যবিশিষ্ট কর ("যথা নঃ সর্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ"। শুক্ল যজুর্ব্বেদসংহিতা) এই প্রকার নীরব মানস প্রার্থনা (Silent demand or prayer) বিশ্বজগৎকে শান্তিময় করিত, যাঁহাদের সমুপস্থিতিতে বিপদ সম্পদ্ বলিয়া মনে হইত, সর্ব্বদুঃখের অবসান হইত, মৃত্যু — উৎসব বলিয়া বোধ হইত, মুমর্ষুর মানমুখ সমুজ্জ্বল হইত, মহাপ্রবদনে, আশান্বিত হৃদয়ে পরমশান্তির দ্বার জ্ঞানে মুমূর্ষু মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেন। *

জিজ্ঞাসু—পাশ্চাত্য কোবিদগণের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ কথা বলিয়াছেন। †

বক্তা—ব্রাহ্মণেরা অলস বা অকর্ম্মা ছিলেন না, ব্রাহ্মণেরা যদি অলস ও অকর্ম্মা হইতেন, তাহা হইলে, পৃথিবী অজ্ঞানতিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত।

জিজ্ঞাসু—ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় করা উচিত নহে, ব্রাহ্মণ পরপিণ্ডে উদর পূর্ত্তি করিবেন, পরের অর্থ গ্রহণ করিবেন, পরপ্রদত্ত বসন পরিধান করিবেন, তথাপি তাহা পরের মনে করিবেন না, স্বীয় পিণ্ডই ভাবিবেন, স্বকীয় অর্থ ও নিজ বসন মনে করিবেন। সুবিধা মন্দ নহে; স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত কত উপায়ই করিয়াছিল, ইদানীন্তন

---

* "শূন্যমাকীর্ণতামেতি মৃতিরপ্যুৎসবায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমে॥" —যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ,
মুমুক্ষু প্রকরণ।

† There are people all around us who are continually giving out blessings and comfort, persons whose mere presence seems to change sorrow into joy, fear into courage, despair into hope, weakness into power."

—*In tune with the Infinite* by
Ralph Waldo Trine. P. 142.

অধিকাংশ সমদর্শী, উন্নতমস্ত শিক্ষিত পুরুষ মনুসংহিতা ও মহাভারতের উক্ত বচন সমূহ পাঠপূর্ব্বক, আমার ধারণা, এইরূপ মত প্রকাশ করিবেন।

বক্তা—ব্রাহ্মণেরা আপনার অন্নই ভোজন করেন, স্বকীয় বসনই পরিধান করেন, স্বীয় ধনই অপরকে দান করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণের দয়াতেই অন্যে ভোজন-পরিধানাদি করিয়া থাকেন,' মনুসংহিতা ও মহাভারতের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তোমার কি মনে হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু -মনুসংহিতা ও মহাভারতের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আমার মনে হইয়াছে, ইহারা অত্যন্ত সারগর্ভ কথা, ইহাদের গর্ভে সমাজবিজ্ঞানের বীজ আছে, কর্ম্মতত্ত্বের মূলসূত্র আছে, রাজনীতির মূলতত্ত্ব আছে, বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বনিয়ম-পদ্ধতির পরিস্ফুট ছবি আছে।

শক্তির আধিক্য বা ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্বের কারণ, ব্রাহ্মণগণ অস্ত্র, শস্ত্র বা কুট রাজনীতিজাল দ্বারা জগৎকে বশীভূত করেন নাই, জগৎ ব্রাহ্মণদিগের চরণে স্বেচ্ছায় নত হইয়াছিল, সম্মানের আকাঙ্ক্ষা, প্রভুত্বের স্পৃহা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, যথার্থ ব্রাহ্মণ এ সকলে স্বভাবতঃ বীতরাগ।

ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব যে পূর্ব্বে অপ্রতিহত ছিল, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ইতিহাস, পুরাণ পর্য্যন্ত নিখিল শাস্ত্রই ব্রাহ্মণের অক্ষুণ্ণ প্রভুত্বের সাক্ষ্য প্রদান করেন। হিন্দুধর্ম্মের স্বদেশীয় বিদেশীয় বিদ্বেষীরাও বুঝাইয়া থাকেন, ব্রাহ্মণকুল ইতর বর্ণত্রয়ের উপরি যেরূপ পূর্ণভাবে, যে প্রকার গর্ব্বের সহিত নিষ্ঠুর শাসন করিয়াছে, সেরূপ নিষ্ঠুর শাসন আর কখন কোথায় হয় নাই। * অতএব ব্রাহ্মণদিগের অক্ষুণ্ণ প্রভুত্বের শত্রু, মিত্র

---

* "Never was tyranny more complete and humiliating than that which the Brahmans exercised over the lower castes."——*Letters to Indian Youth* by Rev. J. Murray Mitchel, M. A., L. L. D., P. 167.

সকলেই সাক্ষী। ব্রাহ্মণগণের এই অক্ষুণ্ণ প্রভুত্বের, এই অপ্রতিহত প্রভাবের কারণ কি? ব্রাহ্মণগণ কি নালিকাস্ত্র (বন্দুক, কামান), অগ্নিচূর্ণ (বারুদ), গোলাগুলি বা অসি-কুন্তাদি শস্ত্র দ্বারা জগৎকে পদানত করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণগণ কি রাজদণ্ড হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক কূটরাজনীতিজালে জগতের হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া ইহাকে করতলগত করিয়াছিলেন? শিক্ষিতম্মন্য পুরুষদিগের মধ্যে সম্প্রতি কেহ কেহ, মহাভারতাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন, ব্রাহ্মণদিগের অত্যন্ত বলবতী প্রভুত্বলালসা ছিল, অন্যজাতিকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা যথাশক্তি চেষ্টা করিতেন, বিবিধ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা এইরূপ কথা বলেন, তাঁহারা যে সত্যসন্ধ নহেন, অনায়াসেই তাহা সপ্রমাণ হয়।

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বাধিক হইয়াছেন, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের তেজঃ ব্রাহ্মণের তেজঃ হইতে হীনতর, স্বধর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ভীত হয়েন, অন্যথা (স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে) ভীত হয়েন না। অতএব ব্রাহ্মণ অবশ্য স্বধর্ম্মের আচরণ করিবেন ("সর্ব্বাধিকো ব্রাহ্মণস্তু জায়তেহি স্বকর্ম্মণা। তত্তেজসোঽল্পতেজাংসি সন্তি চ ক্ষত্রিয়াদিষু॥ স্বধর্ম্মস্থং ব্রাহ্মণং হি দৃষ্ট্বা বিভ্যতি চেতরে। ক্ষত্রিয়াদ্যা নান্যথা স্বধর্ম্মঞ্চাতঃ সমাচরেৎ॥" --শুক্রনীতিসার)।

ফলমূলভোজী, অজিনধারী, পর্ণকুটীরবাসী, ভোগসামর্থ্যসত্ত্বেও ভোগ-পরাঙ্মুখ, অর্থার্জ্জনের শক্তি সত্ত্বেও অর্জ্জনবিমুখ, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, লৌকিক দৃষ্টিতে ক্লেশকর তপস্যানিরত, ত্রিলোকহিতার্থী, বিশ্বজীবনোপযোগি-যোগসাধনতৎপর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-কলার আবিষ্কর্ত্তা, অকামহত, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ব্রাহ্মণগণকে স্বার্থপর বলা মানবহৃদয়ের কার্য্য বলিয়া মনে হয়না।

বক্তা--ব্রাহ্মণগণ যে যে কারণ বশতঃ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের প্রভু---প্রভুবৎ সম্মানার্হ হইয়াছিলেন, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু--ভগবান্ ভৃগুদেব বলিয়াছেন, 'ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ (মুখকমল) হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন (ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ'—পুরুষসূক্ত), দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রিতয় হইতে ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ অগ্রজন্মা, তৃতীয়তঃ ব্রহ্ম বা বেদের ধারণ করেন, বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি বিষয়ে ব্রাহ্মণ সর্ব্বতোভাবে অধিকারী, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ সকল-সৃষ্টির—সমুদায় জগতের ধর্ম্মতঃ প্রভু ("উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ। সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥"—মনুসংহিতা)। 'এই বসুমতী এবং ইহার যাবতীয় ধন

ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয়ের মধ্যে কাহার হইতে পারে ?' পুরূরবা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বায়ু উত্তর করিয়াছিলেন, "ধর্ম্মকুশল লোক সকল বলিয়া থাকেন যে, এই পৃথিবী এবং ইহার যাবতীয় ধন, জ্যেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য-হেতু ব্রাহ্মণেরই হইতে পারে। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু—জ্ঞানদাতা, ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তিনি যাহা দান, ভোজন ও পরিধান করেন, তৎ সমস্ত স্বীয় ধনেই করিয়া থাকেন।*

বক্তা—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রিতয় হইতে ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অধিকারী, এই নিমিত্ত পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যে সকল ধন আছে, তৎসমুদায় ব্রাহ্মণের, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ যাহা দান করেন, ভোজন করেন, পরিধান করেন, তৎ সমস্তই নিজ ধনেই করিয়া থাকেন, এই সকল কথা অত্যন্ত সারগর্ভ হইলেও, একালে অত্যল্প ব্যক্তিই ইহাদের সারবত্তা উপলব্ধি করিবেন, অত্যল্প ব্যক্তিই এই সকল কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। যাহা হোক, যিনি নিখিল শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, যাবতীয় বিদ্যার প্রকাশক, ধর্ম্মের রক্ষার জন্য যাঁহার উৎপত্তি, সম্মান যাঁহার বিষস্বরূপ, সম্মানকে যিনি বিষের ন্যায় বোধ করেন, সম্মানে যিনি প্রীতিলাভ করেন না, সর্ব্বদা অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া যিনি অবমাননার আকাঙ্ক্ষা করেন, কোন ব্যক্তি সম্মান করিলে যাঁহার প্রীতি হয়না, অবমানিত হইয়াও যিনি খেদ করেন না, মানাপমান যাঁহার সমান। ("সম্মানাদ্ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব। অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥" -মনুসংহিতা), পরোপকার যাঁহার জীবনের ব্রত, স্বসুখনিরভিলাস হইয়া পরসুখ সম্বর্দ্ধনার্থ যিনি সদা ব্যস্ত, সকলের বিপদে যিনি সহায়, সদা বিপন্নের পার্শ্ববর্ত্তী, সকলের সম্পদে

---

* "দ্বিজস্য ক্ষত্রবন্ধোর্বা কস্যেয়ং পৃথিবী ভবেৎ।
ধর্ম্মতঃ সহ বিত্তেন সম্যগ্‌বায়ো প্রচক্ষ্ব মে॥
বায়ুরুবাচ।
বিপ্রস্য সর্বমেবৈতদ্ যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
জ্যেষ্ঠেনাভিজনেনেহ তদ্ধর্মকুশলা বিদুঃ॥
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বংবস্তে স্বংদদাতি চ।
গুরুর্হি সর্ববর্ণানাং জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ বৈ দ্বিজঃ॥
মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব

যিনি অতিমাত্র সুখী জীবের আধ্যাত্মিক, অধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তির উপায় বলিয়া দিবার জন্য যিনি সদা ব্যগ্র, কোন্ সভ্যজাতি তাঁহাকে প্রভু বলিয়া অঙ্গীকার করিতে বিমুখ হইবেন? ব্রাহ্মণ স্বীয় জ্ঞানে, স্বীয় ব্রহ্মতেজে, স্বীয় বিশ্বজনীন প্রেমে, স্বীয় তপোবলে বিশ্বজগৎকে বশীভূত করিয়াছিলেন, অথবা জগৎ সম্মাননিবভিলাষ ভূদেবের চরণ-চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

ধর্ম্ম সুখের এবং অধর্ম্ম দুঃখের কারণ। ধার্ম্মিকের ভোগের নিমিত্ত জগতে আনন্দপ্রদ ভোগ্যবস্তু সমূহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। দেখিতে পাওয়া যায়, জগতে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ চিরস্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিতেছেন, কেহ আধি-ব্যাধির যাতনায় সদা ব্যাকুল; জগতের এই বৈষম্যভাব সর্ব্বজনের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই বৈষম্যভাবের কারণ কি? যিনি যাহাই বলুন, ধর্ম্মাধর্ম্মই যে এইরূপ বৈষম্যের কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব ধর্ম্মের জন্য যাঁহার উৎপত্তি, যাঁহা দ্বারা জগতে ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়, তুচ্ছ বিষয়সুখে যাঁহার চিত্ত আসক্ত নহে, অমরদুর্লভ ব্রহ্মানন্দসাগরে যিনি সদা মগ্ন, যাঁহা হইতে পৃথিবীতে সর্ব্ববিদ্যার, অখিল শিল্প ও কলার প্রচার হইয়াছে, প্রজাপতির যিনি জ্যেষ্ঠ তনয়, পৃথিবীস্থ সমুদায় দ্রব্যে যে তাঁহারই অধিকার, তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে? তথাপি ব্রাহ্মণ সর্ব্বজনঘৃণিত দৈন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিতেন, তথাপি তিনি অন্যের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কেন ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তিক? কেন দীন, হীন? কেন কাঙ্গাল? সামর্থহীনতা কি ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল? শ্রমবিমুখতা কি ব্রাহ্মণকে পরপিণ্ডভোজী করিয়াছিল? দুর্ভাগ্য কি ব্রাহ্মণকে দীন, হীন, কাঙ্গাল করিয়াছিল? ব্রাহ্মণ যে সামর্থ্যবিহীন ছিলেন না, বেদ ও বেদাশ্রিত ইতিহাস-পুরাণাদি পাঠ করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়ের বল যে ব্রহ্মবলের পদবীতে পদধারণ করিবার অযোগ্য, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বচন হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়, বিশ্বামিত্র মহাবল হইয়াও অস্ত্র-শস্ত্রশূন্য বশিষ্ঠদেব কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন, নিগৃহীত বিশ্বামিত্রকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে হইয়াছিল, 'ক্ষত্রিয়বলকে ধিক্, ব্রহ্মবলই পরম বল, যেহেতু বশিষ্ঠের' এক ব্রহ্মদণ্ড দ্বারাই আমার সমস্ত অস্ত্র বিনাশিত হইল' ("ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো পরং বলং। একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্ব্বাস্ত্রাণি হতানি মে।" —রামায়ণ)। অতএব সামর্থ্যহীনতা ব্রাহ্মণকে ভিখারী করে নাই। ব্রাহ্মণ শ্রমবিমুখ ছিলেন, অলস ছিলেন, অকর্ম্মা ছিলেন, প্রেক্ষাবানের কণ্ঠ এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে নিশ্চয়

মুকুলিত হইবে। ব্রাহ্মণ যদি শ্রমবিমুখ হইতেন, অলস বা অকর্ম্মা হইতেন, তাহা হইলে, জগতে কি কোন বিদ্যার প্রচার হইত? জ্ঞানরবি কি তাহা হইলে উদিত হইতেন? দুর্ভাগ্য ও ব্রাহ্মণের দৈন্যের কারণ নহে। ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় দৈন্যকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক ভিখারী হইয়াছিলেন, 'দীনবন্ধু' এই নাম স্মরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ 'দীন' হইয়াছিলেন, দীন না হইলে দীননাথকে পাওয়া সম্ভব নহে, জানিয়া ব্রাহ্মণ শক্তিমান্ হইয়াও, পরমৈশ্বর্য্যবান হইয়াও দীনতার সেবা করিয়াছিলেন, বিশ্বসম্রাট্ বিশ্বের সাম্রাজ্য দিতে চাহিলেও, ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করেন নাই, ইচ্ছাপূর্ব্বক দীনতাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাই দীন হইয়া ব্রাহ্মণ দুঃখী ছিলেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন, অকামহত, বেদজ্ঞ, ব্রহ্মানন্দসাগরে সদামগ্ন, নিষ্পাপ ব্রাহ্মণের আনন্দ ব্রহ্মার আনন্দ হইতে শতগুণ অধিক।* ব্রাহ্মণের দেহ ক্ষুদ্র কামোপভোগের জন্য নহে, ব্রাহ্মণের দেহ কৃচ্ছ তপস্যার জন্য, এবং মরণোত্তর অনন্ত সুখের জন্য ("ব্রাহ্মণস্য দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে। কৃচ্ছায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ॥"—শ্রীমদ্ভাগবত-১১শ স্কন্ধ)।

অসুরশ্রেষ্ঠ বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বলিয়াছিলেন "যে নিত্য আমার পিতার স্তব করে, যে আমার পিতার কাছে যাচ্ঞা করে, আমার পিতার দান গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তুমি সেই শুক্রাচার্য্যের কন্যা, আর আমি যিনি স্তুত হন, যিনি দান করেন, যিনি কখন কাহারও নিকট হইতে কিছু প্রতিগ্রহ করেন না, সেই অসুররাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা"। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার এই হৃদয়বিদারক সুতীক্ষ্ণ কঠোর বচন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্য শোকসন্তপ্তা দেবযানীর মুখে শর্ম্মিষ্ঠা যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া দেবযানীকে বলিয়াছিলেন, যে স্তব করে, যে যাচ্ঞা করে, যে প্রতিগ্রহ করে, তুমি তাহার কন্যা নও, দেবযানি! যে কাহার স্তব করেনা, যে অন্য কর্ত্তৃক স্তুত হয়, তুমি তাহার দুহিতা। আমি যে স্তুতিপাঠক, যাচক বা প্রতিগ্রাহী নহি, বৃষপর্ব্বা, ইন্দ্র ও নহুষতনয়, ইঁহারা তাহা অবগত আছেন। আমার প্রতিপক্ষরহিত, অচিন্তনীয়, ঐশ্বরিক ব্রহ্মবল আছে, হে কমললোচনে!

---

* "তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ।
শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ইতি"—তৈত্তিরীয়ারণ্যক।

"যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ * * *"।—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

যে বিদ্যা দ্বারা মৃত সঞ্জীবিত হয়, আমি সেই শাশ্বতী মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা অবগত আছি। সজ্জন স্বীয় গুণগ্রামের নিজমুখে বর্ণন করিয়া অনুতপ্ত হন, অতএব আমি নিজমুখে নিজগুণগ্রামের বর্ণন করিতে অশক্ত, তুমি ত আমার শক্তির বিষয় অবগত আছ। উত্থিত হও, শর্ম্মিষ্ঠাকে ক্ষমা করিয়া, এস আমরা স্বগৃহে গমন করি, সাধুরা ক্ষমাসার হইয়া থাকেন। স্বর্গে ও ভূতলে যে সমুদায় বস্তু আছে আমি তাহাদের নিত্য নিয়ন্তা, ভগবান্ স্বয়ম্ভু তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিয়াছেন। তোমাকে সত্য বলিতেছি, দেবযানি! আমি প্রজাবর্গের হিতার্থ জল বর্ষণ করিয়া থাকি, আমা হইতেই ওষধি সমস্ত পুষ্ট হয়।*

শুক্রাচার্য্যের এই সকল কথা হইতে ব্রাহ্মণ স্বীয় অন্ন ভোজন করেন, স্বীয় বসন পরিধান করেন, ব্রাহ্মণ পরান্ন ভোজন করেন না, পরকীয় বসন পরিধান করেন না, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি, তাহা উপলব্ধি করিবার কিঞ্চিৎ সুবিধা হইবে।

কিন্তু এ দুর্দ্দিনে এ ব্যাখ্যাও হৃদয়গ্রাহিণী হইবেনা, তবে অন্যরূপেও কিঞ্চিৎ বুঝান যাইতে পারে।

রাজা যে রাজা হন, তাহা কাহার শক্তিতে? রাজা হইতে ক্ষুদ্রতম প্রজা পর্য্যন্ত যে জীবন ধারণ করিয়া আছেন, তাহা কাহার প্রসাদে? ব্যাধির যাতনায় অধীর ব্যক্তি যে উপযুক্ত ভেষজ পাইয়া সুস্থ হন, তাহা কাহার অনুগ্রহে? সহস্র যোজন যে নিমিষের পথ হইয়াছে তাহা কাহার কৃপায়? একটু ধীরভাবে চিন্তা

---

* "স্তবতো দুহিতা ন ত্বং যাচতঃ প্রতিগৃহ্নতঃ
অস্তোতুঃ স্তূয়মানস্য দুহিতা দেবযান্যসি॥
বৃষপর্ব্বৈব তদ্বেদ শক্রো রাজা চ নাহুষঃ
অচিন্ত্যং ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্বমৈশ্বরং হি বলং মম॥
জানামি জীবিনীং বিদ্যাং লোকেঽস্মিন্ শাশ্বতীং ধ্রুবং।
মৃতঃ সঞ্জীবতে জন্তুর্যয়া কমললোচনে॥
কথনং স্বগুণানাং চ কৃত্বা তপ্যতি সজ্জন।
ততো বক্তুমশক্তোঽস্মি ত্বং মে জানাসি যদ্বলং॥
তস্মাদুত্তিষ্ঠ গচ্ছামঃ স্বগৃহং কুলনন্দিনি।
ক্ষমাং কৃত্বা বিশালাক্ষি ক্ষমাসারা হি সাধবঃ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ সর্ব্বগতং ভূমৌ বা যদি বা দিবি।
তস্যাহমীশ্বরো নিত্যং তুষ্টেনোক্তং স্বয়ম্ভুবা॥
অহং জলং বিমুঞ্চামি প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
পুষ্ণাম্যোষধয়ঃ সর্ব্বা ইতি সত্যং ব্রবীমিতে॥"

—মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

করিলে, এই সকল প্রশ্নের উত্তরে "ভগবচ্চরণসেবানিরত ভগবান্ হইতে শিষ্য-প্রশিষ্য সম্প্রদায়ক্রমে লব্ধবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের" এই বাক্যই কি মুখ হইতে বহির্গত হইবেনা? ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদিগকে ত্যাগ করিতে পার, কিন্তু পরহিতৈকব্রত, ভোগ-সুখবিবর্জ্জিত, স্বসুখনির্বাভিলাষ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগকে ত্যাগ করিতে পারিবে কি? যে বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীভ্রমণ অনায়াসসাধ্য হইয়াছে, জাগতিক সুখভোগের কত সুবিধা হইয়াছে, সেই বাষ্পযন্ত্রের কথা ভাবিলে, ষ্টিফিন্‌শনের চরণে কি মস্তক (অকৃতজ্ঞ না হইলে) অবনত হইবেনা? রাজার রাজ্য কি বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্কলব্ধ নহে? বৈজ্ঞানিকগণ যদি অল্পায়াসে যুগপৎ বহু মানুষকে মারিবার উপায় উদ্ভাবন না করিতেন, তাহা হইলে রাজা কি যুদ্ধে বিজয়ী হইতে পারিতেন? রাজার রাজারক্ষা কি সাক্ষাৎ পরম্পরাভাবে কলা-ও-নীতি-শাস্ত্রপারদর্শী বৈজ্ঞানিকদিগ দ্বারা হইতেছে না? কৃষিবিস্তার কি বৈজ্ঞানিকগণ প্রচারক নহেন? বৈজ্ঞানিকদিগের জীবিকানির্ব্বাহ কিরূপে হয়? বৈজ্ঞানিকগণ কি রাজার বৃত্তিভোগী নহেন? দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত সম্রাট যে বিদ্বান্‌কে পূজা করেন, বিদ্বান্‌কে বৃত্তি দিয়া কৃতার্থম্মন্য হন তাহার কারণ কি?

ব্রাহ্মণ পরের খান্‌না, স্বীয় অন্নই ভোজন করেন, ভগবান্ ভৃগুদেব যে জন্য এই কথা বলিয়াছেন, এতদ্দ্বারা এই দুর্দ্দিনে কেহ কেহ বোধ হয় কিয়দংশে তাহা বুঝিতে পারিবেন। তৎপরে হৃদয়ে যে মাত্রায় মানবীয় ভাবের বিকাশ হইতে থাকিবে, সেই মাত্রায় ব্রাহ্মণের কাছে জগৎ কত ঋণী, তাহা উপলব্ধি হইবে। যে জাতি যে পরিমাণে উন্নতির সোপানে অধিরোহণ করিবে, সে জাতি সেই পরি মাণে বুঝিতে পারিবে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণদিগের নিকটে পৃথিবী কত ঋণী। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ উন্নতমন্য বর্ত্তমান ভারতসন্তানদিগের দৃষ্টিতেই আজ স্বার্থপর, অসভ্য, ও বর্ব্বরবোধে অবগণিত হন, উপেক্ষিত হন।

প্রপন্নভক্তের, শাস্ত্রোক্তলক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের চাতকবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তি যে হেয়স্বার্থপরতা নহে, কাপুরুষতা নহে, তাহা নিঃসন্দেহ। অযাচিত ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণ যে পরের খাননা, নিজ অন্নই ভোজন করেন, যে নিমিত্ত শাস্ত্র এই কথা বলিয়াছেন, তাহা তুমি বোধ হয় এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। অতএব অযাচিত হইয়া যিনি তোমাকে অর্থসাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি উত্তমর্ণ (মহাজন) বলিয়া মনে কর কেন? তাঁহার সকাশ হইতে প্রাপ্ত অর্থকে তুমি যে প্রত্যর্পণীয় বলিয়া ভাবিয়া থাক, তাহার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু—যে সমস্ত গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে শাস্ত্র দানপ্রতিগ্রহের অধিকারী

বলিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, আমাতে সেই সকল গুণ নাই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রে দানপ্রকরণে বলিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভ কল্পাদিতে মুখের মধ্যে কাহাদিগকে সৃষ্টি করিব, এইরূপ ধ্যান পুরঃসর বেদরক্ষণার্থ, পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠান ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করেন। ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে জাতি ও কর্ম্মবশতঃ বিপ্রগণ শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদাধ্যয়নশীল উৎকৃষ্ট, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আবার যাঁহারা ক্রিয়াপর বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানশীল, তাঁহারা উৎকৃষ্ট; বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানশীল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা অধ্যাত্মবিত্তম-শম-দমাদিযোগ (উপায়)-দ্বারা যাঁহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞাননিরত, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। কেবল বিদ্যা (বেদাধ্যয়ন-সম্পত্তি)-দ্বারা ও দানপ্রতিগ্রহের সম্পূর্ণ পাত্রতা হয়না, কেবল তপস্যা বা বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাও সম্পূর্ণ পাত্রতা হয়না। যে পুরুষ বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, যিনি বেদোপদিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠানশীল, এবং যিনি শাস্ত্র-বিহিত তপশ্চরণে নিরত, তিনিই দানপ্রতিগ্রহের প্রকৃত পাত্র। যিনি বিদ্যা ও তপোবিহীন, অতএব যিনি অপাত্র, তিনি যদি দানপ্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে দাতা ও প্রতিগ্রহীতা এই উভয়েরই অধোগতি (নরকপ্রাপ্তি) হইয়া থাকে। দানপ্রতিগ্রহের পাত্র হইয়াও যিনি স্বর্ণাদি প্রতিগ্রহ করিবেন না, দানশীলের যে লোক, তিনি সেই লোক প্রাপ্ত হইবেন। * পদ্মপুরাণে প্রতিগ্রহের বিস্তর নিন্দা

---

* "তপস্তপ্ত্বাসৃজৎ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণান্ বেদগুপ্তয়ে।
তৃপ্ত্যর্থং পিতৃদেবানাং ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ॥
"সর্ব্বস্য প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রুতাধ্যয়নশীলিনঃ।
তেভ্যঃ ক্রিয়াপরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽপ্যধ্যাত্মবিত্তমাঃ।
ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতং॥"

* * *

"প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম
যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি পুষ্কলান্॥
যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি।

"প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম। যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি শাশ্বতান॥"—পদ্মপুরাণ, প্র, স্ব-খ।

আছে। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, প্রতিগ্রহ করিবার যোগ্যতাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও প্রতিগ্রহ হইতে বিনিবৃত্ত হইবেন, কারণ প্রতিগ্রহ করিলে ব্রহ্মতেজ প্রশমিত (বিনষ্ট) হয়। অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম প্রভৃতি ঋষিরা প্রতিগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহবিমুখ ছিলেন, এমন কি, রাজা বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাদিগকে প্রতিগ্রহ করাইতে পারেন নাই, যজ্ঞডুমুর ও পদ্মের মৃণাল প্রভৃতি ভক্ষণপূর্ব্বক এবং সরোবরের জল পান করিয়া দিন কাটাইয়াছেন, তথাপি ইহাঁরা রাজার অযাচিত দান গ্রহণ করেন নাই। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, 'কোন ধন-সঞ্চয়বান্‌কে নিরুপদ্রব দেখা যায়না। ব্রাহ্মণ যথা যথা অসৎ প্রতিগ্রহবিমুখ হইবেন, তথা তথা তাঁহার সন্তোষ হেতু ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, অকিঞ্চনত্ব ও রাজ্য এই উভয়কে তুলা দ্বারা তোলিত করিলে, অকামহত, অনাবৃত-আত্মজ্ঞান ব্রাহ্মণের সমীপে অকিঞ্চনতা রাজ্য হইতে অধিকরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কশ্যপ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের অধিক অর্থ হওয়াই অনর্থের মূল, অর্থৈশ্বর্য্যবিমূঢ় দ্বিজ শ্রেয়ঃ (প্রকৃত কল্যাণ) হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, অতএব যিনি কল্যাণপ্রার্থী হইবেন, তাঁহার অনর্থ নামক অর্থকে দূরে পরিত্যাগ কর্ত্তব্য, পঙ্কলিপ্ত হইয়া পঙ্কপ্রক্ষালন হইতে যাহাতে পঙ্কলিপ্ত হইতে না হয় সেই চেষ্টাই ভাল। *

বক্তা—ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে আবশ্যকীয় দ্রব্য স্বীকার করিতে কোন বাধা বোধ হইবে না কেন?

জিজ্ঞাসু—মাতা-পিতার সকাশ হইতে অর্থাদি আবশ্যকীয় বস্তু গ্রহণকালে যে কারণে কোনরূপ বাধা বোধ হয় না, ভগবানের কাছ হইতে অর্থাদি আবশ্যকীয় বস্তু গ্রহণকালে সেই কারণে কোনরূপ বাধা বোধ হইবে না, ভগবানের সামগ্রী ত পরের সামগ্রী নহে।

---

* বশিষ্ঠ উবাচ—"ন হি সঞ্চয়বান্ কশ্চিদ্ দৃশ্যতে নিরুপদ্রবঃ। যথা যথা ন গৃহ্লাতি ব্রাহ্মণোঽসৎ প্রতিগ্রহম্। তথা তস্য হি সন্তোষাদ্ ব্রাহ্মং তেজোবিবর্দ্ধতে॥ অকিঞ্চনত্বং রাজ্যং চ তুলয়া সমতোলয়ৎ। অকিঞ্চনত্বমধিকং রাজ্যাদপিহিতাত্মনঃ॥

"কশ্যপ উবাচ—অনর্থো ব্রাহ্মণস্যৈষ যস্ত্বর্থনিচয়ো মহান্। অর্থৈশ্বর্য্যবিমূঢ়োহি শ্রেয়সো ভ্রশ্যতে দ্বিজঃ॥"

পদ্মপুরাণ—প্র, স্ব, খ, ১৯ অধ্যায়।

কোন্ ব্যক্তি বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার যোগ্য।

বক্তা—মানুষের নিকট হইতে মানুষ দাতা এই বোধে কিছু গ্রহণ করিলে, তাহা বন্ধনের কারণ হয়, যাঁহারা মানুষই দাতা এই বোধে মানুষের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তাঁহারা ভগবানকে পান না, তাঁহারা ভগবানের পূর্ণ দয়া লাভে বঞ্চিত হন, "আমি পূর্ণের সন্তান, অতএব আমি পূর্ণ," তাঁহাদের সর্ব্বদুঃখনাশক, স্বপদে প্রতিষ্ঠাপক এই জ্ঞানের বিকাশ হয় না, তাঁহারা কৃতকৃত্য হইতে পারেন না, তাঁহাদের শক্তি ক্রমশঃ সংকুচিত হয়, প্রসরিত হয় না, অতএব তাঁহাদের উন্নতি না হইয়া নীচগতি হইয়া থাকে। যাঁহারা ভগবানকে সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, কারুণ্য, ক্ষমা, বাৎসল্য ইত্যাদি কল্যাণগুণগ্রামের আধার বলিয়া বুঝিয়াছেন, মানুষ সাধারণতঃ যাহা করিতে পারে না, সাধারণ মানবীয় জ্ঞানে যাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌ও তাহা করিতে পারেন না, এবম্প্রকার ধারণাকে যাহারা বালকোচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, ভগবান্ই সর্ব্বকার্য্যের মূল কারণ, ভগবান্ই সকলের অন্তর্যামী, ভগবান্ নিত্য সাকার, এবং নিত্য নিরাকার, তিনি ইচ্ছামাত্রেই ভক্তের সমীপে আগমন করিতে পারেন, ভক্তের আবশ্যকীয় বস্তু দিতে পারেন, সে সর্ব্বশক্তিমানের তাহা করিবার শক্তি আছে, ভগবানের কৃপায় যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস পাইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার যোগ্য। তোমার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তোমার কল্যাণার্থ তোমার ন্যূনতা দেখাইবার চেষ্টা করিলে তুমি যে বিরক্ত হও নাই, তাহা সুখের বিষয়। মানুষের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিলে যে কারণে বাধাবোধ হয়, সে কারণে তাহা ঋণ বলিয়া মনে হয়, তাহা তোমার উপলব্ধি হইয়াছে।

বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার পূর্ণ অধিকারী হইলেই ভগবান্ তোমাকে সাক্ষাৎভাবেই তোমার আবশ্যকীয় বস্তু প্রদান করিবেন।

'আমি কোন্ অপরাধে ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে সর্ব্বদা আমার আবশ্যকীয় বস্তু পাইনা, আমাকে কেন মানুষের মুখাপেক্ষা করিতে হয়' তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে, আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার সার হইতেছে, ভক্তবৎসল, ভক্তপালনতৎপর ভগবান্ যে তাঁহার প্রপন্ন ভক্তকে তাহার যাহা আবশ্যকীয় সাক্ষাৎভাবে তাহা দিয়া থাকেন, বেদ-ও শাস্ত্র হইতে তাহা তুমি অবগত হইয়াছ, ভগবদ্ ভক্তের মুখ হইতে তাহা তুমি শ্রবণ করিয়াছ, নিজ জীবনেও তাহা তুমি বহুশঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছ। অতএব বলিতে পারি, যে যে কারণে কাহারও কোন বিষয়ে বিশ্বাস হয়, সেই সেই কারণেই তোমার বিশ্বাস হইয়াছে, ভগবান তাঁহার যোগ্য ভক্তদিগের যোগ-ক্ষেম স্বয়ং বহন করেন, এবং এইরূপ বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই তুমি চাতকীবৃত্তির অনুরাগী হইয়াছ। ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে সাক্ষাৎভাবে তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করেন, তোমার হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ইহার মূল সুদৃঢ় হয় নাই, ভগবানের পরীক্ষায় তুমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পার নাই। তুমি যাহাই বল, যাহাই ভাব, তুমি যে (অল্প নম্বরের জন্য হইলেও) প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পার নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ যখন মানুষ দ্বারা অর্থ পাঠাইয়াছেন, তখন তুমি যদি তাহা স্বীকার না করিতে, ধৈর্য্যকে না হারাইয়া চাতকের মত পয়োধরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারিতে, প্রাণান্ত হইলেও, তুমি ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিবনা, এই প্রতিজ্ঞাকে যদি ত্যাগ না করিতে, তাহা হইলে ভগবান্ সাক্ষাৎভাবেই তোমার যাহা আবশ্যক তোমাকে তাহা দিতেন। ভগবান্ ভক্তকে সাক্ষাৎভাবে তাহার আবশ্যকীয় বস্তু প্রদান করেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, ভগবানের উপরি যাদৃশ বিশ্বাস উৎপন্ন হইলে, যে ভাবে ভগবানের উপরি আত্মভার নিক্ষেপ করিলে ভগবান্ তাঁহার প্রপন্ন ভক্তের সাক্ষাৎভাবে যোগ-ক্ষেম বহন করেন, ভগবানের প্রতি তোমার তাদৃশ ভক্তি উৎপন্ন হয় নাই, তুমি তদ্‌ভাবে তাঁহার উপরি তোমার সর্ব্বভার ন্যস্ত করিতে পার নাই, ভগবান্ আমাকে নিশ্চয় সাক্ষাৎভাবে আমার যাহা

আবশ্যক, তাহা দিবেন, এইরূপ অচল বিশ্বাসের সহিত তুমি শেষ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে সমর্থ হও নাই। যে দিন তুমি তাহা করিতে পারিবে, সেই দিন ভগবান্ তোমাকে সাক্ষাৎভাবে তোমার যাহা আবশ্যকীয় তাহা প্রদান করিবেন।

জিজ্ঞাসু—আপনার কথা যে যথার্থ, তাহা আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমি যে তাহা করিতে পারি নাই তাহার কারণ কি?

বক্তা—প্রারব্ধের প্রতিকূলতাই তাহার মুখ্য কারণ। প্রারব্ধের প্রতিকূলতা-নিবন্ধন তোমার চিত্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে পারে নাই। প্রারব্ধের প্রতিকূলতা বশতঃ তোমার সহিত যাহারা পুত্রাদিসম্বন্ধসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের ভগবদবিশ্বাসের ক্ষীণতাও "ভগবান্ আমাকে নিশ্চয় সাক্ষাৎভাবে আমার আবশ্যকীয় বস্তু প্রদান করিবেন" তোমার এইরূপ বিশ্বাসকে টলাইয়াছে। যাবৎ তোমার পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করে নাই, জন্মগ্রহণ করিলেও, যাবৎ তোমার পুত্রেরা বয়োপ্রাপ্ত হয় নাই, যাবৎ উহাদের তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তোমার সম্মতি ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করিবার শক্তি পরিপুষ্ট হয় নাই, তাবৎ তুমি যে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলে, তাবৎ তোমার ভগবানে নির্ভরতা যেরূপ দৃঢ় ছিল, তোমার ক্লেশসহিষ্ণুতা যে প্রকার বীর্য্যবতী ছিল, তোমার পুত্রদিগের বয়োপ্রাপ্তির ও উহাদের স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার শক্তির বিকাশ পাইবার পর হইতে তুমি যে আর ঠিক তদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে পারনা, তাহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, তোমার ভগবানে নির্ভরতা যে পূর্ব্বের তুলনায় কিঞ্চিন্মাত্রায় শিথিল হইয়াছে, তোমার ক্লেশসহিষ্ণুতা যে কিয়ৎপরিমাণে বীর্য্যহীন হইয়াছে, তাহা তোমাকে মানিতে হইবে।

জিজ্ঞাসু—আপনি ত আমার সকলই জানেন, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থ। আমার পুত্রদিগের কোন দোষ নাই, থাকিলেও, আমি তাহাদের দোষ গণনা করিবনা, আমার বিশ্বাস, আমার অশুভ প্রারব্ধবশতই আমার পুত্রেরা আমার দুঃখের কারণ হইয়াছে। বয়োপ্রাপ্তির পূর্ব্বে উহারা একদিনের জন্য আমাকে কোনরূপ বাধা দেয় নাই, বাল্যাবস্থায় অম্লানবদনে উহারা আমার সহিত বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, আমি উহাদিগের প্রতি পিতার উচিত ব্যবহার করিতে পারি নাই, তথাপি উহারা (বিশেষতঃ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র) যথাপ্রাণ আমার আদেশ পালন করিয়াছে, যথাশক্তি আমাকে শান্তিতে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমার সম্মতি ও জ্ঞান ব্যতিরেকে আমার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের ব্যবসা দ্বারা অর্থার্জ্জনের প্রবৃত্তি হইবার কারণ কি, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিনা। আমার

বিশ্বাস, আমার মনের কোন স্থানে অর্থার্জ্জনের স্বতঃ প্রবৃত্তি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান নাই, অতএব আমা হইতে ইহারা যে এই প্রবৃত্তির বীজ প্রাপ্ত হয় নাই, আমার ইহাই ধারণা।

বক্তা—তোমার মনের কোথাও সূক্ষ্মভাবে অর্থার্জ্জনের স্বতঃ প্রবৃত্তি বিদ্যমান নাই, তোমার এইরূপ বিশ্বাস হইবার হেতু কি? অনাদিকালের বাসনা জীবের অন্তঃকরণে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, তুমি কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ? অথবা তোমার 'জীব অনাদি এবং জীবের সংস্কারও অনাদি,' এই শাস্ত্রোপদেশে বিশ্বাস হয় নাই?

জিজ্ঞাসু—আমি সাধারণভাবে এইরূপ কথা বলিয়াছি, শাস্ত্রের কোন কথাতে আমার অবিশ্বাস হয়না, তবে শাস্ত্রের সকল কথা বুঝিতে পারিনা। 'জীব অনাদি এবং জীবের সংস্কারও অনাদি,' আমি এই মহামূল্য শাস্ত্রোপদেশে দৃঢ় বিশ্বাসবান। অর্থের অভাববশতঃ বহু ক্লেশ পাইয়াছি, পাইতেছি, তথাপি কখন অর্থার্জ্জনের বিশেষ প্রবৃত্তি হয় নাই। বেদমূর্ত্তি জগদ্গুরু, ভগবান্ ভৃগুদেব আমার কুণ্ডলী-ফল ব্যাখ্যা করিবার সময়ে বলিয়াছেন, "জন্মকালে যাহার কুণ্ডলীতে গ্রহগণ এই এইভাবে অবস্থান করিবে, সে বাল্যাবস্থাতেই বিষয়বিরক্ত ও জ্ঞানমার্গপরায়ণ হইবে, * * * বহু বিত্তলাভের যোগ থাকিলেও তাহার গ্রামে বা বিত্তে রুচি থাকিবেনা ("বিরক্তোঽপি ভবেদ্বালো জ্ঞানমার্গপরায়ণঃ। * * গ্রামেষু চ রতির্নাস্তি বিত্তমধ্যে কদাচন॥" ভৃগুসংহিতা, কুণ্ডলাধ্যায়)। আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, "আমার মনের কোন স্থানে অর্থার্জ্জনের স্বতঃ প্রবৃত্তি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান নাই"।

বাল্যাবস্থা হইতে আমার পুত্রেরা পিতার যে জীবন দেখিয়াছে, পিতার জীবন দেখিয়া ইহারা যে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে ইহাদের বাসনা দ্বারা অর্থার্জ্জনের প্রবৃত্তি হইতে পারেনা। কোনরূপ বৈষয়িক প্রবৃত্তি হৃদয়ে স্থান না পায়, এই নিমিত্ত বাল্যাবস্থাতে ইহাদিগকে আমি লোকসঙ্গ করিতে দিই নাই, স্বয়ং বিদ্যা-শিক্ষা দিয়াছি, কোন বিদ্যালয়ে পড়িতে দিই নাই। জ্ঞানোদয় হইতে ইহারা বিষয়বৈরাগ্যের কথাই শুনিয়াছে, ভগবানের কথাই শুনিয়াছে, বেদ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাই শুনিয়াছে, প্রাণপণে পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইবার উপদেশ পাইয়াছে, প্রাণপণে রোগার্ত্তের (এ স্থানে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকেই লক্ষ্য করিতেছি) শুশ্রূষা করিয়াছে, যে সকল ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগাক্রান্তের সমীপে চিকিৎসকগণ যাইতে ভীত হন, আত্মীয়জন নিকটে যাইতে সাহসী হননা, আমার আদেশে আমার

জ্যেষ্ঠপুত্র বহু তাদৃশ রোগাক্রান্তের সেবা করিয়াছে, নির্ভয়ে, হর্ষ ও উৎসাহের সহিত ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছে, রোগীদিগকে যথাবিধি ঔষধ খাওয়াইয়াছে। ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের প্রবৃত্তি হইলেও, আমি অদ্যাপি বিশ্বাস করিতাম, বৈষয়িক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা ইহাদের চিত্তকে মলিনীভূত করে নাই। 'অর্থাভাব বশতঃ পিতার কোনরূপ অশান্তি না হয়, অপিচ অর্থাভাবনিবন্ধন ক্লিশ্যমানের কথঞ্চিৎ ক্লেশ দূর করিতে সমর্থ হই, এই উদ্দেশ্যের প্রেরণায় ইহারা ব্যবসা দ্বারা অর্থার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের অনন্ত কৃপায়, ব্যবসা করিতে যাইয়া ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে, বিস্তর কষ্ট পাইয়াছে, আমাকেও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, অতিমাত্র কষ্ট দিয়াছে। ইহারা কেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবসা দ্বারা অর্থার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা স্থির করিতে পারিনা। পিতার মানস প্রকৃতি অপত্যে সংক্রমণ করে কিনা, এই বিষয় লইয়া আমি বহু আলোচনা করিয়াছি। বহু আলোচনা করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, পিতার শারীর ও মানস প্রকৃতি সাধারণতঃ অপত্যে সংক্রমণ করে বটে, কিন্তু এই নিয়মের যে কোথাও ব্যভিচার হয়না, এই নিয়মের যে অপবাদ নাই, তাহা নহে। আধুনিক অভিব্যক্তিবাদীদিগের এ সম্বন্ধে মতামত কি, তাহা জানিয়াছি, বুঝিয়াছি, ইহাঁরা এই বিষয় লইয়া বহু বাদানুবাদ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, এ সম্বন্ধে ইহাদের অদ্যাপি কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। 'আলফ্রেড্ রশেল্ ওয়ালেস' বলিয়াছেন, "কতিপয় ব্যক্তি এখনও বিবেচনা করেন, মাতা-পিতার মানস প্রকৃতি, মাতা পিতার দোষ-গুণ অপত্যে সংক্রমণ করেনা, কারণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, বিশিষ্ট ধীমান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ (সাধারণ) মাতা-পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং মহদ্গুণবিশিষ্ট পিতার পুত্রগণ সর্ব্বত্র পিতার সমান হয়না। গল্টন (Galton) মাতা-পিতার শারীর ও মানস প্রকৃতি সন্তানে সংক্রমণ করে, এই মতের প্রতিষ্ঠার্থী, তাঁহার অনুমান, সন্তানেরা মাতা-পিতা হইতে তাহাদের অর্দ্ধেক স্বভাব প্রাপ্ত হয়, এবং অর্দ্ধেক বিশিষ্ট ভাব তাহারা তাহাদের পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" *

---

* "Some people still think that mental qualities are not inherited, because it so often happens that men of genius have quite undistinguished parents and that the children of men of great ability do not as a rule equal their fathers.

বক্তা—আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা পরে জানাইব, আপাততঃ সংক্ষেপে বলিয়া রাখিতেছি, কর্ম্মাশয়ের সাম্য ও বৈষম্যই শারীর ও মানস প্রকৃতিগত সাম্য-বৈষম্যের কারণ। পিতার জন্ম সময়ে তন্বাদি দ্বাদশ ভাবে গ্রহগণের অবস্থিতি ও দৃষ্টি বিচার হইতে পুত্রাদির এবং পুত্রাদির জন্মসময়ে দ্বাদশ ভাবে গ্রহদিগের অবস্থিতি ও দৃষ্টি বিচার হইতে মাতা-পিতা, স্ত্রী, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র ও পিতামহাদির স্বভাব, বর্ণ, ধন, ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য, আয়ুঃ, মৃত্যু, বিদ্যা, লাভ, মুক্তি, মরণোত্তর গতি, ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়া যায়। অতএব পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারানুসারেই মাতা-পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভৃত্য, মিত্র, প্রভৃতি সম্বন্ধ হইয়া থাকে। প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ কর্ম্মতত্ত্বের বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই, করেন না, এই নিমিত্ত তাঁহাদের শ্লাঘ্য ক্রমবিকাশবাদ অসম্পূর্ণ হইয়া আছে। তোমার পুত্রদিগের কর্ম্মাশয় ও তোমার কর্ম্মাশয় যদি সর্ব্বথা একরূপ হইত, তাহা হইলে, তোমার শারীর ও মানস প্রকৃতির সহিত উহাদের শারীর ও মানস প্রকৃতির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, বালরাকণাসমূহ বায়ু কর্ত্তৃক

But although such cases are frequent and attract attention because such apparent non-inheritance is unexpected and seems unreasonable, yet when large numbers of families are carefully examined there is found to be the same amount of mental as of physical inheritance." * * *

"To avoid any misconception on this point, it may be as well here to state briefly the numerical law of inheritance, which Galton arrived at * * ' It is that the offspring of any two parents derive, on the average, one-half of their characteristics from those parents, one-fourth from their four grandparents, one-eighth from their eight great grandparents, and so on to remote ancestry, the total result being that one-half of each individuals peculiarities is derived from its parents while the other half comes from its whole previous ancestry."—*The World of Life* (*P.102*,) by Alfred Russel Wallace O. M., D. C. L., F. R. S. etc.

প্রেরিত হইয়া যেমন পরস্পর সংযুক্ত হয়, জীববৃন্দও সেইরূপ রশ্মি (রজ্জু স্থানীয় কর্ম্ম) সমূহ দ্বারা সমদীরিত (প্রেরিত) হইয়া, ইহলোক হইতে পরলোকে এবং পরলোক হইতে ইহলোকে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করে, পুত্র, মিত্র, কলত্র ইত্যাদি বিবিধ সম্বন্ধ সূত্রে পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া থাকে, বন্ধনমুক্ত হইতে পারেনা। করুণাময় পরমেশ্বর জীবগণকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত করুণাপূর্ব্বক তত্ত্বপ্রকাশক বেদমন্ত্র দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন, জীবের অজ্ঞানরাশি বিদূরীভূত করিয়া দেন। পরমেশ্বর হইতে তত্ত্বজ্ঞান পাইয়া জীব বন্ধনমুক্ত হয়, ("সিকতা ইব সংযন্তি। রশ্মিভিঃ সমদীরিতাঃ। অস্মাল্লোকাদমুষ্মাচ্চ। ঋষিভিরদাৎ পৃশ্নিভিঃ।" -তৈত্তিরীয় আরণ্যক।) অতএব পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই যে জীবগণ পরস্পর পুত্রাদি সম্বন্ধসূত্রে সম্বদ্ধ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু দেখিতে পাই, কাহার পুত্র পিতার নিদেশবর্ত্তী—আজ্ঞাবহ, পিতার বচনেস্থিত হয়, পিতার সুখে সুখী ও পিতার দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে, পিতাকে কায়, মন-বাক্যে সুখী করিবার চেষ্টা করে, পিতাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, বিনীত ও দীর্ঘায়ু হয়, আবার কাহার পুত্র পিতার শত্রুবৎ হইয়া থাকে, পিতাকে দুঃখ দিবার নিমিত্তই যেন পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, অধার্ম্মিক হয়, মূর্খ হয়, অল্পায়ু হয়। দেখিতে পাই, বিদ্বানের পুত্র বিদ্যাবিহীন হইয়া থাকে, ধার্ম্মিকের পুত্র অধার্ম্মিক হইয়া থাকে, আবার বিদ্যাবিহীনের পুত্র সুবিদ্বান্ হয়, অধার্ম্মিকের পুত্র ধার্ম্মিক হয়, নাস্তিকের পুত্র আস্তিকশিরোমণি হয়, ভগবদ্ভক্ত হয়। অথবা কেবল পুত্র কেন, কলত্র, মিত্র, মাতা, পিতা, ভৃত্য প্রভৃতি সকল সম্বন্ধীই, সুখ বা দুঃখের হেতুভূত হইয়া থাকে। এইরূপ হইবার কারণ কি, আমার তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়। যে কর্ম্মবশতঃ একজন অন্যের সহিত পুত্র, মিত্র, কলত্র ইত্যাদি সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ হয়, সেই কর্ম্ম যে বহুরূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, একরূপ কারণ হইতে বহুরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না।

বক্তা—একরূপ কারণ হইতে বহুরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারেনা; সৎপুত্রের জন্ম যে কারণে হয়, অসৎপুত্রের উৎপত্তি ঠিক তৎকারণে হয় না, সামান্য কারণ সামান্য কার্য্য প্রসব করে, বিশেষ বিশেষ কারণ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জনক হইয়া থাকে। শরীর মাত্রের সামান্য উপাদান কারণ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত (অথবা অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন প্রভৃতি ভৌতিক বস্তু সমূহ), অস্মিতা ইন্দ্রিয়গণের সামান্য প্রকৃতি।

জিজ্ঞাসু—'অস্মিতা' ইন্দ্রিয়গণের সামান্য প্রকৃতি, এই অতিমাত্র প্রয়োজনীয়, ও অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য কথাটীর বিশদভাবে ব্যাখ্যা শুনিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহা শুনিবার ইহা ঠিক অবসর নহে।

বক্তা—পরে এই কথার আলোচনা করা যাইবে।

জিজ্ঞাসু—শরীর মাত্রের সামান্য উপাদান কারণ হইতে যে বিশেষ বিশেষ শরীরের নির্ম্মাণ হয় না, তাহা সুখবোধ্য, এখন জ্ঞাতব্য হইতেছে, বিশেষ বিশেষ শরীরোৎপত্তির বিশেষ বিশেষ কারণ কি?

বক্তা—ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত কারণ বশতঃ বিবিধ বিচিত্র শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের পরিণাম হইয়া থাকে, কর্ম্ম বৈচিত্র্যই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের হেতু।

জিজ্ঞাসু—ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত কারণ বশতঃ বিবিধ বিচিত্র শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের পরিণাম হইয়া থাকে, ইহাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অপিচ অতিমাত্র দুর্ব্বোধ্য কথা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্বরূপদর্শন না হইলে এই অতিমাত্র প্রয়োজনীয় কথার প্রকৃত অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারেনা।

বক্তা—অসৎপুত্র উৎপন্ন হয়, আবার সৎপুত্রও জন্ম গ্রহণ করে, মনুষ্যের মধ্যে দেবতা আছেন, মনুষ্য আছেন, পিশাচ আছেন। প্রকৃতি হইতে যখন সদসৎ সর্ব্ব প্রকার পরিণাম হয়, যে প্রকৃতি সৎকে প্রসব করে, ঠিক সেই প্রকৃতি হইতেই অসতের উৎপত্তি হয় না। উপাদান কারণ সামান্যতঃ একরূপ হইলেও নিমিত্ত কারণের ভেদনিবন্ধন ইহা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। যে নিমিত্ত কারণ বশতঃ প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্য উৎপাদন করে, তাহাকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুইটী নাম দ্বারা লক্ষ্য করা হয়। বেদে উক্ত হইয়াছে, ভগবান্ পঞ্চভূত এবং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহুদ্বয় দ্বারা বিবিধ বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ করেন। * প্রকৃতি গর্ভে দেবতা নির্ম্মাণের শক্তি আছে, মনুষ্য নির্ম্মাণের শক্তি, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি প্রসব করিবার শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। যে প্রকৃতি মনুষ্যকে প্রসব করে, সে প্রকৃতি দেবতা নির্ম্মাণকারিণী প্রকৃতির বিরুদ্ধ। অধর্ম্ম বিরুদ্ধ প্রকৃতির ধর্ম্ম বা গুণ, ধর্ম্ম নিজ প্রকৃতির ধর্ম্ম বা গুণ। 'স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ, কিন্তু পরধর্ম্মের আশ্রয় ভয়াবহ, অনিষ্টকর', ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এতদ্দ্বারা যে গভীর তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন তাহা এ

---

* "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥

—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১০।৮১ ; শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতা ১৭।১৯।

স্থলে স্মরণ কর। ধর্ম্ম প্রকৃতি সকলের আবরণভূত অধর্ম্ম বা বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে ভেদ করে, অধর্ম্ম ভিন্ন হইলেই প্রকৃতি সকল আপনা হইতেই স্ব স্ব বিকার বা কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। জগদ্‌গুরু জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব কৈবল্যপাদে এই বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন।* সত্যসন্ধ প্রতীচ্য কোবিদগণ পাতঞ্জলদর্শনের মহামূল্য উপদেশ যথাবিধি শ্রবণ ও পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে মনন করিলে, স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের উহার তুলনায় মূল্য অত্যল্প। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্মই পরম বন্ধু, ধর্ম্মই প্রকৃত পিতা, ধর্ম্মই প্রকৃত মাতা, ধর্ম্মই প্রকৃত পিতামহ, ধর্ম্মই যথার্থ গুরু, ধর্ম্মই যথার্থ ভার্য্যা, ধর্ম্মই প্রকৃত পুত্র, ধর্ম্মই প্রকৃত সব। গর্ভে ধারণ ও প্রসব করিলেই প্রকৃত মাতা হন না, অর্থকরী বিদ্যা শিখাইলেই, লালন, পালন করিলেই, প্রকৃত পিতা হন না। গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, প্রসব করিয়াছেন, লালন, পালন করিয়াছেন, কিন্তু সন্তান যাহাতে ধার্ম্মিক হয়, বিদ্বান্ হয়, সুশীল হয়, আত্মপরের কল্যাণসাধনে যোগ্য হয়, সন্তানের জীবন যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তজ্জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই, এইরূপ মাতা পিতাও আছেন, গর্ভধারিণী স্বহস্তে নিজ সন্তানকে মারিয়াছেন, এই লোমহর্ষণ ঘটনা যে সংসারে ঘটিয়াছে, ঘটিয়া থাকে, তাহা বোধ হয়, তুমি অস্বীকার করিবে না। ধনের জন্য পুত্র পিতার প্রাণ সংহার করিয়াছেন, এতাদৃশ কুপুত্রের নামও শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব ধর্ম্মই পুত্র, ধর্ম্মই পিতা, ধর্ম্মই কলত্র, ধর্ম্মই মাতা, ধর্ম্মই সব, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই কথা সারতম। ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারেই সৎ ও অসৎ পুত্রাদির জন্ম হইয়া থাকে। সম্বন্ধ উভয়নিষ্ঠ, অতএব কেবল একজনের ধর্ম্মানুসারে সদসৎ সম্বন্ধ হয় না। অধ্যাত্ম রামায়ণ এই সত্য জানাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'সুখ বা দুঃখের কেহ দাতা নহে, অমুক আমাকে সুখ দিল, অমুক আমাকে দুঃখ দিল, ইহা কুবুদ্ধি মাত্র, সকলেই স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।† পদ্মপুরাণ পাঠ করিলে, তুমি জানিতে পারিবে, পুত্র, মিত্র, কলত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভৃত্য প্রভৃতি সম্বন্ধীদিগের মধ্যে কেহ

* "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"

—পাঃ দং, কৈ পা, ৩ সূ।

† "সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা, পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ, স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ॥"

—অধ্যাত্মরামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড।

ঋণসম্বন্ধী, কেহ ন্যাসাপহারক, কেহ লাভপ্রদ, কেহ উদাসীন (Indifferent) হইয়া থাকে। পুত্র-মিত্রাদির প্রত্যেকেই ঋণসম্বন্ধী, বা ন্যাসাপহারক, বা লাভপ্রদ বা উদাসীন এই চারি প্রকার ভেদে ভিন্ন হইতে পারে। *

জিজ্ঞাসু—ঋণসম্বন্ধী, ন্যাসাপহারক, লাভপ্রদ ও উদাসীন এই চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধীর স্বরূপ জানিবার জন্য কৌতূহল হইতেছে।

বক্তা—যথাসময়ে তাহা জানাইব, আপাততঃ প্রস্তাবিত বিষয়েরই অনুসরণ করা যাক্। তোমার ও তোমার সম্বন্ধীদিগের সদসৎ কর্ম্মই সদসৎ সম্বন্ধের কারণ, ইহা বুঝিয়া, যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তন্নিমিত্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তাঁহাকেই আশ্রয় কর, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই। তোমার চাতকীবৃত্তির যে কারণে ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা যথাপ্রয়োজন চিন্তা করা হইল। মানুষের নিকট হইতে মানুষ দাতা, এই জ্ঞানে যাহা গৃহীত হয়, তাহা ভগবানের সকাশ হইতে প্রাপ্ত এইরূপ ভাবনা করা অনুচিত, সন্দেহ নাই, তাহা অবশ্য প্রত্যর্পণীয়, তাহা ঋণ, তোমার এইরূপ মতের আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। 'ভগবান্ আমাকে সাক্ষাৎভাবে আমার আবশ্যকীয় বস্তু দিবেন,' তুমি এই বিশ্বাসকে যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে; বেদ সত্য, শাস্ত্র সত্য। যদি তুমি তাহা করিতে পার, তাহা হইলে তোমার জীবনের অবশিষ্ট কাল বিশুদ্ধ চাতকীবৃত্তি দ্বারা অতিবাহিত করিবার শক্তি ভগবান্ তোমাকে প্রদান করিবেন, তোমার ঋণ তিনিই পরিশোধ করিয়া দিবেন। আহা, যাহার ধনে সকলে ধনী, তাহার প্রপন্ন ভক্ত তাঁহার সকাশ হইতে সাক্ষাৎ ভাবে তাহার যাহা আবশ্যক, তাহা প্রাপ্ত হইবে, ইহা কি ভাগাবানের অবিশ্বাস্য হইতে পারে? তুমি ভগবানের নিকট হইতে যে ভাবে যাহা যাহা পাইয়াছ, যে ভাবে পাওয়াকে তুমি তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে পাওয়া বলিয়া

---

* মিত্রাশ্চ বান্ধবাঃ পুত্রাঃ পিতৃ-মাতৃ সভৃত্যকাঃ।
সম্বন্ধিনো ভবন্ত্যেব কলত্রাণি তথৈবচ॥
* * *
ঋণসম্বন্ধিনঃ কেচিৎ কেচিন্ন্যাসাপহারকাঃ।
লাভপ্রদা ভবন্ত্যেকে উদাসীনাস্তথাপরে॥
ভেদৈশ্চতুর্ভির্জায়ন্তে পুত্রমিত্রস্ত্রিয়স্তথা।
ভার্য্যা পিতা চ মাতা চ ভৃত্যাঃ স্বজনবান্ধবাঃ॥"
পদ্মপুরাণ, ভূমিখণ্ড।

বুঝিয়াছ, যাহা পাইবার সময়ে, অন্যের মধ্যবর্ত্তিতা তোমার জ্ঞাননেত্রে পতিত হয় নাই, সে ভাবে প্রাপ্তির কথা লোকহিতার্থ তোমার প্রচার করা উচিত, আত্মপরের উপকারার্থ সে ভাবে প্রাপ্তির তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, লোকে স্ব-স্ব প্রকৃতি অনুসারে তোমার এই সাধু চেষ্টার নিন্দা বা প্রশংসা করিবে, তাহা তুমি গ্রাহ্য করিও না। সাবধান হইবে, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে, যেন অভিমানরাহু তোমার হৃদয়কে গ্রাস না করে, জাগতিক লাভের আশা হেয়-স্বার্থপরতা যেন তোমার চিত্তকে স্পর্শ করিতে সমর্থ না হয়। শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধস্বরূপ পরমেশচরণে সতত বদ্ধদৃষ্টি হইয়া আত্মপরের হিতসাধনার্থ চেষ্টা করিবে।

পাতঞ্জল দর্শন পড়িয়াছেন, ইষ্টদেব, ঋষিগণ সিদ্ধবৃন্দ স্বাধ্যায়শীল যোগীর দৃষ্টিগোচর হন, তাঁহাদিগদ্বারা যোগীর কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ("স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সম্প্রয়োগঃ।"---পাং দং), এই কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছেন, অন্যকে বারবার শুনাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে স্বাধ্যায় হইতে কিরূপে ইষ্টদেবের দর্শনলাভ হয়, কিরূপে ঋষি ও সিদ্ধগণের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, কয়জন তাহা ভাবিয়াছেন? স্বাধ্যায় হইতে ইষ্টদেবের সহিত মিলন হয়, ইহা শুনিয়া একালে কয়জনের যথাবিধি স্বাধ্যায় করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে? যোগিশ্রেষ্ঠ, পরহিতৈকব্রত বৃদ্ধ মহর্ষি পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাসের কথা সত্য কি মিথ্যা, অন্ততঃ তাহা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছাই বা কয়জনের হইয়াছে? অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেও, যদি প্রত্যক্ষীকৃত অদ্ভুত ব্যাপারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা হৃদয়ে উদিত না হয়, তবে অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন দ্বারা কি লাভ হইবে? যিনি যথাবিধি স্বাধ্যায় করিবেন না, যথাবিধি স্বাধ্যায় করিলে ইষ্টদেবের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, যে প্রকৃত—ইষ্টপ্রাপ্তিবিমুখ তাহা বিশ্বাস করেন না, তাঁহার পাতঞ্জলের উক্ত সূত্র পাঠ নিশ্চয়ই নিরর্থক। আমি তাই বলিতেছি, তুমি ভগবানের সকাশ হইতে সাক্ষাৎভাবে যাহা পাইয়াছ, তাহা তোমার অন্যকে জানান উচিত, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য। ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে, ইষ্টদেবের দর্শন লাভ হয়, ইহা শুনিয়া যাঁহাদের ইষ্টমন্ত্র জপ করিবার প্রবৃত্তি হয় না, জপ করিলে, কিরূপে সূক্ষ্ম দৈবশক্তি স্থূল রূপে আবির্ভূত হন, যাহাদের তাহা জানিবার নিমিত্ত কৌতুহল হয় না, তাঁহারা নিতান্ত ভাগ্যবিহীন। স্বাধ্যায়শীল যোগী, অত্যুৎকট ইচ্ছা ও শ্রদ্ধা সহকারে, কাতরপ্রাণে ইষ্টদেবাদিকে ডাকিলে, তাঁহারা তাহা শ্রবণ করেন, ভক্তের কাতরপ্রাণের আহ্বান শুনিয়া নৈসর্গিক করুণা ও প্রেম বশতঃ স্থূল রূপ ধারণ-

পূর্ব্বক ভক্তকে দেখা দেন, সত্যনিষ্ঠ, সত্যশরণ, সত্যপ্রাণ, লোকহিতৈকব্রত সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই কথা শুনিয়া যাহারা যথাবিধি জপ করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং ফল পাইয়া অন্যের উপকারার্থ তাহা প্রচার করেন, তাঁহারা যথার্থ সাধু, তাঁহারাই যথার্থ পরোপকার করিয়া থাকেন। তুমি যে ভাবে তোমার ইষ্টদেবের সকাশ হইতে ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলে, যোগ্য পাত্রকে তাহা তোমার বলিয়া যাওয়া উচিত।

জিজ্ঞাসু -যিনি যে সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি যদি লোকহিতার্থ তাহা প্রকাশ না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, তাহা হইলে কিরূপে জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে? জপ করিয়াও যাহারা ফল পান নাই, জপ করিলে ইষ্টদেবের দর্শন লাভ হয়, তাহারা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, অতএব তাহাদের শাস্ত্রশ্রদ্ধার হ্রাস হইবে, তাহারা সত্যভ্রষ্ট হইয়া মহতী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, অপরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন। অযথাভাবে যোগসাধন করিতে যাইয়া যাঁহাদের রোগোৎপত্তি হইবে, যোগসিদ্ধিলাভে যাহারা অসমর্থ হইবেন, যোগসাধন করিতে যাইয়া, আমাদের রোগ হইয়াছে, আমরা কোন ফল পাই নাই, অতএব যোগসাধনের চেষ্টা অত্যন্ত অনিষ্টকরী, যোগাভ্যাস দ্বারা কোন লাভ হয় না * এইরূপ মত প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারা নিশ্চয় লোকের প্রভূত অনিষ্ট করিবেন, করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগদ্বারা জগতের যে ক্ষতি হইবে, হইতেছে, বিধিপূর্ব্বক জপ করিয়া যে জাপক ফল পাইয়াছেন, যথা শাস্ত্র যোগাভ্যাস করিয়া যে যোগী যোগাভ্যাসের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন প্রাগুক্ত লোকদিগদ্বারা যে ক্ষতি হইবে, হইতেছে, তাহার সংশোধন অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা হইতে পারেনা, অতএব যাঁহারা যে সত্যকে যে উপায়ে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের তাহা পাত্রকে জানান উচিত, প্রকৃত সাধুদিগের তাহাই মত, তাহা না হইলে, নিস্পৃহ ঋষিরা এত শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এত শাস্ত্র প্রচার করিবেন কেন? তাহা না হইলে, পাশ্চাত্য কোবিদগণ কেন এত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, করিতেছেন? আপনার কৃপায় আপনার "তুমি ভগবানের সকাশ হইতে যাহা যাহা সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তাহা যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ, লোকহিতার্থ তাহা তোমার প্রচার করিয়া যাওয়া উচিত" এই উপদেশের মূল্য আমি কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু তথাপি---একটা আশঙ্কা হয়।

---

* "যোগাভ্যাসেন মে রোগ উৎপন্নঃ ইতি কথ্যতে। ততোঽভ্যাসং ত্যজেদেবং প্রথমং বিঘ্নমুচ্যতে।"—যোগকুণ্ডল্যুপনিষৎ।
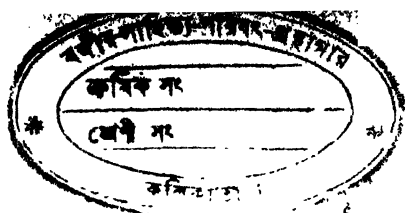
গান—এক দুই।

রাগিণী—তাল তিওট

। ১ ।

অনর্থ নিবৃত্তি আগে না হলে। (হায় রে।)
পরমার্থ মিলিবে তবে কার বলে, যত কিছু ভজন সাধন,
তার আগে মনের শোধন, মন না হলে মনের মতন,
বচন কি কথায় মেলে ॥

১। মনে প্রাণে ঘনিষ্ঠতা মিল কেমন,
অবিচ্ছেদ নীর বারি সহ মীন যেমন,
হলে পরে মনেরই লয়, প্রাণ বায়ু স্বয়ং স্থির হয়,
তাকেই শাস্ত্রে কৈবল্য কয়, সহজ জ্ঞান আপনি মেলে।

২। গুরুর ক্রিয়া করণ মন্ত্র মুদ্রাসন
মূলে মাত্র হেতু সে মনের শাসন,
পরম পদে মনকে বেঁধে, দরম জল চোখে দেখে,
নইলে সাধু সেজে মুখে বললে কি আর ফল ফলে ॥

৩। শতরঞ্জ ছেঁড়া মন তোর দেখ ভেবে,
কল্পনার সাগরে সদা রয় ডুবে
যার বিষয় চিন্তা জাগা ঘুমে, সে কি যাবে ব্রজ ভূমে,
পূর্ণানন্দ এবার ভণে, হেলায় জনম হারালে ॥

(সুরট-একতালা)

যার হৃদে ভক্তিফুল ফোটে। তার মন মকরন্দে,
ভাব জ্ঞান গন্ধে, মাতি প্রেম মধু লোটে ॥

১। জন্ম জন্মান্তরের থাকলে সংস্কার, কালে সেই যোগ হবে অধিকার,
চপলার প্রায় চমক ভাঙ্গে তার, অজ্ঞান আঁধার কাটে ॥
গৌণ ভক্তি মার্গ বাহ্য ভাবে কর্ম্ম, নাহি থাকে পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম,
ভাল মন্দ আপন পর পরব্রহ্ম, সবে সমভাব ঘটে।

২। স্বরূপ তত্ত্ব সিন্ধু যে করে দর্শন, কূপোদকে তার ভোলে কি আর মন,
সতত উন্মনা ভাবেতে মগন, সে মন্মনা মদ্ভক্ত বটে ॥
সৃষ্টীলীলা তত্ত্ব বস্তুর সত্তায়, বিশ্বময় তার গুরু স্ফূর্ত্তি পায়,
একরূপ মাত্র না দেখে ধরায় অদ্বৈত ভাব সংঘটে··

৩। হাসে নাচে গায় পাগলের প্রায়, কভু নয়ন জলে বুক ভেসে যায়,
কভু উদাস প্রাণে আকাশ পানে চায়, পূর্ণানন্দের হায়
কৈ সে ভাব ঘটে ॥

"রাম রত্নমহং বন্দে" ॥

যাঁরে বিশ্বাস কর, করিয়া আজ বহুবৎসর ধরিয়া অহর্নিশি যাঁর নাম জপ কর, তিনি তোমার করিলেন কি ?

সীয়রাম ময় সব জগ জানি।
করোঁ পরণাম জোড়ি জুগ পাণি।

আমি দুই হাত জুড়িয়া প্রণাম করিতেছি আর কি উত্তর দিব ?

সত্য বল তুমি কি আমাকে সীয়রাম বলিয়া মনে করিতে পারিতেছ ?

একবারও মনে করিতে যে মনে আছে এইজন্য সীতারামকে কতই ধন্যবাদ দিতেছি।

তোমার ত কষ্টের অবধি নাই। তোমার স্থান নাই। সর্ব্বদা অসৎসঙ্গে থাক বলিয়া তোমার কালও নাই। স্থান কাল না পাইলে পাত্রও ঠিক থাকেনা। কিছুই ত সুবিধা তিনি করিলেন না। তবুও তুমি তাঁহাকে বিশ্বাস কর কিরূপে ?

আমার সীতারাম কখন কি করেন তাহা কে বলিতে পারে ? এখনও কি করিতেছেন কে বলিবে ? তথাপি বলিতে হইবে কেন বিশ্বাস করি ?

আমি রূপ দেখিবার জন্য কত কি করিলাম। পটের ছবি, আর ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি ছাড়া আমার ভাগ্যে তার রূপ দর্শন হইলনা। এখন রূপের জন্য কোন উৎকণ্ঠা আমার নাই। আমার কাছে নামই রূপ।

আমি নামই করি। কত অসুবিধা ঘটে তাহাতেও কিছু মনে হয়না। সেত

একদণ্ডে আমার সব অসুবিধা দূর করিতে পারে, তথাপি যখন করেনা তখন সে আমারই কোন মঙ্গল করে নিশ্চয়। আমি নাইবা জানিলাম। সে নিশ্চয়ই আমার ভাল করে।

ভাল করুক্ আগে দেখি তবে তারে ভজিব এই বলিয়া আমি কখন ভজিতে যাই নাই। সে যা করে তাই আমার ভাল। দেখা দেয় তাও ভাল, না দেয় তাও ভাল। আমি শুধু নাম করিয়া যাই। নাম করিতে ভাল লাগে নাম করি, করিতে ভাল লাগেনা তবুও করি। লয়, বিক্ষেপ উঠেনা তখনও করি, লয় বিক্ষেপ উঠে তখনও করি। কিছু দিক আমাকে, তাও আমি বলিতে চাইনা।

তোমার উৎসাহ থাকে কিরূপে? তুমিই সেই উৎসাহ দিয়া দাও।

এসব কথা বল কেন? কিরূপে উৎসাহ পাও তাই বল।

তোমাকে তুমি বলিতে গেলেই ঢাকা দিতে চাও। যা কর তাই বেশ। উৎসাহ কিরূপে পাই তাই বলিব?

হঁ।

উৎসাহ পাই তাও ভাল, না পাই তবুও করি। এই করিয়াই মরিব। "জপই জপই রাম নাম ছার তন্ন করব বিনাশ"। এই আমার বেশ লাগে।

কি কতকগুলা ভাবিব? আমার এই অসুবিধা, ওই অসুবিধা এ আর জানাইব কি? যাঁরা তাঁর দেখা পাইতেন, যাঁরা ডাকিলেই তিনি আসিতেন, আর আসিয়া বলিতেন কি চাও বল, তাঁরা যাহা করেন বা করিতেন তাই সাজে। আমিত কখন দেখি নাই, আমার ডাকে কখন আসেন নাই, আসিবেন কিনা সে জন্যও ব্যাকুল নই; আমি শুধু রাম রাম করি। আর যা কিছু হয় তাহা সহিয়া যাইতে চেষ্টা করি। এতে কি হবে কি না হবে তাও জানিতে চাইনা।

যদি ইহা ছাড়িয়া দি তবে করিব কি? কতকগুলা ভাবা অপেক্ষা আমার রাম রাম করা ভাল লাগে। কতদিন ত কত ভাবিলাম, কত ফন্দি করিলাম অসুবিধা দূর করিবার জন্য, এসব করিয়া যাহা হয় তাহাত দেখিলাম। কিন্তু রাম রাম করাতে কোন অশান্তি নাই; কোন কিছু চাওয়ার বালাই নাই; দিলেও কতকি হয়, না দিলেও কত কি হয়—এ সকলের হেঙ্গামা নাই। মন আমার সুস্থই থাকে। আমার মনে হয় সে সব জানে, সব দেখে, যার জন্য যা করা উচিত যথা সময়ে তা করিয়া দেয় তবে আর তাকে চাহিব কি?

সে যা করে তাই ভাল। আমার কেবল সব সহিয়া রাম রাম করাই কাজ। আমার সর্ব্বদার কাজ ঠিক হইয়া গিয়াছে। যখন আমার সর্ব্বদার কাজ ঠিক

ক্লা ছিলনা তখন আমি যা ছিলাম আর এখন আমি যা আছি তাহা আমি জানি আর জান তুমি।

আর কি বলিব? সর্ব্বদা রাম রাম করার অভ্যাস করিতে পারিলে মানুষের কোন অভাবও থাকে না, কোন দুঃখও থাকেনা। কারণ সে ব্যক্তি অভাবও গ্রাহ্য করেনা দুঃখও গ্রাহ্য করেনা। রাম রাম সর্ব্বদা করায় আরও এই হয় যে—

সীয়া রাম ময় সব জগ জানি।
করোঁ প্রণাম জোড়ি জুগ পাণি॥

এইটিও অভ্যাস হইতে থাকে। রাম রাম করার প্রয়োগই ইহা।

হাঁ ইহাই ঠিক। এখন দেখদেখি! আহা! ইকি? সত্যই যে সীয়ারাম। সত্য জিনিষটি আগে কল্পনায় সত্য বলিতে হয় তারপরে কল্পনাও সত্য হইয়া যায়।

আহা! রাম বত্ন আমি বন্দনা করি। এই আমার চিত্রকূট পাণ। ইনিই কৌশল্যা ভক্তি হইতে জাত আর ইনিই জানকী কণ্ঠ ভূষণ।

আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা।

এক বাড়ীতে বাস করিতাম কিনা, তাই তার সঙ্গে খুব মুখ চেনা হ'য়ে গিয়েছিল; কতদিন থেকে যে তার সঙ্গে আমার আলাপ, তা আমি ঠিক ক'রে বল'তে পারি নে—তবে আলাপটা যে খুব অনেকদিনের তাতে আর কোনো সন্দেহই নেই। তার সঙ্গে যদিও আমি এক বাড়ীতে থাকতাম আর আলাপও আমার বহুদিনের, তবু কিন্তু তার উপর আমি অনেকদিন পর্য্যন্তই বন্ধুভাব পোষণ কর'তে পারিনি। কাজেই সেও আমার উপর ভারি বিরূপ ছিল অন্ততঃ আমার তো তাই ধারনা।

তোমরা আমাদের এই বিরোধটাকে নিতান্ত অকারণ বোলে ভেবো না; এর মস্ত একটা কারণ ছিল। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে, তোমাদের কাছে আজ সেই কথাটাই বোলে খালাস হ'ব।

আসল কথাটি হচ্ছে, আমার এই বিরূপ বন্ধুটির একটি সুরূপা সহধর্ম্মিণী

আছেন। আর আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমারও লোভ পড়েছিল তাঁর ঐ চারুহাসিনী স্ত্রীটির উপর। এই নিয়েই আমাদের উভয় বন্ধুর কলহ।

হয়ত নিত্য-চিন্তার ফলে দৈবক্রমে তাঁর স্ত্রীর বস্ত্রমণ্ডিত মূর্ত্তিটুকু আমার সামনে পড়ে গেল আর হয়ত লোভাতুর আমিও তার পবন-চালিত অঞ্চলাগ্রটুকু ধরবার চেষ্টা কর'লাম। কিন্তু আমার এই লোলুপ চেষ্টাটুকুই হয়েছিল আমার কাল। কারণ আমার এই বন্ধুটী হচ্চেন যেমন হুঁসিয়ার আবার তেমনি জবরদস্ত। তাই যেমনি তিনি আমার এই প্রচেষ্টার কীর্ত্তিটুকু দেখ্‌তে পেতেন অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার টুঁটীটি চেপে ধ'রে' প্রচুর ধনঞ্জয়েরই ব্যবস্থা ক'রে দিতেন। সে কি একটু আধটু যেমন তেমন মার? সে এমনি প্রহার যে, মারের ধমকে এক এক সময় আমার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ভল্ ভল্ করে রক্ত উঠে যেতো। আর যতক্ষণ না আমি ত্রাহি ত্রাহি ক'রে ডাক ছাড়তাম ততক্ষণ কিছুতেই মার বন্ধ হোতো না। তারপর দিন কতক এমনি হোলো যে, ওদিকে আর চোখটি ফেরাবার যো ছিল না। কেননা চোখ ফেরালেই প্রহার, একেবারে নির্দ্দম প্রহার।

এমনি করে দিন কাটাচ্ছিলাম; তবু না হোলো আমার আক্কেল না গেল আমার লোলুপতা। আমার মজা দেখ, প্রহারের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে যখন আমি এদের সঙ্গ ত্যাগ কর্‌বার জন্য বাড়ীটা ছাড়তে চেষ্টা করতাম তখনি কিন্তু পড়ে যেতাম আরও একটা বিষম মুস্কিলে। কারণ একেতো স্ত্রীলোকটার লোভ আমায় অনেকটা কায়দা করেই রেখেছিল তার উপর আবার বাড়ীটা থেকে বেরোবার পথটাও কোনরকমে ঠাহর করেই উঠ্‌তে পারতাম না। তারপর আরও একটা ফ্যাসাদ ছিল। সে ফ্যাসাদের কথা শুন্‌লে তোমরা না হেসে থাক্‌তে পারবে না। তাই সেটাও বলছি। অর্থাৎ বাড়ীটায় হাওয়া খেলতো ভারি সুন্দর, আর সে হাওয়ায় এমন একটা মাদকতা ছিল, যাতে এই বাড়ীটা ছাড়তে আমার ভারি মায়া হোতো।

তোমরা হাস্‌চো না? হাস্‌বে বৈকি! এমন বেয়াদবির এমন পুরস্কার দেখলে অনেকেই সোয়াস্তির হাসি হাসে। তোমাদের আর দোষ কি বল?

একদিন এমনি ব'সে ভাবছিলাম কি করি! আর তো মার খেয়ে পারিনে। মার খেতে খেতে তো হাড় গুঁড়ো হ'য়ে গেল কি ক'রলে এই প্রহারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাই। কতক্ষণ ধ'রে ভাবছিলাম তা' ব'লতে পারিনে; হঠাৎ বোধ হোলো কে যেন আমার গায়ে আঙ্গুল ঠেকিয়েছে। ফিরে চেয়ে দেখি

আমার সেই বিরূপ বন্ধুটি। আহা, একি! যার হাত থেকে আমি চিরকালই শুধু লাঞ্ছনা আর অপমানই পেয়ে এসেছি—আজ তার মুখে এত করুণা, চোখের শিরায় শিরায় তার এত পুঞ্জীভূত সহানুভূতি। আমি যেন কেমন হ'য়ে গেলাম, কথা ফুটল না। বন্ধু আমার অবস্থা বুঝ্তে পেরে একটু মিষ্টি করেই বল্লেন,—কি ভাবছিলে তুমি ব'সে ব'সে?

আমি বল্লাম—তোমারি কথা।

বন্ধু—ঐ জোরেই তো আমায় তোমার কাছে বেঁধে রেখেছো।

আমি—কি রকম?

বন্ধু—আমি কে জান?

আমি—কি ক'রে জান্বো বল? তুমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে তো দেখা হয়না যে, তোমার কথা জানবো? আর তোমার উগ্রমূর্ত্তি তো তোমায় কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রতেই দেয়না। কাজেই তুমি কে, তাতো আমার জানার উপায়ই নেই।

বন্ধু—বেশ, বেশ। তবে আজ আমার পরিচয় শোনো। আমার নাম "দুঃখ"।

আমি তো শুনে বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠলাম, বল্লাম—বল কি?

বন্ধু—সত্যি কথা। আর যার উপর তোমার ভারি লোভ, আমার সেই সহধর্ম্মিণীর নাম হ'চ্ছে "সুখ"। আর যে বাড়ীটায় আমরা বাস করি, সেটির নাম হ'চ্ছে—"চিত্ত-প্রাসাদ"। শুনলে?

আমি আর কি বোলবো। শুধু হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম। বন্ধু বলে যেতে লাগলেন—দেখ, একা তুমিই যে আমার প্রহার খাচ্ছ, তা নয়। দুনিয়া শুদ্ধ সবাই আমার প্রহার খাচ্ছে, খেয়েছে, খাবে। তবে যে সব লোক আমার মার খেয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা না ক'রে, ভাব্তে ব'সে যায়, আমি তাদের সৎ পরামর্শ দিয়ে পথ বলে দিই।

আমি—কিসের পথ?

বন্ধু—আমার প্রহারের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার পথ।

এই কথা শুনে আমি তার দুটো পায়ে ধ'রে বল্লা'ম—বন্ধু, এতই যদি তোমার করুণা, তবে আমাকেও কৃপা কর; আমায় ব'লে দাও কি কর'লে আমি তোমার কাছ থেকে তফাতে যেতে পারি।

বন্ধু আমার হাত ধ'রে, তুলে বল্লেন, তাই বোলবো বলেই তো এসেছি।

কিন্তু আমার উপদেশ তখনি তোমার কাজ ক'রবে, যখন তুমি এই বাড়িটা ছাড়তে চাইবে।

আমি অস্বাভাবিক জোরেই বলে ফেল্লাম, আমি তো তাই চাই। তারপর নিজের ত্রুটি বুঝ্তে পেরে বড় কাতর ভাবে বললাম—দাও বন্ধু, ছুটিয়ে দাও আমার এ ঘরের মায়া, কাটিয়ে দাও আমার এ হাওয়ার মোহ, আমি একটু হাঁপ ফেলে বাঁচি।

বন্ধু—আমায় আগে ভাল করে জান, তবে তো তোমার কাজ মিটবে?

তোমায় আগেই বলেছি আমার নাম দুঃখ, আর আমার অর্দ্ধাঙ্গিণীর নাম সুখ, আর যে বাড়ীটায় আমরা থাকি তার নাম চিত্ত-প্রাসাদ। এই বাড়ীতেই আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি, এটি আমার বিধি নির্দ্দিষ্ট নিজস্ব ভদ্রাসন। কাজেই এ বাড়ীতে যে থাকবে, তাকে আমার অধীন হয়েই থাক্‌তে হ'বে। যদি কেউ এই অধীনতার অবস্থায় থাকবার সময় আমার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে আমার সহধর্ম্মিণীর উপর লোভের দৃষ্টি ফেলে, তা'হলে আমর হাতে তার আর লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। নিজের অবস্থা দিয়ে আমার কথাগুলো বুঝ্তে পারছো তো?

আমি ভিতরে শিউরে উঠে মুখে ব'ললাম—খুব বুঝেছি।

বন্ধু—তোমার কথায় ভারি সন্তুষ্ট হ'লাম। এইবার তোমার কাছে আমার পুরো পরিচয়টাই দেবো। পূর্ব্বে আমার এই বাড়ীতে একজন খুব বুদ্ধিমান লোক বাস করতো। সেও আমার ছাত্র তাকে সদার পোড়ো বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। সে এক সময় এক রাজার কাছে আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিল

যানি যানীহ দুঃখানি প্রস্ফুরন্তি জগত্রয়ে।
চেতশ্চাপল জাতের তানি তানি মহীপতে॥

অর্থাৎ এই ত্রিভুবনে যত রকমের দুঃখের প্রহারের কাণ্ড দেখা যায় তার সব গুলিই এই চিত্ত-প্রাসাদের কোন না কোন কক্ষে ঘটে। তুমি বুঝি ভাবছো, আমার এই বাড়ীটা খুব ছোট্টো? কিন্তু তুমি যা ভাবচো, আসলে এ' তা নয়। এ বাড়ীটা প্রকৃত পক্ষে খুবই বড়, এর বিস্তার এত বেশী যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর সমস্ত সৃষ্টিটাই এর কক্ষে কক্ষে সাজিয়ে রেখেছেন। কি রকম,—তুমি যে অবাক্ হ'য়ে যাচ্চ? আরে, এতে অবাক্ হ'বার কিছু নেই। কারণ কি জান? এটা মোটেই সত্যিকার বাড়ী নয়, এর সত্যিকার অস্তিত্ব কিছু নেই এটা একটা হাওয়ায় গড়া ভুতুড়ে বাড়ী। আমার সেই সদার পোড়ো একে

বোলতো হাওয়ায় গড়া ভূতুড়ে গাছ। ও' একই কথা। এই যে পাগল করা ভূতুড়ে হাওয়া, যা সর্ব্বদাই এই বাড়ীতে প্রবাহিত হ'য়ে, এর মধ্যে একটা কম্পন, একটা শিহরণ তুলচে, আর যা তোমার গায়ে লাগে ব'লে তুমি এই বাড়ীটাই মোটে ছাড়তে চাওনা তার নাম কি জান? এই কথাটা শুনে আমি শিউরে উঠলাম, ভাবলাম এটা অন্তর্য্যামী নাকি? বন্ধু বলে যেতে লাগলেন—তার নাম হচ্চে "প্রাণ স্পন্দন'। এই প্রাণ স্পন্দনের মদির হাওয়ার তালে তালে যখন চিত্ত-প্রাসাদ দুলতে থাকে তখন আমার ভারি স্ফূর্ত্তি হয়; তখন আমি রাজাধিরাজের মত জাঁক জমকেই এই বিশাল পুরীর প্রত্যেক কক্ষে কক্ষে বিপুল আবেশে ঘুরে বেড়াই। কি আনন্দ, কি বৃদ্ধিই তখন আমার হয়। কিন্তু ঐ হাওয়াটি কমে গেল আমার আর মোটেই তেমন স্ফূর্ত্তি থাকেনা, আমি যেন আধমরা হ'য়ে যাই। আমার এই অবস্থা-বিপর্য্যয়টুকু আমার সেই প্রধান ছাত্রটীর নজর এড়িয়ে যায়নি। তাই সে বোলতো—

দ্বে বীজে চিত্ত-বৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দনবাসনে।
একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ॥

অর্থাৎ চিত্ত বোলে যে ভূতুড়ে গাছটা আছে তার বীজ অর্থাৎ মূল হ'চ্চে দুটি—প্রাণস্পন্দন আর বাসনা (সুখ চিন্তা)। এই দুটোর মধ্যে যদি গাতিক গ্যাতাক করে কোন একটাকে কেটে ফেলা যায় তা'হলে বাকি মূলটাও মড়মড়িয়ে ভেঙ্গে গিয়ে গাছের দফা কাৎকরে ফেলে। হাওয়ার গাছ হাওয়ায় মিশিয়ে যায়। বুঝলে কিছু?

আমি—একটু একটু। কিন্তু এই মূল দুটো ক্ষয় করবার উপায় বলে দাও।

—বন্ধু—তাতো দেবোই। আজ যে আমি তোমায় অমৃত দীক্ষা দেবো।

আমি—দাও বন্ধু, দাও গুরু আজ তোমার অমৃত দীক্ষা, আমি চিরদিনের জন্য নিরুদ্বিগ্ন হই।

বন্ধু—তবে ধর বন্ধু আজ আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ, এই বিশাল প্রাসাদের নির্গম দুয়ারের সোণার চাবি, আমার অব্যর্থ মৃত্যুবাণ। সর্ব্বদাই স্মরণে রেখো বন্ধু, এই যে চিত্ত-প্রাসাদের কম্পন বা শিহরণ, যার মদিরতা বড়ই মারাত্মক, সেটা ক্ষয় করবার জন্য একটু কৌশল করতে হবে। সে কৌশলটা হচ্চে এই বাড়ীতে আজ তার অনুভূতি টুকু ছাড়তে হবে। এই অনুভবটুকু ছাড়তে গেলে, জোঁক যেমন একটা তৃণ ধ'রে তার পূর্ব্বাশ্রয় তৃণটি ছেড়ে দেয়, ঠিক তেমনি করেই একটা মহৎ একটা পরম অনুভবের আশ্রয় নিয়ে তোমার এই বর্ত্তমান

আশ্রয়টীকে ছাড়তে হ'বে। এই মহৎ বা পরম অনুভবকে বলে মন্ত্র। এই মন্ত্র বা পরম অনুভবের সাহায্য যদি কৌশলে ঐ মদির হাওয়ার প্রবাহ পথ বন্ধ করতে পার তবে দেখতে পাবে, মন্ত্র তার বর্ণমূর্ত্তি ছেড়ে একটা বিরাট জ্যোতির্মূর্ত্তি ধরেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সে তোমার পথের সমস্ত অন্ধকার দূর করে দিয়ে তোমার হাত ধরে নিয়ে তোমাকে এই বিচিত্র বাড়ীর নির্গম পথের দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে জান? আলো দেখলে পতঙ্গ যেমন সব ভুলে গিয়ে শুধু আলোকটাকেই অনুসরণ করে তুমিও তখন ঠিক তেমনি করেই এই বাড়ীটার সমস্ত বিচিত্রতা, সমস্ত উন্মাদনা ভুলে গিয়ে শুধু তন্ময় হ'য়ে সেই জ্যোতিরশ্মিরই অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। তারপর কোথায় যাবে জান? যেখানে এই জ্যোতির্রশ্মি তার আধার কেন্দ্রে পরি সমাপ্তি লাভ করেছে।

সে এমন একটি স্থান, যেখানে আধি নাই, ব্যাধি নাই, রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই; আছে শুধু নিরাবিল আনন্দ, শুধু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। সে জ্যোতির রাজ্যে শুধু তোমরাই যেতে পার আমার প্রবেশের কোন রন্ধ্রই সে রাজ্যের তোরণ দুয়ারে নাই। শুনলে?

কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন একরকম তন্ময়তায় আমায় ঘিরে ফেল্লে। আমার অগোচরে আমার মাথা কখন হেঁট হয়ে গেল তা বুঝতে পারিনি শুধু দুকাণভরে শুনছিলাম তার অশ্রুত পূর্ব্ব কথা।

এই কথাগুলো বলতে বলতে শেষের দিকে বন্ধুর স্বর কেঁপে উঠল, মুখতুলে চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই, শুধু মহাকাশে শব্দ উঠছে—

প্রাণায়ম-দৃঢাভ্যাসৈর্ যুক্ত্যা চ গুরুদত্তয়া।
আসনাশন যোগেন প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥
অসঙ্গ ব্যবহারিত্বাৎ ভবভাবনবর্জ্জনাৎ।
শরীর নাশদর্শিত্বাৎ বাসনা ন প্রবর্ত্ততে॥

এই সুগভীর মহান উপদেশের উপদেষ্টার জন্য আমি আর কিছুই করতে পারলাম না, শুধুই শ্রদ্ধাভরে নতমস্তকে ব'লে উঠলাম—হে আমার চিরবন্ধু, হে উদার, হে বিশ্বগুরু, তোমার শিক্ষা, তোমার উপদেশ আমাতে সার্থক হো'ক, জগতে সার্থক হো'ক; তোমার সহধর্ম্মিণী সুখকে ভোগ্যভাবে কামনা না ক'রে শুধু গুরুশক্তি ভাবে, মাতৃভাবে আশ্রয় করবার প্রবৃত্তি হোক্, এই হাওয়ায় গড়া ভ্রান্তির বিশ্বে চিরশান্তির প্রতিষ্ঠা হোক।

তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে আর আমিও সেই বিশ্বগুরুর উপদেশ মতে এই চঞ্চল প্রাসাদ ত্যাগ করবার জন্যে চেষ্টা করছি—কিন্তু এগোনো হচ্ছে কতটুকু ? এখন হাতে কলমে চেষ্টা করে বুঝতে পাচ্ছি—দীক্ষা হয় এক মুহূর্ত্তে, কিন্তু সাধনায় কাটে বহুজন্ম আমি সেই বহু জন্ম সাধ্য সাধনার পথে চলিবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছি তোমরা সকলে আমার এই সময়ে একবার প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ কর ॥

বল—ওঁ স্বস্তি ॥

শ্রীকৃষ্ণ কিশোর চট্টোপাধ্যায়
শিবপুর।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গার্হস্থ্য জীবনে হিন্দুরমণীর শিক্ষার উপকারিতা।

ওঁ নমো বিঘ্ননাশায়।

শিক্ষা কি ?

জীবমাত্রেই সুখান্বেষী। এই সুখসাধনে আগন্তুক অন্তরায় সমূহ নিবারণ করিবার জন্য তাহার দেহ ও মন বিবিধ চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। যদ্দারা শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের অনুশীলন করত জীব কোন বিশেষ কার্য্যে উপযোগী হইয়া আপন শান্তিপথ পরিষ্কার করিয়া লয় এবং অন্যকে ও এ বিষয়ে সাহায্য করে, তাহাই শিক্ষা। জন্মের পর হইতেই জীব কোন না কোন শিক্ষা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে পাইতে থাকে, এবং তদ্দারাই সে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া জীবনামের সার্থকতা সম্পাদন করে। আকার এবং গুণই অনন্ত জীব প্রবাহের জাতিত্ব-নিয়ামক; এবং তজ্জন্যই ভিন্ন ভিন্ন জীব ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা পাইয়া থাকে। যদিও সমস্ত জীবের চরমোদ্দেশ্য একই—সকলেই আত্মোন্নতি সাধনে ব্যগ্র সকলেই চিরসুখ প্রার্থী, তথাপি জাতিগত পার্থক্যহেতু এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে কাহার ও বা অল্প সময় কাহারও বা অধিক সময় লাগে এবং তাহাদের চেষ্টারও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আবার এই চেষ্টার প্রভেদ হেতু শিক্ষা প্রণালীও বিভিন্ন হইয়া থাকে। আকারে এবং গুণে এই মনুষ্যদেহই জীবোদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ উপযোগী ; এবং

ইহা দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি ঘটে। কাজেই দেখা যাইতেছে ইতর জীব হইতে মনুষ্যের কার্য্যপ্রণালী পৃথক্ এবং তদনুযায়ী শিক্ষা প্রণালীও পৃথক্। মনুষ্য শুধু শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহের অনুশীলন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে না। ইহাদের পশ্চাতে এক আত্মা আছে, সে তাহার অনুভব করে; এবং ইহার বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াই সে চিরসুখলাভের সমর্থ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে মানব জন্মগত এমন অনুকূল আকার ও গুণ লাভ করিয়াছে যাহার সাহায্যে সে অনায়াসে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে শাশ্বত শান্তিনিকেতনে উপনীত হইতে পারে।

কিন্তু এই মনুষ্যজাতিই আবার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত-- স্ত্রী ও পুরুষ। ইহাও আবার দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। ইতর জীব হইতে আকার ও গুণে পৃথক্ হইলেও অনেক সময় মানব অজ্ঞান ও অবস্থা বশে আপনাকে ইতর জীবের ন্যায় গুণাবলম্বী করিয়া তুলে। এই সমস্ত কারণে এক মানব জাতির মধ্যেই বিভিন্ন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় এবং তজ্জন্য শিক্ষিতব্য বিষয় ও শিক্ষা প্রণালী উভয়েরই প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। একত্ব প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ।

হিন্দুরমণী কে?

দেশ ও অবস্থাভেদে হিন্দুরমণীর চেষ্টা অন্যান্য রমণী হইতে পৃথক্। 'হিন্দুরমণী' বলিতে আমরা আর্য্যনারী বুঝির, অর্থাৎ যে নারী বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করেন তিনিই 'হিন্দুরমণী'। তাহার শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয়।

হিন্দুরমণীর চেষ্টা ও আচরণ অবস্থাভেদে ভিন্ন হইতে পারে গৃহিণীর পক্ষে একরূপ; আর ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনীর পক্ষে একরূপ। কিন্তু যে জীবনে তিনি পতি পুত্র শ্বশুর শাশুরী আত্মীয় স্বজন নিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করেন, তাহাই এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। এখন দেখিতে হইবে এই জীবনে তাহার কর্ত্তব্য কি এবং কি উপায়েই বা ইহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

হিন্দুরমণীর কর্ত্তব্য কি?

হিন্দুরমণীর কর্ত্তব্য অনেক:—পতির প্রতি, পুত্র কন্যার প্রতি, শ্বশুর শাশুরীর প্রতি, পরিবারবর্গের প্রতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি

এবং সর্ব্বোপরি আত্মার প্রতি। এই সমস্ত কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইলেই তাহার শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

(১) পতির প্রতি কর্ত্তব্য

পতিই আর্য্যনারীর সর্ব্বস্ব। শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, তাহার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং পতিরেব পরা গতিঃ। পতিরেব পরো দৈবঃ পতিরেব পরং পদম্॥ এই সমস্ত তত্ত্ব তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল। যদিও আদর্শ ও শিক্ষার অভাবে ইহার অনেকটা ব্যভিচার ঘটিয়াছে, তথাপি সেটুকু নিষ্কলঙ্ক রহিয়াছে, তাহার মহিমায় আজও হিন্দু পরিবারে শান্তিসৌধ বিরাজ করিতেছে। অন্য জাতির পারিবারিক জীবন কত সুখপ্রদ, তাহা অনুসন্ধিৎসুরই বিজ্ঞেয়। যাহা হউক আর্য্যনারী অশনে, বসনে, শয়নে, পীড়নে, সর্ব্বত্রই স্বামীকে সুখী করিতে চায়। তাহারা সুখেই সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাহার দুঃখেই সে ম্রিয়মাণা হয়। স্বামী পঙ্গু হউক, বধির হউক, অন্ধ হউক, মূক হউক, কুৎসিত হউক, কদাকার হউক, মূর্খ হউক, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হউক কিন্তু তাহার স্বামীভক্তি অটল। সে জানে স্বামীই তাহার ইহকালের সুখ, স্বামীই তাহার পরকালের গতি। সে আপন কর্ম্মফলকেই ধিক্কার দেয়, সে স্বামীকে প্রশংসা করে। সে জানে সুখাভাস সুখ নহে। উহা মরুমরীচিকা উহা হরিণীর জীবন-সংহারক প্রলোভন। পতি অর্থোপার্জ্জনের জন্য, সাংসারিক কার্য্যের জন্য এবং অপরাপর কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য ক্লিন্ন দেহে ক্লিষ্ট মনে গৃহে প্রত্যাগত হইল, অমনি প্রিয়তমা ভার্য্যার সুশান্ত সুমধুর বাক্যে ও আন্তরিক সেবা শুশ্রূষায় তাহার শারীরিক ও মানসিক ক্লেদাপনয়ন হইল। সে দ্বিগুণ বলে, দ্বিগুণ উৎসাহে পুনঃ স্বকীয় কার্য্য সম্ভারে আত্মনিয়োগ করিল। ভার্য্যা তাহার পশ্চাৎ থাকিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে প্রোৎফুল্ল ও প্রোৎসাহিত করিতেছে। এইরূপে স্ত্রী সংসারের সংসারত্ব অর্দ্ধেক পরিমাণে নিরাকৃত করিয়া স্বর্গভূমির আভাস দিতেছে। কিন্তু কৈ সকলের ভাগ্যে ত তা ঘটে না?—স্বর্গাভাস দূরের কথা, অনেকে ইহাতে নরকাভাসই দেখিতে পায়। তাহার কারণ, আদর্শ ও শিক্ষার অভাব। আর্য্যনারী যদিও স্বভাবতঃ এই গুণের অধিকারিণী তথাপি শিক্ষার অভাবে ইহার উন্মেষ হয় না। ধান্যবীজে যদিও অঙ্কুরত্ব থাকে, তথাপি কৃষকের সাহায্য ব্যতীত উহার উদ্গম হয় না। উহা বৃথাই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু লোকতৃপ্তিকর বহু শস্যের হেতু হয় না। পতির শারীরিক ও

মানসিক ক্লেদাপনয়নের জন্য, তাহার ধর্ম্মের সহায়তার জন্য, তাহার কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং তাহার গৃহকে গৃহ করিবার জন্য স্ত্রীই মুখ্য কারণ। এতটা যাহার দায়িত্ব, তাহাকে অবহেলা করা যায় না। শিক্ষাদ্বারা তাহার ভবিষ্যজ্জীবন উজ্জ্বল করা, তাহার গুণ সমূহের বিকাশ করা, তাহার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

(২) সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য

আর্য্যনারীর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য সন্তানের প্রতি। এই সন্তানই পতির প্রতিরূপ এবং ইহাই তাহার ভাবী আশার স্থল। পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বেহ মাতরম্। - পতিই গর্ভরূপে ভার্য্যাতে প্রবেশ করেন তাহাতেই সে মাতৃস্বরূপা জায়া নামে অভিহিতা হয়। এই সন্তান কুলকে বিস্তার করে এবং পিতৃ পুরুষকে উদ্ধার করে, আর সেই পিতামাতার বার্দ্ধক্যে প্রধান অবলম্বন হয়। সংসারের পরিবারের, পাড়ার, গ্রামের, দেশের অবশেষে পৃথিবীর উন্নতি অবনতি, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, এই সন্তানের চরিত্রের ও গুণের উপরই নির্ভর করে। এবং এই চরিত্র গঠন ও উৎকর্ষ সাধন প্রধানতঃ জননীর উপরই স্বাভাবিক ন্যস্ত। এক কথায় সন্তানের মনুষ্যত্ব মাতার গুণযত্ন সাপেক্ষ।

গর্ভাধানের পর হইতেই সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য মাতা দায়ী। দশমাস দশদিন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিতে হয়। কিরূপ আচার ব্যবহার, কিরূপ বাক্যালাপ, কিরূপ অশন ভূষণ, কিরূপ শয়ন বসন, কিরূপ চলন চালন করিতে হয়, মাতা যদি তাহা সম্যক্ অবগত থাকেন তবেই সন্তান ভাল হয়। প্রসবের পর প্রায় পাচ বৎসর যাবৎ মাতাকেই সম্পূর্ণরূপে সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। এই সময় সে অধিক কালই মাতার সন্নিকটে থাকে। এই সময়টী মাতার পক্ষে আরও গুরুতর নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি এবং সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি তাহাকে সমভাবেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে সন্তান পীড়িত হয়। পীড়িত হইলে তাহার শুশ্রূষা ও চিকিৎসাবিধান প্রধানতঃ মাতারই করিতে হয়। তারপর, জন্মের পর হইতেই শিশুর শিক্ষারম্ভ হয়। সদ্ভাব সৎকথা, অসদ্ভাব অসৎকথা, এই সময় হইতেই সে গ্রহণ ও প্রত্যাহার করিতে থাকে। কাজেই মাতা যদি বিশেষজ্ঞা ও শিক্ষিতা না হয় তবে সন্তানের মঙ্গল হওয়া কষ্টকর। তদনন্তর, প্রায় দশ বৎসর যাবৎ ও মাতার প্রভাব পুত্রের উপর বর্ত্তিয়া থাকে। অন্যের চেষ্টা সত্ত্বেও মাতার আবদারে পুত্র নষ্ট হয়

তাহার গুণেই সে গুণবান্ হয়, তাহার দোষেই সে দোষভাক্ হয়। তৎপর চির জীবনই মাতার গুণাগুণ অল্পবিস্তর পুত্রে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং পুত্রের ভাবী মঙ্গলের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য এবং সাধারণের হিতের জন্য সন্তান শিক্ষাই স্ত্রী-শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

(৩) পরিজনের প্রতিকর্ত্তব্য।

কন্যার বিবাহ হইলেই সে গোত্রান্তর প্রাপ্ত হইল। তখন তাহার এক পুনর্জন্ম হয়; এমন কি তখন জনক জননীর মরণে পর্য্যন্ত অশৌচের হ্রাস হয়, এবং অন্য আত্মীয় স্বজনের জননে মরণ সূতক ও নিবৃত্ত হয়। সে তখন স্বামীর সুখ দুঃখের ভাগী। তাহার নাম তখন অর্দ্ধাঙ্গিনী ও দ্বিতীয়া হয়। সে জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া কর্ম্মস্থান পতিগৃহে আজীবন অবস্থান করে। মাতার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া শ্বশ্রূক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। পিতার লালনে বঞ্চিতা হইয়া শ্বশুরের যত্নে পালিত হয়। ভ্রাতা ভগিনীর স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়া দেবর ননন্দের প্রেম ও প্রীতি লাভ করে। তাই স্বামিগৃহ তাহার গৃহ; শ্বশুর তাহার পিতা, শাশুড়ী তাহার মাতা, দেবর তাহার ভ্রাতা, ননদ তাহার ভগিনী। এইরূপ বিবাহসংস্কার লাভ করায় তাহার নূতন সম্পর্ক গঠিত হইয়া থাকে।

স্ত্রী যদি বিবাহের মর্ম্ম বুঝিয়া স্বামি পরিবার ভুক্তা হয়, তবেই সে সংসারকে সুখময় করিতে পারে। স্বামীর সঙ্গে, শ্বশুরের সঙ্গে, শাশুড়ীর সঙ্গে, দেবরের সঙ্গে এবং অন্যান্য পরিজনের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলে সংসার শান্তি নিকেতন হইতে পারে, স্ত্রীকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষিতা স্ত্রীর প্রভাবে সংসার অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মে কলহাগার হইতে শান্ত্যাশ্রমে, অভদ্র হইতে ভদ্রে, দুঃখময় হইতে সুখময়ে পরিণত হইতে পারে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মূলভিত্তি গৃহিণীর উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মের বহিরাবরণ স্ত্রীগণই রক্ষা করিয়া থাকে। স্ত্রীগণ সদাচারী না হইলে পরিবারবর্গ কদাচিৎ সদাচার সম্পন্ন হয়। শিশু ও বালক বালিকাগণ অনেক সময়েই স্ত্রীগণের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার নিরীক্ষণ ও অভ্যাস করে। স্ত্রীগণ কলহপ্রিয় ও কর্কশ হইলে পরিবারস্থ অনেকেই সেইরূপ হয়; আবার তাহাদের ধীরতা, সত্যপ্রিয়তা, সহিষ্ণুতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণ সমূহ অলক্ষিত ভাবে সকলের হৃদয়-স্তূপ সুশোভিত করিয়া তুলে। সুতরাং পরিবারে শান্তি সুখ প্রতিষ্ঠিত করিতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন।

(৪) আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের প্রতি কর্ত্তব্য

আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব শিক্ষিতা নারীর সংস্পর্শে ও আদর্শে বিশেষ উপকৃত হয়। তাহার স্নেহ ভক্তিপূর্ণ আলাপে, তাহার সুমধুর সুযোগ্য ব্যবহারে, তাহার সদাচার স্বধর্ম্মনিষ্ঠায় সকলেরই চিত্তে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভার সৃষ্টি করে। আত্মীয় স্বজন তাহার সুমধুর ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া আপন আপন সংসারের পঙ্কিলতা বিদূরিত করিয়া স্ফটিকস্বচ্ছ সরোবরের সৃষ্টি করে। তখন উহার দর্শন স্পর্শন ও আচমনে সকলেই এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং আত্মীয় স্বজনের হিতার্থে স্ত্রীশিক্ষা আবশ্যক।

(৫) প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য

সুখে উৎসাহ, দুঃখে সান্ত্বনা, জীবনে উপদেশ, মরণে অভয়, বিপদে ধৈর্য্য, সম্পদে উল্লাস, কুকার্য্যে নিবর্ত্তন, সৎকার্য্যে প্রণোদন প্রভৃতি সতত প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিবেশিগণ স্ত্রীগণের নিকট হইতে লাভ করিতে পারিয়া বিশেষ উপকৃত হয়। পুরুষে পুরুষে ঝগড়া বিবাদ থাকিলেও স্ত্রীগণের মধ্যে সম্প্রীতি থাকে, অথবা ভঙ্গ হইলেও অত্যল্পকালের মধ্যে পুনঃ সংস্থাপন হয়।

সাধকের মুক্তিযোগ।
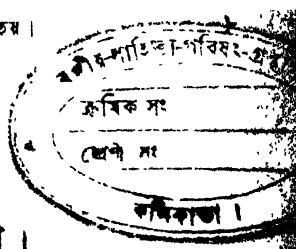
যা কিছু কর—স্নান, আহার, লোকের সঙ্গে কথা কওয়া, বন্ধনাদি করা, নিদ্রা যাওয়া এই সব লৌকিক কর্ম্মই হউক বা সন্ধ্যা পূজা, পাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি বৈদিক কর্ম্মই হউক যা কিছু কর সেই সকলের মধ্যে একটি কর্ম্মকে মুখ্য কর্ম্ম কর। এই মুখ্য কর্ম্মটিকে সদা সর্ব্বদার কার্য্য করিয়া ফেলিতে হইবে।

এই প্রধান কর্ম্মটি হউক নাম জপে স্মরণ। যা কিছু করিতে যাও তার প্রথমে নাম জপে স্মরণ হউক, কর্ম্মের অল্পমাত্র বিরাম কালেও নাম জপে স্মরণ চলুক আবার কর্ম্ম সত্ত্বেও নাম জপে স্মরণ চলুক। নাম জপটি সর্ব্বদার কার্য্য হউক।

অনেক কর্ম্ম এমন করিতে হয় যাহার দিকে মন দিলে নাম জপ করা যায় না এইত বিঘ্ন ? বিঘ্ন সরাইবার উপায় করা চাই। করিলেই করা যায়।

মনে কর কতকগুলি লোক আসিল। তাহাদের নানান কথা। সব শুনিতে হইবে। উত্তর দিতে হইবে, পরামর্শ দিতে হইবে।

আচ্ছা (১) যখনই কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে হইবে তখনই একবার নেত্রান্ত সংজ্ঞা কর। করিয়া মনে মনে বলিতে থাক এই যে ইহারা সব আসিল আমাকে ত কথা কহিতে হইবে—আমি কথা কহিতে গেলে ত তোমাকে ভুলিয়া যাই। যাহাতে না ভুলি তার উপায় করিয়া দাও।

লোক আসিলেই বা লোক সঙ্গে মিলিলেই মুখ খুলিবার পূর্ব্বে একটু চুপ করিয়া নেত্রান্ত সংজ্ঞা করিতে করিতে, প্রণাম প্রার্থনা করিতে করিতে এই কার্য্যটি আগে করার অভ্যাস কর। কাজেই প্রথমে একটু চুপ করিতে হইবে। তার পরে কথা—এইটি অভ্যাস হইতে থাকুক। সকল সময়ে নাম করিতে যাঁহারা অভ্যাস করেন, নামকেই যাঁহারা জীবনের মুখ্য কর্ম্ম, সার কর্ম্ম করিয়া লইতে রাজি হইয়াছেন তাহাদের এই অভ্যাসে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। অনেকবার ভুল হইতে পারে কিন্তু প্রথমে না হয় দুই একবারই ঠিক ঠিক হউক। তাহাতেই জোর পাওয়া যাইবে। ক্রমে অভ্যাস ঠিক হইবে। তাই লোক দেখিলেই একবারে নানান কথা কহিয়া ফেলা দোষ। এই দোষ ত্যাগের জন্যই পূর্ব্বোক্ত কৌশল অভ্যাস করা চাই। তোমাকে স্মরিয়া স্মরিয়া নাম করিতে করিতে বাক্ সংযম করিতে হইবে।

(২) আরও একটু কৌশল কর।

জড় চেতন জগ জীব যে
সকল রাম ময় জানি।
বন্দৌ সবকে পদ কমল
সদা জোড়ি যুগ পাণি।
সীয়া রাম ময় সব জগ জানি।
করৌ প্রণাম জোড়ি যুগ পাণি॥

লোকে স্ত্রী বাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং জানকী শুভা।
পুন্নাম বাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং ত্বং হি রাঘব।
পুংলিঙ্গং সর্ব্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং ভগবত্যুমা।
উমা রুদ্রাত্মিকাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা স্থাবর জঙ্গমাঃ।

এইত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। স্থাবর জঙ্গম, জড় চেতন যা কিছু সবই রাম ময়, সীতারাম ময়, সবই হর পার্ব্বতীময়।

নর নারী, সূর্য্য ছায়া, দিবা রাত্রি, যজ্ঞ বেদী, অগ্নি স্বাহা, বেদ শাস্ত্র, বৃক্ষ বল্লী পুষ্প গন্ধ, শব্দ অর্থ, যা কিছু জগতে আছে সবই সীতারাম বা সবই উমারুদ্র বা সবই রাধা কৃষ্ণ।

এইটি একটু বুঝিয়া লইয়া অভ্যাস করিলেই অভ্যাস করা যায়। সবই সীতারাম তবে কেহ আসিলে বা কাহারও সহিত কথা কহিতে হইলে, বা আকাশ বৃক্ষ লতা জল অগ্নি তারা সূর্য্য চন্দ্র লোক কিছু দেখিলে—

সীয়ারাম ময় সব জগ জানি
করৌ প্রণাম জোড়ি যুগ পাণি॥

দেখাইয়া প্রণামে কাজ নাই, লোকে বলিবে পাগল, মনে মনে নেত্রান্ত সংজ্ঞা করিয়া প্রণাম করার অভ্যাস করিলে হানি কি? বড় ভাল হইবে। সর্ব্বদা জপে স্মরণে রাখিবার বড় সহজ উপায়।

তার পরে মনে মনে যদি তার সঙ্গে আজ কথা কহিয়া তারে বলা যায় ঠাকুর! তোমার খোলা মূর্ত্তিতে ত দেখিবার আশা পূর্ণ হইল না। নাই হউক, তোমার ঢাকা মূর্ত্তিতে তুমি আসিয়াছ বহু হইয়াও আসিয়াছ। এই যে যাহারা কথা কহিতেছে সে কিন্তু তুমিই। তোমার সঙ্গে কি কথা কহিব? কি না জান তুমি? তবু কথা কহিতে বলিতেছ। তাই হউক।

কিন্তু লোকে যদি বাজে কথা কয়, অশাস্ত্রীয় কথা কয়, বেদ বিরোধী কথা কয় তখন?

সে ত তাই বলে। ভগবান্ নারদ যখন দেখা করিতে অযোধ্যায় আসিলেন তখন একেবারে "ননাম শিরসা ভূমৌ সীতয়া সহ ভক্তিমান্" সীতার সঙ্গে ভূমিতে মস্তক লুটাইয়া মহাভক্তি করিয়া প্রণাম। প্রণাম করিয়া বলা আমরা বড় বিষয়াসক্ত "অস্মাকং বিষয়াসক্তচেতসাং নিরতাং মুনে"—আমাদের পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বশে আপনার মত মুনিশ্রেষ্ঠের দর্শন লাভ হইয়াছে। প্রভু! আপনার দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছি। বলুন আপনার কোন্ কার্য্য করিব। ঠাকুরের এ ঠাকুরালী ত আছেই। তবে তিনি যাহা শিখাইয়া গিয়াছেন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সেই অভ্যাসটি করা চাই। যাঁহারা আসিবেন তাঁহারা ত কত কথাই কহিবেন। সাক্ষাৎ তিনি যখন কত কথাই বলেন তখন ছদ্মবেশী তিনি ত বহু কথা—শাস্ত্র বিরোধী অবিরোধী বহু কথাই কহিবেন। তথাপি ভিতরে সকল "রাম

ময় জানি" আর ভিতরে "ক'রো প্রণাম জোড়ি যুগ পাণি" করিয়া তাঁহার দিকে নেত্রান্ত সংজ্ঞা করিয়া করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করার অভ্যাসটি করিয়া ফেলিতে পারিলে আহার এবং ঔষধ দুইই এক সঙ্গে পাওয়া যায়।

কৌশল ত ঋষিগণ দেখাইয়া দিয়াছেন। ভবরোগ বৈদ্য যিনি তিনি আপনিই মুক্তি যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু রোগীর ত ব্যবস্থা মত চলা চাই? অভ্যাস ত করা চাই। সব জানিয়া যে অভ্যাস না করে তার জন্য আর কে কি করিবে?

আর কেউ করে করুক, না করে না করুক, তুমি আপনি কর। যে করিবে তারই সর্ব্বদা তাকে লইয়া থাকার অভ্যাস হইয়া যাইবে। তখন সংসারের দুঃখ সে "বৃক্ষ যেন বারি ধারা মাথা পাতি লয়" সেইরূপ সব দুঃখ মাথা পাতিয়া লইয়া সহ্য করিবে অথবা "ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখ মেব বা" এই করিতে পারিবে। শেষে দেখিবে দুঃখটাও সুখ হইয়া গিয়াছে। সুখ দুঃখও "সীয়া রাম ময় সব জগজানি করো প্রণাম জোড়ি যুগ পাণি"।

শ্রীবাল্মীকি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রত্নাকর অরণ্য মধ্যে অবস্থান করিত। প্রতিদিন কত প্রাণী হত্যা করিত তাহার সীমা ছিল না, সাক্ষাৎ যমকিঙ্করের মত সেই দস্যু। তাহার হস্তস্থিত লগুড় প্রহারে, নিরাশ্রয় জীবের কাতর চীৎকারে পাষাণও দ্রব হইয়া যাইত কিন্তু সে কঠোর হৃদয় একটুও বিচলিত হইত না। সৌভাগ্যক্রমে একদিন সেই মহাবনে "জ্বলনার্ক সমপ্রভা" সূর্য্যসম প্রভাবান সপ্তঋষিকে আগমন করিতে দেখিয়া-

"ভাবে মুনি রত্নাকর লুকাইয়া বনে
সন্ন্যাসী মারিয়া বস্ত্র লইব এক্ষণে"।

তাহাদের নিকটে দেখিয়া, দস্যু হস্তস্থিত লৌহমুদ্গর দ্বারা বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, জ্বলন্ত পাবকের মত ব্রহ্মতেজে পূর্ণ ঋষিগণ কহিলেন "রে দুর্ব্বৃত্ত! তিষ্ঠ!" দৈবী শক্তির নিকট আসুরী শক্তির পরাজয় হইল, কি এক অদ্ভুত

শক্তিবলে দস্যু তখন মন্ত্রাহত সর্পের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল, মুদ্গর হস্তবদ্ধ হইয়া গেল।

তখন তাঁহারা কহিলেন যে হতভাগ্য দ্বিজাধম! আমাদের বিনাশ করিয়া তোর কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে? দস্যু কহিল হে মুনিবরগণ!

"পুত্র দারাদয়ঃ সন্তি বহবো মে বুভুক্ষিতা"
তেষাং সংরক্ষণার্থায় চরামি গিরিকাননে॥

আমার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অনেক পরিবার ক্ষুধার্ত্ত আছে, তাহাদিগের পালনার্থ আমি এই পর্ব্বত কাননে বিচরণ করিয়া থাকি।

হায় জীবের কর্ম্ম! কবি যে বলিয়াছেন—

"যতনে যতেক ধন পাপে বাঢ়ায়নু মিলি পরিজন সব খায়
মরণক বেরি হেরি কোই না পুছত করম সঙ্গে চলি যায়।

পাপ পুণ্য বিচার না করিয়া প্রাণপণ যত্নে ধন উপার্জ্জন করিয়া পরিজন পালন তো করা হইল, কিন্তু এজীবনের শেষ সময়ে, শুভাশুভ কর্ম্ম ফল দিতে রবিসুত আসিয়া যখন আমায় বন্ধন করিবে, তখন তো আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহই একবার জিজ্ঞাসাও করিবে না, কেবল আমার কর্ম্ম লইয়া একা আমিই যাইব। জীব একাকী আসে, একাকী যায়, একাকী কর্ম্ম করিয়া একাকীই স্বর্গ নরক ভোগ করিয়া থাকে, ভবসাগরের বিষম বিষয় জলে নিমগ্ন হইয়া, 'আমি আমার' মোহবদ্ধ জীব কতই না পাপের বীজ রোপণ করিয়া দুঃখ ফল ভোগ করিয়া থাকে। ক্ষণিক সুখলোভে মায়ান্ধ জীব ইহা দেখিয়া বুঝিয়াও দেখিতে বুঝিতে চায় না, কিন্তু সেই সর্ব্বাশ্রয়ের আশ্রয়, পাপীতাপী সকলের সুহৃৎ সর্ব্ব জীবের রক্ষাকর্ত্তা শ্রীভগবান্ তো জীবের বিনাশ বাসনা করেন না, বিনাশ পথে উন্মত্ত জীবকে কত করিয়াই আপনার নিকটে ডাকিয়া থাকেন, অনিত্য আপাত মনোরম ভোগ ঐশ্বর্য্যে উন্মত্ত হইয়া দুঃখী জীব তাঁহাকে দেখিবার অবসর পায় না। কিন্তু হায়! এখানকার ভোগ সুখ কতক্ষণের? দুদিন না যাইতে এখানকার সব যে ফুরাইয়া যায়। দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি মাতার যেরূপ অনুকম্পার সীমা নাই শ্রীভগবানও তেমনি দুঃখী জীবের প্রতি করুণা করিয়া, কতভাবে কত সাজে আসিয়া সংসারের স্বরূপ দেখাইয়া মোহাচ্ছন্ন জীব হৃদয়ে বিবেক রবির প্রকাশ করিয়া দিয়া থাকেন। জীব তখন নিরাশ দগ্ধ অন্ধকারময় জীবনের দুষ্কৃতিরাশি দেখিয়া কাতর প্রাণে সেই ভবভয়হারী অগতির গতি নিরুপায়ের

[illegible] নিরাশ্রয়ের আশ্রয় পতিতপাবন চিরদয়াল শ্রীহরির চরণে লুন্ঠিত হইয়া অশ্রু-ধারাক্রমে তাঁহার যুগল চরণ ধৌত করিয়া বলে, দয়াময়! তুমি আমাকে সদ্য-প্রস্ফুটিত হিম বিধৌত শুভ্র মল্লিকার ন্যায় সুন্দর করিয়া পাঠাইয়াছিলে আজ আমি তোমার প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া কত ধুলা মাটি অঙ্গে মাখিয়া তোমার দুয়ারে আসিয়াছি, পতিতপাবন! অসীম কৃপাসিন্ধু তুমি, তোমা বিনা পতিত উদ্ধার করিতে আরতো কেহ নাই। বিষাদময় জীবনের হা হুতাশ মর্ম্ম-ভেদী দীর্ঘশ্বাস মুছাইতে তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই তুমিই আর্ত্তের ত্রাতা, এ অসময়ে তোমা ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে আমি ভজন পূজনহীন মহাপাপী, সদাচার হীন কদাচার লীন-

"পূজা কৃতা নাহ ময়া ত্বদীয়া
মন্ত্রং ত্বদীয়মপি মে ন জপেৎ রসজ্ঞা
চিত্তং ন মে স্মরতি চরণৌ হ্যবাপ্য
তস্মাৎ ত্বমস্থ শরণং মম দীনবন্ধো"।

আমি কখনও তোমার পূজা করি নাই, আমার রসনা কখনও তোমার মন্ত্র জপ করে নাই, আমার চিত্ত কখনও তোমার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তোমাকে স্মরণ করে নাই, হে দীনবন্ধো আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। মোহ অন্ধ হইয়া যাহাদের আমার আপনার ভাবিয়াছিলাম, আমার বিপদকালে তাহারা কেহই তো আপনার হইল না। "যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্" স্ত্রী পুত্র কন্যাদির পোষণের নিমিত্ত কতই না শুভাশুভ কর্ম্মবীজ রোপণ করিয়াছি, যাহাদের জন্য দুষ্কৃতি হইয়াছে তাহারা তো পীড়িত হইতেছে না আমি একাকীই দগ্ধ হইতেছি। ঠাকুর!

"অপরাধ সহস্র সঙ্কুলে পতিতং ভীম ভবার্ণবোদরে
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু"।

হে হরে! সহস্র অপরাধে অপরাধী আমি, এই ভীম ভবার্ণবে পতিত গতি-হীন শরণাগতকে কৃপা করিয়া তোমার করিয়া লও। হায়! আমি কি দেখিয়া আমাকে হারাইয়াছি? ঘরে অমূল্য রত্ন থাকিতে দরিদ্র সাজিয়া, রাজপুত্র চাষার সাজিয়া কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকাইয়াছি? অনাদি মহা-মোহ নিশায় সুপ্ত হইয়া, আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় বা আমার গন্তব্যস্থান? আসিবার সময় কি বলিয়া আসিয়াছি? আমার আদি প্রতিজ্ঞা কি ছিল?

সকলই ভুলিয়াছি। গর্ভমধ্যে দুঃসহ নরক যন্ত্রণা ভোগকালে অস্থির হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—

"যদি যোন্যাং প্রমুচ্চামি ধ্যায়েৎ ব্রহ্ম সনাতনম্"
অশুভক্ষয় কর্ত্তাবং ফলমুক্তি প্রদায়কম্।

যদি এবার মুক্ত হই, তবে সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান করিব তিনিই অশুভক্ষয় কর্ত্তা ও মুক্তিদানে সমর্থ। হে পরমেশ্বর। আমি বাক্যের দ্বারা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি কার্য্যে তাহা করি নাই, আমি বড়ই কর্ম্ম দুরাচার, তুমি আমাকে রক্ষা কর। এখন আমি এই ষড়ূর্ম্মিজালে আবদ্ধ হইয়া দুঃস্বপ্ন ভ্রমে হর্ষামর্ষ শোকাদি অনর্থময় ভীষণ ত্রিতাপ দাবানল জ্বালামালাকুল সঙ্কট সঙ্কুল সংসার কূপে ডুবিয়া, উদ্ধারের আর কোন উপায় না পাইয়া তোমারই পাদমূলে আশ্রয় লইয়াছি, "ভো রাম মামুদ্ধর" হে রাম তুমি আমায় উদ্ধার কর। জগৎ পাপীকে ঘৃণা করিলেও তুমি তো জগন্নাথ? তোমার নিকট পাপ ঘৃণিত হইলেও পাপী তো উপেক্ষণীয় নয়? তবে এ অধম দীন হীন সন্তান শরণাগতকে রক্ষা কর।

দয়াধার তিনি, তখন কতরূপে কত ভাবে আসিয়া, আপনার মধুর নাম শুনাইয়া, ভক্ত হৃদয়ের সকল সংশয়-তিমির নাশ করিয়া, অজ্ঞানকৃত কর্ম্মজাল ছেদন করিয়া, চিরসুখকর তাঁহার নিবৃত্তি রাজ্যের পথ দেখাইয়া স্বরূপে জাগরিত করাইয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার সুশীতল শান্তিময় অঙ্কে উঠাইয়া লন। সে যে না চাহিতেও আসে—না ডাকিতেও দেখা দেয়। পাপীর পাপ স্মরণে করুণ হৃদয় মুনিগণ ব্যথিত হইলেন পাপীর পাপ মুছাইতে রত্নাকরের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা কহিলেন—

"রত্নাকর মোরে মারি পালি কত ধন,
করিয়াছ যত পাপ কহিব এখন।
শত শত্রু মারিলে যতেক পাপ হয়,
এক গো বধিলে তত পাপের উদয়।
এক শত ধেনুবধ যেই জনে করে,
তত পাপ হয় যদি এক নারী মারে।
একশত নারীহত্যা করে যেই জনে,
তত পাপ হয় এক মারিলে ব্রাহ্মণে।
একশত ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়,
এক ব্রহ্মচারীবধে তত পাপ হয়"।'

"ব্রহ্মচারী মারিলে পাতক হয় রাশি,
সংখ্যা নাহি কত পাপ মারিলে সন্ন্যাসী।
সে পাপ করিতে যদি থাকে তব মন,
করহ এতেক পাপ কহিলাম এখন "।

কিন্তু পাপ করিতে করিতে এতই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, পাপ ভয়ে দস্যু-রাজ একটুও ভীত হইল না।

"শুনিয়া কহিল দস্যু রত্নাকর হাঁসি
তোমা হেন মারিয়াছি কতেক সন্ন্যাসী।"

দস্যুর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পুনরায় তাঁহারা কহিলেন—রে দুষ্ট নির্ব্বোধ দ্বিজাধম! নিত্য এই যে পাপ সঞ্চয় করিতেছ, এ পাপের ভাগ কি কেহ তোমার লইবে?

"দস্যু বলে আমি যত লয়ে যাই ধন
মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারিজন
যেবা কিছু বেচি কিনি চারিজনে পায়
আমার পাপের ভাগী চারিজনে হয়।"

ঈষৎ হাসিয়া ঋষিগণ কহিলেন, তুমি আমাদের বিনাশ ইচ্ছা করিয়াছ, ভাল তাহাই হইবে, তবে একটি বাসনা আমাদের, তুমি তোমার গৃহে গমন করিয়া তোমার পরিজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস "তোমার উপার্জ্জিত পাপের তাহারা ভাগ লইবে কি না? যতক্ষণ তুই না আসিবি নিশ্চয় আমরা এখানে অবস্থান করিব।

পুনরায় কহিলেন—রে দস্যু!

"করিয়াছ যত পাপ আপনার কায়
আপনি করিলে পাপ আপনার হয়।
জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয়
তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয়।
নিশ্চয় আমারে বধ করো তবে তুমি,
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি"।

কঠোর প্রাণ দস্যু হৃদয়, ক্রমেই যেন কেমন কেমন হইতেছে।

"হরিষে বিষাদে দস্যু লাগিল কহিতে
বুঝিলাম এই যুক্তি কর পলাইতে"। ক্রমশঃ।

অযোধ্যাকাণ্ডে দেবী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ও বামদেবঋষি সমস্ত আজ্ঞা প্রচার করিয়া অন্যান্য রাজ-কার্য্য রাজার সমক্ষেই সমাধান করিতে লাগিলেন। সকল সামগ্রী সংগৃহীত ও বিরচিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা প্রীতমনে নৃপতি গোচরে সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন, আর রাজা সুমন্ত্র সারথিকে আজ্ঞা করিলেন "তুমি শীঘ্র রামকে আমার নিকট লইয়া আইস"।

পঞ্চম অধ্যায়।

কনক-ভবন।

মনোঽভিরামং নয়নাভিরামং বচোঽভিরামং শ্রবণাভিরামং।

সদাভিরামং সততাভিরামং বন্দে সদা দাশরথিঞ্চরামম্॥ মহানাটক

দেশের মধ্যে যেমন ভারত, নাড়ীর মধ্যে যেমন সুষুম্না, শরীরের মধ্যে যেমন মস্তক, কমলের মধ্যে যেমন সহস্রদল কমল, সেইরূপ ত্রিভুবনের ভবনের মধ্যে এই কনকভবন। এই ভবনের বর্ণনা অপেক্ষা কল্পনাই উত্তম। আমরা আভাস মাত্র দিতে চেষ্টা করিতে পারি।

রাজা, রাজার তিন প্রধানা মহিষী, ও রাজার চারিপুত্র--ইহাদের সকলের জন্যই রাণী কৈকেয়ীর অন্তঃপুরের মত ছয়টী প্রাসাদ বেষ্টিত সপ্ততল শয়ন মন্দির রাজা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

রাম-ভবনও ঐরূপ যন্ত্রের আকৃতিতে গঠিত। কেবল শয়ন মন্দিরের নাম কনক ভবন। কনকভবনের সর্ব্বস্থানের বর্ণনা আমাদের সাধ্যাতীত। কেবল মাত্র শ্রীসীতারামের ত্রিবিধ বিশ্রাম জন্য মূল আসনের ত্রিবিধ স্থান মাত্র আমরা উল্লেখ করিব।

যে কক্ষে, ত্রিবিধ আসন বিশিষ্ট মূল আসন সন্নিবেশিত, কনক ভবনের সেই কক্ষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পরম রমণীয়। কক্ষে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতির অনন্তদেব সহস্র ফণা তুলিয়া প্রহরী স্বরূপে দাড়াইয়া আছেন। সহস্র ফণার তলে তলে ক্রম অনুসারে ত্রিবিধ বিশ্রাম স্থান।

সহস্র ফণায় সহস্র মাণিক চমকাইতেছে। সহস্র মাণিকের ঝলকে পরম রমণীয় গৃহ উদ্ভাসিত। মাণিক্য সমূহের মধ্যে দুইটি মাণিক অতিবৃহৎ এবং অতীব রমণীয় দর্শন। উহাতে চক্ষু পড়িলে চক্ষু একবারে স্থির হইয়া যায় আর ফিরাইতে পারা যায় না। সহস্র মাণিক কত বর্ণই যে উদগীরণ করে

তাহা বলিবে কে? তথাপি সূর্য্যোদয় কালে কক্ষ রক্তবর্ণ দেখায়, মধ্যাহ্নে ঘননীল বর্ণ এবং সায়াহ্নে মনোহর শুভ্রবর্ণ। অন্ধকার রাত্রিতে মাণিক্য দ্যুতিতে কক্ষ নানা আলোকে প্রয়োজন মত আলোকিত হইত।

বৃহৎ মণি দুইটির কিছু নিম্নস্থান হইতে এক অপূর্ব্ব শব্দ সব সময়ে কক্ষটিকে এক অপূর্ব্ব স্বরলহরীতে ভরিত করিয়া রাখে, আবার শ্রীসীতারাম যখন আসনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপবেশন করেন তখন কখন একেবারে কক্ষ গভীর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হয় কখন বা সুন্দর বংশী নিনাদ দূর হইতে যেন ভাসিয়া আইসে। সকলে এই ধ্বনি শুনিতে পায়না অথবা সাধারণ লোকে বিশেষ মনোযোগ না করিলে ইহা অন্যভাবে শ্রবণ করে। চিৎফণির হুংকারের ত্যাগ-গ্রহণের মত এই নাগ-প্রহরীরও একটি মধুর ত্যাগ গ্রহণ আছে। যাহারা স্থিরত্ব কি ইহা ভিতরে বুঝিয়াছেন তাঁহারা দেখেন এই গ্রহণ ও ত্যাগের শব্দবর্ণ হইতে ব্যঞ্জন দুইটি বাদ দিলে যিনি থাকেন তাঁহার অপর ভাগে দ্বিতীয় তৃতীয় বিশ্রাম আসন কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট পর ভাগে প্রথম বিশ্রাম আসন। শ্রীসীতারাম যখন এই প্রথম আসনে বিশ্রাম করেন তখন নিরায়াস পদে অবস্থান করেন।

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামস্থানের ঊর্দ্ধে যে চন্দ্রাতপ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে তাহা দেখিতে একটি নিম্নমুখ সহস্রদল কমলের মত। বর্ণমণির সমস্ত বর্ণ জ্যোতিতে নিম্নমুখকমল সকলবর্ণে বর্ণময়। বিচিত্র চন্দ্রাতপের তলে ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশ কমলের মত একটি প্রস্ফুট কমল যেন মৃণালের উপরে দাঁড়াইয়া আছে। ইহারই উপরে এই প্রথম বিশ্রান্তি স্থান। কমল কর্ণিকার উপরে ত্রিকোণ মণ্ডলের মধ্যস্থানে বসিবার আসন। নিম্নে চন্দ্রকলার মত নির্ম্মল শুভ্র নাদ, ঊর্দ্ধে সিন্দূরের মত লোহিত বিন্দু মধ্যে এই মণিখচিত আসন। আর ত্রিকোণমণ্ডলে বাহিরের তিন কোণে তিনটি মাণিক অগ্নিশিখার মত প্রভা নিরন্তর বিস্তার করিতেছে। এই আসনে যখন সতীরাম উপবেশন করেন তখন তাঁহাদের 'মধুমাতল' চক্ষে-চক্ষু-আবদ্ধ-মূর্ত্তি যে ক্ষণকালের জন্যও একবার দেখে সে অনন্ত অনন্তকালের জন্য কি এক স্বরূপে যেন ভিতরে স্থির হইয়া যায় তাহা যে জানে সেই জানে। চক্ষে চক্ষু আবদ্ধ মূর্ত্তি কি "দিবীব চক্ষুরাততং" মত একথা স্বপ্নভঙ্গে স্বপ্নকথা বলার মত।

দ্বিতীয় বিশ্রাম স্থানটি দ্বিদলমণ্ডিত চন্দ্রবৎ শুক্লবর্ণ। যখন এই আসনে অর্দ্ধনারীশ্বরের মত শ্রীসীতারাম উপবেশন করেন তখন মেঘগাত্রে তড়িল্লেখার মত জলদ্দীপাকার নবীনার্ক-বহুল-প্রকাশ এক অপূর্ব্ব জ্যোতির মত মূর্ত্তি তথায় ভাসিয়া উঠে। গগন ধরণী মধ্য মিলিত এই অতি মনোহর সীতারাম মূর্ত্তি

যেন চৈতন্য ও শক্তির মায়াচ্ছাদন বন্ধন অবস্থায় চণকাকাররূপী বা চণকাকাররূপিণী। উপরে শূন্যরূপ নীলনভ আর নীচে আধারস্থ ধরামণ্ডল এই উভয়ের মধ্যে মিলিত জ্যোতির মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মনে হয় যেন বহ্নি শশি মিহির মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী প্রণবমূর্ত্তি, শোভা পাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্রাম আসনে বসিয়া শ্রীসীতারাম কি কার্য্য করেন বলিতে গেলে বলিতে হয় এই স্থানে চণকাকাররূপিণী শ্রীশক্তি যিনি, তিনি যেমন "সৃষ্টিং করোতি ভূতানি অত্র স্থিত্বা সনাতনী" ভূতসকলের সৃষ্টি করেন, সেইরূপ শ্রীসীতারাম যেন অধর্ম্ম লয় করিয়া ধর্ম্মস্থিতির জন্য কোন সূক্ষ্মকল্পনায় অবস্থান করেন।

তৃতীয় বিশ্রাম স্থানটি শ্রীসীতারামের লীলা স্থান। ইহার দুই প্রকোষ্ঠ। একভাগে জাগ্রৎ লীলা অন্যভাগে স্বপ্ন সুষুপ্তি লীলা। এখানকার আসন—অষ্টপত্র সমাযুক্ত এক জ্যোতির্ম্ময় ঊর্দ্ধমুখ পদ্মের উপরে; তাহার উপরে দ্বাদশদল এক অধোমুখ পদ্ম ছত্রাকারে শোভাবিস্তার করিতেছে। এখানেও সেই পদ্ম সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী মূর্ত্তি- ইহার রূপের কথা কার্য্যেই প্রকাশ পায়, কথায় বলা বিড়ম্বনা।

সেই মন্দ হাস্য, মধুর ভাষা, নয়নাভিরাম কর্ণান্ত দীর্ঘনয়ন আর সেই কর্ণাবলম্বি চল-কুণ্ডল-শোভিগণ্ড একদিকে রঘুনাথ মুখারবিন্দ আর অন্যদিকে সেই কুন্তলাকুলকপোলসুন্দরী, ফুল্লনীরজনিভা বরাননা, নীল নীরজদলায়তেক্ষণা, রাম-মানস-সর-মরালিকা আর সদা সেই রঘুনাথ পাদবিনিবেশিতেক্ষণা রামবল্লভা —সাক্ষাতে না দেখিলেও ইঁহাদের ভাবনাতে মানুষ কোন্ এক ভাবনা রাজ্যে যেন চলিয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আজ চৈত্রমাস রবিবার। এই মাত্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র এই তৃতীয় বিশ্রাম আসনে উপবেশন করিয়াছেন; উপরে অনন্তদেব মধুর ফুৎকার ধ্বনি করিয়া যেন কি এক অমৃত বর্ষণ করিতেছেন আর পার্শ্বে শ্রীসীতা রত্নদণ্ড চামর মৃণাল সুভুজে ধারণ করিয়া কি এক মনোহর ভাবে বীজন করিতেছেন। রাম সীতার দিকে ভরিত আনন্দে চাহিয়া হাস্য করিতেছেন আর রামবল্লভার সেই চূর্ণকুন্তলাবৃত সুন্দর চন্দ্রবদন বাহুবক্ত্রগত সুধাংশুর ন্যায় ঝলমল করিতেছে মনে হইতেছে বুঝি হৃদয় কমল বিকশিত হইয়া মুখকমলের উপরে ফুটিয়া উঠিতেছে। আদর করিয়া রাম যেন সীতাকে কি বলিতে যাইতেছেন এমন সময়ে অকস্মাৎ উভয়ে দেখিতেছেন "শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ শরচ্চন্দ্রইবামলঃ" শুদ্ধস্ফটিকের মত, নির্ম্মল শারদাকাশের চন্দ্রমত, দিব্যদর্শন এক পুরুষ আকাশ হইতে তাঁহাদেরই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমশঃ।

হরণকাণ্ডে......সীতাহরণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তুই মৃগশত্রু বলিষ্ঠ ক্ষুধার্ত্ত সিংহের বদন হইতে দন্তোৎপাটন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্, তুই দন্তে যাহার তীক্ষ্ণবিষ এরূপ সর্পের দন্তোৎপাটন করিতে যাইতেছিস্, তুই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরকে হস্তদ্বারা উত্তোলন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্, তুই কালকূটবিষপান করিয়া মঙ্গলমত গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্ ; তুই সূচিদ্বারা চক্ষুমার্জ্জন করিতেছিস্, জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করিতেছিস্ যখন তোর রাঘবের প্রিয়া ভার্য্যাকে ধর্ষণা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। তুই হস্তে চন্দ্রসূর্য্যকে হরণ করিতে তোর ইচ্ছা জন্মিয়াছে যখন তুই রামের প্রিয়া ভার্য্যাকে ধর্ষণা করিতে চাস্। প্রজ্বলিত অগ্নিকে বস্ত্রে বাধিয়া তুই লইয়া যাইতে চাস্ যখন তোর শুভচর্বিতা রামভার্য্যাকে হরণ করিতে ইচ্ছা জন্মিয়াছে। রামের সদৃশীভার্য্যাকে লাভ করিতে যখন তোর অভিলাষ তখন তুই লৌহমুখ শূল সমূহের উপরিভাগে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস।

সীতা রাবণকে বহু কটূক্তি করিলেন। সীতা প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন এই ছদ্মবেশী পরিব্রাজক অতি দুর্জ্জন। তথাপি ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন দুর্ব্বৃত্ত নানা কৌশলে সতীকে প্রলুব্ধ করিতেছে তখন সতীর তেজ আপনা হইতে প্রকাশ পাইল। লম্পট সতীর নিকট কতদূর ঘৃণ্য জগন্মাতা তাহা সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন। আর তোমরা ? এই আর্য্যবংশে তোমরাও জন্মিয়াছ---এই সীতাও তোমাদেরও আদর্শ। জগজ্জননী আপনি আচরণ করিয়া দেখাইতেছেন কামুকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত। আজ কত কামুক দুর্জ্জন কপট তান্ত্রিক সাজিয়া কপট বৈষ্ণব সাজিয়া তোমাদিগকে কৌশলে কুপথে আনিবার চেষ্টা করিতেছে ; কত হতভাগ্য তোমাদিগকে মাতৃসম্বোধন করিয়া, দেবী সম্বোধন করিয়া ধীরে ধীরে তোমাদের সর্ব্বনাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছে আর তোমরা যেন তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না। লম্পটদিগকেও তোমরা তোমাদের সতীত্বের তেজ দেখাইতে যেন পারিতেছ না। তোমরা মনে কর উপেক্ষা করাই যেন যথার্থ দণ্ড। ইহাতে হতভাগ্যদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। একবারে এই সমস্ত জঘন্য চরিত্রের মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত মাতার প্রতি যে পুত্র লম্পট ব্যবহার করে

তাহার মৃত্যু সমুচিত দণ্ড। সর্ব্ব সমক্ষে তাহাদের ব্যবহার প্রচার করিয়া দিয়া যাহাতে সমাজের নিকটে ঘৃণার পাত্র হয় তাহাই তোমাদের করা উচিত। এ ক্ষেত্রে দয়া প্রকাশ করা নিতান্ত অধর্ম্ম।

সীতা পুনরায় রাবণকে বলিতে লাগিলেন—

যদন্তরং সিংহশৃগালয়োর্ব্বনে
যদন্তরং স্যন্দনিকা সমুদ্রয়োঃ।
সুরাগ্র্যসৌবীরকয়োর্যদন্তরং
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ॥

বনে সিংহ ও শৃগালে যাদৃশ পার্থক্য, ক্ষুদ্রনদীর সহিত সাগরের যাদৃশ পার্থক্য অমৃতের সহিত কাঞ্জীরের (আমানির) যাদৃশ পার্থক্য দাশরথীর সহিত তোর পার্থক্য সেইরূপ।

যদন্তরং কাঞ্চন সীসলোহয়ো
র্যদন্তরং চন্দনবারিপঙ্কয়োঃ।
যদন্তরং হস্তিবিড়ালয়োর্ব্বনে
তদন্তরং দাশরথে স্তবৈব চ॥

স্বর্ণে এবং সীসক নামক লৌহে যে প্রভেদ, চন্দনে ও জলের পঙ্কে যে প্রভেদ, বনের হস্তী ও বিড়ালের যে প্রভেদ তোর সহিত দাশরথী-রামের সেই প্রভেদ।

যদন্তরং বায়সবৈনতেয়য়ো
র্যদন্তরং মদ্গু ময়ূরয়োরপি।
যদন্তরং হংসকগৃধ্রয়োর্বনে
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈবচ॥

গরুড় ও কাকে যে প্রভেদ, জলকাক ও ময়ূরে যে প্রভেদ, বনের গৃধ্র ও হংসে যে প্রভেদ তোর সহিত দাশরথীর সেই প্রভেদ।

তস্মিন্ সহস্রাক্ষ সম প্রভাবে
রামে স্থিতে কার্ম্মুক-বাণ-পাণৌ।
হৃতাপি তেঽহং ন জরাং গমিষ্যে
আজ্যং যথা মক্ষিকয়াবগীর্ণম্॥

এই জন্য বলিতেছি ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী ধনুর্ব্বাণ ধারী রাম থাকিতে যদি

তুই আমাকে হরণও করিস্ তথাপি যজ্ঞের হবি যেমন মক্ষিকা জীর্ণ করিতে পারেনা সেইরূপ তুই আমাকে জীর্ণ করিতে পারিবি না।

অতুষ্ট স্বভাবা তনুমধ্যা সীতা রাক্ষসকে এইরূপে দুষ্টবাক্য বলিলেন বলিয়া ব্যথিতা হইলেন এবং বায়ুতাড়িত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন।

যমপ্রভাব রাবণ সীতাকে কম্পিত দেখিয়া আরও ভয় দেখাইবার জন্য নিজের নাম কুল বল ও বীর্য্য কীর্ত্তন করিল।

"শুনত বচন দশশীশ রিসানা"
মনমহঁ চরণবন্দি সুখমানা"।

সীতার পুরুষ বাক্যে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়াছে। মুখ ভ্রূকুটি কুটিল দেখা গেল। এই রাক্ষস দেহ ছাড়িবার আর অন্য উপায় নাই। রাবণ মাতৃবুদ্ধিতে সীতাকে হরণ করিতে আসিয়াছে। বাহিরে ক্রোধমূর্ত্তি কিন্তু "মনমহ চরণবন্দি সুখমানা" ভিতরে মনে মনে চরণবন্দনা করিয়া সুখী হইতেছে। ক্রোধে রাবণ তখন বলিতে লাগিল—

বরবর্ণিনি! কুবের আমার মাতৃসপত্নীপুত্র। ভদ্রে! আমি পরম প্রতাপশালী দশগ্রীব রাবণ।

যস্য দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচাঃ পন্নগোরগাঃ।
বিদ্রবন্তী সদা ভীতা মৃত্যোরিব সদা প্রজাঃ॥

মৃত্যুকে লোকে যেমন ভয় করে সেইরূপ যার ভয়ে ভীত হইয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, সর্পগণ, নাগগণ সকলে পলায়ন করে আমি সেই রাবণ। আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুবেরকে জয় করিয়াছি। কুবের আমার ভয়ে তাহার লঙ্কারাজ্য ত্যাগ করিয়া সেই অবধি কৈলাসে বাস করিতেছে। আমি বাহুবলে কুবেরের সুন্দর পুষ্পক রথ কাড়িয়া লইয়াছি। তুমি সেই বিমানে আরোহণ করিয়া আমার সঙ্গে আকাশ পথে গমন করিবে।

মম সঞ্জাত রোষস্য মুখং দৃষ্টৈব মৈথিলি!
বিদ্রবন্তি পরিত্রস্তাঃ সুরাঃ শক্রপুরোগমাঃ॥

মৈথিলি! আমি ক্রোধ করিলে আমার মুখ দেখিয়া ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ ভয় ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে।

যত্র তিষ্ঠাম্যহং তত্র মারুতো বাতি শঙ্কিতঃ।
তীব্রাংশুঃ শিশিরাংশুশ্চ ভয়াৎ সম্পদ্যতে দিবি॥

নিষ্কম্প পত্রাস্তরবো নদ্যশ্চ স্তিমিতোদকাঃ।
ভবন্তি যত্র তত্রাহং তিষ্ঠামি চ চরামি চ॥

আমি যেখানে থাকি সেখানে বায়ু ভয়ে ভয়ে প্রবাহিত হয়; তীব্রাংশু সূর্য্য আমার ভয়ে শিশিরাংশু হইয়া যায়, আমি যে পথে চলি, সে পথে বৃক্ষের পত্র অবধি কম্পিত হইতে সাহস করে না, নদী সকলও তরঙ্গ তুলে না। আমি যেখানে থাকি সেখানে এই সব হয়। সাগরের পারে আমার লঙ্কাপুরী। লঙ্কা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়। লঙ্কা ঘোর রাক্ষস সকলে পরিপূর্ণ। লঙ্কা, সুধালেপ হেতু পাণ্ডুবর্ণ প্রাকারে সকলে পরিবেষ্টিত। হেম কক্ষ্যা এই পুরী অতিরমণীয়া। ইহার গবাক্ষ বৈদুর্য্যমণি শোভিত। হস্তী অশ্ব রথ এখানে সর্ব্বদাই গমনাগমন করিতেছে তুর্য্যনাদে লঙ্কা সর্ব্বদা নিনাদিতা। লঙ্কার বৃক্ষ সকল মনোহর ফলে ফুলে সর্ব্বদা সুশোভিত। লঙ্কা রমণীয় উদ্যান সকলে শোভামানা।

তত্র ত্বং বস হে সীতে রাজপুত্রি ময়াসহ। রাজপুত্রি সীতে! চল আমার সহিত এই পুরীতে বাস করিবে চল। মনস্বিনি! সেখানে কত কত সুন্দরী, সেখানে বাস করিলে আর মানুষী কোন রমণীকে তোমার স্মরণ করিতে ইচ্ছা হইবেনা। বরবর্ণিনি! সেখানে অমানুষ দিব্যভোগ সকল ভোগ করিলে অল্পায়ু রামকেও তোমার মনে থাকিবেনা। রামটা মন্দবীর্য্য বলিয়া রাজা দশরথ প্রিয়পুত্র ভরতকে রাজ্য দিয়া জ্যেষ্ঠ রামকে বনে পাঠাইয়াছেন। সেই ভ্রষ্টরাজ্য হতচেতা তাপস রামকে লইয়া বিশালাক্ষি! তুমি আর কি সুখ ভোগ করিবে? আমি তোমার রাক্ষসভর্ত্তা, আমি স্বয়ং আসিয়া তোমার যৌবন যাচ্ঞা করিতেছি। আমি মন্মথ শরাবিষ্ট, তুমি আমায় রক্ষা কর আমাকে প্রত্যাখ্যান করিওনা। উর্ব্বশী পুরুরবাকে চরণাঘাত করিয়া যেমন পশ্চাত্তাপ করিয়াছিল আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তোমারও তাই হইবে। রামটা মানুষ, যুদ্ধে আমার এক আঙ্গুলের সমান বলও তাহার নাই "অঙ্গুল্যা ন সমো রামো মম যুদ্ধে স মানুষঃ" বরবর্ণিনি! তোমার ভাগ্যে আমি আসিয়াছি। তুমি আমায় ভজনা কর।

বৈদেহীর চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। রাম এখনও আসিতেছেন না। সীতা তখন অত্যন্ত পরুষ বাক্যে রাক্ষসাধিপকে বলিতে লাগিলেন।

সর্ব্বদেব নমস্কৃত বৈশ্রবণের ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিতেছ কিন্তু ঈদৃশ বংশে ঈদৃশ অনুচিত ব্যবহার নিতান্ত অসম্ভব। তোমার বেশও যেমন বাক্যও তদনুরূপ।

সমস্ত রাক্ষস অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে যখন তোমার মত কর্কশ, দুর্ব্বুদ্ধি, লম্পট লোক তাহাদের রাজা।

অপহৃত্য শচীং ভার্য্যাং শক্যমিন্দ্রস্য জীবিতুম্ নহি রামস্য ভার্য্যাং মামানীয় স্বস্তিমান্ ভবেৎ। ইন্দ্রপত্নী শচীকে অপহরণ করিয়াও হয়ত কেহ জীবিত থাকিতে পারে কিন্তু রামের পত্নী আমাকে হরণ করিয়া কে স্বস্তি লাভ করিবে? অনুপম সৌন্দর্য্যশালিনী শচীকে ধর্ষণ করিয়া বজ্রধরের নিকটে রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে কিন্তু রে রাক্ষস! আমার মত রমণীকে ধর্ষণ করিয়া যদি কেহ অমৃত পানও করে তথাপি তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

কিছুতেই কিছু হইলনা।

নানাবিধ কহি কথা শুনাই।
রাজনীতি ভয় প্রীতি দিখাই॥

রাবণ নানাবিধ কথা শুনাইল। কখন রাজনীতি, কখন ভয়, কখন সোহাগ। করিল ত নানাপ্রকার কিন্তু ভুলাইবে কাহাকে?

সীতার কথা শুনিয়া রাবণ তখন "হস্তে হস্তং সমাহত্য চকার সুমহদ্বপুঃ" হস্তে হস্ত বিনিষ্পীড়ন করিয়া হস্তে হস্তাঘাত করিতে করিতে স্বীয় শরীর সাতিশয় বর্দ্ধিত করিল। ক্রোধে বিরক্তিতে বিড়াল যেমন ফুলিয়া উঠে, শজারু যেমন সমস্ত কণ্টকময় হইয়া যায় রাবণও সেইরূপ হইল।

"মৈথিলি!" বাক্‌পটু, প্রতাপবান্, ক্রোধোন্মত্ত রাবণ বলিতে লাগিল "তুমি উন্মত্ত হইয়াছ আমার বীর্য্য পরাক্রম তোমার কর্ণে পৌছিলনা।

উদ্বহেয়ং ভুজাভ্যান্তু মেদিনীমম্বরে স্থিতঃ।
আপিবেয়ং সমুদ্রঞ্চ মৃত্যুংহন্যাং রণেস্থিতঃ॥
অর্কং রুন্ধ্যাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভিন্দ্যাংহি মহীতলম্।
কামরূপেণ উন্মত্তে পশ্য মাং কামরূপিণম্॥

আমি শূন্যে থাকিয়া পৃথিবীকে হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিতে পারি। আমি সমুদ্রকে নিঃশেষে পান করিতে পারি। আমি যুদ্ধে মৃত্যুকেও মৃত্যুমুখে পাঠাইতে পারি। আমি তীক্ষ্ণশরে সূর্য্যকে ভেদ করিয়া আকাশ হইতে ভূতলে পাতিত করিতে পারি। তোমার মনে তোমার রূপগর্ব্ব তোমাকে উন্মত্ত করিয়াছে। উন্মত্তে! আমি ইচ্ছামাত্র নানাপ্রকার রূপ ধরিতে পারি। অবলোকন কর। বলিতে বলিতে ক্রোধভরে রাবণের শ্যামল প্রান্ত নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া অগ্নির মত

জ্বলিয়া উঠিল। কুবেরানুজ রাবণ দেখিতে দেখিতে সৌম্যমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া যমের মত স্বীয় ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিল। নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া রক্তনয়ন, দশমুখ, বিংশতি বাহু, তপ্ত-স্বর্ণ-নির্ম্মিত ভূষণে সুশোভিত, নীল মেঘ সদৃশ শ্রীমান্ নিশাচর রূপ ধারণ করিল।

এখন আর সেই ছদ্ম পরিব্রাজক বেশ নাই। মহাকায় নিশাচর রাক্ষসরাজ রাবণ হইয়া নিজরূপ ধারণ করিয়াছে। ঘোরকৃষ্ণবর্ণ বিশালদেহ; তাহার উপর রক্তাম্বর ধারণ। রাবণ ক্ষণকাল সীতাকে দেখিল। কৃষ্ণকেশ সমন্বিতা, সুন্দর বস্ত্রাভরণভূষিতা, মহিলাগণের মধ্যে রত্ন স্বরূপা, সূর্য্যপ্রভা সদৃশী জ্যোতির্ম্ময়ী মিথিলারাজদুহিতাকে বলিতে লাগিল—

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং যদি ভর্ত্তারমিচ্ছসি।
মামাশ্রয় বরারোহে তবাহং সদৃশঃ পতিঃ।

ত্রিলোক বিখ্যাত স্বামীলাভে যদি ইচ্ছা থাকে, বরারোহে! আমাকে আশ্রয় কর। আমিই তোমার সদৃশ পতি।

মাং ভজস্ব চিরায় ত্বমহং শ্লাঘ্যঃ পতিস্তব।
নৈব চাহং কচিদ্ভদ্রে করিষ্যে তব বিপ্রিয়ম্।

আর বিলম্ব না করিয়া আমাকে ভজনা কর, আমিই তোমার শ্লাঘনীয় পতি। ভদ্রে! আমি কদাচ তোমার অপ্রিয়াচরণ করিব না।

মানুষকে ভালবাসিয়া কি করিবে? আমার প্রতি প্রণয় স্থাপন কর। মূঢ়ে! পণ্ডিত মানিনি! রাজ্যচ্যুত, অসিদ্ধ মনোরথ অল্পায়ু রামের প্রতি কোন্ গুণে অনুরাগ রাখিয়াছ? যে ভার্য্যতি স্ত্রীবাক্যে রাজ্য ছাড়িয়া, আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া হিংস্রপশু সেবিত এইবনে বাস করিতেছে তাহাকে সেবিয়া তোমার কোন্ সুখ হইবে?

রাবণ ভিন্ন অন্য সকলের নিকটে প্রিয়বাদিনী, প্রিয়বচনপাত্রী, মিথিলারাজনন্দিনীকে এইরূপ বলিয়া সেই দুষ্টাত্মা কামমোহিত রাক্ষস লক্ষ্মণ দত্ত রেখা লঙ্ঘন করিয়া সীতার প্রতি ধাবিত হইল এবং "জগ্রাহ রাবণ সীতাং বুধঃ খে রোহিণীমিব" আকাশে—শূন্যে রোহিণের বুধ আপন মাতা রোহিণীকে যদি কামমোহিত হইয়া গ্রহণ করে তখন যেমন হয় ইহাও যেন সেইরূপ হইল।

বামেন সীতাং পদ্মাক্ষীং মূর্দ্ধজেষু করেণ সঃ।
ঊর্ব্বোস্তু দক্ষিণেনৈব পরিজগ্রাহ পাণিনা॥

রাবণ বামহস্তে পদ্মপলাশলোচনা সীতার কেশপাশ ধারণ করিল এবং দক্ষিণ হস্ত উরুদ্বয়ের নিম্নে দিয়া সীতাকে উত্তোলন করিল।

বড় অশুভ মুহূর্ত্তে রাবণ সীতার কেশে ধরিয়াছিল। যে ক্ষণে রাবণ সীতাকে চুরী করিয়া ছিল সেই ক্ষণে যদি কাহারও কেহ কিছু চুরী করে তবে সে চোরের সর্ব্বনাশ হয় এবং অপহৃত দ্রব্যও পাওয়া যায়।

কৃষ্ণপক্ষের কৃষ্ণাষ্টমীতে রাবণ সীতাকে হরণ করে। ঠিক দুই প্রহরে অর্দ্ধ ভাস্করে আর অন্ধরাত্রের অর্দ্ধ চন্দ্রের যে মুহূর্ত্ত ইহা সেই সময়। এই সময়ে সূর্য্যের অর্দ্ধেক মাত্র দেখা গেল। বন দেবতাগণ সেই তীক্ষ্ণ দন্ত বিশিষ্ট, পর্ব্বত শৃঙ্গ সদৃশ, মহাভুজ, মৃত্যুতুল্য রাবণকে দর্শন করিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রাবণের সেই মায়াময়, স্বর্ণমণ্ডিত, গর্দ্দভ যোজিত ভয়ঙ্কর শব্দকারী, দিব্যরথ, আসিয়া দেখা দিল।

ততস্তাং পরুষৈর্বাক্যৈরভিতর্জ্জ্য মহাস্বনঃ।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং রথমারোহয়ৎ তদা॥

রাবণ গম্ভীর স্বরে অতি কর্কশ বাক্যে তর্জ্জন করিতে করিতে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সীতাকে রথে তুলিল। যশস্বিনী সীতা দেবী ভয়ে ব্যাকুলা হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; রামকে উদ্দেশ করিয়া দূরগত রামকে ডাকিতে লাগিলেন। কামার্ত্ত রাক্ষস সেই অকামা, পন্নগরাজ বধূর মত জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইল। আর সীতা আত্মমোচনে বিবিধমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রাবণের রথ আকাশ পথে ছুটিল। জানকী উন্মত্ত, ভ্রান্তচিত্ত, আতুরের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

হা জগদীশ বীর রঘুরায়া।
কাহি অপরাধ বিসারেহু দায়া॥
আরত-হরণ শরণ-সুখদায়ক।
হা রঘুকুল সরোজ দিন নায়ক॥
হা লক্ষ্মণ তুম্হার নাহি দোষা।
সোফল পায়উঁ কীন্হউঁ রোষা॥
বিবিধ বিলাপ করত বৈদেহী।
ভূরি কৃপা প্রভু দূরী সনেহী॥

বিপতি মোরি কো প্রভুহি সুনাবা।
পুরোডাস চহ বাসভ খাবা॥

হা লক্ষ্মণ! হা মহাবাহো! তোমার কোন দোষ নাই। তুমি গুরু চিত্ত প্রসাদক! কামরূপী রাক্ষস আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। আহা! তুমি ইহা জানিতে পারিতেছ না। আমি তোমার উপর রোষ করিয়া উচিত ফল পাইলাম। হা রঘুনাথ! হা জগদীশ্বর! তুমি ধর্ম্মের জন্য সুখ অর্থ প্রাণ পর্য্যন্তও ত্যাগ কর। আমি যে অধর্ম্ম কর্ত্তৃক অপহৃতা হইতেছি তাহা কি তুমি দেখিতেছ না? হায় প্রভু! একি করিলে? কোন্ অপরাধে দয়া বিস্মৃত হইলে? হা আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ! হা শরণ সুখ দায়ক! হা রঘুকুল সরোজের দিনমণি! তুমি অশিষ্টের শাসন কর্ত্তা, তবে কেন এবম্বিধ পাপাত্মাকে শাসন করিতেছ না? অথবা অবিনীতের কর্ম্মফল সদা সদাই ফলেনা, শস্য পক্ক হইতে কালকে সহকারী কারণ রূপে আসিতে হয়। রাবণ! কাল প্রভাবে হত চেতন হইয়া তুই যে কর্ম্ম করিতেছিস্ ইহার জন্য রাম হইতে জীবনান্তকর ঘোর বিপদ প্রাপ্ত হইবি।

সকামা ভব কৈকেয়ী বান্ধবৈঃ সহ।
হ্রিয়েঽহং ধর্ম্মকামস্য ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনঃ।

হায়! এতদিনে পরিজনের সহিত কৈকেয়ীর বাসনা পূর্ণ হইল। যশস্বী ধর্ম্মপরায়ণ রামের ধর্ম্মপত্নী আমি, আমাকে রাবণ চুরী করিয়া লইয়া চলিল। বৈদেহী কতই বিলাপ করিতেছেন আর বলিতেছেন হা! হা! প্রভু! করুণা সাগর! কত দূরে আছে প্রভু! সীতা লক্ষ্মণকে রাম সাহায্যে প্রেরণ করিয়া রামের বিপদ আশঙ্কা ভুলিয়াছেন। নিজের গুরু দুঃখে আর অন্য কথা মনে নাই। মা জানকী আবার বলিতেছেন হায় প্রভু! আমার বিপত্তি তোমায় কে শুনাইবে? দেবতার ভক্ষ্য, রাক্ষস গর্দ্দভে খাইতে চায়। জনক নন্দিনী নিতান্ত কাতর হইয়া সেই বনভূমির প্রতি বস্তুর শরণ লইতেছেন আর বলিতেছেন তোমরা যে যেখানে আছ শীঘ্র আমার রামকে সংবাদ দাও।

আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
হংস-সারস-সংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম।
ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥

দৈবতানি চ যাঞ্যস্মিন্ বনে বিবিধ পাদপে।
নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্ত্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্॥
যানিকানি চিদপ্যত্র সত্ত্বানি বিবিধানি চ।
সর্ব্বাণি শরণং যামি মৃগপক্ষি গণানি বৈ॥
হ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্ত্তুঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
বিবশা তে হৃতা সীতা রাবণেনেতি সংসত॥
বিদিত্বাতু মহাবাহুরমুত্রাপি মহাবলঃ।
আনেষ্যতি পরাক্রমা বৈবস্বত হৃতামপি॥

হে জনস্থান! হে পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ সকল! আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তোমরা শীঘ্র রামকে সংবাদ দাও, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে। হে হংস সারস নিনাদিতে গোদাবরি নদি! আমি তোমাকে বন্দনা করিতেছি তুমি শীঘ্র রামকে সংবাদ দাও রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে। বিবিধ পাদপ সমাকুলে এই বনে যে সকল দেবতা বাস করেন আমি আপনা-দিগকে নমস্কার করিতেছি আপনারা আমার স্বামীকে আমার হরণ বার্ত্তা প্রদান করুন। মৃগ বিহঙ্গ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী এই বনে বাস করিতেছ আমি তোমাদের সকলের শরণ লইলাম; তোমরা সকলে রামকে সংবাদ দাও তোমার প্রাণ অপেক্ষা গরীয়সী প্রেয়সী ভার্য্যাকে বিবশাবস্থায় রাবণ হরণ করিতেছে। যম আমাকে হরণ করিয়া যদি পরলোকেও লইয়া যায় আর মহাবাহু মহাবল রাম যদি তাহা জানিতে পারেন তবে তিনি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সেখান হইতেও আমায় ফিরাইয়া আনিবেন।

আয়তলোচনা সীতা নিরতিশয় দুঃখিতা হইয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতেছেন, সহসা তিনি বনস্পতি গত গৃধ্রকে দেখিতে পাইলেন। রাবণের বশপ্রাপ্তা সুশ্রোণী সীতা ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন আর্য্য জটায়ো! আমি অনাথার ন্যায় এই পাপকর্ম্মা রাক্ষস রাজ দ্বারা অকরুণ ভাবে অপহৃতা হইতেছি। এই নিশাচর নিতান্ত ক্রূর, বলবান, জয়গর্ব্বিত; এই দুর্ম্মতি অস্ত্রশস্ত্র সম্পন্ন। আপনি ইহাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না। আপনি রাম লক্ষণ কে আমার হরণ বৃত্তান্ত জানাইবেন।

লঙ্কা পথে।

১ম অধ্যায়—জটায়ু।

মনের ব্যথা, প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে যদি চাও তবে ব্যথা, জ্বালা ভাল করিয়া ধারণা কর, ব্যথা জ্বালা দেখিয়া দেখিয়া, অস্থির হইয়া ভাবনা কর, তোমার এই ব্যথা, এই জ্বালা জুড়াইতে আর কেহ নাই, একমাত্র ব্যথাহারী ভিন্ন তোমার দুঃখ দূর করিতে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। যদি কেহ তোমার ব্যথা দূর করিতে আইসে তবে দেখিও সে ব্যক্তি ব্যথাহারী ভিন্ন আর কিছু দিয়া তোমাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে কি না? যদি করে তবে জানিও সে তোমার দ্বারা নিজের কোন স্বার্থ সাধন করিতে চায়।

ব্যথা দূর করিতে সেই পারে যে ব্যথাহারীর সংবাদ দিতে পারে, যে ব্যথাহারীকে মিলাইয়া দিবার উপায় করিতে পারে।

মীন জল ছাড়া হইলে যেমন ছট্‌ফট্ করে রাবণ ধীবরের হাতে সীতামীন সেইরূপ ছট্‌ফট্ করিতেছে। মুক্ত আকাশে যে পাখী বিচরণ করিত তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলে সে যেমন বাহির হইবার জন্য ছটফট করে রাবণঅঙ্কপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া মা আমার তেমনি ছট্‌ফট্ করিতেছেন। রাবণ জানিয়াছিল একবার ছাড়িয়াদিলে মা আমার রথ হইতে নীচে পড়িতেন, সমুদ্র জলে ঝাঁপ দিতেন, রাম ছাড়িয়া রাবণের হাতে আবদ্ধ থাকা অপেক্ষা রাম রাম করিতে করিতে প্রাণ ছাড়াই শ্রেয়ঃ ইহাকে আত্মহত্যা বলেনা। শবরী রামরূপ দেখিয়া দেখিয়া অগ্নিতে দেহ রাখিল তাহাতে তাহার আত্মহত্যা হইলনা, শরভঙ্গ মুনি রামকে সম্মুখে রাখিয়া দেহকে অগ্নিসাৎ করিলেন তাহাতে তাহার আত্মঘাতী হওয়া হইল না। বরং তাঁহার দেহ রাবণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া চিরতরে সেই অনায়াস পদে, সেই পরম পদে বিশ্রাম লাভ করিতেন।

আর তুমি? রাবণের হস্তে পড়িয়া রামবিয়োগ জনিত দুঃখ যদি তোমার সঙ্গীবিত না থাকে, রাবণের হাতে পড়িয়া যদি তুমি ক্রমে ক্রমে রাম ভুলিয়া যাও, তবে বল দেখি কোন্ রাম তোমায় উদ্ধার করিতে আসিবেন? হইতে পারে মায়াবী সংসার রাবণ, দেহ রাবণ তোমায় নানা কৌশলে আয়ত্ত করিয়া কখন কখন রাম বিস্মৃতি ঘটাইয়া দেয় কিন্তু একটু সংজ্ঞা লাভ করিয়াই যখন তুমি দেখ তুমি রাম ভুলিয়াছিলে তখন তোমার দুঃখ অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন তুমি প্রবলবেগে আবার রাম রাম করিতে থাক। ইহা ভিন্ন যে আর মুক্তির পথ নাই।

সীতা কিন্তু একবারও রাম ভুলেন নাই। সীতা রাম রাম জপ করা একবারও ছাড়েন নাই। একবারও ছাড়িতে পারেন নাই। যদি কেহ তাঁহার নিকটে সীতারাম নাম করিত তিনি হর্ষে ভরিয়া যাইতেন, ভাবিতেন কতদিন ত তাঁহার সহিত আমার ছাড়াছাড়ি হইয়াছে আহা! আজ এই নামে নামেও মিলাইল কে? মা এই বলিয়া নীল কুঞ্চিত কেশ সরাইয়া, দয়মান দীর্ঘ নয়নে একবার সেই নামজাপীর দিকে চাহিয়া দেখিতেন। এই ছবি মনে রাখিয়া রাবণ হস্তগতা সীতার অবস্থায় পাতিত করিয়া তুমিও নিরন্তর রাম রাম কর, নিরন্তর সীতারাম সীতারাম কর তোমার ব্যথা দূর করিবার জন্য রাম আসিবেনই, এইত ধ্যানের সহিত নাম জপ।

মহাত্মা তুলসী দাস রাবণ ক্রোড়গতা সীতার রাম রাম করা সম্বন্ধে বলিতেছেন

জাহি বিধি কপট কুরঙ্গ সঙ্গ,
ধাই চলে শ্রীরাম।
সো ছবি সীতা রাখি উর,
রটতি রহতি প্রভুনাম।

কপট কুরঙ্গ সঙ্গে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া ধাইয়া চলিলেন এই ছবি হৃদয়ে ভাবনা করিয়া সীতা প্রভুর নাম জপিতে জপিতে কোনরূপে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

জগজ্জননীর এই ভজন ধরান, ব্যথিত জীবের সহজ সাধন। রাবণ যেমন সীতা হরণের প্রাক্কালে ভাবিয়াছিল

হোই ভজন না তামস দেহা।
মনক্রম বচন মন্ত্র দৃঢ় রেহা॥

এই তামস শরীর হতা দিয়া তেমন ভজন ত হয়না। কায়মনবাক্য সবই তামস হইয়া গিয়াছে। এই কথাই সুদৃঢ়ভাবে জানিয়াছি।

তুমি আমিত রাবণেরই অনুচর হইয়া গিয়াছি। কেননা রাম ছাড়া অনেক অনেক বস্তুতই ভাল লাগিয়া যায়। কিন্তু

গো গোচর জহঁ লাগি মন জাই।
সো সব মায়া জানব ভাই॥

গো বলে ইন্দ্রিয়কে। ইন্দ্রিয় ও মন স্বভাবতঃ যাহাতে লাগে সেই সবই ভাই এই পঞ্চমুখী সংসার রাবণের মায়া মাত্র। আহা! মায়ার ভিতরে থাকিয়া ভগবান্ ছাড়িয়া যে মুহূর্ত্ত থাকিবে সেই মুহূর্ত্তেই পাপ আসিয়া তোমায় ঘিরিবে।

ডুমরী তরু বিশাল তব মায়া,
ফল ব্রহ্মাণ্ড অনেক নিকায়া।
জীব চরাচর জন্তু সমানা,
ভীতর বসহিঁ ন জানহিঁ আনা॥

হে মায়াপতি! তোমার মায়া বিশাল ডুমুর তরুর মত। অনেক অনেক সীমাশূন্য ব্রহ্মাণ্ড ডুমুর তরুর ফল। চরাচর জীবজন্তু সেই ডুমুর ফলের ভিতরে ঘুংঘুং শব্দ করিতেছে। মায়ার ভিতরে ইহারা বাস করে, মায়া ভিন্ন ইহারা আর কিছুই জানেনা। মহাপ্রভু অগস্ত্য মুনির মুখে তুলসী বলিতেছেন

হে বিধি দীনবন্ধু রঘুরায়া।
মোরে শঠপর করিহঁ দায়া॥
সহিত অনুজ মোহি রাম গুসাঁই।
মিলিহহি নিজ সেবককী নাই॥
মোরে জিয় ভরোস দৃঢ় নাহী।
ভক্তি বিরতি ন জ্ঞান মন মাহী॥
নহি সৎসঙ্গ যোগ জপ যাগা।
নহি দৃঢ় চরণকমল অনুরাগা॥
এক বাণি করুণা নিধানকী।
সো প্রিয় জাকে গতি ন আনকী॥

হে রঘুমণি! বিধাতার বিধাতা তুমি, দীনের বন্ধু তুমি। নিজগুণে তুমি আমার মত শঠকে দয়া কর। অনুজের সহিত রাম আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। আমি যে তোমার দাস। আপনার সেবক জানিয়া সেবকের সহিত তিনি দেখা করিবেন। আমার মনে দৃঢ় ভরসা নাই যে তুমি আমাকে দেখা দিবে। কারণ আমার মনে ত ভক্তিও নাই, বৈরাগ্যও নাই, জ্ঞানও নাই। আমার সৎসঙ্গ নাই, যোগ নাই, জপ নাই, যজ্ঞও নাই। আর তোমার চরণ কমলে দৃঢ় অনুরাগও নাই। কিন্তু করুণাময়ের এক রীতির কথা শাস্ত্রে শুনি যার অন্য গতি নাই, যার আর কেহ নাই সেই করুণাময়ের বড় প্রিয়। যে একবার দিনান্তেও বলে "তবাস্মি"। তারে তিনি সর্ব্বদা রক্ষা করেন।

আহা! সংসার তরঙ্গে পতিত জীবের আর কে বা আছে? কে তারে রক্ষা করিতে পারে? মানুষ ত কিছুই করিতে পারে না। মনের মতন করিয়া ত

তার কিছুই হয় না। নিদ্রা যায় না, আলস্য যায় না, অনিচ্ছা যায় না, ভুল যায় না। নিজের দিকে চাহিলে ত সবই দোষ দেখা যায় কিন্তু দয়াময় তুমি! তোমার স্বভাবের দিকে চাহিলেই বড় আশা হয়। যার কেউ নাই সেই তোমার বড় প্রিয়। আহা! ইহা ভাবিয়াইত সর্ব্বদা রাম রাম করিতে হয়। আর তুলসী প্রভুর মত সাধ করিতে হয়—

সীতা অনুজ সমেত প্রভু,
নীল জলদ তন শ্যাম।
মম হিয় বসহু নিরন্তর
সগুণরূপ শ্রীরাম।

সীতা লক্ষ্মণের সঙ্গে ঐ নীল মেঘের মত শ্যাম বরণে আমার হিয়ায় সগুণরূপে প্রভু শ্রীরাম তুমি নিরন্তর বাস কর। এই প্রার্থনা নিরন্তর প্রণাম করিতে করিতে, করিতে হয় করিয়া করিয়া নাম জপ করিতে হয় কারণ -

কঠিন কাল মলকোষ,
ধর্ম্ম ন জ্ঞান ন যোগ জপ।
পরিহরি সকল ভরোস,
রামহিঁ ভজহিঁ তে চতুর নর।

কারণ এই কাল এই ঘোর কলিকাল বড় কঠিন। ইহা পাপের আগার। এখন না আছে ধর্ম্ম, না আছে জ্ঞান, না আছে যোগ, না আছে জপ। সকল ভরসা ছাড়িয়া যে রাম ভজে সেই মানুষই চতুর।

মহাবীরের ৮ম চিত্র।

সুন্দর সুমনোহর অশোক কানন। জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণপ্রভায় কুসুমিত অশোক ভরে সমুজ্জল হইয়া বনস্থলী নবোদিত রবির রক্তিম আভাকে পরাজিত করিয়া নন্দন কাননের শোভা আনয়ন করিয়াছে।

"সমূল পুষ্প রচিতৈরশোকৈঃ শোক নাশনৈঃ
পুষ্পভারাতি ভারৈশ্চ স্পৃশদ্ভিরিব মেদিনীম্‌॥"

মূল হইতে অগ্র শাখা পর্য্যন্ত পুষ্পিত সকল স্থান শোক নাশক অশোক

কুসুমে আচ্ছাদিত হইয়া তরুরাজি পুষ্পভারে সম্যক অবনত হইয়া ধরাতল স্পর্শ করিয়া আছে। নানাবিধ পুষ্পিত তরু বীথিকা সকল মধ্যে মধ্যে অবস্থিত।

"সংদেশঃ প্রভয়া তেষাং প্রদীপ্ত ইব সর্ব্বতঃ"

কানন কুঞ্জের সকল স্থানই পুষ্প প্রভায় সমুজ্জ্বল করিয়া প্রভাসিত।

—"তেষাং দ্রুমানাং প্রভয়া মেরোরিব মহাকপিঃ

অমন্যত হরিবীরঃ কাঞ্চনোঽস্মীতি সর্ব্বতঃ।"

সুমেরু পর্ব্বতের জ্যোতি পাইয়া সূর্য্যদেব যেমন অত্যন্ত উজ্জ্বল ভাব ধারণ করেন মহাবীরও সে স্থানে আগমন করিয়া আপনার দেহকে জ্যোতির্ম্ময় কাঞ্চন প্রভায় প্রভান্বিত দেখিলেন। বিবিধ বর্ণের বিচিত্র পক্ষরাজি শোভিত বিহঙ্গ সকলে নিনাদিত, মণিময় রত্নরাজি দ্বারা শোভিত সুন্দর সুন্দর দীর্ঘিকা সকল, কাকচক্ষু স্বচ্ছ সুস্বাদু জলে পরিপূর্ণ হইয়া ঢলঢল যৌবন শোভা বিস্তার করিতেছে, তরুরাজির নিম্নে মধ্যে মধ্যে হেম বেদিকা সকল নানা রত্নের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুগন্ধ পুষ্প সকল যেন আমাদের, নয়ন ভুবন ছলে স্থির গ্রথিত হইয়া যেন কাহার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। শৈল শিখর হইতে স্থানভ্রষ্ট অলঙ্কারের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী, পার্শ্ব দিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে যেন কান্ত অঙ্কে লুণ্ঠিতা কোন ভয়ে ভূমিতে পতিত হইয়া মানিনী কুপিতা হইয়া স্বামীর নিকট হইতে অন্যত্র উঠিবার গমন করাতে সখীগণের নিবারণ করার ন্যায়। তাহার উপর বৃক্ষ শাখা সকল ভারে পতিত হইয়া সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। আবার বায়ুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রিয় পত্নী যেমন পুনরাগম করেন, সেইরূপ প্রসন্ন সলিলা তরঙ্গা তটিনী, বৃক্ষ শাখার অভিঘাত হেতু আবর্ত্তচ্ছলে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। নদীবক্ষে মাঝে মাঝে প্রস্ফুটিত কুমুদ কহ্লার দাম নিশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু তরঙ্গের উত্থান পতনে আন্দোলিত হইতেছে। মুক্তাফল বিনিন্দিত কত বিবিধ ফল সকল গুচ্ছে গুচ্ছে মারুত সঞ্চরণে দুলিয়া দুলিয়া বৃক্ষ শাখাকে নমিত করিয়া নদীর বক্ষে চুম্বনদান করিয়া অস্ফুট আলাপ শ্রবণ করিতেছে। এই নয়নানন্দদায়ক স্থানের স্নিগ্ধতা নিরতিশয় তৃপ্তিকর। মহাবীর স্থানের শোভায় সুন্দরের আগমন এইখানেই সম্ভব ভাবিতেছেন, তাহার প্রকাশই যে চিৎ আভায় রঞ্জিত করিয়া সকল বস্তুকে সুন্দর করিয়া রাখে। মন যখন আপন সত্তাস্বরূপ একটি বস্তুতে রমণ করিতে থাকে তখন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কোন বস্তুই আর সুখ বা প্রীতির কারণ হইয়া তাহাকে বাহিরে আনিতে পারে না, ভরিত চিত্তে আর কোন বস্তুরই স্থান হয় না। একমাত্র রাম স্বরূপ চিন্ময়

রাম রসে আর্দ্র চিত্ত সর্ব্বত্রই পরমানন্দ ঘন রাম রাম রূপের ভাতি নিরীক্ষণ করিতেছে। ভক্ত আপন ভাব বিহ্বলতায় মুগ্ধ হইয়া চলিয়াছেন আশার আশা ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে সংপীড়িত করিয়া তুলিতেছে। মহাবীর শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া দীর্ঘ শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক নিবিড় পল্লব রাজি মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হনুমানের লম্ফ প্রদানে ছিন্ন ভিন্ন অশোক শাখা সকল ভূমিতলে পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ অশোক পুষ্প সকলে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া বসন্ত শোভা আনয়ন করিল। মহাবীর চকিত বিস্মিত নয়নে

"অশোক বনিকামধ্যে তস্যাং বানর পুঙ্গবঃ।
স দদর্শাবিদূরস্থং চৈত্যপ্রাসাদ মূর্জ্জিতম ॥"

অশোক বনের অদূরে প্রতিষ্ঠিত সহস্র সহস্র মনি স্তম্ভ দ্বারা নির্ম্মিত সমুজ্জ্বল উৎকৃষ্ট চৈত্যপ্রাসাদ দ্বিতীয় কৈলাস শিখরের ন্যায় দর্শন করিলেন। "মুষ্ণন্তমিব চক্ষুংষি" তাহার তেজ প্রভাবে চক্ষু যেন ঝলসাইতেছে। ভক্ত যেমন কাতর প্রাণে ভগবানের অনুসন্ধান করিয়া সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেইরূপ মহাবীরের একান্ত প্রযত্ন বিফল হইল না, জগন্মাতার দর্শন মিলিল। বুঝি মহাবীরের মত অধ্যবসায় যাহার আছে, তিনিই ইষ্ট দর্শনে অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। এ সাধনা দুর্লভ। রাবণ অন্তঃপুরের চত্বরগুলি স্থানও যে তিনি অবশিষ্ট রাখেন নাই। অশোক কাননে চতুর্দ্দিকে চেড়ি বেষ্টিত প্রাসাদ মূলে শিংশপা তরুতলে "দদর্শ শুক্ল পক্ষাদৌ চন্দ্র রেখা মিবামলাম।" শুক্ল পক্ষীয় বিমল প্রতিপদ চন্দ্র রেখার ন্যায় অবশিষ্ট "দেবতামিব ভূতলে" স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায়।

"একবেণীং কৃশাং দীনাং মলিনাম্বর ধারিণীম্।
ভূমৌ শয়ানাং শোচন্তীং রাম রামেতি ভাষিণীম ॥"

সাধ্বী রাম রাজ্ঞীর দর্শন মিলিল। কেশপাশ সংস্কার শূন্য, মনোদুঃখে দেহ শীর্ণ। দুঃখিনী মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া ভূমি শয্যায় পড়িয়া কাতর ভাবে শোক করিতেছেন, মুখে রাম রাম ধ্বনি হইতেছে।

"উপবাস কৃশাং দীনাং নিশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ।"

উপবাস কৃশা দীনা বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। ধূম্রজাল সমাচ্ছন্না অনল শিখার ন্যায় তাহার কান্তি দুর্লক্ষ্য হইয়াছে। সেরূপ দেখিয়া চিনিবার

উপায় নাই এই কি সেই। ভূষণ বিহীনা পীতবর্ণ জীর্ণ একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া কমল বিরহিতা মলিনা কমলিনীর ন্যায় শ্রীহীনা হইয়াছেন তবুও পাতিব্রত্য তেজের দ্বারা রক্ষিত হইয়া তাঁহাকে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান দেখাইতেছে। ভয়াতুরা বালা "প্রিয়ং জনমপশ্যন্তীম্" আপন প্রিয়জনের দর্শন না পাইয়া ভীষণ রাক্ষসীগণ মধ্যে কুক্কুর দলে যূথ ভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় অবস্থান করিয়া "ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তীম্" এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে, এমন কাহাকেও সহায় রূপে প্রাপ্ত না হইয়া কম্পিত কায়ে ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, হায়! দুরতিক্রমণীয় কাল! লক্ষ্মণের গুরুপত্নী ও রাম রাণী হইয়াও আজ তিনি দৈবের মুখাপেক্ষী, দুঃসহ দুঃখে কালযাপন করিতেছেন, কিন্তু বর্ষাকালের পরিপূর্ণ গঙ্গার ন্যায় দেবী আপনার মহিমাতে আপনিই সুব্যক্ত হইতেছেন। মহাবীর সাধ্বী চিহ্ন দেখিয়া ইঁহাকেই সীতা বলিয়া চিনিলেন। সম্মুখে স্পর্দ্ধোন্নত গগণস্পর্শী শত সহস্র মণিস্তম্ভ নির্ম্মিত অদ্ভুত চৈত্যপ্রাসাদ। রাবণ ইহা সীতার বিহার ভূমি-রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিল, রাবণের ঐশ্বর্য্যের চরম সৌন্দর্য্য এখানে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু সীতা কখনও সেদিকে একবারও ফিরিয়া তাকান নাই। পরমাত্মা রামের গৃহিণী সীতা দশাননের দ্বারা বন্দিনী হইয়াও এবং তাঁহার চেড়ীগণের দ্বারা অশেষরূপে নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও একক্ষণও তিনি রামনাম ভুলেন নাই, সহস্র অত্যাচারের মধ্যেও তাঁহার সতীত্বের তেজ তেমনি অক্ষয় রহিয়াছে। দুঃখশীর্ণ দেহ অনাহারে ক্ষীণতর হইয়াছে, রাত্রে নিদ্রা নাই, রাবণ তাঁহাকে যে ভাবে হরণ করিয়াছিল তিনি ঠিক সেই এক ভাবেই এই বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া নিয়ত রাম ধ্যানে থাকিয়া ছিন্নপক্ষ বিহগীর ন্যায় শোকাকুলা হইয়া সর্ব্বদা অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। যে রাম দেখিয়াছে জগতে এমন কি বস্তু আছে, যাহা তাহাকে প্রলোভিত করিয়া মুগ্ধ করিতে পারে! এক মুহূর্ত্তের জন্যও সীতার দৃষ্টি অন্যদিকে আকর্ষিত হয় নাই—"একস্থ হৃদয়া নূনং রামমেবানুপশ্যতি" সর্ব্বদা ধ্যান পরায়ণ দৃষ্টি যেন আপন অন্তরস্থ হৃদয়স্থ রামের দর্শনে ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকেই একাগ্র মনে নিরীক্ষণ করিতেছে। হরিণ শিশুর ন্যায় রমণীয় দীর্ঘ সূক্ষ্ম পক্ষ বিশিষ্ট আয়ত পদ্ম-পলাশ নয়ন-যুগল অবিরত অজস্র বারিপতনে রক্ত কোকনদ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, ইন্দ্র নীলমণিময় হার প্রভায় কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, রাম মহাবীরকে বিদায় দান কালে যে সব অলঙ্কারের নাম বলিয়াছিলেন ঋষ্যমুক গিরি শৃঙ্গে যাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহার অবশিষ্ট প্রবাল মনি খচিত বলয় প্রভৃতি সামান্য কিছু অলঙ্কার দৃষ্ট হইতেছে, সে অঙ্গের

গঠন এতই সুদৃশ্য যে, যে অঙ্গে চক্ষু পতিত হয় সেই অঙ্গেই যেন লাগিয়া থাকে আর —

"নীল নাগাভয়া বেণ্যা জঘনং গতয়ৈকয়া।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব"।

নীল ভুজঙ্গীর মত একমাত্র বেণী জঘন তলে পতিত হইয়া থাকাতে বর্ষা শেষে নীলবর্ণ বনরাজি শোভিত ধরার শোভা তাঁহাতে আনিয়াছে। মহাবীর তাঁহাকে দুঃখ সাগরোত্থিত তরঙ্গমালার ন্যায় মূর্ত্তিমান শোকরাশির ন্যায় অবস্থিতা দেখিয়া বাহ্যজ্ঞান বিরহিত মত হইয়া রঘুবর রাম স্মরণে ব্যাকুল ভাবে সীতার উদ্দেশে বিলাপ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন. রামরাণীর এ অবস্থা দর্শনে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

"ক্ষিতিক্ষমা পুষ্কর-সন্নিভেক্ষণা যা রক্ষিতা রাঘব-লক্ষ্মণাভ্যাম্"। "সা রাক্ষসীভি বিকৃতেক্ষণাভিঃ সংরক্ষ্যতে সম্প্রতি বৃক্ষমূলে"। একমাত্র পৃথিবীর ক্ষমার সহিতই বুঝি সে ধৈর্য্যের তুলনা করা যাইতে পারে, কেননা সেই দুর্জ্জয় শোকবহ্নি এখনও তিনি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন, যে তেজ তিনি হৃদয়ে সম্বরণ করিয়া আছেন তাহা তাঁহার অন্তরকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাকিলেও তিনি তাহা উপেক্ষা করেন নাই যাহা একবার কটাক্ষ মাত্রেই রাবণকে ভস্মসাৎ করিতে পারিত। আহা, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার রক্ষার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, আজ কিনা তিনি বিরূপবদনা বিকৃতকায়া কর্কশা রাবণের নিয়োজিত রাক্ষসীগণ দ্বারা সুরক্ষিতা হইয়া বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছেন। জীবনে যিনি কখনও বিপদের মুখ দেখেন নাই রাম রত্নের আশ্রয়ে যিনি সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন সেই নিতান্ত কোমলাঙ্গী চিরকাল সুখ সম্ভোগ ক্রোড়ে লালিতা পালিতা বিদেহ রাজনন্দিনী রাজা দশরথের আদরের বধূ রামরাজ্ঞী আজ রাবণের চেড়ী দ্বারা প্রপীড়িতা হইয়া ভুজঙ্গরাজ বধূর ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসের উষ্ণ বায়ু দ্বারা নব পল্লবিত তরুগণকে যেন দগ্ধ করিতেছেন।

"মল পঙ্কধরাং দীনাং মণ্ডনার্হাম মণ্ডিতাম।
প্রভাং নক্ষত্র রাজস্য কাল মেঘৈরিবাবৃতাম্।"

যে অঙ্গ অলঙ্কার ধারণেরই যোগ্য, তাহা অলঙ্কার শূন্য ও বহুকাল সংস্কার শূন্য হইয়া মল পঙ্কদ্বারা আবৃত হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশূন্য হইয়া—

"তপ্যমানা মিবোষ্ণেন মৃণালী মচিরোদ্ধৃতাম।"

অচিরোদ্ধৃতা মৃণালিনীর ন্যায় শোক সন্তাপে সন্তপ্তা হইয়া এমনি বিবর্ণা বিশুষ্কা হইয়া গিয়াছেন, যে কষ্টে তাঁহাকে চেনা যায়। মহাবীর সেরূপ দেখিয়া আপনাহারা হইয়াছেন, দরবিগলিত অশ্রুধারায় বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া দিতেছিল, রামসেবক আজ ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন—ভাবিতেছেন—এই সীতা, পরমাত্মা রামের গৃহিণী! এই মা! একি পাষাণে অঙ্কিত ছবি, এই কোমল আবরণের ভিতর কি করিয়া ঐ দুর্জ্জয় বেগ ধরা আছে! কিন্তু এ যে মুহূর্ত্তের বিলম্ব সহিবে না, এখনি বুঝি রামচরণে প্রাণ সমর্পিত হইবে! আর ত ক্ষণের বিলম্ব সহ্য হয়না! আহা! এই বেশ এতকাল যাবৎ এই একভাবে কিরূপে ঐ এক স্থানে আবদ্ধ আছে, এত কোমল কুসুমে এ কঠিন আঘাত কি করিয়া সহ্য হইতেছে! এ শোক লইয়া যে মুহূর্ত্তের জন্য জীবন ধারণও অসম্ভব। মহাবীর আজ মূর্ত্তিমতী বিষাদ-লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে রাম বিরহ কাহাকে বলে—বাষ্পবারি বিগলিত-লোচনা অশ্রুপূর্ণ-মুখী-সীতা দর্শনে অবধারণ করিলেন। হায়! তুমি আমি কি লইয়া হৃদয়ে ধারণ করি, কি সুখে নিদ্রা আনয়ন করি। এ দেখিয়াও কি সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া রাম রাম করিতে সাধ যায় না? কেনই বা করিব না? প্রকৃত বিরহ যেখানে, সেখানে কি আর কোন কিছু লইয়া হৃদয়কে শান্ত করিতে পারা যায়? যতক্ষণ না তাঁহার দর্শন হইতেছি ততক্ষণ সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার দর্শনে উন্মুখ, নিদ্রা বা চড়ত্ত বা কোন কিছু সেখানে স্থান পায়না। আপনাকে হারাইলেই অশান্ত হওয়া হয়, যেখানে আপনাতে আত্মদৃষ্টি রমণ করে, সেখানে বাহিরের বা ইন্দ্রিয়ের সকল বস্তুই তুচ্ছবোধ হয়, চিত্ত আপন উৎপত্তি ক্ষেত্রে মিলন ভিন্ন আর কোন কিছুই বাঞ্ছা করেনা, ইহাই না রামার্পিত অন্তর! এ-শোকের নিকট অন্য সকল শোক তুচ্ছ। মহাবীর সীতাবিরহে রামের শোক দেখিয়া আসিয়াছিলেন—অচল হিমাদ্রির চঞ্চলতা—সে বিরাট গাম্ভীর্য্যের বিচ্যুতি তাহা দেখিয়াও মহাবীর স্থির ছিলেন, রামবিরহ তাঁহাকে আকুল করিলেও সীতার শোক তাঁহাকে বড় বিচলিত করিয়া দিল। বুঝিলেন কেন প্রভু এত কাতর! এ সীতা ছাড়িয়া জীবন ধারণ যে অত্যন্ত দুষ্কর। রামের গুণ ও বিক্রম ধ্যান করিয়াই যে জানকী জীবনধারণ করিয়া আছেন—

> "ইয়ং কনকবর্ণাঙ্গী রামস্য-মহিষী-প্রিয়া।
> প্রণষ্টাপি সতী যস্য মনসোন প্রণশ্যতি।"

কনককান্তি পতিব্রতা রাম-মহিষী-রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া রাম হইতে বিয়োজিত হইয়াও মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা হইতে বিয়োজিত হন নাই।

"দুষ্করং কৃতবান্ রামো হীনো যদনয়া প্রভুঃ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন শোকেনাবসীদতি॥"

এই সীতা হারাইয়া প্রভু রাম যে শোকে অবসন্ন না হইয়া বাঁচিয়া আছেন ইহাই নিতান্ত দুষ্কর কার্য্য সন্দেহ নাই। রাম বিরহ কাহাকে বলে তাহাই দেখাইতে বুঝি সাধনা আজ মূর্ত্তি ধরিয়াছে। এ সাধনাই যে জীবনের সাধনা! অটল ধৈর্য্যের বন্ধনে থাকিয়া বিরহ বহ্নি সে হৃদয়কে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, তাহারাই গলিত তাপরূপ উষ্ণস্রাব জলধারাও দীর্ঘ-নিশ্বাস উষ্ণবায়ু হিমবাতে নলিনীর ন্যায় তাঁহাকে শীর্ণ করিয়া তুলিলেও সে হৃদয়কে চঞ্চল করিতে পারে নাই। মহাবীর আত্মহারা হইয়া ভাবিতেছেন—কি করিয়া উভয়ের সংযোগ বিধান করিবেন, উভয়ের মিলন সংযোগ না করা পর্য্যন্ত তিনি যে মুহূর্ত্তের জন্যও জীবনে শান্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

"অস্যা দেব্যা মন তস্মিন্ তস্য চাস্যাং প্রতিষ্ঠিতম্।
তেনেয়ং স চ ধর্ম্মাত্মা মুহূর্ত্তমপি জীবতি॥"

উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরক্তি উভয়ের জীবন ধারণের কারণ, ইহার অন্যথা হইলে ধর্ম্মাত্মা রাম ও রামে প্রতিষ্ঠিতা রামময়-জীবিতা সীতা, বোধ হয় মুহূর্ত্ত-কালও জীবনধারণ করিতে পারিতেন না। কবে ইহাদের উভয়ের সংযোগ বিধানে জীবন বিনিময়ে জীবনের সার্থকতা জীবনে উপলব্ধি করিব, এ দুয়ের একত্র মিলন ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও জীবনধারণ অসহ্য মনে হইতেছে। হায়! আমার জীবন বিনিময়ে সে অমূল্য চিন্তামণি যদি এখনিই আনা যাইত, তবে একটী পলকও বুঝি ব্যর্থ যাইত না। কি করিয়া মায়ের প্রাণ রক্ষাকরি। ও কমলের পাপড়ি টুটিয়া পড়িলেত ও গন্ধ আর ত ধরিয়া রাখা যাইবেনা, এখনি প্রাণত বাহির হইবে। আহা! প্রভু আমার কি করিয়া আছেন!

এই সেই জগতারাধ্যা বিশালাক্ষী—

"অস্যা হেতো বিশালাক্ষ্যা হতো বালী মহাবলঃ।"

যাহার জন্য মহাবল বালী নিহত হইয়াছেন, সর্ব্বগুণাতীত আত্মজ্ঞ রামহস্তে মহাপরাক্রান্ত বিরাধ কবন্ধাদি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস জনস্থানে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুর্লঙ্ঘ্য সাগরপারে যাহার জন্য আগমন আজ সেই সুরগণবন্দিত অসুর নিপীড়িত দুর্লভ চরণ-কমল নয়নে দেখিলাম—

"কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং দৃষ্ট্বা জনকনন্দিনীম।
ময়েব সাধিতং কার্য্যং রামস্য পরমাত্মনঃ॥"

মাতৃচরণ বন্দনে জানকী দর্শনে আজ আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম, দয়ালরামের অনন্তকৃপায় আজ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু হইতেও পরমাত্মা রামের কার্য্য সাধিত হইল।

আজ শ্রবণের সার্থকতা দর্শনে উপলব্ধি করিয়া আমার এমনি মনে হইতেছে—

"যদি রামঃ সমুদ্রান্তাং মেদিনীং পরিবর্ত্তয়েৎ।
অস্যাঃকৃতে জগচ্চাপি যুক্তমিত্যেব মে মতিঃ।
রাজ্যং বা ত্রিষু লোকেষু সীতা বা জনকাত্মজা।
ত্রৈলোক্যরাজ্যং সকলং সীতায়া নাপ্নুয়াৎ কলাম।"

ইঁহার জন্য রামকে যদি সমুদ্র পর্য্যন্ত মেদিনী ও বিশ্বসংসার অন্বেষণ করিতে হয়, তাহাও আমি উচিত বলিয়া মনে করি। শুধু পৃথিবী অন্বেষণ কি, সসাগরা ধরা লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনও এ সীতার জন্য তিল তিল করিয়া অন্বেষণ করা যায়। ত্রৈলোক্য ভ্রমণ ইহার নিকট কিছুই অত্যুক্তি নয়। ধন্যসীতা, ধন্য রাম আর শত ধন্য আমি রামের দাস। মহাবীর অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে উভয়ের গুণ স্মরণে বারংবার অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া উভয়চরণে আত্মনিবেদন করিয়া উভয়ের মিলন দেখার জন্য প্রাণপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

শ্রদ্ধাসমন্বিত মস্তক আপনা হইতে সেইচরণে লুটাইতে ব্যগ্র হইল, নয়ন যুগল বাষ্পে পরিপূর্ণ, অঞ্জলিবদ্ধকরে মহাবীর মস্তক অবনত করিয়াছেন সহসা শিঞ্জিনী ও কিঙ্কিণীর মধুর আলাপে বাহিরের কোলাহল শান্ত হওয়ায় সচকিত হইয়া জাগরিত হইয়া নেত্র উন্মীলন করিতেই দেখিলেন কামাত্মা রাক্ষসরাজ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় মদবিহ্বল নেত্রে তারাগণ পরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় রমণীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সাক্ষাৎ নিবৃত্তিরূপিণী পতিব্রতাসতী জানকীর সম্মুখীন হইতে আগমন করিতেছে। মহাবীর কৌতুহল পূর্ণচিত্তে উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে ব্যগ্র হইয়া দীর্ঘ শাখাসমন্বিত পল্লবপুঞ্জের অন্তরালে দেহ গোপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শ্রীম—
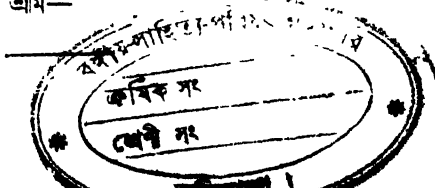
সাজা পাবি মাকে দিব ক'য়ে।

রাম প্রসাদ মনের "মসব মসব" মিটাইতে না পারিয়া গান ধরিলেন

কটু কইবি সাজা পাবি মাকে দিব ক'য়ে
সে যে দনুজদলনী শ্যামা বড় ক্ষেপা মেয়ে ॥

যার মা আছে তার কিসের ভয়? রিপু, মন, ইন্দ্রিয় তার করিবে কি? প্রতি ভয়ের ব্যাপারে, প্রতি অসম্বন্ধ প্রলাপে, প্রতি লয় বিক্ষেপ কালে "মাকে দিব কয়ে" অভ্যাস করিলেই ত হয়। গান কি শুধুই গাইতে হয়? সাধকের গান ত অভ্যাস করার সঙ্কেত। "মাকে দিব কয়ে" ইহার প্রয়োগ করিতে হয়। মায়ের পথে যাহারা যাইতে দেয়না তাহাদিগকে ধমকাইতে হয় সর্ব্বদা বলার অভ্যাস রাখিতে হয় "মাকে দিব কয়ে। সে যে দনুজ দলনী শ্যামা বড় ক্ষেপা মেয়ে"।

মায়ের কাজ করিতে গেলে যদি বাবু কটু কথা কয় তবে মাকে ব'লে দাও, যদি রিপুগণ চোক্ রাঙ্গায় মাকে বলিয়া দাও। সাধনের অন্তরায় যারা তাদের জোর জুলুম দেখিলে তাদের ধমক দিয়া মাকে বলিয়া দিবার অভ্যাস লইয়া থাক, আর ব্যবহারিক জগতের কাজ করিবার সময়, মায়ের আজ্ঞা পালনের সময় সর্ব্বদা মায়ের নাম করিতে করিতে সর্ব্বদা ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে করিতে, সর্ব্বদা মায়ের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে কাজ করিয়া যাও; সর্ব্বদা জপের অভ্যাস ও চলিল আর মায়ের আজ্ঞাপালন রূপ দেশ হিতকর কার্য্যও চলিল।

কিন্তু মাকে কি চিনিয়াছ? যিনি গায়ত্রী রূপে সমস্ত জাতির অভ্যাসের বস্তু, যিনি শক্তিরূপিণী হইয়া জগতের উপাস্যা, যিনি ভিন্ন অন্য কোন দেবতা আকার ধরিতে পারে না আর যিনি মন্ত্রগান যাহারা করেন তা দিগকে ত্রাণ করেন তিনিই মা। ভিতরে যিনি গায়ত্রী বাহিরে তিনিই অনন্তদেহ ধরিয়া অনন্তরূপা। প্রভামণ্ডিত চৈতন্যই আকাশ সমুদ্র পর্ব্বত বায়ু জল অগ্নি পৃথিবী বৃক্ষলতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সব সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অনন্ত আকারে আকারিত এই বিশ্ব তিনিই। বাহিরের নামরূপের মিথ্যা মুখস্ পরিয়া তিনিই দাঁড়াইয়া আছেন; সকল বস্তুর ভিতর দিয়া তিনিই তোমাকে দেখেন। তুমি যেমন জলকে দেখ জলরূপিণী মাও তেমনি তোমাকে দেখেন। তুমি

যেমন বৃক্ষ দেখ আকাশ দেখ—বৃক্ষ, আকাশেব ভিতব দিয়া তোমাব ইষ্ট দেবতাও সর্ব্বদা তোমার পানে তাকাইয়া আছেন, তুমি কি কর তাহাই দেখিবাব জন্য। বিশ্বকে এই ভাবে চৈতন্যরূপে দেখিবাব অভ্যাস বাখ তবেই মায়েব স্বরূপ ও কল্পিতরূপ দেখিবে। স্বদেশ ত মায়েব দেশ। সর্ব্বদা ভিতবে মাকে বিশ্বাসে দেখিয়া, বাহিরেও মাকে সর্ব্বত্র ভাবিয়া সর্ব্বদা মা মা কর বেশ সাধনা চলিবে বেশ কর্ম্ম চলিবে আব কর্ম্মার্পণও বেশ অভ্যাস হইতে থাকিবে। ভাবনা কবিতে শিক্ষা কব কবিয়া কর্ম্ম কব, সাধক হইয়া যাও, কর্ম্ম করিয়া আব কর্ম্ম বন্ধনে পড়িবেনা।

বিশ্বাসে দেখিলেও প্রত্যক্ষ দেখাব সাধ থাকে। প্রত্যক্ষ যাহাবা করিয়াছিলেন, জীবন্ত ভাবে রূপ ধবিয়া মা যাঁহাদেব নিকটে আসিয়াছিলেন, যাঁহাদেব সঙ্গে কথা কহিয়াছিলেন, যাঁহাদেব অভাব মোচন কবিয়াছিলেন তাঁহাবা তোমাব আমাব মত অশিক্ষিতেব জন্য, সাধন হীনেব জন্য ধ্যানে রূপটি ধরিয়া বাখিয়া গিয়াছেন। সেই ধ্যানেব বস্তুটিকে ধাতু পাষাণে গড়িয়া, বা পটেব ছবিতে আঁকিয়া পূজা কব।

ছবিটি ত কাগজ, মূর্ত্তিটি ত ধাতু পাষাণ। এইটিই ভগবান্ নন। কিন্তু ভগবান্ ছবিতেও আসিতে পাবেন, ধাতু পাষাণেও উদয় হয়। বাবাব ফটোগ্রাফ যদি বাবাকে স্মবণ কবাইয়া না দেয়, ধাতু পাষাণেব মূর্ত্তি যদি আব কিছু স্মরণ না কবায় তবে তোমাব যে পূজা তাহা জড়েব পূজা। এ পূজা পুতুল পূজা মাত্র। কিন্তু ইহাবা যাঁহাকে স্মবণ কবাইয়া দেয় তিনি চৈতন্যরূপিণী তিনি জ্ঞান স্বরূপ। তিনি সমকালে নির্গুণ হইয়াও সগুণ বিশ্বরূপ, আত্মা এবং অবতাব। এই মায়েব পূজা কব।

মায়েব মূর্ত্তি সম্মুখে বাখিয়া জীবন্ত মায়েব নাম কর, এই মায়েব সঙ্গে কথা কও, এই মায়েব রূপ ভাবনা কর বড় ভাল হইবে বড় সুখ পাইবে। এই মায়ের চরণ কমল নিত্য ধ্যান কব, এই মায়েব চক্ষে চক্ষু দিয়া যতক্ষণ থাকিতে পাব থাক আব মাকে জিজ্ঞাসা কব তোমাব সন্তান সন্ততিকে মা মানুষ করিয়া দাও। এস এস বলি

অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্কর প্রাণ বল্লভে।
জ্ঞান বৈবাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহিচ পার্ব্বতি।

আগমনী।

উঠ উঠ গিরি ঘুমায়োনা আর
নীরবে অলস প্রায়।
উমা অঙ্গরাগে শরতে তপন
করুণ নয়নে চায়।
মেঘ বিরহিত হের নীলাকাশ
অজস্র বরষা সয়ে,
স্নাত বসুন্ধরা পথ চাহি কাব
কুসুম ব্রততী করে।
হের স্বচ্ছ ওই স্রোতস্বিনী জলে
নির্ম্মল সরসী পরে,
অগণিত কত কুমুদ কহ্লাব
শোভায় সুষমা ঝবে।
হংস কারণ্ডব জল বিহঙ্গম
তুলিয়া মৃদুল তান,
প্রচারিছে যেন কার স্বরে স্বব
মিশায়ে আপন প্রাণ।
আমার পরাণ পুতলি উমাব
স্মবণে হেবগো আজি,
অসংখ্য অতসী সেফালিকা চয়
কেমন এসেছে সাজি।
নবীন সজ্জায় শোভাময়ী ধবা
পুলক পূর্ণিত কায়,
মিলি সংগোপনে সহ সমীবণে
উমা আগমনী গায়।
দূরে বনভূমি করি মুখরিত
ওই শুন হিমালয়,
ব্যাকুল আহ্বানে ডাকিছে উমায়
আকুল বিহগ চয়।
(গিরি) থেকে থেকে সবে গভীর গবজে
উঠে গো জীমূত ধ্বনি,
(সেই) অতীতের স্বর হৃদয় ভরিয়া
চমকি অমনি শুনি।
পতিত পত্রের মৃদু পরশনে
শ্রবণ বিবর মাঝে,

(বুঝি) আমাব উমার চবণ নূপুর
এখন তেমনি বাজে।
চকিতে চপলা যায় যবে চলি
উমার আভাস পাই,
তড়িত ববণী আমাব উমায়
ধবিতে অমনি ধাই।
শবত শশাঙ্ক অতি সমুজ্জল
কবিব অন্তবে ভাসে,
(মম) উমাপদ নখে আপনা বিকাতে
কত কোটী ইন্দু আসে।
জ্যোৎস্না পুলকিত স্নিগ্ধ হিমকণা
নিবখি পরাণ ঝরে,
জড়িত বোদনে প্রতি রশ্মি জালে
মা বোলে কে যেন স্মরে।
(গিবি) গগন চুম্বিত চারু সৌধ তব
সুদৃশ্য ঐশ্বর্য্য ভূপ,
উমার বিহনে হায় শৈলেশ্বব
নিবখি পাষাণ স্তূপ।
(আমি) গণি গণি দিন সাবাটি ববষ
চাহিয়া পথেব পানে,
কত মৌন ব্যথা মায়েব অন্তরে
তাহা কি জানে গো আনে।
আঁখি তাবা গলা তবল কুসুমে
সোহাগ রঞ্জিত হাবে
(মম) বুক ভবা ধনে সাজাব নিভৃতে
আন আন গিবি তাবে।
নীবস নিস্তব্ধ নগরী মাঝাবে
(তব) অতীত গৌরব রাশি
(মম) উমা শুভাগমে অনন্ত সৌন্দর্য্যে
উঠুক দিগন্তে ভাসি।
কব সুশাসনে পথ বিঘ্ন দুব
দুর্গা দুর্গা কম্বুনাদে
মিলন পুলক উৎসব উৎসাহে
যাও দলি অবসাদে।

জান না কি তুমি, মৈনাক জনক
(যাঁর) চরণে নমিত ধাতা
(সে যে) রাজ রাজ্যেশ্বরী শিব আহ্লাদিনী
মঙ্গলা গণেশ মাতা
(সে যে) আদরে সবার প্রাণের নন্দিনী
বাৎসল্যে স্নেহের রাণী

রহস্যে সঙ্গিনী বন্ধু পরিহাসে
প্রথম বৈদিক বাণী।
(সে যে) জ্যোৎস্নার আলোক
আঁধারে তামসী
সব রূপে রূপ তার,
ফুলে ফুলরেণু মেঘে ইন্দ্র ধনু
সে বিনা কে আছে আর

আগমনী।

বর্ষা অস্ত হইল, শরতে সারদাগমন জানাইতে আকাশ নির্ম্মল হইল; চাঁদের জ্যোৎস্নায় হাসি ফুটিয়া উঠিল, গন্ধ ছড়াইয়া সেফালি ফুটিয়া উঠিল।

মা আসিতেছেন; আগমনী চিহ্ন পূর্ব্ব হইতেই মায়ের আগমন সুচনা করিতেছে। বরষার পূতজলে ধৌত হইয়া ধরা সাজিয়া হাসিয়া উঠিল।

মায়ের ডাক যেন সবার কানে বাজিয়াছে, মার সাড়া পাইয়া সবাই হাসিয়া উঠিয়াছে।

মেনকা গিরিকে ডাকিয়া বলিতেছেন;

"যাও যাও গিরি আনগে গৌরী উমা আমার কত কেঁদেছে," উমা আনিবার জন্য গিরিরাজ সাজিয়াছেন।

মা আসিবেন, এস আমরাও সকলে সাজিয়া মায়ের জন্য অপেক্ষা করি। এ সাজা এ অপেক্ষা সে বড় সুখের, আমার ঈপ্সিত আমার চির আশার বাঞ্ছিত আমার দয়িত আমার হৃদয়ানন্দ আমার প্রিয় আসিতেছে আমি তাহার আসার আশায় প্রতীক্ষা বাসর সাজাইয়া কত অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে প্রীতিপূর্ণ নয়নে পথ পানে চাহিয়া বসিয়া আছি আহা—এ আগমন প্রতীক্ষা কত সুখের। মা আমার আনন্দময়ী, মায়ের সাড়া পাইয়া বিশ্ব জাগিয়া উঠিয়াছে। তার প্রকৃতি তাহারই তরে ব্যাকুল, তারে পাওয়াই শুধু কামনা, তাই প্রকৃতি সাজ সজ্জায় সাজিয়া পূর্ব্ব হইতে তার আগমন বার্ত্তা জানায়। প্রকৃতির সাড়ায় সবাই তাহার সহিত ফুটিয়া উঠে। মা আসিতেছেন।

মা আসিয়া তাঁহার আর্ত্ত তাপিত দুঃখী দীন কাঙ্গাল দুর্ব্বল সকল সন্তানকেই কোলে লইবেন, মা ভিন্ন তাঁহার আতুর অনাথ সন্তানের আঁখি নীর আর কে মোচন করিবে? মা যে জগজ্জননী সবার জননী। মার কোলে যাইতে কাহারও সঙ্কোচ করিতে হয় না, মল লুলিত বপু লইয়া শুধু মায়ের ক্রোড়েই উঠা যায়, মার কোলে বিচার করিয়া যাইতে হয়না, সেখানে ভয় ভাবনা কিছুই নাই; এ কোল বড় শান্তির স্থান, সর্ব্ব শঙ্কা রহিত পূর্ণানন্দের স্থল এই মাতৃ অঙ্ক। আমরা মায়ের শিশু মায়ের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছি মা আমার ষড়ৈশ্বর্য্য রূপিণী;

মা মা বলিয়া ডাকিলে মা আপনি আসিয়া আপনার অভয় কোলে তুলিয়া লইয়া সকল তাপ জ্বালা নিবারিত করিয়া দুরন্ত ভব ভয় হইতে মুক্ত করিয়া চির শান্তি মাখা পরম পদে মিলিত করিয়া চির বিশান্তি সুখ প্রদান করিবেন। মাই যে বরণীয়া ভগ-রূপা তেজঃ স্বরূপিণী।

আহা! সেই চন্দ্র কোটি সুশীতল অতি শীতল সুন্দর গৃহ, সেথা কোন সন্তাপ নাই ত্রিতাপ রহিত স্থান। সেই হৃদয় পুণ্ডরীক মধ্যে যেথায় গমন করিলে সমস্ত অধঃকোলাহল নিয়মিত হইয়া যায়, কুণ্ডলী বিবর কাণ্ড শোভিত ঊর্দ্ধ-প্রবাহিত অতি সূক্ষ্ম পথ, সেই জ্যোতির্ম্ময় পথে অতি ধীরে ধীরে চল, প্রতি জ্যোতির চক্রে চক্রে বিশ্রাম স্থান। সেথায় মায়ের নূপুরের মধুরধ্বনি শিঞ্জিত হইতেছে; মনে হইতেছে যেন মধু আস্বাদে পঙ্কজ ভ্রমে মধু গন্ধে আকুলিত অলিকুল গুঞ্জন করিতেছে. এই মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছ, যত উপরে উঠিতেছ তত যেন স্থির হইয়া যাইতেছ। ঊর্দ্ধে পদ্ম নিম্নে পদ্ম অতি বিস্তীর্ণ অতি অপূর্ব্ব সুন্দর সেই গৃহ, কত মণি মরকত প্রবাল রশ্মি দ্বারা সজ্জিত শোভান্বিত রহিয়াছে. কতশত রাগ রাগিণী মূর্ত্তিমতী হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, বহুবিধ সুমিষ্ট সুস্নিগ্ধ গন্ধরাশি দ্বারা গৃহ আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। জ্যোতিরাশি পরিপূর্ণ সেই পদ্মগৃহে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি রেখাত্রয়, অতি উজ্জল লোহিত বর্ণ বিন্দু ঊর্দ্ধে আর তাহার অধে শুভ্রনাদ, মধ্যে পুষ্প বেদি তদুপরি মনিময় রত্ন সিংহাসন। সর্ব্ব পাপ তম সংহারিণী সমস্ত তম নাশ করিয়া আপন রূপচ্ছটায় সর্ব্বত্র আলোকিত করিয়া সেই মণিময় আসনে বসিয়া আছেন। একরূপ কত সুন্দর। কনক প্রতিমা মণিসিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া ভক্তপ্রাণ পুলকিত করিতে বসিয়াছেন। আহা! এযে ভক্তেরই হৃদয় নিধি—ভক্ত প্রীতিপ্রদা।

সে রূপের তুলনা কে করিবে? কোটি শশী যে চরণে শোভা পায়; সেই রাঙ্গা চরণের রক্তচ্ছটায় যেন জবার আভা দেখা যাইতেছে, মনে হইতেছে চরণ পঙ্কজে পঙ্কজ রাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে! সে শোভা কত মনোহর! মণি মঞ্জির চরণ আভায় মলিন হইয়া যাইতেছে, নূপুর যেন কাঁদিয়া বলিতেছে বহুভাগ্য তাই চরণে স্থান পাইয়াছি কিন্তু চরণের যোগ্য কই হইলাম?

এই সরোজ বিকশিত যুগলচরণ ভক্ত হৃদ্‌কমলে কত সুন্দর? নির্ম্মল শুভ্র ভক্ত হৃদ্ কোকনদ তাহাতে মায়ের রক্ত চরণ কমল এক স্থানে যেন চন্দ্র সূর্য্য ফুটিয়া শোভা করিতেছে।

কত সুন্দর ওই রাম রম্ভা ঊরু, ক্ষীণ কটিতট, মৃণাল ভুজ যুগল কেয়ুর কঙ্কণে

ভূষিত। ওই উন্নত কুচ শোভা কত মনোহর! কম্বু কণ্ঠীর কণ্ঠের কণ্ঠ-মনিমালা কর্ণের কুণ্ডল চিন্ময় বপুঃতে পড়িয়া কত আভা ছড়াইতেছে। এরূপ কে ফুটাইবে? এরূপ কত সুন্দর তাহা ত বর্ণনা করা যায় না হেথা ভাব্ ভাষা সমস্ত নির্ব্বাক হইয়া যায়। শুধু দেখা,—কিন্তু তাহাও যে হয়না কোটি চক্ষে চাহিলেও দেখিয়া শেষ করা যাইবেনা। আর ওই অকলঙ্ক ইন্দু বদন যেথা চন্দ্রের সুধাও মলিন হইয়া থাকে, ওই বিম্ব-ওষ্ঠে মৃদু মন্দ ঈষদ হাস্য রেখা, ভুবন ভুলান হাসি হাসিতে ত্রিজগৎ বাধা পড়িয়াছে। তাহার পর ওই নয়ন, ওই করুণা ভরিত দয়মান দীর্ঘ নয়নে কুরঙ্গ ভঙ্গিতে চাওয়া, ওই নীল নলিনাভচোখে চেয়ে চেয়ে ডাকা, ললাটে সিন্দুরে বালভানুর বিন্দু শোভা কি অপূর্ব্ব সাজিয়াছে। ভক্ত কোন্ দৃষ্টিতে এরূপ দেখিবে? চক্ষে চক্ষু মিলিত হইবামাত্র সব স্থির হইয়া চক্ষে চক্ষু আটকাইয়া যায়।

যেন, "স্থির নয়ন জনু ভৃঙ্গ আকার মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার" নয়ন ভ্রমর মধু মাতল হইয়া আর উড়িতে পারেনা। এ দেখার ত শেষ নাই। ভক্তের ভাব রাজ্যের সীমা কে করিবে? তাই ভক্ত আপনা হারা হইয়া বলিয়াছেন।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"

ইহার পর পরশ—কত সাধে কত যত্ন অনুরাগে মালা গাথিয়াছ; অতি গোপনে যাইতে হইবে, সবাই ঘুমাইলে তবে তাহার সহিত সঙ্গ হয়। ইন্দ্রিয়বর্গ বড় বাদী তাই সকলকে ঘুম পাড়াইয়া যাইতে হয়। না হয় উহাদের সহিত সখীত্ব স্থাপন করাও ভাল। মনো-বন ভূমে অতি গোপনে মালা লইয়া তারে পরাইতে হয় কেহ যেন না জানে। মালা অঞ্চলে ঢাকিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়াছ, কিন্তু কেমন করিয়া দিবে; দিতে গিয়াও যেন পারেনা। শুধু নয়নে নয়ন পড়িল। কে জানে কেমন করিয়া কি যেন কি হইয়া গেল। শুধু কণ্টকিত কলেবরে পরশে পরশ মাখা, এ স্পর্শে কোন্ মধু স্পন্দন তুলিয়া ভক্ত প্রাণ পরি পুরিত করিয়া সারা বিশ্ব ভরিত করিয়া দিল তাহা কে বলিবে? তাই ভক্ত ভাব-ব্যাকুল হইয়া গাহিয়াছেন।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে'॥

সে আসিয়া যখন আদর করে স্পর্শ করে, তখন যে সব ভরিয়া উঠে কি যেন কি মত্ততা কি উচ্ছ্বাসে আকুল করিয়া রাখে। চির পুরাতনও নূতন হইয়া

যাকে। সে আসিয়া দাড়ায় বলিয়া হৃদয় পদ্ম অত সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে। ভক্ত ভাবে ভরিয়া তাই বলিয়াছে।

"তোমাতে যখন মজে আমার মন তখনই ভুবন হয় সুধাময়'।

মন যখন তাহাতে মগ্ন হয়, তখন তাহার সহিত কত খেলাই হয় তখন দ্বিতীয় কিছুই থাকে না। সেখানে শুধু সে আর তুমি; ইহাই ভাব রাজ্য, এই ভাব রাজ্যের মাঝে ভক্তের নিকট সে মাতা পিতা পুত্র সখা সখী সব সাজিয়া নিরন্তর খেলা করিতেছে। আহা! ভক্ত বলিয়াছেন-

মাতা রামো মৎপিতা রামচন্দ্রঃ স্বামী রামো মৎসখো রামচন্দ্রঃ।
সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালু নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে॥

ভাব রাজ্যে মাই আমার প্রাণেশ্বর। এ খেলা অনন্ত অনন্ত কালের জন্য। এ খেলার ত শেষ নাই সে খেলার সাথী চির নূতন যত খেলা তত মধু। সাধক ভক্ত আপন প্রেম রাজ্যে তারে পাইয়া তারে লইয়া তারে ছুঁইয়া নিত্য আনন্দে চির মগ্ন থাকেন।

নিত্য যিনি তিনি সদা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সবরূপে রূপ মিশাইয়া বিরাজ করিতেছেন, তিনি ত পূর্ণ, পূর্ণের আবার অভাব কোথা?

- তিনি নিত্যা পূর্ণা সত্যাও বটেন, কিন্তু তথাপি তিনি আপনার সন্তানদের জন্য আসেন; বিশেষ ভাবে সাজিয়া আসেন। বার বার আসেন, আসিয়া বার বার ভুল ভাঙ্গাইয়া জাগাইয়া দিয়া চলিয়া যান।

চিন্ময়ী মৃণ্ময় আবরণে স্বরূপ ঢাকিয়া কি বলেন? বলেন আয় আমার শিশু আমার কোলে আয়, আমার কোলের সন্তান আমা হারা হইয়া মাতৃহীন শিশুর মত কাহার মুখ চাহিয়া ফিরিবি? দেখ চেয়ে দেখ আমি চিন্ময়ী চৈতন্য রূপিণী। আমার এ মৃণ্ময় আবরণ কেন? এ আবরণ শুধু তোদেরই জন্য, অজ্ঞান জড়ত্ব মৃত্তিকা ভেদ কর, মায়ার ঠুলি খুলিয়া আপনার প্রতি দৃষ্টি কর; ক্ষুদ্র অহংনাশ কর, দেখিবে আপন রূপে উদ্ভাসিত আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন কিছুই নাই।

আমারই রূপ মাখিয়া এই জগৎ ভাসিয়াছে এই জল, স্থল, আকাশ বায়ু, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, চিত্ত, সঙ্কল্প, জ্ঞান, ধ্যান, বিজ্ঞান সমস্তই আমি; আমারই ইচ্ছায় আমাতে সমস্ত ভাসিয়াছে। এক মাত্র আমি আছি, আমি সত্য আর সব মিথ্যা। অন্তর বাহির যাহা কিছু সে সমস্ত আমিই। এই আমিই চৈতন্য স্বরূপ আত্মদেব, রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, রাধা, অন্নপূর্ণা আমারই প্রকট মূর্ত্তি এই সমস্ত। সব দিয়া তোরা আমারেই ভজনা করিয়া যা। ধার করা জিনিস শোধ

করিয়া একেবারে মগ্ন হইয়া আমার কোলে আয়। এ দীর্ঘ মোহ-স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া চৈতন্য হইয়া চৈতন্যময়ীকে দর্শন কর; ভয় কি? ওই দেখ মা অভয় দিতেছেন, মার ছেলে মার কোলে উঠিয়া জুড়াইয়া যাইব। মার ডাক শুনিয়া মার মুখ চাহিয়া মার নাম লইয়া সাধনা কর মাতৃবল আশ্রয় করিয়া সাধন বলে বলীয়ান হইব। ওই দেখ মায়ের রূপ।

জটাযুক্ত-সমাযুক্তা-মৰ্দ্ধেন্দু-কৃত শেখরাং।
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু-সদৃশাননাম্॥
অতসী পুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নব যৌবন-সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাম্॥
সুচারু দশনাং তদ্বৎ পীনোন্নত পয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গ স্থান-সংস্থানাং মহিষাসুর-মর্দ্দিনীম॥
মৃণালায়ত-সংস্পর্শ দশবাহু সমন্বিতাং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণ চাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমূর্দ্ধতঃ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বৎ দ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরচ্ছেদোদ্ভবং তদ্বৎ দানবং খড়্গ পাণিনং।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং॥
রক্ত রক্তী কৃতাঙ্গঞ্চ রক্ত বিস্ফুরেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগ পাশেন ভ্রুকুটি কুটিলাননং॥
সপাশ বাম হস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধির—বক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃসিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বাম-মঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥

দেখ মার রূপ কত সুন্দর? বরাভয় অসিযুক্ত করে মা প্রতিনিয়ত সাথে সাথে রহিয়াছেন। সন্তানের দোষ পদে পদে, কিন্তু মা যে ক্ষেমঙ্করী; অশান্ত সন্তানের শাসনের জন্য মাতৃকরে অসি ধরা। মা! বড় দুরন্ত কামনা-সুর, আশ্বাসপ্রদা আশ্বাস দায়িনী মা এস ঘোরারূপে একবার এস, এ অহংগর্ব্বিত দুরন্ত মহিষাসুরকে পদদলিত করিয়া মহিষ মর্দ্দিনী সাজে সাজিয়া দাড়াও।

দেব শক্তিরূপা শরণাগত দুঃখ-নাশিনী মা! প্রসন্ন হও।

অসুর-দমন-কারিণী মা। এদুরন্ত অসুর ভয়ে বড় ভীত বড় কাতর হইয়াছি মাগো! প্রসন্ন হও।

দেবিপ্রসন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ।
প্রসীদ মাত র্জগতোঽখিলস্য॥
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বম্।
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

মা! বিপদার্ত্তি জনের একমাত্র গতি, অখিল জগৎ জননী তুমি প্রসন্না হও, তুমিই জগত সৃজন পালন লয় রূপা জগতের নিয়ন্ত্রী বিশ্বেশ্বরী শরণাগতকে রক্ষা কর, প্রসন্ন হও।

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্ত বীর্য্যা।
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া॥
সংমোহিতং দেবি সমস্ত মেতৎ।
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ॥

মা! তোমার মহিমা অপার, বৈষ্ণবী শক্তিরূপা অনন্ত শক্তি তুমি, তুমি মহামায়া তোমারই মায়ায় তুমি এ বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, নিখিল জগতের মূল কারণ তুমি তুমি প্রসন্ন হও তোমার কৃপা হইলে এ দুরন্ত ভবপাশ অনায়াসে মোচন হইবে, মা! তুমি প্রসন্ন হও। যেমন স্মরণ মাত্রে অসুর কুল ধ্বংশ করিয়া শত্রু ভয় ভীত সুরগণকে রক্ষা করিয়াছিলে, তেমনই তোমার স্মরণ মাত্রে আমার কামক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য রূপী প্রবল প্রতাপান্বিত দুরন্ত শত্রুকুলকে শমিত করিয়া শান্তি-রূপিণী শান্তি প্রদান কর। জগদ্দুঃখ নাশিনি জগতের দুঃখ দূর কর তুমি প্রসন্ন হও প্রণত জনগণের অভিষ্ট প্রদান কর ত্রিলোক বন্দনীয়া তুমি প্রসন্ন হও। এস মা! আমরা মানসাকাশে তোমার ওই অনুপম অনন্ত রূপ সাগরে সব হারা হইয়া মিশাইয়া যাই। আর কি বলিব আবার বলি তুমি প্রসন্ন হও।

বালার্ক-চুম্বিত অলক্তরঞ্জিত ওই চরণ কমল যুগলে সর্ব্বস্ব লুটাইয়া লুটাইয়া বার বার প্রণাম করি।

সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তুঽতে॥

আবার বলি—শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরেদেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শঙ্খচক্র গদাশার্ঙ্গ গৃহীত পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবী রূপে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণু পূজা করিলে পূজার ফল কিছুই হয় না।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"জ্ঞাত্বা বৈশ্বানরং দেবং সোঽহমাত্মেতি যা মতিঃ"।

পরম পুরুষের কথা শ্রবণ মনন ইত্যাদি করিয়া তাঁহাকে পরমচৈতন্য জানিয়া আমিই সেই চৈতন্য, এই বুদ্ধি যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ উপাসনা হইলনা।

ভ্রুবোর্মধ্যেঽন্তরাত্মানং ভারূপং মনসালোক্য সোঽহংত্বামিতি।

ভ্রূমধ্যে জ্যোতিরূপ আত্মাকে মানস চক্ষে দেখিয়া সেই আমি না বলা পর্য্যন্ত ঠিক্ ঠিক্ পূজা হয় না।

শিব এব স্বয়ংভূত্বা সোঽহমাত্মেতি যা বুদ্ধিঃ ইত্যাদি।

আপনি শিব হইয়া আত্মাই সেই এই বুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত পূজা হয় না।

শিবোভূত্বা শিবাং যজেৎ। শিব হইয়া শিবাকে ভজিতে হয়। বিদ্যাতত্ত্ব গায়ত্রীর সাহায্যে জীবকে ভূবাদি সপ্তলোকের পারে লইয়া যান, পরে আমিই সেই এই ভাবনা করিতে করিতে গায়ত্রী জপ করিতে হয়। যেখানে ভজনের কথা আছে সেইখানেই পাওয়া যায় যাঁহাকে পূজা কর তিনি হইয়াই তাঁহাকে পূজা করিতে হয়। সাধারণের মুখেও এই কথা পাওয়া যায় "হরি হ'য়ে বল হরি"। এই কথা পূর্ণ সত্য কথা। আমি চৈতন্য। চৈতন্যের কখন খণ্ডও হয় না অংশও হয় না। কাজেই আমিই সেই অখণ্ড চৈতন্য, সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্য। তথাপি অবিদ্যা বলে, নিজের কল্পনার মোহে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়াছি, বহুদিন ধরিয়া করিয়া ফেলিয়াছি। তাই সত্য কথাটি জানিয়াও অবিদ্যাকল্পনা ত্যাগ করিতে পারিনা। সেই জন্য ভুল খণ্ড চৈতন্য অখণ্ড চৈতন্যের কাছে প্রার্থনা করে ঠাকুর আমার অবিদ্যা কালিমা মুছিয়া দাও, আমার স্বকৃত অজ্ঞান দূর কর, আমাকে ষড়ূর্ম্মি জাল হইতে মুক্তি দাও, দেহের বন্ধন, প্রাণের বন্ধন, মনের বন্ধন হইতে পরিত্রাণ কর এই জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন। বুঝিতেছ পরাভক্তির সাধনাতে ধ্যানও আছে এবং ধ্যান না পারিলে কর্ম্মার্পণও আছে।

মুমুক্ষু। মা জ্ঞানের সামর্থ্য কাহার হইয়াছে এ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

শ্রুতি। কি বলিবে বল। কুণ্ঠিত হইও না। এই সমস্তই সাধনার কথা। সাহিত্যে পুনরুক্তি, দোষের হইতে পারে কিন্তু সাধনায় পুনরুক্তিই প্রয়োজন; কি জানিতে চাও বল।

মুমুক্ষু। ঋষিগণ সকলেই কি এই কথাই বলিতেছেন?

শ্রুতি। বেদের কথা ভিন্ন ঋষিগণ স্বকপোল কল্পিত কোন কিছুই উপদেশ করিতে পারেন না। যাহারা বলে এই যে কথা একথা বেদেও নাই তাহারা মুর্খ। সেই যে ভগবান্ একথা তাহারা ধারণা করিতে পারেনা বলিয়া "বেদেনাই" বলিয়া দম্ভ করে। তুমি শঙ্করের মত বলিয়াছ, এখন তুমি বল ব্যাস, বাল্মীকি জ্ঞানের পাত্র সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?

মুমুক্ষু। ভগবান্ ব্যাসদেব বলিতেছেন "নিষ্কল্মষোঽয়ং জ্ঞানস্য পাত্রং সৌ নিত্যভক্তিমান্"। এই মহাবীর জ্ঞানের পাত্র কারণ ইনি আমার জন্য কর্ম্ম করিয়া, আমাতে সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ করিয়া পাপশূন্য হইয়াছেন। আর ইনি আমাতে নিত্য ভক্তিমান্ এই জন্য ইনি জ্ঞানের পাত্র। যিনি বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা চিত্তের মল যে রাগ ও দ্বেষ—যিনি এই রাগ দ্বেষ রূপ পাপক্ষয় করিয়াছেন, যিনি সকল ভাবনা, সকল বাক্য, সকল কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া নিত্যভক্তিমান্ হইয়াছেন তিনিই জ্ঞানের যোগ্য পাত্র। তন্ত্রশাস্ত্রে মহাদেব এই কথাই বলিতেছেন—

কর্ম্মণা লভতে ভক্তিং ভক্ত্যা জ্ঞানমুপালভেৎ।
জ্ঞানান্মুক্তির্মহাদেবি সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে॥

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবার অভ্যাস হইতে ভক্তি জন্মে। ভক্তির কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানের পাত্র হওয়া যায়। জ্ঞানের অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে তবে সংসার মুক্তি বা অজ্ঞান মুক্তি।

শ্রুতি। এখন বল ভগবান্ বাল্মীকি জ্ঞানের অধিকারী সম্বন্ধে কি কি বলিয়াছেন?

মুমুক্ষু। শ্রীশ্রীমহারামায়ণে ভগবান্ বাল্মীকি মুমুক্ষু রাজা অরিষ্টনেমীকে বলিতেছেন।

অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যামিতি যস্যাস্তি নিশ্চয়ঃ।
নাত্যন্তমজ্ঞো নোত জ্ঞঃ সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারবান্॥

জ্ঞান শাস্ত্রে অধিকারী তিনিই যিনি নিশ্চয় করিয়াছেন আমি বদ্ধ, আমি মুক্ত হইবই। জ্ঞানের পাত্র যিনি তিনি অত্যন্ত অজ্ঞও নহেন আর জ্ঞানীও নহেন। নদীপার হইলে যেমন নৌকার প্রয়োজন থাকে না সেইরূপ যিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার কোন কিছুতেই প্রয়োজনও নাই, অপ্রয়োজনও নাই। [illegible] তিনি বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধই থাকেন। যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম বায়ুতে

স্পন্দিত হইলেও, যখন বায়ু প্রবাহিত না হয় তখন তিনি স্বরূপ বিশ্রান্তিতে থাকেন। জ্ঞানী সকল উপদেশের পারে গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার জন্য কোন উপদেশের আর প্রয়োজন নাই। আর যিনি অত্যন্ত অজ্ঞ তাঁহাকেও জ্ঞানের উপদেশ করা বৃথা।

অথাস্মিন্ গ্রন্থে কোঽধিকারী? কিমজ্ঞ উতজ্ঞঃ? নাদ্যঃ। তস্য দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিদার্ঢ্যেণ রাগিতয়া চ মুমুক্ষাবিরহাৎ। ন চ বিষয়দোষঃ দর্শনাৎ জননমরণাদি দুঃখদর্শনাচ্চ তস্যৈব বৈরাগ্যোদয়েচ্ছয়া মুমুক্ষাসম্পত্ত্যধিকার ইতি বাচ্যম্।

অত্যন্ত অজ্ঞ যাহারা তাহাদের দেহাদিতে দৃঢ় আত্মবুদ্ধি জন্মে। দেহটাই আমি, প্রাণ আমি, মন আমি এই বুদ্ধি যাহাদের তাহারা দেহ প্রাণ মন ইহাদিগকেই সুখী করিতে চায়। ইহারা জননমরণ, ক্ষুধা পিপাসা, শোকমোহ এই ষড়ূর্মি হইতে দূরে থাকিতে চায় কিন্তু পারে না বলিয়া দুঃখ পায়, দেহের, প্রাণের বা মনের সুখের বাধা যেখানে সেইখানেই ইহাদের ভয়ঙ্কর রাগ দ্বেষ জন্মে। দেহে আত্মাভিমান করিয়া ইহারা মনের গোলামী করে। মন যেখানে যাহা আশা করে তাহার ভঙ্গ হইলেই ইহারা মনের জ্বালায় বড় অশান্তি ভোগ করে। ইহাদের মুমুক্ষা বা সংসার মুক্তির ইচ্ছা পর্য্যন্ত জাগে না। ইহাদের বিষয় দোষ দর্শন না থাকায়, জননমরণাদি দুঃখ দর্শন না থাকায়, ইহাদের বৈরাগ্য উদয়ের ইচ্ছা পর্য্যন্ত থাকেনা। কাজেই মুমুক্ষাসম্পত্তিতে ইহাদের আদৌ অধিকার নাই।

যেমন অত্যন্ত অজ্ঞের জ্ঞানে অধিকার নাই সেইরূপ জ্ঞানীর কোন কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

জ্ঞও অধিকারী নহেন অজ্ঞ ও নহেন তবে অধিকারী কে? যিনি জানিতেছেন যে অনাদি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আমি সংসার কারাগারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, বহু বহু বার ধরিয়া জনন মরণাদি দুঃখ ভোগ করিতেছি, আহা! আমার এই মৃত্যু সংসার দুঃখের পার কোথায়? আমি কিরূপে এই মৃত্যু সংসার সাগর পার হইব?

অহো! একমাত্র আত্মজ্ঞানই শোকমুক্তির উপায়। শ্রুতি বলিতেছেন **"তরতি শোকমাত্মবিৎ"** আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শোকমুক্ত হইবই। সংসারের তাড়া খাইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবার দৃঢ় ইচ্ছা যাঁহার জন্মিয়াছে, সেই সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন সাধকই মুমুক্ষু। মুমুক্ষুই জ্ঞানের পাত্র। মুমুক্ষুর জন্যই এই বেদমন্ত্র।

শ্রুতি। জ্ঞানে যিনি অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার কার্য্য সমূহের বিস্তৃত বিবরণ তুমি দিয়াছ।

আমি সংক্ষেপে উপসংহার করিতেছি শ্রবণ কর। ঈশ্বর আছেন, এই বিশ্বাস প্রথমেই আবশ্যক। ধ্যান করিতে পারিলেই জ্ঞানী হওয়া যায়। যাঁহারা ধ্যান না পারেন তাঁহাদের জন্য কর্ম্মার্পণ। সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে অভ্যাস কর। ইহাতে ভক্তি দৃঢ়া হইবে। বিনা ভক্তিতে জ্ঞান লাভ হইতেই পাবে না। সেই জন্য শ্রীগীতায় আমি যে ক্রম দিয়াছি তাহা ভাল করিয়া মনন কর।

আরুরুক্ষু, যোগী, যুক্ততম্ এবং জ্ঞানী এই গীতার ক্রম। আরুরুক্ষুর জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম। তাহার পরে একান্তে আত্মসংস্থ হইবার জন্য যোগপথ। যোগের সাহায্যে মন যখন আত্মাকে ছুঁইতে পারিবে তখন ভাবনায় তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। এই অবস্থায় যোগীর ঈশ্বর পরায়ণতা পূর্ণতার মুখে ছুটিবে। এই অবস্থায় যোগী শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিরন্তর মানসে ঈশ্বর পূজা করিবেন এবং বাহিরে সর্ব্বত্র ঈশ্বর স্মরণ করিতে অভ্যাস করিবেন। ইহাই যুক্ততম অবস্থা লাভের চেষ্টা। ইহাতে যোগী পরাভক্তি বা অভেদভক্তির আভাস পাইবেন। ইহার পরে জ্ঞান। আত্মজ্ঞানে সমর্থ যিনি তাঁহার কার্য্য বলিতেছি **ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং** ইত্যাদি।

মুমুক্ষু। মা! আপনার করুণা অনুভব করিয়া আমি ধন্য হইয়া যাইতেছি। এখন প্রথম মন্ত্রের মধ্যে যে যে কার্য্যগুলি আছে তাহা যেরূপে করিতে হইবে তাহাই জানিতে ইচ্ছা।

শ্রুতি। করণীয় বিষয় গুলি আলোচনার পূর্ব্বে যাহা আলোচনা করা হইল এবং আরও যাহা আলোচনা করিতে বাকি রহিল তাহা মূলমন্ত্র হইতে কিরূপে আসিতেছে তাহাই প্রথমে বল; নতুবা লোকে বলিবে "ঈশাবাস্য" বলিতে গিয়া এত বিষয় অবতারণা করা ঠিক হইতেছেনা।

মুমুক্ষু। মা! একথা যাহারা ভাবিবে তাহারা পুস্তকের কথা মাত্র শুনিতে চায়—শ্রবণের পরে কি করিলে যাহা শ্রবণ করা হইল সেইরূপ হওয়া যায় তাহা একবারও মনে করেনা। আমি শুধু শ্রবণের জন্য শ্রুতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই।

শ্রুতি। আচ্ছা এখন বল শ্রুতিমন্ত্র হইতে এই সব আলোচনা উঠিতেছে কিরূপে?

মুমুক্ষু। এই বেদমন্ত্র মত চলিতে হইলে কিরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে, কে চলিতে সমর্থ সেই বিষয় এতক্ষণ আলোচনা করা হইল। এখন বাকি রহিল এই

বেদমন্ত্র মত চলিবার সামর্থ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা কিরূপে চলিবেন ইহা নিশ্চয় করা।

শ্রুতি হাঁ। এখন বল কি জানিতে চাও।

মুমুক্ষু। ঈশাবাস্য শ্রুতি মত আচরণ করিব কিরূপে অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারা জগৎকে আচ্ছাদন করিব কিরূপে ইহা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করি ইহা করিয়া কি হইবে? ঈশ্বরের দ্বারা জগতকে আচ্ছাদন করিলে কি হয়?

শ্রুতি। বৎস! ঈশ্বরই এই সমস্ত যদি ইহা ভাবনা করিতে পার তবে তোমার যাহা লাভ করা হইল তাহার কাছে অপর লাভ আর বেশী মনে হইবেনা। ইহা করিতে পারিলে তুমি জীবন সফল করিতে পারিলে, তুমি আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে। আর কোন দুঃখ নাই আর কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই আর কোন বন্ধন নাই তুমি ঈশ্বরের মত হইয়া রহিলে; তখন যাহা ইচ্ছা কর কোন ক্ষতি নাই।

মুমুক্ষু। মা! ঈশ্বরই জগৎ এই ভাবিতে পারিলে দুঃখ দূর হইবে কিরূপে বন্ধন দশা হইতে মুক্ত হইব কিরূপে তাহা আর একবার বলুন।

শ্রুতি। অতি সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর পরে বিশেষভাবে শ্রবণ করিও। ভ্রমজ্ঞানে একবস্তুকে অন্যরূপে দেখা হইয়া যায়। যেমন ভ্রমজ্ঞানে রজ্জুকে সর্প বলিয়া দেখা হয়। যে যাহা তাহাকে সেইরূপে না দেখিয়া যখন অন্যরূপে দেখ তখন দ্রষ্টাই দৃশ্য হইয়া দৃশ্যের সমস্ত দোষে আপনাকে কলঙ্কিত মত বোধ করেন। আত্মা যখন অনাত্মাকে দর্শন করেন তখন নির্দ্দোষ আত্মায় অহংভাব জাগে বলিয়া ঐ অহংকার বিমূঢ় আত্মায় অনাত্মার সমস্ত দোষ আসিয়া যায়। ইহাই দুঃখের মূল কারণ। স্থূল জগৎ, স্থূল দেহ; সূক্ষ্মজগৎ, সূক্ষ্মদেহ বা মন, কারণ দেহ বা অজ্ঞান এই সমস্তই অনাত্মা।

যতদিন দৃশ্যদর্শন আছে ততদিন দুঃখও আছে। চৈতন্যই দ্রষ্টা। চৈতন্য যখন আপনি আপনি থাকেন তখন কোন দুঃখ নাই। যখনই ইহাতে দ্রষ্টাভাব জাগে তখনই ইনি দুঃখী হয়েন। দ্রষ্টাভাব জাগিলেই চৈতন্য তিন ভাবে প্রকাশিত হয়েন। একটা দৃষ্টান্তগ্রহণ কর। "আমি ইহা দেখিতেছি" এখানে "আমি" দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা, "ইহা" হইতেছে দৃশ্য বা জ্ঞেয় আর "দেখিতেছি" ইহা হইতেছে দর্শন বা জ্ঞান। চৈতন্যে আমি বোধটি যখন ফুটিল তখন হইতেই অবিদ্যার কার্য্য আরম্ভ হইল, তখন হইতেই চৈতন্যের পরিচ্ছিন্ন ভাব হইল। "ইহাটি"তে চৈতন্যের

বিষয় হওয়া ভাব জাগিল অর্থাৎ চৈতন্যই দৃশ্য হইয়া বিষয় হইলেন। চৈতন্যই আছেন, চৈতন্যই বিষয়রূপে ভাসিতেছেন। আকারটি মিথ্যা। মৃত্তিকাজ্ঞানে হাঁড়ি কলসী ভেদ যেমন থাকে না সেইরূপ চৈতন্য জ্ঞানে যতই চৈতন্য হইয়া যাওয়া যায়, ইহা, উহা, তাহা এই ভেদজ্ঞান, থাকে না। আর "জানিতেছি" বা "দেখিতেছি" ইহাতে সম্যক্ দর্শন হইতেছে না। সম্যক্ দর্শন না হওয়ায় ব্রহ্মকেই দৃশ্যরূপে দেখা হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ত্রিপুটি ভাবেই সমস্ত দুঃখ। ত্রিপুটি-তেই ভেদদৃষ্টি। ভেদদৃষ্টিতেই অবিদ্যার বিলাস। যখন ভেদদৃষ্টি পরিহারে অবিদ্যার বিলাস দূর হয়, তখন সমস্তই চৈতন্য।

তবেই দেখ দৃশ্য দর্শনে চৈতন্যে ত্রিপুটী ভাব আসিবেই। জগৎ দর্শন যতদিন থাকিবে ততদিন জীব বন্ধন দশায় পড়িয়া আপনাকে খণ্ডিত, আপনাকে অল্পশক্তি বিশিষ্ট মনে করিয়া দুঃখ পাইবেই।

ব্রহ্মচৈতন্যে জগৎ দর্শনও নাই দুঃখও নাই। জীব ভাবের উদয়ে [কিরূপে জীব ভাবের উদয় হয় পরে শুনিও] জীবের মধ্যে একটি অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান কার্য্য করে। অজ্ঞানটাই অবিচার। বিচার যেমন নির্ম্মল বুদ্ধির কার্য্য অবিচারও সেইরূপ মলিন বুদ্ধির কার্য্য। অজ্ঞানটা মায়া দ্বারা জন্মে, কেন জন্মে ইহা বলা যায়না সেই জন্য বলা হয় স্বভাবতঃ জন্মে। জন্মিয়া প্রকৃতিতে ইহার অভিব্যক্তি হয়। মায়াদ্বারা অজ্ঞানের অভিব্যক্তিটাই জগৎ। জগৎটা অজ্ঞানের শরীর। অজ্ঞান ও অজ্ঞানের শরীর, এই জগৎ, এই দুইএ কিছুমাত্র ভেদ নাই। অজ্ঞানের নাম যেমন অবিচার সেইরূপ বিচারটি আত্মারই প্রকাশ, ইহা আত্মাতেই আবি-র্ভূত হয়েন। এই বিচার—জীব-আত্মাতে আবির্ভূত হইয়া অবিচারের দেহ এই জগৎকে বিনাশ করে। ইহাই অজ্ঞানের নাশ।

বুঝিতেছ বন্ধনই দুঃখ। বন্ধন না থাকিলেই সুখ। মনে কর একজন স্বপ্নে দেখিল কতগুলি চোর তাহাকে বাঁধিল। যতক্ষণ স্বপ্ন ততক্ষণ দুঃখ, জাগিলেই স্বপ্ন—দুঃখের উপশম। মিথ্যাস্বপ্ন যেমন দুঃখ দেয় সেইরূপ জীবের অজ্ঞান স্বপ্নে এই জগৎ দর্শন দুঃখ। দীর্ঘ অজ্ঞান স্বপ্নে এই পরিদৃশ্যমান্ দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রথমে সূক্ষ্ম সঙ্কল্পাকারে, পরে স্থূল জগদাকারে দাঁড়ায়।

কাজেই দৃশ্যজ্ঞান যতদিন আছে ততদিন বন্ধন আছেই; দুঃখও আছেই। যতদিন জগৎ আছে ততদিন জগৎদর্শন আছে; এজন্য দুঃখও আছে। জগৎ দর্শনটা যদি ঈশ্বর দর্শনে পরিসমাপ্ত হয় তবেই আত্মা আপনি আপনি থাকিয়া সুস্থ হয়েন।

সংসার যে দুঃখের মূর্ত্তি ইহা কেনা জানে? জগৎ থাকিলে চিন্তা থাকিবেই। চিন্তাই দুঃখ। দেহ দেখিয়া দেহকেই অহংবোধ করা, দৃশ্য দর্শনে আমি সুখী মনে করা, ইহাই আধিপঞ্জর।

বশিষ্ট দেব বলিতেছেন বিষমোহতিতবাং সংসারবোগো ভোগীব দশতি, অসিরিব ছিনত্তি, কুন্তইব বেধয়তি, রজ্জুরিবাবেষ্টয়তি, পাবকইব দহতি, রাত্রিরিবান্ধয়তি, অশঙ্কিত পরিপতিত পুরুষান্ পাষাণইব বিবশী করোতি, হরতি প্রজ্ঞাং নাশয়তিস্থিতিং, পাতয়তি মোহান্ধকূপে, তৃষ্ণা জর্জ্জরী করোতি, ন তদস্তি কিঞ্চিদ্দুঃখং সংসারী যন্ন প্রাপ্নোতি।

বিষম সংসার রোগ, সংসারী পামর জনগণকে কখন বিষধর সর্পের মত দংশন করে, কখন ক্ষুরধার অস্ত্রের মত ছেদন করে, কখন কুন্তাস্ত্রের মত বিদ্ধ করে, কখন রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করে, কখন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মত দগ্ধ করে, কখন অন্ধকার রজনীর মত চক্ষুহীন করে, কখন বা মোহাচ্ছন্ন, বিষয়পতিত, অনাশঙ্কিত পুরুষের প্রতি মস্তক পতিত পাষাণখণ্ডের ন্যায় মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত করায়। এই দীর্ঘসংসার রোগ বিবেকদৃষ্টি হরণ করে, মর্য্যাদানাশ করে, মোহান্ধকূপে নিপাতিত করে, ভোগাভিলাষতৃষ্ণায় জর্জ্জরিত করে। এমন কোন দুঃখ নাই যাহা সংসারীকে ভোগ করিতে না হয়।

ঈশাবাস্য উপনিষদ্ বলিতেছেন যদি সংসার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাও তবে পরিদৃশ্যমান্ সমস্ত বস্তুকে ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন কর। এইরূপে জগৎ আর রাখিওনা। জগৎকে ত্যাগ করিয়া আত্মাকে আপনি আপনি ভাবে ভোগ কর আর কোন বিষয় আকাঙ্ক্ষা বা জগৎ ভোগাকাঙ্ক্ষা তুলিও না।

মুমুক্ষু। যা দৃশ্যাদর্শনই বন্ধন, ইহাই দুঃখ এই তত্ত্ব বিশেষ সাবধানতার সহিত পুনঃ পুনঃ বিচার করা আবশ্যক। আমি একরূপ ইহা ধারণা করিয়াছি। কিন্তু আমার শেষ প্রশ্ন কিরূপে ঈশ্বর দ্বারা জগৎ আচ্ছাদন করিব ইহা যখন আপনি বুঝাইবেন তখনও জগৎদর্শনের কথা আসিবে। এখন আপনি কৃপা করিয়া বলুন ঈশ্বরের দ্বারা জগৎ আচ্ছাদন করিব কিরূপে।

শ্রুতি। তোমার শঙ্কা কি তাহাই বল তবে সমাধান সহজে হইবে।

মুমুক্ষু। ঈশ্বর ত চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ। ঈশ্বর নিরবয়ব। অবয়ব বিশিষ্ট বস্ত্র দ্বারা অবয়ব বিশিষ্ট ঘটকে আচ্ছাদন করা যায় কিন্তু নিরবয়ব ঈশ্বর দ্বারা আকার বিশিষ্ট এই জগতকে আচ্ছাদন করিব কিরূপে?

শ্রুতি। এই জন্যই ত জগৎটা কি ইহার বিচার চাই। শান্তিমন্ত্রে জগৎ কি

ইহা বলিয়াছি। স্মরণ কর সেখানে বলা হইয়াছে মূর্খলোকে জগতের আকার দেখে আর জগৎকে সত্য দেখে, বিচারবান্ জগৎকে অনির্ব্বচনীয় বলেন কিন্তু জ্ঞানী জগৎ নাই দেখেন, জগৎ উঠে নাই জানেন; একমাত্র ঈশ্বরই জগৎরূপে ভাসেন যতদিন অজ্ঞানের লেশ মাত্রও থাকে; কিন্তু যখন ঈশ্বরকে জানা হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ দেখা যায় জগৎ বলিয়া কোন কিছুই নাই কোন কিছুই ছিলনা কোন কিছুই কখন থাকিবেওনা। ভ্রমজ্ঞানে রজ্জুকে যেমন সর্প বলিয়া দেখা হইয়া যায় আর রজ্জুকে জানিলে যেমন বুঝা যায় সর্পটা আদৌ নাই, সর্পটা অজ্ঞানের কল্পনামাত্র সেইরূপ এখানেও দেখা যায় জগৎটা জীবভাব নিহিত অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র। ফলে ঈশ্বরই আছেন জগৎ নাই।

মুমুক্ষু। ভগবতি! আপনি ত ঈশ্বরকে চৈতন্যই বলিতেছেন; অর্থাৎ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, আত্মা ইঁহাদের চৈতন্যভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই এই সকলই এক চৈতন্য তাহাই বলিতেছেন?

শ্রুতি। হাঁ। চৈতন্যই বস্তু। ইনি নিরবয়ব; উপাধি উঠিলেই ইনি কখন ঈশ্বর, কখন জীব। মায়া ঈশ্বরের উপাধি আর অবিদ্যা বা বুদ্ধি জীবের উপাধি। **मयि जीवत्वमीशत्वं कल्पितं वस्तुतो नहि।** চৈতন্যে মায়ার কল্পনায় জীব ভাব ও ঈশ্বর ভাব উঠে।

মুমুক্ষু। ব্রহ্মে জীবভাব কিরূপে উঠিল, জগৎটাই বা কিরূপে আসিল এই সম্বন্ধে আপনার কথা শুনিয়া তবে জগৎকে ঈশ্বর দ্বারা তিরোধান করিতে হইবে কিরূপে তাহাই শুনিব।

শ্রুতি। শ্রবণ কর ব্রহ্মে জীবভাব কিরূপে উঠিল এবং জগদিন্দ্রজাল কিরূপে ভাসিল।

মুমুক্ষু। বলুন।

শ্রুতি। আত্মা চিদাকাশবপু। আত্মার স্বরূপ আকাশের ন্যায় নিরাকার—কেবল চৈতন্য। আত্মাই জীব হইয়া জগৎ দেখিতেছেন পরন্তু সে দেখা স্বপ্ন-দর্শনের অনুরূপ। যেমন বস্তু না থাকিলেও স্বপ্নে একটা মিথ্যাকে বস্তুরূপে দেখা যায়, সেইরূপ জগৎ না থাকিলেও তাহার দর্শন ঘটনা ঘটিতেছে।

শুদ্ধ অস্পন্দ চিৎ যিনি তিনিই আত্মা। আত্মার আর একটি স্বভাবও স্বভাবতঃ উঠে। অথবা মানুষের যেমন সঙ্কল্প উঠে সেইরূপে আত্মা সঙ্কল্প তুলিতেও পারেন আবার সঙ্কল্পশূন্য হইয়া অস্পন্দস্বভাবেও থাকিতে পারেন। সৃষ্টিকালে আপনি আপনি যিনি তিনিই আপনার মায়া শক্তি আশ্রয় করিয়া মায়াধীশ হইয়া বিলাস করেন।

হইয়াছে। অতএব সম্মিলিত উদ্গীথশব্দের অর্থ হইতেছে—ঋক্ ও সামরূপ অংশ-দ্বয়ে বিভূষিত অপাপবিদ্ধ ওঙ্কারমূর্ত্তি ভূমা পুরুষ। ভগবতী শ্রুতি পূর্ব্বে 'বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সাম' বলিয়া যে ঋক্ ও সামের পরিচয় করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, তোমার স্মরণ আছে। পূর্ব্বে আপ্তি-গুণের বর্ণনা-প্রসঙ্গে যে বিশুদ্ধসত্ত্বময় প্রণব, পূর্ণকাম ও সর্ব্বকামদাতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন, সেই প্রণবই এখানে 'উৎ' নামে অভিহিত। আর সৃষ্টি-লীলায় এই প্রণব-মূর্ত্তি একপাদে রজোবিক্ষুব্ধ হইয়া যে স্পন্দধর্ম্মী মহাপুরুষ-রূপে পরিণত হয়, সেই বিশ্বপ্রাণ হিরণ্যগর্ভ-পুরুষই এখানে সামনামে পরিচিত. আর স্পন্দন সহচরী বাক্ই ঋক্-রূপে অভিহিত। ভগবতী শ্রুতি সমগ্র সৃষ্টি-সাগর মন্থন করিয়া তিনটি সার পদার্থ নিষ্কাশিত করিয়াছেন---উদ্গীথ, প্রাণ ও বাক্। সমগ্র জগতের অন্তস্তলে যে অখণ্ড সাত্ত্বিক সত্তা বিরাজমান, তাহাই ঈশ্বর-চৈতন্যের বাচক উদ্গীথ। অনন্তর যে বিপুল রজোবিক্ষোভ সেই জ্যোতির্ম্ময় অখণ্ড সত্ত্ব-সত্তাকে সপ্তদশ অবয়বে পরিণত করিয়া বিরাট্ লিঙ্গদেহরূপে প্রকটিত হয়, উহাই বিশ্বপ্রাণ হিরণ্যগর্ভ। তৎপর স্পন্দন-সহচরী যে শব্দশক্তি স্থুল নামরূপাত্মক জগৎ-সম্তান ক্রোড়ীকৃত করিয়া অভিব্যক্ত, তাহাই বাক্। ফলে ভূ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি যাহা কিছু জাগতিক পদার্থ, তৎসমুদয়ই এই বাক্প্রাণ-দম্পতির ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র—বিচিত্র বিভূতি মাত্র, ইহা পূর্ব্বে ও তোমাকে বলা হইয়াছে। শ্রুতির উপহৃত এই বিজ্ঞানের আলোকে কর্ম্মের অঙ্গীভূত ঋক্ যখন জগজ্জননী বাক্ রূপে পরিচিত হয়েন, তখন তাহাতে পৃথিবী ভাবনা করা উদ্ভট কল্পনা নহে, বরং সীমা-শূন্য বাক্-সাগরে পৃথিবী-ভাবনা ক্ষুদ্র বুদ্বুদ মাত্র। বৎস, আপাততঃ এই পর্য্যন্তই তুমি মনন কর, পরে আর ও স্পষ্ট করিয়া তোমাকে এই বিষয় বলিব।

দ্যৌরেবর্গাদিত্যঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সামগীয়তে, দ্যৌরেব সাদিত্যোঽমস্তৎসাম ॥২॥ নক্ষত্রাণ্যেবর্ক্ চন্দ্রমাঃ সাম, তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম

গীয়তে, নক্ষত্রাণ্যেব সা, চন্দ্রমা অমস্তৎসাম ॥৪॥ অথ যদেত-দাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম, তদেত-দেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম, তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সামগীয়তে ॥৫॥ অথ যদেবৈত-দাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাঽথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সামাথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে, হিরণ্য-শ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ ॥৬॥ তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য-উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ॥৭॥ তস্যর্ক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্গীথস্তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতৈতস্য হি গাতা স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চেত্যধি-দৈবতম্ ॥৮॥ তৃতীয়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥

পদানুসরণী] নক্ষত্রাণামধিপতিশ্চন্দ্রমাঃ। অতঃ স সাম ॥৪॥ অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ, শুক্লাদীপ্তিঃ, সৈব ঋক্। অথ যদাদিত্যে নীলং পরঃ কৃষ্ণং, পরোঽতিশয়েন কার্ষ্ণ্যং তৎসাম। তদ্ধি একান্ত-সমাহিত-দৃষ্টেঃ দৃশ্যতে, অতএবৈতে ভাঃ-শুক্লত্ব-কৃষ্ণত্বে সাচ অমশ্চ, সাম ॥৫॥ অথ য এষঃ অন্তরাদিত্যে আদিত্যস্য অন্তর্মধ্যে হিরণ্ময়ো হিরণ্ময় ইব হিরণ্ময়ঃ। নহি সুবর্ণ-বিকারত্বং দেবস্য সম্ভবতি, ঋক্সাম গেষ্ণত্বাপহতপাপ্মত্বাসম্ভবাৎ। নহি সৌবর্ণেঽচেতনে পাপ্মাদি-প্রাপ্তি-রস্তি যেন প্রতিষিধ্যেত চাক্ষুষেচাগ্রহণাৎ। অতোলুপ্তোপমএবায়ং-হিরণ্ময়শব্দো জ্যোতির্ম্ময় ইত্যর্থঃ ॥৬॥ উত্তরেষ্বপি সমানা যোজনা। পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ, পূরয়তি বা স্বেনাত্মনা জগদিতি। দৃশ্যতে নিবৃত্ত-চক্ষুর্ভিঃ সমাহিত-চেতোভি ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনাপেক্ষৈঃ। তেজস্বিনোঽপি শ্মশ্রুকেশাদয়ঃ কৃষ্ণাঃ স্যুরিত্যতো বিশিনষ্টি হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশ ইতি। জ্যোতির্ম্ময়াণ্যেবাস্য শ্মশ্রূণি কেশাশ্চেত্যর্থঃ। আপ্রণখাৎ, প্রণখো নখাগ্রং নখাগ্রেণ সহ সর্ব্বঃ সুবর্ণইব ভারূপইত্যর্থঃ। তস্যৈবং সর্ব্বতঃ সুবর্ণ-বর্ণস্যাপ্যক্ষ্ণোর্বিশেষঃ—কথম্? তস্য যথা কপের্মর্কটস্য আসঃ কপ্যাসঃ। আসেরুপবেশনার্থস্য করণে ঘঞ্—কপিপৃষ্ঠান্তো যেনো-পবিশতি। কপ্যাস ইব পুণ্ডরীকমত্যন্ততেজস্বি, এবমস্য দেবস্যাক্ষিণী।

উপমিতোপমত্বাৎ ন হীনোপমা, তস্যৈবংগুণ-বিশিষ্টস্য গৌণমিদং নাম উদিতি। কথং গৌণত্বম্? স এষঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ পাপ্মনা সহ তৎকার্য্যেভ্যইত্যর্থঃ। য আত্মাঽপহত-পাপ্মেত্যাদি বক্ষ্যতি। উদিতঃ উৎ ইতঃ উদ্‌গতইত্যর্থঃ, অতোঽসৌ উন্নামা। তমেবংগুণসম্পন্নমুন্নামানং যথোক্তেন প্রকারেণ যো বেদ সোঽপ্যেবমেব উদেতি উদ্‌গচ্ছতি সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ। হবৈ ইত্যবধারণার্থৌ নিপাতৌ-উদেত্যেবেত্যর্থঃ॥৭॥ তস্য উদ্‌গীথত্বং দেবস্য আদিত্যাদীনামিব বিবক্ষিত্বাহ—তস্য ঋক্‌চ সামচ গেষ্ণৌ পৃথিব্যাদ্যুক্তলক্ষণে পর্ব্বণী। সর্ব্বাত্মাহি দেবঃ পরাপর-লোক-কামেশিতৃত্বাদুপপদ্যতে। পৃথিব্যগ্ন্যাদ্যৃক্-সামগেষ্ণত্বং সর্ব্বযোনিত্বাচ্চ, যত-এব মুন্নামাচাসাবৃক্ সাম-গেষ্ণশ্চ, তস্মাদৃক্‌সামগেষ্ণত্ব-প্রাপ্তমুদ্‌গীথত্ব মুচ্যতে পারোক্ষ্যেণ, পরোক্ষ প্রিয়ত্বাদ্দেবস্য তস্মাদুদ্‌গীথইতি। তস্মা-ত্ত্বেব হেতোরুদ্‌গায়তীত্যুদ্‌গাতা। যস্মাদ্ধি এতস্য যথোক্তস্য উন্নাম্নো গাতাঽসৌ অতো'যুক্তা উদ্‌গাতেতি নামপ্রসিদ্ধিরুদ্‌গাতুঃ। স এষ দেব-উন্নামা যেচামুষ্মাদাদিত্যাৎপরাঞ্চঃ পরাগঞ্চনাৎ উর্দ্ধা লোকা স্তেষাং লোকানাঞ্চ ঈষ্টে। নকেবলমীশিতৃত্বমেব, চ শব্দাদ্ধারয়তি চ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্ ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণাৎ, কিঞ্চদেব-কামানামীষ্টে ইত্যেত-দধিদৈবতম্ দেবতা-বিষয়ং দেবস্য উদ্‌গীথস্য স্বরূপমুক্তম্॥৮॥

বঙ্গানুবাদ] দ্যুলোকই ঋক্ আদিত্য সাম, এই (দ্যুলোকরূপ) ঋকে সেই (আদিত্যরূপ) সাম অধিষ্ঠিত, এই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত করিয়া সাম গান করা হয়। দ্যুলোকই সা, আদিত্য অম, এইরূপে (সা ও অম এই দুই অংশের মিলনে) সাম শব্দ (নিষ্পন্ন)। (এইরূপ) নক্ষত্র-সমূহ ঋক্, (নক্ষত্রাধিপতি) চন্দ্রমা সাম, এই চন্দ্রমারূপ সাম নক্ষত্ররূপ ঋকে অধিষ্ঠিত।

এই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত করিয়া সাম গীত হইয়া থাকে। নক্ষত্র-সমূহ 'সা' শব্দে অভিহিত, চন্দ্রমা 'অম' শব্দে অভিহিত। এইরূপে সা ও অম

এই অংশদ্বয়ের মিলনে সাম শব্দ নিষ্পন্ন। অতঃপর এই যে আদিত্যের শুক্লদীপ্তি, ইহাই ঋক্, আর যে নীলিমা যে সুকৃষ্ণদীপ্তি, ইহাই সাম। এই সুনীল-দীপ্তিরূপ সাম শুক্লদীপ্তিরূপ ঋকে অধিষ্ঠিত। সেইহেতু ঋকে অধিষ্ঠিত করিয়া সাম গীত হইয়া থাকে। অতঃপর এই যে আদিত্যের শুক্লদীপ্তি ইহাই সা শব্দে অভিহিত, আর যে নীলিমা বা সুকৃষ্ণদীপ্তি ইহাই অম শব্দের প্রতিপাদ্য, সুতরাং সা ও অমের মিলনে এই সামশব্দ নিষ্পন্ন। এই যে আদিত্যের অভ্যন্তরে হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ) দৃষ্টিগোচর হয়েন, যিনি হিরণ্য শ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ (শ্মশ্রু কেশ-কলাপ প্রভৃতি সমস্তই যাঁহার হিরণ্যবর্ণ-জ্যোতির্ম্ময়, যাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়ব জ্যোতির্ম্ময়, কপ্যাস (কপি নিজদেহের যে অংশে উপবেশন করে) বা কপি-নিতম্বোপম পুণ্ডরীক যেমন, সেইরূপ ইঁহার চক্ষু, 'উৎ' ইহা তাঁহারই নাম, এই সেই সর্ব্বাত্মা পুরুষ সমস্ত পাপ ও তৎকার্য্য জগৎ হইতে উৎ-ইত অর্থাৎ উদ্গত, অপাপবিদ্ধ। যিনি এই প্রকার বিজ্ঞান সাহায্যে এই সর্ব্বাত্মা পুরুষকে অবগত হন, তিনি ও সকল পাপ ও তৎকার্য্য জগৎ হইতে উন্নীত হন। পূর্ব্ববর্ণিত ঋক্ ও সাম (ভূ ভুবঃ স্বঃ নক্ষত্র ও অগ্নি বায়ু সূর্য্য চন্দ্র রূপে যাহা বর্ণিত হইয়াছে) ইহার (এই সর্ব্বাত্মা পুরুষের) ই গেষ্ণ অর্থাৎ পর্ব্ব বা অংশ স্বরূপ। সেই হেতু এই পুরুষ উদ্গীথ নামে অভিহিত। (সর্ব্বাত্মা পুরুষের নাম উৎ, ইনি ঋক্সামরূপ-গেষ্ণ বা অংশে বিভূষিত এইরূপে উৎ ও গেষ্ণ শব্দের মিলনে যে উদ্গেষ্ণ শব্দ প্রস্তুত হয়, তাহাই নিরুক্ত শাস্ত্র অনুসারে বর্ণ বিকার করিয়া উদ্গীথরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপে বর্ণবিকার করিয়া নামটিকে পরোক্ষ বা অস্ফুটার্থক করিবার কারণ দেবতাগণ পরোক্ষ নাম ভাল বাসেন, প্রত্যক্ষ নাম তাঁহাদের অপ্রীতিকর) অপিচ এই জন্যই উদ্গাতা 'উৎ-গাতা' এই নামে প্রসিদ্ধ। কারণ, (উৎ নামক পুরুষকেই তিনি গান করেন 'উৎ' এর গাতা বা গায়ক, বলিয়া উদ্গাতা বলা হয়)। এই সেই উৎ নামক মহাদেব ঐ সূর্য্যমণ্ডলের ঊর্দ্ধে যে সকল লোক অবস্থিত, সে সকল লোকেরও প্রভু (কেবল প্রভু নহেন, তিনি ঐ সকল লোক

স্বমহিমায় ধারণও করেন) এবং আদিত্য মণ্ডলের উপরিস্তন লোকে যে দেব সমূহ অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কাম্য ফলের ও ইনিই প্রভু। ইহাই দেবতা-বিষয়ক উদ্গীথের স্বরূপ ।

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী

ব্রহ্মচারী । ভগবন্, সর্ব্ববিধ কাম্যফল-সম্পাদনের জন্য শ্রুতি যে আধিদৈবিক উপাসনার অবতারণা করিলেন, ইহার ভাবনা ও উপাসনা উভয়ই আমার নিকট জটিল বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্ব্বের ব্যাখ্যায়ও আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি নাই। আরও একটু বিশদ করিয়া আমাকে উপদেশ করিতে হইবে।

আচার্য্য । বৎস, আমি তোমাকে পুনরায় বিশদ-ভাবে শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিতেছি তুমি প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। বিনা প্রণিধানে শ্রুত্যার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না, বিশেষতঃ এই তামসিক কলিযুগে। পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি—শ্রুতি সমগ্র সৃষ্টি সাগর মন্থন করিয়া তিনটি সার পদার্থ নিষ্কাষিত করিয়াছেন—বাক্ প্রাণ ও উদ্গীথ। তুমি ও শ্রুতির প্রদত্ত বিজ্ঞানের আলোক লইয়া জগৎ দর্শন কর, দেখিবে - জগৎ নাই, তাহার পরিবর্ত্তে তিনটি অপূর্ব্ব সুষমা তোমার পিপাসিত অন্তর্দৃষ্টি আপ্যায়িত করিতে করিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তোমার দুষ্কৃতি বশতঃ যাহা জগতের বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যরূপে পরিণত হইয়া তোমার চিত্তকে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল, শ্রুতির বিজ্ঞান-মন্থনে তাহাই একীকৃত হইয়া মূর্ত্তিত্রয়ে পরিণত হইয়াছে। সেই মূর্ত্তিত্রয় কোথাও বাক্ প্রাণ ও উদ্গীথ নামে, কোথাও বা ঋক্ সাম ও উদ্গীথ-নামে পরিচিত। আলোচ্য শ্রুতির বর্ণনায় পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিত্রয় ঋক্, সাম ও উদ্গীথরূপে ব্যাখ্যাত। শ্রুতির মন্থন-প্রণালী অদ্ভুত !

যাজ্ঞিক এতক্ষণ বহু ঋক্ ও সাম অবলম্বনে যজ্ঞ করিতেছিলেন, কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হইয়াছে, এখন উপাসনার অবসর। এই শুভ-

অবসরে জগজ্জননী শ্রুতি স্বীয় বিজ্ঞান-সহচরী ভাবনা লইয়া সন্তানের জন্য উপাসনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। উপাসনা একেরই হয়, অনেকের হয় না: অনেক বস্তু দর্শনের জন্য চিত্ত লালায়িত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইলে সে চিত্তদ্বারা উপাসনা অসম্ভব। যে পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির সমবেত সম্প্রসারণে এই জগৎ উৎপন্ন, যে আদি-দম্পতি, বিশ্ব-পুরুষের ব্যক্তিগত অভিমানের আবরণে লুক্কায়িত রহিয়া জীবের কর্ম্ম-ভোগসাধনে সতত সৃষ্টি-লীলায় ব্যাপৃত, ভগবতী শ্রুতি স্বীয় বিজ্ঞান-মন্থনে সমগ্র সৃষ্টি মন্থন পূর্ব্বক সেই আদি দম্পতিকে ঋক্-সাম-রূপে নিষ্কাশিত করিলেন, উপাসকের সদ্যোবিকসিত অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করিলেন। এবং ইঁহারই বিরাট্ ব্যাপ্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক দৃশ্য জগৎ যে ঋক্-সামময়, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। যাজ্ঞিকের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টির সমক্ষে পৃথিবী-অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষ-বায়ুরূপে, স্বর্লোক ও সূর্য্যরূপে যাহা যাহা এত দিন পরস্পর-ভিন্ন বহু বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল, তৎসমুদয় যে এই মিথুন-লীলাময় ঋক্সামেরই বিচিত্র বিভূতি, তাহা প্রদর্শন করিলেন। পরিশেষে এই ঋক্সাম-বেশধারী বাক্ প্রাণ-দম্পতিকে উং ও উদ্গীথ সংজ্ঞক এক অখণ্ড ঈশ্বর সত্তায় সমাবেশিত করিলেন—যজ্ঞের বহু উপকরণ গলিয়া এক উপাস্যমূর্ত্তি প্রস্তুত হইল। আর বাক্ প্রাণ দম্পতি, যাহারা এতদিন পরিচ্ছিন্ন মন্ত্র-দেহে পরিচিত হইয়া যজ্ঞ নির্ব্বাহে উপকরণ হইয়াছিলেন যজ্ঞ-পুরুষের বহুধাবিভক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারাও চরিতার্থ হইয়া সে ভুবন-মোহন উপাস্য মূর্ত্তিতে অঙ্গীভূত হইলেন। আর উপাসক? অনন্ত কোলাহল-মুখরিত জগতের এক প্রান্তে আসনস্থ হইয়াও উপাসক নিস্তব্ধ উপাস্য-মন্দিরেই বর্ত্তমান; জগতের কর্ণে যাহা কোলাহল, উপাসকের নিকট তাহাই শব্দার্থরূপ পর্ব্বদ্বয়ে বিভূষিত, বিচিত্র-মাধুরী-মণ্ডিত উপাস্যের স্বরূপ। উপাস্য বস্তুর অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত স্বরূপ-দর্শন-জনিত চমৎকারে উপাসক বিমুগ্ধ, আপ্যায়িত-কৃতার্থ। ব্যষ্টিতে সমষ্টিতে অন্তরে বাহিরে সেই একই মাধুরী। জগতের সকল কাম্য বস্তু সেই একই উপাস্য-স্বরূপে বিকসিত অঙ্গীভূত, জগতের

সকল বিষয়রাশি সকল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দ সে বিরাট্ উপাস্য-স্বরূপে সমাবেশিত। আর উপাসকের পিপাসিত ইন্দ্রিয় প্রাণ, যাহারা কত চতুরশীতিলক্ষবার অনন্তযোনিতে এই ভোগের জন্য গতাগতি করিয়াছে, তাহারাও আজ অনন্তজন্মের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু একত্র সমাবেশিত পাইয়া সাধ মিটাইয়া উপভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ রসাস্বাদে বাহ্য-জ্ঞান নিমীলিত হয়, অন্তর্দৃষ্টি বিকসিত হয়; বাহিরের আমি ঘুমাইয়া পড়ে, ভিতরের আমি বিরাট্ স্বরূপে জাগরিত হয়। বৎস, ভাবনায় এই দৃশ্যের রসাস্বাদ কর, দেখিবে—শ্রুতি যে এই উপাসনার ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"**তদৈনি স্বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ। স এব যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চোলোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেব কামানাঞ্চ**" ইহা অতিরঞ্জিত নহে, সম্পূর্ণ সত্য।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, ভগবতী শ্রুতি আদিত্য-মণ্ডলের অভ্যন্তরে যে হিরণ্ময় পুরুষের বর্ণনা করিলেন—যাঁহার শ্মশ্রু, কেশ প্রভৃতি সমস্তই হিরণ্ময়; পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে সকল অবয়বই যাঁহার জ্যোতির্ময় বলিয়া উল্লিখিত হইল, ঋক্ সামরূপ আদি দম্পতি যাঁহার বিরাট্ হিরণ্ময় বপুতে অঙ্গীভূত, ইনি কে? আমি নিত্য যে নারায়ণের পূজা করি, তাঁহার ও ধ্যানে দেখিতে পাই—তিনি ও সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী; তিনি ও হিরণ্ময়বপুঃ,তবে কি শ্রুতি আমার নিত্য উপাস্য দেবতারই বর্ণনা করিলেন?

আচার্য্য] বৎস, তুমি নিত্য পূজায় যাঁহার উপাসনা কর, সেই শ্রীনারায়ণই এখানে 'উৎ' ও 'উদ্‌গীথ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতেই উদ্‌গীথ-পুরুষের স্বরূপ-পরিচয় বিশুদ্ধ হইল না, কারণ তোমার পরিচয়ে শ্রীনারায়ণ শালগ্রাম-শিলামাত্র। এই জন্য শ্রুতি-প্রদর্শিত প্রণালীতে যে উপাস্যবস্তুর সহিত পরিচয়, তাহাই বিশুদ্ধ। শ্রুতি-কথিত উপাস্য-উপাসকের পরিচয় তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। পুনরায় সংক্ষেপে বলিতেছি, ইহাতে তুমি বুঝিতে পারিবে—ভগবতী শ্রুতি এখানে 'উৎ' ও 'উদ্‌গীথ' নামে কোন পুরুষকে লক্ষ্য করিতেছেন। বৎস, অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম-অনুসারে জীব স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ত্রিবিধ দেহে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে স্থূলদেহ সাধারণতঃ তমোবহুল,

সূক্ষ্মদেহ রজোবহুল, কারণদেহ সত্ত্ব-বহুল। অনন্ত আকাশ স্বয়ং সীমা-শূন্য হইলেও যেমন দ্রষ্টার দৃষ্টি-সীমায় আসিয়া সসীমরূপে প্রতিভাত হয়েন, সেইরূপ অনাদি-অনন্ত সীমা-শূন্য সচ্চিদানন্দ পুরুষ দ্রষ্টার দৃষ্টি-অনুসারে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর-চৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়েন। যতদিন জীব স্থূলদেহে আবদ্ধ, ততদিন তাঁহার আরাধ্য—বিরাট যজ্ঞপুরুষ। তথায় দৃষ্টি স্থূল, যজ্ঞের উপকরণ পত্র, পুষ্প, ফল, জল, হবিঃ, পুরোডাশ প্রভৃতি সকলই স্থূল, সে সকল স্থূল উপকরণ গ্রহণ করিবার জন্য দেবতার বিগ্রহও স্থূল—দেবতা স্থূলদেহধারী বিরাট্। এই দেহের স্থূল আরাধনায় বিরাট্-পুরুষ প্রসন্ন হইলে যাজ্ঞিকের স্থূলদেহের অভিমান বিগলিত হয়, যাজ্ঞিক উপাসনান্তরে উন্নীত হয়েন, উপাসক স্বীয় সপ্তদশাবয়ব সূক্ষ্ম দেহ লইয়া সমষ্টি সূক্ষ্ম দেহধারী রাজস-চৈতন্য, হিরণ্যগর্ভপুরুষ-অবলম্বনে উপাসনা করেন; এইরূপ উপাসনা-পরম্পরায় উপাস্য-চৈতন্য যখন প্রসন্ন হয়েন, তখন উপাসনা-সিদ্ধিতে উপাসকের চিত্ত একাগ্র হয়, সেই এক-তান দৃষ্টিতে বিচার্য্য সাত্ত্বিক-চৈতন্য ঈশ্বর-ভাব পরিলক্ষিত হয়, তখন জ্ঞানাধিকারী উপাসক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য দ্বারা জীব-চৈতন্য ও ঈশ্বর-চৈতন্যের অভেদ সমাধান করেন। সুতরাং জীবের অভিমান-বৈচিত্র্য-জনিত অবস্থাভেদে সাধ্য, সাধক, সাধনা ও ফল ত্রিবিধ। নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

	সাধক	সাধনা	সাধ্য	ফল
স্থূল স্তরে	স্থূলদেহাভিমানী ('স্থূলদেহই আমি' এইরূপ-অভিমান সম্পন্ন)	যজ্ঞ (কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি অনুসারে)	বিরাট্পুরুষ (অগ্নিবায়ু ইন্দ্র সূর্য্য ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমন্বিত)	চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত লাভও পুনরাবৃত্তি।
সূক্ষ্ম স্তরে	সূক্ষ্ম-দেহাভিমানী	উপাসনা	হিরণ্যগর্ভ পুরুষ	ব্রহ্মলোক লাভ
কারণ স্তরে	কারণদেহাভিমানী	তত্ত্ববিচার বা জ্ঞান।	ঈশ্বর ও জীবের অভেদ	আত্মলোক লাভ) অপুনরাবৃত্তি।

উৎসব।

—:*:—

আত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৬শ বর্ষ } সন ১৩২৮ সাল, অগ্রহায়ণ। { ৮ম সংখ্যা।

[আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপপ্রণেতা শ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত]

সদাশিবঃ শরণং।

নমো গণেশায়॥

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ॥

শ্রীশ্রী ভগবান্ শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

প্রার্থনাতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ভগবানের সকাশ হইতে যাহা সাক্ষাৎভাবে পাইয়াছেন তাহা প্রচার করিতে জিজ্ঞাসুর আশঙ্কা।

বক্তা—তোমার কি আশঙ্কা হয়?

জিজ্ঞাসু—আমি ভগবানের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে যাহা যাহা পাইয়াছি, লোকহিতার্থ তাহা বলিয়া যাইবার আমার প্রবৃত্তি আছে, এবং এই নিমিত্ত আমি ইতঃপূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি, পরে আরও বলিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তথাপি একটা আশঙ্কা হয়, নিজমুখে ভগবানের বিশেষ কৃপালাভের কথা বলিতে হৃদয় সংকুচিত হয়, নিষ্ঠুর অভিমানরাহুর ভীষণ গ্রাস, ভীতি প্রদর্শন করে, পতিত হইবার, ভগবানের কৃপালাভে বঞ্চিত হইবার

আশঙ্কা প্রবুদ্ধ সময়ে সময়ে চিত্ত প্রকম্পিত হইয়া থাকে। এই শরীরে আসিয় পূর্ব্ব দুষ্কৃতিনিবন্ধন আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি, বিনা পাপে কেহ ক্লেশ পায় না, আমি ইহা বিশ্বাস করি, আমি এই নিমিত্ত সর্ব্বদা আত্মদোষের পরীক্ষার্থী, যাহাতে ক্লেশহেতু পাপ আর না করি, তজ্জন্য আমি নিয়ত সাবধান থাকি। পুনঃ পুনঃ বাধা সহ্য করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, আমার সহিষ্ণুতা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, অগ্নিদগ্ধ, বাক্ষতপ্রাণ ধেনুর হৃদয় লোহিতবর্ণের মেঘ দেখিলেও যেমন ভয়বিহ্বল হয়, দাহ যন্ত্রণা স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠাতে সে যেমন চঞ্চল হয়, আমিও সেইরূপ সর্ব্বদা পাপভয়ে প্রকম্পিত হই, আমার হৃদয়েও সেইরূপ নিয়ত পাপ করিলাম কিনা এই আশঙ্কা উদিত হইয়া থাকে, আমি এই নিমিত্ত অবিরাম প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণারামের নাম উচ্চারণ করি, 'আমাকে নিষ্পাপ কর, আমার পাপানুষ্ঠানের প্রবৃত্তিকে দমিত কর', কাতরপ্রাণে এই প্রকার প্রার্থনা করি। প্রারব্ধের পরাক্রম যে কিরূপ দুর্দ্দমনীয়, তাহা পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়াছি। জ্ঞানোদয় হইতে কখনও স্বেচ্ছায় কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভগবানের অনভিমত বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু যাহা কখনও করিব না, এইরূপ দৃঢ়সংকল্প ছিল, দুর্দ্ধর্ষ, নিতান্ত নিষ্ঠুর, অশুভ প্রারব্ধ বলপূর্ব্বক তাহা করাইয়াছে। কত কাঁদিয়াছি, ভগবানের কাছে কতবার কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিয়াছি—আমি দুর্ব্বল, আমাকে কঠোর পরীক্ষাধীন করিও না, আমি তোমার শরণাগত, তোমার দাসত্ব ছাড়া হে হৃদয়জ্ঞ! হে সর্ব্বদর্শিন্! হে আমার হৃদয়পুণ্ডরীকশয়ন! একবার ভাল করে দেখ, তোমার এই প্রপন্ন দাসের দুর্ব্বিসহ দুঃখানলে দগ্ধ হৃদয়ে আর কোন কামনা প্রচ্ছন্নভাবে আছে কি না, জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন আর কোন দিন এ হৃদয় তোমার কাছে আর কিছু চাহিয়াছে কিনা, এবং তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা পূর্ব্বক তোমার এই আশ্রিতকে, তোমার এই অনন্যগতি সেবক পদ প্রার্থীকে তাহা বলিয়া দেও, যাহাতে আমি শুদ্ধ হইতে পারি, তাহা কর। তথাপি নিষ্ঠুর প্রারব্ধের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া অবস্থান করিতেছি। আপনাকে তাই কখন ভগবদ্‌বিশ্বাসীর মত প্রশ্ন করি, কখন তদ্‌পদবিমুখ ঘোর অবিশ্বাসীর মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। শুনিয়াছি, নিরতিশয়, স্বাভাবিক কারুণ্য, বাৎসল্য, ক্ষমা, সৌহার্দ্দ, সত্যপ্রতিজ্ঞত্বাদি গুণসাগর ভগবানের দৈন্যাদিযুক্ত ব্যক্তিতেই কৃপা হইয়া থাকে, ("কৃপাহস্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে।" বেদান্তমঞ্জুষা)। 'ভগবান্ আমাকে অসাধারণভাবে দয়া করিয়াছেন, আমি শরীরি গুরু সাহায্য

না পাইয়াও বিদ্যালাভ করিয়াছি, অনশনে দিন যাপন করিবার সময়েও আমি লোককে বিদ্যাদান করিয়াছি, ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছি, পীড়িতের চিকিৎসা করিয়াছি, বহু কষ্ট পাইলেও, ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহার নিকট হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক দানরূপে কখন কিছু গ্রহণ করি নাই', এইরূপ কথা বলা কি অহংকার প্রকাশ নহে? অকিঞ্চন প্রপন্ন ভক্তের কি এই ভাবে আত্মপ্রশংসা করা উচিত? ইহা কি দৈন্যবিরুদ্ধ ব্যবহার নহে? আমি যখন আপনাকে ঐ সকল কথা বলিতেছিলাম, আমার পাপভীরু চিত্তে তখন বহুবার এইরূপ প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। আবার তখন ইহাও মনে হইয়াছে, পরোপকার হইবে, এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ আমি এই সকল কথা বলিতেছি। কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বলিতেছি না, লোকে আমাকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া, ভগবানের বিশেষ কৃপা পাত্র জানিয়া আদর করিবে, আমাকে অর্থ দিবে, এই উদ্দেশ্যে আমি এই সকল কথা বলিতেছিনা, আমার উদ্দেশ্য অসৎ নহে। আমি আপনার কাছে কোন কথা গোপন করি না, করিব না, আমার মনে যাহা হয়, আমি সরল ভাবে আপনাকে তাহা জানাইবার চেষ্টা করি।

প্রকৃত দৈন্যের (Humility) স্বরূপ।

বক্তা। আমার বিশ্বাস, তোমার এইরূপ কথা বলাতে দৈন্যবিরুদ্ধ আকিঞ্চন্যের প্রতিকূল ব্যবহার হয় নাই। 'আমার কিছুই নাই, আমি অতি দীন', মুখে এইরূপ কথা বলা, মলিন বসন পরিধান করা, অকিঞ্চনের ভাণ করা, মনে অভিমান ভরিয়া রাখা প্রকৃত দীনতা নহে, এইরূপ দৈন্যে সরলতা নাই, মন, বাক্ ও শরীর এই তিনের প্রকৃতিগত সমতা নাই, আমার 'আমার' বলিবার কিছুই নাই, আমার 'আমার' বলিবার কিছু থাকিতে পারে না, কারণ আমিই তোমার, অজ্ঞানবশতঃ আমার 'আমার' বলিবার যাহা কিছু আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তৎসমুদায় লইয়াই আমি তোমার হইয়াছি, সমুদ্রোত্থিত তরঙ্গের ন্যায় আমি যে তোমা হইতে উৎপন্ন, তোমাতেই স্থিত, এবং লয়কালে তোমাতেই বিলীন হইয়া থাকি, যাহাদের এই বোধ সদা স্থিরভাবে অবস্থান করে, যাহাদের বাক্য সদা এই ভাবই ব্যক্ত করে যাহাদের কায়িক চেষ্টাতে নিরন্তর এই ভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত দীন। ভগবানের সকাশ হইতে বিশিষ্ট কৃপা পাইয়া, ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে লোকহিতার্থ, নিজ অকিঞ্চনতাকে, ভগবান্ ভিন্ন আমি কিছুই নহি, আমার

কিছুই নাই, এই ভাবকে অব্যাহত রাখিয়া আমি ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র এবম্প্রকার অভিমানে স্ফীত না হইয়া 'আমি যাঁহার সন্তান তুমিও তাঁহারই সন্তান, আমি যে ভাবে, যে ভাষায় প্রার্থনা করিয়া ভগবানের সকাশ হইতে যাহা পাইয়াছি, তুমিও ভগবানের নিকট হইতে সেই ভাবে সেই ভাষায় প্রার্থনা করিলে তাহা পাইবে', পাত্রকে এই সত্য জানাইবার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তাহা প্রকাশ না করে, সে ব্যক্তি দ্বারা কাহার কিছু উপকার হইতে পারে না, সে ব্যক্তি তাহা হইলে ভগবানের কাছে অকৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন। আমি এই ভাবে এই ভাষায় প্রার্থনা করিয়া ভগবানের সকাশ হইতে এই ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় আমার সমস্ত বিপদ্ বিনষ্ট হইয়াছে, রোগের যাতনায় যখন অধীর হইয়াছি, চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক যখন ('এ রোগ সারিবার নহে বলিয়া') প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, তখন আমি ভগবানের প্রেরণায় যে ভাবে যে ভাষায় তাঁহাকে ডাকিয়াছি, ভগবান্ আমার আহ্বান শুনিয়া যে ভাবে সাড়া দিয়াছেন, যে ভাবে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে আমার সকল যাতনা দূরীভূত করিয়াছেন, অর্থের অভাব বশতঃ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি, সপরিবারে অনশনে বা অদ্ধাশনে দিন কাটাইতেছি, উপবাস করিবার শক্তি আর নাই, 'বাবা! আজও রান্না করিবেনা, উনুনে আগুন দিবে না, এই মর্ম্মভেদী অর্দ্ধস্ফুট বাণী শ্রবণপূর্ব্বক কাতরপ্রাণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি সকল অভাবের মোচন করেন, সর্ব্বদুঃখের বিনাশ করেন, এইরূপ আশান্বিত হৃদয়ে প্রার্থনা করিয়াছি -"হে করুণাসাগর! আমি কি তোমার কেহ নই? হে বিশ্বম্ভর! আমি কি বিশ্ব ছাড়া, আমি যে তোমারই প্রেরণায়, তোমারই বেদ ও শাস্ত্রমুখের বাণী শুনিয়া তোমার শরণ লইয়াছি, তোমার প্রপন্ন হইয়াছি, তুমি ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট হইতে কিছু স্বীকার করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমি যে পাপের আধার তাহা আমি জানিয়াছি, আমি যদি পাপের আধার না হইতাম, তাহা হইলে করুণাসাগরের করুণা শুষ্ক হইবে কেন? ক্ষমাধারের ক্ষমাশক্তি নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন হইবে কেন? বাৎসল্য পারাবারের বাৎসল্যরস নীরস হইবে কেন? কিন্তু পিতঃ! ইহাও যে শুনিয়াছি, ইহাও যে তোমারই কথা, "যে একবার 'আমি তোমার' বলিয়া তোমার শরণ গ্রহণ করে, তোমার চরণে প্রপন্ন হয়, তুমি তাহাকেই (সে যতই পাপী হউক্) অভয় প্রদান কর, তোমার ইহাই ব্রত", আমি শুনিয়াছি, তোমার দণ্ডবিধি অসাধারণ, অপরাধীর অপরাধের

মাত্রানুসারে তুমি দণ্ডবিধান করনা, অপরাধীর দণ্ড সহ্য করিবার যোগ্যতা বিচার পূর্ব্বক তুমি দণ্ড দিয়া থাক, আমি যে তোমার মুখ হইতে শুনিয়াছি, তুমি অন্ধ বা বধির নহ, তুমি সব দেখিতে পাও, তুমি সব শুনিতে পাও, তুমি কি তবে আমার পাপের প্রভাবে অন্ধবৎ হইয়াছ? বধির বৎ হইয়াছ? তুমি কি তোমার ঐ ক্ষুধার্ত্ত সুকুমার শিশুর কথাও শুনিতে পাইতেছ না? এই ভাবে এই ভাষায় প্রার্থনা করিবামাত্র ভগবান্ প্রচুর অর্থ দিয়াছেন, প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী পাঠাইয়াছেন। বিদ্যার্থী হইয়া, "তুমি বিদ্যারাশি, আমি সকল বিষয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদা চাতকীবৃত্তির আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাপন করিবার অভিলাষী, আমি কোন মানুষের নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিতে অনিচ্ছুক, তুমি আমাকে বিদ্যা দান কর", এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বিদ্যালাভ করিয়াছি। বিপন্নকে, রোগার্ত্তকে, ক্ষুৎপীড়িতকে, বিদ্যার্থীকে, অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের শরণাগত হইলে, কাতর ও সরল প্রাণে তাঁহাকে ডাকিলে, বিপদ্ দূরে পলায়ন করে পীড়িত নিরাময় হয়, ক্ষুধার্ত্ত আহার পায়, বিদ্যার্থী বিদ্যালাভ করে, এই শুভসংবাদ প্রদান করা দৈন্যবিরুদ্ধ ব্যবহার নহে। তুমি ভগবান্ বা ইষ্টদেবের সকাশ হইতে যে ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, দীনতার প্রকৃতরূপ, প্রপত্তির যথার্থ ছবি সেই ত্রিসুপর্ণমন্ত্র দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। দৈন্যভাবকে অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত "বিদ্বান্‌কে যে 'আমি মূঢ়', নীরোগকে যে 'আমি রুগ্ন', ধনবান্‌কে যে 'আমি নির্ধন', জীবন্মুক্তকে যে 'আমি বদ্ধ', সুখীকে যে 'আমি দুঃখী' এই প্রকার ভাবনা করিতে হইবে, তাহা নহে, এই প্রকার ভাবনা অত্যন্ত অনিষ্টকরী। যাহার যেরূপ ভাবনা, যাহার যাদৃশী শ্রদ্ধা, সে তদ্রূপ হইয়া থাকে, উপাসনা বা যোগসিদ্ধির ইহাই রহস্য (Secrets)*। আমি নীরোগ, আমি সুখী, আমি নিশ্চয় ইহা করিতে পারিব, এবম্প্রকার দৃঢ়বিশ্বাস রুগ্নকে নীরোগ করে, দুঃখীকে সুখী করে, অকর্ম্মণ্যকে শক্তিহীনকে কর্ম্মপটু করে, যোগ্যতাবিশিষ্ট করে।

জিজ্ঞাসু—ব্যাক্‌স্তার (Baxter), শেলডেন্ (Selden), টেলার (Taylor) প্রভৃতি ভক্ত সুধীবর্গ যথার্থ দৈন্য (Humility) সম্বন্ধে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। আপনি বলিলেন, ত্রিসুপর্ণমন্ত্রে প্রকৃত দৈন্যের স্বরূপ

* " 'As a man thinketh in his heart so is he' "

—Thought Power by R. W Trine.

বর্ণিত হইয়াছে, যেরূপ সাধনা দ্বারা, যেরূপ জ্ঞানের বিকাশ হইলে, প্রকৃত অকিঞ্চনভাব উদয় হয়, ত্রিসুপর্ণমন্ত্র দ্বারা বেদ তাহা জানাইয়াছেন, অতএব আপনার মুখ হইতে ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছে। একান্তী বা প্রপন্নভক্তের স্বরূপ প্রদর্শনকালেও আপনি ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রের কথা বলিয়াছেন। প্রায় ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে এক শুভরজনীতে আমি স্বপ্নে শ্রীগুরুদেবের মুখ হইতে (তখন তাঁহার স্থূলদেহের তিরোধান হইয়াছে) আমি প্রথমে ত্রিসুপর্ণ-মন্ত্র শুনিয়াছিলাম। সে দিনের কথা মনে হইলে অদ্যাপি আমার হৃদয়ে এক-প্রকার অপ্রকাশ্য ভাবের, একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় স্ব-সম্বেদ্য আনন্দের আবির্ভাব হয়। সে ভাব যদি হৃদয় হইতে চলিয়া না যায়, সে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের যদি তিরোধান না হয়, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে ক্ষণকালের নিমিত্তও অবিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইতে পারেনা, স্বল্প সময়ের জন্যও কোন প্রকার অশান্তি ইহাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়না, তাহা হইলে কদাচ আমার হৃদয়গগনকে অজ্ঞানমেঘ আবৃত করিতে পারেনা। কিন্তু যে পুণ্যবলে সে শুভদিন আসিয়াছিল, সে পুণ্য আমার আর নাই, সে পুণ্যপ্রভাকর অস্তমিত হইয়াছে, আর আমি সে চিত্তোন্মাদী, মধুর ঝঙ্কার শুনিতে পাইনা।

বক্তা—হতাশ হইতেছ কেন? যিনি তোমাকে গুরুরূপে ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন, তিনি যে নিত্য, তাঁহার যে ক্ষয়োদয় নাই, তিনি যে সর্ব্বদা একভাবে অবস্থান করেন। ত্রিসুপর্ণমন্ত্র দ্বারা যথাশক্তি, সরলপ্রাণে, উহার অর্থস্মরণপূর্ব্বক একাগ্র ও শ্রদ্ধাপূত চিত্তে প্রত্যহ প্রার্থনা কর, আবার সে ধ্বনি

---

† "Humility doth no more require that a wise man think his knowledge equal with a fool's, or ignorant man's, than that a sound man take himself to be sick."—*Baxter.*

"If a man does not take notice of that excellency and perfection that is in himself, how can he be thankful to God, who is the author of all excellency and perfection? Nay, if a man hath too mean an opinion of himself, it will render him unserviceable both to God and man."—*Selden.*

"Humility consists not in wearing mean clothes, and going softly and submissively, but in mean opinion of thyself."—*Jeremy Taylor.*

শুনিতে পাইবে, তোমার হৃদয় গগনে আবার সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অজস্র স্রোত বহিবে, তোমার সর্ব্বসংশয় নিরস্ত হইবে।

জিজ্ঞাসু—কৃপাপূর্ব্বক ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র ব্যাখ্যা করুন।

বক্তা—ত্রিসুপর্ণমন্ত্রের বিস্তারপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে। একটী বেদমন্ত্রের গর্ভে যে সকল তত্ত্বের বীজ নিহিত আছে, বিস্তারপূর্ব্বক ব্যাখ্যা না করিলে, তাহাদের উপলব্ধি হইতে পারেনা। বেদ সত্যস্বরূপ, বেদ নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের, অখিল শিল্প-কলার প্রসূতি। যাহা হোক্ ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রত্রয়ের মধ্যে একটী মন্ত্রের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

"ব্রহ্ম মেতু মাম। মধু মেতু মাম্। ব্রহ্মমেব মধু মেতু মাম্। যাস্তে সোম প্রজা বৎসোভি সোঽহম্। দুঃস্বপ্নোঽহমুত্কধ্বঽ। যাস্তে সোম প্রাণাং স্তাঞ্জুহোমি।"

হে ব্রহ্ম! হে পরব্রহ্মতত্ত্ব! তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও, তোমাকে পাইবার প্রয়োজনবোধ হইয়াছে, তোমাকে পাইবার নিমিত্ত প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে, প্রাণ বস্তুতঃ ব্যাকুল হইয়াছে। হে মধু! হে পরমানন্দলক্ষণ-মাধুর্য্যোপেত বস্তু! তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও। যিনি ব্রহ্মপদবাচ্য পদার্থ তিনিই মধুপদবোধ্য অর্থ, ব্রহ্ম ও 'মধু' পৃথক্ পদার্থ নহেন। অপরিচ্ছিন্ন রস সচ্চিদানন্দময় পদার্থকেই আমি ব্রহ্ম ও মধু এই নামদ্বয় দ্বারা আহ্বান করিতেছি। তুমিই আমার প্রিয়তম, সুতরাং তুমি আনন্দময়, তুমি আমার ঈপ্সিততম, আমার প্রাণ তাই তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলীভূত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—'ব্রহ্ম' ও 'মধু' এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি হইতে কি জানা যায়?

বক্তা—বৃদ্ধি অর্থক 'বৃহি' ধাতুর উত্তর 'মনিন্' ("বৃংহের্ণোচ্চ"—উণা, ৪।১৪৫) প্রত্যয় করিয়া 'ব্রহ্মন্' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যিনি বৃদ্ধতম, যাঁহা হইতে বৃদ্ধতর পদার্থ নাই, যিনি অপরিচ্ছিন্ন, যিনি সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপক, যিনি অনন্ত, তিনি 'ব্রহ্ম', 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে এই অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জিজ্ঞাসু—বৃদ্ধি অর্থক 'বৃহি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'ব্রহ্ম' শব্দ 'বৃদ্ধ,' 'বিস্তীর্ণ', 'বড়' (Extended) ভাবের ব্যাপক সত্তার বাচক কেন হয়, তাহা বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু 'ব্রহ্ম' শব্দ কি নিমিত্ত অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বগত, অনন্ত ইত্যাদি অর্থের বাচক হয়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা—শব্দ ভাবের—সত্তার—বস্তুর বাচক, ভাব সামান্য ও বিশেষাত্মক, অতএব শব্দ সামান্য ও বিশেষ এই দ্বিবিধ ভাবের বোধক।

[illegible]

জিজ্ঞাসু—তর্ককেশরী পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন 'ভাব ও অভাব ভেদে পদার্থ প্রধানতঃ দ্বিবিধ ("পদার্থো দ্বিবিধঃ। ভাবঃ অভাবশ্চেতি।—কিরণাবলী)। অভিধান বা কোষশাস্ত্র অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক অভিধানেরই বিপরীত অভিধান—বিরুদ্ধার্থক শব্দ আছে। সৎ, অসৎ, ভাব, অভাব, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জয়, পরাজয়, গতি, স্থিতি, জীবন, মরণ, আবির্ভাব, তিরোভাব, দিবস, রজনী, অগ্নি, সোম, আস্তিক, নাস্তিক, জ্ঞান, অজ্ঞান, আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ, প্রকাশ, অপ্রকাশ, চিৎ, অচিৎ, ইত্যাদি। আমার এই নিমিত্ত জানিবার ইচ্ছা হইতেছে, শব্দকে 'ভাব' ও 'অভাব' এই উভয়ের বাচক না বলিয়া ইহাকে কেবল ভাবের বাচক বলা হইল কেন?

বক্তা—তোমার এ প্রশ্ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এই প্রশ্নের যথাযথ ভাবে মীমাংসা হইলে, বহু বিবাদাস্পদ দার্শনিক মতের সমন্বয় হইবে। তোমার এই প্রশ্নের বহুল, গম্ভীরার্থক প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াই এখন সন্তুষ্ট হইতে হইবে।

কার্য্যাত্মভাব ও কারণাত্মভাবভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ ভাব আমাদের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। কার্য্যাত্মভাব ভাববিকার বা পরিণামী ভাব, কার্য্যাত্মভাব অনিত্য, কারণাত্মভাব নিত্যভাব। কার্য্যাত্মভাব আবার সিদ্ধ ও সাধ্যভেদে দ্বিবিধ। সিদ্ধ কার্য্যাত্মভাব 'দ্রব্য' ও 'গুণ' নামে, এবং সাধ্য কার্য্যাত্মভাব 'ক্রিয়া' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে ভাব বা সত্তার পূর্ব্বে কোন বিশেষণ-পদ নাই, সেইভাব বা সত্তা নির্ব্বিশেষ, সেই ভাব বা সত্তা (Existence) নির্ব্বিকার বা অপরিচ্ছিন্ন ভাব। এক সামান্য ভাব যখন বিশেষিত হয়, তখন তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে সোপপদ—উপপদযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। পরমাণুভাব, ঈশ্বরভাব, প্রধান বা প্রকৃতিভাব, মায়াভাব, ভূতভাব, শক্তিভাব, পৃথিবীভাব, জলভাব, অগ্নিভাব, বায়ুভাব, মনোভাব, বুদ্ধিভাব, তাপভাব, তড়িদ্ভাব, আলোকভাব, দ্রব্যভাব, গুণভাব, কর্ম্মভাব ইত্যাদি ইহার সোপপদ বা উপপদবিশিষ্ট ভাব।

জিজ্ঞাসু—কার্য্যাত্মভাব সমূহ কি, তাহা হইলে, শূন্য? অসৎ বা অভাব পদার্থ?

বক্তা—'শূন্য' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, কার্য্যাত্মভাব জাত তাদৃশ পদার্থ নহে। শূন্য ও শব্দবিশেষ; শব্দ (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)

ভাব বা সত্তার বাচক, অতএব শূন্য একেবারে অসৎ এই অর্থে প্রযুক্ত হয়না। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্যসম্বন্ধ আছে, অতএব শূন্য ও সোপপদ বা উপপদ বিশিষ্ট ভাব, শূন্য শব্দ—'শূন্যভাব' এই অর্থের বোধক, শূন্যশব্দ দ্বারা সম্পূর্ণ 'অভাব' বা সর্ব্বভাবের বিরোধিত্ব উক্ত হয়না, ইহা অপেক্ষাকৃত (Relative) অভাবের বাচক।

জিজ্ঞাসু—'শূন্য' শব্দের সহিত 'ভাব' শব্দ উপপদরূপে যুক্ত হইয়া আছে, অর্থাৎ 'ভাবশূন্য', 'শূন্য' শব্দের যদি এই অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে, কি দোষহয় ?

বক্তা—শূন্য বা অভাবের সহিত ভাবের প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ। শূন্য বা অভাবের সহিত 'ভাব' শব্দকে উপপদরূপে প্রয়োগ করিলেও, 'ভাব' শব্দ, ভাব শব্দই থাকে, উহা (উপপদত্বহেতু) 'প্রধান ভাব,' 'পরমাণুভাব' ইত্যাদি শব্দের ন্যায় কোন বিশেষ ভাব প্রত্যয়েরই জনক হইয়া থাকে। সর্ব্ব উপপদবিহীন ভাবাত্মাতে কার্য্যাত্মভাব নিত্য, পরমাণ্বাদি সোপপদভাব বা বিকারাত্মাতে অনিত্য, অর্থাৎ সকল ভাববিকারই কারণাত্মাতে অপরিণামী, কার্য্যাত্মাতে পরিণামী। অনিত্য শব্দ শূন্য বা অভাবের বাচক নহে। অতএব 'শব্দ ভাবের বাচক' এই কথা সত্য। * শব্দ সামান্য ও বিশেষ এই দ্বিবিধ সত্তা বা ভাবের বাচক। সামান্য ভাব যখন পরিচ্ছিন্ন হয়, বিশেষিত হয়, তখন উহা বিশেষ বিশেষ ভাব রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ ভাব সামান্য ভাবের অন্তর্ভূত। যে ভাব দেশ কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, যে ভাব কার্য্য বা বিকার নহে, তাহা পরসামান্য ভাব। বিশেষ বা আপেক্ষিক ভাব প্রকাশ করিবার সময়ে, সামান্য ভাবের সংকোচক—পরিচ্ছেদক কোন উপপদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অপরিচ্ছিন্ন ভাবের প্রকাশকালে কোন উপপদের ব্যবহার হয়না। 'ব্রহ্ম' শব্দ যখন

---

* "স চ পুনরুভয়াত্মা ভাবঃ কার্য্যাত্মা কারণাত্মা চ। * * *। ইদানীং কারণাত্মা ভাবো নিরূপ্যতে। * * * * সোঽত্যন্তাবিনাশধর্ম্মমাত্র আত্মাভাব ইত্যুচ্যতে।

* * * * * *

"আহ,— প্রধানমেৎত স্যাৎ। কিং কারণম্? তদ্ভাবেন হ্যেতজ্জগদবতিষ্ঠতে প্রলয়কাল ইত্যেকে মন্যন্তে। তচ্চনৈব। কিং কারণম্? ভাববিকার এব হি সোপপদ শব্দ বাচ্যত্বাৎ প্রধানভাব ইতি হ্যচ্যতে॥ পুরুষস্তর্হি'?

সংকোচক উপপদ বিহীন, তখন ইহা অপরিচ্ছিন্ন ভাবের, নিরতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত বস্তুর, (যাহা বাস করে, অবস্থান করে, তাহা বস্তু, বস্তু শব্দের এই অর্থ স্মরণ করিবে) বাচক বুঝিতে হইবে, ইহা যে, কোন পরিচ্ছিন্ন বা আপেক্ষিক ভাবের বোধক নহে, তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে। *

জিজ্ঞাসু 'নিরতিশয় বৃদ্ধ' এই শব্দের অর্থ কি ?

বক্তা—'নিরতিশয় বৃদ্ধ' নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, ও সর্ব্বব্যাপক এই অর্থের বাচক।

জিজ্ঞাসু—'নিরতিশয় বৃদ্ধ' নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ও মুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বব্যাপক এই অর্থের বাচক হয় কেন ?

বক্তা—যে ভাব বিকারাত্মক বা কার্য্যাত্মক নহে, সেই ভাব পরমার্থতঃ নিত্যভাব, সেই ভাব পরমার্থতঃ শুদ্ধ বা নির্ম্মল ভাব, সেই ভাব পরমার্থতঃ বুদ্ধভাব—জ্ঞানময় ভাব, বলা বাহুল্য, সেই ভাব স্বভাবতঃ মুক্তভাব, সেই

তত্রাপ্যয়মেব হেতুঃ, অনুপক্ষীণ শক্তিত্বাৎ॥ এতেনৈব ঈশ্বর পরমাণ্বাদি ভাববিকারাঃ প্রত্যুক্তাঃ। ঈশ্বরভাবঃ পরমাণুভাব ইতি সোপপদত্বাৎ। শূন্যং তর্হি ? তদপি ন। যস্মাৎ শূন্যশব্দেঽপি ভাবশব্দ সঙ্গ দর্শনম্, ন হ্যসত্যার্থে শব্দঃ প্রযুজ্যতে। শব্দো হি শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ। কিঞ্চিদস্তি যচ্ছূন্যমিতি। লোকে হি প্রসিদ্ধম্—'গৃহং শূন্যং, গ্রামঃ শূন্যঃ, শূন্যে শব্দমহরে' ইতি। তস্মান্ন শূন্যশব্দেনাভাব এবোচ্যতে। কিং তর্হি, অপেক্ষাকৃতং শূন্যত্বমিতি। ভাবশব্দ এবাত্রোপপদত্বেন যুক্ত ইতি চেৎ, ন, প্রয়োগাপ্রসিদ্ধঃ। ন হি ভাবভাব ইতি প্রসিদ্ধঃ প্রয়োগঃ। ন চ প্রযুজ্যমানোঽপি ভাবশব্দো ভাবশব্দ এবোপপদত্বেন প্রধানাদিশব্দবৎ কঞ্চিদ্বিশেষপ্রত্যয়মাদধাতি॥ তস্মাৎ সর্বোপ—পদহীনস্য ভবতেরাত্মভাবেনেদং জগন্নিত্যাং, ইতরৈস্তু ভাববিকারৈঃ পরমাণ্বাদিভির্ভা-ববিকারাত্মভিরনিত্যম॥"—নিরুক্তটীকা।

* "বৃহ বৃহি বৃদ্ধৌ ইত্যস্মাদ্ধাতোর্নিষ্পন্নো ব্রহ্মশব্দো বৃদ্ধংবস্ত্বভিধত্তে। বৃদ্ধিশ্চাত্র নিরতিশয়া বিবক্ষিতা। সংকোচকয়োঃ প্রকরণোপপ-দয়োরভাবাৎ। যদা ত্বাপেক্ষিকবৃদ্ধিযুক্তং বস্তু প্রকৃতং ভবেৎ, উপপদং বা কিঞ্চিদ্বাচকং প্রযুজ্যেত তদা সংকোচো ভবেৎ। ন ত্বেতদুভয়মপ্যত্রাস্তি। নিরতিশয়বৃদ্ধির্নাম নিত্যশুদ্ধত্বাদিরূপা॥"

—তৈত্তিরীয়ারণ্যকভাষ্য।

ভাব সর্ব্বজ্ঞ, সেই ভাব সর্ব্বশক্তি। কোন্ ভাব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেই তাহা অবধারিত হয়। *

জিজ্ঞাসু—একটী সাধু শব্দের অর্থ পূর্ণভাবে চিন্তা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, এই কথা যে পরম সত্য, হৃদয় তাহা এখন অনুভব করিতেছে, আমার জিহ্বা অবশভাবে পুনঃ পুনঃ এই কথা উচ্চারণ না করিয়া থাকিতে পারিতেছেনা। এখন 'মধু' শব্দের অর্থ কি, ব্রহ্মকে কি নিমিত্ত মধু বলা হইয়াছে, তাহা বলুন।

বক্তা—'মন্' ধাতু হইতে 'মধু' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা অভিমত হয়, যাহা আত্মার অনুকূল রূপে বিবেচিত হয়, অতএব যাহা সুখপ্রদ, আনন্দদায়ক, তাহা 'মধু' পদবাচ্য অর্থ। যাহা ভূমা, যাহা নিরতিশয়—যাহা মহত্তম, যাহা দেশ, কাল ও বস্তুধর্ম্ম দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, তাহাই বিশুদ্ধ বা প্রকৃত সুখ। পরিচ্ছিন্ন অন্যকে বাধা দেয়, সুতরাং অন্যের নিকট হইতে বাধা পায়। যাহা কাহাকেও বাধা দেয়না, সে কাহার নিকট হইতে বাধা পায়না। যাহা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া, অল্প বলিয়া অন্যকে বাধা দিয়া থাকে, অতএব অন্যের নিকট হইতে বাধা পাইয়া থাকে, তাহা দুঃখী বা বাধিত সৎ। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'যাহা ভূমা, যাহা নিরতিশয়, যাহা মহৎ, যাহা বহু, তাহা সুখ, অল্পে, পরিচ্ছিন্নে সুখ নাই, অল্প সুখ দুঃখেরই হেতু, অল্প সুখকে এই নিমিত্ত দুঃখের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।' +

'আত্মা' ও 'ব্রহ্ম' এই শব্দদ্বয় সমানার্থক।

নিরুক্তের নৈঘণ্টুকাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বগত বলিয়া আত্মা দ্বারা সকলেই অভিত ব্যাপ্ত। আত্মা সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপক হইলেও, ইহার সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বত্র অনুভূত হয় না। বিকার বা কার্য্য পদার্থের 'অন্তঃ' ও 'বহিঃ' এই দ্বিবিধ অবস্থা। সূক্ষ্ম দ্বারা স্থূল ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা যাহা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা তাহার কারণ, তাহাকে তাহার 'আত্মা' বলা হয়। যাহা স্থূল, তাহা

---

*"উচ্যতে—অস্তি তাবদ্‌ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং, সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্। ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ।"—শারীরকভাষ্য।

+ "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ। "যো বৈ ভূমা-মহৎ নিরতিশয়ং বহ্বিতি পর্য্যায়াস্তৎসুখম। ততোঽর্ব্বাক্ সাতিশয়ত্বাদল্পম্। অতস্তস্মিন্নল্পে সুখং নাস্তি। অল্পস্যাধিকতৃষ্ণাহেতুত্বাৎ। তৃষ্ণা চ দুঃখবীজম্

কার্য্য কারণ, যাহা সূক্ষ্ম, যাহা কারণ তাহা 'আত্মা' তাহা 'ব্রহ্ম'+ বিজ্ঞানভিক্ষুও স্বপ্রণীত সাংখ্যসার নামক গ্রন্থে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন ("যস্য যদ্ ব্যাপকং তস্য তদ্ ব্রহ্মাত্মো ধবাদিকম্। প্রকৃত্যাস্তং ভবেদ্ ব্রহ্ম স্ব-স্ব কার্য্যাপেক্ষয়া"॥ ——সাংখ্যসার)।

জিজ্ঞাসু—'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' এই শব্দদ্বয় যে সমানার্থক, তাহা বুঝিতে পারিলাম, এখন যে নিমিত্ত ব্রহ্মকে 'মধু' বলা হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—যাহা আত্মার অনুকূল বেদনীয়, তাহা সুখ, তাহা আনন্দ, সুখ বা আনন্দ সকলের প্রিয়। আত্মার অবাধিত অবস্থার অনুভবই, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সুখের অনুভব। সুখ বা আনন্দ সকলের প্রিয়, আত্মা সুখময়, সুতরাং আত্মাই সকলের প্রিয়তম। যাহা হইতে সুখ হয় তাহাই মধুরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে ; আত্মা বা ব্রহ্মই আনন্দময়, অতএব আত্মা বা ব্রহ্মই মধু, মাধুর্য্যোপলক্ষিত সুখময় বস্তু। আত্মা বা ব্রহ্মই ঈপ্সিততম, ব্রহ্মকে দেখিবার নিমিত্তই, তাঁহাকে পাইবার জন্যই, সকলে ব্যাকুল, সকলে কর্ম্মশীল।

জিজ্ঞাসু—যাহা সুখজনক, যাহা আনন্দপ্রদ, তাহাই যে মধুর, তাহা সুখবোধ্য, কিন্তু সকলেই কি ব্রহ্মকে মধু বলিয়া বুঝিয়া থাকে? সকলেই কি ব্রহ্মকে দেখিবার নিমিত্ত, ব্রহ্মকে পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়? এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, ব্রহ্মই মধু ইত্যাদি বেদোপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক সকলেই কি ব্রহ্মকে পাইবার জন্য চঞ্চল হয়?

বক্তা। সংবাদ (Harmony) সকলেরই প্রিয়, বিসম্বাদ কাহারও হৃদ্য নহে। সংবাদ সকলেরই প্রিয়, বিজ্ঞান এই জন্য বিশেষের মধ্যে সামান্যের,

---

ন হি দুঃখবীজং সুখং দৃষ্টং জবাদি লোকে। তস্মাদ্ যুক্তং নাল্পে সুখমস্তীতি। অতো ভূমৈব সুখম্। তৃষ্ণাদিদুঃখবীজত্বাসম্ভবাদ্ ভূম্নঃ॥" - শাঙ্করভাষ্য।

"আত্মা অততের্বা" সর্বমেব হি তেনাততং ভবতি সর্বগত্বাৎ। আপ্তের্বা" সর্বমেব হি তেন ব্যাপ্তং ভবতি সর্বগতত্বাদেব। "অপি বাপ্ত ইব" সঙ্খ্যাতে হ্যসৌ কার্য্যকারণতঃ " যাবদ্ ব্যাপ্তিভূত ইতি" অপি চৈবমন্যথা "স্যাৎ" আপ্তোবাপ্ত ইব স্যাৎ। * * *

* "আত্মাততের্বাপ্তের্বাপি বাপ্তইব স্যাদ্ যাবদ্ব্যাপ্তিভূত ইতি।" -নিরুক্ত।

"আত্মা অততের্বা" সর্ব্বমেব হি তেনাততং ভবতি সর্ব্বগত্বাৎ। "আপ্তের্বা" সর্ব্বমেবহি তেন ব্যাপ্তং ভবতি সর্ব্বগতত্বাদেব। "অপিবাপ্ত ইব" সঙ্খ্যাতে হ্যসৌ কার্য্য কারণস্থঃ "যাবৎ ব্যাপ্তিভূত ইতি" অপি চৈবমন্যথা "স্যাৎ" আপ্তো ব্যাপ্ত ইব স্যাৎ। * * * সূক্ষ্মেণ হি স্থূলং ব্যাপ্যতে, ন স্থূলেন সূক্ষ্মম্, স্থূলঞ্চ কার্য্যকারণম, সূক্ষ্ম আত্মা, তস্মাদিবশব্দঃ॥"—নিরুক্তটীকা।

বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কারের চেষ্টা করেন, সঙ্গীত (Music) এই নিমিত্ত আসন্ন চেতন পশু-পক্ষ্যাদিরও চিত্তকে আকর্ষণ করে, জড়প্রায় শিশুর হৃদয়ও সঙ্গীত শ্রবণ পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। তালের একতা, স্বরের একতা, চিত্তের একতা, স্পন্দনের সমতা ভিন্ন আর কিছু নহে, সংবাদী স্পন্দনই (Harmonious Vibrations) মধুর এই নামে লক্ষিত হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—সংবাদ (Harmony) সকলের প্রিয়, বিসংবাদ কাহারও হৃদ্য নহে, ইহা সত্য, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বৈষম্য-সংসারের প্রজা হইয়া, আমরা সাম্যভাবকে এত ভালবাসি কেন? আমাদের সঙ্গীত শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা হয় কেন?

বক্তা—সংসারের অন্তরতম প্রদেশে সাম্যভাব বিরাজ করিতেছে, তিক্ত পদার্থেও মধুর রস বিদ্যমান আছে। সংসারের অন্তরে যদি সাম্যভাব না থাকিত স্থূল বা কার্য্য যদি সূক্ষ্ম বা আত্মা দ্বারা ব্যাপ্ত না হইত, তাহা হইলে লোকের সাধারণতঃ সংসারে এত আসক্তি হইত না। সংসারে চিরস্থায়ী, অপরিচ্ছিন্ন সাম্যভাবের কমনীয় রূপ দেখিতে না পাইলেও লোকে ইহার অস্থায়ী, পরিচ্ছিন্ন রূপ দেখিতে পায়, কোলাহলের মধ্যে মেঘের ক্রোড়ে চপলার প্রকাশের ন্যায় সঙ্গীতের ক্ষণিক বিকাশ হইয়া থাকে, বৈষম্যময় সংসারে বাস করিয়াও সংসার-বাসীর তাই সাম্যভাবের হৃদয়রমণ মধুর রূপ দেখিবার ইচ্ছা হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বিশেষের মধ্যে সামান্যের দর্শনলালসা, কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীত শ্রবণের ইচ্ছা তিক্তের মধ্যে মধুররসের আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা সমান কথা। মানুষ সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে মানুষ তত্ত্ব জানিবার, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে দেখিবার, তিক্তের মধ্যে মধুর রস পান করিবার ইচ্ছা করে, ইহাও সত্য। প্রবৃত্তি বা শক্তি ভেদে রুচিভেদ হয় বটে, প্রতিভার পার্থক্য বশতঃ লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কর্ম্ম করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হয়, জীবমাত্রের চরম বা মুখ্য আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ এক ভিন্ন দুই নহে, মূল দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য বা প্রাপ্তব্য পদার্থ সকলেরই এক। নিদাঘকালে গভীর রজনীতে চার পাঁচটী বন্ধু পবিত্র সলিলা ভাগীরথীর তটে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দূর হইতে চিত্তোন্মাদী সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, কোন্ দিক্ হইতে এই ধ্বনি প্রবাহিত হইতেছে, সকলেই তাহা স্থির করিতে সচেষ্ট হইলেন,

কিন্তু মতের ঐক্য হইল না, কেহ নিশ্চয় করিলেন, উত্তরদিক্ হইতে ইহা প্রবাহিত হইতেছে, কাহারও বিশ্বাস হইল পূর্ব্বদিক হইতে, কেহ স্থির করিলেন, দক্ষিণ দিক্ হইতে, কোন ব্যক্তির মনে হইল, পশ্চিমদিক্ই ইহার প্রবাহকেন্দ্র। যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস হইল, তিনি তদনুরূপ কার্য্য করিলেন, কেহ উত্তরদিকে, কেহ পূর্ব্বদিকে, কেহ দক্ষিণ দিকে এবং কেহ পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য সকলেরই একরূপ, সকলেই এক প্রকার আকর্ষণশক্তি দ্বারা সমাকৃষ্ট হইলেন, কিন্তু বুদ্ধিভেদ নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন দিক্ অবলম্বিত হইল, যিনি যে দিক্কে উক্ত সঙ্গীতধ্বনির প্রবাহকেন্দ্র বলিয়া বুঝিলেন, তিনি যে অন্যকেও সেই দিক্ই প্রকৃত দিক্ বলিয়া বুঝাইবার, অন্যকেও সেই দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য। প্রথম বিশ্বাসের প্রেরণায় যিনি যে দিক্ অবলম্বন করিলেন, কিয়দ্দূর গমনের পর, তাঁহার সেই অবলম্বিত দিকের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে, এমন কি, পরিশেষে (যদি প্রকৃত দিক্ নির্ণীত না হইয়া থাকে) তাঁহাকে সম্পূর্ণতঃ বিভিন্ন দিক্ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হয়। আকর্ষণ ও উদ্দেশ্য সমান হইলেও, যে কারণে গতির দিক্ ভিন্ন হয়, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইল। তত্ত্বজিজ্ঞাসা, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের দর্শনলালসা, কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীতশ্রবণেচ্ছা বা তিক্তের মধ্যে মধুররসের আস্বাদনবাঞ্ছা যে, কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ, তাহা নিঃসন্দেহ, তথাপি ব্যক্তিগত প্রতিভাভেদবশতঃ সকল কর্ম্মকর্ত্তা একদিকে যাত্রা করিতে পারেন না, এক পদার্থের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দিক্ অবলম্বন করিয়া থাকেন। বেদের প্রবর্ত্তনায় পরমাণু সমূহ, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, বেদের প্রেরণায় জীব ত্যাজ্য কি, গ্রাহ্য কি, তাহা স্থির করে, মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীববৃন্দ বেদের উপদেশ বশতঃ বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কারার্থ সচেষ্ট হইয়া থাকে, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, পরমাণুবাদ, প্রকৃতি-পুরুষবাদ, সকলেই মূলতঃ বেদপ্রসূত। বেদ বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মই মধু'—ব্রহ্মই পরমানন্দলক্ষণ মাধুর্য্যোপেত বস্তু, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই সকলের রস—সকলের সারভূত, সকলের আত্মা, তিনিই পরসামান্য প্রকৃত সঙ্গীত শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে হইলে, যথোক্ত ব্রহ্মের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, বিষ্ণুর পরম পদেই নিত্য প্রকৃত সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। 'ব্রহ্মই মধু' এই বেদোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক কেহ জড়শক্তিকেই ব্রহ্ম, জড়শক্তিকেই মধু বলিয়া বুঝাইয়াছেন, জড়শক্তি ভিন্ন পদার্থান্তরের অস্তিত্ব নাই, এইরূপ বিশ্বাসের

বশবর্ত্তী হইয়াছেন, জড়শক্তিরই উপাসনা করিতেছেন, সকলেই যাহাতে এইরূপ মতাবলম্বী হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, কেহ চিচ্ছক্তিকেই যথোক্ত ব্রহ্ম পদার্থ মনে করিয়া, তাঁহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, চিচ্ছক্তি ভিন্ন অন্য পদার্থ নাই, এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে আদর পূর্ব্বক স্থান দিয়াছেন, অন্যেও যাহাতে এবম্প্রকার মতের অনুবর্ত্তন করে, তন্নিমিত্ত সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেছেন।

জিজ্ঞাসু --ত্রিসুপর্ণমন্ত্রের গর্ভে যে এত তত্ত্ব আছে, তাহা ভাবিবার শক্তি আমার নাই, পূর্ণভাবে একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ, এবং তাহার মনন ও ধ্যান করিতে পারিলে, মানুষ যে কৃতার্থ হয়, তাহা বিশ্বাস হইতেছে।

বক্তা --ব্রহ্ম ও মধু এক পদার্থ বলাতে, ব্রহ্মই যে জীবের ঈপ্সিততম, ব্রহ্মই যে জীবের প্রিয়তম, ব্রহ্মকে পাইবার জন্যই যে জীব জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ ব্যাকুল, তাহা সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্মই প্রাপ্তব্য, এই কথা বলিয়া করুণাময় বেদ নিশ্চিন্ত হন নাই, গন্তব্যদেশ দেখাইয়া দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হইল, মনে করিতে পারেন নাই, কোন্ উপায়ে প্রাপ্তব্য সমধিগত হইবে, ঈপ্সিততমের সমীপে উপনীত হওয়া যাইবে, বেদ তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। "হে সচ্চিদানন্দময়! তুমিই যে প্রাপ্তব্য, তুমিই যে মধু, তোমাকে পাইলেই যে আমি কৃতকৃত্য হইব, আমার সকল অভাব বিদূরিত হইবে, তাহা ত বলিলে, কিন্তু কোন্ সাধনাদ্বারা আমি তোমাকে পাইতে পারি, তাহা বলিয়া দেও, অধিকার বিচারপূর্ব্বক তুমি নানা পথের উপদেশ দিয়াছ, কিন্তু কোন্ পথ অবলম্বনীয়, এবং যে পথ ধরিয়া চলিলে আমি তোমার কাছে পঁহুছিতে পারিব, তাহা বলিয়া দেও। জ্ঞানমার্গ, উপাসনামার্গ, কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ, ভক্তিমার্গ, ইত্যাদি বহু মার্গের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এই সকল মার্গের মধ্যে কোন মার্গ ধরিয়া চলিবার শক্তি যে আমার নাই, তুমি যদি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে তোমার সর্ব্বাশ্রয় চরণে গ্রহণ কর, তবেই আমি তোমাকে পাইতে পারি, নতুবা এই শক্তিহীন, এই জ্ঞানহীন এই ভক্তিহীন, কিরূপে তোমাকে পাইবে? সাধন-ভজন দ্বারা তোমার চরণ লাভ করা শক্তিমানের সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু পতিতপাবন! মাদৃশ শক্তিহীনের তাহা সাধ্য নহে, বিশ্বপিতঃ! তোমার এই অধমসন্তান, তাই করপুটে প্রার্থনা করিতেছে, তুমি দয়া করে ইহাকে প্রাপ্ত হও। তুমি যে বাৎসল্যের পারাবার, আমি তাই সাহসপূর্ব্বক 'তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও, তুমি আমার কাছে এস' এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি। সদ্য উৎপন্ন বৎসের গাত্রে মল থাকিলেও, ধেনু যেমন তাহা উপেক্ষা করিয়া,-- গ্রাহ্য না করিয়া বৎসের গাত্র লেহন পূর্ব্বক

উহাকে নির্ম্মল করে, তোমারমুখে শুনিয়াছি, সেইরূপ তুমি আশ্রিতদিগের দোষসমূহ নিজ ভোগ্যরূপে স্বীকার কর, সদোষ শরণাগতদিগকে নির্দ্দোষ করিয়া, বিমল করিয়া, তোমার সর্ব্বাশ্রয় চরণে গ্রহণ কর। তোমার এই গুণ 'বাৎসল্য' নামে প্রসিদ্ধ; করুণাময়! তুমি এই বাৎসল্যগুণের পারাবার। অতএব 'তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও' আমার এইরূপ প্রার্থনা অসঙ্গত নহে। চরণে স্থান দিতে হইবে, আমি তোমার কাছে যাইতে পারিবনা; তোমাকে আমার কাছে আসিতে হইবে, আমার এ প্রার্থনা শুনিতে হইবে, কেন শুনিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। হে সোম! হে উমা বা ব্রহ্মবিদ্যার সহিত বর্ত্তমান পরমাত্মন্! হে বিশ্বকারণ পরমপিতঃ! দেব-মনুষ্যাদি তোমার বহু প্রজা (সন্তান) আছে, আমিও তাহাদের মধ্যে একজন, কিন্তু পিতঃ! আমি শক্তিহীন, জ্ঞানহীন, আমি শিশু, অতএব আমি তোমার বিশেষতঃ দয়াপাত্র। ধূলোমাথা (মলিন) বলিয়া কি, তুমি তোমার অজ্ঞ সন্তানকে ত্যাগ করিবে? না পিতঃ! তুমি তাহা কখন করিতে পারিবেনা, মলিন বলিয়া কি সন্তানকে কোন মাতা-পিতা ত্যাগ করিয়াছেন? অজ্ঞান, চলৎশক্তিহীন শিশুসন্তান কি মাতা-পিতার ক্রোড়ে স্বয়ং উঠিতে পারে? কি ভদ্র, কি অভদ্র, কি হিত, কি অহিত, অবোধ সন্তান কি, তাহা বুঝিতে পারে? আমি তোমার শক্তিহীন, অবোধ শিশুসন্তান, তাই আমাকে তোমার চরণে স্থান দিতে হইবে, আমি তোমার কাছে যাইতে পারিবনা, তোমাকে আমার কাছে আসিতে হইবে, আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই হইবে, আমার এইরূপে প্রার্থনা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, পিতা নিতান্ত বালক সন্তানের হাত ধরিয়া গমন করেন, বয়োপ্রাপ্ত বালক পিতার হাত ধরিয়া গমন করে, আমি নিতান্ত বালক, নিতান্ত শক্তিহীন, তাই তুমি আমার হাত ধরিয়া লইয়া যাইবে। 'হে সংসাররূপ দুঃস্বপ্নের নাশক! হে পরমেশ্বর! আমার সংসার-দুঃস্বপ্ন নষ্ট কর, আমাকে ভবসাগর পার করিয়া দেও, হে অমৃতময়! আমার হাত ধরিয়া এই 'মৃত্যুরাজ্য' হইতে তুমি আমাকে তোমার অমৃতভবনে লইয়া যাও, কলুষনাশন! বিশ্বপিতঃ! পাপের আশ্রয় হইলেও আমি যে তোমার (তবাস্মি), তুমি আমাকে কি করে ত্যাগ করিবে? পরমাত্মন্! 'আমার' বলিবার কি আছে? সর্ব্বময়! 'আমার' বলিবার আমার কি থাকিতে পারে? ভ্রান্তিবশতঃ তোমার সামগ্রীকে এতদিন আমার, আমার মনে করিয়া এই দুঃখময় ভীম ভবার্ণবে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছি, চুরি করে সংসার কারাগারে নিগড়বদ্ধ

হইয়া বাস করিতেছি, তোমার কৃপায় তোমার শরণাগত সুসন্তানগণের উপদেশ পাইয়া জানিয়াছি, যাহাদিগকে আমার, আমার বলিয়া বুঝিতাম, সেই সকলই তোমার, মন আমার নহে, প্রাণ আমার নহে, ইন্দ্রিয়গণ আমার নহে, দেহ আমার নহে, এই সমস্ত তোমার, মন তোমার, প্রাণ তোমার ইন্দ্রিয়গণ তোমার, দেহ তোমার, ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার, আমার বলিবার কিছুই নাই। বিশ্বময়! বিশ্বজনক! আমি যখন তোমার, তখন আমার বলিবার কি থাকিতে পারে? হে অকিঞ্চনশরণ! আমি অকিঞ্চন, হে দীননাথ! আমি দিনাতিদীন, আমার কিছু নাই. যাহা কিছু সৎ, তাহা তোমার, তাহা তুমি, তুমি বিশ্বের পিতা, তুমি বিশ্বের সম্রাট্, তুমি সর্ব্বভাবময়, তুমি সর্বেশ্বর, তুমি সর্ব্বকাম. তুমি সর্ব্বরস, বিদ্যা তুমি, অবিদ্যা তুমি, মায়া তুমি, মায়ী তুমি, মৃত্যু তুমি, অমৃত তুমি. তুমি সর্ব্ব. তুমি বিরূপ, তুমি বিশ্বরূপ, পরমার্থতঃ সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদবিমুক্ত বলিয়া তুমি এক—অদ্বিতীয়, স্বীয় শক্তি বা মায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ কর বলিয়া তুমি অনেক, * তুমি প্রাণের প্রাণ, তুমি মনের মন, তুমি প্রধান—পুরুষেশ্বর। প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর!, তোমার কৃপায়, আমি এই জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া. সর্ব্বদুঃখবীজ মদীয়ত্ব-বুদ্ধিকে—আমার, আমার এই জ্ঞানকে আহুতি দিব. আমার, আমার এই কুবুদ্ধিকে ভস্মীভূত করিব, দিবানিশ নমোনমঃ করিব, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন-ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এ সকলই তোমাকে ফিরাইয়া দিব, তোমার সামগ্রী তোমাকে দিয়া, বুদ্‌বুদের ন্যায় তোমার অমৃতময় চরণসাগরে বিলীন হইব, অমৃতত্ব লাভ করিব, তোমার সন্তান, পাপকৃত্তম হইলেও, অনুপূর্ব্বক তোমার চিরশান্তিময় অঙ্কে উঠিব, চিরদিনের নিমিত্ত ত্রিতাপজ্বালা নির্ব্বাপিত করিব, হে শান্তিময়! হে শরণাগতপালক, হে অমৃতময়! আমি তোমার সন্তান, সুতরাং মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক তোমারই হইব।" ভগবানে এইরূপে আত্মনিবেদন করিতে না পারিলে প্রকৃত অকিঞ্চন বা দীন হওয়া যায়না।

জিজ্ঞাসু—বহুদিন নিয়মপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহার গর্ভে যে এত কথা আছে, ইহার যে বত্নাকর তাহা এতদিন বুঝিতে পারি নাই, এমন পূর্ণভাবের প্রার্থনা আর কোথাও আছে কিনা জানিনা।

* "একৈব সর্ব্বত্র বর্ত্ততে তস্মাদুচ্যতে একা। একৈব বিশ্বরূপিণী তস্মাদুচ্যতে নৈকা। অতএবোচ্যতেহজ্ঞেয়ানন্তা লক্ষ্যাজৈকানৈকেতি।" —দেব্যুপনিষৎ।

বক্তা—ত্রিসুপর্ণমন্ত্রত্রয়ের মধ্যে তোমাকে একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনাইলাম, প্রয়োজন হইলে, পরে আর দুইটীর ব্যাখ্যাও শুনাইব। ত্রিসুপর্ণমন্ত্রত্রয়ের মধ্যে এই মন্ত্রটীতে প্রপন্নভক্তের স্বরূপ বিশেষতঃ বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃত দীনতা কাহাকে বলে, কিরূপ ভাবে, প্রার্থনা করিলে, যথার্থ দীনতার ভাব হৃদয়ে জাগরিত হয়, যে জ্ঞান মুক্তিপ্রদ, সে জ্ঞানের স্বরূপ কি, কিরূপ সাধনা করিলে মোক্ষপ্রদ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, বিশদভাবে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তোমার কি মনে হইতেছে? কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে কি?

জিজ্ঞাসু—কত কি মনে হইতেছে, কত কথা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, কে তুমি? এত প্রেম, এত দয়া, এমন বাৎসল্য যাঁহার, তিনি কে? পুনঃ পুনঃ তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। বেদ অসভ্যাবস্থার কৃষকের গান, এ কথা শুনিয়াছি, বেদকে ঋষিরা এত সম্মান দিয়াছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিনা, এ দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে এইরূপ মত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি, বেদ স্বতঃ প্রমাণ, বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, দেবতারাও বেদসৃষ্ট, বেদ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ বেদের এইরূপ স্তুতিও কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। এক বস্তু সম্বন্ধে এমন পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমূহের আবির্ভাব হয় কেন, তাহা বুঝিতে পারিনা, তাহা বুঝিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। যথাশক্তি অর্থ ভাবনা পূর্ব্বক ত্রিসুপর্ণমন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিলে ভগবান্ যে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, তাহার কারণ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। অগ্নি, বায়ু, জল, তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি ভূত ও ভৌতিক শক্তির উপাসনা করিলে, ইহাদিগের কাছে যথাবিধি প্রার্থনা করিলে, ফল প্রাপ্তি হয় তাহা দেখিয়াছি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলে, প্রার্থিত বস্তু সমধিগত হয়, তাহাও নিজ জীবনে বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অতএব প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, আমাকে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, ইষ্টদেব, ঋষি ও সিদ্ধগণ স্বাধ্যায়শীল পুরুষের দৃষ্টিগোচর হন, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাস প্রভৃতির মুখ হইতে তাহা শ্রবণ করিয়াছি। অতএব সূক্ষ্মশক্তি যে স্থূলরূপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করি, কারণ সত্যময় বেদ যখন মিথ্যা বলেন না বেদাশ্রিত, পরহিতৈকব্রত, সত্য সন্ধ ঋষিগণ যে মিথ্যা বলিবেন, লোককে প্রতারিত করিবেন, তাহাও মনে করিতে পারিনা। "হে ব্রহ্ম!, তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও, হে মধু! তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও", এই প্রকার প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ যে তাহা শ্রবণ করেন, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাঁহার কারণ কি, তাহার যুক্তি কি, তাহা জানিবার প্রবল আকাঙ্খা হয়।

আত্মযজ্ঞ বা আত্মাহুতি।

মন- -ভৈরব রাগ গো নহে তো এবার
দীপক রাগ গো বাজায়ে।
চিত্তেরে মম জ্বালাইয়া দাও
বৈরাগ্য আগুন জ্বালায়ে॥
আবাহন যেন হয়ে গেছে তার
আজি যে আহুতি সে মহাপূজার
বৈরাগ্য হোমাগ্নি জ্বাল একবার
যাহা কিছু আছে -সকলি আমার
আহুতি দিব গো ঢালিয়ে।
আজি মম প্রাণ দিব বলিদান
তব প্রিয় নাম স্মরিয়ে।
হৃদয় পুষ্প অঞ্জলি দিব
নৈবেদ্য আমারে করিয়ে।
মন্ত্র হবে গো আত্ম বলিদান
চিত্তের মাঝে সে মহা আহ্বান
আজি সে বাজিছে তোমার সে গান
সকল স্পন্দ থামায়ে।
সে হোমাগ্নি শিখা উঠুক জ্বলিয়া
হৃদয় আঁধার যাউক চলিয়া
তাহার পুণ্য শিখাতে এবার
চিত্ত উঠুক রাঙ্গিয়ে।
সকল কালিমা সব মলিনতা
আজিকে যাউক চলিয়া
হে চির পবিত্র! হে চির সুন্দর!
হোতা তুমি হও এ মহা যজ্ঞের
জ্বাল ব্রহ্মানল জ্বলুক বৈরাগ্য
আমারে দাও গো সঁপিয়া

আজি—এ মহাপূজায় এই উপচার
সব মলিনতা মুছায়ে
লও লও লও হে মহা যাজ্ঞিক
তব—যজ্ঞ উপাদান করিয়ে।
সব মলিনতা ঘুচিলে এবার
বৈরাগ্য অনলে পোড়ায়ে
ভস্ম টুকু তার হে চির মহান্
ললাটে লবে কি পরিয়ে?
বাজাও এবার সে দীপক রাগ
সকল রাগিণী থামায়ে
জ্বাল বৈরাগ্য জ্বলুক হোমাগ্নি
আমারে দাও গো সঁপিয়ে॥

বিশ্বাস কর কত টুকু?

কতটুকু বিশ্বাস ভগবান্‌কে কর? যতটুকু কোম্পানির কাগজকে কর, যত টুকু চাকুরীকে কর, যতটুকু বামা শ্যামাকে কর, যত টুকু কারবারকে কর এক কথায় যতটুকু ধন জনকে কর ততটুকু কি ভগবানকে কর?

না, তা পারিনা। যখন দরকার হয় তখন টাকাতে অভাব দূর হয় তেমন কি ভগবান্‌কে দিয়া হয়?

আহা জীবের কি দুর্ভাগ্য! টাকায় শরীরের অভাব দূর হয় বটে কিন্তু এই স্থূল শরীর যখন দুরারোগ্য রোগে যাতনা পায় তখন কি অর্থে সে দুঃখ দূর হয়? অসাধ্য রোগ হইলে কাহাকে ধর? সে কি টাকা না ভগবান্?'

আহা শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি সকলের দুঃখ দূর করিতে পারেন। তিনি সকল রকম দুঃখ দূর করিবার সামর্থ্য রাখেন। শুধু একটু বিশ্বাস রাখিতে পারিলেই হয়। শুধু তাঁহাকে জানাইয়া, ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেই হয়।

দুঃখের কথা যখন গর্ভধারিণী জননীকে বলি, আর জননী যখন আশ্বাস দেন তোর ভয় কি আমি আছি তখন প্রাণ আশ্বস্ত হইয়া উঠে। ধার্ম্মিক দয়াশীল প্রতিবেশীর নিকটে আশ্বাস পাইয়াও মানুষ জাগিয়া উঠে কিন্তু শ্রীভগবানকে জানাইয়াও কি ততটুকু আশ্বাসও পায় না? হায়! অবিশ্বাস!

যথার্থ বিশ্বাস যদি রাখিতে পারা যায় তবে তাঁহাকে জানাইলেই ত আশ্বাস পাওয়া যায়। তিনি কখন্ ভাল করিবেন ইহার জন্য যদি ব্যস্ত না হই; এখনও করিলেন না কেন ইহার জন্য যদি অবিশ্বাস না আনি, যদি মনে না করি ভগবান্ টগবান্ কথার কথা মাত্র, ভগবান্‌কে ডাকিলে কিছুই হয় না—এই সব না ভাবিয়া যদি স্থির থাকিতে পারি, যদি দৃঢ় বিশ্বাসে বলিতে পারি ঠাকুর! আমার যাহা জানাইবার তাহাত জানাইলাম এখন তুমি কি কর বা না কর আমি সেজন্য ব্যস্ত হইব না, যত দুঃখ আমার উপর আসুক আমি তাহা সহ্য করিব আর বলিব ঠাকুর তোমাকে ত জানাইয়াছি, কথা কহিয়া না বলিলেও যিনি অন্তরের কথা জানেন, তাঁহাকে আর কেন পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে; এই ভাবে যদি ধৈর্য্য ধরিতে পারি, যদি ফলাকাঙ্ক্ষা আদৌ না করি তবে বুঝিব আমি বিশ্বাস করিয়াছি।

এই ভাবে বিশ্বাস করাই সুখ, এই ভাবে বিশ্বাস করাই পরম আনন্দ। তুমি আমার সব অভাব দূর করিতে পার আমি জানাইয়াছি তবু যখন তুমি কিছু কর না, তবু যখন আমার উপরে বহু প্রকারের দুঃখ আইসে, যাতনা আইসে, তখন আমার মনের অবস্থা কিরূপ হয়?

আহা! এই যে দুঃখ আসিতেছে তা ত তুমি জানিয়াই পাঠাইতেছ! যাহা তোমার হাত হইতে আসিতেছে তাহাই ত আমার পক্ষে মঙ্গল। তুমি যে মঙ্গলময়। তুমি কাহারও অমঙ্গল কর না। আমরা কুবুদ্ধি বশে মনে করি তুমি মঙ্গল করিলেনা। ফলে সুখ বা দুঃখ যাহাই আমার নিকটে আসিল তাহাই তোমার স্নেহের দান। তাহাতেই আমার অপরাধের ফোঁড়ার অস্ত্র করা হইল তাহাতেই আমার আত্মার কল্যাণ হইল। হউক একটু ফোঁড়া অস্ত্র করার দুঃখ। ইহা আমার সহ্য করাই উচিত।

এই ভাবে যে বিশ্বাস করিতে পারে তাহার বিশ্বাসই বিশ্বাস। তাহার ঈশ্বরই জীবন্ত ঈশ্বর। এইরূপ ব্যক্তিই কল্পনার ঈশ্বর লইয়া থাকেনা। এইরূপ সাধকই ধন্য। ইনিই যথার্থ বৈরাগ্যবান্।

বিশ্বাসীর ঈশ্বর অনুভব।

(১)

ঈশ্বর অনুভব একটু করাইয়া দিতে পার ?

পারি।

দাও না।

একটু নিরাশ্রয় হও।

কিরূপে হইব ?

একা কোন দূর তীর্থে চল। মনে কর চিত্রকূটে গিয়াছ। সঙ্গে কেহ নাই। অর্থ যাহা ছিল তাহাও চোরে লইয়াছে। তুমি মন্দাকিনী তীরে এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছ। কত লোক যাইতেছে, আসিতেছে, কেহ তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনা। তুমিও কাহাকেও চেন না। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। কোথায় থাকিব জানি না। কোথায় যাইব জানি না। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। দুই একটা জানোয়ারের শব্দ শুনা যাইতেছে। ভাবনা ত আছেই। ভয়ও হইতেছে। এই অবস্থায় পড়িয়াছ। বড় নিরাশ্রয়ের অবস্থা। কি করিবে এখন ?

আহা আমার কি কেহ নাই? যখন আমার চেনা পরিবারবর্গ ছিল, অর্থও ছিল, থাকিবার স্থানও ছিল তখন ত রাম রাম করিয়াছি। এখন ত নিরাশ্রয়। এখন আমার রাম কোথায় ? বিশ্বাস যে কারণাম রাম আছেন লক্ষ্মণের সঙ্গে নাকি ধনুর্ব্বাণ লইয়া নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হন। হায়! আমার ত কেহ নাই। এখন আমার রাম রাম করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এই অবস্থায় পড়িয়া ডাক অনুভব করিতে পারিবে তিনি আছেন। বাড়ীতে বসিয়াও ভাবনায় এই ভাবে নিরাশ্রয় হওয়া যায়। এই ভাবে নিরাশ্রয় হইয়া ডাকা নিত্য অভ্যাস করিতে হয়। এই অবস্থায় পড়িয়া ডাক, কিছু অপূর্ব্ব দেখিবেই।

কখন কি একা তীর্থে গিয়াছ ? না গিয়া থাক একা যাও। সঙ্গে যাহা থাকে দান করিয়া ফেল। নিরাশ্রয় হইয়া যাও। বুঝিবে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি সর্ব্বাশ্রয় যিনি তিনি তোমার আছেন। সহজে ঈশ্বর অনুভব এই ভাবে হয়। যার অনেক থাকে তার এই ভাবটি হয়না যদি সে বিচার করিতে না পারে

অনেক থাকিয়াও কিছু নাই। ইহা হয় কিন্তু তাঁর, যিনি বিশ্বাসী। যিনি বিশ্বাস করেন না, তাঁর ঠেঙ্গানি না খাইলে হয় না।

এই যে ক্ষণকালের জন্য অনুভবটি হয়, ইহা অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে হয়। সব আছে কিন্তু কেহ কি আছে তোমার? কাহার ও সঙ্গে কি তুমি মিলিতে পারিলে? কি জানি কোন্ কর্ম্ম ভোগ করিবার জন্য যেন তুমি এই সকলের সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছ। তোমার কেহ নয় তুমিও কাহারও নও। এই ভাবটি মনে রাখিয়া নিত্য কর্ম্মে তারে ডাক, প্রাণায়ামে তারে ডাক, কর্ম্মার্পণে তারে ডাক, স্বাধ্যায়ে তারে ডাক। সেই বুঝাইয়া দিবে নিরাশ্রয় হইয়া ডাকা কার নাম। তাই সাধুরা বলেন সর্ব্বদা তুমি নিরাশ্রয়, সদা ডাকা "ঢিলা না কিজিয়ে" মন। মনকে ঢিল দিওনা। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্ব্বদা ডাক।

যার কেহই নাই তার হয়।

আমার ত কেহই নাই?

মুখের কথা।

রোজত ভাবি আমার কেউ নাই।

কেউ থাকা কি বুঝনা তাই বল কেউ নাই

কেহই নাই তবে কি?

স্ত্রী নাই পুত্র নাই ভাই নাই বন্ধু নাই তা নাই রহিল। অথবা সবাই আছে তা থাকে থাকিল তথাপি যদি বলিতে পার তোমার মনটি নাই তবেই কেউ নাই হইল। যতদিন মন আছে ততদিন সবই আছে। মনের ভিতরেই বিচিত্র সৃষ্টি। এই সৃষ্টি, মন আমার উপরে আরোপ করিয়া দেখাইয়া দেয় তোমার সবই আছে। জবার লাল রং আত্মায় গিয়া পড়িলেই আত্মা লাল হইয়া গেলেন। জবা সরাইয়া রাখ আত্মা শুদ্ধ থাকিবেন। বুঝিতেছ?

প্রথমকার নিরাশ্রয় অবস্থা ত সহজেই বুঝিলাম কিন্তু মন নাই এ অবস্থা ত বুঝিতে পারিনা।

প্রথম অবস্থায় মনও আছে, মনের সমস্ত সংস্কার ও আছে কিন্তু তুমি মনকে এমন অবস্থায় আনিয়াছ যেখানে মন ও মনের সমস্ত সংস্কার চাপা পড়িল। মন থাকিয়াও না থাকার মত হইল। এ ক্ষেত্রে ঈশ্বর অনুভব যে হইল তাহা অবিচারে। এই জন্য তীর্থে ঈশ্বরের কৃপা কত লোকে অনুভব করে, অনুভব তিনি নানা কৌশলে করাইয়া দেন; কিন্তু বাড়ী আসিয়া আবার ধন জন কতকি

হয়; বাড়ীতে খাবার সংস্থান থাকে কাল কি খাইব তাহার ভাবনা থাকে না, কাজেই ঠিক ঠিক নিরাশ্রয়ের ভাবনা উঠেনা। বিশ্বাসী যিনি তাঁহাকে খৃষ্ট উপদেশ দিলেন "Sufficient unto the day is the evil thereof" আমার সব আছে এইটাই অনিষ্ট। বড় ভাল কথা। সাধারণ বিশ্বাসীর সহজ ধর্ম্মের কথা।

ঋষিগণ উপদেশ করিলেন তুমি বিচার করিয়া দেখ "তোমার কেহই নাই"। বল কে তোমার? যখন আসিয়াছিলে তখন কে সঙ্গে আসিয়াছিল? কি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলে? আসিলে ত দিগম্বর পুরুষ সাজিয়া। আবার যেদিন যাইবে সে দিন কি লইয়া যাইবে? দিগম্বর সাজিয়া আসিয়াছিলে, যাইবে দিগম্বর হইয়া। কত কি ত করিলে, কত উপার্জ্জন করিলে, কত কি সংগ্রহ করিলে; টাকা কড়ি বাগান বাড়ী ঘোড়া গাড়ী আঙ্গুটী ছড়ি চেন ঘড়ি, জমিদারী তালুকদারী, জজীয়তী, ম্যাজিষ্টারী বাস্তাগিরি, গবর্ণরী স্ত্রী পুত্র কন্যা নাতী নাতকুড় কত কি ত হইল। কিন্তু সঙ্গে লইয়া যাইবে কাহাকে? কেহ কি সঙ্গে যাইবে?

যাইবেনা। এটা ত মোটা বিচার। সূক্ষ্ম বিচার করিতে যদি পার, সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র সাহায্যে বিচার যদি করিতে পার, সাধনা সাহায্যে শাস্ত্র বুঝিয়া শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে যদি পার দেখিবে এই দেহটাও তোমার নয়, প্রাণটাও তোমার নয় মনটাও তোমার নয়! এই জন্য জনন মরণ, ক্ষুধা পিপাসা, শোক মোহ এসব তোমার হয় না। তুমি নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য পুরুষ। কোন প্রকার হাহা হিহি হুহু তোমাতে নাই। তুমি আপনি আপনি সব।

প্রবল পুরুষার্থ।

যে পুরুষার্থ করিতে প্রস্তুত নহে তাহাকে উপদেশ দেওয়া না দেওয়া বৃথা। যাহারা বলে আমিত চেষ্টা করি তথাপি যে হয় না তা কি করিব? এটা কাপুরুষের উক্তি মাত্র। ইহা অলস ব্যক্তির আত্মপ্রতারণা মাত্র অথবা দুরাচার মনের নরকে পাঠাইবার কৌশল মাত্র। চেষ্টাটা ঠিক করিয়া করা হয় নাই বলিয়া কার্য্য হয় না। যথাযথ চেষ্টা প্রয়োগ করিলে হইবেই।

শাস্ত্র যেখানে সেখানে প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগের কথা বলিয়াছেন। দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া, হস্তে হস্ত মর্দ্দন করিয়া পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে।

পুরুষার্থের সঙ্কেত বলিতেছি। মনে কর আমার উপর আজ্ঞা হইল জপ করিতে। প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ করিয়া আমাকে জপ করিতে হইবে। জপ করিবার সময় মনকে অন্য কোথাও যাইতে দেওয়া হইবে না। এ সামর্থ্য সকলেরই আছে। সামর্থ্য প্রয়োগ করে না বলিয়া মানুষ জীবন্মৃত হইয়া থাকে।

সঙ্কেত এই। প্রথমে দৃষ্টি একস্থানে স্থির রাখ। ভ্রূমধ্যে চক্ষু তুলিয়া স্থির রাখিতে চেষ্টা কর। পুনঃ পুনঃ কর। চক্ষে জল পড়ে পড়ুক। ইহাতে ভীত হইবে না। শেষে উপকার বুঝিবে। চক্ষু স্থির রাখিয়া ভিতরে জ্যোতির মধ্যে ইষ্ট দেবতা ভাবিতে থাক। আর জপ করিতে থাক। চক্ষু বুজিতে পারিবে না অথবা চক্ষের দৃষ্টি অন্যত্র সরাইতে পারিবে না। এইটিতে পুরুষার্থ কর। চক্ষু স্থির হইবে। তখন মনও স্থির হইয়া ইষ্ট দেবতা ভাবিতে পারিবে। তোমার লয় বিক্ষেপ ঐ পুরুষার্থের জোরে কাটিয়া যাইবে। তুমি একটি অবস্থা আপনিই অনুভব করিতে পারিবে। করিয়া দেখ হইবেই নিশ্চয়। দশদিন চেষ্টা করিয়া, একদিন যদি সফল মনোরথ হও তোমার মনের বল বাড়িয়া যাইবে। তখন যখন ইচ্ছা ইহা করিতে পারিবে। তুমি সাধক হইয়া যাইবে। তুমি যখন তখন ভিতরেই তাহাকে লইয়া থাকিতে পারিবে। সর্ব্বদা জপ তোমার পক্ষে যেমন সহজ হইবে তেমনি রুচিকর হইয়া যাইবে। রস পাইলেই মন অন্যত্র যাইতে চায় না। যে মন বড় শত্রু সেই মন আবার রস পাইলে পরম মিত্র।

আর একটি দৃষ্টান্ত লও। কপাল কুহরে জিহ্বা তুলিতে হইবে। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই একশতবার তালব্য করিতেই হইবে। দুদিন করিলে কিন্তু তৃতীয় দিনে আলস্য করিলে। তোমার পূর্ব্বের করাটুকু পচিয়া গেল। ইহাকে প্রবল পুরুষার্থ বলে না। যদি গলায় অত্যন্ত বেদনা হয় তখন করা যাইবে না। কিন্তু প্রথম প্রথম অতিশয় জোর না করিয়া সহজ ভাবে একশত বারও করা যায়। দুই চারিদিন সহজ ভাবে করিতে করিতে পরে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ পারিবে। ইহাতে প্রবল পুরুষার্থ কর কপাল কুহরে জিহ্বা যাইবেই। ইহাতে প্রাণায়ামে বিশেষ সুবিধা হইবে।

শ্রীগুরু।

ভাগবতে দশম স্কন্ধে ৮০ অধ্যায়ে পাওয়া যায় "সখে শ্রীদাম! ইহ সংসারে যাঁহা হইতে জন্ম হয় তিনি প্রথম গুরু। যাঁহাদের দ্বারা বা যাঁহা দ্বারা দ্বিজগণের কর্ম্মের উৎপত্তি হয় তিনি দ্বিতীয় গুরু। আর তৃতীয় গুরু তিনি যিনি আশ্রমীর জ্ঞানগুরু। এই গুরুই আমি।

আমি গুরু সেবা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, গৃহস্থ ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারী ধর্ম্ম, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম বা যতিধর্ম্ম দ্বারা তাদৃশ হই না"। "গুরুর কৃপা হইলেই পুরুষ শান্তিপূর্ণ হয়"।

তুমি আমি আজ শান্তি পাই না। বর্ণ পরিচয় নাই বেদ পাঠ হইবে কিরূপে? বর্ণ পরিচয়ই হয় নাই, শুধু বচনে কি শান্তিময় ভগবান হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করেন? ধর্ম্ম পরিচয়ের প্রথম পাঠ হইতেছে প্রথম গুরুর আজ্ঞাপালন। প্রথম গুরু পিতা এবং মাতাও প্রথম গুরু। পিতা গুরুর্যথা রাম তবাহমধিকাততঃ। পিত্রাজ্ঞপ্তো বনং গন্তুং বারয়েয়মহং সুতম॥ রাম! পিতা তোমার যেমন গুরু, আমি মাতা আমি ততোধিক। পিতা তোমাকে বনে যাইতে আজ্ঞা করিতেছেন আমি আমার পুত্রকে বারণ করিতেছি। এইরূপ বিপর্য্যয়ে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র যেরূপ ভাবে মাতাকে বুঝাইয়া পিতার আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন তাহাই কর্ত্তব্য।

মাতা মূর্খ---শাস্ত্র জানেন না, তাঁহার আজ্ঞা আবার পালন কি করিব এইরূপ মনে করাও পাপ। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত হইলেও শাস্ত্র সন্দেহস্থানে একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত না মানিয়া পিতা মাতাকে নিজের মতন গড়িতে যাওয়া ঘোরতর অধর্ম্ম। পুত্র কাতর ভাবে মাতাকে বা পিতাকে দুঃখের কথা জানাইতে পারে কিন্তু উপদেশ করিতে পারে না। ইহাতেও না হয় নিজের দুর্ভাগ্য খণ্ডন জন্য পরের তপস্যা করাই শাস্ত্রীয় পথ। পিতা মাতার বিরুদ্ধাচরণ কিছুতেই করা উচিত নহে। বিরুদ্ধাচরণ করা আসুরিক ধর্ম্ম। নিজের মন গড়া কোন কিছু করা বা নিজের দাম্ভিকতায় গুরুকে উপদেশ করা নিতান্ত গর্হিত।

যাঁহারা পিতা মাতার প্রতি সংব্যবহার করেন নাই, বধূ সেবা অতিযত্নে করিয়াছেন, বধূর ভ্রাতার সেবাও বেশ করিয়াছেন কিন্তু মাতার বা পিতার সেবা

করিবার অবসর পান নাই অথচ এই বয়সে মাতা পিতা হারাইয়াছেন তাঁহা[illegible] কর্ত্তব্য প্রতিদিন পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থ[illegible] করা এবং শ্রীভগবানের নিকটেও অপরাধ উল্লেখ করিয়া ক্ষমা চাওয়া। [illegible] যাঁহাদের পিতা মাতা এখনও জীবিত তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্বহস্তে পিতামাতার [illegible] সেবার আয়োজন করা যে দ্রব্যে তাঁহাদের তৃপ্তি সেই সকল দ্রব্য সংগ্র[illegible] করিয়া সেবা কর। এ সুযোগ ছাড়িলে আর এই সুবিধা নাও আসিতে পারে।

যাঁহার কথা শুনিয়া শুভকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হই তিনিই দ্বিতীয় গুরু। সৎপথে চালিত করিবার জন্য যিনি একটি বর্ণ মাত্রও উপদেশ করেন, যাঁহার উপদেশে আমি সৎপথ অবলম্বন করিয়াছি তিনি দ্বিতীয় গুরু। ইঁহার নিকট আমাকে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। যদি কোন প্রকারে এখানে অকৃতজ্ঞ হই তবে "কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতি" --তবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত হইতে পারে না। তৃতীয় গুরু হইতেছেন ঈশ্বর, মন্ত্র, মন্ত্রদাতা। বাক্য, হস্ত, [illegible] কর্ণ, মস্তক, চক্ষু এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা গুরুর সেবা করা কর্ত্তব্য। ভাগবত বলিতেছেন "যে বাক্য দ্বারা তাঁহার গুণ বর্ণিত হয় তাঁহাই বাক্য, যে হস্ত দ্বারা তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদিত হয় তাহাই হস্ত, যে মন তাঁহাকে স্থাবর জঙ্গমে বাস করিতে স্মরণ করে তাহাই মন, যে কর্ণ তাঁহার পুণ্য কথা শ্রবণ করে তাহাই কর্ণ, যে মস্তক তাঁহার উভয় রূপকে নমস্কার করে তাহাই মস্তক, [illegible] চক্ষু তাঁহার উভয়রূপ দর্শন করে তাহাই প্রকৃত চক্ষু, অঙ্গ সেই বিষ্ণুর ও [illegible] জনগনের পাদোদক ভজনা করে তাহাই অঙ্গ।

দিও পাদাশ্রয়।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব চিদানন্দ ময়,
ভাবময়ী রাধা তাঁর চরণে লুটায়।
ভাবের প্রভাব বড় সাধনার পথে,
প্রেমের পিপাসা যদি থাকে তার সাথে।
স্রোতস্বিনী-নদী প্রায় সিন্ধুমূলে ধায়,
গিরি শৃঙ্গ ভেদ করি দুকুল ভাসায়।

বেগবতী নাম তাঁর বেদাগমে বলে,
ব্যাকুলা হইলে তার কৃষ্ণপদ মিলে।
ভক্তের কাঙ্গাল হরি ফিরে দ্বারে দ্বারে,
অন্ন দিয়ে রাধানামে যোগীরূপ ধ'রে।
ভক্তের অধীন তিনি ভক্তই জীবন,
ভক্ত লাগি সর্ব্বত্যাগী শ্রীরাধারমণ।
ভক্তের অভয় দাতা প্রেম নদীয়ায়,
ডাক দিয়া বলে পারে কে যাবিরে আয়।
পিপাসিত পাপচিত্ত দেখো দয়াময়,
ভ্রান্ত হলে ক্লান্ত দীনে দিও পদাশ্রয়॥

(অ)

শ্রীভাগবতে অনুষ্ঠান।

যদি কিছু করিতে চাও তবে ভাগবতের জীবন্ত উপদেশ মত কর্ম্ম কর, ... কাটিবে, কল্যাণ হইবে।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যাঁহারা ত্রিসন্ধ্যায় নিত্যকর্ম্ম করিতেছেন না ... দিগকে সর্ব্বাগ্রে তিনবার বসিবার অভ্যাস করিতে হইবে। তবে ভাগবতের অনুষ্ঠান সহজ হইবে।

একাদশ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ভাগবত শিক্ষা দিতেছেন—

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারাঃ বিয়ন্তিহি॥ ১৫

অভীক্ষ্ণ অর্থে পুনঃ পুনঃ। নরনারীতে পুনঃ পুনঃ ঈশ্বর ভাবনা যাঁহারা ... তাঁহারা সর্ব্ব দোষ মুক্ত হন। আমি সকলকে পরাস্ত করিতে পারি ... ভাবনা স্পর্দ্ধা। অপরের গুণে দোষ আবিষ্কার করার নাম অসূয়া। ... দোষ উল্লেখ করিয়া নিন্দা করার নাম তিরস্কার। সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে ... আমি করা হইতেছে অহঙ্কার। এই গুলি মানুষের সাংঘাতিক দোষ। ... দোষের উপশম হয় যদি মানুষ ভাগবতের অনুষ্ঠান নিত্য অভ্যাস

সকল মানুষে, সকল নরনারীতে, এক কথায় সকল স্থাবরে সকল জঙ্গমে তোমার আমার অভীষ্ট দেবতা বাস করিতেছেন এইটি স্মরণ যদি সর্ব্বদা করিতে পার, যাহা কিছু দেখ তাহার ভিতরে ঈশ্বর ভাবনা যদি কর তবে অচিরে তুমি দোষমুক্ত হইয়া ভাবরাজ্যে তাঁহারই সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে পার। ভিতরে তাঁহার জপ পূজা ত করিবে, ভিতরে প্রতিমন্ত্রেত তাঁহাকে প্রণাম করিবেই কিন্তু বাহিরে সকল নরনারী দেখিয়া তিনিই যে সব মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজ করিতেছেন তাহার ভাবনা কর তাঁহাকে স্মরণ কর। সর্ব্বত্রই তুমি। তুমি তুমি করিয়া, চৈতন্য চৈতন্য ভাবিয়া চৈতন্যরূপে স্থিতি লাভ কর। দেহের প্রতি "আমি ভাল, সে মন্দ" এই দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া দৃষ্টিমূলক লজ্জা ত্যাগ করিয়া "বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্" কুকুর, চণ্ডাল, গো গর্দ্দভ সকলকে অন্তত: মনে মনেও দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে "প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডাল গোখরম্"। মনে মনে দণ্ডবৎ প্রণাম করার অভ্যাস", অধ্যাত্মরামায়ণও করিতে বলিতেছেন। গীতাও "মাং নমস্কুরু" সাধনাকে বড় সহজ সাধনা বলিতেছেন। এই সাধনা দ্বারা অতি সহজে সর্ব্বদা ভগবৎ-স্মরণ ব্যাপারে ডুবিয়া থাকা যায়। ভাগবত পুনরায় বলিতেছেন—

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃ কায়বৃত্তিভিঃ॥ ১৭

যতদিন সকল প্রাণীতে আমার ভাব, আমার স্মরণ না জন্মিতেছে ততদিন বাক্, মন, শরীর বৃত্তি দ্বারা এই ভাবে উপাসনা করিবে। সকলের মধ্যে ঈশ্বর ইহা যখন সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারিবে তখন তদুৎপন্ন বিদ্যা প্রভাবে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। তখন সাধক আমাকে সর্ব্বত্র দেখিয়া সংশয় মুক্ত হইয়া স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করিবেন। সমস্ত প্রাণীতে আমার অস্তিতা চিন্তা করিয়া মন বাক্য ও দেহবৃত্তি দ্বারা যে আচরণ ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। মানুষ সকল চেষ্টা যদি আমার দিকে চাহিতে চাহিতে সমস্ত ফল কামনা শূন্য হইয়া আমাতে অর্পণ করিতে অভ্যাস করে তবে তাহার ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়।

এই অনুষ্ঠানের কথা যিনি শুনিবেন তিনিই বলিবেন ইহা সহজ সাধনা; করিলেই করা যায়। তথাপি যদি কেহ না করে সে বড় পাপী, সে জ্ঞান পাপী। তাহার দণ্ড গুরুতর হয়।

আর যখন সব তুমি সব তুমি অভ্যাস করিয়া বুদ্ধি আত্মাতে অবস্থিত হয়,

তখন সাধক উপবিষ্টই থাকুন, গমনই করুন, শয়নই করুন, মল মূত্রত্যাগই করুন, অন্ন ভোজনই করুন কিম্বা স্বভাব সিদ্ধ দর্শন স্পর্শনাদি অন্য কোন কর্ম্মই করুন তিনি সব করিয়াও কি করিতেছেন জানিতে পারেন না। এইরূপ সাধক যদি বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ও দেখিতে পান, তথাপি চৈতন্যে দৃষ্টি করা অভ্যস্ত হইয়াছে বলিয়া, অনুমান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া তিনি আত্মা ব্যতিরেকে অপর কোন কিছুর কিছুই বোধ করেন না। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া নিদ্রাতে অনুভূত বস্তুকে অনাস্থা করে তিনিও সেইরূপে চৈতন্যে মগ্ন থাকেন বলিয়া মানুষ পশু কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতার দেহগুলিকে অনাস্থা করিয়া ভিতরের সেই ইষ্ট দেবতা লইয়াই থাকেন।

এই সাধনায় অতি সহজে জগৎটা নাম মাত্রে স্থিতি বোধ হইয়া যায় সহজেই দেহের প্রতি আত্মবুদ্ধি দূর হয়।

যাঁহারা সর্ব্বদা ভগবান লইয়া থাকিতে চান তাঁহাদের উচিত এই স্মরণ ও প্রণাম প্রাণপণে অভ্যাস করা। প্রণাম অভ্যাস করিতে হইলে বাড়ীর বালক বালিকা যুবক বৃদ্ধ দাস দাসী ইহাদিগকে মনে মনে ঈশ্বর দেখিয়া প্রত্যহ প্রণাম করার অভ্যাস করা চাই। নিত্য ক্রিয়ার পূর্ব্বে ইহা করিয়া কর্ম্মে বসিতে হয়। পরে ক্রিয়াকালে ভিতরে মন্ত্রোচ্চারণে প্রণাম করিতে হয়। এই ভাবে প্রণাম অভ্যাস করিতে পারিলে আর বাহিরে কোথাও প্রণাম ভুল হইবে না।

কর অন্বেষণ মিল্‌বে হরি।

ওরে ভ্রান্তমন হৃদি বৃন্দাবন
কর অন্বেষণ মিল্‌বে হরি।
(সে যে) রাধা ভাবে ডুবে ভ্রমে দ্বারে দ্বারে
প্রাণের কাঙ্গাল প্রেম ভিখারী।
প্রকৃতি পুরুষ অংশ মাত্র তার
অভিন্ন ভাবেতে করিতে বিহার
রাধা রাধা রবে ডাকে অনিবার
প্রণবে ঝঙ্কার করে বাঁশরী॥

সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।

মৃণালের মূলে স্বয়ং মৃণালিনী
কৃষ্ণ পদে বাঁধা রাধা বিনোদিনী
কামনা বাসনা কুটিলা কামিনী
শ্রীহরি দর্শনে বিঘ্ন কারিণী ॥
শ্বাসের প্রবাহ করে আনাগোনা
বৃন্দা নাম ধরে সেজে ব্রজাঙ্গনা
আধা অঙ্গে রাধা মিলাতে বাসনা
বিজলী জড়িত রূপ মাধুরী ॥
দীনা হীনা দাসী অপেক্ষিয়া রয়
কত দিনে হরি দিবে পদাশ্রয়
ছিন্ন ক'রে মম বিঘ্ন সমুদয়
ও চরণে লয় করিবে মুরারি ॥

সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।

আমি চৈতন্যরূপে তোমার মধ্যে আছি। মহাকাশ যেমন ঘটের মধ্যে অখণ্ড ভাবে থাকিয়াও ঘটাকাশ রূপে থাকে সেইরূপ। তুমি যখন যাহা দেখিতে চাও বা জানিতে চাও আমার মধ্যেও সমস্ত দেখনা। শাস্ত্র পড় আমাকে লইয়া আমার মধ্যেই পড়। আমিই শাস্ত্র আমিই শাস্ত্রার্থ। স্নেহের বস্তুর ভাবনা কর আমার মধ্যেই কর, আমি তোমার ভিতরে থাকিয়াও বাহিরের স্নেহের বস্তুকেও ভিতরে রাখিয়া কথা কহিতে পারি। গুরু ভাবনা করিতে চাও আমার মধ্যে আনিয়া কর, আমিই যে গুরু, শিষ্য ভাবনা করিতে চাও আমার মধ্যেই কর তখন আমিই যে শিষ্য; তীর্থ ভাবনা করিতে চাও আমার মধ্যেই কর আমি যে তোমাতে চৈতন্যরূপে থাকিয়াও অখণ্ড চৈতন্যরূপে সমস্ত তীর্থকে আশ্রয় দিয়াছি। ফলে যাহা দেখিবে তাহাতে আমাকেই দেখ ভিতরে আমাকে দেখার অভ্যাস পাকা করিতে পারিলেই বাহিরে আমাকে সর্ব্বত্র দেখা হইয়া যাইবে, আবার অন্য যাহা কিছু দেখিবে তৎসমস্তই আমাতেই দেখ তবেই তোমায় আমায় আর ছাড়াছাড়ি হইবেনা। কেমন? চৈতন্যের কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কর। শুধু শুনিলেই সব হইল না, পুনঃ পুনঃ প্রতিদিন

মনন কর, মনন করিয়া করিয়া যিনি ধ্যান করেন তিনিই "তদ্বীভূতস্তদারামস্তত্বাৎ অপ্রচ্যুতো ভবেৎ"। চৈতন্যইত তত্ত্ব। দেহ, মন, প্রাণ ইহারা রজ্জু সর্পবৎ অসৎ, ইহারা স্বপ্ন মায়াবৎ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"। ইহাদের তত্ত্ব হইতেছে অধিষ্ঠান অখণ্ড চৈতন্য। এই ভাবে আধ্যাত্মিক যাহা তাহাকে তত্ত্ব দৃষ্টিতে দেখ এবং বাহিরে আকাশ, পৃথ্বী, বৃক্ষ, লতা, জীব জন্তু, পশু পক্ষী যাহা দেখ তাহাও রজ্জু সর্পবৎ অসৎ, স্বপ্ন মায়াবৎ অলীক কিন্তু ইহাদের তত্ত্ব যে অখণ্ড চৈতন্য তাহাই একমাত্র সত্যবস্তু। এই ভাবে তত্ত্ব দেখিয়া আর বাহ্য রমণ করিওনা। তবেই আত্মরাম হইয়া আত্মক্রীড়, আত্মরতি হইতে পারিবে।

এই চৈতন্যই তোমার বিশ্রামের বস্তু। একটু ভাবিয়াই মনে করিওনা আমি জানিয়াছি আমি চৈতন্য। চৈতন্য ভাবনা বড় কঠিন। আত্মাই চৈতন্য। এই চৈতন্য নিরবয়ব। কাজেই চৈতন্যে কোন প্রকার সংস্কার থাকে না। চৈতন্য জ্ঞান স্বরূপ। ইনি কোথাও নাই অথচ সর্ব্বত্র আছেন। ইনি সর্ব্বব্যাপী কিন্তু যখন সর্ব্ব থাকে না তখন আছেন ইহার অনুভব হয় কিন্তু কোথায় আছেন তাহা কেহ জানেনা। ইনিই জীবাত্মা, ইনিই পরমাত্মা। আত্মা বা চৈতন্য কখন খণ্ডিত হয়েন না। জীবাত্মাও সর্ব্বদা পূর্ণভাবে সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া আছেন। যিনি অল্পজ্ঞ, যিনি পশুমত, যিনি দুঃখী তিনি অবিদ্যা কল্পিত ছায়া মাত্র। ফলে চৈতন্যই সর্ব্বদা পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। মায়া ইহারই এক দেশে দেহাদি আধ্যাত্মিক ও পৃথ্ব্যাদি বাহিরের বস্তু তুলিয়া একটা ভুল আমি সৃজন করিয়া ভুলে ভুল ভুল খেলিতেছে। তুমি তবে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখ তত্ত্ব হইতে একবারও বিচ্যুত হইও না তবেই যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি হইয়া আত্মারাম হইয়া বিহার করিতে পারিবে।

সুস্থ হওয়া।

১

মন যদি ঈশ্বরে না লাগিল তবে ধর্ম্মাচরণেই বা কি হইল আর ঈশ্বর পরায়ণ হইয়াই বা হইল কি? সুস্থ হওয়া গেল না।

২

মনরে সর্ব্বদা শরীরে লাগিয়া আছে, জগতে লাগিয়া আছে, স্থূলে লাগিয়া আছে, সূক্ষ্ম সঙ্কল্পে লাগিয়া আছে। মনকে এসব ছাড়াও মনকে ঈশ্বরে

জাগাইবার জন্যই ঈশ্বর প্রীতিতে কর্ম্ম করিতে হয়; ঈশ্বরের সেবা রূপ ভক্তি করিতে হয়; ঈশ্বরকে জানিতে হয়, তজ্জন্য ঈশ্বরের কথা শ্রবণ মনন করিতে হয় ধ্যান করিতে হয়। এই সব করিয়া স্থির হইয়া দেখ মন ঈশ্বরে লাগিল কিনা?

৩

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সন্তোষ, অভ্যাস করা হইল, উপবাস, জপ-স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান এই সমস্তও ত বহুদিন ধরিয়া করা হইতেছে তথাপি মন ঈশ্বরে ডুবিয়া সব সঙ্কল্প ছাড়িয়া আনন্দে স্থিতি লাভ করিতেছে না। কেন কিছুতেই কিছু হইতেছে না?

৪

প্রধান গোলটা থাকিয়াই যাইতেছে। যোগ করিয়া মনটাকে সংসার চিন্তা ছাড়ান গেল, পূজা মানস সেবা ইত্যাদি করিয়া ঈশ্বরের রসে মনটাকে মাতান গেল, জ্ঞান বিচারে আত্মার স্বরূপ ও জগতের স্বরূপ ঠিক করা গেল কিন্তু এই সব ছাড়িয়া বাহির হইলেই যা ছিল তাই হইল। কারণ যে বস্তুটা মনকে তরঙ্গে ফেলে তাহা যে ঠিক ভাবেই আছে তাই।

৫

যত দিন এই পরিদৃশ্যমান জগৎটি, এই দেহটি সত্য ভাবে তোমার কাছে থাকিবে, যতদিন এই জগতের জ্ঞানটি, দেহের জ্ঞানটি, সত্য ভাবে তোমার মনের মধ্যে রাজত্ব করিবে ততদিন তোমার মন কিছুতেই সুস্থ হইবে না। কারণ ভ্রমজ্ঞানেই যে তুমি ঈশ্বরকেই জগৎরূপে অবয়ব বিশিষ্ট দেখিতেছ, তাহা তুমি আদৌ মনে করিতে পার না। জগতকে তুমি জগতই দেখ। ইহাকে ঈশ্বর দেখিতে পার না। ইহাই তোমার সমস্ত অসুখের কারণ। ভ্রমজ্ঞানই তোমায় দুঃখ দেয়। সমাধি কর তথাপি যতক্ষণ সমাধি ততক্ষণ জগৎ ভুলিয়া বেশ থাকিবে কিন্তু ব্যুত্থান হইলেই দেখিবে যেমন জগৎ তেমনিই আছে যেমন জগতের হাহাকার সবই ঠিক আছে আর জগতের হাহাকারে তোমার মনও হাহাকার করিতেছে।

৬

জগৎ যতদিন থাকিবে ততদিন মনের হাহাকারও থাকিবে। জগৎ দেখিলেই দেহ দেখিলেই মন হাহাকারে ডুবিবে। জগৎ দর্শন যতদিন আছে দেহ দর্শন যতদিন আছে ততদিন সংসার রোগ মনকে আক্রমণ করিবেই। কারণ মন ও জগৎ এই দুইটি সমধর্ম্মী। সমধর্ম্মী পদার্থ না হইলে কেহ কাহারও

নিকটবর্ত্তী হয় না। সমধর্ম্মী বলিয়া মনও যেমন জগতও তেমনি। সূক্ষ্মে যাহা মন, স্থূলে তাহাই জগৎ। ইহারা ভ্রমজ্ঞানের উৎপাদক। জীবের মনেই ইহারা রাজত্ব করে।

৭

বিষমো হি অতিতরাং সংসার রোগো ভোগীর দর্শতি ইত্যাদি।

৮

এই দুরন্ত বিষয় বিসূচিকা রোগ মনকে আক্রমন করিবেই করিবে যতদিন না বিষয় বিসূচিকার রীতিমত চিকিৎসা হয়। যদি ন চিকিৎস্যতে তম্মিতরাং নরকনগর নিকর ফলানুবন্ধিনী তত্তৎ করোতি। যদি জগৎ দর্শনের চিকিৎসা না কর তবে ইহা নর নারীকে অবশ্যই নরক দুর্দ্দশা সহস্র ভোগ করাইবেই করাইবে।

৯

ভ্রান্তিজ্ঞানে একবস্তুকে অন্যরূপে দেখা হয়। ভ্রমজ্ঞানে দড়িগাছটাকে সাপ মত দেখায়। ভ্রমজ্ঞানেই ঈশ্বরকে ঈশ্বর না দেখা হইয়া জগৎরূপে দেখা হইয়া যায়। যদি জানিতে পার ঈশ্বরই জগৎরূপে সাজিয়াছেন, যদি জানিতে পার, ঈশ্বরের শক্তি, আপনার বিচিত্র সঙ্কল্প সাজ সজ্জায় ঈশ্বরকে আচ্ছাদিত করিয়া ঈশ্বরকেই জগৎরূপে দেখাইতেছে আর যে ইহা দেখিতেছে সে ঈশ্বরের মায়াতে নিতান্ত অভিভূত হইয়াই ভ্রমে পড়িয়া এক কে আর দেখিতেছে যদি ইহা জানিতে পার তবে ভ্রমজ্ঞান পরিহার করিতে ইচ্ছা জাগিবে। ভ্রমজ্ঞান দূর করিতে পারিলেই দেখিবে জগৎ নাই ঈশ্বরই আছেন, জগতের আকার, জগতের রূপ, জগতের নাম এই গুলি মায়ার কল্পনা মাত্র। ফলে এগুলি নাই। ভ্রমেই অবয়ব বা নামরূপ দেখা যায় ভ্রম ভাঙ্গিলেই এক ঈশ্বরই আছেন যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহা মায়ার প্রতারণায়, মায়ার কুহকে। ভ্রমজ্ঞান দূর হইলে যখন জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইবেন তখন তিনি "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং" আপনার প্রতাপে মায়ার সমস্ত কুহক দূর করিয়া আপনি আপনি ভাবে চির বিরাজিতই আছেন ছিলেন থাকিবেন এই পূর্ণ সত্যটিতে স্থিতি লাভ করিয়াই আছেন দেখিবেন। ঈশ্বর যিনি তিনিই আত্মা তিনিই চৈতন্য; ব্রহ্মের মধ্যে, ঈশ্বরের মধ্যে জীবের মধ্যে এক নিরাবিল চৈতন্যই বিরাজ করিতেছেন। যখন ইনি আপনি আপনি থাকেন তখন ইনি নির্গুণ, যখন বিশ্ব ভাসে তখন সমষ্টি বিশ্বরূপে উপাধি ধরিয়া ইনি সগুণ, আবার ব্যষ্টি সকলের

ভিতরে ঢুকিয়া ইনি জীব ইনি জীবাত্মা আবার ইনি জগতের বিপদ কালে মূর্ত্তি ধরিয়া রাম কৃষ্ণ শিব কালী দুর্গা ইত্যাদি। ইনি অবতার হইয়াও জানান—ত্বত্তো বিভেত্যখিল-মোহকরী চ মায়া। রাম তোমাকে দেখিয়া অখিল মোহকরী তোমার মায়া ভয় পায়।

১০

জগৎ নাই জগৎ নাই বলিলে ব্যাধি সারিবেনা কিন্তু ঈশ্বরই জগৎরূপে সাজেন, সাজিয়াছেন এইটি বুঝিয়া ঈশ্বর লইয়াই থাক যখন সর্ব্বদা আপনা হইতে উঠিবে জগৎ নাই জগৎ দেখা যাইতেছেনা যাহা আছে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা তুমি তাহা ঈশ্বর তাহা আত্মা তাহা আমি তখন সুস্থ হইতে পারিবে। তুমিই সব, তুমিই সব, তুমিই আমি, তুমিই তুমি; ইহা বুঝিয়া অভ্যাস কর সব হইল।

১১

ভাল করিয়া বল কি করিলে সুস্থ হই। কি করিলে সব অগ্রাহ্য করিয়া সব সহ্য করিয়া সুস্থ হইব বল?

১২

রাম রাম কর আর সব সহ্য কর। দুর্ব্বাক্য সহ্য কর, উপহাস সহ্য কর, রাম রাম করিয়া সকল দুঃখ সহ্য কর। তার অপেক্ষা করিয়া সব সহ্য করিতে অভ্যাস কর আপনার দিকে-অহং এর দিকে আর চাহিও না। নিজের পাপের দিকে আর চাহিওনা। চাও তার দিকে চাও রামের দিকে চাও কৃষ্ণের দিকে। সর্ব্বদা রামকে স্মরিয়া রাম রাম কর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর দুর্গা দুর্গা কর কালী কালী কর ইহাতেই পাপ ক্ষয় হইবে। ইহাই নিৰ্ম্মল করিবে। ইহাই তার আজ্ঞা, ইহাই নিত্য কর্ম্মাদি করাইবে। নিত্য কৰ্ম্ম কর, শাস্ত্র নির্দ্ধারিত উপবাসাদি কর, মন্ত্র জপ কর, অধ্যাত্মশাস্ত্র পঠন পাঠন কর, আর সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মে তাহাকে স্মরণ করিয়া বাক্য উচ্চারণ কর আর কৰ্ম্মকর। যখন কৰ্ম্ম না থাকে তখন রাম রাম কর, যখন লোক সঙ্গে পড় তখন যদি তোমাকে কথা কহিতে হয় তবে তার কথাই কও, তার চিন্তাই কর, আপনি প্রবুদ্ধ হইতেও যেমন চেষ্টা কর অন্যের প্রবোধনেও সেইরূপ চেষ্টা কর। এই ভাবে সর্ব্বদা রাম রাম কর আর জগতের কোন কথা মনে উঠিলে মানুষের কোন কথা মনে উঠিলে বল

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুরমানুষতির্য্যগাদীন্।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈ র্বিলিপ্ত
স্ত্বত্তো বিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া॥

রাম তুমিই সব সাজিয়াছ, ত্রিভুবনের যা কিছু সবই তুমি করিয়াছ, করিয়া রক্ষা করিবার জন্য দেবতা দেহ ধরিয়াছ, মানুষ দেহ ধবিয়াছ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির দেহ ধবিয়াছ·এক কথায় স্থাববের জঙ্গমে যেখানে দেহ আছে তাহা তুমিই ধরিয়াছ কিন্তু দেহ গুণে, সত্ত্ব বজস্তমগুণে তুমি লিপ্ত নও। মায়া সকলকে মোহ যুক্ত করে কিন্তু তোমায় দেখিয়া মায়া ভয় পায়।

১৩

সর্ব্বদা বাম বাম করাটি অভ্যাস কবিয়া ফেল। ইহাতে সর্ব্ব পুরুষার্থ ঢালিয়া দাও। এইটিকে জীবনেব মুখ্য কার্য্য কবিয়া ফেল। স্নানে, আহাবে, বিশ্রামে, ভ্রমণে, পঠনে, পাঠনে, শয়নে রাম বাম কবিতে আলস্য কবিও না। নিত্য কর্ম্ম বাদ দিও না নিত্যকর্ম্ম যে বামেবই আজ্ঞা। যথা সময়ে নিত্য কর্ম্ম কবিতে গেলে যদি দেখ আলস্য, অনিচ্ছা বাধা দিতেছে তবে বল মবণ ত আছেই বাম বাম কবিয়াই মবিব, জপই জপই শ্যাম নাম ছাব তনু কবব বিনাশ; আলস্য অনিচ্ছা আসিয়াছে আসুক আমি বাম বাম কবিয়া আলস্য অনিচ্ছা কাটাইয়া নিত্য কর্ম্ম কবিবই। রামই আমাব আলস্য অনিচ্ছা দূব কবিয়া দিবে, রামই আমাব পাপ ক্ষয় করাইয়া তাঁব আজ্ঞা পালনের শক্তি দিবে। বাম যে সর্ব্বশক্তিমান্। রাম রাম কবিলে যে সব শক্তি আমাতে আসিবে। বাম রাম কবিলে যে পাপ পলায়ন কবিবে। বাম বাম কবিলে রামই যে আমাব হাতে ধবিয়া তাব চবণ ছায়ায় আমায় বসাইবে আব মবণের কালে বাম আসিয়াই যে বলিবে জ্যোতির্গচ্ছ স্বর্গচ্ছ—চল আমিই তোমাব হাতে ধবিয়া লইয়া যাইতেছি চল আমিই হাতে ধরিয়া আমাব স্বরূপে তোমায় মিশাইয়া দিতেছি। রামে মিশাইয়া বাম রাম কবিতে রামই শিখাইবে। বাম বাম সর্ব্বদা কবাব অভ্যাস কব আর কিছুই ভাবিও না পুরুষার্থ ইহাই। এই সহজ পুরুষার্থ সকলেই পাবে যদি করে। কিছু দেখিও না কিছু শুনিও না বাম রাম কব রামই সব দেখ রামই সব শোন। আহা! আমাদেব এই উক্তি সফল কর প্রভু।

———

শ্রীবাল্মীকি।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

তাঁহারা সত্য করিলেন, বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই, আমরা যাহা বলি সেই মত কার্য্যই করিয়া থাকি।

অতঃপর যায় দস্যু ফিরে ফিরে চায়
ভাবে বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায়"।

হায় রে অবিশ্বাসী হৃদয়ের সংশয়! ব্যাভিচারী হৃদয়ে বুঝি ভগবৎ বাক্যেও সংশয় আনাইয়া দেয়।

রত্নাকর প্রথমেই পিতার নিকট গমন করিয়া কহিল

মনুষ্য মারিয়া আমি যত ধন আনি"
আমার পাপের ভাগী বট কিনা তুমি"।

পিতা চ্যবন কথা শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন—

কোন্ শাস্ত্রে শুনিয়াছ কে কহে তোমারে
পুত্র কৃত পাপ কেন লাগিবে পিতারে?
অজ্ঞান বালক তোরে কি কহিব কথা
কভু পিতা পুত্র হয় পুত্র হয় পিতা।
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন জন?
তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ"।

চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া দস্যু স্তম্ভিত হইয়া গেল, পরে জীবনের মহা-মহাপাপ স্মরণ হওয়ায় পাপানলের তীব্র জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তখনও কুহকিনী আশা উৎসাহিত করিতেছে, আশায় বুক বাঁধিয়া দস্যু ভাবিল, জগতে জননীর সহিত কাহারও তুলনা হয় না, জননী-হৃদয়ে যে অপার্থিব স্নেহ ভালবাসা আছে, তাহা আর তো কোথাও নাই, পিতা উপেক্ষা করিলেন বটে, মাতা কখনও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না, মাতৃ হৃদয়ের উচ্ছলিত স্নেহ স্মরণ করিয়া দস্যু-হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, সে দ্রুতপদে জননীর নিকট গমন করিয়া কহিল—

"সত্য করি আমারে গো কহিবে জননী
আমার পাপের ভাগী নহ কি আপনি"?

হায় ভাগ্য! বায়ুতে রজ্জু বন্ধনের ন্যায় সব আশা বৃথা হইল।

"জননী কহিল ক্রুদ্ধা হইয়া অপার"
"এক দিবসের ধার কে সুধে আমার"?
"দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমারে"
"তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমারে"।

হায়! অধার্মিকের স্থান বুঝি কোথাও নাই? ধর্মই যে জগতের আশ্রয় অধর্মই মৃত্যু, আজ এই ধর্ম ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া আমরা মরণের পথই পরিষ্কার করিতেছি। অমূল্য জীবনের অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন দিয়া বল বীর্য্য তপ তেজ নষ্ট করিয়া অবিরত কুক্রিয়াসক্ত হইয়া রিপুর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া না করিতেছি কি? কোথায় হিন্দুর সেই চিরন্তন আদর্শ? এই ধর্ম্মরূপ অমৃত লাভ করিবার জন্য প্রাণ দিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হ'ন নাই। জগতের জীবন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে ভুলিয়াছি, তাই দয়া, দাক্ষিণ্য সৌজন্যতা, সহানুভূতি, তপ, জপ, যজ্ঞ, ব্রত, পূজা, তেজ, ক্ষমা, সমস্ত দেব ভাব দূর হইয়া, হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধ অভিমান ইত্যাদি অসুর ভাবই প্রবল হইয়াছে। রত্নাকর পরিজন পালনের নিমিত্ত অভাব বোধে দস্যুবৃত্তি করিত। এক্ষণে সমাজে স্বভাবগত স্বেচ্ছাচারে কোন কোন ধনী ব্যক্তি দিগকে দেখা যায়, পরের প্রতি অত্যাচার করিয়া পরস্ব হরণ করিয়া আপনার অর্থ বৃদ্ধি করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত, এক পয়সা সুদের জন্য নিরীহ হতভাগ্য দরিদ্রের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিতে একটুও কাতর নয়। কোথায় আজ সেই শাস্ত্রবাক্য?

"কান্তা চ জিহ্বা কনকঞ্চ তানি রুণদ্ধি যস্তস্য ভয়ং ন মৃত্যো"।

কামিনী কাঞ্চন ও জিহ্বাকে সংযম করিতে পারিলে মৃত্যু ভয়ও যে থাকে না তাহা না হইয়া কামনা সমুদ্রে ডুবিয়া আজ আমাদের কামিনী কাঞ্চনই সার হইয়াছে। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—"অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘংপার্থ স জীবতি" ইন্দ্রিয়ারামের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা আর কাঁচের দরে কাঞ্চন বিক্রয় করা এক কথা। হায়! ঋষিগণের বংশধর হইয়া ঋষিদিগের নামে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াও, শৌচ আচার সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শুধুই ভোগতৃপ্তি মাত্র জীবনের উদ্দেশ্য হইয়াছে।

রত্নাকরের ন্যায় পতিত ব্রাহ্মণের চিত্র দেখাইলেও সমাজ তখন এখনকার মত এত অধঃপতিত হয় নাই, রত্নাকরের ন্যায় দস্যুর অন্তরেও পিতা মাতাকে পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান ছিল, বহু পূর্ব্বে কলির ভবিষ্যত চিত্র,

ভগবান ব্যাসদেব যাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সফলতা আজ কাল শিক্ষিত চবিত্রের সমাজে দৃষ্ট হইতেছে "মাতৃপিতৃকৃতদ্বেষা স্ত্রীদেবা কাম কিঙ্করাঃ" কাম কিঙ্কর ও স্ত্রীব বশীভূত হইয়া, মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের দ্বেষ করিবে। জননীব বাক্য পুত্র-হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইল, সে বড় আশা করিয়াছিল, মাতাব নিকট সহানুভূতি লাভ কবিয়া পাপের জ্বালা জুড়াইবে, এক্ষণে সে ভগ্নপোত বণিকের ন্যায় অকূল সমুদ্রে মগ্ন হইল।

কিন্তু তখনও আশা উচ্ছেদ হয় নাই আশাই যে দুঃখেব মূল, ভগবান বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, "আহাব লোভে ব্যাধজালে আবদ্ধ বিহঙ্গমেব ন্যায় আশা সূত্রে গ্রথিত জীব দৃঢ় গ্রন্থিজালে বদ্ধ হইয়া নিবন্তব দুঃখ ভোগ করে" শূন্যে গন্ধর্ব্ব নগর সৃষ্টিব ন্যায় আশায় বাসা বাঁধিয়া জীব পদে পদে প্রতিহত হয়, তবুও আশা পরিত্যাগ করিতে পাবে না।

রত্নাকব আশা প্রতিহত অন্তবে পুনবায় আশা জাগাইয়া নিজ সহধর্ম্মিণীর নিকট গমন করিয়া অতি কাতর স্ববে কহিল—

"জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে সত্য কবি ক'ও"
"আমাব পাপেব ভাগী হও কি না হ'ও"।

স্বামীব বাক্য শ্রবণে সে কহিল তুমি একি বলিতেছ?

"যখন কবিলে তুমি আমারে গ্রহণ"
"বলেছ কবিবে সদা বক্ষণ পোষণ"।
"আর যত পাপ পুণ্য ভাগ লাগে মোবে"
"পোষণার্থ পাপিভাব না লাগে আমাবে"।

পুত্রেব নিকট জিজ্ঞাসাব আব অবসব বহিল না। দস্যুবজ্ঞান নেত্র উন্মিলীত হইয়া সংসাব স্বপ্ন ভাঙ্গিল, নিজ কৃত দুষ্কৃত রাশি মূর্ত্তিমান রূপে প্রকাশ পাইয়া সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ কবিতে লাগিল, পাপময় জীবনে শত ধিক্কাব আসিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

"শুনিয়া ভার্য্যাব কথা বত্নাকব ডরে"
"কেমনে তবিব তবে এ পাপ সাগবে"
"ডুবিনু পাপেতে আমি কি হইবে গতি"
"কাঁদিতে লাগিল মুনি ভাবিয়া দুষ্কৃতি"
মনুষ্য হইয়া আমি পশুবও অধম,
কি কাজ রাখিয়া তবে এ পাপ জীবন।

ক্রমশঃ

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার জন্য পাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি কৃত

১।	আহ্নিক কৃত্যম্ ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড ১৩ সংস্করণ	১।০
২।	ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ড পদ্ধতিঃ ২য় খণ্ড	১৲
৩।	ঐ ৩য় খণ্ড	৸০
৪।	শ্রীশ্রীচণ্ডী	॥৵০
৫।	সাধন সমর বা দেবী মাহাত্ম্য ১ খণ্ড	২৲
৬।	সত্য প্রতিষ্ঠা	।০
৭।	সত্যালোকম ২য় সংস্করণ	৵০
৮।	শোক শান্তি	।০
৯।	শিক্ষা	৵০
১০।	নিবৃত্তির পথে	॥০
১১।	রামকৃষ্ণ মনঃ শিক্ষা	১৲

অন্যান্য গ্রন্থকারের পুস্তক।

নীলিমা আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশকে নীল দেখায় সেইরূপ জীব-চৈতন্যের ব্রহ্ম-দর্শন সামর্থ্যের অভাব হেতু জীব চৈতন্যে আশ্রিত অবিদ্যা উৎক্ষিপ্ত হইয়া ব্রহ্মকে দৃশ্যরূপে দেখায়। কিন্তু জীব চৈতন্যের শক্তি আছে ইহার নিজের মধ্যের অজ্ঞান বা অবিদ্যা পরিহার করা। আপনাকে আপনি সম্যক্ দর্শন লাভ কর সেই জন্য আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন নিয়ত কর—করিয়া যখন সম্যক্ দর্শন হইবে তখনই অবিদ্যা-বিলাস নষ্ট হইয়াছে বুঝিবে। একদিকে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের অভ্যাস অন্য দিকে অবিদ্যা বিলাস যে মিথ্যা ইহার বিচার এই দুই সাধনা দ্বারা ত্রিপুটী বর্জ্জন করা যায়। ত্রিপুটি বর্জ্জিতাবস্থাই পরম পদ। ত্রিপুটী বর্জ্জনের বিচার সর্ব্বদা কর। এই তত্ত্ব-ভাবনা দ্বারা পরমপদে স্থিতি লাভ করিবে। এই হেতু বলা হইল "দ্রষ্টৃদর্শন দৃশ্যাদি বর্জ্জিতং তদিদং পরম্"।

দেশাদ্দেশং গতে চিত্তে মধ্যে যচ্চেতসো বপুঃ।
অজাড্যসম্বিৎমননং তন্ময়ো ভব সর্ব্বদা ॥ ৫৪।

চিত্ত একস্থানে আছে অন্যস্থানে যাইবে ইহার মধ্যস্থলে চিত্তের যে শরীর, সেই জাড্যবর্জ্জিত যে বোধ সেই বোধের মনন করিতে করিতে সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া যাও।

অজাগ্রৎস্বপ্ননিদ্রস্য যত্তেরূপং সনাতনং।
অচেতনঞ্চাজড়ঞ্চ তন্ময়ো ভব সর্ব্বদা ॥ ৫৫

জাগ্রৎ বর্জ্জিত স্বপ্নবর্জ্জিত ও সুষুপ্তিবর্জ্জিত তোমার যে সনাতন রূপ, চলন রহিত—চিত্তবৃত্তিরহিত জড়তাশূন্য সেই ভাবে তুমি সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া থাক।

জড়তাং বর্জ্জয়িত্বৈকাং শিলায়া হৃদয়ং হি তৎ।
অক্ষুব্ধো বাথবা ক্ষুব্ধস্তন্ময়ো ভব সর্ব্বদা ॥ ৫৬

প্রস্তরের জড়াংশ পরিত্যাগ করিলে শিলার যে হৃদয়—তাহা চিদেকঘন—আধারভূত চৈতন্য। তুমি অক্ষুব্ধ-সমাধিস্থ বা ক্ষুব্ধ ব্যবহার ব্যাপৃত—যাহাই থাকনা কেন তুমি সেই আধারভূত চৈতন্যে সর্ব্বদা তন্ময় থাক।

কস্যচিৎ কিঞ্চনাপীহ নোদেতি ন বিলীয়তে।

অক্ষুব্ধো বাথবা ক্ষুব্ধঃ স্বস্থস্তিষ্ঠ যথাসুখম্ ॥ ৫৭

অধিষ্ঠান চৈতন্যে কাহারও কোন প্রকার কিছুই উঠিতেছে না লয়ও হইতেছে না। ক্ষুব্ধ বা অক্ষুব্ধ যে অবস্থায় কেন না থাক চৈতন্যে দৃষ্টি রাখিয়া যথাসুখে সুস্থ হইয়া থাক।

নাভিবাঞ্ছতি নো দ্বেষ্টি দেহে কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ পুমান্।

স্বস্থতিষ্ঠ নিরাতঙ্কং দেহবৃত্তিষু মা পত ॥ ৫৮

চেতন পুরুষ দেহের কোন কিছুর বাঞ্ছাও করেন না, কোন কিছুতে দ্বেষও করেন না। তুমি চেতন এই ভাবনায় তন্ময় হইয়া সুস্থ হইয়া থাক নির্ভয় হইয়া যাও কদাচ দেহ ব্যাপারে লিপ্ত হইও না।

যে কার্য্য উপস্থিত হয় নাই তাহাতে চিত্তের কোন আসক্তি থাকেনা কোন অনুসন্ধান ও থাকেনা বর্ত্তমানেও তুমি চিত্তকে সেইরূপ অনুসন্ধান শূন্য উদাসীন কর। চিত্তবৃত্তিতে কদাচ অবস্থান করিও না তবেই তুমি সত্য আত্মাকে লাভ করিবে। যেরূপ দূরদেশস্থ ও বিস্মৃত ব্যক্তি তোমার চিত্তে নাই, কাষ্ঠ বা প্রস্তর যেমন কোন কিছুতে আসক্তি রাখেনা চিত্তকে তুমি সেইরূপ করিয়া ফেল। জ্ঞানী চিত্তকে ঐরূপ অচিত্তভাবে অনুভব করেন।

যথা দৃষদি নাস্ত্যম্বু যথাম্বুন্যনলস্তথা।

স্বাত্মন্যেবাস্তি নো চিত্তং পরমাত্মনি তৎকুতঃ ॥ ৬১

পাষাণে যেমন জল নাই, জলে যেমন অগ্নি নাই, সেইরূপ আপন আত্মায় চিত্ত নাই, পরমাত্মাতে চিত্ত কিরূপে থাকিবে?

প্রেক্ষ্যমাণং ন যৎ কিঞ্চিৎ তেন যৎক্রিয়তে ক্বচিৎ।

কৃতং ভবতি তন্নেতি মত্বা চিত্তাতিগো ভবেৎ ॥ ৬২

চিত্তই নাই চিত্তের কার্য্য আবার কি থাকিবে সমস্তই ভ্রান্তি। যাহা নাই দেখা যায় তাহার দ্বারা যাহা কার্য্য হয় সে কার্য্যটাও বাস্তবিক কিছুই নয়। এজন্য তুমি চিত্তাতীত হইবে চিত্তকে অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

যে ব্যক্তি অশুদ্ধচিত্তের অনুগামী হয় সে গ্রামপ্রান্তবাসী ম্লেচ্ছের অনুবর্ত্তী না হয় কেন ?

নিরন্তরমনাদৃত্য ত্বমারাচ্চিত্তপুক্কসম্।
স্বস্থমাস্ব নিরাশঙ্কং পঙ্কেনেব কৃতোজড়ঃ ॥ ৬৪

তুমি নিরন্তর চিত্তচণ্ডালকে অনাদর করিয়া দূরে পরিহার কর করিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রতিমাদির ন্যায় নিস্পন্দ থাক এবং শঙ্কাশূন্য, ও সুস্থ হও।

চিত্তং নাস্ত্যেব মে ভূতং মৃত মেবাদ্য বেত্তি বা।
ভব নিশ্চয়বান্ ভূত্বা শিলাপুরুষনিশ্চলঃ ॥ ৬৫

আমার চিত্ত নাই, পূর্ব্বে যেটা ছিল তাহা মরিয়াছে আজ সেটাকে মিথ্যা বলিয়া জানিলাম। এই নিশ্চয় করিয়া তুমি শিলা পুরুষের ন্যায় মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল ভাবে অবস্থান কর। বিচার দৃষ্টি প্রসার কর দেখিবে চিত্ত নাই এবং তত্ত্বতঃ তুমি চিত্তহীন। তবে কেন বল চিত্তের বশীভূত হইয়া কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? অসৎ চিত্ত যক্ষ যাহাকে বশ করিয়াছে সেই বালকবুদ্ধির নিকট চন্দ্র হইতেও বজ্রের উৎপত্তি হয়।

চিত্তং দূরে পরিত্যজ্য যোঽসি সোঽসি স্থিরো ভব।
ভব ভাবনয়া মুক্তো যুক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ ॥ ৬৮

তুমি যে সে হও চিত্তকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া স্থির হও। যুক্তির দ্বারা সংসার ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদে স্থিতিলাভ কর।

অসতো যেঽনুবর্ত্তন্তে চেতসোঽসত্যরূপিণঃ।
ব্যোমমারণকর্ম্মৈকনীতকালান্ ধিগস্তুতান্ ॥ ৬৯

অসত্যরূপী অবিদ্যমান চিত্তের যাহারা অনুবর্ত্তন করে তাহারা আকাশ বিনাশের কর্ম্মে কালক্ষেপ করে তাহাদিগকে ধিক্। বহু বিচার করিয়া দেখিলাম সেই অমল পদে চিত্তরূপ মলের লেশমাত্রও নাই। তুমি গলিতমল হইয়া অমলাত্মা হও, হইয়া ভব সংসার পার হও।

উৎপত্তি-প্রকরণ ১২২ সর্গ।

জ্ঞানোদয় ক্রম।

রাম। ভগবন্ ঐ যে উপদেশ দিলেন "চিত্তং দূরে পরিত্যজ্য যোঽসি সোঽসি স্থিরো ভব" তুমি যে হও সে হও চিত্তকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হও। "ভব ভাবনয়া মুক্তো যুক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ" সংসার ভাবনা ছাড়িয়া মনন দ্বারা পরম পদে স্থিতি লাভ কর। এখন পরম পদে স্থিতিলাভ করিবার ক্রম যাহা তাহাই বলুন।

বশিষ্ঠ। যার যা করা থাক্ কিন্তু জন্মমাত্রে পুরুষের বুদ্ধির কিছুই বিকাস হয় না।

জন্মান্তরে বা ইহ জন্মে যিনি অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহকে ঈশ্বরে অর্পণ করিবার অভ্যাস করিয়া আসিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহার বুদ্ধি সৎসঙ্গ দ্বারা বিকাস প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যানদী সমূহের প্রবাহ অনবরত জীবকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। সৎসঙ্গ ও সংশাস্ত্র সম্পার্ক ভিন্ন, অবিদ্যানদী পার হইবার অন্য কোন উপায় নাই। কর্ম্মার্পণের অনুষ্ঠানে, এবং সৎসঙ্গ এবং সৎশাস্ত্র সম্পর্কে, পুরুষের দৃষ্টি পড়িবে--নিত্যানিত্য বস্তু বিচার, এখানে বা অন্যত্র ভোগবাসনাত্যাগ, শমদম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা সমাধান এবং মুমুক্ষুত্ব-এই সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তির উপরে। এই হইল বুদ্ধির প্রথম বিকাস। এই বিবেক আসিলে পুরুষের মধ্যে হেয় ও উপাদেয় বিচারে দৃষ্টি পড়িবে। তখন পুরুষ শুভেচ্ছা নামক জ্ঞানের প্রথম ভূমিকায় আরোহণে সমর্থ হয়েন। প্রথমা ভূমিকাতে পৌঁছিতে হইলে তবে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ, সৎসঙ্গ ও সংশাস্ত্র সাহায্যে হেয় বিষয় ত্যাগ করিয়া উপাদেয় আত্মাগ্রহণে দৃঢ় ইচ্ছা চাই। পরে বিচারণা ভূমিকাতে স্থিতিলাভ ইহাই দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমিকা। যখন নিত্য বস্তু কি অনিত্যবস্তু কি; ভোগবাসনা সর্ব্বদা পরিত্যাগে যত্ন, শম দমাদির সর্ব্বদা

প্রয়োগ, আমি মুক্ত হইবই—এই সমস্তের নিশ্চয় হইয়া যায় তখন সদাচার অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। শাস্ত্র, সৎসঙ্গ, বৈরাগ্য ও সদাচার এই সব যখন চলিতে থাকে তখন সম্যক্‌জ্ঞানের দ্বারা অসাধুবাসনা পরিত্যক্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণ আর বিষয়ে বিচরণ করিতে পারে না এবং সংসার বাসনা হইতে মন নিরস্ত হইয়া তনুতা প্রাপ্ত হয়। তখন পুরুষ তনুমানসা নামক তৃতীয়া ভূমিকাতে অবতরণ করেন। যে সময়ে যোগিগণের এই তিন ভূমিকালব্ধ সম্যক্ জ্ঞানোদয় হয় তখন তাঁহারা সত্ত্বাপত্তি নামিকা চতুর্থী বিবেক ভূমিকা প্রাপ্ত হয়েন। এই সত্ত্বাপত্তি ভূমিকাতে সর্ব্বদা সৎবস্তু লইয়া থাকায়, সর্ব্বদা সত্য আত্মাতে স্থিতিলাভ জন্য, চিত্ত তাহার অভিলাষিত বস্তু গ্রহণে বিরত হয়; তখন তাঁহাদের বাসনা নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। বাসনা ক্ষয়ের পর অসংসক্তি নাম্নী ভূমিকার উদয় হয় অর্থাৎ তখন তাঁহারা আত্মা ভিন্ন কোন কিছুতেই আসক্ত হন না। কোন কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মকালে বন্ধন আর হয় না।

একদিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগত্যাগ, মনের বাসনা ক্ষয় অন্যদিকে সৎবস্তু লইয়া থাকা এই হইলে বাহিরের ও ভিতরের অসৎ বস্তুর ভাবনা আর উঠেনা। যোগী তখন দৃঢ়ভাবে আপন আত্মাতে রমণ করিতে থাকেন। বাহ্য ও আভ্যন্তর কোন রূপ বিষয় ভাবনা উঠিতে পারেনা বলিয়া এই ষষ্ঠভূমিকাকে বলা হয় পদার্থাভাবনী। এই ষষ্ঠভূমিকার একদিকে ব্রহ্মাহং ভাবনা পরিপুষ্ট হয় অন্যদিকে বাহ্যার্থ বিস্মরণ হয়। যদিও কখন বাহ্যার্থ ও ভাবনা উঠে কিন্তু তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা তাড়াইয়া দিতে পারেন। যখন আর কিছুই করেন না কেবল আত্মসংস্থ থাকেন তখন বহ্যার্থত্যাগ হয় সত্য কিন্তু ইহাতেও ব্যুত্থান আছে। ব্যুত্থান কালে স্নান ভোজনাদি করেন বটে কিন্তু বাহিরের বা ভিতরের কোন কিছু অনাত্ম বিষয়ের চিন্তা যোগী করেন না। যোগী তখন সর্ব্বদা সর্ব্ববিস্মৃতের মত থাকেন।

যাবন্ন কুর্ব্বন্নপি ব্যবহরন্নপ্যসত্যেসু সংসারবস্তুষু স্থিতোঽপি স্বাত্মন্যেব ক্ষীণমনস্তাদভ্যাস বশাৎ বাহ্যং বস্তু কুর্ব্বন্নপি ন পশ্যতি নালম্বনেন

সেবতে নাভিধ্যায়তি তনুবাসনত্বাচ্চ কেবলং মূঢ়ঃ সুপ্তপ্রবুদ্ধ ইব কর্ত্তব্যং করোতি ॥ ১১ ॥

যখন আত্মস্থ থাকায় সমস্ত ভুল হইয়া যাইতে থাকে তখন সাধক বাহ্যক্রিয়া শূন্যই থাকুন বা অসত্য সংসার ব্যাপারে অবস্থিতই থাকুন, অথবা অভ্যাস নিবন্ধন বাহ্যকর্ম্মকারীই থাকুন তাঁহার মন আত্মাতে ডুবিয়া যায় বলিয়া তিনি কোন বিষয়েরই দর্শন করেন না অথবা রুচি পূর্ব্বক কোন বিষয়েরই সেবা করেন না। কি বলিলাম কি না করিলাম কিছুই তাঁহার স্মরণ থাকেনা। বাসনা ক্ষীণ হওয়ায় কেবল মূঢ়ের ন্যায় সুপ্ত-প্রবুদ্ধের ন্যায় স্নান ভোজনাদি কর্ত্তব্য সকলও পরেচ্ছায় সম্পাদন করেন।

বাসনা—ক্ষয়ের পর এই ভাবনা—ক্ষয় ব্যাপারে চিত্ত যখন ব্রহ্মৈক-রসময় হয় তখন যোগী পদার্থাভাবনী ভূমিকায় স্থিতিলাভ করেন।

ইত্যন্তর্লীনচিত্তঃ কতিচিৎসম্বৎসরানভ্যস্য

সর্ব্বথৈব কুর্ব্বন্নপি বাহ্যপদার্থান ভাবনাং ত্যজতি তুর্য্যাত্মা ভবতি ততো জীবন্মুক্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

এইরূপে অন্তরাত্মায় লীন চিত্ত হইয়া তিনি কতিপয় বৎসর ব্রহ্ম-ভাবনা অভ্যাস করেন। পরেচ্ছায় স্নান ভোজনাদি বাহ্য কার্য্য করিলেও সর্ব্বকালে বাহ্য পদার্থ ভাবনা ত্যাগ করেন। তখন তিনি আপনা হইতে তুরীয় পদ প্রাপ্ত হয়েন। ষষ্টভূমিকা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মস্থিতির জন্য কথঞ্চিৎ যত্ন থাকে। সপ্তম ভূমিকাতে আর কোন চেষ্টা থাকেনা, আত্মরসে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। ষষ্ঠভূমিকাতেও সুখ দুঃখ স্পর্শ কিছু থাকে সপ্তমভূমিকাতে সুখ দুঃখের অনুভব পর্য্যন্ত থাকেনা। ইহাই জীবন্মুক্তির অবস্থা। জ্ঞানের সপ্তমভূমিকার নাম তুর্য্যগা।

নাভিনন্দতি সম্প্রাপ্তং নাপ্রাপ্তমভিশোচতি।

কেবলং বিগতাশঙ্কং সম্প্রাপ্তমনুবর্ত্ততে ॥ ১৪।

এই অবস্থাতে ইষ্ট প্রাপ্তিতে হর্ষ নাই, ইষ্ট অপ্রাপ্তিতেও শোক নাই, অনিষ্ঠ প্রাপ্তিতে ও শোক নাই, অনিষ্ট অপ্রাপ্তিতে ও হর্ষ নাই।

তিনি আশঙ্কা শূন্য হইয়া যথা প্রাপ্ত বিষয়ে স্পন্দিত হয়েন মাত্র। তিনি এখন বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ—বায়ু বহিলে নড়া আছে, না বহিলে স্থির, এই মাত্র।

রাঘব! তুমি সকল বস্তুর ভিতরের জানিবার বস্তুটি জানিয়াছ। কাজেই সমস্ত কর্ম্মের বাসনাও তোমার ক্ষীণ হইয়াছে। এই শরীরে লোক ব্যবহারেই থাক বা শরীরাতীত সমাধিতেই থাক তুমি শোক বা হর্ষের পাত্র নও কারণ তুমি সমস্ত আময় বা আধিব্যাধি শূন্য আত্মা। রাম তুমি স্বয়ম্প্রভ, (স্বপ্রকাশ) স্বচ্ছ (নির্ম্মল) সর্ব্বগামী, সদা উদিত আত্মা। তোমার দুঃখ সুখ কোথায়? তোমার জননমরণ আবার কি? তোমার বন্ধু কে, যে বন্ধুর বিনাশে দুঃখ করিবে? অদ্বিতীয় আত্মাতে যে স্থিত সেই আত্মস্থ ব্যক্তির বান্ধবকে তাই বল।

এই দেহ, ইহা কতকগুলি ভৌতিক পরমাণুর সমষ্টি। তাহা দেশে কালে বিভিন্ন প্রকার। কিন্তু আত্মা একরূপ, ইঁহার উদয়ও নাই অস্তও নাই। তুমি অবিনাশী, দেহের বিনাশ হইবে বলিয়া তোমার শোক কেন হইবে? অমর স্বভাব, স্বচ্ছ আত্মার আবার বিনাশ কি? ঘটের খর্পরতা প্রাপ্তিতে (বিনাশে) ঘটাকাশ কি নষ্ট হয়? সেইরূপ শরীর নাশে আত্মার কি হইবে? মৃগতৃষ্ণা তরঙ্গিণীর নাশে (মরীচিকাতে নদী বুদ্ধির নাশ হইলে) আতপের কি হয়? সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলেও আত্মার নাশ নাই। তোমার অন্তরে বাঞ্ছা ও নিরর্থক ভ্রান্তি উঠিবে কেন? যিনি অদ্বিতীয় তিনি আবার কোন্ বস্তুর ইচ্ছা করিবেন? শ্রব্য দৃশ্য রসাল, আঘ্রেয় হে রাঘব! এই জগতে এমন কোন পদার্থই নাই যাহা আত্মা নহে। আকাশে শূন্যতার মত নিখিল সৃষ্টিশক্তি সর্ব্বশক্তিমান্ বিভু আত্মাতে অবস্থিত। এই সত্ত্বরজস্তমরূপ ত্রিবিধ জন্ম দ্বারা ভ্রম উৎপাদনকারিণী ত্রিলোকা ললনা চিত্ত হইতেই উঠিয়াছে। যখন বাসনাক্ষয় নামক মনঃপ্রশমন সিদ্ধ হইবে তখন এই ক্রিয়াশক্তি জননী মায়া বিনষ্ট হইবে। হে রাঘব! সংসাররূপ ভয়ঙ্কর পেষণ যন্ত্রের (জাঁতার) যে অধঃশীলা তাহার মধ্যবর্ত্তী শঙ্কুতে লগ্না এবং উপরিস্থিত শিলাখণ্ড বাহিনী যে রজ্জু সেই রজ্জুই হইতেছে বাসনা। তুমি যত্নপূর্ব্বক

এই বাসনা রজ্জু ছেদন কর। যাবৎ এই বাসনা অপরিজ্ঞাত থাকিবে তাবৎ ইহা মহামোহ উৎপাদন করিবেই করিবে কিন্তু পরিজ্ঞাত হইলে এই অনন্ত বাসনা, অনন্ত সুখদা ও ব্রহ্মদায়িনী হয়।

আগতা ব্রহ্মণো ভুক্ত্বা সংসারমিহ লীলয়া।
পুনর্ব্রহ্মৈব সংস্মৃত্য ব্রহ্মণ্যেব বিলীয়তে ॥ ৩০

বাসনা ব্রহ্ম হইতেই আইসে। নিম্নমুখী বাসনা সংসার লীলায় সংসার ভোগ করে কিন্তু ঊর্দ্ধমুখী বাসনা ব্রহ্মলীলায় পুনরায় ব্রহ্মকে স্মরণ করে করিয়া ব্রহ্মেই লয় হয়। তেজ হইতে যেমন প্রকাশের আবির্ভাব হয় সেইরূপ হে রাঘব! রূপাতীত, প্রমাণাতীত, আধিব্যাধির অতীত, শবের মত চলন রহিত চৈতন্য হইতে সমস্তভূত জন্মে। বৃক্ষ পত্রে রেখা সকলের ন্যায়, জলে ঊর্ম্মিমালার ন্যায়, সুবর্ণে বলযাদির ন্যায়, অগ্নিতে তাপাদির ন্যায় এই ভাবনামাখা সগুণব্রহ্মে এই ভুবনত্রয় উঠিয়াছে, সগুণব্রহ্মেই ইহারা স্থিত, তাঁহা হইতেই জাত; ইহারা সেই ভাবনাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই। সেই সর্ব্বভূতের আত্মাকেই ব্রহ্ম বলে। তাঁহাকে জানিলে জগৎ জানা হয় আর ভুবনত্রয়ে তিনিই জ্ঞাতা। "তস্মিন্ জ্ঞাতে জগৎজ্ঞাতং স জ্ঞাতা ভুবনত্রয়ে" ॥ ৩৪ ॥ শ্রুতিও বলেন 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' ইত্যাদি। যাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বব্যাপী শাস্ত্র ব্যবহার জন্য চিৎ ব্রহ্ম আত্মা এই সমস্ত আত্মার নাম কল্পনা করেন।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে হর্ষামর্ষবিবর্জ্জিতা।
সৈষা শুদ্ধানুভূতির্হি সোয়মাত্মা চিদব্যয়ঃ ॥ ৩৬

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলেও ইহাদের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইয়াছে বলিয়া যে হর্ষামর্ষাদি বিবর্জ্জিত শুদ্ধ অনুভূতি সেই জীবন্মুক্ত জনের শুদ্ধানুভূতিই হইতেছেন এই অব্যয়চিদাত্মা (মূঢ়দিগের অনুভূত সংসার ভাব কে আত্মা বলেনা)।

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ হইবে অথচ রাগ দ্বেষও হইবেনা ইহা কিরূপে হইবে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তরে বলি আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ

বৎস, পূর্ব্বোক্তরূপে নির্ণীত হইল; বিরাট পুরুষ—যজনীয়-চৈতন্য, হিরণ্যগর্ভ—উপাস্য-চৈতন্য, ঈশ্বর—বিচার্য্য-চৈতন্য। নিম্নাধিকারীর স্থূলদেহটি বা বিরাট্ যজ্ঞ-পুরুষের স্থূলদেহে অঙ্গীভূত—অনুস্যূত। নিম্নাধিকারী যাজ্ঞিক পুরুষ তাঁহার স্থূলাভিমানী স্থূলভুক্ আত্মাকে স্থূল দেহ, স্থূল জগৎ, মমতাস্পদ স্থূলপদার্থ-নিচয় হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য যজ্ঞরূপ স্থূলকর্ম্ম-অবলম্বনে বিরাট্স্থূলদেহ-পতি বৈশ্বানর-পুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন। কর্ম্ম-সংকলিত এই দেহ, মমতাস্পদ এই দৃশ্য জগৎ, যখন অধিকারীর কায়মনোবাক্য-রচিত বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা বিরাট্ পুরুষের চরণতলে উপহৃত-প্রত্যাহৃত হয়, তখন সে যজ্ঞে সর্ব্বভূতাত্মা যজ্ঞেশ্বর পরমাণু হইতে পরম মহৎ পর্য্যন্ত সকল অবয়বে প্রসন্ন হয়েন, অধিকারীর স্থূলদেহ-রচনাকারী অনুসংহতি কৃতার্থ হইয়া স্ব স্ব বন্ধনী হইতে অধিকারীকে নির্ম্মুক্ত করেন, ফলে কর্ম্মাধিকারী যাজ্ঞিক স্থূল-অভিমান-বিলয়ে চিত্ত-বিশুদ্ধি লাভ করেন।

সকলেই কৃতার্থ হইতে অভিলাষী। এই অনন্ত উপকরণ-সমন্বিত জগৎ, এই বিচিত্র দেহাদি সকলেরই প্রয়োজন আত্মলাভে, সকলেরই চরিতার্থতা আত্মোপলব্ধিতে। অনাদিকাল হইতে এই জড় জগৎ চেতনের অনুসরণ করিয়াছে, কত উত্থান পতন, কত উদয়-বিলয় কত জন্ম-মরণ, শত শত দুঃসহ যাতনা সহন করিয়া এই জড় জগৎ এই অপরা প্রকৃতি পরা প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াছে—উদ্দেশ্য আত্মলাভ। পুত্র, বিত্ত গৃহ, গৃহোপকরণ যতই কেন না দাও, কোন প্রলেপেই এই আত্ম-বিরহজনিত অন্তর্দাহ উপশমিত হইবার নহে। যতদিন তুমি অপরা প্রকৃতির জন্য পরম পুরুষের নিরাবরণ-সুন্দর বিরাট্ স্বরূপ-বক্ষে চির-বিশ্রান্তির আয়োজন না করিবে, ততদিন ইহার শান্তি নাই কৃতার্থতা নাই।

যাজ্ঞিকের আয়োজনে তমোময়ী কৃতার্থ, যাজ্ঞিক নীলবসনা অভিসারিকার মত এই তমোময়ী স্থূলা প্রকৃতিকে বিরাট পুরুষের অঙ্কসঙ্গিনী করিয়াছেন। যিনি সতত দেহরূপ-অঞ্চল-আকর্ষণে বিবিধ

নিম্নাধিকারীকে উত্যক্ত করিয়াছিলেন, আধি ব্যাধি দুঃসঙ্গ প্রভৃতি অনন্ত উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক যিনি জীবকে শতবার আত্মস্মরণে অভিনিবিষ্ট করিতেন, আজ তিনি কৃতার্থ হইয়া স্থূল-রাজ্যে অধিকারীকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

স্থূল ভোগের সহিত তমোময়ী কৃতার্থ হইলেন, আত্মলাভের প্রতিদানে জীবের উপর হইতে দেহাবরণ উন্মোচন করিয়া লইলেন। তথাপি পরা প্রকৃতি অকৃতার্থ। রাজসীক বিক্ষেপশক্তি-রচিত সপ্তদশ অঙ্গ এখনও পিপাসিত। তাঁহারাও সুখময় অমৃত হ্রদে চিরশান্তির প্রয়াসী। জীবের লিঙ্গদেহ-গত সপ্তদশ অবয়ব হিরণ্যগর্ভের সপ্তদশ অবয়বের সহিত গ্রথিত। উপাসক শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞান ও উপাসনার মহিমায় যখন হিরণ্যগর্ভের প্রসাদন করেন, যখন হিরণ্যগর্ভের সপ্তদশ অবয়বে উপাসকের সপ্তদশ অবয়ব সমর্পিত হইয়া কৃতার্থ হয়েন, তখন বিক্ষেপ-নির্ম্মুক্ত পরা প্রকৃতি একাগ্রতা লাভ করেন।

পরা প্রকৃতি একাগ্র হইলে তাহাতে সত্ত্বশুদ্ধি-সুলভ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রস্ফুটিত হয়। বৈরাগ্যের নিবারণে প্রজ্ঞা অন্তর্ম্মুখী হন, অন্তর্মুখী প্রজ্ঞার আত্মসমর্পণে ঈশ্বর প্রসাদিত হন, প্রসাদিত ঈশ্বর শ্রীগুরুরূপে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য বিচার দ্বারা প্রজ্ঞাদেহে অখণ্ডাকার বৃত্তি উৎপাদন করেন। ঈশ্বরীয় মায়া-দেহের সর্ব্ব ব্যাপকতা ও সর্ব্বজ্ঞতা, জীবের অবিদ্যারূপ কারণদেহের অব্যাপ্তি ও অল্পজ্ঞতা রূপ মল, চৈতন্যের এই দ্বিবিধ মলিনতা অপসারণ করিতে করিতে সে অখণ্ডাকার বৃত্তি স্বয়ং অপসৃত হন। অগ্নিদগ্ধ সীসক-খণ্ডের অবশিষ্ট অংশ যেমন সুবর্ণের অবশিষ্ট মল দগ্ধ করিতে করিতে, স্বয়ং দগ্ধ হয়, সেইরূপ। ইহাই জীবের কৃতার্থতা, ইহাই দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ।

বৎস, অসীম নিরাবরণ চৈতন্যবস্তু সৃষ্টিক্রমে দ্রষ্টার দৃষ্টি-সীমায় আসিয়া যেরূপে সসীম ও আবৃত হয়েন, আবার সাধনায় সংহারক্রমের রীতিতে অনুশীলনের ফলে দ্রষ্টার দৃষ্টি-মল তিরোহিত হইলে নিরাব-

হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর রূপে রূপান্তরিত হইতে হইতে যেরূপে অপরিচ্ছিন্ন নিরাবরণ স্বরূপে পর্য্যবসিত হয়েন, সকল কথাই বিস্তারিতরূপে বলা হইল। এখন তোমার নিত্য-পূজনীয় সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময়-বপুঃ নারায়ণ কোন্ পুরুষ, এ সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, আমি অল্প-বুদ্ধি, নিম্নাধিকারী, বিরাট্পুরুষই আমার নিত্য-পূজনীয় হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু পূজাকালে সম্মুখে যে শালগ্রাম-শিলা স্থাপিত, ইহা পরিচ্ছিন্ন স্থূল-বিগ্রহ মাত্র। অথচ ধ্যান করিতেছি, সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময়বপুঃ নারায়ণের। আমি এ রহস্য বুঝিতে পারিতেছিনা, আপনি আমায় উপদেশ করুন।

আচার্য্য] বৎস, এই রহস্যের বিশ্লেষণ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক—(১) শ্রুতি, হিরণ্যশ্মশ্রুধারী হিরণ্যকেশ-বিশিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কাহাকে বলিতেছেন। (২) তোমার মত স্থূল-দৃষ্টি অধিকারীর অবলম্বনস্বরূপ শালগ্রাম-বিগ্রহের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি। আলোচ্য দুইটি অংশের মধ্যে প্রথম অংশের আলোচনা ও মীমাংসা ভগবান্ ভাষ্যকার স্বয়ং শারীরক-ভাষ্যে করিয়াছেন। ভাষ্যকার সংশয় তুলিয়াছেন—

হিরণ্ময়ো দেবতাত্মা কিং বাঽসৌ পরমেশ্বরঃ। হিরণ্ময়-পুরুষ কি সর্ব্বদেবময় হিরণ্যগর্ভ, অথবা সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর। পূর্ব্ব-পক্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন—

মর্য্যাদাধার-রূপোক্তেদেবতাত্মৈব, নেশ্বরঃ। শ্রুতিতে হিরণ্ময়-পুরুষের ঐশ্বর্য্যের সীমা নির্দ্দেশ রহিয়াছে, আদিত্য-মণ্ডল ও চক্ষুরূপ আধার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্য-কেশ প্রভৃতি বর্ণনায় রূপের নির্দ্দেশ আছে, সুতরাং সর্ব্বদেবময় হিরণ্যগর্ভই হিরণ্ময়-পুরুষ শব্দের প্রতিপাদ্য, ঈশ্বর নহেন। কারণ পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য অসীম, পরমেশ্বর নিরাধার, স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বব্যাপী; আদিত্য মণ্ডল বা জীব চক্ষু তাহার আধার হইবার অযোগ্য। অপিচ অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ তিনি; তাঁহার রূপ হইতে পারে না। ইহাই ভাষ্যকারের প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষ।

সিদ্ধান্ত পক্ষে বলিতেছেন—

সার্ব্বাত্ম্যাৎ সর্ব্বদুরিত-রাহিত্যাচ্চেশ্বরো মতঃ।
মর্য্যাদাত্যা উপাস্ত্যর্থমীশেঽপি স্যাদ্রুপাধিগাঃ॥

ভগবতী শ্রুতি হিরণ্ময় পুরুষকে সর্ব্বাত্মারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্পন্দধর্ম্মী বিশ্ব-প্রাণ ও স্পন্দনসহচরা বাগ্‌দেবী যাঁহার অংশ, তিনি সর্ব্বাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না, আবার পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহও সর্ব্বাত্মা হইতে পারেন না। অপিচ সর্ব্বপাপরহিত বস্তুও এক পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। হিরণ্যগর্ভদেহে ও সঞ্চিত পাপ বর্ত্তমান, নচেৎ হিরণ্যগর্ভ-পদ প্রাপ্ত হইয়াও লোক পুণ্যক্ষয়ে পতিত হইত না। সুতরাং শ্রুতি পরমাত্মাকেই হিরণ্ময় পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্ব-পক্ষের যুক্তিতে উল্লিখিত হইয়াছিল—শ্রুতিতে ঐশ্বর্য্যের সীমা, আধার ও রূপের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, সুতরাং হিরণ্ময়-পুরুষ ঈশ্বর নহেন। তদুত্তরে বক্তব্য এই—পরমেশ্বরের সর্ব্বাধিক ঐশ্বর্য্যও যখন অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ভাবের অন্তর্নিবিষ্ট রূপে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, তখন তাহা খণ্ড রূপেই প্রতিভাত হয়। আলোচ্য শ্রুতিতে আদিত্য মণ্ডলরূপ অধিদৈবতভাবে জীব-চক্ষু রূপ আধ্যাত্মিকভাবে অবগুণ্ঠিত হইয়া পরমাত্মার নির্ব্বিশেষ ঐশ্বর্য্য ও সবিশেষরূপে অবভাসমান হইয়াছে। যিনি নিরাধার-স্বরূপে সর্ব্বব্যাপী, তিনিও উপাসনা-সৌকর্য্যার্থ প্রতি ব্যাপ্য পদার্থের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান। অপিচ অরূপ পরমেশ্বরও সাধকানুগ্রহার্থ ইচ্ছাশক্তি-বলে মায়িক-রূপের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারেন। বৎস, ভগবান্ ভাষ্যকার এই সকল যুক্তি অবলম্বনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—অপাপবিদ্ধ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরই হিরণ্ময়-পুরুষ শব্দের প্রতিপাদ্য।

এখন আলোচনা কর—এই হিরণ্ময়-পুরুষ বা সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরের সহিত শালগ্রাম শিলার সম্বন্ধ কি। শালগ্রাম, শিলাময় বস্তু; সম্মুখেই বর্ত্তমান। ইহার সহিত জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের কোন সম্বন্ধই নাই, ইহাই তোমার স্বাভাবিক ধারণা। ইহা কিন্তু পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত নহে। সিদ্ধান্ত-বুদ্ধির উদয়ে তুমি বুঝিতে পারিবে—ব্যাপক সূক্ষ্ম বস্তুপ্রতি-

ব্যাপ্য বস্তুর অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান থাকে, আকাশ যেমন অন্তর্ব্বর্ত্তী সকল পদার্থকে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ। এই সিদ্ধান্তে প্রতি স্থূল-ভূতে ও স্থূলভূত-রচিত প্রতিবস্তুতে হিরণ্ময়-বপু পরমেশ্বর নিত্য বিরাজমান। যদি তাহাই হইল, তবে শালগ্রাম শিলাময় হইলেও ইহাতে জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর-সত্তা নিত্য-অধিষ্ঠিত। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—শালগ্রাম শিলার মত অন্য শিলা বা মৃত্তিকা স্তূপেও ত ঈশ্বর-সত্তা নিত্য অধিষ্ঠিত, তবে তাহা অবলম্বনে সবিতৃ-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ভগবানের পূজা করায় বাধা কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই—যদিও পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া পরম মহৎ পর্য্যন্ত প্রতি বস্তুতেই শ্রীভগবান্ নিত্য-অধিষ্ঠিত; তথাপি সত্ত্ব-প্রধান বস্তুতেই সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ নিত্য সন্নিহিত ও সতত স্ফুরিত, অন্যত্র তিনি অধিষ্ঠিত থাকিলেও রজস্তম আবরণে আবৃত, নিত্য সন্নিহিত বা সতত স্ফুরিত নহেন। একই সূর্য্য কিরণ, কিন্তু মৃৎপিণ্ড ও সূর্য্যকান্ত-মণিতে তাহার বিলাস কত পৃথক্, স্মরণ কর, বুঝিতে পারিবে—শাল-গ্রাম শিলা, বাণেশ্বর ইত্যাদি সত্ত্ব বহুল বিগ্রহে সর্ব্বাত্মা পুরুষ কিরূপে নিত্য-সন্নিহিত—নিত্য-বিলসিত। আরও বুঝিতে পারিবে—কেন মহর্ষিগণ তুলসী, আমলকী ও বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ও নর্ম্মদা প্রভৃতি নদী, প্রয়াগ কুরুক্ষেত্র বারাণসী প্রভৃতি দেশকে পূজনীয় মনে করিয়াছেন।

বৎস, এখন বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিতেছ—হিরণ্ময় পুরুষের সহিত শালগ্রাম শিলার সম্বন্ধ কি?

[ব্রহ্মচারী] ভগবান্, বুঝিতে পারিলাম—ব্যাপক পরমাত্মা সত্ত্ব-বহুল শালগ্রাম শিলায় নিত্য-সন্নিহিত—সতত-স্ফুরিত। আর প্রতিদিন আমি এইজন্যই ইঁহাতে সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময়-বপু পরমেশ্বরের পূজা করিয়া থাকি। কিন্তু একটি সংশয় আমার এখনও রহিয়াছে—আপনি পূর্ব্বে বলিলেন—নিম্নাধিকারী যজ্ঞরূপ কর্ম্মদ্বারা বিরাট্-পুরুষের আরাধনা করিবে, কিন্তু আমি অতি নিম্নাধিকারী হইয়াও শালগ্রামে নিত্য ঈশ্বর চৈতন্যেরই পূজা করিতেছি কিরূপে?

আচার্য্য] বৎস, বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন। দ্রষ্টার দৃষ্টিভেদে এক স্বরূপ চৈতন্যই বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর রূপে বিবর্ত্তিত। 'অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ' বস্তুর অবাস্তব-রূপে রূপান্তরিত হওয়াকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন সম্মুখে শুক্তিখণ্ড সূর্য্য-কিরণে 'ঝিক্‌মিক্' করিতেছে, দ্রষ্টা স্বীয় অজ্ঞানজনিত দৃষ্টিদোষে মনে করিলেন—ইহা রজতখণ্ড। এখানে 'ইহা' এই সর্ব্বনামের অর্থ—শুক্তি, কিন্তু, দ্রষ্টার অজ্ঞানোদ্ভাবিত রজতবোধে উহা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে, দ্রষ্টা দর্শন করিতেছেন রজত। তুমি আমি এইরূপ মনে করি বলিয়াই বাস্তবিক শুক্তি রজত হইয়া যায় না। কারণ ঐ অজ্ঞানোদ্ভাবিত রজত দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মিত হইলে তাহা বস্তুতঃ শুক্তিময়ই হয়, রজতময় হয় না। বস্তুর এইরূপ অবাস্তব রূপান্তরিত-ভাবকে বিবর্ত্ত বলে। এখানেও যাজ্ঞিক স্বীয় দৃষ্টির স্থূলতা স্বরূপ-চৈতন্যে প্রক্ষেপ করেন, যাজ্ঞিক-প্রক্ষিপ্ত স্থূল আবরণে আবৃত হইয়া স্বরূপচৈতন্য বিরাট্‌রূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। এইরূপে তমোনির্ম্মুক্ত উপাসক স্বীয় সপ্তদশাবয়ব রাজসিক অভিমানের দৃষ্টিদোষ যখন স্বরূপ-চৈতন্যে নিক্ষেপ করেন, তখন উপাসক-নিক্ষিপ্ত সূক্ষ্মদেহে আবৃত হইয়া স্বরূপ-চৈতন্য হিরণ্যগর্ভরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন, এইরূপে কারণ শরীরা-ভিমানী অধিকারী যখন স্বীয় অভিমান লইয়া স্বরূপচৈতন্য দর্শন করেন, তখন তাদৃশ দ্রষ্টার নিকটে স্বরূপচৈতন্য কারণ দেহের অন্তর্নিবিষ্ট ঈশ্বর বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধদেহ স্বরূপচৈতন্যে নাই। উহা সাধকের ভিন্ন ভিন্ন অভিমানেরই ফলমাত্র।

নীল; রক্ত ও পীতবর্ণ বিশিষ্ট বিভিন্ন কাচ খণ্ড যোগে একই দৃশ্যবস্তু যেমন দ্রষ্টার নিকট বিভিন্নবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ ত্রিবিধ অভিমানের উপনেত্র সংযোগে বিভিন্ন দ্রষ্টার নিকটে একই স্বরূপ-চৈতন্য বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সুতরাং যিনি পূর্ব্বকর্ম্মফলে যে রূপ অভিমানে আবদ্ধ, তাঁহার আরাধ্য ভগবান ও তদ্রূপ অভিমানের পরিচ্ছেদে

হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন তুমি স্থূলাভিমানী—স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন, সুতরাং তোমার আরাধ্য ভগবান্‌ও তোমারই উপহৃত স্থূল বিরাট্ দেহে অধিষ্ঠিত। ব্যষ্টি ও সমষ্টি চৈতন্যকে আজ যে তুমি স্থূলদেহে পরিচ্ছিন্ন স্থূলদেহের অন্তর্নিবিষ্ট অনুভব করিতেছ, ইহা তোমারই অভিমানের ফল। এই নিম্ন অভিমান খণ্ডন করিতে হইলে তোমাকে উচ্চ অভিমান স্ফুরণের নিমিত্ত সাধনা করিতে হইবে। তমোগুণ যত নিম্ন অবস্থায়ই তোমাকে উপনীত করুক, কিন্তু সত্ত্বগুণ সে অবস্থায়ও লুপ্ত নহে—অভিভূত মাত্র। সাত্ত্বিক কাল সাত্ত্বিক দেশ ও সাত্ত্বিক পাত্র সংযোগে সত্ত্বগুণের এই অভিভূতভাব যখন কাটিয়া যায়, মুহূর্ত্তের জন্য সত্ত্বগুণের উদয়ে যখন শুভ অবসর উপস্থিত হয়, তখন তুমি অন্তরে বাহিরে সেই সত্ত্বমূর্ত্তি হিরণ্ময়বপু শ্রীনারায়ণের অনুসন্ধান করিও, গুহাশায়ী হৃদয়বল্লভ তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। এইরূপ নিত্য সাধনায় তোমার হৃদয়-গত তম তাঁহার পূত চরণ স্পর্শে আপ্যায়িত হইবে, তোমার তামসিক অভিমানের দৃঢ়বন্ধন শ্লথ হইতে থাকিবে। এইরূপ অন্তর্যাগে যেমন আন্তরিক তম অপসৃত হইতে থাকিবে, বাহ্য পূজায়ও তমের বাহ্য আয়োজন সকল কর; তমকে বাহিরে ও কৃতার্থ কর, দেখিবে তমের যে গাঢ় আবরণ বাহিরে শ্রীভগবানের নয়নাভিরাম মূর্ত্তি তোমার নিকটে আবৃত রাখিয়াছিল, আজ তোমার হস্তে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত হইয়া সেই তামসিক অভিমানের রচিত অনুসংঘাত আপ্যায়িত ও বিগলিত হইবে, আর তুমিও শরদভ্র-পটলান্তরিত সূর্য্যমণ্ডলের মত হৃদয়-বিহারী শ্রীভগবান্‌কে অন্তরের ন্যায় বাহিরে দর্শন করিয়া আপ্যায়িত হইবে। বৎস, এস্থলে একটি বিশেষ কথা স্মরণ রাখিও—বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর, স্বরূপ চৈতন্যের এই ত্রিবিধ বিবর্ত্ত সাধকের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ সাধনার আলম্বন মাত্র, বস্তুতঃ বিশুদ্ধ চৈতন্যই জীবের চরম লক্ষ্য। সমষ্টিচৈতন্যের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ দেহকে মধ্যবর্ত্তী আলম্বন করিয়া জীব তাঁহাকেই প্রসন্ন করিতে সাধনা করে, সাধনাশেষে মধ্যবর্ত্তী দেহত্রয় যখন সাধকের দেহত্রয়ের সহিত কৃতার্থ হইয়া বিগলিত

হয়, তখন দেহ-নির্ম্মুক্ত সাধক নিরাবরণ-সুন্দর পরমপদে আত্মসমাধান করিয়া চরিতার্থ হন। ইহাই সাধনার সনাতন পন্থা; কিন্তু এই কলিযুগে সাধকের ধারণাশক্তি ক্ষীণ, একাগ্রতা লুপ্তপ্রায়; এই জন্য স্থূলাধিকারীর দৃষ্টি বিরাট্ পুরুষের বিরাট্ অভিব্যক্তি-ধারণায় অসমর্থ, সুতরাং তন্ত্র ও পুরাণ বিরাট্ দেহের বিশিষ্ট বিভূতিস্বরূপ শালগ্রাম ও বাণেশ্বর প্রভৃতি বিগ্রহে ভাগবদারাধনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

অথাধ্যাত্মং বাগেবर्क् प्राणः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम, तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते, वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥१॥ चक्षु-रेवर्गात्मा साम, तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम, तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते, चक्षुरेव सात्माऽमस्तत्साम ॥२॥ श्रोत्रमेवर्ग् मनः साम, तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम, तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते श्रोत्रमेव सा मनोऽमस्तत्साम ॥३॥ अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥४॥ अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैवर्क्, तत्साम, तदुक्थं तद्यजुस्तद्ब्रह्म, तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम ॥५॥ स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तेषाञ्चेष्टे मनुष्यकामानाञ्चेति तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः। अथ य एतदेवं विद्वान् साम गायत्युभौ स गायति सोऽमुनैव स एष ये चामुष्मात् पराञ्चो लोकास्तांश्चाप्नोति देवकामांश्च ॥६॥ अथानेनैव ये चैतस्मा-दर्वाञ्चो लोकास्तांश्चाप्नोति मनुष्यकामांश्च तस्मादु हैवंविदुद्गाता ब्रूयात् ॥८॥ कान्ते काम मागायानीत्येष ह्येव कामागानस्येष्टे य एवं विद्वान् साम गायति साम गायति ॥९॥

তৃতীয়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥

পদানুসরণী। অথাধুনাঽধ্যাত্ম মুচ্যতে। বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সাম, অধরোপরিস্থানত্বসামান্যাৎ, প্রাণো ঘ্রাণমুচ্যতে, সহ বায়ুনা। বাগেব সা প্রাণোঽম ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। চক্ষুরেবর্ক্, আত্মা সাম, আত্মেতি ছায়াত্মা

উৎসব।

—ঃ*ঃ—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৬শ বর্ষ } সন ১৩২৮ সাল, পৌষ। { ৯ম সংখ্যা।

নীরবতা

তোমাব স্নেহ মূক ক'বে দেয়
ফুটিয়ে তোলে প্রাণ,
নীববতা নয়, সে যে গো
তোমাব স্নেহেব দান॥
বায়ু সে যে স্তব্ধ বলে
তোমাব প্রেমেব তুফান তুলে
মধুব মলয় রূপে হবি
তোমার অধিষ্ঠান,
নীববতা নয়ত হবি
তোমাব স্নেহেব দান॥
কল্লোলিনী ব'য়ে চলে
নীরব ভাষায় শুধুই বলে
নেচে নেচে গেয়ে যায়
তোমার প্রেমের গান,
নীরবতা নয়ত হরি
তোমাব প্রেমের তান॥

বৃক্ষ কেন স্তব্ধ হরি
আপনারে মগ্ন করি
হৃদয় মাঝে সদাই যেন
তোমার মহাধ্যান
(যেন) ডুব দিয়েছে অরূপ রূপে
(তাই) হারিয়ে গেছে প্রাণ,
নীববতা নয়গো হরি
তোমার মহাধ্যান ॥

চন্দ্র তোমায় বেসে ভাল
তোমাব রূপে তাহাব আলো
তাহার মাঝে সুধার ধারা
তুমিই কর দান
কিরণ তাহার নয়ত হবি
(তোমার) রূপেব ছটাখান,
নীববতার মাঝে হবি
তোমার সুধা দান ॥

সূর্য্য তোমাব দীপ্তি-বলে
সুপ্ত ধরা জাগিয়ে তোলে
নীবব ভাষায় তাব ও হবি
দীপ্ত তেজের গান,
নীবব ভাষায় সে ও তো জাগায়
সুপ্ত ধরা খান।
নীববতা নয়তো হরি
দীপ্ত তোমাব গান ॥

বিশ্ব তোমায় বক্ষে ধ'বে
আপনারে ধন্য কবে
করে—তোমার মহাধ্যান,
ও বিশ্বভূপ করাও গো চুপ্
আমার মুখর প্রাণ।

তাহার মাঝে উঠুক ফুটে
(তোমার) মহান্ প্রেমের গান,
নীরবতা নয় তো হরি
তোমার স্নেহের দান।
(নি)

কি ভাবে দিন কাটে।

হে দীনবন্ধো! হে আত্মদেব। আমি দিন দিন দেখিতেছি—যত দিন যাইতেছে ততই বেশী বেশী অনুভব করিতেছি—আমি তোমার সকল কার্য্যেরই অনুপযুক্ত। কত বড় বড় কথা ধরিলাম, কিন্তু কার্য্যে কিছুই করিতে পারিলাম না। তথাপি ত আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তোমার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করিলাম, নিয়ম মত কিছুই করিতে পারিলাম না। তথাপি ত বাঁচিয়া থাকিতে হইতেছে। এখন কি করিব তাহাও ঠিক করিতে পারিনা। কর্ম্মত অনেক বাড়াইয়াছি। কিন্তু কোন কর্ম্মই বুঝি ঠিক ঠিক হয় না। সমস্তই তোমার আজ্ঞা সত্য। তথাপি যেন কিছু সঙ্কেত এখানে চাই। আপনিত কিছুই ঠিক করিতে পারি না। তুমি ও আসিলেনা। আমি পারিনা তুমি আসিবে কিরূপে? যাহাদের কাছে আসিয়াছ, তাঁহারা কত খাটিয়াছেন, শাস্ত্র তাহা দেখাইতেছেন। আমার সেরূপ কর্ম্মত নাই। আবদারে ত তোমাকে পাওয়া যাইবে না। সে আশা আমায় করিতে দিলেনা। তথাপি "অকস্মাৎ মিলিবে" ইহা তুমিই বলিয়াছ। ততদিন পর্য্যন্ত—যেমন চলিতেছি তেমনিই চলিব। তার পর যাহা হয় তুমিই করিও।

সব দেখিয়া সব নাড়িয়া চাড়িয়া আমার বুদ্ধিতে যাহা আসিতেছে, তাহাও তোমার অজানা নাই। একা বসিয়া একা থাকিয়া তোমার নাম করি; কিন্তু সর্ব্বদা করি, এই ত বাসনা। তাওত হয়না। কত বিঘ্ন বিষয়-আকারে উদয় হয়। এই গুলি কি যায় না প্রভু? নাম করাও কঠিন—আহারের পরে হয়না, পরিশ্রমের পরে হয়না, তথাপি অন্য অন্য সাধনার সাহায্যে যত দূর পারি করিয়া

যাইতে চেষ্টা করি। তুমি আসিয়া কিছু করিতে বলিবে, কিছু ছাড়াইয়া কিছু ধরাইবে, এ আশা আমার নাই। তবুও মনে হয় তুমি যাঁহাকে পাঠাইবে, তিনি আমাকে চালাইয়া লইবেন। আমি আর উৎকণ্ঠা বাড়াইব না। তুমিই গুরুরূপী হইয়া অকস্মাৎ আসিবে এখন আমি যাহা করি, তাহাই করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। নিজের ইচ্ছায় কিছু ধরা বা ছাড়া তাহা আমাদ্বারা হইবেনা। শাস্ত্রে তোমার আজ্ঞা সমস্তই পাই। সঙ্কল্পশূন্য না হইলে বিশ্রান্তি হইবেনা, জানি। শাস্ত্রের যে সমস্ত অনুজ্ঞায় আমার প্রাণ মাতিয়া উঠে, তাহা যতক্ষণ পারি, ততক্ষণ করি; তার পরে নাম লইয়া থাকিতে চেষ্টা করি। যখন পারি তখন করি, যখন না পারি; তখন তোমার যে আজ্ঞা ঐ সময়ের উপযোগী, তাই লইয়া থাকি। এই ভাবে দিন কাটিতেছে। লিখিয়া রাখি এইজন্য—যে সময়ে সময়ে সরসতা থাকে না বলিয়া।

তোমার পথে শুধু স্মরণ।

এ পথে ও পথে যাত্রার লালসা যাহাদের মিটিয়াছে, তাহাদের শেষ যাত্রা তোমার পথে।

"তুমি আছ" এই বিশ্বাসটি তোমার পথে যাত্রীর মুখ্য পাথেয়। করা ধরা তখন বড় একটা নাই। শুধু স্মরণটিই তখন সব, এখনও সব, আর স্মরণের ভুলটিই মরণ।

শেষ যাত্রায় আর করিবে কি? করিতে ইচ্ছা করিলেও ত আর পারিবেনা। স্মরণটি বেশ করিয়া অভ্যাস করিবার জন্যই জীবনভোর যত কিছু আয়োজন। সাধন ভজন যত কিছু করিলে তাহাতে যদি স্মরণটি না থাকে, তবে জানিও তোমার কিছুই করা হয় নাই। স্মরণ শূন্য সাধনা—ইহা তুষাণাং কণ্ডনং যথা— ইহা তুঁষ কাঁড়া মাত্র। করা ধরা যা কিছু তাহা স্মরণ জন্য।

চিত্ত! স্মরণটি ভাল করিয়া বুঝি, এস। বিশ্বাস ত কর সে সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্। এইগুলি বুঝিতে হয় নিজের ভিতরে। চৈতন্য কে ধরিতে হয় ভিতরে। চিত্ত! তুমি যখন যা কিছু কর সে সবই দেখে। এইটি স্মরণ করিতে বলি। সে দেখিতেছে যখন মনে রাখিতে পার, তখন বল দেখি মন্দ ভাবনা কিছু ভাবিতে পার কি? সে দেখিতেছে যখন মনে রাখিতে পার, তখন বল দেখি কাহাকেও ঘৃণা করিতে তুমি পার কি? কাহার ও দোষ দেখিতে তুমি পার কি? কোনপ্রকার অহঙ্কার করিতে তখন কি তোমার সাধ্য থাকে? সে দেখিতেছে—যখন

মনে রাখিতে পার, বল দেখি কোন প্রকার অসম্বন্ধ—প্রলাপ কি তোমাতে উঠিতে পারে? কোন প্রকার আলস্য অনিচ্ছা তোমার তখন থাকে কি? তার মধুময় আনন্দময় দৃষ্টিত সব অশুভ দূরে পলায়ন করে না কি?

আহা! সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া চক্ষু বুঝিয়া অকার্য্য করিবে, আর মনে ভাবিবে আমি ত দেখিতেছি না—কেহ আমার অকার্য্য দেখিতেছে। ছি ছি তুমি চক্ষু বুঝিয়া থাকিলেও সে ত দেখিতেছে—সব সাজিয়া, সব হইয়া সহস্র চক্ষে তোমায় দেখিতেছে। এইটি স্মরণ রাখ—কোন প্রকার অকার্য্য করিতে পারিবেনা। ইচ্ছা করিয়া ত অকার্য্য করিতে পারিবেই না—আর যদি পূর্ব্ব দুষ্কৃতি বশে তোমার মধ্যে অসম্বন্ধ-প্রলাপ উঠে, লয় বিক্ষেপ উঠে তাহা হইলেও 'সে দেখিতেছে' স্মরণ করিলে ঐ সমস্ত সহজ ভাবে সহ্য করিতে পারিবে। মনে করিবে-সে তোমার প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া দিতেছে, সে তোমায় শোক তাপ দিয়া তোমার প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া তোমাকে নির্ম্মল করিয়া দিতেছে, তোমায় হৃদয়ে ধারণ করিবে বলিয়া। বল ইহাতে কি তোমার কোন দুঃখ থাকে? হউক না যাহা হইতে হয়; সে যখন দেখিতেছে তখন সবই আমার শুভ। সে যে বড় ভাল, সে যে কাহারও অশুভ করেনা, সে যে দয়ার সাগর, সে যে গুণনিধি, সে যে কাহাকেও অগ্রাহ্য করিতে পারেনা, অগ্রাহ্য করা, ঘৃণা করা, ত্যাগ করা—এ যে তাহার স্বভাবে নাই। সে যে শুধু প্রেমময়, শুধু আনন্দময়, শুধু জ্ঞানময়। তোমার কাছে যাহা দণ্ড, তোমার কাছে যাহা সাজা—তার কাছে তাহা দণ্ডও নহে, সাজাও নহে। জ্ঞানের কাছে দুঃখ কোথায়, শোক কোথায়, মৃত্যু কোথায়, জ্বালা যন্ত্রণা কোথায়? যেখানে আনন্দ, সেখানে দুঃখ ত নাই। তুমি যেটাকে দুঃখ দেখ, যাহাকে জ্বালা যন্ত্রণা বলিয়া অনুভব কর, সেটা তোমার অজ্ঞানের ফল, সেটা তোমার সম্যক্ দর্শনের অভাবে হয়, সেটা তোমার বুঝিবার দোষে হয়, সেটা তোমার স্মরণের অভাবে হয়।

তাই বলি তারে স্মরণ রাখ। তার স্বভাবটি শাস্ত্রমুখে সাধুমুখে শুনিয়া তারে সর্ব্বদা স্মরণে রাখ। তোমার এমন সখা আর নাই, এমন সুহৃৎ আর নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও তার মত ক্ষমাসার আর নাই। সে বড় ভালবাসে। তার ভালবাসা হইতেছে সকলকে ফুটাইয়া তুলা। সবাই আনন্দে ফুটিয়া উঠুক এই তার দেখিতে ভাললাগে। এইই—সে চায়। বল এমন ভালবাসিতে আর কে জানে? এমন ভালবাসিতে আর কে পারে? সে কিছুই নিজের জন্য রাখেনা; সে কিছুই নিজে ভোগ করিতে চায়না। সে শুধু দেখিতে চায়, সুন্দর হইয়া ফুটিয়া

উঠুক। যে সুন্দর সে সকলকে সুন্দর দেখিতেই চায়; সকলকে সুন্দর করিয়া দিতেই চায়। তুমি সর্ব্বদা তারে স্মরণ রাখ—সে সর্ব্বদা তোমার দিকে চাহিয়া আছে—স্মরণ রাখ, তোমার সব অশুভ কাটিয়া যাইবে; তুমি তার মত সুন্দর হইয়া যাইবে। সে ত সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছে, সর্ব্বদা সব সাজিয়া তোমার বাহিরে ও আছে। এমন ভিতরে বাহিরে তোমার সঙ্গে থাকিতে আর কেহ নাই। সাধন-ভজনে নেত্রান্তসংজ্ঞা করিতে করিতে তারে ভিতরে স্মরণ কর, লোক ব্যবহারেও ভিতরে নেত্রান্তসংজ্ঞা করিতে করিতে বাহিরে ও সকলের মধ্যে তারে স্মরণ কর—করিয়া দেখ, তোমার বড় ভাল হইবে।

আর এক কথা বলিয়া উপসংহার করি।

চিত্ত! তুমি জিজ্ঞাসা কর তার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? কে জানি গানে লিখিয়াছেন "ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে, তত্ত্ব তার না পাই বেদ-পুরাণে"। গানে ভাল কথাও আছে বটে কিন্তু তত্ত্ব তার না পাই বেদ-পুরাণে—এ কথাটি বড় ভুল। বেদ-পুরাণেই তার তত্ত্ব পাওয়া যায়। বেদ পুরাণ মানিয়া চলিলে যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন বেদ-পুরাণেই যে তার তত্ত্ব আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ষড়দর্শনের দোষ নাই; "ছজনায় মিলে পথ দেখাই বলে" এ ছজনের ও অপরাধ নাই অপরাধ আজ্ঞালঙ্ঘনের।

এখন দেখ দেখি তার সঙ্গে সম্বন্ধটা কি? তুমি বল আমি দাস, আর তিনি প্রভু। কিন্তু দাস হইয়া তুমি প্রভুর নাম ধরিয়া ডাক কিরূপে? জগতে কোন্ দাস মনিবের নাম ধরিয়া ডাকিতে পারে? তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ কিরূপে? দাস হইলে নাম ধরিয়া ডাকা ত হয়না। তুমি বল আমি দীন হীন প্রজা, আর তুমি রাজার রাজা। প্রজা কি রাজার নাম ধরিয়া ডাকিতে পারে?

তুমি বল আমি সন্তান। কিন্তু যখন দুর্গা দুর্গা কর, তখন মনে একবার ভাব ছেলে ত মায়ের নাম ধরিয়া ডাকিতে পারেনা।

বল এ কেমন মা—এ কেমন প্রভু এ কেমন রাজা—যার নাম ধরিয়া না ডাকিলে ডাকাই হয়না।

গানটিতে বলা হইয়াছে "তুমি আপনার হতে আপনার"। অতি সত্য কথা। সে আপনার হতেও আপনার। সে মাও বটে, রাজাও বটে, সখাও বটে, গুরুও বটে, স্বামীও বটে, পুত্রও বটে—সবই সে; অথবা আপনার সঙ্গে আপনার যেমন কোন সম্বন্ধ নাই তেমনি তার সঙ্গে। ঘটাকাশের সঙ্গে মহাকাশের সম্বন্ধ, যাহার অংশ হয়না সেই পূর্ণের সঙ্গে অংশের যে সম্বন্ধ, তার সঙ্গেও সেই

সম্বন্ধ। এই পর্য্যন্ত থাকিল। ইহার মধ্যে বুঝিবার জানিবার অনেক কথা আছে। তাই সাধক বলেন—

সীয়া রাম ময় সব জগ জানি।
করৌ পবণাম জোড়ি যুগ-পাণি ॥

আব কি লিখিব? সব তুমি, স্মবণে প্রণাম কবি। আব প্রত্যক্ষ কবি স্মরণের প্রতাপ কত। যখন লোকের সমালোচনা প্রাণকে আকুল করে, তখন তোমার স্মবণে কি হয়? যাহা হয়, তাহা যেন বলা যায়না। তুমি হাসিতে হাসিতে যেন বল একমাত্র "আমিই" আছি আব সব মিথ্যা ইহা ভুলিয়া যাও কেন? আমিই মিথ্যা গোল তুলিয়া একটি রঙ্গ কবিলাম মাত্র। কিন্তু দেখ আমিই আমি আছি মায়িক আমি নাই। শোকের সময় অশোচ্যানন্বশোচস্তং বলিয়া হাসে। তাই বলি সৎসঙ্গ কর, সৎশাস্ত্র দেখ, নিত্য কর্ম্ম কব আব সবই তুমি, স্মরণ জন্য মনে রাখ। স্মবণ রাখিয়া 'রাম রাম' কর—'দুর্গা দুর্গা' কর সব হইবে।

ঋষিগণের জ্ঞান-প্রচার ও আ'জকা'লকার কলি-কৌতুক।

ভাবতের প্রাচীন ঋষি মানবজাতিকে যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়াই জাতি গড়িতে হইবে। কাবণ যাহা তাঁহাবা দিয়াছেন তাহা সনাতন, তাহা পূর্ণ সত্য। মিথ্যা কোন কিছু দিয়া মানুষকে জাগাইতে চেষ্টা করা সাময়িক মাত্র। সাময়িক জাগবণ সমাজ অনেকবাব দেখিল, কিন্তু এ জাগবণ টিকিল কৈ? অল্প অল্প দিনেব ধর্ম্ম, অল্প অল্প দিনেব নূতন সমাজ অল্প দিনেই কত অপবিত্র হইয়া উঠিল। অপবিত্রতাব দুর্গন্ধে বুঝা গেল, জিনিষটা কিছু দিন মানুষকে হকচকিয়া দিয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। আর সে প্রতাপ নাই আর সে মাধুর্য্য নাই। কেন নাই যদি জিজ্ঞাসা কবা যায়, উত্তরে পাই যাহা দিতে গিয়াছিলে তাহা সনাতন নহে; তাহা পূর্ণ সত্য লক্ষ্য কবিয়া দেওয়া হয় নাই; আংশিক সত্য ধরিয়া উপস্থিত সময়ের জন্য করা হইয়াছিল। সে প্রয়োজন আর নাই কাজেই নূতন ধর্ম্মের ও প্রয়োজন নাই।

ঋষিগণ কি দিয়া গিয়াছেন? তাহা সনাতন কিরূপে? তাহা পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিরূপে?

ইহাই বলিতে যাইতেছি। ঋষিগণ মানবজাতিকে দিয়াছেন-জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন জগতের অজ্ঞান আব কিছুতেই দূর হইতে পাবেনা। আব যতদিন অজ্ঞান আছে, ততদিন শোক—মোহ আছে, মাবামারি কাটাকাটি আছে, ততদিন 'আমি বড় ও ছোট' আছে, কাজেই সকল অশান্তিই আছে, সকল দৈন্যই আছে।

জ্ঞান ভিন্ন দুঃখ দূব হয় না। অন্য উপায়ে দুঃখ দূব করা ক্ষণিক। ইহাতে দুঃখ চাপা থাকে, সুবিধা পাইলেই আবাব ফুটিয়া উঠে।

দুঃখ না থাকাই আনন্দ। কাজেই জ্ঞানই আনন্দ।

এই জ্ঞানে মানুষ নিত্য-তৃপ্ত হয়, এই জ্ঞানে সকলের মধ্যে নিত্যতৃপ্তকে দেখে—কাজেই সর্ব্বত্র তারে দেখিয়া হিংসা দ্বেষেব কোন কিছুই থাকে না, অভাবেরও কোন কিছুই থাকেনা।

যখন কোন অভাব নাই, তখনই পূর্ণ শান্তি, তখনই সব মধুময়।

এই জ্ঞানে জানাইয়া দেয়-তুমি ক্ষুদ্র নও তুমি বৃহৎ, তুমি ব্রহ্ম। এই জ্ঞানে জানাইয়া দেয়-তুমি দু'দিনের জন্য নও তুমি চিবদিনেব, তুমি সৎ। এই জ্ঞানে জানাইয়া দেয়—যাহা চিবদিন থাকেনা তাহা তোমাব আমাব সুখেব বস্তু নহে, তাহা আকাঙ্ক্ষার বস্তু নহে। যাহা চিবদিন থাকেনা, তাহাব জন্য যদি ব্যগ্র হও বহু ক্লেশ পাইবে বহু দুঃখ পাইবে। যাহা চিবদিন থাকেনা তাহা ভূমা নহে তাহা সীমাশূন্য নহে তাহা অল্প। অল্পে সুখ নাই। অল্পকে ভালবাসা, এ ভালবাসা তো কাম, এটা প্রেম নহে। প্রেম ভিন্ন নিত্যস্থায়ী সুখ আব কেহই দিতে পাবে না।

ঋষিগণ যে জ্ঞান প্রচাব কবিয়া গিয়াছেন, তাহা জানাইয়া দিতেছে—তুমিই জ্ঞান স্বরূপ। তুমি চিৎ। তুমি চেতন। তুমি আত্মা। এই জ্ঞান জানাইয়া দেয়-চৈতন্য অখণ্ড, চৈতন্যেব সঙ্গে জড়ের কোন সম্বন্ধ নাই। চৈতন্য কোন কালে মরেন না, কাজেই কোন জড়ের মৃত্যুতে চৈতন্যেব কোন শোক হইতে পারে না। শোক-দুঃখ জড়-সঙ্গেই চৈতন্যে যেন আসিয়া পড়ে, কিন্তু চৈতন্য অসঙ্গ বলিয়া জড়েব অভাব বা তিরোধান, সেই নিত্য তৃপ্ত পরিপূর্ণ চৈতন্যকে ব্যাকুল কবিতে পারে না। জড়ের অভাবে যে দুঃখ বা শোক সেটা চৈতন্যের নহে, সেটা অহং রূপ অজ্ঞানের। যেখানে অজ্ঞান, সেখানে শোক দুঃখ দৈন্য

হাহাকার থাকিবেই। ঋষিগণ প্রচার করিয়াছেন—জ্ঞান লাভ কর, শোক, দুঃখ, দৈন্য, হাহাকারেব হাত হইতে পবিত্রাণ লাভ করিবে।

তাঁহাবা আরও বলেন জ্ঞানই আনন্দ। তুমি জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তুমি আনন্দ-স্বরূপ। বুঝিয়া দেখ চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ এই উভয়ই সেই আপনি আপনি থাকা।

তুমি সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ—ইহাই ঋষিগণ প্রচাব কবিয়াছেন। ইহা অনুভব কবিতে হইবে, ইহা অন্যকে অনুভব কবাইতে হইবে।

তুমি বলিবে এই জ্ঞান কয় জনে অনুভব কবিতে পারে? সাধাবণ মানুষ ত এই জ্ঞান ধবিতেই পাবে না, বুঝিতেই পাবে না।

না—তা পাবেনা সত্য। এই জ্ঞান লাভ কবিবাব জন্য সাধনা চাই।

যে যে উপায়ে জ্ঞান লাভ কবা যায় সেই সেই উপায় অতিমূর্খ লোকও ধরিতে পাবে, ধবিয়া সাধিতেও পাবে।

যাঁহাবা বড় সাধক, তাহাদেব জন্য বড় সাধনা—যাঁহাবা ক্ষুদ্র তাঁহাদের জন্য ও এই জ্ঞান লাভেব সাধনা আছে।

আর্য্য শাস্ত্রেব এক মাত্র লক্ষ্য এই জ্ঞান-অর্জ্জন। সাংখ্যজ্ঞানে ইহা আপনি আপনি লাভ কবা যায়। যাঁহাবা জ্ঞানবিচাব কবিতে পারেন না, তাঁহাদেব জন্য সহজ উপায়ও আছে।

যে ধর্ম্ম এই লক্ষ্য ধবিতে পাবে না, তাহা ক্ষণকাল উজ্জ্বল থাকিলেও দুই দিনে অপবিত্র হইয়া যায়। মানব-জাতিব ইতিহাসে আমবা ইহা দেখিতেছি।

সর্ব্বসাধাবণে ইহার প্রচার কিরূপে হইবে, তাহাই এখন আলোচ্য।

যাঁহাবা জ্ঞানবিচাবে অসমর্থ, তাঁহাবা কর্ম্ম কবিয়া এই জ্ঞান লাভ করিবেন। জ্ঞানলাভ জন্য যে কর্ম্ম, তাহাব মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম, যোগ, যুক্ততম অবস্থা যে ভজন—এই সমস্তই বহিয়া গেল। সেই জন্য গীতা বলিতেছেন, জ্ঞান-যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্ম-যোগেন যোগিনাম্” ইত্যাদি।

এই আরুরুক্ষু অবস্থা, যোগেব অবস্থা, যুক্ততমেব অবস্থা লাভ করিয়া পরে জ্ঞান লাভ করা—ইহাও ত সাধাবণেব জন্য হইতে পারে না।

না—তাহাও হয় না, সত্য। এজন্য তাঁহাবা জপ দিয়াছেন। এই জপ দ্বারা ইষ্ট-দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাঁহার নিকট বর পাওয়া যায়। তখন ইষ্টদেবের সাহায্যে জ্ঞান লাভ হয়।

ঋষিগণের মধ্যেও জপ দ্বারা জ্ঞানলাভের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আশ্বলায়ন

ঋষি সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিয়া দেবীর প্রসাদে জ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন। ঋভু ঋষি অন্নপূর্ণা মন্ত্র জপ করিয়া দেবীর দর্শন পাইলে তাঁহার বরে জ্ঞান লাভ করেন। ইহার দৃষ্টান্ত আর্য্যশাস্ত্র মধ্যে বহু বহু দেখা যায়।

মন্ত্রজপটি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত। ইহাও কিন্তু সকলে পারে না। ঋষিগণ আরও সহজ কি কিছু প্রচার করিয়াছেন?

হাঁ—আরও সহজ উপায় তাঁহারা দেখাইয়া দিয়াছেন।

ঋষিগণ বলিতেছেন যদি তুমি কোন প্রকার সাধনা লইয়া কার্য্য করিতে অসমর্থ হও তথাপি তুমি জ্ঞান লাভ করিতে পার।

এই সহজ উপায় হইতেছে সেবা। পিতা মাতার সেবা দ্বারা পুত্রের জ্ঞান লাভ হয়, স্বামি-সেবা দ্বারা স্ত্রীর জ্ঞান লাভ হয়, গুরুসেবায় শিষ্যের, ইহার দৃষ্টান্ত পুরাণেও পাওয়া যায়।

দ্বারকাবাসী শিবশর্ম্মার কনিষ্ঠ পুত্র সোমশর্ম্মা পিতৃসেবা করিয়াই প্রহ্লাদ হন। তপোদেবের পুত্র কৃতবোধ পিতার আজ্ঞা অমান্য করিয়া তপস্যা করিতে বাহির হন--তিনি কিন্তু জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি পিতৃ-সেবক ব্রাহ্মণ-পুত্রের সর্ব্বজ্ঞতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়েন। কৃতবোধ বহু দিন ধরিয়া দেহকে ক্লিষ্ট করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, ব্রাহ্মণ-পুত্র অতি অল্প বয়সে পিতৃসেবা করিয়া সেই জ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন। আবার অতি হীন জাতীয় এক ব্যাধ পিতৃমাতৃ-সেবার ফলে সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। বৃহৎ ধর্ম্ম পুরাণে এই বিবরণ পাওয়া যায়।

সকল মানুষই পিতৃ মাতৃ সেবা করিতে পারেন, সকল স্ত্রীলোকই পতি-সেবা করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারেন--স্ত্রীশূদ্র পর্য্যন্ত ইহার অধিকারী, সকল শিষ্যই গুরু সেবা করিয়া, গুরুকে অকপটে বিশ্বাস করিয়া সফল-মনোরথ হইতে পারেন—এই শিক্ষাও ঋষিগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, সময়ের সঙ্গে চলিতে হইবে। এখন সময়টা কি পড়িয়াছে, তাহা দেখা ত চাই। অবস্থা মত ব্যবস্থা করা চাই। শুধু সনাতন ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম, বেদ বেদ, ঋষি ঋষি, করিলে কি হইবে?

আমরা ইহার প্রতিবাদ করিব না। আমরা মহাপ্রভু তুলসী দাস গোস্বামীর "কলি কৌতুক" দেখাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"কলিং সত্ত্বহরং পুংসাম্" ভাগবত ইহা বলিয়াছেন।

কলিকাল মানুষের সত্ত্বগুণ—দেবভাব হরণ করে, তা—সে মানুষ ইয়ুরোপ বা

আমেরিকাতেই জন্মগ্রহণ করুক বা ভারতে বা চীনে বা জাপানেই জন্মাক— কলিযুগ টা পৃথিবীকেই আক্রমণ করিয়াছে। তুলসীদাস বলিতেছেন—"সো কলিকাল কঠিন উরগারী" হে গরুড় কলিকাল বড় কঠিন—এখন "পাপ-পরায়ণ সব নরনারী"

কলিমল গ্রসেউ ধর্ম্ম সব, গুপ্ত ভয়ে সদ্‌গ্রন্থ।

দম্ভিন নিজমত কল্পি কর, প্রগট কীন্‌হ বহুপন্থ॥

কলি-পাপ সমস্ত ধর্ম্ম গ্রাস করিয়াছে, সদ্‌গ্রন্থ প্রচার রহিত হইয়াছে। পাষণ্ডগণ আপন আপন মনের কল্পনা মত বহু ধর্ম্ম পথ বাহির করিতেছে। তাই গোস্বামী প্রভু "কহৌ কচ্ছুক কলিধর্ম্ম" কলির ধর্ম্ম কিছু বলিতেছেন।

বর্ণ, আশ্রম আচার ব্যবহার সম্বন্ধে—

বর্ণ ধর্ম্ম নহি আশ্রম চারী,

শ্রুতিবিরোধ-রত সব নরনারী

দ্বিজ শ্রুতি বঞ্চকভূপ প্রজাসন কোই নহিঁ মান্‌ নিগম-অনুশাসন।

মারগ সো জাকহঁ জোই ভাবা—

পণ্ডিত সোই জো গালবাজাবা।

মিথ্যারম্ভ দম্ভরত জোই

তাকহঁ সন্ত কহৈঁ সবকোই॥

সোই সয়ান জো পরধনহারী

জো কর দম্ভ সো বড় আচারী।

জো কহ ঝুট মসখরী জানা

কলিযুগ সোই গুণবন্ত বখানা॥

কলিযুগে বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদের ধর্ম্ম নাই; চারি আশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস নাই। সব নরনারী বেদ-বিরোধী। ব্রাহ্মণ বেদবঞ্চক, রাজা প্রজা হইতে বঞ্চিত, বেদের আজ্ঞা, বেদের মর্য্যাদা কেহই মানেনা।

যার যা ভাল লাগে সেই পথে চলে। আর সেই পণ্ডিত যে খুব গাল বাজা বা গলাবাজি করে। যে মিথ্যাবলে, আর খুব বড়াই করে-কথা বাহির করে, সকলে তাকেই সাধু বলে।

যে পরধন হরণের ফিকির খুব করে সেই চতুর; যে দম্ভ করে, লোক-দেখান কর্ম্ম করে, সেই বড় আচারী বা আচারবান্। যে মিথ্যা বলে, আর ঠাট্টা বিদ্রূপ

মসখরা করে, কলিযুগে ঐ লোককেই সবাই গুণবন্ত বলে। জ্ঞানী, বৈরাগী, তপস্বী, সিদ্ধ, যোগী, মানী বক্তা সম্বন্ধে

নিরাচাব জো শ্রুতি-পথত্যাগী
কলিযুগ সোই জ্ঞানী বৈবাগী।
জাকে নখ অরু জটা বিশালা
সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা।
অশুভ বেশ ভূষণ ধরৈ
ভক্ষ্যাভক্ষ্য জো খাহিঁ।
তে যোগীতে সিদ্ধজন
পূজিত কলিযুগ মাহিঁ॥
জো অপকারী চাব
তিন্‌হ কব গৌবব মান্যতা।
মন ক্রম বচন লবাব
তে বক্তা কলিকাল মহঁ॥

আচার মানেনা, বেদমার্গত্যাগী যাবা, তাবাই কলিযুগে জ্ঞানী আর বৈবাগী। আর যাব নখ আব জটা খুব বিশাল, সেই কলিযুগে প্রসিদ্ধ তাপস।

যে কুৎসিত বেশ কবে, আব ভয়ঙ্কর ভূষণ লটকায, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচাব করে না, এইরূপ ভ্রষ্ট জনই কলিযুগে যোগী আব সিদ্ধ, ইহাবাই সর্ব্বত্র পূজা পায়।

পরকে ঠকাইবাব কৌশল-যাব আছে, উগরই এই কলিযুগে খুব গৌরব ও মান্য আর যে মনে, বাক্যে ও কর্ম্মে খুব লাম্পট্য কবে ঐ রূপ মানুষকেই কলিযুগে বক্তা সকলে বলে।

স্ত্রীধন পুরুষবা সধব' বিধবা এবং গুরুশিষ্য সম্বন্ধে—

নারী বিবশ নর সকল গুসাঁই
না চহিঁ নট মর্কট কি নাই।
গুণ মন্দির সুন্দব পতিত্যাগী
ভজহিঁ নাবী পব-পুরুষ অভাগী।
সৌভাগিনী বিভূষণহীনা
বিধবনকে শৃঙ্গার নবীনা।
গুরু শিষ্য অন্ধ বধির লেখা
এক ন শুনে এক নহি দেখা॥

হরে শিষ্যধন শোক ন হরই
সো গুরু ঘোর নরকসহঁ পরই।
মাতুপিতা বালকন্‌হ বোলা বহিঁ
উদর ভরে সোই কর্ম্ম শিখাবহিঁ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান বিনু নারী নর,
কহহিঁ ন দুসরি বাত।
কৌড়ী লাগি লোভবশ
করহিঁ বিপ্রগুরুঘাত ॥

হে গোসাঁই! সব মানুষ স্ত্রীর বশ হইয়া বেদিয়ার হাতে বাঁদরের মত নাচিতেছে। আর অভাগা স্ত্রীলোক গুণমন্দির সুন্দর পতি ত্যাগ করিয়া পর-পুরুষ ভজিতেছে।

সোহাগিনী স্ত্রীর গহনা নাই, কিন্তু বিধবার রোজ নূতন শিঙ্গার। গুরু অন্ধ আর শিষ্য বধির। একজন শুনিতে পায়না, একজন দেখেনা।

যে গুরু শিষ্যের ধন হরণ করে কিন্তু শোক হরণ করিতে পারেনা, সে গুরু ঘোর নরকে পড়ে। আর পিতা মাতা বালককে শুধু ডাকিয়া বলে—যাতে পেটভরে তাহাই শিখায়। নারীনর ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া অন্য কথা কয়না। কিন্তু লোভের বশীভূত হইয়া এক কাণাকড়ির জন্য গুরু ব্রাহ্মণ বধ করে। শূদ্র ও অদ্বয়জ্ঞানী সম্বন্ধে।

শূদ্র দ্বিজহিঁ উপদেশহিঁ জ্ঞানা
মেলি জনেউ লেহিঁ কুদানা।
সব নর কাম লোভ রত ক্রোধী
দেব বিপ্র গুরু সন্ত বিরোধী ॥

বাঁদে শূদ্র দ্বিজনসে
হম তুমতে কছু ঘাটি।
জানে ব্রহ্ম সো বিপ্রবর
আঁখি দিখাবহিঁ ডাটি ॥

পরত্রিয় লম্পট কপট সয়ানে
মোহ দ্রোহ মমতালপটানে।

তেই অভেদবাদী জ্ঞানিবর
দেখা মৈঁ চবিত্র কলিযুগ কষ ॥
আপু গয়ে অরু আনহি ঘালহি
জোকোই শ্রুতি মাব্‌গ প্রতিপালহিঁ।
কল্প কল্প ভব যক যকনর্কা
পবহিঁ জে দুষহিঁ শ্রুতি কবি তর্কা ॥
জে বর্ণাধম তেলি কুম্‌হাবা
শ্বপচ কিবাত কোল কল্পবাবা।
নাবি মুই গৃহ সম্পতি নাসী
মুঁড় মুঁড়ায় ভয়ে সন্ন্যাসী ॥
তে বিপ্রন সন পাঁব পূজাবহিঁ
উভয় লোক নিজ হাত নশাবহিঁ।
বিপ্র নিবক্ষর লোলুপ কামী
নিরাচাব শঠ বৃষলী-স্বামী।
শূদ্র কবহি জপতপ ব্রত দানা
বৈঠি ববাসন বহুহিঁ পুবাণা।
সব নর কল্পিত কবহি অচাবা
জাহ নববনী অনীতি অপাবা ॥
ভয়ে বর্ণসঙ্কব কলিহিঁ
ভিন্ন সেতু সব লোগ
করহি পাপ দুখপাবহিঁ
ভয়রুজ শোক বিয়োগ ॥
শ্রুতি সম্মত হবিভক্তিপথ
সংযুত বিবতি বিবেক।
তে ন চলহিঁ নব মোহবশ
কল্পহি পন্থ অনেক ॥
বহু দাম সঁবাবহিঁ ধাম যতী
বিষয়া হবি লীন বহি বিবতী।
তপস্বী ধনবস্ত দবিদ্রগৃহী
কলি-কৌতুক তাত ন জাত কহি।

কুলবতি নিকারহি নারি সতী
গৃহ আনহি চেরী নিবেবিগতি।
সুত মানহিঁ মাতু পিতা তবলোঁ।
অবলানন দেখি নাহিঁ জবলোঁ॥
সসুরারি পিয়ারী লগী জবতে
রিপুরূপ কুটুম্ব ভয়ে তবতে।
নৃপ পাপ পরায়ণ ধর্ম্মনহিঁ
কর দণ্ড বিদণ্ড প্রজা নিতহী।
ধনবন্ত কুলীন মলীন অপী
দ্বিজ চিহ্ন উঘাবতপী।
নহিঁমান পুরাণহিঁ বেদহি জো
হরি সেবক সন্তসহী কলিসো॥

*　　*　　*　　*

অবলা কচ-ভূষণ ভূরি ক্ষুধা
ধনহীন দুখী মমতা বহুধা।
সুখ চাহহিঁ মূঢ় ন ধর্ম্মরতা
মতি থোরি কঠোরি ন কোমলতা॥
নর পীড়িত রোগ ন ভোগ কহিঁ
অভিমান বিরোধ অকারণহী।

*　　*　　*　　*

কলি কাল বিহাল কিয়ে মনুজা
নহিঁ মানত কোউ অনুজা তনুজা।
নহিঁ তোষ বিচার ন শীতলতা
সব জাতি কুজাতি ভয়ে মঁগতা।
সব লোগ বিয়োগ বিশোক হয়ে
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অচার গয়ে॥
ইত্যাদি ইত্যাদি।

শূদ্র ব্রাহ্মণকে জ্ঞান উপদেশ করে এবং যজ্ঞোপবীত পরিয়া কু-দান গ্রহণ করে। সকল মানুষ কাম ক্রোধ লোভ রত হইয়া দেবদ্বিজ গুরু ও সাধু-ইহাদের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। শূদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাদ করে, আর বলে—কি বল মি ত্যু

আমি তোমা অপেক্ষা কম কিসে? আরে ভাই "ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" যে ব্রহ্মকে জানে সেই ব্রাহ্মণ—জাত পাঁত আবার কি? কর্ম্ম অনুসারে বর্ণ; জন্ম অনুসারে নয় এই সব বলিয়া শূদ্র "আঁখি দিখাবহিঁ ডাঁটি"—কর্কশ ঘূর্ণিত চোখ দেখায়।

মানুষ প্রায়ই পবস্ত্রী-লম্পট, ভয়ানক কপট আব শিয়ানা। ইহারা মোহান্ধ, লোকের সঙ্গে শত্রুতা কবে, আব 'আমাব আমাব' রূপ-মমতাতে জড়িত। এই সব মানুষ আবাব অভেদবাদী—অদ্বৈত-বেত্তা জ্ঞানী বলায়। ইহা আমি কলিযুগের অলৌকিক চবিত্র দেখিতেছি। আব ইহাও দেখি আপনি ত নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু পরকেও নষ্ট কবিবাব উদ্যোগ কবিতেছে। যে কেহ বেদমর্য্যাদা পালন করে তাব জপ তপ কিছুই নয় বলে। এই বকম দুষ্ট এক এক কল্প ধবিয়া নবকে পড়িয়া থাকিবে কাবণ ইহাবা কুতর্ক কবিয়া বেদেব দোষ দেখায়।

বর্ণাধম তেলি, কুমাব, চণ্ডাল, ব্যাধ, কোল, কলবাব- -ইহাদের গৃহ যখন বহু স্ত্রীলোকে ভবিয়া উঠে আব ইহাবা ঘবে খাইবার সংস্থান দেখেনা তখন ইহারা "মুঁড় মুঁড়ায় ভয়ে সন্ন্যাসী" মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হয়। এই সব নীচ, ব্রাহ্মণ দ্বারা পা পূজা কবায় আব ইহকাল পবকাল আপনাব হাতে নষ্ট কবে। আবাব ব্রাহ্মণও ত নিবক্ষর লোভী কামী আচাববহিত শঠ মুর্খ বৃষলী-স্বামী অর্থাৎ দাসীর স্বামী বনিয়া বসিয়াছে।

শূদ্র জপ তপ ব্রত দান কবে, আব উচ্চ-আসনে বসিয়া পুবাণ ব্যাখ্যা কবে। সব মানুষ আপনাব কল্পনা মত আচবণ কবে। এই সব অপাব অনীতি আর বর্ণন করা যায় না।

কলিযুগে প্রচুব বর্ণসঙ্কব হইয়া গিয়াছে, সব লোক মর্য্যাদা-রহিত হইয়াছে, পাপ করিতেছে আব সেই জন্য দুঃখ ভয় রোগ শোক বিয়োগে জর্জ্জরিত হইতেছে, তবুও পাপ কবা ছাড়ে না।

বেদসম্মত যে ভক্তিমার্গ, তাহা বৈবাগ্যও জ্ঞান যুক্ত। সে পথে মানুষ চলেনা কিন্তু অজ্ঞানবশে অনেক নূতন পন্থা কল্পনা করিতেছে-এই জন্য বহুদুঃখও পাইতেছে।

যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসী-যাঁহাব ঘব আব ধন দুটিই থাকিতে নাই, তিনি দাম আর ধাম এই দুটিই রক্ষা করিতেছেন। বিষয় উঁহার বৈবাগ্য সম্পূর্ণ হরণ করিয়া লইয়াছে। তপস্বী যিনি তিনি হইতেছেন ধনী, আর গৃহী হইতেছেন দরিদ্র। হে তাত! কলিযুগেব কৌতুক আর কওয়া যায় না। কুলবতী সতী স্ত্রীকে ঘরের বাহির করিয়া দিতেছে, আব চেবী অর্থাৎ নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক আনিয়া

ঘরে বসাইতেছে। কুলেব পরম্পরাগত রীতিকে দূর করিতেছে। পুত্র পিতামাতাকে ততদিন মান্য কবে, যতদিন না তিনি অবলানন অর্থাৎ স্ত্রীব মুখ দেখেন। যে অবধি শাশুড়ী হইলেন পিয়াবী—প্রীতিব সামগ্রী, অর্থাৎ যখন হইতে শ্বশুব বাড়ীর রস লাগিল, সেই দিন হইতে পিতার পবিবাব বর্গ আত্মীয় কুটুম্ব চক্ষুঃশূল হইয়া গেল। ধনবান্ যিনি তিনিই কুলীন হইয়াছেন—কুলীন হইয়াছেন মলিন। ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেব চিহ্ন জপ পূজা ছাড়িয়া এক যজ্ঞোপবীত মাত্র বাখিয়াছেন, যজ্ঞোপবীত পবিয়া থাকাই ইঁহাদের ভাবী তপস্যা। যিনি বেদ আব পুবাণ না মানিলেন, তিনিই এই কলিযুগে হবিব সেবক ও সাধু সজ্জন।

স্ত্রীলোকেব কেশই ভূষণ। স্ত্রীলোকেব ক্ষুধা অতিশয়। লোকের ধন নাই বলিয়া বড়দুঃখী কিন্তু মমতাটুকু-'আমাব আমাব' কবাটুকুও প্রচুব পবিমাণে আছে মূঢ় লোক সব সুখ চায়, কিন্তু ধর্ম্মাচবণ কবেনা। হৃদয় একটুকু, তাও কঠোব, কোমলতা নাই। মানুষ বোগে পীড়িত-কোথাও ভোগ সুখ নাই। অভিমান আব বিবোধ সকলেব সঙ্গে অকাবণেই কবে। অল্প জীবন-পাঁচ দশ বৎসব, কিন্তু এমনি অহংকাব বাখা আছে যাতে বলা হয়-কল্পান্তেও নাশ নাই।

কলিকাল মানুষকে বিহ্বল কবিয়া রাখিয়াছে কেউ অনুজা তনুজা (কন্যা-ভগ্নী) বড় একটা মানেনা। সন্তোষ, বিচাব, শীতলতা কোথাও নাই; সব জাত কুজাত হইয়া গিয়াছে। * * * সব লোক শোকে বিয়োগে ভবিয়া গিয়াছে আর বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম এবং আচাবও গিয়াছে।

কলি-কৌতুক ত এই ভাবে চলিতেছে। আবাব কলি-দাসেব লোকবক্ষা-কৌতুক অতি চমৎকাব। তাহাব উল্লেখেব প্রয়োজন নাই, যদিও কলি এখন পর্য্যন্ত ভাবতবর্ষে চোব, কিন্তু অন্যদেশে কলি ডাকাত। এখানে লোককে জোব কবিয়া ব্যভিচাব প্রচার এখনও ততনাই, কিন্তু সে ব্যভিচাব যে যা কবে তাহা খোলাখুলি প্রচাব। ভাবতেও ডাকাতিটা শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া পড়িতেছে; তাই ডাকাতিব দুই চাবিটি কথা বলা ভাল।

অন্যদেশের কলি-মহোৎসব সেই দেশেব লোকেব মুখে শুনিলেই ভাল হয়। যাঁহারা কৌতুকে মগ্ন—কৌতুকে ডুবিয়া আছেন তাঁহারা কৌতুক সম্বন্ধে কিছুই দেখিতে পাননা, যেমন যাব মাথাব উপব দশ হাত জল, সে লোক যেমন তীরের বৃক্ষলতা পশু পক্ষী দেখেনা সেইরূপ। যাঁহারা কলিকে একটু ধরিয়াছেন, তাঁহারাই কলি-কৌতুক দেখাইতে পাবেন।

একজন সুন্দরী শিক্ষিতা যুবতী, এক ধর্ম্মপরায়ণ যুবকের প্রতি আসক্তা। ধর্ম্ম ইহার প্রতিকূল বলিয়া তিনি বলিতেছেন,—

ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই তোমার এই দশা * তুমি যদি ধার্ম্মিক না হইতে, তবে তুমি আর "পড়িতে" পাইতেনা। ধর্ম্ম লইয়া তুমি এতই বাড়াবাড়ি করিতেছ যে তুমি ধর্ম্মের গণ্ডীতে আপনাকে বড়ই সঙ্কুচিত করিয়া শিরদাঁড়া কাঁপাইতেছ—যেমন একটি বলশালী সুন্দর ভল্লুক শৃঙ্খলে বাঁধা হইয়া নাচিতেছে। হায় ভল্লুক।

ঐ মহিলাটি আবার বলিতেছেন—

তোমার জন্য আমি দুঃখিত, কারণ তুমি 'আধুনা' মানুষ, কারণ তোমার অসার ধর্ম্ম তোমার রক্ত ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছে, আর তোমাকে শিখাইয়াছে যাহা স্বভাবতঃ আপনা হইতে তোমার মনে জাগে, তাহাকেও শাস্ত্রের গণ্ডীতে আনিয়া বিচার করিতে হইবে; তোমার জন্য আমি দুঃখিত কারণ তোমার অন্ধ বধির কল্পনাই তোমার ঈশ্বর। ইহাকেই তুমি সর্ব্বদা তোমার সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা কর। ইহা তোমার সঙ্গে কোন কথা কয়না, ইহা তোমাকে গ্রাহ্য করেনা। অথচ তোমার মনের কল্পনাকে ইহার স্থানে বসাইয়া তুমি মনে ভাব-সে তোমায় বলিতেছে ইহা করা উচিত ইহা করা উচিত নহে; তুমি অন্য কিছু ভাল বাসিওনা—আর কাহাকেও ঘৃণাও করিওনা। সিংহ তাহার শিকারের পশুকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আহার করে, কিন্তু তোমার শাস্ত্র বলে তুমি তোমার শত্রুকেও খাইতে দিও।

এই পাখী এই ফুল; ইহাদের দিকে একবার চাও। ইহারা যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া জীবন ধারণ করে, কিন্তু ইহাদিগকে কেহ ত দুষ্ট বলে না। তারা যখন ইচ্ছা, যার তার সঙ্গ করে কিন্তু ঈশ্বরত তাহাদের জন্য চিরদিন নরকে পচিতে হইবে এ নিয়ম পেস করেনা। পশু পাখী বেশ সুখী, আর সকলেই ইহাদিগকে নির্দ্দোষ বলে।

কিন্তু আমি যদি একটি গোলাপের মত একটু হেলিয়া পড়ি; অথবা যে আমাকে আদর করে, তার হাতে একটি পাখীর মত উড়িয়া বসি; তাহা হইলে লোকে

* Your religion makes you miserable. You would be such a splendid man, if you were not a clergyman! You make so much of your religion that you cramp yourself in its fetters like a strong handsome bear dancing in chains! Poor bear.

আমাকে দুষ্টা বলে, আমাকে ব্যভিচারিণী বলে। আমার যেখানে ইচ্ছা যাইনা, সেখানে আমি সঙ্গ করিনা। কিন্তু মানুষের করা নিয়ম-এই নিয়মের গণ্ডীতে আমাকে বাঁধা থাকিতে হইবে—ঈশ্বর ত কোন কথা কয়না। কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছেন পাখী বা ফুল আমাদের মত মানুষের অপেক্ষা সুখী এবং পবিত্র।

তোমার ধর্ম্ম বা তোমার ধর্ম্মের কোন মানুষ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেনা প্রকৃতি যা চায় সেই মত চলাটা অন্যায়। প্রকৃতি যা চায়, সেই মত চলাই স্বভাবের নিয়ম। আর যদি ঈশ্বর প্রকৃতিকে সৃজন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাই ঈশ্বর শিক্ষা দিতেছেন। তোমার ধর্ম্মশাস্ত্র আর নীতির গণ্ডী ইহা ত মানুষের গড়া।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিতেছেন বল দেখি তোমাকে এই স্বভাববাদীর কথা কে শিখাইল? ঐ সভ্য যুবক-লম্পট, না?

শিক্ষিতামহিলা। উঁহাকে তুমি নিন্দা করিতে পারনা। উনি কবি। আকাশের মেঘ উঁহার সঙ্গে কথা কয় আকাশের নক্ষত্রকে উনি গান গাইতে শুনেন। তুমি যাহাকে পাপ বল, তাহা উঁহার কাছে উৎকৃষ্ট আমোদজনক বস্তু। তুমি যাহাকে ব্যভিচার বল, তাহা উঁহার কাছে অতি উপাদেয়। উনি আজ কালকার ছাঁচের সভ্য, আর অতি বাহারের মানুষ। উনি পুণ্যের জড়তাকে পাপের সজীবতায় ফিরাইয়া আনিতে পারেন। সাধারণ লোকে মধুর রসের সূক্ষ্ম রেখাপাত কি বুঝিবে? কীর ইন্দ্রিয়ারামের আরাম বুঝিতে হইলে শিক্ষা চাই, পয়সা খরচ করা চাই অতি চমৎকার জড়ভাবের আয়াসের সঙ্গে শিক্ষার অপূর্ব্ব নির্ম্মলতা চাই। উপরে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা ইংরেজী কলিকৌতুকের।

I pity you Mr.—because you are only half a man,—because your stupid religion has chilled your blood and taught you to measure out natural feelings by rule and line—because you always turn to the deaf blind. Fancy you call God, and ask It whether you may or may not be happy. It answers nothing! It does not care! Yet your own imagination, speaking for it, says 'no, you shall not do this or that,—you must not love,—you may not hate! The lion may tear his prey,—but you must give food to your enemy!

ঈশ্বর সম্বন্ধে ও ভালবাসা সম্বন্ধে বৈদেশিক কলিকৌতুকের কিছু দিয়া এই অংশ শেষ করিতেছি। বলিয়া রাখা ভাল যে আমাদের ভারতে এই সমস্ত ব্যভি-চার চালাইবার জন্য অনেকে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইয়ুরোপের ভাল লোকে

Look at the birds and flowers! No one calls them wicked for living their own lives in their own way. There is no law condemning them to eternal punishment for mating when and where they will, and as often as their nature inclined them. They are happy,—and every one calls them innocent. Yet if I bend like a rose, or fly like a bird to the hand that would caress me, I am called wicked and corrupt! I may not mate where I choose,—yet it is man's law that imposes this restraint on me,—God is silent about it all! only He plainly shows us that the birds and flowers are happier and purer than we. P 411.

Neither you nor any man of your calling will ever persuade me that it is not good to live one's life according to one's own temperament,—it is the lesson of nature,—and if God made nature, then it is the teaching of God. The Bible and all the codes of morality are merely man's work. P 418.

(You should not find fault with him).

"He is a Poet" she answered. To him the clouds speak and the stars sing! To him sin is wildly delightful, corruption in effably delicious! He is of the new 'cult'—and the most fashionable which transfers the dullness of virtue into the fervour of vice! Ah! the common herd—the people cannot understand these subtle shades of the fine emotion! It takes culture, wealth, and ultra refinement of training, combined with exquisite languages of idleness, to 'comprehend' the delicacies of 'smart sensuality. P. 437

যাহা বমন করিয়া ফেলিতেছে, আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশেও সেই বান্ত-দ্রব্য চালাইবার প্রয়াস হয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে কলি-কৌতুক।

Please, Sir, mother says she does not see how God can bear to live, watching all the poor folks die what he has made himself',

মহাশয় শুনুন—মা বলেন তিনি বুঝিতে পারেননা, ঈশ্বর বাঁচিতে ইচ্ছা করেন কিরূপে। যখন তাঁহারই চক্ষের উপরে তাঁহারই সৃষ্ট এই সব হতভাগ্য মানুষকে তিনি মরিতে দেখেন!

তুমি আমি একটি ক্ষুদ্র জীবকে ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিলে তাহার উদ্ধার না করিয়া থাকিতে পারিনা, আর তোমার ঈশ্বর! এত লোক এত যাতনা পায় তিনি আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন এই ঈশ্বরকে আবার কি মানিতে হয়?

এই রকমের কলি কৌতুকের কথা ইয়ুরোপে বড় বেশী চলিতেছে। কলির প্রধান অস্ত্র হইতেছে—সন্দেহ। যত শিক্ষিত নরনারী ততই সংশয়। ইয়ুরোপে বুঝি এই সামান্য সন্দেহ মীমাংসা করিবার লোক নাই? সেই ইয়ুরোপের সভ্যতা দিয়া আবার ভারতবর্ষের নরনারীকে গড়িতে হইবে!!!

ভালবাসা সম্বন্ধে কলি-কৌতুক।

এক যুবক বলিতেছেন—ভালবাসা—আমি বলি ভালবাসা—ইহা প্রভু যিশু কখন জানিতেন না—ইহাই তাঁর জীবনের অসম্পূর্ণতা। ভালবাসা—স্ত্রীলোককে ভালবাসা। এই ভালবাসা ছিলনা বলিয়া তিনি আমাদের দুঃখে সহানুভূতি করিতে পারেন নাই।

আমি সেই যুবতীকে আলিঙ্গন করিলাম—যদি স্বর্গ কোথাও থাকে, তবে এই স্বর্গই আমি চাই—ইহা যদি নরক হয় আমি শতবার নরকে পড়িতে রাজি।

আহা! সুন্দরী সুকোমল রক্তমাংসের পুতুলী—আহা! তাহাকে স্পর্শ করায় কত সুখ—দেখায় কত আনন্দ। আমি তার জন্য কত প্রার্থনা করিলাম; প্রার্থনা—প্রার্থনা—প্রার্থনা—হায় সেই অত্যাচারী—যাহাকে লোকে ঈশ্বর বলে সেই ঈশ্বর বধির, সেই ঈশ্বর অন্ধ, সেই ঈশ্বরের কোন সামর্থ্য নাই। ঈশ্বর কিছুই করিল না। সে দেখিল, আর হয়ত হাস্য করিল; আর আমার সেই যুবতী পাপপথে চলিল। তবু তুমি বলিবে ঈশ্বর বড় ভাল। তিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন। মিথ্যা কথা—কোন সৎ ঈশ্বর ইত্যাদি এই অংশের ইংরেজী এই—

Love, I say! Love! it is what the Lord chris never knew—it is what he missed—Love for a woman! and there He fails to be our brother in Sorow!

I held her in my arms—that's all the heaven I want—and I am willing to go to hell for it!

She is all soft flesh and blood, and lovely to touch and to look at—and I have prayed for her—prayed—prayed—prayed! and the tyrant you call God is deaf and blind and impotent! He has done nothing—He has looked or and laughed while she went on her donation!

And you say God is good! That He loves us! It is a lie! No good God would have left her alone—He would have saved her!

পাঁচ সাত ক্রোশ অনবরতঃ হাঁটিলে শরীর যেমন অবসন্ন হইয়া পড়ে, দেশীয় ও বৈদেশিক কলি-কৌতুকের কথা বলিতে গেলে চিত্ত ততোধিক অবসন্ন হইয়া পড়ে। ঋষিগণের ভারতেও এই কলিমহোৎসব প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া অতিদুঃখে এই সমস্ত কথা বলা হইল।

এখন আমরা মহাত্মা তুলসীদাসের কথায় এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

এই সমস্ত কলি-কৌতুক-প্রচার চলিলেও যাঁহারা কলির আক্রমণ হইতে বাঁচিতে চান, তাঁহারা মহাপ্রভু তুলসীদাসের কথামত চলুন, ইহাই প্রার্থনা।

কলি-অধর্ম্ম নাহি ব্যাপৈ তাহী
রঘুপতি চরণ প্রীতি অতি জাহী

নটকৃত কপট বিকট খগরায়া
নট-সেবক হি ন ব্যাপে মায়া॥

হরি-মায়া-কৃত দোসগুণ,
বিনু হরি ভজন না জাহিঁ।

ভজিয় রাম সব কামতজি
অস বিচারি মন মাহিঁ॥

কলির অধর্ম্ম সেই সব মানুষকে ঘিরিতে পারেনা, যাঁহাদের রঘুনাথ-চরণে অত্যন্ত প্রীতি থাকে। হে খগরাজ! যেমন নটকৃত মায়া, নটের

শিষ্যকে মোহিত করেনা, সেইরূপ কলিযুগের কপট চরিত্র হরি-দাসকে মুগ্ধ করিতে পারেনা।

শ্রীহরির মায়াকৃত দোষ বা গুণ হরিভজন বিনা যায়না এই জন্য সকল 'ঘসর মসর'—সকল কামনা ছাড়িয়া রাম-ভজন করাই অতি উত্তম।

"দেখে শিখ"

(অনুতপ্তের উক্তি)

অনেক অংশই সত্য ঘটনা।

"অপ্রকাশ চন্দ্র উপাধ্যায়" কোন এক "টি কোম্পানীর" একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। যাদব কুলের মুষলের মত তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অদৃষ্টক্রমে ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করিয়াও "ব্রাহ্মণত্বের" মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই। অবশ্য এশ্রেণীর লোক আজকাল অনেকেই। তিনি মন্দিরে মস্তক নত করিতেন না, মস্‌জিদে যাইতেন না, গির্জ্জায় কেহ কখনও তাঁহাকে দেখে নাই। হিন্দু মুসলমানের অখাদ্য খাইয়া তিনি বাহাদুরী দেখাইতেন। তাঁহার যৌবনের কথাই ছিল "রুচিমত আহার ও প্রবৃত্তি ও ভোগই যথার্থ সুখ"। এরূপ কথাও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বাহিরে তিনি দেখাইতেন তাঁহার যেন "ব্রহ্মজ্ঞান" হইয়াছে, লোকে বুঝিত "বিকৃতব্রহ্ম"। ঘোর কলিতে অনেক নাস্তিক আছে বটে, তার মত দ্বিতীয় ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁহার গলদেশে উপবীত দেখিয়া কোন ভদ্রলোক একদিন বলেন, মশায়! ধর্ম্ম কর্ম্ম মানেন না উপবীত গলায় বাঁধিয়াছেন ব্যাপার খানা কি। যেই বলা সেই উপবীত অস্থানে ত্যাগ করিলেন! মাতৃমৃতাশৌচে বাটীতে নামমাত্র হবিষ্যান্ন আহার করিয়া হোটেলে মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া দগ্ধোদর পূর্ণ করিয়াছিলেন। একথাও হাসিতে হাসিতে পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোটকথা "বাহিরের দেশের" যা কিছু অনাচার সবগুলিই তাতে ছিল। "বাপ্‌কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া, কুছ নেহি হ্যায় থোড়া থোড়া। পুত্রটীও হইল তাঁহার "হঠাৎ ব্রহ্ম"। "বাতাসে নড়ে ধর্ম্মের কল" প্রৌঢ়ে বিপত্নীক হইয়া ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বিলাসিনী এক ষোড়শীর পাণিগ্রহণ করিলেন, উপযুক্ত অসংযমী পুত্র ও প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী 'তরুণীভার্য্যা একগৃহে থাকায়, বৃদ্ধের মনে সন্দেহবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বৃক্ষে পরিণত হইল। বন্ধুবান্ধবের কাছে দুঃখের কথা প্রকাশ করিলেন, রহস্যপ্রিয় কোন বৃদ্ধ বন্ধু বলিলেন, ভায়া! তোমার ত ভোগের

কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না তবে চট কেন? যদি বল ধর্ম্মের হানি, সে মুখ ত তুমি কখনও হও না। পুত্রকে পরে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিলেন। স্বামীর কাছে স্ত্রী কিছু মাত্র সংযম শিক্ষা পাইল না, স্বামীব ব্যবহাবে কেবল বুঝিল, ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু নাই, যতদিন বাঁচ, প্রাণ ভোরে ফুর্ত্তি কর বাস্। তরুণীব তরুণ প্রাণে আকাঙ্ক্ষার তীব্র শিখা অবাধে জলিয়া উঠিল, বৃদ্ধ স্বামী প্রদত্ত হবিতে সে শিখার তৃপ্তি হইল না। মধুহীন পুষ্পে পদাঘাত কবিয়া ভ্রমরী যেমন পুষ্পান্তবে যায়, সেইরূপ সেই হতভাগিনী নারীকুল-কলঙ্কিনী ভোগসুখেব জন্য আপনাব দেহ, লম্পটেব পায়ে বিকাইয়া দিল। দারুণ মর্ম্ম-পীড়া বৃদ্ধেব ভাঙ্গা প্রাণে আঘাত কবিতে লাগিল, অনুতাপানলে পুড়িতে পুড়িতে তাঁহাব মনেব সাধ যখন নষ্ট হইল, তখন তিনি বলিতেন "সংযমেব দিকে না ফিবে ভোগ ভোগ কবিয়া চিবকাল ভোগেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছি, হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকিতে থাকিতে বার্দ্ধক্য এসে এমন শক্তিহীন করিবে, একদিনও ভাবি নাই। ধর্ম্মেব বাধন না থাকিলে মানব সংসাব এমন বিষ কুণ্ড হয়, আগে যদি তা বুঝিতাম, যাহাতে পুত্র সংযমী নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক হয়, তাহা করিতে যত্নবান্ হইতাম। বৃদ্ধেব তরুণী ভার্য্যাকে ভোগেব দিকে চাহিতে দিতাম না। কত বৃদ্ধ তরুণী ভার্য্যা লইয়া সুখে সংসাব কবিতেছে। সে দিন গোপাল ভায়ার তৃতীয় পক্ষেব স্ত্রীব মুখে যে কথা শুনিলাম, তাহা এ ভাবতেব দেবী রূপিণী আর্য্যনাবী ভিন্ন কেহ জানে না। তিনি বলিলেন--স্বামী বৃদ্ধ, জড়, মূর্খ, দবিদ্র, অন্ধ, দুশ্চবিত্র যাহাই হউন না কেন তিনিই আমাদেব স্ত্রী জাতির গতি ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস পরম সুহৃদ ইহকালে পবকালে হিন্দুনাবীর অন্য উপাস্য পতি বিনা নাই। বুঝিলাম, ধর্ম্মেব দিকে না চাহিলে এমন কর্ত্তব্য বুদ্ধি আসে না তাব পব শেষ শয্যায় যখন তিনি শায়িত, তখন অসংযমী দেহাত্মবুদ্ধি, দুবাচাব পুণ্যবর্জ্জিত সত্য-পবাঙ্মুখ পরদার-রত পবদ্রব্যাভিলাষী পশুবুদ্ধি মাতৃপিতৃদ্বেষী স্ত্রীদেব, কামকিঙ্কব মূঢ় ও নাস্তিক অধুনাতন যুবক বৃন্দকে বলিতেন—"রূপ যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেকতা এই গুলি পবে মনেব ভুলে গবলে দেহ ঢেল না, আহাব বিহাব প্রভৃতি পশু ধর্ম্মকে নিজ ধর্ম্ম মনে কবিও না। রূপ যৌবন থাকে না, বার্দ্ধক্যে বড় জালা হৃদয়ে জলে, আমি অরুন্তুদ যাতনা ভোগ কবিতেছি চিরকাল অবিশ্বাস ক'বে এখন ভগবান্ একজন আছেন, ভাবিলেও প্রাণ নরক যাতনা ভয়ে কেঁপে উঠে। জীবন ও নরক হইতে যাতনা দায়ক হইয়াছে। আমি ঠেকে শিখেছি তোমরা দেখে শিখ।

শ্রী কান্তি চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, ভাটপাড়া।

পূজ্যপাদ ৺ রাধাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৺ পিতামহ দেবের পরলোক-গমনে শোকোচ্ছ্বাস।

———০:০———

'আমি আমি করি, বুঝিতে না পারি
কে আমি আমাতে আছে কি রতন।"
বলিয়া যে গান, বেঁধেছিলে দাদা,—
সার্থক হোল গো,—আজি সে সাধন॥
মুখে হরি হরি উচ্চারণ করি—
রাখি বক্ষোপরে,—শ্রীমধুসূদন।
অঙ্গে হরিনাম করিয়া অঙ্কিত
পুলকে গোলকে করিলে গমন॥
কিন্তু আজি মোরা তোমার বিহনে—
শোকের সাগরে রয়েছি ডুবিয়া॥
এ জীবনে কভু দাদামহাশয়—
ভালবাসা তব যাবনা ভুলিয়া॥
কর যোড়ে মোরা, তোমার চরণে
মাগি এই বর,—দাদা মহাশয়,—
যোগ্য বংশধর বলিয়া তোমার
পারি যেন মোরা দিতে পরিচয়॥

ইতি—

১১ই কার্ত্তিক সন ১৩২৮ সাল
সোণামুখী মনোহরতলা।

আপনার পৌত্র
বিমল, অমল, কুমারীশ, অবনীশ।

শ্রীশ্রীহরি।

অন্তরঙ্গ-সুহৃদ—গুরু-ভ্রাতা ৺রাধা গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চির-বিদায় উপলক্ষে।

—•:•—

পাঁকালের মত ডুবিয়া পাঁকেতে
এক ফোঁটা পাঁক মাখিলে না গায়।
ভজিয়া শ্রীহরি—শ্রীহরি কহিলে,
ডঙ্কা মেরে গলে,—হ'রির কৃপায়।
যে রতন ভাই পাইবার তরে,
'প্রাণাপানে'—সদা করেছ সাধন।
হে গোবিন্দ আজি গোবিন্দ তোমায়—
মিলায়ে দে'ছেন,—সেই সে রতন॥
উরস উপরে রাখি নারায়ণে—
হরি হ'রি ব'লে ত্যজিলে জীবন।
হরির কৃপায় গিয়া হরি পুরে
পাইয়াছ সখা হ'রির চরণ॥
ধন্য ধন্য তব সাধনার বল,
সার্থক তোমার জনম ধরায়।
সার্থক তোমার করম-জীবন—
সাবাসি গোবিন্দ সাবাসি তোমায়!

ইতি—

১১ই কার্ত্তিক সন ১৩২৮ সাল।
সোণামুখী মনোহরতলা।

শ্রীরাখাল দাস মুখোপাধ্যায়।

অযোধ্যাকাণ্ডে দেবী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দেবর্ষি।

তাহি অবসর মুনি নারদ আয়ে। সুরহিত লাগি বিরঁচি পাঠায়ে॥
তেজ পুঁজ করতল শুভ বীণা। হরিগুণ গাবত লবলীনা॥ তুলসীদাস।

ব্যষ্টি জীব যে আপনার মনে সঙ্কল্প করে তাহা সমষ্টির জানা বিচিত্র কি? বৃক্ষ-সমষ্টি বনকে যদি অনুভবশক্তি-বিশিষ্ট ভাবনা করা যায়, তবে একটি বৃক্ষ যে নড়ে চড়ে, তাহা সমষ্টি বন না জানিবে কেন? এই ভাবে মর্ত্তলোকের কার্য্যের সংবাদ দেবলোকে না যাইবে কেন? ব্যষ্টি রাজা দশরথের অভিষেক-সঙ্কল্প জীব-সমষ্টি ব্রহ্মার জানা বিচিত্র কি?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রামায়ণের কর্ম্মক্ষেত্র স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয় লোক।

দেবর্ষি একদিন আপন মনে ব্রহ্মলোকে হরিগুণ গান করিতেছেন। সহসা ইচ্ছা জাগিল "দেখঁউ চরণ বহুত দিন নাহীঁ" আহা! কতদিন ত হইল, তোমার চরণ কমল দেখি নাই। ঠাকুর! তুমি সর্ব্বত্র বিরাজিত একথা সম্পূর্ণ সত্য। তথাপি তোমার সগুণরূপই আমার ভাল লাগে। নারদ অবধপুরীতে যাইবেন-সঙ্কল্প করিলেন, আর ব্রহ্মা বলিয়াদিলেন ঠাকুরকে স্মরণ করাইয়া দিও যেন দেবকার্য্যে ঠাকুর তৎপর হয়েন। কি জানি শ্রীভগবান্ যে রঙ্গময়।

অতর্কিত ভাবে দেবর্ষিকে কনকভবনে আসিতে দেখিয়া রাম সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নারদের কলেবর জ্যোতির্ম্ময়, হস্তে শুভ বীণা। লীলামগ্ন দেবর্ষি বীণার ঝঙ্কার তুলিয়া 'রণয়ন্ মহতীং বীণাং গায়ন্ নারায়ণং বিভুম্' নিরন্তর হরিগুণ গান করেন। রাম সীতার সহিত দেবর্ষিকে প্রণাম করিলেন, আর দেবর্ষি রামকে দণ্ডবৎ প্রণাম হইতে উঠাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা। শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশ শরচ্চন্দ্র ইবামল নারদঋষি নীলমণিকের সহিত জড়িত হইয়া কি যেন কি হইয়া যাইতেছেন। ভিতরে আর শিবঃ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রে যেন রাম, রামে ভরিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। আর শ্রীসীতা কি জানি কি ভাবিয়া রামালিঙ্গিত দেবর্ষির চরণ ধৌত করিয়া সেই চরণোদকে কনক ভবন সিক্ত করিলেন। জগপাবন হরি, ভক্তের মহিমা এইরূপেই বাড়াইয়া থাকেন।

নারদ সীতারামের রঙ্গ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন-কি বলিবেন খুঁজিয়া পান না। যখন দেখা না পাওয়া যায়, তখন কত কথাই জিজ্ঞাসা করিব-মনে ভাবা-

যায়, কিন্তু দেখা হইলে আরত কিছুই মনে থাকে না। থাকিবে কিরূপে? ভরিত হইয়া গেলে আর ত সঙ্কল্পের স্থান থাকে না। পূর্ণে ত সঙ্কল্প উঠে না।

"সাদর নিজ আসন বৈঠাবো। ঠাকুর বড় আদর করিয়া নিজ আসনে নারদকে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন মুনিশ্রেষ্ঠ! সংসারী পুরুষের পক্ষে আপনার দর্শন লাভ অতি দুর্ল্লভ। বিষয়াসক্ত চিত্ত আমাদের মত লোক যে আপনার দর্শন পায়, তাহা পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যের উদয়ে মাত্র। যাহারা বিষয়াসক্ত তাহারা আমার মতন দেহ অভিমানী। ইহাদেরও যখন সাধুসঙ্গ হয়, ইঁহারাও যখন সাধুকৃপা লাভ করেন, আহা! তখন ইহাদের বড়ই শুভভাগ্যের উদয় হয়। আর—

জ্যহি বিনুহেতু সন্তপ্রিয় লাগে।
তাঁকাই মুনি নাহিন ভব আগে॥

আর—কোন হেতু নাই অথচ সাধু যার প্রিয় লাগে, তার সম্মুখে মৃত্যুসংসার-ভয় আর থাকেনা। আপনার দর্শন লাভে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। বলুন আপনার কোন্ কার্য্য আমি করিব?

নারদ বিস্মিত হইয়াছেন, ভাবিতেছেন—শ্রীভগবান এ কি সাজিলেন? নারদ গদ্‌গদ-বাক্যে তখন বলিতে লাগিলেন।

"কিং মোহয়সি মাং রাম বাক্যৈর্লোকানুসারিভিঃ"

রঘুনাথ! প্রাকৃত লোকের মত কথা কহিয়া আমায় মোহে ডুবাইতেছ কেন? দেবর্ষির এই কথা কয়টির প্রয়োগ যদি আমরা ভিতরে বাহিরে করিতে পারি, তরঙ্গ যখন সমুদ্র ভিন্ন অন্য কিছু নয়, সবরূপ সব কথা যখন রাম ভিন্ন ফুটিতে পারেনা, তখন ভিতরে মনের অসম্বদ্ধ প্রলাপ শুনিয়া, বা বাহিরে স্তুতি নিন্দা শুনিয়া যদি রামের সঙ্গে কথা কহিয়া বলিতে পারি কিং মোহয়সি মাং রাম বাক্যৈর্লোকানু সারিভিঃ, তখন কি শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বদা লইয়া থাকিবার বিঘ্ন আর থাকে? নারদ আবার বলিতে লাগিলেন প্রভু! তোমার অপার মহিমা আমি কিন্তু তোমার দয়াতেই তোমাকে কিছু জানিয়াছি।

বচন কহো প্রাকৃতকী নাঁই।
যামে নহিঁ কছু খট্যহু গুসাঁই॥
প্রভু অহ তুমি হি সদা বনি আই।
নিজ লঘুতা জনকেরি বড়াই॥
সহজ স্বভাব প্রণত অনুরাগী।
নর তনু ধরাউ দাসহিত লাগি॥

"ঠাকুর! প্রাকৃত জনের মত তুমি যে কথা কও, গোঁসাই! তাতে ত তোমার প্রভুতা কিছুই কমে নাই। প্রভু! এই তোমার এক রীতি সর্ব্বদাই ঘটিতে দেখি যে তুমি আপনাকে লঘু কর আর তোমার দাসকে বাড়াও। তোমার সহজ স্বভাব এই যে তুমি প্রণত জনের উপরে বড়ই অনুরাগ রাখ। আর তোমার দাসের হিতের জন্য নরতনু ধারণ কর। আহা! তুমি কি? আর তোমার দাস কোথায়? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক তুমি, আর কীটানুকীট দাসানুদাস আমি। তুমি অপ্রমেয়, তুমি ত্রয়াতীত, তুমি নির্ম্মল জ্ঞানমূর্ত্তি, তুমি মন বাক্যের অতীত, তুমি পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ, অদ্বয়, সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত, তুমি সত্তামাত্র, তুমি সবার অগোচর, তুমি সর্ব্বদাই মায়া যবনিকার অন্তরালে আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে ভালবাস, কিন্তু প্রভু! তুমি "দাসত্ব জীতা" দয়াময় তুমি তোমার দাসকে জয় দাও। এই যে ঠাকুর! ঠাকুরাণী করিয়া বলিলে তুমি সংসারী ইহা কি মিথ্যা? কেমন করিয়া মিথ্যা হইবে—এই যে আমার মা দাঁড়াইয়া আছেন, ইনিই যে জগতামাদিভূতা মায়া কোটি কোটি জীবজন্তু পরিপূরিত জগৎ যাঁহার গর্ভে "সা মায়া গৃহিণীতব" সেই এই আমার মা এই মায়া যে তোমার গৃহিণী। তোমার নিকটে থাকেন বলিয়া, তোমার আশ্রয়েই এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও জন্ম দেন, আর "সূতেঽজস্রং শুক্লকৃষ্ণ লোহিতাঃ সর্ব্বদা প্রজাঃ—এই আমার মা সর্ব্বদা অজস্র শুক্ল কৃষ্ণ লোহিত পুত্র কন্যা প্রসব করিতেছেন। এই জন্য প্রভু তুমি "লোকত্রয় মহাগেহে গৃহস্থস্ত্বমুদাহৃতঃ ত্রিভুবন রূপ-বিরাট সংসারে আদি গৃহস্থ তুমি। 'ঠাকুর, তোমার ঠাকুরাণী "মৈঁ জানে। কছু তুহ মরা দায়া"-তোমার দয়াতে কিছু জানিয়াছি। ঠাকুর আমি জানিয়াছি—

"লোকে স্ত্রী বাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং জানকীশুভা।
পুন্নাম বাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং ত্বং হি রাঘব॥

জানিয়াছি, এই ত্রিলোকে যত স্ত্রীলোক, সব আমার কল্যাণদায়িণী মা জানকী আর পুরুষনামধারী যত কিছু সবই তুমি রঘুমণি। আমি জানিয়াছি—

"রুদ্রাণী জানকী প্রোক্তা রুদ্রস্ত্বং লোকনাশকৃৎ॥

জানকীই উমারুদ্রাণী, আর তুমি লোকক্ষয়কারী রুদ্রমহাদেব। ঠাকুর, আমায় তুমি জানাইয়াছ "রামো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ"। রাম তুমিই জ্ঞানময় শিব। আমি বেদে জানিয়াছি রুদ্র নর আর উমা নারী; রুদ্র বিষ্ণু আর উমা লক্ষ্মী; রুদ্র ব্রহ্মা আর উমা রাণী; রুদ্র সূর্য্য উমা ছায়া; রুদ্র সোম

উমা তারা; রুদ্র দিবা উমা রাত্রি; রুদ্র যজ্ঞ উমা বেদি; রুদ্র বহ্নি উমা স্বাহা; রুদ্র বেদ উমা শাস্ত্র; রুদ্র বৃক্ষ উমা বল্লী (লতা); রুদ্র গন্ধ উমা পুষ্প; রুদ্র অর্থ অক্ষর উমা; রুদ্র লিঙ্গ উমা পীঠ। স্বরূপে ইহাদের কোথাও গমনাগমন নাই, ইহারা আকাশের মত এক, কোথাও কখন যাননা সেইরূপ রাম তুমি বিষ্ণু জানকী লক্ষ্মী; তুমি শিব জানকী শিবা, তুমি ব্রহ্মা জানকী বাণী; তুমি সূর্য্য জানকী প্রভা; তুমি শশাঙ্ক জানকী রোহিণী; তুমি ইন্দ্র জানকী পৌলোমী; তুমি অগ্নি সীতা স্বাহা; তুমি কালরূপী যম, সীতা সংযমনী; তুমি নির্ঋতি জানকী তামসী; তুমি বরুণ জানকী ভার্গবী; তুমি বায়ু জানকী সদাগতি; তুমি কুবের জানকী সর্ব্বসম্পৎ—এই তোমরা—তাই লোকে "গৌরীশঙ্কর সীতারাম" একসঙ্গে জপিয়া জপিয়া আনন্দ সাগরে সন্তরণ করে। কি আর বলিব প্রভু! এই ত্রিলোকে 'যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন'—তোমাদের দুজন ভিন্ন— সীতারাম ভিন্ন আর কিছুই নাই।

দয়াময়! তোমার দর্শনে আজ আমার প্রাণ অপূর্ব্বভাবে খেলা করিতেছে। ঠাকুর! আমি জানি তোমার আভাসরূপ যে অজ্ঞান তাহাকে অব্যাকৃত বলা হয়। তুমি যেমন অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড পূর্ণ তোমার শক্তিও সেইরূপ পূর্ণ। সৃষ্টিকালে সেই পূর্ণ শক্তির কিয়দংশ মাত্র জাগ্রত হয়—কর্ম্মশীল হয়—এই অংশের নাম অবিদ্যা, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন যে শক্তি অপরিস্ফুট অবস্থায় থাকে তাহারই নাম অব্যাকৃত। পূর্ণ তুমি তোমার শক্তিও পূর্ণ। শক্তি তোমারই আভাস। এই আভাস রূপ অজ্ঞানকেই অব্যাকৃত বলা হয়। অব্যাকৃত মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সূত্রাত্মা, তাহা হইতে লিঙ্গ শরীর, ইহা যেখানে যাহা স্থূলশরীর আছে তাহার ব্যাপক।

অহঙ্কার, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ, আর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই সপ্তদশ শক্তির সমষ্টিকে লিঙ্গ শরীর বলে—জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম এই লিঙ্গ শরীরের। উনিই জীব। জীবই জগন্ময়—সকলে উনিই থাকেন।

অর্থাৎ সপ্তদশ শক্তি সমষ্টি যে লিঙ্গ শরীর তাহা জীবের উপাধি। এই সপ্তদশতত্ত্বে অভিমান করেন যে চৈতন্য তিনিই জীব। জীব অভিমান ত্যাগের পর তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য দ্বারা বোধিত হইলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। যদি বল জীব-চৈতন্যই যখন ব্রহ্মচৈতন্য তখন প্রকৃতির পর শুদ্ধ স্বরূপ এই জীব-চৈতন্যের লিঙ্গ শরীরে অভিমান কেন হয়। হে রাম ইহার উত্তরে বলি-অনির্ব্বচনীয় অনাদি অবিদ্যা হইতেছে জীবের কারণ উপাধি "আমি কি আমি জানিনা" এই যে

অজ্ঞান এইটি হইতেছে কারণ শরীর। জাগ্রতে যেমন স্থূল শরীরে অভিমান থাকে, স্বপ্নে যেমন সূক্ষ্মশরীর বা সংস্কাব শরীর বা সঙ্কল্প শরীব বা লিঙ্গ দেহ বা আতিবাহিক দেহে অভিমান থাকে, সেইরূপ সুষুপ্তিতে জাগ্রৎদেহে বা সঙ্কল্প দেহে অভিমান থাকেনা সমস্তই এক হইয়া যায় আমিই সেই এক, ইহাই থাকে। সুষুপ্তিতে আব কিছুই থাকেনা—আত্মাব সমস্ত আবরণ পুঁছিয়া যায়, কেবল একটি মাত্র আবরণ থাকে। সেই আববণটি হইতেছে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বা আমিই সেই এই জ্ঞানেব অভাব। এই অজ্ঞানটিই চৈতন্যের কাবণ উপাধি।

স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-চিৎএব এই তিন উপাধি। জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ যে চিৎ, তিনি যখন এই তিন শবীর যুক্ত হন, তখন ইনি জীব, আব যখন এই তিন শরীর-বিমুক্ত হন, তখন ইনি পবমেশ্বর।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন প্রকারে সংসাব চলিতেছে হে বঘূত্তম! তুমি এই তিন হইতে ভিন্ন, তুমি সাক্ষী চিন্মাত্র-শুদ্ধ চিৎ বা চৈতন্য। হে রাম চিন্মাত্র তুমি তোমা হইতেই এই জগৎ জাত, তোমাতেই সমস্ত স্থিত, আব সমস্তই তোমাতে লয় হয় এই জন্য তুমি সর্ব্ব কাবণ। বজ্জুকে লোকে যেমন সর্প ভাবিয়া ভীত হয়, সেইরূপ সকলেব স্বরূপ তুমি নির্ম্মল চৈতন্য এই নির্ম্মল চৈতন্যরূপী স্বাত্মরামকে স্থূল সূক্ষ্ম কাবণ শবীবাভিমানী জীব ভাবিলেই অনেক প্রকাবেব ভয় উৎপন্ন হয়; আর বিচাব-বুদ্ধিতে যিনি নিশ্চয় অনুভব কবিতে পাবেন—পবমাত্মাই আমি, তিনি সংসার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ কবেন। বুদ্ধি দ্বাবা বস্তুব প্রকাশ হয়। কিন্তু এই বুদ্ধি চিন্মাত্র যে তুমি তোমাব জ্যোতিদ্বাবা প্রকাশিত হইতেছে, এই জন্য সর্ব্ব প্রকাশক তুমিই সকলেব আত্মারূপে ভাসিতেছ। অজ্ঞানে রজ্জুতে যেমন সর্পের আরোপ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান তোমাকে প্রথমে আববণ কবে, পবে তোমাকেই অন্যরূপে--জগৎরূপে দেখায় কিন্তু জ্ঞান হইলেই দেখা যায়, আব যাহা কিছু ছিল সব তোমাতে লয় হইয়া গিয়াছে তুমি আছ আব কিছুই নাই। এই জন্য প্রভু আমি জানিয়াছি "তস্মাৎ জ্ঞানং সদাভ্যসেৎ"--জ্ঞানেব অভ্যাস সর্ব্বদা করিতে হইবে, এই তোমাব আজ্ঞা।

তোমাব পাদপদ্মে যাঁহাদেব ভক্তি আছে, তাঁহাবা ক্রম অনুসাবে চলিয়া তোমার জ্ঞান অনুভব করেন। সেইজন্য তোমাতে যাঁহারা ভক্তিযুক্ত তাঁহাবাই মুক্তিভাজন।

আর আমি?—আমি "তদ্ভক্তভক্তানাং তদ্ভক্তানাং চ কিঙ্করঃ"॥

আমি তোমার ভক্তের যাহারা ভক্ত—তাহাদেরও যাহারা ভক্ত তাহাদেরও কিঙ্কর তাহাদের দাস।

ঠাকুর! এই জন্য তুমি আমায় অনুগ্রহ কর, আর মোহাচ্ছন্ন করিওনা প্রভো।

আরও এক কথা। ঠাকুব তোমাব সঙ্গে আমাব সম্পর্কও আছে। আমার পিতা ব্রহ্মা তোমাব নাভিকমল হইতে জাত, অতএব আমি তোমাব পুত্রেব পুত্র—আমি তোমার পৌত্র। ঠাকুব আমায় পালন কবাব ভাব তোমাব।

নারদ এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম কবিলেন। আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত নারদ তখন ব্রহ্মাব নিবেদন জানাইলেন। দেব! কল্য প্রভাতেই তোমার অভিষেক হইবে; যদি তুমি বাজা হও, তবে তোমাব ভূভাব-হবণেব প্রতিজ্ঞা ত সত্য হইবেনা। রাজেন্দ্র! তুমি সত্যসন্ধ! তোমাব প্রতিজ্ঞা সত্য হউক।

ঠাকুব আব ঠাকুবালি কবিলেননা।

শুনত বচন্ বঘুপতি মুস্কানে।
মুনি অভ্যন্থঁ বিবঁচি ভয় মানে॥
কহেহু তাত ব্রহ্মহিঁ সমুঝাই।
কছু দিন গয়ে দেখি হেঁ আই॥

ত্বৎপাদভক্তি যুক্তানাং বিজ্ঞানং ভবতি ক্রমাৎ।
তস্মাৎ ত্বদ্ভক্তিযুক্তা যে মুক্তিভাজস্তএবহি॥

নারদের কথা শুনিয়া ঠাকুব হাসিলেন আর বলিলেন বিরিঞ্চি আজও ভয় করেন আমি বাবণবধ কবিব কিনা? ব্রহ্মাকে তুমি বুঝাইয়া বলিও দিন কতক পরে যেন তিনি আসিয়া দেখেন আমি কি কবিলাম। তাহাদেবও প্রাবব্ধক্ষয়ের জন্য আমায় বিলম্ব কবিতে হইতেছে। আমি ক্রমে ক্রমে অসুরমণ্ডল বিনাশ করিয়া সমস্ত ভূভাব হবণ কবিব। রাবণ বিনাশ জন্য আমি কল্যই দণ্ডকারণ্যে গমন করিব। আমি দেখিলাম আবও চতুর্দ্দশ বর্ষ প্রাবব্ধক্ষয়েব বাকী আছে। এই চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বনে ভ্রমণ কবিয়া শেষে দুষ্ট বাবণকে সকুলে নাশ করিব।

দেবর্ষি আনন্দে মগ্ন হইলেন—তিনবাব প্রদক্ষিণ কবিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন।

রামরূপ উরধবি মুনি নারদ।
চলে কবত গুণ গান বিশারদ॥

নারদমুনি তখন নয়ন ভবিয়া বামরূপ লইয়া হবিগুণ গান কবিতে কবিতে রামের আজ্ঞা লইয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন।

রাম সীতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেছেন আর বলিতেছেন "সুবহিত লাগিসোঁ করিয়া উপাই" সুর হিতেব জন্য উপায় করিব- -এই সময়ে সুমন্ত্র আসিয়া প্রণাম করিলেন রাজার আজ্ঞা জানাইলেন। বাম বথে আবোহণ করিলেন। সারথি রামকে রাজসভায় আনয়ন করিলেন।

চিদাত্মাতে আপনাতে পূর্ণ এই জগৎ অন্য একটি বস্তু মত যেন প্রতিবিম্বিত হইতেছে। শুদ্ধ সাক্ষি স্বরূপ যিনি তিনি জগৎকে প্রিয় অপ্রিয় ভাবে জানিতেছেন না। তবে জগৎকে প্রিয় অপ্রিয় ভাগ করিয়া জানে কে? আত্মা ও জগৎ এই উভয় হইতে পৃথক্ যে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ স্বচ্ছ আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয় সেই চিৎ প্রতিবিম্বিত বুদ্ধিই প্রিয়াপ্রিয় বিকল্পনা জন্য লোভ মোহাদি যে সমস্ত ভাব তাহা প্রাপ্ত হয়, আত্মা হন না।

জগৎ, জগদ্বুদ্ধি, এবং তৎপ্রযুক্ত লোভ মোহাদি অসৎ। এজন্য সৎচিদাত্মাতে ইহারা নাই। তথাপি পরস্পর বিভিন্নভাবে ইহারা যে চিদাত্মাতে প্রতিবিম্বিত দেখা যায় পরমার্থত ইহারা আত্মরূপই। তবেই হইল এই যে জগদ্বুদ্ধি ইহা আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। যেমন দর্পণ প্রতিবিম্বিত নদ নদী বন পর্ব্বতাদি, দর্পণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে সেইরূপ চিদাত্মাতে প্রতিবিম্বিত এই জগৎ চিদাত্মার অব্যতিরিক্ত।

রাম! সর্ব্বপ্রকার কল্পনাশূন্য চিৎই তোমার আকৃতি। তুমি অদেহ। তবে দেহাত্ম-বুদ্ধি মূঢ় জনের মত লজ্জা ভয় বিষাদ জনিত মোহ কোথা হইতে তোমাতে উত্থিত হইবে? তুমি অদেহ হইয়াও কি নিমিত্ত দুর্ব্বুদ্ধি মূর্খের ন্যায় অসৎ দেহজাত লজ্জাদি দ্বারা অভিভূত হইবে তাই বল? দেহের নাশ হইলে যিনি অসম্যগদর্শী তাঁরও চিৎ যখন অখণ্ডই থাকে অখণ্ড চিতের নাশ হয় না—তখন সম্যগদর্শীর নিকটে চিৎ যে সদাই অখণ্ড চিৎ—তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? যিনি সম্যগদর্শী তাঁহার নিকট দেহের বিনাশ জনিত দুঃখ আবার কি? সূর্য্য যে আকাশমার্গে ভ্রমণ করেন সেই আকাশ পথেও যাঁহার গতাগতি অব্যাহত সেই অব্যাহত গতি চিত্তই পুরুষ, ইনিই সংসারী আত্মা। দেহ পুরে শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া ইনিই পুরুষ, শরীর পুরুষ নয়।

শরীরে সত্যসতি বা পুমানেব জগত্রয়ে।
জ্ঞোঽপ্য জ্ঞোঽপি স্থিতো রাম নষ্টে দেহে ন নশ্যতি॥ ৪৩

শরীর থাক্ বা যাক্ এই জগত্রয়ে পুরুষ পণ্ডিত হউক বা মূর্খই হউক হে রাম! দেহ নষ্ট হইলে আত্মার নাশ কখন দেখা যায় না।

যানীমানি বিচিত্রাণি দুঃখানি পরিপশ্যসি।
তানি দেহস্য সর্ব্বাণি নাগ্রাহ্যস্য চিদাত্মনঃ॥ ৪৪
মনোমার্গাদতীতত্বাদ্ যাসৌ শূন্যমিব স্থিতা।
চিৎ কথং নাম দুঃখৈর্ব্বা সুখৈর্ব্বা পরিগৃহ্যতে॥ ৪৫
স্বাস্পদাত্মানমেবাসৌ বিনষ্টাদ্দেহপঞ্জরাৎ।
অভ্যস্তাং বাসনাং যাতঃ ষট্পদঃ স্বমিবাম্বুজাৎ॥ ৪৬
অসচ্চেদাত্মতত্ত্বং তদস্মিংস্তে দেহপঞ্জরে।
নষ্টে কিং নাম নষ্টং স্যাৎ রাম কেনানুশোচসি॥ ৪৭

এই যে বিচিত্র দুঃখ পরম্পারা তুমি দেখিতেছ এই সমস্তই দেহের দুঃখ, অসঙ্গ চিদাত্মার নহে। দুঃখাদি কাহারও শক্তি নাই যে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে।

মনঃপথ হইতেও অতীত বলিয়া | চিন্তা করাই মনের পথ বা মনোমার্গ। চিন্তা কিন্তু সসীম বস্তু ধরিয়াই হয় অসীম আত্মা সম্বন্ধে মন চিন্তা করিতে পারেনা | যিনি শূন্যমত অবস্থিত সেই চিৎকে সুখ বা দুঃখ কিরূপে স্পর্শ করিবে?

ভ্রমর যেমন পদ্ম হইতে উড়িয়া আকাশে গমন করে সেইরূপ জীবও মরণ সময়ে দেহ পঞ্জর হইতে উড়িয়া আপনার স্থান সেই পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি ও বলেন "মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামিতি শ্রুতের্ম্মনঃপ্রাণাদ্যুপাধিবিলয়াৎ বিশ্বভূতৈশ্বরৈক্যং গচ্ছতীত্যর্থঃ।" পরমেশ্বকে পায় তবে মুক্ত হয় না কেন? প্রতিদিনই নিদ্রা কালে আপনার সেই হারানিধি জীব পায় কিন্তু অভ্যস্ত ভেদবাসনা তাহাকে স্বস্থান চ্যুত করে। ভেদবাসনামূলোচ্ছেদি জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিতে যায় না বলিয়া জীবের মুক্তি হয় না।

যদি ব্রহ্ম আত্মতত্ত্বরূপী জীবতত্ত্বইত অসৎ। কারণ আমি ব্রহ্ম, বা জীব

বলা এটা ত একটা উপাধি মাত্র। পরিপূর্ণ অখণ্ড চৈতন্যের এক অতি ক্ষুদ্র দেশে স্বভাবতঃ যে চলন উঠে যে চলনকে মায়া বলে, অবিদ্যাবলে, সেই চলনের সহিত চৈতন্যের যোগ হইলে মায়া চৈতন্যকে প্রথমে আবরণ করেন পরে চৈতন্যকে অন্যরূপে দেখান। মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুই গুণে অখণ্ড চৈতন্য আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যেন খণ্ডমত হয়েন। পূর্ণের আভাস রূপ যে অজ্ঞান তাহাই ত অব্যাকৃত। অব্যাকৃত মায়া হইতে মহতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহত্তত্ত্ব সংযুক্ত হইয়া চৈতন্য হয়েন সূত্রাত্মা। সূত্রাত্মার শরীরটি লিঙ্গ শরীর মাত্র। অহঙ্কার বুদ্ধি পঞ্চপ্রাণ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই সপ্তদশ শক্তির সমষ্টিকে লিঙ্গশরীর বলে। জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখাদি ইহারাই ধর্ম্ম। এই যে অজ্ঞান শরীর, এই যে লিঙ্গশরীর, এই যে স্থূলশরীর, ইহাত চৈতন্যের উপাধি। উপাধি ত অসৎ। অসৎ আত্ম তত্ত্বের যদি নাশ হয় বল তবে বল দেহ পঞ্জর নষ্টে কি নষ্ট হইল? তবে রাম! শোক করিবে কেন তাই বল। তুমি উপাধি নও তুমি প্রতিবিম্ব নও তুমি বিম্ব। এই সত্যই তুমি ভাবনা কর - তুমি সত্য ব্রহ্ম এই ভাবনা কর, আর মোহ অনুভব করিও না। তুমি পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া নিত্যতৃপ্ত, এজন্য ইচ্ছাশূন্য। নিরিচ্ছ নিষ্পাপ পরমাত্মা স্বরূপ তুমি তোমার ইচ্ছা নাই ইহা অবধারণ কর। সাক্ষীভূত নিরিচ্ছ স্বচ্ছ পরমাত্মায় এই জগৎ, মুকুরে বন পর্ব্বতাদির মত প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

সাক্ষিভূতে সমে স্বচ্ছে নির্বিকল্পে চিদাত্মনি।
স্বয়ং জগন্তি দৃশ্যন্তে সন্মণাবিব রশ্ময়ঃ॥ ৫০

সন্মণির রশ্মি জালের ন্যায় সাক্ষীভূত সম ইচ্ছাশূন্য নির্ম্মল সর্ব্ব কল্পনা শূন্য চিদাত্মাতে এই জগজ্জাল স্বয়ং প্রতিফলিত হইতেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দর্পণ ও প্রতিবিম্বের যেমন একটা ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে সেইরূপে আত্মা ও জগতের একটা ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে। সত্য আত্মা ও অসত্য জগৎ ইহাই ভেদ, আবার স্ফটিক-শীলা প্রতিবিম্বিত বৃক্ষ পর্ব্বতাদি যাহা দেখা যায় তাহা শীলাই এই অভেদ। সূর্য্য উঠিলে

যেমন জগৎক্রিয়ার উদয় হয় সেইরূপ চিৎসত্তামাত্রেই এই জগৎ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে।

পিণ্ডগ্রহোনিবৃত্তোঽস্যা এবং রাম জগৎস্থিতেঃ।
আকাশমেষা সম্পন্না ভবতামপি চেতসি॥ ৫৩

রাম! এই পরিদৃশ্যমান জগতের মূর্ত্তাকার যদি নিবৃত্ত করিতে পার তবে ইহা আকাশ রূপ। হে শ্রোতৃবর্গ আপনাদের চিত্তেও জগৎ শূন্যই হইয়া যাইবে। দীপের সত্তামাত্রেই স্বাভাবত আলোক উঠে স্পন্দস্বভাব বিশিষ্ট চিতের বহির্ম্মুখ স্বভাব যে চিত্তত্ব তাহা হইতেই এই জগৎ স্থিতি লাভ করিতেছে। অস্পন্দচিত্তে জগৎ নাই।

উৎপত্তি প্রকরণের উপসংহার করিতেছি শ্রবণ কর। যেমন শূন্য আকাশ শূন্য, অসৎ হইলেও এই আকাশকে স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীল—মণিময় মহাকটাহের ন্যায় লোক প্রত্যক্ষ করে সেইরূপ হে রাঘব! প্রথমে পরমাত্মা মহামন হইতে হিরণ্যগর্ভ সমুদিত হন। পরে সেই মনের সবিকল্প জাল উৎক্ষিপ্ত হইয়া পরমাত্মাতে এই জগৎ জাল বিস্তার করে। বুঝিতেছ যেমন আকাশে নীলপ্রভা উল্লসিত হয় সেইরূপ পরমাত্মাতে ব্যোমরূপী মনঃ কর্ত্তৃক এই শূন্যাকার জগৎ উল্লসিত হয়। মনের সঙ্কল্প জাল বিগলিত হইলে চিত্ত যখন বিগলিত হইয়া যায় তখন সংসার মোহরূপ হিমকণা আপনি বিগলিত হয় আর শরদাগমে নির্ম্মল আকাশের মত একমাত্র স্বচ্ছ আদ্যন্ত রহিত চিন্মাত্র অজ পরমাত্মাই দীপ্তি পাইতে থাকেন। আবার বলি ব্যষ্টি কল্পনাও যেমন মনের অধীন হইয়া কখন আবির্ভূত কখন তিরোভূত হয় সমষ্টিকল্পনাও সেইরূপ। প্রথমে কর্ম্মাত্মক মহামন অভ্যুদিত হয় সেই মন চিৎ প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া সঙ্কল্প দ্বারা কমলজ ব্রহ্মার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয অর্থাৎ ব্রহ্মাদির শরীর ধারণ করেন আর মুগ্ধ বালক যেমন বেতাল দেহ কল্পনা করে সেইরূপ এই মন কল্পনা দ্বারা বিবিধাকৃতি এই জগৎ বৃথাই বিস্তার করে।

অসন্ময়ং সদিব পুরোবিলক্ষ্যতে
পুনর্ভবত্যথ পরিলীয়তে পুনঃ।

স্বয়ং মনশ্চিতি চিতসংস্ফুরদ্বপু
র্মহার্ণবে জলবলয়াবলী যথা ॥ ৫৮

অজ্ঞানময় অসৎ মন, স্বয়ং আপনার স্বাধিষ্টান চৈতন্যে চিত্ত কর্ত্তৃক জগৎ স্বরূপে প্রস্ফুরিত হইয়া পুরোভাগে সদ্রূপে লক্ষিত হইতেছে। পরমাত্মমহাসাগরে তরঙ্গমলার ন্যায় এই মন স্বয়ং পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে আবার বিলীন হইতেছে।

উৎপত্তি প্রকরণের উপসংহার।

উৎপত্তি প্রকরণে কি বলা হইল ?

ভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তিকেই উৎপত্তি বলা হইল। ভ্রমজ্ঞানেই এই জগৎ দেখা যায়। ভ্রমজ্ঞানের কার্য্যই এই জগৎ।

এই ভ্রমজ্ঞান কি ব্রহ্মে আছে ?

জীবভাবের উদয় হইলে ভ্রম জ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হয়। ব্রহ্মে ভ্রমজ্ঞান নাই। জ্ঞানে অজ্ঞান থাকিতে পারেনা।

ব্রহ্ম মায়া অবলম্বন করিলে তিনি যেন মায়া দ্বারা আবৃত হয়েন। শুধু আবৃতই নহেন। মায়া ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া ব্রহ্মকেই অন্যরূপে দেখান। ব্রহ্মকে অন্যরূপে দেখাইলে যাহা হয় তাহাই এই জগৎ।

জ্ঞান নিত্য। জ্ঞানের অভাব যাহা তাহা কল্পনা মাত্র। জ্ঞান স্বরূপ যিনি তিনি জ্ঞানের অভাব বা মিথ্যা জ্ঞান তুলিতেও পারেন আবার না তুলিতেও পারেন।

জ্ঞান স্বরূপ পুরুষোত্তম চিরদিন আপন স্বরূপে—আপনি আপনি ভাবে পূর্ণ থাকিয়াও একটা কল্পনা করেন, আমি অন্য কিছু। "স্বয়মন্য ইবোল্লসন্" স্বয়ং স্বয়ই আছেন, আমি যেন অন্য হইলাম এই উল্লাস তিনি প্রাপ্ত হয়েন। ইহা মায়া বা আত্মশক্তি দ্বারাই হয়।

মায়া গ্রহণে ব্রহ্ম সর্ব্বদা আপনি আপনি থাকিয়াও যেন জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন। জীবভাবেই জগদ্দর্শন হয়। ব্রহ্মে বা জ্ঞানে জগদ্দর্শন নাই। আলোকে আঁধার নাই। জ্ঞানে অজ্ঞান নাই আঁধার, অজ্ঞান,

মিথ্যাজ্ঞান কল্পনা প্রসূত। ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্। কাজেই কল্পনা করা বা না করা ইহা সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি মাত্র।

ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন, ছিলেন, থাকিবেন। ব্রহ্ম কল্পনায় জীব সাজিলে এই জগৎ দর্শন হয়।

ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখাই জগৎদর্শন। ঈশ্বরই জগৎরূপে দেখা যাইতেছে। ফলে জগৎটা বায়স্কোপের ক্যানভাসে প্রস্ফুটিত ছবি মাত্র। ছবি মিথ্যা। যাহা মিথ্যা তাহা ভ্রমে থাকে ভ্রম ভাঙ্গিলে থাকে না। জগৎ ছবি মায়ার রচনা। মায়া যখন থাকে তখন ছবি থাকে মায়া যখন থাকেনা তখন ছবি থাকেনা।

অজ্ঞানেই জগৎ উঠে। জ্ঞানে জগৎ নাই।

শুধু—অজ্ঞান বলিয়া কোন কিছু নাই। শুধু ছবি শূন্যে ভাসে না। একটা ক্যানভাস থাকা চাই। জ্ঞান না থাকিলে অজ্ঞান দাঁড়াইতেই পারে না।

অজ্ঞানের ভিতরেই বিচিত্র সৃষ্টি। কিন্তু এই বিচিত্র সৃষ্টি একটা অবলম্বন না পাইলে ভাসিতে পারেনা। রজ্জু অবলম্বন না পাইলে সর্প ভাসেনা।

ব্রহ্ম উলঙ্গ। তখন সৃষ্টি নাই। কিন্তু যখন তিনি মায়া বস্ত্র পরেন তখন মায়া বস্ত্রের অন্তর্গত চিত্র বিচিত্র কত কি ব্রহ্মজ্যোতি পাইয়া স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

ঈশ ভিন্ন আর যাহা কিছু তাহাত সত্য সত্যই নাই। আছে যদি বলা যায় তাহা কল্পনায়। কল্পনাতে ব্রহ্মকে ঈশ্বরকে জগৎরূপে দেখা যায়। এই জগৎটা ভ্রম জ্ঞানেই ভাসে। অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মই জীব ভাবাশ্রিত ভ্রম-জ্ঞানে জগৎরূপে দেখা যাইতেছে।

আকাশে নীলিমা নাই। কিন্তু সকলেই আকাশকে নীল দেখে। চক্ষের তারকায় যে নীলবর্ণ থাকে সেই নীলবর্ণ, চক্ষের দৃষ্টিশক্তি যেখানে ফুরাইয়া যায়, সেইখানে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশকে নীল দেখায়।

এই ভাবে জীবাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ব্রহ্মকেই জগৎরূপে দেখায়। ইহাই জগৎ দর্শন। ইহাই উৎপত্তি প্রকরণ।

জগৎ দর্শনে ভ্রমের কার্য্য অনেক। "আমি" "জগৎ" "দর্শন করিতেছি"। "আমি" "জগৎ" এবং "দর্শন করা" এই যে তিনটি ব্যাপার ইহার প্রথম অংশ "আমিটি" ভ্রম জ্ঞানের প্রথম অংশ। চৈতন্য যিনি তিনি নিত্য পূর্ণ। তাঁহার অংশ কখনও হয় না। আকাশ সূক্ষ্ম। আকাশকেই যখন খণ্ড করা যায় না তখন আকাশ অপেক্ষা কোটি গুণে সূক্ষ্ম যে চৈতন্য, যে চৈতন্য আকাশকেও ওত-প্রোত ভাবে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন, সেই অতি সূক্ষ্ম চৈতন্যকে খণ্ড কবিবে কে ? চৈতন্য পরিচ্ছিন্ন করিবে কে ?

চৈতন্য যখন পূর্ণ থাকেন (চৈতন্য চিরদিনই পূর্ণ) তখন "আমি" নাই। চৈতন্য যখন "আমি" বলিলেন তখন মিথ্যাজ্ঞান সাহায্যেই ইহা হইল। আমি বোধটাই অজ্ঞানের প্রথম বিকাশ। "অহংটি" ত্রিপুটীর প্রথম অংশ।

দ্বিতীয় অংশ "জগৎ"। পরিপূর্ণ জ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞান ভাসিয়া মিথ্যার অন্তর্গত চিত্র বিচিত্র সৃষ্টিকে চৈতন্যের স্থানে দেখা যায়। অর্থাৎ চৈতন্যকে আবরণ কবিয়া এই মিথ্যা জ্ঞান চৈতন্যকেই বিশ্বরূপে দেখাইতেছে। মিথ্যা জগৎটা ত্রিপুটির দ্বিতীয় অঙ্গ।

তৃতীয় অঙ্গ হইতেছে "দর্শন করা"। রজ্জুকে রজ্জুরূপে যে দর্শন তাহা রজ্জুর সম্যক্ দর্শন। চৈতন্যকে চৈতন্যরূপে দেখাই চৈতন্যের সম্যক্ দর্শন। এই সম্যক্ দর্শন না হইলেই চৈতন্যকে অন্যরূপে দেখা হইবেই হইবে। চৈতন্যের দর্শন যাঁহার হইয়াছে তিনি আর চৈতন্যকে অন্যরূপে দর্শন করিবেন কিরূপে ? রজ্জুকে যিনি রজ্জু বলিয়া জানেন তাঁহার ভ্রম-জ্ঞান কিরূপে উঠিবে ? রজ্জুকে সর্প দেখা তাঁহার হইবে কিরূপে ?

ব্রহ্মের দর্শন যাঁহার হইয়াছে তিনি আর ব্রহ্মকে জগৎরূপে দর্শন করিবেন কিরূপে ?

উৎপত্তি প্রকরণে জীবাশ্রিত ভ্রম জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা দেখান হইয়াছে এবং ভ্রম জ্ঞানের নাশ করিতে হইলে কি করিতে হইবে তাহাও বলা হইয়াছে।

ভ্রম জ্ঞানের নাশের জন্য সপ্তজ্ঞান ভূমিকার কথা বলা হইয়াছে। শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, অসংসক্তি, সত্তাপত্তি, পদার্থা ভাবনী, তুর্য্যগা এই সাতটি সাধনা করিতে পারিলেই ভ্রমজ্ঞান দূর হইবে তখন আপনি আপনি ভাবে স্বরূপ বিশ্রান্তি হইবে। এই সাধনার কথা পুস্তক মধ্যেই বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে।

যোগবাশিষ্ঠ অতি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। শ্রুতি বুঝিবার এমন সুন্দর গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। জগতের জ্ঞান গুরু বশিষ্ঠদেব যে ভাবে বেদ বুঝাইবেন এমন আর কোথায় পাওয়া সম্ভব হয়?

আদিনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা। ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠদেব। তাঁহার পরে শক্তি, পরে পরাশর, পরে ব্যাসদেব, পরে শুকদেব, পরে গৌড়-পাদাচার্য্য, পরে গোবিন্দ পাদাচার্য্য, পরে শঙ্করাচার্য্য,—ইঁহারাই গুরুসম্প্রদায়। কাজেই সম্প্রদায়ের তৃতীয় গুরুই জগতের আদিগুরু। শুকদেব ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া জগৎকে পবিত্র করিলেন। ইহাও বশিষ্ঠদেবের প্রসাদে।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কৃপা করিয়া স্বয়ং বলিতেছেন...
ভূয়োভূয়ঃ পরাবৃত্ত্যা চিরমাস্বাদ্যতে যদি।
শ্রূয়তে কথ্যতে চেদং তজ্জ্ঞেনাজ্ঞেনভূয়তে ॥

নির্ব্বাণ উত্তর ১৬৩।৪৮

যদি কেহ মদুক্ত শাস্ত্রের ভূয়োভূয়ঃ আবৃত্তি করিয়া চিরকাল আস্বাদন করে এবং ইহার শ্রবণ ও কথোপকথন দ্বারা চর্চ্চা বা ব্যাখ্যা করে, তবে সে ব্যক্তি অজ্ঞ হইলেও আত্মজ্ঞ যে হয় তাহা নিঃসন্দেহ।

আর—

যস্ত্বেকবার মলোক্য দৃষ্টমিত্যেব সন্ত্যজেৎ।
ইদং স নাম শাস্ত্রেভ্যো ভস্মাপ্যাপ্নোতি নাধমঃ ॥

আর যে ব্যক্তি ইহা একবার দেখিয়াই দেখা হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থ আর দেখে না সেই অধম ব্যক্তি এইরূপ শাস্ত্র হইতে ভস্মও প্রাপ্ত হয় না।

এই জন্য বলা হইতেছে ভ্রমজ্ঞান দূর না হওয়া পর্য্যন্ত, স্বরূপ বিশ্রান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই গ্রন্থ ভূয়োভূয়ঃ আলোচনা করা চাই।

উৎপত্তি প্রকরণ সমাপ্ত।

১৩২৭ সাল পৌষমাস ১ দিন বৃহস্পতিবার।

ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্। মায়াই তাঁহার শক্তি। মায়া উঠিলে মায়াদর্পণে ব্রহ্মের যে প্রতিভাস তাহাই ঈশ্বর। মায়াই সমস্ত সৃষ্টি করেন। সর্ব্ব বলিয়া যাহা তাহাই মায়ার খেলা। মায়া যখন সর্ব্ব দেখান তখন ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হয়েন। ঈশ্বরই মায়ায় বিভিন্নরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া বিবিধ নাম সমন্বিত জীবভাব গ্রহণ করেন। ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভই আদি জীবভাব।

অনন্তর সেই জীবভাব প্রাপ্ত পরমাত্মা আপনার বিবিধরূপ প্রদর্শন বাসনায় প্রথমতঃ মন, পরে মনন ইত্যাদি কাল্পনিক ভেদ কল্পনা করেন। যেমন সুস্থির সাগর হইতে অস্থির তরঙ্গের উদ্ভব হয় তেমনি নির্ব্বিকার পরমাত্মা হইতে প্রথমে সবিকার মন—হিরণ্যগর্ভের মন প্রাদুর্ভূত হয়। সেই মন স্বেচ্ছানুসারে প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার কল্পনা করে এবং তাহা হইতেই এই জগৎরূপ-ইন্দ্রজাল বিস্তৃত হয়। জগতে যে সত্তা—অস্তিতা আছে তাহা ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত পদার্থ নহে। যেমন মরু-মরীচিকায় নদীতরঙ্গের ভ্রম হয় সেইরূপ পরমাত্মাতে এই ইন্দ্রজালময় জগতের ভ্রম হয়।

দৃশ্যজগৎ মিথ্যা ইহার দৃঢ় বোধ ব্যতীত কোন প্রকার তপস্যায়, বা দানে, বা ধ্যানে, বা জপে জগদ্দর্শন মন হইতে মুছিয়া ফেলা যাইবেনা। যতদিন জগতের দৃশ্যতা বোধ থাকিবে ততদিন পরমাণুর মধ্যে বাস করিলেও ক্ষুদ্রদর্পণে বৃহৎবস্তুর প্রতিবিম্বপাতের ন্যায় সঙ্কীর্ণতম বুদ্ধিতেও জগতের প্রতিবিম্বপাত হইবেই হইবে। জ্ঞান নিরপেক্ষ সবিকল্প সমাধি আশ্রয় করিলেও দৃশ্যমার্জ্জন চিরতরে যাইবে না। আর দৃশ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বিকল্প সমাধির সম্ভাবনা অতি অল্প। সমাধিতে জগৎ থাকেনা সত্য কিন্তু তৎভঙ্গে আবার দুঃখপূর্ণ জগৎ ভাসিবেই। যদি অনর্থভোগ আবার আইসে তবে ক্ষণিক সুখদায়ক সমাধিতে ফল কি? নির্ব্বিকল্প সমাধি ও চিরকাল থাকে ইহা শুনা যায় না।

ফলে মনোনামক মূল দৃশ্য বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে যত্নবান্ যোগীও দৃশ্য মার্জ্জনে অশক্ত হয়েন। মন থাকিলেই জগৎ ভ্রম থাকিবেই থাকিবে।

তপ, জপ, ধ্যানে দৃশ্যের বিনাশ বা অদর্শন হয় না। দৃশ্য হইতেছে আত্মাশ্রিত অজ্ঞানের বিজৃম্ভন বা কল্পনা মাত্র। আত্মাশ্রিত অজ্ঞানের বিনাশ কর দৃশ্যদর্শন থাকিবে না। কর্ম্মার্পণ দ্বারা ইষ্টদেবকে প্রসন্ন কর। তাঁহার কৃপায় বিচার জাগিবে। বিচার ভিন্ন এখানে অন্য পথ নাই। যতদিন দর্শনকর্ত্তা আছেন ততদিন তাঁহাতে দৃশ্যবুদ্ধি লুক্কায়িত থাকিবেই। জীবভাবাপন্ন চিদাত্মা যে অবস্থায় যেখানে থাকুন তাঁহার

উদরে জগতের উদ্ভব হইবেই হইবে। আপনাকে পরমাত্মা ভাবে ভাবিত কর তখন আর কোন ভয় থাকিবে না। পরমপদ হইয়া গায়ত্রী জপ কর, বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণু পূজা কর, রাম হইয়া রাম ভজনা কর, কৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণ নাম জপ কর, শিব হইয়া শিবাকে ডাক। ইহাদ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান অপরোক্ষানভূতিতে আসিবে। তাঁহার কৃপায় বিচার বুদ্ধি খুলিয়া যাইবে। বিচারদ্বারা ভ্রমজ্ঞান দূর হইবে। তখন বিশ্রান্তি!

মুমুক্ষু। মা! বুঝিতেছি অবিদ্যার প্রথম বিলাস যে ত্রিপুটী ইহাই সমস্ত দুঃখের কারণ। এই ত্রিপুটী দূর করিতে না পারিলে সমস্তই ঈশ্বর এই বোধ হইবেনা। এখন বলুন যে বিচারে "সমস্তই ঈশ্বর" এই ভাবনা আসিবে সেই বিচার কিরূপ।

শ্রুতি। এই বিচার সম্বন্ধে তুমি কি জানিয়াছ?

মুমুক্ষু। আত্মা এব ইদং সর্ব্বং ইতি ঈশ্বরভাবনয়া সর্ব্বং ত্যক্তম্। অতঃ-আত্মনি এব ইদং সর্ব্বং, আত্মা এব চ সর্ব্বং অতঃ মিথ্যাবিষয়াং গৃধিং মা কার্ষীঃ।

যাহা দেখিতেছ আত্মাই এই সমস্ত এই ঈশ্বর ভাবনা দ্বারা দৃশ্যদর্শন ত্যাগ কর। এইজন্য ভাবনা কর আত্মাতেই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ উঠিয়াছে। যাহা উঠিয়াছে তাহা একটা আকার মাত্র, নামরূপ মাত্র। নামরূপ আকার ইহারা গ্রহণের বস্তু নহে। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে সেইরূপ ঈশ্বর ভিন্ন নামরূপ বিশিষ্ট জগৎটা, মায়াই, মায়াই ঈশ্বরকেই অন্যরূপে দেখাইতেছে। ভ্রমজ্ঞান ত্যাগ কর দেখিবে আত্মাই এই সমস্ত। ইহা জানিয়া মিথ্যা বিষয়ের —অনাত্মার আকাঙ্খা ত্যাগ কর।

শ্রুতি। হাঁ ইহাই বটে। কিন্তু এই বিচার ব্যাপার অতি সূক্ষ্ম। যদি তুমি মনে কর সূর্য্য ঈশ্বর, চন্দ্র ঈশ্বর, আকাশ ঈশ্বর, বায়ু ঈশ্বর, মানুষ ঈশ্বর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা সবই ঈশ্বর যদি এই ক্রম অবলম্বন কর তবে তোমার কোনকালে জ্ঞান হইবে না। শুন বশিষ্টদেব কি বলিতেছেন।

চিত্ত নিরোধ করিলেও দৃশ্যদর্শন লুপ্ত হইবে না। নিরোধ ভাঙ্গিলেই যথা পূর্ব্বং তথা পরে হইবেই। দৃশ্য সকল মিথ্যা, ভ্রান্তির পরিণাম এই বোধ দৃঢ় না হইলে অন্যকোন উপায়ে চিত্তের চেত্যতা বা বিষয়োন্মুখতা রোধ করা যাইবে না।

দৃশ্যমাত্রেই অসম্ভব। দৃশ্যমাত্রেই ইন্দ্রজালতুল্য, মিথ্যা, এই বোধ ব্যতীত জগৎব্যাধির উপশম হইবে না।

রূপহীন আকাশে যেমন নীল পীতাদি রূপ দেখা যায় সেইরূপ চিদম্বরেও এই

মিথ্যাজগৎ দেখা যাইতেছে এই বোধ দৃঢ় করিতে হইবে। এই বোধ দৃঢ় করিবার জন্য ভাবিতে হইবে প্রলয়ে একমাত্র চৈতন্যই অবশিষ্ট থাকেন ও ছিলেন, এ সকল যাহা দেখিতেছি তাহা কিছুই থাকেনা, কিছুই ছিলনা, ইহারা ভ্রমদৃষ্ট। সেই-সময়ে যিনি থাকেন বা ছিলেন তিনি বোধস্বরূপ। সেই বোধস্বরূপ হইতে এই মায়িকজগৎ উৎপন্ন হয়।.

"যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ তত্তন্নাস্তীতি ভাবয়।
যথা গন্ধর্ব্ব নগরং যথা বারি মরুস্থলে"॥

ভাবনা কর এই জগৎ আছে ও দেখা যাইতেছে এই যে বলা যাইতেছে এটা স্বপ্নমাত্র। এই জগৎ নাই ও দেখা যাইতেছেনা---যাহা দেখা যাইতেছে তাহা আত্মাই, এই ভাবনাটি দৃঢ় কর! নিজের ভিতরে চৈতন্যটিকে ধর চৈতন্যই দ্রষ্টা, চৈতন্যই সাক্ষী ইহা লইয়াই থাক। ক্রমে দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জিত হইয়া সমস্তই চৈতন্য হইয়া যাইবে। আর যদি ভাবিয়া থাক—

চিন্মাত্রং চেতনং বিশ্বমিতি যজ্জ্ঞাতবানসি।
ন কিঞ্চিদেব বিজ্ঞাতং ভবতা ভবনাশনম্॥ ৬॥ উৎ ৭ সর্গঃ

বিশ্বকে যদি চিন্মাত্র জানিয়া থাক, বিশ্বকে যদি চেতন জানিয়া থাক, তবে তোমার ভব রোগ নাশের কোন উপায় জানা হয় নাই। বিশ্বটা মিথ্যা; এটা ভ্রান্তির পরিণাম ইহা জানিয়া নিজের ভিতরে চেতনকে পূর্ণ বলিয়া জান।

পূর্ণ চৈতন্য অবিদ্যা—বিলাসে খণ্ডভাব ধারণ করিয়াছেন। "আমি" "ইহা" "দেখিতেছি" এই ত্রিপুটীতে "আমি" বোধেই খণ্ডভাবের সৃষ্টি; "ইহা" এইটিতে চৈতন্যকে বিষয়রূপে দেখা এবং "দেখিতেছি" ইহাতে স্বরূপদর্শনের অভাবে স্বরূপকে অন্যরূপে দেখা হইতেছে। ত্রিপুটী ভ্রান্তিমাত্র; একমাত্র চৈতন্যই ভ্রমে জগৎরূপে দেখা যাইতেছে এই বোধ দৃঢ় কর সমস্তই হইবে। এইজন্যই শ্রুতি বিশ্বকে ঈশ্বররূপে দেখিতে উপদেশ করিতেছেন।

মুমুক্ষু। ভগবতি! এই অভ্যাস যে কেবল কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। ঈশ্বর দ্বারা সমস্ত আচ্ছাদন কর এই যে উপদেশ ইহা শেষ উপদেশ।

বিচারদ্বারা ভ্রমটি দূর করিতে পারিলেই চিত্ত **"ব্রহ্মাকারমভূৎ স্বয়"** হইবে তখন তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে। **"যদা মনসি চৈতন্যং ভাতি সর্ব্বত্রগং সদা"** হইলেই হইবে। মা! আশীর্ব্বাদ কর যেন ইহা আমার হয়।

শ্রুতি। বৎস! আমার আশীর্ব্বাদ বর্ষার বারিধারার ন্যায় সর্ব্বজীবের উপরে সমভাবে বর্ষিত হইতেছে। শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালন চেষ্টা দ্বারা সেই আশীর্ব্বাদ অনুভব কর।

"যদা মনসি চৈতন্যং ভাতি সর্ব্বত্রগং সদা" সর্ব্বদা সর্ব্বত্রগ চৈতন্যকে মনে জাগাও তবেই **ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং** করিতে পারিবে। যে কৌশলে ইহা পারা যায় তাহা আর একবার শ্রবণ কর, করিয়া ইহা নিত্য অভ্যাসের সাধনা করিয়া ফেল হইবে।

অস্য দেবাধিদেবস্য পরস্য পরমাত্মনঃ।
জ্ঞানাদেব পরাসিদ্ধির্নত্বনুষ্ঠান দুঃখতঃ॥ ১
অত্র জ্ঞানমনুষ্ঠানং নত্বন্যদুপযুজ্যতে।
মৃগতৃষ্ণাজলভ্রান্তিশান্তৌ চেদং নিরূপিতম্॥ ২
নহ্যেষ দূরে নাভ্যাশে নালভ্যো বিষমে ন চ।
স্বানন্দাভাসরূপোঽসৌ স্বদেহাদেব লভ্যতে॥ ৩
কিঞ্চিন্নোপকরোত্যত্র তপোদান ব্রতাদিকম্।
স্বভাবমাত্রে বিশ্রান্তিমৃতে নাত্রাস্তি সাধনম্॥ ৪॥

এই জগৎ যাহার উপরে ভাসিয়া যাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলার মত করিয়াছে সেই দেবতাই পরম চৈতন্য। এই চৈতন্যের কথা সৎশাস্ত্রে ও সাধুসজ্জনের নিকটে শ্রবণ কর, করিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য, জ্ঞান সাধনাটি জানিয়া লও, লইয়া সাধনা করিতে থাক।

এই দেবদেব পরাৎপর পরমেশ্বরকে জ্ঞানযোগে সাক্ষাৎকার করা যায়। কোনপ্রকার অনুষ্ঠান দুঃখঃ থাকিতে থাকিতে জ্ঞানসিদ্ধি হইতেই পারেনা। [অনুষ্ঠান দুঃখ চিত্তশুদ্ধি জন্য ইহাত প্রথমেই চাই শেষে জ্ঞানানুষ্ঠান]

মৃগতৃষ্ণিকায় যে জলভ্রান্তি এই ভ্রমের উপশম জন্য মরুমরীচিকার জ্ঞানই আবশ্যক। সেইরূপ মৃগতৃষ্ণিকা সদৃশ জগৎভ্রান্তি, নিবারণের জন্য একমাত্র চৈতন্যকেই জানা আবশ্যক; অন্য কোন অনুষ্ঠান এখানে উপযুক্ত নহে।

এই চৈতন্য দূরেও নহেন, নিকটেও নহেন। কোন কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়না। ফলদ্বারা কর্ম্ম সফল হইল বুঝা যায়। আত্মা কিন্তু ফলদ্বারা লাভ করা যায়না। কণ্ঠে মুক্তামালা আছে তাহা বিস্মৃত হইয়া এখানে ওখানে খোঁজা হইতেছে। বিস্মৃত কণ্ঠ—চামীকরবৎ জ্ঞানলভ্য এই চৈতন্য। স্মরণ মাত্রেই

তিনি সুলভ। আপনার আনন্দাভাসরূপ এই চৈতন্যদেবকে সাধনা কৌশলে আপন আপন দেহেই লাভ করা যায়। তপস্যা, দান, ব্রত এই চৈতন্য বস্তু লাভের অসাধারণ সাধন নহে। স্বরূপে বিশ্রামলাভ ভিন্ন অন্য কিছুই তৎপ্রাপ্তির উপায় নহে।

বুঝিতেছ কি করিতে হইবে? মোহজাল ত্যাগ করিতে হইবে, ভ্রমজ্ঞান দূর করিতে হইবে, জগৎমৃগতৃষ্ণিকা নাই শুধু এই ভাবিলেই হইবে না ইহা মিথ্যা জানা চাই, চৈতন্য দেবকে বিস্মৃত হও বলিয়াই চৈতন্যদেবকে পাওনা। কণ্ঠে চামীকর আছে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখ। স্মরণমাত্রেই স্বদেহেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। স্বদেহে সর্ব্বদা যখন তাঁহাকে পাইবে তখনই ঈশ্বর দ্বারা জগৎ আচ্ছাদিত বুঝিবে। ভ্রমেই ঈশ্বরকে জগৎরূপে দেখিতেছিলে। স্থিরজল ভাবনা করিতে করিতে তরঙ্গকে আর তরঙ্গ দেখা যায়না, মৃত্তিকা চিন্তা করিতে করিতে ঘটপটের আকার আর থাকেনা সবই মৃত্তিকাই হইয়া যায় সেইরূপ ভিতরে চৈতন্য ভাবনা দৃঢ় করিতে পারিলেই জগৎটা আর দেখা যায়না, ভ্রমটা কাটিয়া গেলেই ভিতরে বাহিরে একমাত্র শ্রীচৈতন্যেই বিশ্রাম লাভ করা যায়।

সার কথা এই। দেহের ভিতরে চৈতন্যকে ভাবনা কর। তোমার দেহে যখন যাহা অনুভূত হইতেছে চৈতন্যই তাহার দ্রষ্টা। জাগ্রতকালে চৈতন্য দেহ ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া দেহে যখন যাহার স্পর্শ হয় তৎক্ষণাৎ তাহা জানা যায়। আবার মনের ভিতরে যখন যাহা সঙ্কল্প উঠে চৈতন্য তাহা জানেন, জানিতেও পারেন। তোমার দেহের অথবা মনের মধ্যে যাহা হয় চৈতন্য জাগ্রতকালে তাহার দ্রষ্টা এবং সাক্ষী। আবার স্বপ্নকালে এই চৈতন্য স্থূলদেহ ছাড়িয়া ভাবনারাজ্যে ভাবনাতে সমস্ত সংস্কার অনুভব করেন। পুনরপি ইনি জাগ্রতের কাম কামনা এবং স্বপ্নের সংস্কার ছাড়িয়া সুষুপ্তিতে একটিমাত্র হইয়া থাকেন। বাহিরে তমসাবৃত কিন্তু ভিতরে চৈতন্য আপন স্বভাবে, আপন প্রকাশে অবস্থিত। সাধনাদ্বারা এই বিস্মৃতিরূপতমোভাবটি কাটাইলেই স্বরূপ বিশ্রান্তিলাভ হয়। আমাকে আমি জানিনা এই অজ্ঞানটি যখন নিরন্তর স্মৃতিতে দূর হয় তখনই চৈতন্যে নিত্যস্থিতি লাভ ঘটে। দেহের ভিতরে চৈতন্যের এই খেলা দেখ, খেলা দেখিয়া দেখিয়া ভ্রমজ্ঞানটা চৈতন্য ভাবিয়াই ইন্দ্রজাল বোধ কর। ভিতরে চৈতন্য ভাবিয়া ভাবিয়া সমস্তই চৈতন্য দেখ। ধীরে ধীরে সপ্তজ্ঞান ভূমিকা পথে চল। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই জ্ঞানভূমিকার কথা আর একবার বলিয়া ঈশাবাস্যের প্রথম মন্ত্র শেষ করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমং জাতমাত্রেণ পুংসা কিঞ্চিৎ বিকসিত বুদ্ধিনৈবং সৎসঙ্গমপরেণ ভবিতব্যম্। ১।

অনবরত প্রবাহ পতিতোঽয়মবিদ্যানদীনিবহঃ শাস্ত্রসজ্জন সম্পর্কাদৃতে ন তরিতুং শক্যতে। ২।

তেন বিবেকতঃ পুরুষস্য হেয়োপাদেয় বিচার উপজায়তে। ৩।

তদাসৌ শুভেচ্ছাভিধাং বিবেকভুবমাপতিতো ভবতি। ৪।

ততো বিবেকবশতো বিচারণায়াম্। ৫।

সম্যগ্ জ্ঞানেনাসম্যগ্ বাসনাং ত্যজতঃ সংসার ভাবনাতো মনস্তনুতামেতি। ৬।

তেন তনুমানসাং নাম বিবেকভূমিমবতীর্ণো ভবতি। ৭।

যদৈব যোগিনঃ সম্যগ্ জ্ঞানোদয়স্তদৈব সত্ত্বাপত্তিঃ। ৮।

তদ্বশাৎবাসনা তনুতাং গতা যদা তদৈবাসাবসংসক্ত ইত্যুচ্যতে কর্ম্মফলেন ন বধ্যত ইতি। ৯।

অথ তানববশাৎ অসত্যে ভাবনাতানবমভ্যস্যতি। ১০।

যাবন্ন কুর্ব্বন্নপি ব্যবহরন্নপ্যসত্যেষু সংসারবস্তুষু স্থিতোঽপি স্বাত্মন্যেব ক্ষীণমনস্তাদভ্যাসবশাৎ বাহ্যংবস্তু কুর্ব্বন্নপি ন পশ্যতি নালম্বনেন সেবতে নাভিধ্যায়তি তনুবাসনত্বাচ্চ কেবলং মূঢ়ঃ সুপ্তপ্রবুদ্ধইব কর্ত্তব্যং করোতি। ১১।

তনুভাবিত মনস্কস্তেন যোগভূমিকাং ভাবনামধিরূঢ়ঃ। ১২।

ইত্যন্তর্লীনচিত্তঃ কতিচিৎ সংবৎসরানভ্যস্য সর্ব্বথৈব কুর্ব্বন্নপি বাহ্যপদার্থান্ ভাবনাং ত্যজতি তুর্য্যাত্মা ভবতি ততো জীবন্মুক্ত ইত্যুচ্যতে। ১৩।

প্রথমে জন্মমাত্রেই পুরুষের বুদ্ধি বিকশিত হয় না। ক্রমে সৎসঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ হয়। তজ্জন্য প্রথমেই সৎসঙ্গ আবশ্যক। অবিদ্যা নদী সমূহ অনবরত প্রবাহ তুলিয়া মানুষের উপর পতিত হইতেছে। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে এই অবিদ্যানদী পার হওয়া যাইবে না। সৎসঙ্গে ও সৎশাস্ত্র সাহায্যে বিবেকবুদ্ধির প্রকাশ হয় তখন কি হেয় কি উপাদেয় এই বিচার আইসে। তখন শুভেচ্ছা নামক প্রথম জ্ঞানভূমিকায় পুরুষ উপনীত হয়। অনন্তর বিবেকদ্বারা বিচারণা ভূমিতে পৌছিয়া পুরুষ অনুষ্ঠান পরায়ণ হয়। নিত্য অনিত্য জ্ঞানলাভ করিয়া সাধক তখন বাসনা ত্যাগ করে। বাসনা ত্যাগ করিয়া মানুষ মনে মনে সংসার বাসনার ক্ষীণতা অনুভব করে। ইহাই তনুমানসা নাম্নী তৃতীয়া জ্ঞানভূমি। যে সময়ে যোগী অনিত্য ত্যাগ করিয়া সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন তখন তাঁহার সত্ত্বাপত্তি নাম্নী উত্তম জ্ঞান ভূমিকার উদয় হয়। ইহাদ্বারা

তাঁহার বাসনা অতি ক্ষীণ হয় তখন তিনি কিছুতেই আসক্ত হননা কোন কর্ম্ম-ফলেও বদ্ধ হয়েন না। তখন বাসনাক্ষয়ে অসত্য যাহা তাহা নিতান্ত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ইহাই তিনি অভ্যাস করেন। ইহাই অসংসক্তি নাম্নী জ্ঞানভূমি। ক্রমে বাহ্যবস্তুর বাসনা না থাকায় আমিই চৈতন্য এই ভাবটি পরিপুষ্ট হয় এবং বাহ্যার্থ বিস্মরণ হইতে থাকে। যখন সমাধিতে থাকেন তখন কোন কিছুরই আর উদয় হয় না পরন্তু সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলে স্নান ভোজনাদি করিতে হয় তখন তাঁহার মনে কোন বাহ্যার্থের উদয় হয় না। তিনি কিছুই চিন্তা করেন না সর্ব্বদা বিস্মৃতের মত থাকেন। মূঢ়ের মত, সুপ্ত প্রবুদ্ধ ব্যক্তির মত ব্যবহার করেন। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিছুই করেন না। পরেচ্ছায় অন্যমনস্কের মত তাঁহার স্নান ভোজনাদি কর্ত্তব্য সম্পাদিত হয়। এই পদার্থ-অভাবনী নাম্নী যোগভূমিতে তিনি অন্তর্লীনচিত্তে কতিপয় বৎসর যাপন করিয়া যোগী তুরীয় অবস্থালাভ করেন ও জীবন্মুক্ত হয়েন।

ভিতরে চৈতন্যকে লাভ করিয়া যখন সাধক সমাধিস্থ থাকেন তখন তিনি কোনকিছুই করেন না কোন কিছুই ভাবেননা আত্মানন্দে বিভোর থাকেন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেই তখন **ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং** আপনা হইতে হইয়া যায়। ইহা যাহাদের হয়না তাহারা ইহার ভাবনা অভ্যাস করেন।

যাঁহার জ্ঞানসাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে তিনি কোন কিছু প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে সুখী দুঃখী হন না। যাহা আইসে বিগতশঙ্ক হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হয়েন মাত্র। স্পন্দন থাকিলেই আবার শান্ত স্থির অবস্থায় আইসেন। ইহাই স্বরূপ বিশ্রান্তি। এখন শ্রুতির দ্বিতীয় মন্ত্র বলিব।

মুমুক্ষু। এই বেদ মন্ত্রের ঋষ্যাদি কিরূপ?

শ্রুতি। শ্রবণ কর।

ওঁ ঈশাবাস্য মিত্যস্য দধীচকং। অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ।

আত্মাদেবতা। ভপদেশে বিঃ।

মুমুক্ষু। প্রথম মন্ত্রের সহিত দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বন্ধ কি?

শ্রুতি। এবমাত্মবিদঃ পুত্রাদ্যেষণাত্রয় সংন্যাসেন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ। অথেতরস্য অনাত্মজ্ঞতয়া আত্মগ্রহণাশক্তস্য ইদমুপদিশতি মন্ত্রঃ-কুর্ব্বন্নেবেতি।

প্রথম মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে আত্মতত্ত্বের উপদেশ করা হইয়াছে। তৃতীয় পাদে

আত্মজ্ঞান লাভ জন্য পুত্র, বিত্ত স্বর্গাদি ত্রিবিধ এষণা ত্যাগের উপদেশ আছে। চতুর্থ পাদে কর্ম্মের ইচ্ছাও ত্যাগ করিতে হইবে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম মন্ত্র ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী যে মুমুক্ষু তাঁহার জন্য। কারণ মুমুক্ষুর একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান। আর বিধি পূর্ব্বক সংন্যাস গ্রহণ করিয়া আত্মজ্ঞানের অভ্যাসে যিনি অসমর্থ তাঁহার জন্য দ্বিতীয় মন্ত্রের উপদেশ ॥ ১ ॥

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

সরলমন্ত্রার্থঃ **ইহ** ইহসংসারে -ইহ পৃথিব্যাং—ইহ কর্ম্মভূমৌ [যঃ আত্মজ্ঞানে অসমর্থঃ সঃ] **শতং সমাঃ** যাবদয়ঃ শতসম্বৎসরং ন্যূনমধিকং বা শতবৎসর পর্য্যন্তং দীর্ঘায়ুঃ পরিমিতং কালমপি **কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ এব** বিহিতানি অগ্নিহোত্রাদীনি নিত্যানি অন্যানি চ নিষ্কামাণি মুক্তিহেতুকানি নির্ব্বর্ত্তয়ন্ এব ; কর্ম্মাণি এব কেবলানি নতু ফলেচ্ছাং কুর্ব্বন্ **জিজীবিষেৎ** জীবিতুমিচ্ছেৎ। **এবং** এবম্প্রকারেণ জীবতি সতি—এবম্প্রকারেণ কর্ম্ম কুর্ব্বতো—এবং প্রকারেণ শত সংবৎসরং যথোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানবতি—এবম্প্রকারেণ জিজীবিষতি **ত্বয়ি নরে** নরমাত্রাভিমানিনি কর্ম্ম কৃতমপি কর্ম্ম **ন লিপ্যতে** ন সম্বধ্যতে কর্ম্মণা ন লিপ্স্যসে ইত্যর্থঃ—কর্ম্মফললেপো ন স্যাৎ—স্বোচিতেনাসংকল্পিতফলেন কর্ম্মণা ভগবন্তমারাধয়ন্তং নরমপি ত্বাং ন প্রাগুত্তরকর্ম্ম বাধ্নত ইত্যর্থঃ।

ইতঃ এতস্মাদগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতো বর্ত্তমানাৎ প্রকারাৎ **অন্যথা** প্রকারান্তরং **ন অস্তি** যেন প্রকারেণ অশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে।

চূর্ণিকা। ইহ সংসারে [ভাস্করানন্দঃ] অস্মিন্ কর্ম্মাধিকারে লোকে [শঙ্করানন্দঃ] ইহ কর্ম্মভূমৌ [আনন্দ ভট্টঃ] ইহ পৃথিব্যাং [সত্যানন্দঃ] কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ এব অগ্নিহোত্রাদীনি নির্ব্বর্ত্তয়ন্ এব [আচার্য্যঃ] কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি নিষ্কামাণি মুক্তিহেতুকাণি কুর্ব্বন্ এব [অনন্তাচার্য্যঃ] কর্ম্মাণি এব কেবলানি নতু ফলেচ্ছাং কুর্ব্বন্ "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনেতি ভগবতোক্তত্বাৎ [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ] কর্ম্মাণি নিত্যানি অগ্নিহোত্রাদীনি অন্যানি চ [শঙ্করানন্দঃ] বিহিতানি কর্ম্মাণি নিষ্কামতয়া কুর্ব্বন্নেব [ভাস্করানন্দঃ] যো নরঃ এবম্প্রকারেণ সর্ব্বংব্রহ্মেতিজ্ঞানসম্পন্নঃ সন্ নিষ্কামেণ ফলাভিসন্ধিরাহিত্যেন কর্ম্মাণি ইন্দ্রিয়ব্যাপারাণি কুর্ব্বন্ এব [সত্যানন্দঃ] **শতং সমাঃ** শতসংখ্যকাঃ সংবৎসরান্

তৎস্বত্বাৎ সাম। শ্রোত্রমেবর্ক্, মনঃ সাম, শ্রোত্রস্যাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ মনসঃ সামত্বম্। অথ যদেতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্ক্, অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণম্ আদিত্যইব দৃক্‌শক্ত্যধিষ্ঠানং তৎ সাম। অথ য এষো ঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে পূর্ব্ববৎ; সৈবর্ক্ অধ্যাত্মং বাগাদ্যা, পৃথিব্যাদ্যাচাধিদৈবতম্। প্রসিদ্ধা চ ঋক্ পাদবদ্ধা ঽক্ষরাত্মিকা। তথা সামোক্থসাহচর্য্যাদ্বা স্তোত্রং সাম, ঋক্ শস্ত্রম্ উক্থাদন্যৎ। তথা যজুঃ স্বাহা-স্বধা-বষড়াদি। সর্ব্বমেব বাগ্‌যজুঃ স্তৎ স এব। সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সর্ব্বযোনিত্বাচ্চেতি হ্যবোচাম—ঋগাদি-প্রকরণাৎ। তৎব্রহ্মেতি ত্রয়োবেদাঃ। তস্যৈতস্য চাক্ষুষস্য পুরুষস্য তদেব রূপমতিদিশ্যতে। কিন্তৎ? যদমুষ্যাদিত্য-পুরুষস্য, হিরণ্ময় ইত্যাদি যদধিদৈবতমুক্তম্ যাবমুষ্য গেষ্ণৌ পর্ব্বণী, তাবেব অস্যাপি চাক্ষুষস্য গেষ্ণৌ। যচ্চামুষ্য নাম উদিতি উদ্গীথ ইতি চ তদেবাস্য নাম। স্থানভেদাৎ রূপগুণনামাতিদেশাদীশিতৃত্ব-বিষয়ভেদ-ব্যপদেশাচ্চ আদিত্য-চাক্ষুষয়োর্ভেদ ইতিচেৎ? ন, অমুনা অনেনৈবেত্যেকস্যোভয়াত্ম-প্রাপ্ত্যনুপপত্তেঃ। দ্বিধাভাবেনোপপদ্যত ইতিচেৎ—বক্ষ্যতিহি স একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি ইত্যাদি, ন; চেতনস্যৈকস্য নিরবয়বত্বাৎ দ্বিধাভাবানুপপত্তিঃ। তস্মাদধ্যাত্মাধিদৈবতয়োরেকত্বমেব। যত্তু রূপাদ্যতিদেশো ভেদ-কারণমবোচঃ ন তদ্ ভেদাবগমায়, কিন্তুহি স্থান-ভেদাদ্ ভেদাশঙ্কা মাভূদিত্যেবমর্থঃ। স এষ চাক্ষুষঃপুরুষো যে চৈতস্মাদাধ্যাত্মিকাদাত্মনোঽর্ব্বাঞ্চোঽর্ব্বাগ্‌গতা লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে, মনুষ্যসম্বন্ধিনাঞ্চ কামানাম্। তত্তস্মাৎ য ইমে বীণায়াং গায়ন্তি গায়কাস্তএতমেব গায়ন্তি। যস্মাদীশ্বরং গায়ন্তি, তস্মাত্তে ধন সনয়ঃ ধন-লাভযুক্তা ধনবন্ত ইত্যর্থঃ ॥৬॥ অথ য এতদেবং বিদ্বান্ যথোক্তং তদেবমুদ্গীথং বিদ্বান্ সাম গায়তি, উভৌ স গায়তি চাক্ষুষমাদিত্যঞ্চ, তস্যৈবংবিদঃ ফল মুচ্যতে—সোঽমুনৈব আদিত্যেন স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি আদিত্যান্তর্গতো দেবো ভূত্বেত্যর্থঃ, দেবকামাংশ্চ (আপ্নোতীত্যর্থঃ)। অথ অনেনৈব চাক্ষুষেণৈব যে চৈতস্মাৎ অর্ব্বাঞ্চো লোকা স্তাংশ্চাপ্নোতি মনুষ্যকামাংশ্চ চাক্ষুষো ভূত্বেত্যর্থঃ। তস্মাদুহৈবংবিদ্ উদ্গাতা ব্রূয়াদ্ যজমানং—

ঋমিষ্টং তে তব কামমাগায়ানীতি। এষ হি যস্মাদুদ্গাতা কামাগানস্য উদ্গানেন কামং সম্পাদয়িতুম্ ঈষ্টে সমর্থ ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ? য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়ত। দ্বিরুক্তিরুপাসন-সমাপ্ত্যর্থা।

বঙ্গানুবাদ] অনন্তর আধ্যাত্মিক উপাসনার অবতারণা করা যাইতেছে। বাক্ই ঋক্, প্রাণ সাম, সেই এই সাম এই (বাক্রূপ) ঋকে অধিষ্ঠিত, অতএব ঋকে অধিষ্ঠিত করিয়া সাম গীত হইয়া থাকে। বাক্ই সা, প্রাণ অম, এইরূপে (সা ও অম এই দুই অংশের সম্মেলনে) সাম শব্দ নিষ্পন্ন। চক্ষুই ঋক্ আত্মা সাম, সেই এই (আত্মরূপী) সাম, চক্ষু (রূপ) ঋকে অধিষ্ঠিত, সুতরাং এখনও ঋকে অধিষ্ঠিত করিয়া সাম গীত হইয়া থাকে। চক্ষুই সা, আত্মা অম, এইরূপে সা ও অম এই দুই অংশের মিলনে সাম শব্দ নিষ্পন্ন। শ্রোত্রই ঋক্, মন সাম। এই মনোরূপ সাম শ্রোত্র-রূপ ঋকে অধিষ্ঠিত, এই জন্য এখনও ঋকের অধিষ্ঠানে সাম গীত হইয়া থাকে। শ্রোত্রই সা মন অম, এইরূপে সা ও অম এই দুই অংশের সমবায়ে সামশব্দ নিষ্পন্ন। তৎপর এই যে চক্ষুর শুক্লদীপ্তি, ইহাই ঋক, আর (চক্ষুর) যে নীলিমা—সুকৃষ্ণদীপ্তি, ইহাই সাম। এই (সুনীল দীপ্তিরূপ) সাম (শুক্লদীপ্তিরূপ) ঋকে অধিষ্ঠিত। সেইহেতু ঋকের অধিষ্ঠানে সাম গীত হয়। এই যে চক্ষুর শুক্লকান্তি, ইহাই সা শব্দের অভিহিত, আর যে নীলিমা বা সুকৃষ্ণদীপ্তি, ইহা অম শব্দের প্রতিপাদ্য, এইরূপে সা ও অম এই দুই অংশের সম্মিলনে সাম শব্দ নিষ্পন্ন। চক্ষুর অভ্যন্তরে যে ছায়াত্মা পুরুষ পরিদৃষ্ট হয়েন, তিনিই ঋক্ তিনিই সাম, তিনিই উক্থ, তিনিই যজুঃ, তিনিই বেদত্রয়াত্মক ব্রহ্ম। (পূর্ব্বে আধিদৈবিক উপাসনায়) আদিত্য-পুরুষের যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, এই চাক্ষুষপুরুষেরও তাহাই রূপ, তাঁহার যে ঋক ও সামরূপ গেষ্ণ বা পর্ব্বদ্বয় বলা হইয়াছে, ইঁহারও তাহাই গেষ্ণ বা অংশদ্বয়; যে 'উৎ' ও উদ্গীথ এই নামদ্বয় উল্লিখিত হইয়াছে ইঁহারও তাহাই নাম। সেই এই চাক্ষুষ পুরুষ আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিম্নে যে সকল লোক অবস্থিত, তৎসমুদয়ের প্রভু এবং মানবলোকের যাবতীয়

কামের ও ইনিই প্রভু। গায়কগণ যে বীণায় গান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইঁহাকেই গান করেন, এই জন্যই তাঁহারা (বীণাবাদকগণ) ধন-লাভযুক্ত হইয়া থাকেন। অপিচ যিনি এই উদ্গীথরূপী পুরুষোত্তমকে এইরূপে অবগত হইয়া সাম গান করেন, তিনি চাক্ষুষ ও আদিত্য উভয় পুরুষেরই গান করিয়া থাকেন, তিনি এই আদিত্যপুরুষের প্রসাদে দ্যুলোকের পরবর্ত্তী যে সকল লোক, তাহাও প্রাপ্ত হন, তিনি দেব ভোগ্য কাম্য বস্তু সমূহ লাভ করেন। তৎপর এই চাক্ষুষ পুরুষের প্রসাদে আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিম্নে যে সকল লোক অবস্থিত, তৎসমুদয়ও তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, মনুষ্যভোগ্য যাবতীয় কাম্য পদার্থও লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্যই এইরূপ বিজ্ঞান সম্পন্ন উদ্গাতা (যজমানকে) বলেন—তোমার কোন্ কামাবস্তুর জন্য গান করিব? যেহেতু ইনি সাম-গানদ্বারা নিখিল কাম্যবস্তু সম্পাদনে সমর্থ। (কে সমর্থ?) যিনি এইরূপ বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সাম গান করেন।

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী। ভগবন্, ভগবতী শ্রুতি অধিদৈবত-ভাবে আদিত্যপুরুষ ও অধ্যাত্ম-ভাবে চাক্ষুষপুরুষের উপাসনা উপদেশ করিলেন। গুরুমুখে আমি এই শ্রবণ-মনোরম উপদেশ শ্রবণ করিলাম, আপনি আমার মনের নানা প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে সকল সংশয়েরই নিরাস করিয়াছেন, এখন আমায় উপদেশ করুন, কিরূপে আমি এই অতীন্দ্রিয় পুরুষের উপাসনা করিব? আপনার উপদেশে আমি যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাতে এখনও আদিত্য পুরুষ ও চাক্ষুষ পুরুষ, উভয়ই আমার নিকট পরোক্ষ তত্ত্বমাত্র, পরোক্ষ বস্তুর উপাসনা কিরূপে করিব, উপাস্যবস্তু প্রত্যক্ষ হইলে ত তাঁহার উপাসনা সম্ভবপর?

আচার্য্য। বৎস, সত্যই আদিত্য-পুরুষ ও চাক্ষুষ-পুরুষ প্রাকৃত-দৃষ্টির অগোচর। এই জন্যই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—দৃশ্যতে

নিবৃত্ত-চক্ষুর্ভিঃ সমাহিত-চেতোভি ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনাপেক্ষৈঃ। দৃষ্টি অন্তর্মুখী না হইলে অসমাহিত-চিত্তে ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনহীন অধিকারীর পক্ষে আদিত্যপুরুষ বা চাক্ষুষপুরুষ উভয়ই অতীন্দ্রিয় পরোক্ষতত্ত্ব-মাত্র। এরূপ ব্যক্তি এই উপাসনায় অনধিকারী। আদিত্য-পুরুষ ত দূরের বস্তু, আদিত্য-মণ্ডলের শুক্ল ও কৃষ্ণ দীপ্তি দর্শন করিতে হইলেও শাস্ত্র-সংস্কৃত একাগ্র-দৃষ্টি আবশ্যক। 'তদ্ধি একান্ত-সমাহিত-দৃষ্টে দৃশ্যতে'। যাঁহার বহিরঙ্গ-দর্শনের জন্য ও একান্ত-সমাহিত হওয়া আবশ্যক, স্বয়ং তিনি বিক্ষিপ্ত-চিত্ত অধিকারীর পক্ষে কত দুর্লভ বস্তু, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছ। অথচ দুর্লভ মনে করিয়া দূরে রাখিলে চলিবেনা, কারণ এই মহাপুরুষ তোমারই আত্মা। আর যত দেখিতেছ বা শুনিতেছ—বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি-সকলই আত্মীয়। কেহ তোমার পুত্রটি অপহরণ করিলে সে পুত্র-বিরহে তুমি অসহনীয় যাতনা অনুভব কর, এমন কি কেহ মুহূর্ত্তের জন্য তোমার চক্ষু দুইটী আবরণ করিয়া রাখিলে পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়-দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তুমি দুঃসহ যন্ত্রণায় বিহ্বল হইয়া পড়, বাধা অপসারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, বিয়োগ-দুঃখে এত অসহিষ্ণু তুমি, কেমন করিয়া লক্ষ লক্ষ জন্ম এই অমৃতময় এই মনোভিরাম, এই নয়নাভিরাম, এই সর্ব্বেন্দ্রিয়-রসায়ন আত্মবস্তুর বিরহ-যাতনা সহ্য করিয়াছ! কেন এই বস্তুকে দূরে রাখিতে তোমার অসহনীয় যাতনা হয় না। সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ-ঘন অনাদি-নিধন এই মহাপুরুষ যাহার আত্মা, কেন সে এমন ধনে, এমন হৃদয়-সর্ব্বস্বে বঞ্চিত থাকিতে নিদারুণ বেদনা অনুভব করেনা!

ব্রহ্মচারী। ভগবন্, সত্যই অতি প্রাকৃত-বুদ্ধি আমি! সেই জন্যই আমি ভাবিতেছিলাম—শ্রুতির উপদিষ্ট এই তত্ত্বের উপাসনা বড়ই কঠিন; অর্থাৎ এই জটিল রহস্যে আমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনার পাতকহারী উপদেশের মহিমায় আমি এখন বুঝিতেছি-দূরে আছি বলিয়াই আমার নিকট আমারই আত্ম-তত্ত্ব জটিল বলিয়া

মনে হইতেছে। 'ইহা আমার' এইরূপ কল্পনায় ও কত জটিল সমস্যা সরল হইয়া যায়, কত দুর্গম স্থান সুগম হইয়া পড়ে। সুতরাং শ্রুতি-বর্ণিত এই আত্ম-তত্ত্বই আমি এই সত্য সংকল্পে কেন এই দুর্লভ বস্তু ও সুলভ হইয়া পড়িবে না। ভগবন, আপনি উপদেশ করুন, যত কঠিনই হউক, আপনার করুণায় উহা আমার নিকট সহজ হইবে।

আচার্য্য। বৎস, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী। যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সিদ্ধিও সেইরূপই হইয়া থাকে। ফলতঃ পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে যাহার হৃদয়ে যেরূপ অভিমান বদ্ধমূল হয়, সে তাহাই হইয়া যায়। ভগবান অষ্টাবক্র বলেন—

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতি র্ভবেৎ॥

যিনি 'আমি মুক্ত' এই ভাবনায় সিদ্ধ, তিনিই মুক্ত; আর স্বাভাবিক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যিনি আপনাকে বদ্ধ মনে করেন, তিনিই বদ্ধ। 'যা মতিঃ সা গতি র্ভবেৎ' এই প্রবাদবাক্য মিথ্যা নহে, সত্য। সুতরাং আদিত্যপুরুষ ও চাক্ষুষপুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতি বর্ণিত এই তত্ত্ব জটিল বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। যাহা হউক শ্রুতি-মুখে তুমি এই তত্ত্ব শ্রবণ করিলে, এখন মনন-সাহায্যে ইহা হৃদয়ঙ্গম কর, তৎপরে ইহার ধ্যান কর। কিরূপে এই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবে, আপাততঃ তাহাই আলোচনা করিতেছি—প্রণিহিত মনে শ্রবণ কর।

শ্রুতি বলেন - **আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।** (বৃঃ আঃ, ৫ অঃ, ৫ ব্রাঃ)

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় সহধর্ম্মিণী ভগবতী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন—অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে ইহাই জীবের জীবিতোদ্দেশ্য। কিরূপে দর্শন করিব? 'শ্রোতব্যঃ'—প্রথমতঃ আচার্য্য ও শ্রুতি-মুখে আত্মার বিষয় শ্রবণ কর। তৎপর 'মন্তব্যঃ'—শ্রুত বিষয়ের মনন কর। তৎপর 'নিদিধ্যাসিতব্যঃ'-মনন-নির্দ্ধারিত আত্মতত্ত্বের ধ্যান কর। এইরূপে পুনঃ

পুনঃ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে করিতে তুমি আত্মদর্শনের শুভ অবসর লাভ করিতে পারিবে, আত্ম-সাক্ষাৎকারে কৃতার্থ হইতে পারিবে। রজ্জুতে সর্প-কল্পনার মত এই জগৎ আত্মাতেই কল্পিত, অধিষ্ঠান আত্মতত্ত্বের বিজ্ঞানে আত্মাধিষ্ঠিত কল্পিত সকল বস্তুই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

বৎস, যাহা কিছু লাভ করিবার জন্য মানব ব্যাকুল হয়, আত্ম-লাভে তৎসমুদয়ই লাভ করা যায়। তথাপি মানব এই সর্ব্বেন্দ্রিয়-রসায়ন মনোভিরাম পরমপ্রেমাস্পদ আত্মতত্ত্বের জন্য কেন লুব্ধ হয় না, যদি জিজ্ঞাসা কর, তদুত্তরে বক্তব্য এই-ইহা তাহার দুরদৃষ্ট। তাহার দুষ্কৃতি তাহাকে বহির্ম্মুখ করিয়া রাখিয়াছে, এই জন্য আত্ম-জিজ্ঞাসার অবসর নাই। কি উপায়ে এই দুষ্কৃতির খণ্ডন হইবে? এই প্রসঙ্গে ভগবতী শ্রুতি বলেন—

তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি
যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন।

বেদানুবচন বা বেদাধ্যয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে সেই বিশোধিত হৃদয়ে বিবিদিষা বা আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। যাহার তাহাতেও হৃদয় নির্ম্মল হইল না, তাহার পক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক যজ্ঞ দান প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, যজ্ঞ দানাদি নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হইয়া রজস্তমোনির্ম্মুক্ত হইলে আত্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। ইহাতেও যাহার হইল না, তাহার পক্ষে বানপ্রস্থ আশ্রমে অনাশক (ন+আশক অনশন) বা নিষ্কামভাবযুক্ত তপস্যা দ্বারা চিত্ত-ভূমি বিশোধন করা আবশ্যক।

বৎস, যে পাপ সত্ত্ব-প্রকাশময়ী বুদ্ধিবৃত্তিকে দেহেন্দ্রিয়াদি দুর্ভেদ্য প্রলেপে উপলিপ্ত করিয়াছে, যে পাপের কুহকে জীব অন্তর্নিহিত চিত্ত-স্পন্দনকে বাহিরে জগৎ বলিয়া দর্শন করে, যে পাপের প্ররোচনায় অজ্ঞানের মত জীব বিষয়ের দ্বারে নিত্য মাধুকরী করিতেছে, তাহারই খণ্ডনার্থ বেদাধ্যয়ন নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, ও তপস্যার অনুশীলন করা আবশ্যক।

বৎস, তুমি ব্রহ্মচারী, তুমি তোমার অধিকার-ভুক্ত বেদাধ্যয়ন দ্বারা চক্ষুভূমি বিশোধন কর, ক্রমে বুঝিতে পারিবে-আদিত্যপুরুষ ও চাক্ষুষপুরুষ দূরের বস্তু নহে। তোমার অন্তর্দৃষ্টি অজ্ঞানতিমিরে জন্মান্ধ বলিয়াই এই অতিনিকটের বস্তুকে তুমি দূরের বস্তু বলিয়া মনে করিতেছ। ভগবতী শ্রুতি তোমার অনুশীলনে তোমার পরিচর্য্যায় যখন প্রসন্ন হইবেন, শ্রুতির উদ্বোধনে যখন শম-দমাদি সদ্বৃত্তি-নিচয়, তাঁহারই অঙ্গজ্যোতিরূপে তোমার হৃদয়রাজ্য উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে, শমদমাদির চিকিৎসায় অজ্ঞান-তিমির যখন অপনীত হইবে, তখন সদ্যোবিকশিত অন্তর্দৃষ্টিতে আদিত্যপুরুষ ও চাক্ষুষ-পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে, পরোক্ষতত্ত্ব তখন প্রত্যক্ষ হইবেন।

ব্রহ্মচারী। ভগবন্, অজ্ঞান-তিমিরান্ধ আমি, কেবল বেদপাঠে এই দৃষ্টি-চিকিৎসা কিরূপে সম্ভাপর? না ইহার জন্য অন্য কোন সাধনা আবশ্যক?

আচার্য্য। বৎস, তুমি যে প্রত্যহ স্বাধ্যায় করিয়া থাক, ইহাই পরম তপস্যা, ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ সাধনা। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

বেদমেব সদাভ্যস্যেৎ তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসোহি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে॥
আহৈব স নখাগ্রেভ্যঃ পরমং তপ্যতে তপঃ।
যঃ স্রগ্ব্যপি দ্বিজোঽধীতে স্বাধ্যায়ং শক্তিতোঽন্বহম্॥

ব্রাহ্মণ তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা বেদেরই অভ্যাস করিবেন। কারণ বেদাভ্যাসই ব্রাহ্মণের পক্ষে পরম তপস্যা।

যে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যবিরোধী গন্ধ-মাল্যাদি ধারণ করিয়াও প্রত্যহ যথাশক্তি বেদাধ্যয়ন করে, তাহার নখাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব-গাত্রব্যাপী পরম তপস্যা করা হয়।

বৎস, বস্তুতঃই এই মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক পবিত্রতম অলৌকিক শব্দ-রাশির আবর্ত্তনে দেহের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত কি এক সাত্ত্বিক স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া থাকে, সত্ত্বস্ফুরণ-রূপ তপঃফল অল্প আয়াসেই প্রাপ্ত

[illegible]যা যায়। এতদ্ভিন্ন আরও এক অদ্ভুত উপায়ে এই শব্দব্রহ্মরূপিণী [illegible]তি চিত্ত-চিকিৎসা করেন।

মানবের হৃদয়াকাশে অভিধান ও অভিধেয় এই দ্বিবিধরূপে বাগ্‌দেবী বিরাজ করেন। বাগ্‌দেবী যখন অভিধান রূপিণা, তখন তাঁহার নাম শ্রুতি, আর অভিধেয় রূপে ইনিই বিরাট্‌ হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর।

তুমি যখন বেদাধ্যয়ন কর, তখন অভিধানরূপিণা এই বাগ্‌দেবী তোমার রসনাঞ্চল ধরিয়া নৃত্য করিতে করিতে তোমার অভিলাষ-পূরণার্থ স্বীয় বিরাট্‌ দেহ সঙ্কুচিত করিয়া **'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে'** ইত্যাদি মন্ত্ররূপে তোমার নিকট আবির্ভূত হন। আবার পাঠক ও শ্রোতার শ্রবণ-পথে তদীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া স্বীয় অঙ্গজ্যোৎস্নায় সন্তানের হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত করেন, হৃদয়বিহারিণী অভিধেয়-মূর্ত্তি উদ্ভাসিত করেন। তুমি শ্রদ্ধার সহিত যথাবিধি বেদাধ্যয়ন কর, আমার কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, আমি নিত্য-কর্ম্ম ও নিত্য-স্বাধ্যায়ে রাশি রাশি বেদ-মন্ত্র আবৃত্ত করিতেছি, কিন্তু ভগবতী শ্রুতির এই পতিতপাবনী করুণা কেন অনুভব করিতে পারিনা ?

আচার্য্য] বৎস, আচার পূত একাগ্রতা ভিন্ন সন্তান-বৎসলা শ্রুতির এই করুণা অনুভব করা যায় না। 'আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ' পাপনিবারিণী শ্রুতিও আচার-হীন ব্যক্তিকে পবিত্র করেন না। প্রত্যুত আচার-বর্জ্জিত ব্যক্তি বিষয়-বাসনায় অন্যমনস্ক হইয়া গতানুগতিক-নিয়মে যে বেদ পাঠ করেন, তাহাতে স্বয়ং অসুরবল্লা বাক্ ও আসুরী বাক্‌রূপে রূপান্তরিত হইয়া পড়েন। আসুরী বাক্ আসুরী সম্পদেরই পোষকতা করেন। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন—**যাং হ্যন্যমনা বাচ' বদত্যাসুর্য্যৈবি সা বাগদেব-জুষ্টা**—(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬ অঃ ৫ খঃ)। বৎস, তুমি তোমার অন্যমনস্কতার অপরাধে এই দেব-সেবিত অমৃত অসুর-ভোগ্য করিয়া তুলিও না, তাহা হইলেই এই পরব্রহ্ম-মহিষী বাগ্‌দেবীর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

// উৎসব।

—:*:—

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণাপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৬শ বর্ষ	সন ১৩২৮ সাল; মাঘ।	১০ম সংখ্যা

অতি আশ্চর্য্য।

করিত কত কিছু, বুঝিতেও যাই সব, বলিও ত অনেক কিন্তু এতদিনে দেখিতেছি, সে শেষ করিয়া না দিলে আমার করা হইলনা, সে বুঝাইয়া না দিলে আমার বুঝার শেষ নাই আর তারে না দেখিয়া দেখিয়া কথা কহিলে আমার কথারও রস নাই। আহা! একি আশ্চর্য্য প্রহেলিকা! যে আকাশ ছাইয়া হৃদয় ভরিয়া দাঁড়াইয়া আছে সর্ব্বত্র শুনি, তাকে স্মরণ করিতে মনে থাকে না—হায়রে মন! কিসে ভুলে এই ভুল করে?

বিশ্বাস কি করনা সে আছে—ভিতর বাহির ভরিয়া সে আছে? এই যে আমি লিখি তাকে লইয়া কি লিখি না? যখন কথা কই তাহাকে লইয়া কি কথা কইনা? যখন কিছু পড়ি তখন তাহাকে লইয়া কি পড়ি না? যখন কিছু ভাবি তখন তাহাকে লইয়া কি ভাবি না? যখন যা করি, খাই, যজ্ঞ দান তপস্যা, সব সময়ে তারে সঙ্গে লইয়া কি সব করি না? এমন সময় কি আমার কোন দিন গিয়াছে যখন সে নাই আমি ছিলাম; সে দেখিল না, আমি হাঁসিলাম, কাঁদিলাম, কর্ম্ম করিলাম, স্নান আহার করিলাম, বিশ্রাম করিলাম, নিদ্রা গেলাম? এ কথাতে কেউ বলে না, কেহই বলিতে সাহস করে না! তবে তাকে ভুলিয়া আমি থাকি কিরূপে? আমি কি লইয়া থাকি? আমাকে ভুলাইয়া রাখে কে? তাই বলিতেছিলাম একি প্রহেলিকা?

আজ তোমার কাজ করিতেছিলাম—মনে হইতেছিল তোমার লইয়া করি। বলিতেছিলাম আমি করিতেছি, কি হইতেছে না হইতেছে—সে ভাবনায় কাজ কি? তুমি আমায় ভাল করিয়া করাইয়া লও। তুমি করাইয়া না লইলে আমার কর্ম্ম করার মত করা হইবে না। এই রকম তুমি লেখাইয়া না দিলে আমার লেখার মত লেখা হইবে না—তোমায় না দেখিয়া কথা কহিলে বা কোন কিছু ভাবনা করিলে—কথার মত কথা কওয়া হইবেনা, ভাবার মত ভাবা হইবেনা। আহা—এই আমার সব সময়ে কবে হইবে? কবে তুমি আমায় সব করাইবে, সব দেখাইবে, সব বুঝাইবে, আমি বুঝিব? অথবা তুমিই চিরদিন আমার সঙ্গে আছ—প্রতিকর্ম্মে প্রতিভাবনায় প্রতিবাক্যে আমি ইহা দেখিব? আর কি লিখিব—ইহার মধ্যে বুঝিবার কথাও অনেক রহিল আর করিবার ত সবই রহিল।

ইহাই কিন্তু শ্রীগীতার নিষ্কাম কর্ম্ম—ইহাই কিন্তু "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। ইহাই কিন্তু স্মরণ—বাক্য ভাবনা কর্ম্মে নিত্য স্মরণ আর যখন ভাবনা বাক্য কর্ম্ম না থাকিবে তখন শুধু স্মরণে আপনি আপনি বিশ্রাম।

ও চরণে প্রণিপাত।

প্রভু! অনন্ত আকাশ জুড়ে তোমার বিশাল আঁখি,
জগতের প্রতি দৃশ্যে ও দুটি নয়ন দেখি;
নয়নে নয়ন পড়ে যখন যেদিকে চাই
স্নেহময় আঁখি দুটি সতত দেখিতে পাই।
এদৃশ্য জগত ছেড়ে অন্তরে খুঁজিলে দেখি
প্রেমে ভরে চেয়ে আছে প্রীতি মাখা দুটি আঁখি;
গোপনেই চেয়ে থাক গোপনে বাস গো ভাল
মন্ত্ররূপে প্রকাশিয়ে করিলে হৃদয় আলো।
সংসার প্রথম অঙ্কে পিতা মাতা রূপে তুমি
দ্বিতীয়ে প্রেমের খেলা খেলিলে হইয়ে স্বামী;
তৃতীয়ে গো খেলা সাঙ্গ পথহারা নিরাশ্রয়
গুরু রূপে হে দয়াল দিলে আসি পদাশ্রয়।

তোমাকে দেবার মত আমার কিছুই নাই
কায় মন প্রাণে শুধু তোমারি হইতে চাই ;
সর্ব্বক্ষণ পাইতেছি তবস্নেহ আশীর্ব্বাদ
সর্ব্বাঙ্গ লোটায়ে করি ও চবণে প্রণিপাত

সবটি বল।

সবটি বলিবে ?

সংক্ষেপেত ?

আচ্ছা তাই ।

একটি বস্তুই আছে। চিবদিন আছে, চিবদিন ছিল, চিবদিন থাকিবে। আবাব এইটি সব জানেন, চিবদিন জানেন, চিবদিন জানিতেন, চিবদিন জানিবেন। আবাব এইটিই আনন্দরূপ। চিবদিন আনন্দরূপে আছেন, ছিলেন, থাকিবেন।

এইটিতেই জীবেব প্রয়োজন।

এইটিকে পাইব কিরূপে ?

নিজ দেহেই ইঁহাকে পাওয়া যায়।

কিরূপে ?

যিনি চিবদিন আছেন, ছিলেন, থাকিবেন তাঁহাকে এই দেহে যখন খুঁজি তখন দেখি "আমি আছি" এইটিব অনুভব—যখন অনুভব করিতে ইচ্ছা করি তখনই পাই। যখন অনুভব করিনা ভুলিয়া যাই তখনও ইনি আছেন—আমি নানা ভাবে ভাবিত হই বলিয়া—অতিশীঘ্র শীঘ্র বহু বহু মত হইয়া যাই বলিয়া আমিব অনুভব কবিনা—কিন্তু মনে কবিলেই স্মবণ মাত্রেই বুঝি আমি আছি। যেমন উপবে পূর্ণচন্দ্র আব নীচে চৌবাচ্চাব জল। জল যখন স্থিব থাকে তখন চৌবাচ্চার জলে পূর্ণচন্দ্র পূর্ণভাবেই প্রতিবিম্বিত থাকেন। জল যখন চঞ্চল হয় জলকে যখন বেশী করিয়া নাড়িয়া দেওয়া যায় তখনও পূর্ণচন্দ্রেব ছায়া জলের মধ্যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া দেখা যায় আব জল থামিলেই ভাঙ্গা চাঁদ গোটা হইয়া ফুটিয়া উঠেন। সেইরূপ চিত্ত যখন স্থির হয় যখন আর বাহিরের কোন কিছু ইহাকে নাড়েনা চাড়েনা তখন এই নির্ম্মলচিত্তে পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর বড় সুন্দর

হইয়া ইহাতে প্রতিবিম্বিত হয়েন। আবার চিত্ত যখন চঞ্চল থাকে তখনও "আমি আছির" অনুভব হয় বটে অর্থাৎ মনে করিলেই অনুভব করা যায় কিন্তু চঞ্চলে যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অনুভব তাহাকে ধরা যায় না। চিত্তকে বাহিরের বিষয় ছাড়াও, চিত্তকে অন্তর্মুখী কর পূর্ণচন্দ্র তখন সুন্দরভাবে চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্তকে চিত্ত রাখিবেন না চিত্তকে চিৎ করিয়া লইয়া পূর্ণ চিৎই বিরাজিত হইবেন।

"আমি আছির" অনুভব তবে সকল সময়েই আছে। অনুভব করিলেই করা যায়। বহুর অনুভব ছাড়িয়া একটির অনুভব করিতে থাক। যখন চিত্ত স্থির হইবে তখন যাহা চাও তাহাই পাইয়া ধন্য হইয়া যাইবে। রাম রাম মাত্র কর, করিয়া স্থির হও—রামই হইয়া স্থিতি লাভ করিতে পারিবে।

"আমি আছি" ইহার অনুভব দেহের মধ্যেই তবে পাওয়া গেল। কিন্তু আমি পূর্ব্বেও "ছিলাম" পরেও "থাকিব" ইহা অনুভবে আসিবে কিরূপে?

ইহারই জন্য শাস্ত্র। শাস্ত্র অজ্ঞাত-জ্ঞাপক। যাঁহারা "ছিলাম" "থাকিব" ইহার অনুভব করিয়াছেন—যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহারাই নিজের অনুভবের কথা শাস্ত্রে রাখিয়াছেন। বেদ ইহা আপনি প্রকাশ করিয়াছেন—ঋষিগণ বেদের উপদেশে চলিয়া বেদ বাক্যের সত্যতা অনুভব করিয়া পুরাণ তন্ত্র ইতিহাস আদিতে ইহা রাখিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্র কেন আবশ্যক তাহাত দেখিতেছ?

হাঁ ইহাই ঠিক।

এই কি সব বলা হইল?

না। একটি অংশের আভাস মাত্র দেওয়া হইল। আরও জ্ঞান অংশ বাকী এবং আনন্দ অংশ বাকী।

জ্ঞানানন্দের কথা পরে শুনিও। একটাই কিছু দিন ধরিয়া ধরিয়া রাখ। পরে অন্য সমস্ত হইবে। চিত্তের চাঞ্চল্য কাটাও—কাটাইয়া আমি কে, চৈতন্যকে দ্রষ্টা ভাবে, সাক্ষীভাবে সর্ব্বদা দেখিবার সাধনা কর—সহজে জ্ঞান ও আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে।

প্রার্থনায়—বিশ্বাস পুষ্টি।

বিশ্বাস কি কাহাকেও কর? শুধু শুনিয়া নয় কার্য্য দেখিয়া? যাঁহাকে বিশ্বাস কর তিনি তোমার জন্য কিছু করেন ইহা কি অনুভব কখন করিয়াছ? যদি করিয়া থাক তবে তোমার বিশ্বাস বাড়িয়া যাইবেই নিশ্চয়।

তিনি আমার জন্যও কিছু করেন ইহার অনুভব করিবে কিরূপে বলিতে পার? আমি একটা কথা বলি দেখ দেখি তোমার মন ইহা ধরে কিনা?

কোন প্রকার কষ্ট পাইলেই তাঁহাকে জানাও। মনের কষ্টই হউক শরীরের ক্লেশই হউক প্রার্থনা কর ঠাকুর শতদোষ আমার। শত অপরাধ আমি করিয়া ফেলি। আমি শত চেষ্টা করিয়াও ঠিক মত চলিতে পারি না। এইবারটি তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি আমায় চালাইয়া লও। জপ পূজা ধ্যান সবই করিতে চেষ্টা করি বটে কিন্তু তুমি যদি আমায় না চালাও তবে কিছুই আমার ঠিক হয়না। ঠাকুর বড় মূর্খ আমি। লৌকিক কর্ম্মও আমার মনের মত হয়না যদি তুমি আমায় চালাইয়া না লও। বিদ্মহে ধীমহির পরে বুঝি প্রচোদয়াৎ এই জন্য?

আমি শরীর লইয়া বড় কষ্ট পাইতেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করিয়া শরীরটা এইবার ঠিক করিয়া দাও নতুবা আমি তোমার জন্য কোন কিছুই করিতে পারি না।

মনের কষ্ট যখন পাও তখন ত প্রতিক্ষণই তাঁহাকে জানাইবে কিন্তু দেহের যাতনা হইলেও তাঁহাকে জানান চাই। অনেক সময় এমন হয় যেন আর সহ্য করিতে পারা যায় না। এই সময়ে তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর। প্রথম প্রথম তিনি কিছু করিলেন কিনা ইহা অনুভবে আসিবেনা। তিনিই তোমাকে সুস্থ করিয়া দিলেন কিন্তু তুমি ভাবিবে অন্য অন্য কারণে হইল। তোমার বিশ্বাসের অভাবেই ইহা হয়। কিন্তু তুমি কষ্ট দূর করিবার জন্য সাধারণ লোকের মত চেষ্টা করিলে সত্য তথাপি এমন সময় আইসে যখন অত্যন্ত ক্লেশের সময় যেমন প্রার্থনা করিলে ঠাকুর! বড় কষ্ট পাইতেছি আর পারিনা তুমি আমায় ভাল করিয়া দাও প্রার্থনা করিবা মাত্র তুমি দেখিবে একক্ষণেই তোমার সমস্ত যাতনা কেহ যেন সরাইয়া দিল, তুমি তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গিয়াছ। এই সময়ে তুমি নিশ্চয় করিতে পারিবে আহা! এ আর কেহ নয় এ তুমিই। এমন করিয়া সব সরাইয়া দিতে আর কেহ পারেনা। খুব করিয়া প্রার্থনা কর—যদি একবারও এক্ষণে

প্রার্থনামাত্র সব সরিয়া গেল দেথ তবে নিশ্চয় এ কার্য্য তাহার। এইটি অনুভব করিতে পারিলেই তোমার বিশ্বাস পুষ্ট হইবে। তথন তুমি নাম জপ করার রস অনুভব করিতে পারিবে। সর্ব্বদা নাম জপে তাঁর স্মরণ করিতে তোমার বড় ব্যগ্র হইবে।

তাই বলি তাঁহার কাছে নিরন্তর প্রার্থনা কর। নাম কর আর প্রার্থনা কর। সকল অসুবিধার জন্য প্রার্থনা কর। লয় বিক্ষেপের জন্য প্রার্থনা কর। কিছু বুঝিতে পারনা প্রার্থনা কর। শরীর ভাল থাকেনা প্রার্থনা কর।

এই ভাবে প্রার্থনার অভ্যাসে যথন একবারও তার অলৌকিক ব্যাপার অনুভবে আসিবে তথনই তোমার বিশ্বাসের পুষ্টি হইবে। বিশ্বাস পুষ্টি যাহার হইয়াছে তাহার আর কোন ভয় নাই কোন ভাবনা নাই। সেই যে তোমার আছে! সেই যে তার অনুগতের সবই করিয়া দেয়! সংসার অনেক ভয় তুলিবে অনেক ভাবনা আনিবে তুমি তাহার দিকে চাহিয়া সব কথা তাহাকে জানাইয়া তাহার নাম জপ কর আর যা কিছু সব সে কেমন করিয়া যে তোমার করিয়া দিবে বা করাইয়া দিবে তাহা তোমায় জানিতেও দিবেনা। আহা! মানুষের এমন সুহায় আছে তবু মানুষের ক্লেশ যায়না? জাতিয় দুঃখ যায়না? হায়? মানুষের অবিশ্বাস।

অবিশ্বাসী ভাবে ইহা কি নিষ্কাম কর্ম্ম? নিষ্কাম কর্ম্ম ত অনেকদূরের সাধনা। আগে এই ভাবে সকামকর্ম্মে তাঁহাকে ডাকিতে অভ্যাস কর শেষে সে আপনি তোমার কর্ম্মকে নিষ্কাম করিয়া দিবে। নতুবা শত অভাব তোমার, শত অসুবিধা তোমার, শত ক্লেশ তোমার, শত পীড়া তোমার, তুমি নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী হইবে কি একবারেই?

যৎ করোষি যদশ্নাসি
যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়!
তৎকুরুস্বমদর্পণম্॥

এ অভ্যাস করিবারও ক্রম আছে।

শুধু পড়িয়া সব শেষ করিও না। মনন কর আর কর্ম্ম করিয়া অভ্যাস কর লাভ হইবে। না কর যেমন আছ তেমনিই থাকিবে আর ক্রমে নীচে নামিবে।

আজকালকার শোকের বিষয়।

অশোচ্য বিষয়ে শোক করাই আজকালকার জগতের মূর্খতা। জাতিটা মরিয়া যাইবে, এই সব মানুষ না খাইতে পাইয়া মরিবে, বড় কষ্ট পাইবে জাতিকে বাঁচাও, অন্নবস্ত্রের সংস্থান কর, খাইতে পরিতে দিয়া জাতিটাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর। আর লোকের শরীরের ক্লেশ দূর কর ইহাই যে আজকালকার শোকের বিষয়।

শ্রীগীতার উপদেশ অশোচ্য বিষয়ে শোক করিও না। মরণ, দেহের মরণ হইবেই দেহের মৃত্যুতে পণ্ডিতেরা শোক করেন না। মরার শোক মূর্খে করে করুক—মূর্খতা যতদিন থাকিবে ততদিন মৃত্যু জন্য শোক থাকিবেই। জগৎ পণ্ডিত হইলে বুঝিবে যাহা দৈব কর্তৃক অবশ্যই আসিবে তাহার জন্য শোক হইতে পারে না। স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া যে বাঁচা তাহা বহুবারের জন্য মরা।

আর ক্লেশ যাহা, তাহা স্বধর্ম্মে থাকিবার জন্য সহ্য করাই চাই—তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত! শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ এই সব আগমাপায়ী—ক্ষণে যায় ক্ষণে আইসে—ইহারা অনিত্য এই জন্য এই সমস্ত সহ্য করাই উচিত। তপস্যা কর, স্বধর্ম্মে থাক—মরার জন্য শোক করিও না—শারীরিক ক্লেশ সহ্য কর। মৃত্যু জন্য শোকও যদি অশোচ্য তবে শোকের বিষয় কি? গোস্বামী তুলসীদাস বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেন।

শোকাকুল ভরতকে বশিষ্ট ভগবান্ উপদেশ করিতেছেন—

শুনহু ভরত ভাবী প্রবল
বিলখি কহেউ মুনিনাথ।
হানি লাভ জীবন মরণ
যশ অপযশ বিধি হাথ॥
অস বিচারি কে হি দীজিয় দোষু।
ব্যর্থ কাহিপর কীজিয় রোষু॥
তাত বিচার করহু মনমাহী।
শোচযোগ দশরথ নৃপ নাহী॥

মুনিনাথ ভগবান বশিষ্ঠ বিশেষ বিচার করিয়া বলিতেছেন—শুন ভরত দৈব অতি বলবান। হানী লাভ, জীবন মরণ, যশ অপযশ সমস্তই বিধাতার হাতে।

ইহা যদি বিচার কর তবে কাহাকে দোষ দিবে ? কাহারও উপর রাগ করাও বৃথা। তাত ! মনের মধ্যে বিচার কর দেখিবে মৃতরাজা দশরথ শোকের যোগ্য নহেন।

শোক যদি করিতে হয় তবে—

শোচিয় বিপ্র জো বেদ বিহীনা।
তজি নিজধর্ম্ম বিষয় লবলীনা॥
শোচিয় নৃপতি জো নীতি ন জানা।
জেহি ন প্রজা প্রিয় প্রাণ সমানা॥
শোচিয় বৈশ্য কৃপণ ধনবান্।
জো ন অতিথি শিবভক্তি সুজান্॥
শোচিয় শূদ্র বিপ্র অপমানী।
মুখর মানপ্রিয় জ্ঞান গুমানী॥
শোচিয় পুনি পতিবঞ্চক নারী।
কুটিল কলহপ্রিয় ইচ্ছাচারী॥

সেই ব্রাহ্মণ শোকযোগ্য যিনি বেদবিহীন, এবং যিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শুধুই বিষয় লইয়া থাকেন। সেই রাজা শোকযোগ্য তিনি নীতিধর্ম্ম জানেন না এবং যাঁহার প্রজা প্রাণের সমান প্রিয় নহে। সেই বৈশ্য শোক যোগ্য যিনি ধনবান হইয়াও কৃপণ আর যিনি অতিথিপরায়ণ নহেন ও শিবভক্ত নহেন। সেই শূদ্র শোকযোগ্য যিনি ব্রাহ্মণের অপমান করেন, যিনি অনেক কথা কন, যিনি খুব মান্য চান এবং যিনি জ্ঞানের গর্ব্ব করেন।

আবার সেই স্ত্রীলোক শোকযোগ্যা যিনি সৎপতির পথের বিপরীত পথে চলেন—যিনি পতিকে ছলনা করেন আর যিনি কুটিল অর্থাৎ যিনি ভিতরে গরল রাখিয়াও বাহিরে শোভাযুক্তা দেখান, অথবা যিনি কলহপ্রিয়া আর যিনি নিজের ইচ্ছামত চলেন পতির ইচ্ছামত চলেন না।

আরও শ্রবণ কর—

শোচিয় বটু নিজব্রত পরিহরই।
যো নহি গুরু আয়সু অনুসরই॥
শোচিয় গৃহী যো মোহবশ
করে ধর্ম্মপথ ত্যাগ।

শোচিয় বতী প্রপকরত
বিগত বিবেক বিরাগ॥
বৈখানস সোই শোচন যোগু।
তপবিহায় জেহি ভাবে ভোগু॥

সেই ব্রহ্মচারী শোকযোগ্য যিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ত্যাগ কবিষা গুরুর আজ্ঞা মানেন না।

সেই গৃহী শোকযোগ্য যিনি মোহবশে—যিনি লালসাবশে ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম কবেন।

সেই সন্ন্যাসী শোকযোগ্য যিনি পাষণ্ডী হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন, অর্থ সঞ্চয় করেন, আঙ্গবাখা পাজামা পবেন, যাহাকে তাহাকে শিষ্য করেন, ধন বণ্টন কবেন, আপন ইচ্ছামত নূতন পথে চলেন, যাঁহাব জ্ঞান নাই, বৈরাগ্য নাই অথচ আচার্য্য সাজিয়া থাকেন।

সেই বানপ্রস্থ আশ্রমী শোকযোগ্য যিনি তপস্যা ছাড়িয়া ভোগ ভাবেন। গৃহস্থ আশ্রমেব পব ৫০ বৎসব হইতে ৭৫ বৎসব পর্য্যন্ত বানপ্রস্থ আশ্রমের সময়।

পুনরায়—

শোচিয় পিশুন অকাবণ ক্রোধী।
জননী জনক গুরু বন্ধু বিবোধী॥
সব বিধি শোচিয় পব অপকারী।
নিজ তনু পোষক নির্দ্দয় ভারী॥
শোচিয় লোভ নিরত রতকামী।
সুব শ্রুতি নিন্দক পরধন স্বামী॥
শোচনীয় সবহি বিধি সোই।
জো ন ছাঁড়ি ছল হবিজন হোই॥

সেই লোক শোক যোগ্য যে চুগলী করিয়া, লাগাইয়া বাজাইয়া আত্মীয় বিরোধ ঘটায়, অকারণ ক্রোধ কবে, যে মাতা, পিতা, গুরু ভাই মধ্যে বিরোধ বাধায়। সেই ব্যক্তি শোচনীয় যে সর্ব্ব প্রকাবে পরেব কার্য্যে বিঘ্ন ঘটায়-অর্থাৎ সে সর্ব্ব প্রকারে পবের অপকাব কবে আর যে আপনার শবীর পুষ্ট করিবার জন্য অতি নির্দ্দয় হয়। যে নিঘ্নন্তি নিরর্থকে পরহিতং তে কে ন জানীমহে।

আর যে মহালোভী আর অত্যন্ত লোলুপ, যে দেবতার নিন্দা করে,

যে বেদ নিন্দা করে যে পরের দ্রব্য অধিকার করিয়া বসে সেইরূপ লোকের জন্য শোক করা উচিত। সর্ব্বপ্রকারে শোকযোগ্য সেই জন যে ছল কপট ছাড়িয়া ভগবানের ভক্ত না হয়েন--

শোচনীয় নহু কোশল রাউ।
ভুবন চারিদশ প্রগট প্রভাউ॥

কোশলরাজ মহারাজ দশরথ শোকযোগ্য নহেন, চতুর্দ্দশ ভুবনে যাঁহার প্রভাব প্রকটিত তিনি শোকের বিষয় হইবেন কিরূপে? ইত্যাদি।

আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। শ্রীগীতা যাহাকে শোকের অবিষয় বলেন, আজকালকার লোক সেই জন্যই শোক করে আর মহাজনেরা যাহাকে শোকের বিষয় বলেন তাহার জন্য চেষ্টা করাই ইহাদের আনন্দ। সমস্তই কলি-কৌতুক। যাঁহারা কলির দাস তাঁহারা এই এই কৌতুকে যোগদান করেন ভালই কিন্তু কলিরদাস বলিলে ক্রোধ করাও আছে অথচ কলিকৌতুক মধ্যে ডুবিয়া থাকাও আছে এই বা কি? ইতি।

ইচ্ছা-আমার ও তার।

শ্রীভগবানের ইচ্ছা গ্রহণ কর। তোমার ইচ্ছা মত চলিওনা। কতকগুলি প্রশ্ন যে তুলিবে মনে হইতেছে? আচ্ছা শুন। শ্রীভগবানের ইচ্ছা তোমার মধ্যেও ফুটিতে পারে যদি তুমি শ্রীভগবানের বশে থাক। যতদিন তুমি দেহের বশে আছ, মনের বশে আছ ততদিন তুমি দেহে ও মনে নিতান্ত আসক্ত। মনের গোলাম যে, দেহের গোলাম যে, সে কি কখন শ্রীভগবানের ইচ্ছা ফুটাইতে পারে? হৃদয় পবিত্র না হইলে শ্রীভগবানের ইচ্ছা হৃদয়ে ভাসে না। যে জন দেহাত্ম বোধ লইয়া আছে সে আবার শ্রীভগবানের ইচ্ছা নিজের হৃদয়ে দেখিতে পাইবে কিরূপে? যে দেহের বশ, যে মনের বশ—তা নিজের দেহই হউক বা দেশের দশের দেহই হউক, আর নিজের মনই হউক বা নিজের মত দেশের দশের মনই হউক, সে লোক ত দেহ ও মন জন্য স্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিবে না। সে জন ত অর্থ কাম লইয়াই থাকিবে। ধর্ম্মের জন্য মোক্ষের জন্য অর্থ কামকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। মনে করিবে

অর্থ কাম হইলেই দেশের কল্যাণ দশের কল্যাণ। এই ভ্রান্ত লোক কি শ্রীভগবানের ইচ্ছা দেখিতে পায়?

তুমি যখন দেহের বশ মনের বশ, যখন তুমি অর্থ কামের গোলাম তখন তোমার মধ্যে যে ইচ্ছা উঠে তাহা তোমার ইচ্ছা।

তোমার ইচ্ছা মত চলিওনা চল শ্রীভগবানের ইচ্ছা মত।

ঐ যে পূর্ব্বে বিচার লইয়া থাকিতে বলিয়াছি তাহাতে আলস্য অনিচ্ছা অসম্বন্ধ প্রলাপ নিবারণের জন্য নিরন্তর মনকে ধমকাইবার কথা, বিষয়দোষ দেখাইয়া মনকে সেই সুখময় আনন্দময় পুরুষের দিকে ফিরাইবার কথা বলিয়াছি। এই প্রবন্ধে সর্ব্বদা বিচার রাখিবার বড় সুবিধার কথা বলিতেছি শুন।

যখনই কোন ইচ্ছা জাগিবে তখনই তুমি ইহা দমন কর। যদি দেখ শাস্ত্র-প্রচারিত ভগবৎ ইচ্ছার সহিত ইহা মিলেনা তবে ইহাকে তৎক্ষণাৎ তাড়াও।

ধর একটা দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ হইলেই কোথাও রাগ বা অনুরাগ আর কোথাও দ্বেষ হইবেই। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ইহা আমার প্রকৃতির নিয়ম। ইহা কিন্তু আমার নিয়ম নহে। আমার নিয়ম রাগ দ্বেষের বশে যাইও না। বিষয়বাসনাজনিত কোন ইচ্ছা মনে উঠিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিবে। রূপাদি কি দেখিব গীতাদি কি বা শুনিব কি বা ভাবিব—ইহারা আমার ইচ্ছা। সেই শান্ত চলন রহিত সচ্চিদানন্দে কোন ইচ্ছার চলন নাই কোন কামনা বাসনা নাই—যদিই কিছুই থাকে তবে ঐ কামনা শূন্য কর্ম্মশূন্য লালসা শূন্য অবস্থা লাভের জন্য শুভকামনা শুভলালসা শুভকর্ম্ম ইহার ইচ্ছাই আছে। শাস্ত্রেই শ্রীভগবানের ইচ্ছা পাওয়া যায়। তাহা জানিয়া তাহার মত কার্য্য করিও নিজের ইচ্ছার মস্তকে পদাঘাত করিয়া উহাকে মন হইতে তাড়াও। কোন ইচ্ছা উঠিলেই তাহা দমন করিও যদি ইহা শাস্ত্র প্রদর্শিত ইচ্ছার সহিত না মিলে; বিচার সাধনায় মনকে জানাইবার ইহাও কৌশল। মনকে বিচার শুনাও।

সাধ।

কতকাল গেছে চ'লে আছে কি সন্ধান ?
কিবা একাগ্রতা সেই কি বিশাল-প্রাণ ;
করেছিল কি ভাবে সে আত্ম সমর্পণ :
লভিল সাধিয়া যাহা দিল বিসর্জ্জন।
যোড়করে দাঁড়াইয়া দ্রোণাচার্য্য পাশে,
যাচিলেক অস্ত্র শিক্ষা প্রাণ-ভরা আশে,
নিষাদ-কুমার আমি একলব্য নাম,
দয়া করি মোরে দেব কর অস্ত্র দান।
হীনজাতি নিষাদেরে কৈলে শিক্ষাদান
খ্যাতি মোর নষ্ট হবে না থাকিবে মান
নারিব তোমারে আমি, অস্ত্রশিক্ষা দিতে
যাও ফিরে আশা তব না পাবি পুরাতে।
শেলসম প্রত্যাখান বাজিল হৃদয়ে,
বেদনা করুণপ্রাণে উঠিল বাজিয়ে।
কুণ্ঠিত ব্যাকুল প্রাণ আশাহত হায় !
কাতর স্তিমিত-মুখ ধীরে চলে যায়।
ফিরিয়া, ফিরিয়া স্বর মর্ম্মে আসি বাজে
নিষাদ তোমারে শিক্ষা দেওয়া নাহি সাজে।
বেদনা ব্যাকুল—প্রাণ বনের মাঝারে
পূর্ব্ব বেশ ত্যজি তনু গৈরিকে আবরে।
পাটলী করিয়া জটা মস্তকেতে পরে
হয়েছে অপূর্ব্ব-রূপ চক্ষে নাহি ধরে
মৃত্তিকার দ্রোণ মূর্ত্তি করিয়া স্থাপন
তুলসী-চন্দন-পুষ্পে পূজে অনুক্ষণ।
প্রকৃতির সৌন্দর্য্যেতে পূর্ণ সেই স্থান
দাঁড়াইয়া রৈবতক দৃশ্য-সুমহান্
বিশাল সমুদ্র নীচে উপরে আকাশ
শোকের যাতনা হ'তে দেয় অবকাশ
স্রষ্টার অপূর্ব্বভাব হৃদয়ে ধরিল

ব্যথিত ব্যাকুল হিয়া ক্রমে জুড়াইল
জীবনের সব সাধ দিয়া জলাঞ্জলি
সংযম সাধন বলে সাধিল সর্ব
বাহিরে শ্রীগুরু রূপ, অন্তরে দেখিল ;
-আপনার ভাবে বয় আপনি ভরিয়া।
তন্ময় সমাধি মগ্ন শান্ত যোগীবর
আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, আপনি বিভোর।
-নির্ব্বিকার, জ্ঞানময় চিদানন্দ-ভাসে
-আনন্দেরছটা তার বদনে-বিকাশে।
মৃগয়ার তরে আসি কৌরব-সকলে
-বনের-মাঝারে আসি নানা খেলা-খেলে ;
যাইয়া কুকুর এক বনের ভিতরে,
যথায় নিষাদ তথা উচ্চরব করে।
ভঙ্গ হ'ল ধ্যান তার শুনি সে চিৎকার
রুদ্ধ কৈল শব্দ তারে মারি সপ্ত সর।
-তীর সহ গেল যথা আছে বীরগণ
দেখিয়া বিস্ময়-ভাবে বলিল তখন।
কোথাকার শিক্ষা এই আশ্চর্য্য অদ্ভুত
না মারিল জন্তু না করিল রক্তপাত
বাণ মারি শুধু নষ্ট করিলেক রব।
-দেখি নাই কোথা হেন কার্য্য অসম্ভব!
পশিল বনের মাঝে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
দেখিল বসিয়া এক শান্ত-যোগীবর।
জিজ্ঞাসিল কি অদ্ভুত শিক্ষা কৈলে লাভ
কোথা তব গুরু তাই জানিবার সাধ!
হাসি মুখে ধীরে বলে নিষাদ কুমার
আমার সকল শিক্ষা দ্রোণের গোচর।
অভিমানে পূর্ণ পার্থ গুরুর নিকটে
কহিল ঠাকুর বিদ্যা রাখিলে কপটে।
বলেছিলে পুত্র হ'তে করিবে প্রধান

এখন বুঝেছি আছে প্রিয়-অন্য-জন।
অভিমান-বাক্যে কিছু আশ্চর্য্য হইয়া,
কোথা কপটতা মোর? কহেন হাসিয়া
একে একে সব কথা জানা'ন তখন
অর্জ্জুনের সাথে তবে চলিলেন দ্রোণ।
যথায় নিষাদ তথা গিয়া দুইজন
(বলিলেন) দেখ চাহি একলব্য! আসিয়াছি দ্রোণ।
একলব্য দাও গুরুদক্ষিণা আমার
পূর্ণ মনস্কাম তব কি কহিব আর।
কর্ম্মের সফল ফল ল'ভ এইবার
দেখুক জগত বাসী সাধনা তোমার।
স্নেহপূর্ণ সম্বোধনে করিল আকুল
নিমেষে ভুলিলা প্রাণে, বেদনা ব্যাকুল।
অপলক দৃষ্টি তার চাহি দ্রোণ পানে
কি যেন অপূর্ব্ব কিছু দেখিছে নয়নে।
দর-বিগলিত ধারে বক্ষ ভাসে তা'র
উথলি উঠেছে হৃদি আনন্দে আবার।
ভূমিতে লুটায়ে দ্রোণে করিল প্রণতি
হাসি-ভরা মুখে তবে কহে গুরু-প্রতি,
কি দিব দক্ষিণা আমি, কহ মহাশয়!
সকলি আমার প্রভু দিয়াছি তোমায়
লও দেব, সেই বস্তু সাধ যাহা হয়
সাধনা বাসনা সুখ রেখেছি ও পায়।
ফিরিয়া অর্জ্জুনে ব'লে ধন্য বীরবর
তব গুণে পাইলাম চরণ গুরুর।
জীবনের শেষ আশা মিটেছে সফল।
সার্থক জনম মোর জীবন সকল
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নারি জানাইতে
শ্রীহরি কৃপায় গুরু প্রসন্ন তোমাতে।
কহিলেন তবে দ্রোণ স্থির ধীর স্বরে

ডানি-হস্ত বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটি দাও মোরে।
বাম হস্তে ধরি অস্ত্র কাটিলা অঙ্গুলী
দিল গুরু পদ-তলে ছিন্ন-করে-তুলি।
পার্থ-দ্রোণ দুইজনে দেখেন চাহিয়া
কি এক আনন্দে যেন গিয়াছে ভরিয়া।
কিবা পূর্ণতার ভাব খেলিছে নয়নে
করুণা ভরিয়া উঠে উভয়ের প্রাণে।
করে করেছিল এই অদ্ভুত সাধন
আজিও কি যেন ভাবে হইছে স্ফুরণ।
দেখিয়া সাধনা এই সাধ হয় মনে
অমনি সকল দিই শ্রীগুরু চরণে।
আপনার সব সুখ করি বিসর্জ্জন
মিশাইয়া চাই দিতে আত্ম-প্রাণ-মন।

(ল)

অযোধ্যাকাণ্ডে দেবী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৭ম অধ্যায়।

পিতা-পুত্রে।

শ্রীরামচন্দ্র ভুবিবিশ্রুত কীর্ত্তিচন্দ্র
স্মেরাস্যচন্দ্র রজনীচর পদ্ম চন্দ্র।
আনন্দচন্দ্র রঘুবংশ সমুদ্র চন্দ্র
সীতামনঃ কুমুদ্রচন্দ্র নমোনমস্তে॥ মহানাটক।

রাজা দশরথের রাজসভা রামের অপেক্ষা করিতেছে। সভা প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য নরপতিগণে, দাক্ষিণাত্য ভূপালগণে, বহু আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণে এবং অরণ্য ও পর্ব্বতবাসী ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ। অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথ এই সমস্ত সভাসদে পরিবেষ্টিত হইয়া সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

রাম এখনও আসিতেছেন না—সভা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি শ্রুত হইল। সকলে উৎগ্রীব হইয়া পথের পানে দেখিতেছেন। দ্বিতল প্রাসাদে রাজসভা।

প্রাসাদে থাকিয়াই রাজা রামকে দেখিতেছেন।

"প্রাসাদস্থো দশরথো দদর্শায়ান্তমাত্মজম্"।

রাজা দেখিতেছেন—দেখিতে দেখিতে হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে। ভাবিতেছেন কত সুন্দর এই আজানুলম্বিত বাহুযুগল, কত সুন্দর এই মদমত্তমাতঙ্গবৎ গমনভঙ্গী আর কত প্রিয়দর্শন এই চন্দ্রমুখ।

"ঘর্মাভিতপ্তাঃ পর্জ্জন্যং হ্লাদয়ন্তমিব প্রজাঃ"

নিদাঘতপ্ত জনের পক্ষে মেঘ যেমন আহ্লাদকর—রাম বুঝি জগৎ জনের সকলের পক্ষেই সেইরূপ। রাজা সেই নির্ম্মল মুখারবিন্দ দেখিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি পাইলেন না "ন ততর্প সমায়ান্তং পশ্যমানো নরাধিপঃ"।

রথ হইতে অবতরণ করিয়া রাম পিতার সমীপে আগমন করিতেছেন। পশ্চাতে সুমন্ত্র। পিতৃদর্শনাকাঙ্ক্ষী রামচন্দ্র সুমন্ত্রের সঙ্গে কৈলাসশিখর সদৃশ বিচিত্র প্রাসাদে উঠিতেছেন—আর সকলে কি যেন কি দেখিতেছেন। রাম ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া করযোড়ে পিতার নিকট গমন করিলেন—স্বীয় নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। পুত্রকে প্রণত ও বদ্ধাঞ্জলি দেখিয়া নৃপতি তদীয় অঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটে আনিলেন এবং আপনার পার্শ্বে মণিকাঞ্চনভূষিত রুচির আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। রাম আসন গ্রহণ করিলে আসনের বড় শোভা হইল।

"স্বয়ৈব প্রভয়া মেরুমুদয়ে বিমলো রবিঃ"

সূর্য্যের উদয়ে তেজপ্রভায় সুমেরু যেমন সমুদ্ভাসিত হয় সেইরূপ। আর সেই রাজসভা?

"বিমলগ্রহনক্ষত্রা শারদী দ্যৌরিবেন্দুনা"

চন্দ্রোদয়ে গ্রহনক্ষত্রপূর্ণ নির্ম্মল শারদাকাশের যেমন শোভা হয় রামের আগমনে এই সভাও সেইরূপ হইল।

দর্পণে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিয়া লোকের যেমন সুখ হয় রাজা সেইরূপ আনন্দে মগ্ন হইতেছেন। রাজা রামকে বলিতে লাগিলেন।

"বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীতে অনুরূপ পুত্র জন্মিয়াছ। তোমার গুণে প্রজাগণ সবিশেষ অনুরক্ত। কল্যই পুষ্যাযোগে তুমি যৌবরাজ্যে

অভিষিক্ত হও। তুমি স্বাভাবিক গুণবান্ তথাপি যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

তুমি স্বভাবতঃ বিনয়ী তথাপি সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সংযম করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি কামক্রোধ জনিত ব্যসন সকল সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। তুমি স্বয়ং পরোক্ষে ও দূতদ্বারা অপরোক্ষে প্রকৃত বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া প্রজাপালনে তৎপর হইবে।

রাজধর্ম্ম এই যে রাজা ধনাগার, ধান্যাগার ও শস্ত্রাগার পূর্ণ করিয়া প্রজাবর্গকে অনুরক্ত করিয়া প্রজাপালন করিবেন। রাজ্যে প্রজাগণ যেন নিঃশঙ্কচিত্তে সুখভোগ করে তুমি ইহাতে যত্নবান হইবে। হে পুত্র! তুমি আত্মসংযম করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন কর।

রাজার বাক্য শুনিয়া সভাস্থ সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রাম রাজা হইবেন শুনিয়া রামের বন্ধুগণ ত্বরায় মাতা কৌশল্যার নিকট অভিষেক সংবাদ দিল। কৌশল্যা সুমিত্রা প্রভৃতি রাণীগণ অতিশয় হর্ষিত হইলেন।

শোভিত লখি বিধু বাড়ত জনু
বারিধি বীচি বিলাস॥

পূর্ণচন্দ্র দর্শনে বারিধির বীচি বিলাস যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ইঁহাদের হৃদয়ও সেইরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যাহারা এই শুভ সংবাদ শুনাইল তাহারাই বহু বসন ভূষণ পুরস্কার পাইল। রাণী কৌশল্যা আনন্দে মগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বহু ধনরত্ন দান করিলেন। গ্রাম্য দেবতার পূজা দিয়া রঘুনাথের কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন।

আর—

গাবহিঁ মঙ্গল কোকিল বয়নী
বিধুবদনী মৃগশাবকনয়নী॥

পিককণ্ঠা মৃগশাবকনয়না চন্দ্রমুখী রমণীগণ মঙ্গলগীত গান করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র পিতৃদেবের চরণ বন্দনা করিয়া রথারোহণে নিজ ভবনে গমন করিলেন। তখন সভাভঙ্গ হইল।

রামকে উপদেশ দিয়া রাজা দশরথ স্বকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজা পুনরায় রামকে আনয়ন জন্য সুমন্ত্রকে প্রেরণ করিলেন। প্রতিহারি—মুখে সুমন্ত্রের পুনরাগমন বার্ত্তা শ্রবণে রামচন্দ্র বিস্মিত হইয়াছেন। "রাম হৃদয় অস বিস্ময় ভয়উ"। রাম সর্ব্বদাই ভরতের বিরহ অনুভব করিতেন। ভাবিতেছেন

চারিভাই একসঙ্গে জন্মিয়াছি শয়ন ভোজন শৈশব খেলা কর্ণবেধ উপবীত বিবাহ সমস্তই একসঙ্গে হইল আব—

বিমল বংশ অহ অনুচিত একা।
অনুজ বিহায় বড়েহি অভিষেকা॥

সবই একসঙ্গে হইল কিন্তু ভবতকে ত্যাগ কবিয়া আমাব অভিষেক এই মহৎ বংশে যেন অনুচিত মনে হইতেছে।

যাহা হউক বাম বাজাব পুনবাহ্বানে কিছু শঙ্কান্বিত হইলেন।

রাম আসিলেন আবাব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম কবিলেন বাজা আবার বলিতে লাগিলেন "বাম! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমাব সকল কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে।

"ন কিঞ্চিন্মম কর্ত্তব্যং তবান্যত্রাভিষেচনং"

তোমাব বাজ্যাভিষেক ব্যতিরেকে আমাব অপব কর্ত্তব্য আব কিছুই নাই। আমি তোমাকে কল্যই যৌববাজ্যে অভিষিক্ত করিব। বাম আমি গতরাত্রে বড় অশুভ স্বপ্ন দর্শন কবিয়াছি। দিবসে উল্কাপাত ও ঘোবববে বজ্রপতন ঘটিয়াছে। দৈবজ্ঞেবাও বলিয়াছেন আমার জন্মনক্ষত্র দারুণ গ্রহ সূর্য্য মঙ্গল রাহু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। অতএব আমাব কোন বিপদ সংঘটন হইবার পূর্ব্বেই তুমি এই রাজ্যভাব গ্রহণ কব। অদ্য তুমি বধূব সহিত নিয়মানুসারে উপবাসী থাকিয়া কুশ শয়নে শয়ন কবিয়া থাকিও। অদ্য তোমাব সুহৃদ্‌বর্গের কর্ত্তব্য, সাবধান হইয়া তোমাকে বক্ষা করা। কাবণ এইরূপ কার্য্যে বাধা বিঘ্ন ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আব ভবত এখন অযোধ্যাপুবী হইতে বিদেশে আছে। তাহাব আগমনেব পূর্ব্বেই তোমাব অভিষেক হয় ইহাই আমাব ইচ্ছা। আমি জানি ভবত সাধুদিগেব মতেব অনুবর্ত্তী; ভবত তোমার আজ্ঞাধীন, ভরত ধর্ম্মাত্মা, সদয়হৃদয় ও জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু কাবণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যদিগেব চিত্ত বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়। ধার্ম্মিক সাধুব্যক্তিবাও সময়ে রাগ দ্বেষাদি দ্বারা আকুল চিত্ত হইয়া উঠেন। *

বিপ্রোষিতশ্চ ভবতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম॥ ২৫
কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতাতে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী ধর্ম্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৬
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্।
সতাঞ্চধর্ম্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব॥ ২৭ ॥ ৪র্থ সর্গ অযোধ্যাকাণ্ডঃ

কৈকেয়ী-বিবাহের অঙ্গীকার যদি বিঘ্ন উৎপাদন করে রাজা এই আশঙ্কা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। রাজা ভরত হইতে বিপদ আশঙ্কা করিতেছেন কিন্তু রাজা জানিতেন না ভরত অযোধ্যায় থাকিলে দেবতাদিগের কার্য্যেই বিঘ্ন ঘটিত।

রাজা শেষে বলিলেন রাম তুমি স্বভবনে গমন কর। জানিও কল্যই তোমাকে সিংহাসনে বসিতে হইবে।

রাম পিতার চরণে প্রণাম করিলেন আর জানকীকে সংবাদ দিবার জন্য কনকভবনে গমন করিলেন। সীতা সেখানে নাই। রাম তখন মাতৃভবনে প্রবেশ করিলেন।

৮ম অধ্যায়।

দেবতাগারে—রাণী কৌশল্যা।

তত্রতাং প্রবণামেব মাতরং ক্ষৌমবাসিনীম্।
বাগ্‌যতাং দেবতাগারে দদর্শায়াচতীং শ্রিয়াম্॥ বাল্মীকি।

এমন মা না হইলে কি আর রামের মা হওয়া যায়? রাজ্ঞী কৌশল্যা সর্ব্বদা সত্ত্বসঙ্কল্প লইয়াই থাকিতেন। রাম জননীর সম্বন্ধে অদূর মোক্ষ সাম্রাজ্য যদি বলা যায় তবে বড় বেশী যেন বলা হয়না। রাম নিকটে আসিলে রাণী যখন রামের মস্তকাঘ্রাণ করিতেন, রামের নিকট দাঁড়াইয়া রাণী নিজের হৃদয়ে যে অন্তঃশীতল একটি আনন্দ প্রবাহ অনুভব করিতেন তাহাতেই রাণী বুঝিতেন রাম কি আর তাঁহার রাম তাঁহার কে?

বশিষ্টদেব যখন রাজপুরীতে রামাভিষেচনের কথা প্রচার করেন তখনই রাণী কৌশল্যা রাম-বন্ধুর মুখে শুভসংবাদ শ্রবণ করেন। রাণী শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া আপনার কণ্ঠ হইতে উত্তম হার উন্মোচন করিয়া সংবাদদাতাকে প্রদান করেন এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুত্রবৎসলা কৌশল্যা তখন প্রীতমনে রামের মঙ্গল প্রসিদ্ধির জন্য লক্ষ্মীদেবীর পরিচর্য্যা করেন। রাণী জানিতেন রাজা সত্যবাদী। তিনি প্রতিশ্রুত রক্ষা করিবেন কিন্তু রাজা নিতান্তই কৈকেয়ী বশগ। কি জানি যদি কিছু বিঘ্ন ঘটে এই জন্য মহারাণী ব্যাকুলচিত্তে দুর্গাদেবীর পূজা করিলেন।

"ইতি ব্যাকুলচিত্তা সা দুর্গাং দেবীমপূজয়ৎ"।

ব্রাহ্মণদ্বারা হোম করাইয়া এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন দান করিয়া রাণী এই মাত্র নারায়ণেব মন্দিবে প্রবেশ করিয়াছেন।

মধ্যমারাণী সুমিত্রাও সংবাদ শুনিয়া মহাদেবীব সন্ধানে দেবতামন্দিরে আসিয়াছেন। ক্ষৌমবাস পবিধানা মহাবাজ্ঞীকে সুমিত্রা প্রণাম কবিয়া বলিতেছেন কল্যই রাম বাজা হইবেন এই সংবাদ দিতে আসিলাম। কৌশল্যার চক্ষে আনন্দাশ্রু। মহাবাণী সুমিত্রাব হর্ষবিস্ফাবিত চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া বলিতেছেন সুমিত্রা! তোবে আর কি দিব আমার সর্ব্বস্ব এই আলিঙ্গন তোর জন্য। রাণী বড় প্রেমভবে সুমিত্রা দেবীকে আলিঙ্গন কবিলেন। সম্মুখে লক্ষ্মী নাবায়ণেব মূর্ত্তি। উভয়ে তখন মন্দিবের দেবতাদিগকে প্রণাম কবিলেন আব মধ্যমা রাণী দেবী কৌশল্যাব পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

রাণী দেবতাব সম্মুখে আসনে উপবেশন করিয়াছেন এমন সময়ে লক্ষ্মণ আসিলেন। দেবতাকে প্রণাম কবিয়া সৌমিত্রী উভয় জননীকে প্রণাম কবিলেন। মহাবাণী লক্ষ্মণেব হর্ষগদ্‌গদ্ বাক্যেব ভিতবে কত কি অনুভব কবিলেন। যশস্বিনী কৌশল্যা তখন সুমিত্রাদেবীকে বলিলেন সীতা ও উর্ম্মিলাকে এখানে আনাও। লক্ষ্মণ উঠিয়া যাইতে চান কৌশল্যা লক্ষ্মণকে বসিতে বলিলেন। দেখিতে দেখিতে জানকী ও উর্ম্মিলা আসিলেন। দেবতা প্রণাম কবিয়া উভয় বধু জননী গণেব চরণে প্রণতা হইলেন। অপরাপর প্রণাম ও শেষ হইল।

হরি মন্দিবেব আজ কি অপূর্ব্ব শোভা! সকলেব আনন্দ যেন লক্ষ্মী নারায়ণেব আননে ও চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। সকলেই যেন আব কাহারও আগমন প্রতীক্ষা কবিতেছেন। কৌশল্যা বাণী বাগ্‌যতা হইয়া দেবতাবাধন তৎপরা হইয়াছেন। ক্ষৌমবাসধাবিণী কৌশল্যা মনে মনে রামের জন্য রাজ্যলক্ষ্মী প্রার্থনা করিতেছেন।

"শ্রত্বা পুষ্যেচ পুত্রস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনং।"
"প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দ্দনম্॥"

দেবী শ্বাসে শ্বাসে জপ কবিয়া পরে প্রাণায়াম করিতে করিতে জনার্দ্দনের ধ্যান করিতেছেন। ধ্যান করিতে করিতে কৌশল্যা স্থির হইয়া গিয়াছেন। এমন সময়ে রাম আসিলেন।

অন্তস্থমেকং ঘনচিৎ প্রকাশং
নিরস্ত সর্ব্বাতিশয় স্বরূপম্।
বিষ্ণুং সদানন্দময়ং হৃদব্জে
সা ভাবয়ন্তী ন দদর্শ রামম্॥

কৌশল্যা হৃদয়কমলে সৎস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, প্রকাশময় চিৎঘন, এক অন্তর্যামী, শ্রীবিষ্ণুকে ভাবনা করিতেছেন—যাঁহার ভাবনা করিতে পারিলে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির সমস্ত বিষয় ধীরে ধীরে আত্মায় লয় হইয়া যায় সেই গুণাতীত পরম পুরুষকে মূর্ত্তি অবলম্বনে ধ্যান করিতে করিতে কৌশল্যা এত একাগ্র হইয়া গিয়াছেন যে তিনি বাহিরে রামকে দেখিতে পাইলেন না।

বিচেয় তারকা শর্ব্বরীর মত এখনও এই হিন্দুসমাজ দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তিমতী অন্তঃপুরচারিণী দুই একটি কৌশল্যাকে আপন ক্রোড়ে ধরিয়া আছেন সত্য কিন্তু যুগধর্ম্মে ইহাও বুঝি আর থাকেনা। ইহাঁদের তিরোভাব কি একবারে হইয়া যাইবে? ভারতের সেই লোকাতীত গৌরব স্মৃতিপটে জাগাইয়া তুলিতে আর কিছুই কি থাকিবেনা? মনেত হয়না একেবারে মুছিয়া যাইবে। অধর্ম্মের অতি চপল গালবাদ্য দেবদ্বিজগুরুভক্তিকে অতি কুসংস্কার বলিয়া চারিদিকে তারস্বরে বিঘোষিত করিলেও ভারতের ধর্ম্ম একবারে লোপ পাইবেনা। ভারতের ধর্ম্ম ভারতের আদর্শ যে সনাতন তাই আশা।

রাণী সুমিত্রা মহারাণীকে জাগাইবার জন্য বলিলেন রাম আসিয়াছে। রাম নাম শুনিয়া রাণীর বহির্দৃষ্টি প্রবাহিত হইল। আর রাম দেবতাকে প্রণাম করিয়া সেই নিয়মবতী মাতার নিকট আসিলেন আসিয়া দুই মাতাকে প্রণাম করিলেন। রাজ্ঞী রামকে নিকটে বসাইয়াছেন। লক্ষ্মণ সুমিত্রা সীতা উর্ম্মিলা সকলেই সেই আনন্দমন্দিরে।

ভগবান্ বাল্মীকি দেবতাগারে এই যে মধুর দৃশ্য দেখিয়া তাহাই রামায়ণে স্থায়ীভাবে রাখিয়া গিয়াছেন আমরা বলি এই দৃশ্য জয়যুক্ত হউক। মহর্ষি রামায়ণ লিখিয়া পতিতের উদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়াছেন। দেবর্ষির মুখে রামায়ণের ঘটনাগুলি তিনি শ্রবণ করেন, তাহার পরে "মানিষাদ" ব্যাপারে রামায়ণ লিখিবার হৃদয় প্রস্তুত হয় পরে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করেন তথাপি হইল না। শেষের কার্য্য ভগবান্ বাল্মীকিকে নিজেই করিতে হইল। ভগবান্ বাল্মীকি রাম চরিত্রাদি যাহা শুনিলেন তাহার সাক্ষাৎকার জন্য ভিতরে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্রাগগ্র কুশাসনে উপবেশন করিয়া যথাবিধি

আচমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া রামপ্রসাদ লাভ জন্য চিত্তকে একাগ্র করিলেন। তখন—

হসিতং ভাষিতঞ্চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্।
তৎসর্ব্বং ধর্ম্মবীর্য্যেণ যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি॥

যোগজবলে ভগবান্ বাল্মীকি বামায়ণেব সমস্ত চবিত্রেব হসিত—হাস্য পবিহাস, ভাষিত—কথাবার্ত্তা, এবং গতি—নানাবিধ চেষ্টা, সমস্তই প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইলেন। আদিকবি প্রত্যক্ষ কবিয়া লিখিয়া বাখিয়া গিয়াছেন আমবা যদি ভাবনায় সেই হসিত, ভাষিতাদি আনিতে চেষ্টা না কবি তবে শুধু পুস্তক পাঠে, শুধু গল্প শ্রবণেব অতি ক্ষণস্থায়ী একটা তৃপ্তি ভিন্ন আব আমাদেব কি লাভ হইবে? রামায়ণ যে বেদ, রামায়ণ পাঠে আমাদেব মত অজ্ঞানান্ধ কলিব জীবেব যে সরস ভাবে বেদ পাঠ হয় এই হসিত ভাষিতেব বর্ণনা পাঠ করিয়া তাহা ভাবনায় প্রত্যক্ষ না করিতে চেষ্টা কবিলে আমবা শুধু গল্প পড়িয়া মৃত্যুসংসাব সাগব পাব হইবাব কি কবিলাম? তাই বলিতেছিলাম দেব মন্দিবের এই দৃশ্য জয়যুক্ত হউক। এস এস ভাবনা কবি এস কে কোথায় বসিয়াছিলেন, সীতা, বাম, উর্ম্মিলা, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা সুমিত্রা কাহাব মুখে কোন্ ভাব বিবাজ কবিতেছিল দেখি এস। এ সৌভাগ্য কি আমাদেব হইবে? এই ধ্যান আমবা কি কবিতে পারিব? শ্রীবহিতেবত ঋষিগণেব করুণায়—সাধন বিহীন আমবা—আমবা সম্পূর্ণ না পারিলেও কতক কতক যাহা পাবিব তাহাতেই আমাদেব লঘুপায়ে পরলোকে গতি লাগিবে।

জগৎকে সুখ দিবাব জন্য বাম আছেন। অপবকে সুখী কবিয়া সেই সুখেব প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধাবণ কবাই সুখময়েব সুখ। বাম জননীব সুখ উৎপাদন কবিয়া বলিতে লাগিলেন

অম্ব পিত্রা নিযুক্তোঽস্মি প্রজাপালন কর্ম্মণি।
ভবিতা শ্বোঽভিষেকোমে যথা মে শাসনং পিতুঃ॥

মা! পিতা আমাকে প্রজাপালন কর্ম্মে নিযুক্ত কবিতেছেন। পিতাব আদেশ, কল্য প্রভাতে আমাকে বাজা হইতে হইবে। উপাধ্যায়েব ব্যবস্থা মত পিতা আমাকে বলিয়াছেন আজ রাত্রিতে সীতাব সহিত আমাকে উপবাসী থাকিতে হইবে। বৈদেহীকে যে যে মাঙ্গল্য কার্য্য করিতে হইবে তাহা তুমি বলিয়া দিও।

মায়ের কাছে সীতার কথা যখন ভগবান্ বলিতেছিলেন তখন ভগবানের মুখের ভাব কিরূপ হইল আর সীতাকেই বা কিরূপ দেখাইতেছিল—ইহার ভাবনা একটু করনা—দেখনা ধ্যান হয় কিনা?

চিরদিনের অভিলাষ! কৌশল্যার তাহাই পূর্ণ হইতে চলিল। কৌশল্যা রামকে হর্ষবাষ্পাকুল বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

"বৎস রাম চিরঞ্জীব হতাস্তে পরিপন্থিনঃ"

বৎস রাম! তুমি চিরজীবি হও। তোমার শত্রু যেন আর কেহ না থাকে। রাজশ্রী লাভ করিয়া তুমি আমার ও সুমিত্রার জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবদিগকে আনন্দিত কর। রাণী কৌশল্যা কিন্তু কৈকয়ীর নাম করিলেন না। রাণী আবার বলিতে লাগিলেন—আমি তোমাকে অতি শুভনক্ষত্রে প্রসব করিয়াছি যেহেতু তুমি স্বীয় গুণে পিতা দশরথকে প্রীত করিয়াছ। পুত্র! আমি অন্যকামনা ত্যাগ করিয়া শুধু পদ্মলোচন শ্রীহরির প্রীত কামনায় যে সমস্ত ব্রত উপবাস করিয়াছি তাহা সফল হইয়াছে কেননা ইক্ষ্বাকু রাজ্যলক্ষ্মী কাল তোমাকে আশ্রয় করিবেন।

যখন রাম মাতার এই কথা শুনেতেছিলেন তখন লক্ষ্মণ করযোড়ে অতি বিনীত ভাবে রামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি জানি কি যেন হইয়া যাইতে ছিলেন। রাম লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, হাসিয়া বলিতে লাগিলেন লক্ষ্মণ! তুমিও আমার সঙ্গে বসুন্ধরা শাসন করিবে। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা! আমি তোমার জন্যই রাজ্য ও জীবন আকাঙ্ক্ষা করি তাই বলি এই রাজশ্রী তোমাকেও আশ্রয় করিতেছেন। ইহা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র একবার সীতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—পরে ঊর্ম্মিলার দিকে চাহিলেন। ভগবানের মনে আর যেন কিছু জাগিতেছিল যেন কিছু অপূর্ণ অপূর্ণ বোধ হইতেছিল। ভরত যে ঠাকুরের বড় প্রিয়।

ভরত সরিস প্রিয় কো জগমাহীঁ।

ভরত যে রামের প্রেমের মূর্ত্তি। ভরতের সমান প্রিয় এই জগতে তাঁহার আর কে?

রামহিঁ বন্ধুশোচ দিন রাতী।
অণ্ডন কমঠ হৃদয় জেহি ভাঁতী॥

অণ্ডহেতু কমঠের অন্তর যেমন ক্ষুণ্ণ হয় সেইরূপ ভ্রাতৃবিরহে রঘুনাথের হৃদয় দিবানিশি যেন একটা কিছু অভাব অনুভব করিত।

ভগবান, লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া নারায়ণকে ও মাতাদিগকে অভিবাদন করিলেন আর মাতার অনুমতি লইয়া কনক ভবনে চলিলেন। রাণী শ্রীসীতাকে যাহা করাইতে হয় করাইয়া কনক ভবনে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীবাল্মীকি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হস্ত বদ্ধ মুদগর নিজ মস্তকে আঘাত করিয়া, অচেতন হইয়া দস্যু ভূতলে পড়িয়া গেল, ক্ষণপরে সংজ্ঞালাভে উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া মুনিদিগের চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল—

কি করিব কি হইবে না দেখি উপায়”
প্রজ্জলিত পাপানলে দহিছে হৃদয়।

হে সর্ব্বান্তর্যামি মুনিগণ! আমি ভবান্ধ, বুদ্ধি বিবেকহীন, হতভাগ্য, নরাধম, ভব-তাপদাবানলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে, হে আর্ত্তজনত্রাতা পাপতমহারী পতিত-পাবন মুনিগণ। আমি মহাপাপী, বলুন, আমার মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? আমার গতির কি কোন উপায় নাই? অহো! শত শত ব্রহ্মহত্যা, কোটি কোটি নরহত্যা। সে ভীষণ পাপ আজ মূর্ত্তি ধরিয়া আমায় দগ্ধ করিতেছে, এই বিষমূর্চ্ছণ প্রায় সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্বহস্তে আপন পদে তীক্ষ্ণধার কুঠার নিক্ষেপ করিয়াছি, অমৃত ভাবিয়া হলাহল পান করিয়াছি, যাহাদের আপনার জ্ঞানে কুড়াইয়া হৃদয়ে ধরিয়াছি, যাহাদের জন্য পুঞ্জ পুঞ্জ মহা মহা পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, আজ তাহারা কেহই আমার হইতে চাহে না। আহা! এ ভীষণ পাপভার বহিয়াও আমি কিছুই জানিতে পারি নাই? এই ভব বিকারে উন্মত্ত হইয়া ভ্রান্তচিত্ত আমি না করিয়াছি কি? আমি পাপিষ্ট নরাধম বড় হতভাগ্য। জানি না কোন্ পুণ্যপুঞ্জফলে, কত জন্মের কৃত তপস্যায়, আজ আপনাদিগের দর্শন লাভ ঘটিয়াছে, হে ভগবন্! অতি হীন দুরাচার আজ আপনাদের অভয় চরণে শরণ লইয়া প্রার্থনা করিতেছে, এই পথভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইয়া আমার ভব বিকার নাশ করিবার ঔষধ প্রদান

করুন, আপনারাই ভবরোগবৈদ্য ; পাপভারে কাতর হইয়া আপনাদের চরণে পড়িয়া ভিক্ষা করিতেছি, বলুন্ এ পাপভাব আমি কিরূপে কোথায় নামাইব ? ওই চরণ রেণু দান করিয়া মহাপাপীকে পরিত্রাণ করুণ, আজ আমার কেই নাই, আমি আজ নিবাশ্রয় হইয়া আপনাদেব অভয় চবণে স্থান চাহিতেছি "রক্ষধ্বং মাং মুনিশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তং নিবয়ার্ণবম্" নবক সমুদ্রে পতনোন্মুখ আমাকে রক্ষা করুন। আমি দীনেব দীন, পথের কাঙ্গাল, মহাপাপী, আমাকে বক্ষা করুন।

রত্নাকব সেই মহর্ষিদিগেব চবণ তলে লুণ্ঠিত হইয়া আমাব কেহ নাই, আপনারাই আমাব গতি মুক্তি, মহাপাপীকে পবিত্রাণ করুন, আমায় বক্ষা করুন, রক্ষা করুন, বলিয়া হৃদয়ে মস্তকে কবাঘাত কবিতে কবিতে হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল।

তখন মুনিগণ পরস্পব আলোচনা কবিয়া বলিলেন "উপেক্ষ্য এব সদবৃত্তৈ স্তথাপি শবণংগতঃ" এই দ্বিজাধম দুর্ব্বৃত্ত সচ্চবিত্রদিগেব ত্যাগযোগ্য হইলেও যখন শরণাগত হইয়াছে তখন মোক্ষ উপায় উপদেশ দিয়া ইহাকে বক্ষা কবাই কর্ত্তব্য। আহা! কত দুঃখেব দুর্লভ এই মানব জন্ম? জীব হেলায় এ জন্ম হারাইতেছে। বাসনাবশে বিষয়াসক্ত জীব প্রবৃত্তি পথে ধাবিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মবণ নিবৃত্তি কবিতে না পাবিয়া আপনি আপনার বিনাশ সাধন করে। কেবল অজ্ঞানই জীবেব দুঃখ ও বন্ধনেব কারণ, তরঙ্গ হইতে জল তো পৃথক নয়? কেবল আমি আমার রূপ অভিমানে বদ্ধ হইয়া, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মাকে অবিদ্যাদোষেই জনন মবণশীল ভাবনা কবা হয়, অবিদ্যা দোষে লিপ্ত হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মতৎপব জীব পলে পলে মরিতেছে, অজ্ঞানেব বশে কার্য্য করাই আত্মহত্যা। এমন সুন্দর জন্ম হেলায় হারাইয়া জীব কিরূপে আত্মঘাতী হইতেছে ভক্ত উদ্ধব শ্রীভাগবতে তাহাব নির্ণয় করিয়া দেখাইয়াছেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পগুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং, পুমান্ ভবব্ধিন তবেৎ স আত্মহা॥

মানব জন্ম দুর্লভ, মানুষ দেহ সুদুর্লভ হইলেও সুলভ। ভব সমুদ্রপারের জন্য মানুষ এই দেহ প্রাপ্ত হয়। দেহ তরণীব কর্ণধাব শ্রীগুরুরূপী শ্রীভগবান্। আমি স্মরণ মাত্রেই অনুকুল বায়ুরূপে ইহাকে চালাইয়া থাকি। যে পুরুষ এমন দেহ, এমন কর্ণধার পাইয়াও আত্মদ্বারা সংসার সমুদ্রের পারে যাইতে পারে না, সেই আত্মঘাতী।

দেবদেব ত্রিপুরারী কুলার্ণব তন্ত্রে পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—

"চতুরশীতি লক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাম্"
"ন মানুষ্যং বিনাঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানং প্রজায়তে"
"অত্র জন্ম সহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি"
"কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষং পুণ্য সঞ্চয়াৎ
"সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্"
"যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্রক:" ?
"ততশ্চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধা চেন্দ্রিয় সৌষ্ঠবম্"
"ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতক:"

দেহীর ৮৪ লক্ষ শরীরের মধ্যে মানুষ দেহ ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। হে পার্ব্বতি! কদাচিৎ পুণ্যসঞ্চয়ে মানুষ দেহ লাভ হয়। মোক্ষের সোপান এই মানুষ দেহ লাভ করিয়া যে জন আত্মার উদ্ধার সাধন করে না, তাহা অপেক্ষা পাপী আর কে আছে? উত্তম জন্মে সৌষ্ঠব ইন্দ্রিয় লাভ করিয়া যে আত্মহিত করে না সেই ব্যক্তিই আত্মঘাতক।

অগাধ কাম সমুদ্রে পড়িয়া আত্মবস্তু আমাদের হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অধঃপতিত আত্মার উদ্ধার সাধনে চেষ্টা সকলেই করিতে পারে, এই চেষ্টাই পুরুষার্থ, মানুষ এই পুরুষার্থরূপী ভগবানকে বিসর্জ্জন দিয়া স্বভাবের অধীনে থাকিয়া নানাক্লেশে পতিত হয়। নিরাশ্রয়ো মাং জগদীশ রক্ষ বলিয়া অনাথশরণ শ্রীভগবানের চরণে আর্ত্ত হইয়া শরণ লইলে, শরণাগতবৎসল ভগবান্, আর্ত্ত হৃদয়ে পুরুষার্থ জাগাইয়া প্রণাম প্রার্থনা জপ পূজা তপ স্বাধ্যায়াদি শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল করাইয়া, পরিশেষে তাঁহার পরিপূর্ণ সৎচিদানন্দরূপে সাধকের স্বচ্ছ চিত্ত মুকুরে উদয় হইয়া 'আমি' 'তুমি' অভেদ বুঝাইয়া, তাঁহাকে আপনার মাঝে ডুবাইয়া দেন। তখন সে সুখ, দুঃখ শোক জ্বালার অতীত হইয়া দেখে, আর কিছুই নাই 'তুমিই আছ' এ জগতে মায়া তোমার উপর ইন্দ্রজাল মত ভাসিয়া তোমাকেই অন্যরূপে প্রকাশ করিতেছে, নতুবা সব মিথ্যা। তোমার সত্ত্বায় এখানে সকালে সত্ত্বাবান শুধু তুমি সত্য। ধরা দিলে তোমার খেলা ফুরাইবে, তাই মিথ্যা দিয়া কি এক অজ্ঞান আবরণে অঙ্গ ঢাকিয়া আপনার সহিত আপনি খেলিতেছ, তোমার কৃপা ব্যতীত তোমার এ রহস্য কেহই ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপ চিন্তায় ভক্ত তখন পরিপূর্ণ জ্ঞানানন্দ স্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য অজ্ঞানকে বিদায় দিয়া থাকেন।

সন্তান কাতর হইয়া কাঁদিলে বিশ্বপ্রসবিনী সন্তান বৎসলা জগন্মাতা কি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন ? কত সান্ত্বনা বাক্যে সান্ত্বনা দানে শীতল অঙ্কে উঠাইয়া নয়নাশ্রু মুছাইয়া তাহার ত্রিতাপ তাপিত অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইয়া ত্রিতাপের জ্বালা মুছাইয়া দেন। অতি অপবিত্র হইলেও ভাল হইবার বাসনায় শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে তাঁহার অভয় চরণাম্বুজে স্থান পাওয়া যায়, তিনিই বলিয়াছেন।

সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে'
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ দদাম্যেতৎ ব্রতং মম" ॥

প্রপন্ন হইয়া, 'তবাস্মি' বলিয়া শরণ গ্রহণ করিলে, তিনি অবিচারে তাহাকে অভয় দান করেন।

রত্নাকরের আকুল ক্রন্দনে ঋষিগণ করুণার্দ্র হইয়া স্থির করিলেন এই হত-ভাগ্য দ্বিজাধম যাহাতে লঘূপায়ে সদ্গতি লাভ করিতে পারে ইহাকে সেই উপদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য।—

"শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা সঙ্গী তপোধনে"
"হইয়াছে পূর্ণ পাপে তরিবে কেমনে" ?

"রাম নাম্নৈব মুক্তিঃ স্যাৎ কলৌ নান্যেন কেনচিৎ" কলিতে রাম নামই একমাত্র মুক্তির উপায়।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—
"শ্রীরাম রামেতি জনা যে জপন্তি চ সর্ব্বদা"
"তেষাং ভক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ"
"শ্রীরামেতি পরং জাপ্যং তারকং ব্রহ্মসংজ্ঞকং"
"ব্রহ্মহত্যাদি পাপঘ্নমিতি বেদবিদা বিদুঃ
"যন্নাম স্মৃতিমাত্রতোঽপরিমিতং সংসারবারাংনিধিং
ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোঽপি পরমং বিষ্ণো পদং শাশ্বতম্"।

যাঁহার নাম স্মরণ মাত্রে জীব এই অপরিমিত সংসার বারিধি পার হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সনাতন পরমপদ প্রাপ্ত হয় যাঁহার নাম জপ করিলে ব্রহ্মহত্যাদি মহা মহা পাপ ক্ষয় হয় ঋষিগণ স্থির করিলেন ইহাকে সেই নাম দেওয়াই কর্ত্তব্য। নাম সাধনা বড় সহজ ও সুখের সাধনা। বিষয় বিরাগে নামে অনুরাগ লাগিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়।

“তখন কহেন সবে, কাঁদিওনা আর”
“উপায় কহি যে তোরে নাম কর সার”।
“নাম হতাশের আশা দুর্ব্বলের বল”
“নাম অগতির গতি পাপীর সম্বল।
“কমণ্ডলু জল ছিল দিলেন মাথায়,”
“মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায়”।
“নিকটে আসিয়া তবে কহে তা’র কাণে”
“একবার রাম নাম বলরে বদনে”।
“তৃণরাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়”
“একবার রাম নামে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়”।

নামই ক্ষুধিতের অন্ন তৃষিতের বারি অজ্ঞান অন্ধকারে নামই, পূর্ণ ইন্দু স্বরূপ। ভক্তি ভাবে নাম ভজনা করিলে অগতিরও গতি লাগে, নরাধমও জীবন্মুক্তি লাভ করে, নামে মহা মহা পাতক হরে।

পরম পবিত্র শ্রীভগবানের মধুময় নাম শ্রবণ করিয়া, এবং জীবনের মহা মহা পাপ স্মরণে দস্যুহৃদয় কম্পিত ও ভীত হইয়া উঠিল।

হায় দুর্ভাগ্য! এ কি হইল? দীর্ঘকাল আহার ভ্রষ্ট আচার ভ্রষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট, কর্ম্মভ্রষ্ট হইলে, জীবের এই প্রকার অধোগতি হইয়া থাকে। পাপ কলুষিত রসনায় রাম নাম তো উচ্চারিত হইল না।

“পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে”
“কহিল আমার মুখে ও কথা না স্ফুরে”
“হায় মহাপাপী আমি কি হবে উপায়”
“উচ্চঃস্বরে কাঁদে দস্যু বাতুলের প্রায়”।

তাঁহারা দেখিলেন প্রকৃতির বিপর্য্যয় গতিতে হতভাগ্যের সমস্ত বৃত্তি বিপরীত হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারাও সেই, তারকব্রহ্ম রাম নামের অক্ষর বিপর্য্যয় করিয়া ভাবিলেন—

“ম’কার করিলে আগে রা করিলে শেষে’
“তবে বা পাপীর মুখে রাম নাম আসে”।
“কহিছেন তবে ব্রহ্মা উপায় চিন্তিয়া”
মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া”।

দস্যু কহে 'মড়া' তাঁহারা কহিলেন মড়া নয়, —

"মরা মরা ব'লি তুমি ডাক অবিশ্রাম"

"তব মুখে সরিবে তখনি রাম নাম"।

"ইত্যুক্তা রাম তে নাম ব্যত্যস্ত্যাক্ষর পূর্ব্বকম্"

"একাগ্র মনসাত্রৈব মরেতি জপ সর্ব্বদা"।

এই বলিয়া সেই সকল দিব্যদর্শন ঋষিগণ প্রস্থান করিলেন, এবং গমন কালে বলিয়া গেলেন, "আগচ্ছামঃ পুনর্যাবৎ তাবদুক্তং সদা জপ" যতদিন না পুনরায় এখানে আমরা আগমন করি, ততদিন একাগ্র মনে এই 'মরা' 'মরা' জপ কর।

আপন আত্মতত্ত্ব স্বরূপ রামতত্ত্ব শুনিয়া রত্নাকর মুহূর্ত্তের মধ্যে স্তম্ভিত প্রায় হইয়া গেল, দেহেন্দ্রিয় সব স্থির হইয়া গিয়াছে, গুরু কৃপায় ধীরে ধীরে যেন তাঁহার নয়ন সমক্ষে কি এক পট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মধুময় রাম নামে এই অনিত্য জগতের সদা পরিণামশীল তরঙ্গ ভঙ্গ লয় করাইয়া কি এক প্রশান্ত জ্যোতিঃ সাগরে তাহাকে ডুবাইয়া দিল, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির মত রত্নাকর জাগ্রত হইয়া আপন অন্তরের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, 'মরেতি জপ সর্ব্বদা" ঋষি বাক্য জ্যোতির অক্ষরে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, সেই নিবিড় কাননের কোলে হিংস্রজন্তু শ্বাপদঝঙ্কারের কোলাহল আর নাই, অন্ধতম হৃদয়ের গুহা নামালোকের পূতজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, হৃদয়ের একটি স্পন্দনে সব সুর মিলাইয়া একটি তারে অমৃতময়ঝঙ্কার উঠিতেছে "মরেতি জপ সর্ব্বদা"। জল স্থল অম্বরতল বিজন বিপিন কম্পিত করিয়া ঋষিবাক্যের প্রতিধ্বনি তুলিতেছে, "মরেতি জপ সর্ব্বদা," প্রতি বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর শব্দে ছন্দে ছন্দে ধ্বনিত হইতেছে "মরেতি জপ সর্ব্বদা," বায়ুর স্পন্দনে মধুর স্বনে মুখরিত হইতেছে মরেতি জপ সর্ব্বদা;" তটিনীর জলভরা কলস্বরে শ্রুত হইতেছে "মরেতি জপ সর্ব্বদা;" তরুবিথীকায় ঘনপত্রপুঞ্জ প্রমুদিত পতত্রীকুলের কলোচ্ছ্বাসে ঝঙ্কৃত হইতেছে "মরেতি জপ সর্ব্বদা," গভীর কানন নিঃস্বনে ঝিল্লী-ঝঙ্কারে নিনাদিত হইতেছে "মরেতি জপ সর্ব্বদা" গুঞ্জোন্মত্ত মধুব্রত গুঞ্জন করিতেছে "মরেতি জপ সর্ব্বদা;" নীল আকাশের নক্ষত্র পুঞ্জে অঙ্কিত হইয়াছে "মরেতি জপ সর্ব্বদা"।

চারিদিকে মধুময় নামের ঝঙ্কার শুনিতে শুনিতে রত্নাকরের দৃশ্য জগৎ ডুবিয়া গিয়াছে, জাগ্রতের দৃশ্যপট মুছিয়া গিয়া কোন স্বপ্নরাজ্যের স্বপ্নগীতি শুনাইতেছে "মরেতি জপ সর্ব্বদা," বহির্দৃষ্টি নিরোধ হইয়া অন্তরের অন্তঃস্থলে স্তরে স্তরে গুরুবাক্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে;" মরেতি জপ সর্ব্বদা."।

বৃন্দাবনে রাই রাজা।

১

শারদ পূর্ণিমা নিশি
বহে মৃদু মন্দ বায়,
তরুশাখে পিকবর
পঞ্চমেতে গীতগায়।

২

মোহন-মুরলী স্বর
মিশিছে কিঙ্কিণী-স্বনে,
গোপিকা রূপের ভাতি
ছড়ায়েছে কুঞ্জবনে।

৩

কুল কুল কুল তানে
কালিন্দী উজানে যায়,
হবে কি এমন দিন
হেরিব সে শোভা হায়!

৪

হাসে নীলাম্বরে শশী
ভরে গেছে জ্যোছনায়;
কুঞ্জবনে কালশশী
হাসি কয় রাধিকায়।

৫

সব সাধ পূর্ণ মম
প্রিয়ে লো তোমার গুণে
আছে শুধু এক সাধ
যতনে লুকান মনে।

৬

"বলিতে হয়েছে সাধ
পূর্ণকর বাসনায়
এত বলি রাধিকার
চরণ ধরিতে যায়।"

৭

কহিছে রাধিকা তায়
যতনে করেতে ধরি
কেমনে চরণে ধর
ছি, ছি, সখা লাজে মরি।

৮

"দাসীতো তোমারি সখা
তবে কেন এত ভয়
বলিতে গো যাহা আছে
বলে ফেল রসময়!

৯

"তোমারি লাগিয়া হায়
জন্ম মম ব্রজধামে,
তোমরি তরেতে রাধা'
দাড়াইয়া তব বাঁমে!

১০

"তোমারি তরেতে পারি
এ পরাণ ডালি দিতে,
তুমি ছাড়া কোথা আমি
বল নাথ,—এ মহীতে!

১১

শুনিয়া চতুর কান
চুমিল বদন খানি,
রাঙিল সে গণ্ডদ্বয়
নতমুখে নাহি বাণী!

১২

হাসিয়া চিবুক ধরি
কহে তবে বনমালী
কহিছে গোপিকা তায়
জান কত চতুরালী!

১৩

"আজি এই কুঞ্জমাঝে
হবে তুমি রাইরাজা
বসি ওই সিংহাসনে
শাসিবে তোমার প্রজা!

১৪

"লইয়া বিচার দণ্ড
বসিবি বিচারাসনে
দোষিরে দিবেলো শাস্তি
হানিয়া নয়ন বাণে।

১৫

শুনিয়া লাজেতে রাই
চাহি সখি পানে কয়
"এ কেমন কথা সখি
রমণী কি রাজা হয়!

১৬

আমিত রমণী সখি
থাকি চরণেতে বসি,
কেমনে হইব রাজা
মনেতে উপজে হাসি!

১৭

হানিয়া লাজেতে বাজ
বসিব কি সিংহাসনে,
বুঝায়ে বললো সখি
পারিব না এ জীবনে!

১৮

গোপিকা কহিছে তবে
একি কথা রসময়
আমরা আহিরী বালা,
নাহি কি হে লাজ ভয়?

১৯

ঢালিয়া তোমার পায়
দিয়াছি সর্ব্বস্ব হরি
রমণী-ভূষণ-লাজে
তা' বলে কি দিতে পারি!

২০

টানিয়া রাধারে বুকে
হাসি শ্যাম ধরে কর
"প্রেমরাজ্যে রাজা তুমি
ইথে কি লো লাজভয়!

২১

প্রেম রাজ্যে রাজাসনে
রমণী ত রাজা জানি
এ নিয়ম যথা তথা
মান নাকি তুমি ধনি?

২২

"এ হৃদয় সিংহাসনে
বসিয়াত আছ রাই,
তবে কেন এত লাজ,
যতনে সুধাই তাই!

২৩

"আমারে তুষিতে যদি
ব্রজধামে জন্ম তোর
তোষলো আমারে তবে
পুবায়ে বাসনা মোর

২৪

"কেন যে এতেক লাজ
কিছুনা ভাবিয়া পাই
আমি কি লাজেব বস্তু
বল সখি বল তাই !"

২৫

হাসিয়া তবেত বাই
বসে গিয়ে সিংহাসনে
চামর ঢুলায় হায়
মিলি যত সখিগণে।

২৬

দ্বারী হয়ে হৃষিকেশ
দাড়াইল দ্বাব দেশে
বহিল আনন্দ স্রোত
জগত চলিল ভেসে।

২৭

গোপীরা কহিছে তবে
হাসি হাসি রাধিকায়
এক নিবেদন রাই
আছেলো তোমার পায়।

২৮

আমরা আহিরী বালা
নিত্য যাই যমুনায়
পথেতে নন্দেব ছেলে
কেন বাদ সাধে তায় ?

২৯

বাঁশরী বাজায়ে কেন
লুটায় পবাণ মন
কেন বা অঞ্চল ধবি
যাচে সে যৌবন ধন !

৩০

ছিনুবে কুলেব বঁধু
কবিল কুলেব বাব,
আব না সহিতে পাবি
বিচাব কবহ তাব।

৩১

কটাক্ষে কানুরে চাই
কহে রাই আন তারে,
দিউক উচিত শাস্তি
বাঁধে বাহু-কারাগারে !

৩২

তবেত সখীবা মিলে
দিয়া গেল শ্যাম রায়
হইল বিচাব বড়
যুগল মিলনে হায়।

শ্রীঅক্ষয় কুমাব মিত্র
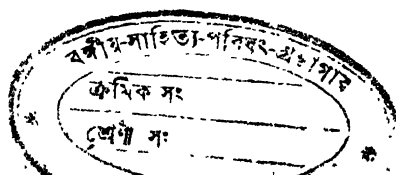
স্থিতি—স্থিতি বীজ ভ্রান্তি মাত্র।

বশিষ্ঠ। অথোৎপত্তি প্রকরণাদনন্তরমিদং শৃণু।
স্থিতি প্রকরণং রাম জ্ঞাতং নির্ব্বাণকারি যৎ ॥ ১ ॥

উৎপত্তি প্রকরণের পর রাম! এই স্থিতি প্রকরণ শ্রবণ কর। ইহা জানিলে নির্ব্বাণ লাভ হয়।

রাম। শ্রুতিতে সৃষ্টি প্রতিপাদক **"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"** প্রভৃতি যে সমস্তবাক্যআছে উৎপত্তি প্রকরণে সেই সমস্ত বাক্যনির্দ্ধারিত জগজ্জীবাদি ভেদকে নিরাস করা হইয়াছে। জগতের উৎপত্তি, এবং পৃথক্ পৃথক্ জীব সমূহ—যাহা দেখা যায় তাহা ভ্রান্তি মাত্র। একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম মায়া দ্বারা জগৎ রূপে ও জীবরূপে ভাসিতেছেন। ভ্রান্তি নাশে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। এখন শ্রুতি কথিত **"যেন জাতানি জীবন্তি"** **"যেন দ্যৌঃ পৃথিবী দৃঢ়া"** **"এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"** **"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"** **"এষ হ্যেবানন্দয়াতি"** **"ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে"** **"একোদধার ভুবনানি বিশ্বা"** **"য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ পরমশক্তিভিঃ অনুস্নাতা হ্যয়মাত্মাস্য সর্ব্বস্য স্বাত্মানং দধাতি"** ইত্যাদি স্থিতিনির্ব্বাহকতাপ্রতিপাদক বাক্যকে এবং **"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"** ইত্যাদি প্রলয় কালিক জগৎ সত্তানির্ব্বাহকত্ব প্রতিপাদক বাক্যকেও ত ঐরূপে নিরাস করিতে হইবে?

বশিষ্ঠ। হাঁ। ভ্রান্তি নিরাসে শ্রুতি কথিত স্থিতি প্রতিপাদক বাক্যসমূহ নিরস্ত হইবে ;এইরূপে সচ্চিদানন্দ-একরস ব্রহ্মই যে আছেন

ইহা স্থির করিবার জন্য এবং তটস্থ লক্ষণ তাৎপর্য্য-পর্য্যবসান দ্বারা ব্রহ্মৈক্যজ্ঞান স্থির কবিবার জন্যই এই স্থিতি প্রকরণ আরম্ভ করিতেছি।

রাম। এখন বলিতে আজ্ঞা হয় দৃশ্য জগতের স্থিতি, এবং "অহং অহং" ইত্যাকার বাক্যসমুহ ভ্রান্তি কিরূপে ?

বশিষ্ঠ। প্রথমে ভ্রান্তি কিরূপ তাহা শ্রবণ কর।

রাম। বলুন।

বশিষ্ঠ। অকর্ত্তৃকমরঙ্গঞ্চ গগনে চিত্রমুত্থিতম্।
অদ্রষ্টৃকঞ্চানুভবমনিদ্রং স্বপ্নদর্শনম্। ৩॥

এই যে জগৎ চিত্র—ইহার চিত্রকর কেহ নাই, চিত্র অঙ্কিত করিবার উপাদানরঞ্জক দ্রব্যও শূন্য মাত্র; চিত্রপটরূপ আধারটাও শূন্য; শূন্য আকাশে জগচ্চিত্র দুলিতেছে। ইহার দ্রষ্টা যিনি তিনিও দৃশ্যের ভিতরে বলিয়া ইহার অনুভবের দর্শকও কেহ নাই। জগৎ স্থিতি যিনি দেখিতেছেন তিনি মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেও সাক্ষী চৈতন্য যিনি তিনি অনিদ্র—মোহনিদ্রা আচ্ছন্ন নহেন তথাপি অনিদ্র হইয়াও স্বপ্ন দর্শনের মত জগদ্দর্শন করেন। মনে মনে ভবিষ্যৎ পুর নির্ম্মাণের মত এই জগতের উদয় হয়। মর্কট যেমন পুঞ্জীকৃত গুঞ্জাফল কে অথবা গৈরিকস্তূপ সমূহকে বহ্নি ভাবিয়া শীত নিবারণ জন্য ছুটিয়া যায় সেইরূপ ভ্রান্ত জনে এই অসৎ জগৎকে সত্য মনে করিয়া কার্য্য সাধন জন্য ছুটিয়া যায়।

জগৎটা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও সলিলাবর্ত্ত যেমন সলিল হইতে পৃথক্ নয় তথাপি পৃথকরূপে দেখা যায় সেইরূপ ইহা পৃথক্রূপে প্রকাশ পাইতেছে। আকাশে সূর্য্যালোকের ন্যায়, গগণে রত্নরাজীর প্রভামত, গন্ধর্ব্ব নগরের মত ইহা ভিত্তিশূন্য—আধারবিহীন অথচ অনুভব গম্য। ইহা অসত্য মরীচিকার মত সত্য বোধপ্রদ, ইহা বিস্তৃত মনঃ কল্পিত পুরের ন্যায় অসৎ হইয়াও সারবান মত দেখা যায়। ইহা আকাশীয় নীলিমার ন্যায় স্নিগ্ধদর্শন, স্বপ্নদৃষ্ট নারী সঙ্গের মত প্রয়োজন সাধক, চিত্র অঙ্কিত উদ্যানের ন্যায় সুন্দর, অথচ ইহা রসশূন্য, বর্ণশূন্য, আকার শূন্য।

অজ্ঞানী আত্মাতে এই জগৎ দেখে। ইহা অসৎ হইয়াও দীপ্তিশালী, অরস হইয়াও রসাত্মক, উৎপত্তি বিনাশ শীল, বুদ্‌বুদের মত ক্ষণ ধ্বংসী, নীহার মালার মত বিস্তৃত অথচ গৃহীত হইলে কিছুই নাই। সাংখ্যেরা ইহাকে জড় বলেন, বেদান্তে ইহা অবিদ্যার কার্য্য; মাধ্যমিকেরা ইহাকে শূন্য বলেন; ক্ষণিক বলিয়া কালতঃ পরমাণুবৎ বলেন যোগাচার্য্যেরা; কালতো দেশতশ্চ পরমাণুবৎ বলেন সৌত্রান্তিক বৈভাষিকেরা ও দেশত এব পরমাণুবৎ বলেন কণাদ গৌতমীয়েরা; ইহাকে অনিয়ত স্বভাব পরমাণুবৎ বলিয়া থাকেন আর্হতেরা।

ফলে ব্রহ্ম ভাবই সত্য জগদ্ভাবটি মিথ্যা। যেমন নাম রূপটি মিথ্যা অস্তিভাতি প্রিয়ই সত্য সেইরূপ। ঋষিগণের সিদ্ধান্ত হইতেছে একমাত্র আদ্যন্তবর্জ্জিত ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

রাম। ভ্রান্তিতে জগৎ কিরূপ দেখায় বুঝিলাম কিন্তু ব্রহ্মন্! বীজে যেমন অঙ্কুর অদৃশ্যভাবে থাকে সেইরূপ ব্রহ্মেও এই জগৎ থাকে—এই যে মত ইহা কি শুধু অজ্ঞেরাই বলেন অথবা জ্ঞানীও বলেন?

বশিষ্ঠ। মহাপ্রলয়ে জগৎটা বীজে অঙ্কুরের মত থাকে ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহারা অজ্ঞ। তাঁহাদের বালকত্ব যায় নাই। "তস্যাস্তি শৈশবম্"। কেন তাহা শ্রবণ কর।

বীজ দেখা যায়, তাহা হইতে অঙ্কুর পত্রাদির উদ্গমও দেখা যায়। দৃশ্য বীজ হইতে দৃশ্য পত্রাঙ্কুরোদ্গম—ইহা যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু অদৃশ্য ব্রহ্ম, দৃশ্য বীজ স্বরূপ হইবেন কিরূপে? আর অদৃশ্য ব্রহ্মবীজ হইতে দৃশ্য জগৎ বৃক্ষ উঠিবে কিরূপে? অতি সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, অকারণ, স্বয়ম্ভূ যিনি তিনি এই দৃশ্য জগতের বীজ হইবেন কিরূপে? নিরাকার ব্রহ্ম হইতে এই মহদাকার জগৎ উঠিবে কিরূপে? পরমাত্মাতে কোন প্রকারে বীজতার সম্ভব হয় না। আর বীজাভাবে অঙ্কুরের সম্ভাবনা কোথায়? অতি সূক্ষ্ম পরমপদে অতি স্থূল পর্ব্বত—সমুদ্র—সমন্বিত প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে কিরূপে? শূন্য হইতে পর্ব্বত উঠিবে কিরূপে? সর্ব্ব আছে বলিয়া যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব না থাকিলে যিনি কোথাও নাই অথচ সর্ব্বত্র আছেন এমন ব্রহ্মে জগৎ থাকে কোথায়?

অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মে কোন কিছুই নাই। আতপে ছায়ার ন্যায়, আলোকে অন্ধকারের ন্যায়, অনলে হিমকণার ন্যায়, অণু মধ্যে সুমেরুর ন্যায় ব্রহ্মে এই বিশ্বের স্থিতি অসম্ভব।

আর ব্রহ্মকে জগৎ কার্য্যের কারণ যাঁহারা বলেন তাঁহারাও নিতান্ত মূঢ়; কারণ কোন্ সহকারী কারণ দ্বারা ব্রহ্ম হইতে জগৎ উঠিতেছে? অজ্ঞেরাই দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আত্মসন্তোষ জন্য বৃথা কার্য্য কারণ ভাব কল্পনা করে। আচ্ছা অতি নির্ম্মল ব্রহ্মে যদি জগতের আদি অঙ্কুর থাকে তবে বল দেখি সেই অঙ্কুর কোন্ সহকারী কারণ বলে পুনরাবির্ভূত হয়? সহকারী কারণ না থাকিলে বিশ্বের উৎপত্তি বন্ধ্যা কন্যার পুত্রোৎপত্তিমত। নিশ্চয় জানিও ভ্রান্তি মহিমায় ব্রহ্মই জগৎরূপে দৃষ্ট হইতেছেন।

গৃহাদি বা অন্য কিছু, সহকারী কারণ হইয়া সৃষ্টির সহায়তা করে ইহা বলা যায় না কারণ সে সমস্ত ত পরে উৎপন্ন হয়। কাজেই প্রলয়কালে এই জগৎ, স্বীয় সহকারী কারণের সহিত পরমপদে থাকে ইহা অজ্ঞের উক্তি মাত্র।

তস্মাৎ রাম জগন্নাসীৎ ন চাস্তি ন ভবিষ্যতি।
চেতনাকাশমেবাশু কচতীত্থমিবাত্মনি। ৮। ২ সর্গঃ।

এই কারণে হে রাম! জগৎ হয় নাই, এখন ও নাই, ভবিষ্যতে ও হইবে না। কেবল চেতনাকাশই ইদানীং জগৎরূপে আত্মাতে ভাসিতেছেন। যখন জগতের অত্যন্তাভাবই নিশ্চিত তখন ইহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগতের নাশ ইহা বলা হয় বটে কিন্তু জগৎ উপশম প্রাপ্ত হয় না, চিত্তই উপশম প্রাপ্ত হয়। চিত্ত থাকিতে থাকিতে জগতের আত্যন্তিক উপশম অসম্ভব।

চিদাকাশস্য বোধোয়ং জগৎ ভাতীতি যৎ স্থিতম্।
অয়ং সোহমিদং নাহং লোকে চিত্রকথা যথা ॥ ১৩। ২ সর্গঃ।

এই জগৎ প্রকাশটা চিদাকাশে বোধ বিশেষের আবির্ভাব মাত্র। এই সেই আমি, ইহা আমি নই এই সব কথা লোক প্রচলিত চিত্র কথার মত।

ইদমদ্র্যাদিপৃথ্ব্যাদি ত্বথেদং বৎসরাদি চ।
অয়ং কল্পঃ ক্ষণশ্চায়মিমে মরণজন্মনী ॥ ১৪
অয়ং কল্পান্তসংরম্ভো মহাকল্পান্ত এষ সঃ।
অয়ং স সর্গপ্রারম্ভো ভাব্যভাবক্রমস্ত্বসৌ ॥ ১৫
লক্ষমাণীমানি কল্পানামিমা ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ।
এতে চেমে পরিগতা ইমে ভূয় উপাগতাঃ ॥ ১৬
ইমানি ধিষ্ণ্যজালানি দেশকালকলা ইমাঃ।
মহাচিৎ পরমাকাশমনাবৃতমনন্তকম্ ॥ ১৭
যথাপূর্ব্বং স্থিতং শান্তমিত্যেবং কচতি স্বয়ম্।
পরমাণু সহস্রাংশু-ভাস এতা মহাচিতেঃ ॥ ১৮
স্বয়মন্তশ্চমৎকারো যঃ সমুদ্গার্য্যতে চিতা।
তৎসর্গভানং ভাতীদমরূপং নতু ভিত্তিমৎ ॥ ১৯
নোদ্যন্তি ন চ নশ্যন্তি নায়ান্তি ন চ যান্তি চ।
মহাশিলাসু লেখানাং সন্নিবেশা ইবা চলাঃ ॥ ২০
ইমে সর্গাঃ প্রস্ফুরন্তি স্বাত্মনাত্মনি নির্ম্মলে।
নভসীব নভোভাগা নিরাকারা নিরাকৃতৌ ॥ ২১

এই অদ্রি পর্ব্বত, এই পৃথিবী, এই বৎসর, এই কল্প, এই ক্ষণ, এই মরণ জনন, এই কল্পান্তের সংরম্ভ, এই মহাকল্পান্ত, এই সৃষ্টির প্রারম্ভ, এই শ্রুতি পুরাণ প্রসিদ্ধ ভাব্যবস্তু—সৃজ্যবস্তু—আকাশাদির ভাবক্রম—সৃষ্টিক্রম, এই কল্পসমুদায়ের লক্ষণ, এই ব্রহ্মাণ্ডকোটি, এই সমস্ত অতীত সৃষ্টি, এই সমস্ত ভূয়োভূয় আগত সৃষ্টি, এই চতুর্দ্দশ ভুবন—এই সপ্তদ্বীপের সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ কল্পনা—এই সমস্ত আর কিছুই নহে কেবল একমাত্র পরাৎপর, যথাস্থিত অনন্ত অনাবৃত অনন্ত পরমাকাশই স্বয়ং আপনাতে আপনি প্রস্ফুরিত হইতেছেন। "ইত্যেব্যং বর্ণিতেন চিত্রকথান্যায়েন মহাচিৎপরমাকাশমেব স্বয়ং স্বাত্মনি কচতি স্ফুরতি নান্যদিত্যর্থঃ। তবে কি মহাচিৎ প্রকাশই এই সমস্ত ? না—তাহা নহে। মনোনির্গত ব্রহ্মাণ্ড কোটিতে সেই মহাচিদাকাশের এই সমস্ত আভাস গবাক্ষান্তর্গত পরমাণু সমূহে সহস্রাংশুর আভাসের

মাত্র পরিচ্ছিন্ন। যেমন নভোবিস্তৃত সূর্য্যালোক দ্বারা ত্রসরেণুভ্রমণাদি দেখা যায় সেইরূপ মহাচিৎ পরমাকাশেও এই সমস্ত দেখা যাইতেছে। এই চিৎসমুদিত অন্তশ্চমৎকার আভাসেও রূপ নাই, আধার নাই তথাপি ইহা সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে কিন্তু বাস্তবিক ইহার কোন ভিত্তি নাই। স্ফটিক শিলার ভিতরে দূষিত দৃষ্টি দ্বারা প্রতীয়মান রেখা সমুহের মত এই সমস্ত জগৎ নির্ম্মল আত্মাতে আত্মাদ্বারাই স্ফুরিত হইতেছে। স্ফটিক শিলার ভিতরের রেখা স্ফটিক শিলাভিন্ন যেমন অন্য কিছুই নয় সেইরূপ এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বিশ্ব সমূহ কখনও উদিত বা বিনস্ট হয় না—ইহারা কোথা হইতেও আসেনা, কোথাও যায় না। নিরাকার আকাশে যেমন নিরাকার আকাশখণ্ড দেখা যায় সেইরূপ নির্ম্মল পরমাত্মাতে আপনা হইতেই এই সমস্ত সৃষ্টি প্রস্ফুরিত হয়।

উদয়াস্তময় এই জগৎ আর কিছুই নহে কেবল সেই শান্তব্রহ্মই। জগৎটা জাত ইহা উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। রাম! তুমি অবিদ্যাজনিত দীর্ঘস্বপ্ন এবং বিবিধ কল্পনা-রূপ স্বপ্নভ্রম-কলঙ্ক দূরে পরিহার কর, করিয়া প্রবুদ্ধ হও। বিকল্পময় অনন্ত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান রূপ অলঙ্কারে বিভূষিত হও।

যোগবাশিষ্ঠে স্থিতি প্রকরণ-তৃতীয় সর্গ।

ব্রহ্ম চৈতন্য প্রভাই জগৎ। জগদ্ভাব মিথ্যা ব্রহ্মভাবই সত্য।

বশিষ্ঠ। কুৎসিৎ বুদ্ধি সঙ্কল্পিত জগৎভাবকে মিথ্যা জানিয়া ব্রহ্মমাত্র সত্য অতি নির্ম্মল ব্রহ্মভাবকেই আশ্রয় কর। আর তুমিই ব্রহ্ম এই ভাবে বিশ্রান্তি লাভ কর।

জগৎটা পূর্ব্বেও ছিলনা, এখনও তাই, এটা উৎপন্নই হয় নাই যাহাকে জগৎস্থিতি রূপে দেখ তাহা ব্রহ্ম চিৎ প্রভা অর্থাৎ ব্রহ্মের স্ফুরণ বিশেষ। ব্রহ্মের চিৎ প্রভাই জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছে "চিদাকাশস্থ বোধোয়ং জগৎ ভাভাতি যৎ স্থিতং" ১৩।২ সর্গঃ। জগৎ স্থিতিটা চিদাকাশে বোধ বিশেষের আবির্ভাব মাত্র মনে রাখ। যাহ অনাদি ব্রহ্মের সত্তা তাহাই এক্ষণে বিরাট ব্রহ্মের অতিবাহিব দেহ। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহ উপাধি মাত্র। এই সমস্ত অবিদ্যাকল্পিত মায়া রচিত; স্বপ্নবৎ মিথ্যা। উপাধি অবলম্বনে ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

রাম। জগৎটা পূর্ব্বে ও ছিলনা এখনও নাই বলিতেছেন। ব্রহ্মে এই জগৎ নাই। নিরাকার ব্রহ্মে এই মহদাকার জগতের স্থিতি একবারেই অসম্ভব। বীজে অঙ্কুর থাকে ইহা যুক্তিসিদ্ধ। কারণ উভয়েই অবয়ব বিশিষ্ট। কিন্তু অতিসূক্ষ্ম ব্রহ্ম, বীজভাব প্রাপ্ত হয়েন ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ। সেই ব্রহ্মবীজে জগদঙ্কুর থাকা একবারেই অসম্ভব। যদি কথার কথাতেও বলা যায় আছে, তথাপি সহকারী কারণ না থাকিলে যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে না সেইরূপ কোন্ সহকারী কারণ ব্রহ্মে আছে যদ্দ্বারা জগদঙ্কুর জন্মিতে পারে? ব্রহ্মন্! এই সমস্ত যুক্তি হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু সর্ব্বত্রই বলা হয় ব্রহ্মাই জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা। "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ব্রহ্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যেমন সৃষ্টি করেন সেইরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন ইহাও ত বলা হয়। তবে যদি বলা হয় ব্রহ্মার স্মৃতিতে জগৎ ছিল তাহাতে দোষ কি হয়?

বশিষ্ঠ। মহা প্রলয়ে ব্রহ্মার মুক্তি হয়। স্মরণ কর্ত্তা মুক্ত হইলে স্মৃতি কোথায় থাকিবে? যখন ব্রহ্মাই নিরাকার ব্রহ্মরূপে স্থিতি লাভ করিলেন তখন ত ব্রহ্মা বলিয়া কিছুই রহিল না। যখন ব্রহ্মাই নাই তখন ব্রহ্মার স্মৃতি উদিত হইবে কিরূপে? যখন স্মৃতি নাই তখন স্মৃত্যাত্মা প্রজাপতির সঙ্কল্প হইতে যে জগৎ উত্থিত হয় বলিবে তাহাও ত বন্ধ্যার পুত্র হওয়ার মত অসম্ভব।

এইজন্য বলিতেছি ব্রহ্মের চিৎ প্রভাই, আর চিদাকাশে বোধ

বিদেবের আবির্ভাবই, এই জগৎরূপে ভাসিতেছে। যাঁহারা সম্যক্‌দর্শী তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই চিৎপ্রভা, এই বোধ, এক, অনন্ত, কেবল, সত্তা মাত্র আর যাঁহারা সৎকে দেখিতে পান না তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই চিৎপ্রভাই বিচিত্র সৃষ্ট বস্তু পরিপূরিত এই জগৎ। বোধটাই অজ্ঞান, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই উপাধিত্রয় রূপে সাজিয়াছে।

বুদ্ধং প্রতীদং ব্রহ্মৈব কেবলং শান্তমব্যয়ম্।

অবুদ্ধং প্রতি বুদ্ধ্যৈতৎ ভাস্বরং ভুবনান্বিতম্॥ ১৬

প্রবুদ্ধ তত্ত্বদর্শিগণের নিকট একমাত্র শান্ত চলন রহিত অব্যয় ব্রহ্মাই প্রস্ফুরিত হন আর মূঢ়বুদ্ধি অজ্ঞজনের নিকট ভাস্বর—দীপ্তিশালী, ভুবনান্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড স্ফুরিত হয়।

স্ফুরণ যাহা কিছু তাহা মহামনেই অনুভূত হয়। মন গুলি চিদণু। এই জন্য মনকে পরমাণু বলা হয়। প্রতি পরমাণুতে—প্রতি মনে—সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড আছে।

নাভিন্না নাপি সঙ্খ্যেয়া যথাদ্রৌ পরমাণুকাঃ।

তথা ব্রহ্মবৃহন্মেরৌ ত্রৈলোক্যপরমাণবঃ॥ ১৯

পর্ব্বতের পরমাণুপুঞ্জ যেমন পরমাণুত্বে অভিন্ন হইলেও অসংখ্য সেইরূপ ব্রহ্মরূপ মহামেরুতে ত্রৈলোক্যরূপ পরমাণু পুঞ্জ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও অসংখ্য।

সূর্য্যাংশুষু সংখ্যাতুং শক্যন্তে ন ত্রসরেণবঃ।

উৎপদ্যন্তে চিদাদিত্যে ত্রৈলোক্যপরমাণবঃ॥ ২০

যেমন সূর্য্য-কিরণে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ত্রস রেণু ভাসিতে দেখা যায় তাহার সংখ্যা করা যায় না সেইরূপ ব্রহ্মচিৎ প্রভায় অসংখ্য ত্রৈলোক্য পরমাণু যেন উৎপন্ন হয়।

দেশ কাল দিন রাত্রি সমন্বিত ত্রিজগৎ চিদণুতে অর্থাৎ মনোব্রহ্মেই প্রতিভাত হয়। আর চিৎরূপ আকাশই সৃষ্টিরূপে অনুভূত হয়।

সর্গস্তু সর্গশব্দার্থ-তয়া বুদ্ধো নয়ত্যধঃ।

স ব্রহ্ম শব্দার্থতয়া বুদ্ধঃ শ্রেয়োভবত্যলম্॥ ২৩

ব্রহ্মচিৎপ্রভাই সৃষ্টিরূপে ভাসিতেছে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সৃষ্টি

[অনন্তাচার্য্যঃ] এবং জীবতি সতি [আনন্দ ভট্টঃ] এবং শত সম্বৎসরং যথোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানবতি [শঙ্করানন্দঃ] ত্বয়ি জিজীবিষতি নরে তবেতি বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ [উবটাচার্য্যঃ] যুষ্মৎশব্দ ব্যবহারেণ নর মাত্র উপলক্ষিতঃ [সত্যানন্দঃ] ইতঃ এতস্মাদগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতো বর্ত্তমানাৎ প্রকারাৎ [আচার্য্যঃ] অন্যথা প্রকারান্তরং [আচার্য্যঃ] ন অস্তি যেন প্রকারেণ অশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে কর্ম্মণা ন লিপ্যসে ইত্যর্থঃ [আচার্য্যঃ] অতঃ শাস্ত্র বিহিতানি কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি কুর্ব্বন্নেব জিজীবিষেৎ [আচার্য্যঃ]

যথা স্বর্গপ্রাপ্তৌ নানাভূতাঃ প্রকারাঃ সন্তি ন তথা মুক্তাবিত্যর্থঃ। ন হি মুক্ত্যর্থং কর্ম্ম ক্রিয়মাণং নরে মনুষ্যে সম্বধ্যতে মুক্তিদানেনোপক্ষীণশক্তিত্বাৎ। তথাচ বৃহদারণ্যকম্। **তমেতং বেদানুবচনেন বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানাশকেন চেতি।**

বিবিদিশন্তি বেদিতুমিচ্ছন্তি। অনেনৈতদ্দর্শয়তি যাবদিচ্ছা প্রবৃত্তি স্তাবৎ কর্ম্ম স্বধিকার ইতি [উবটাচার্য্যঃ]

ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যাতু কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ন লিপ্যতে ॥

প্রসীদতি পরো হ্যাত্মা শুদ্ধান্তঃ করণে স্বয়ম্।

ইতি [ব্রহ্মানন্দঃ] কর্ম্মণাং করণে কারণমাহ—এবং শত সম্বৎসরং যথোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানবতি ত্বয্যধিকারিণি বর্ত্তমানে ধনবিষয়েঽপি বৈরাগ্যং ভবিষ্যতীতি শেষঃ। স্ববর্ণাশ্রমোচিত যথোক্তানুষ্ঠানাদন্যপ্রকারেণ মুমুক্ষোরিব পুরুষার্থো নাস্তি। [শঙ্করানন্দঃ]

অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষ ইতি ভগবতোক্তত্বান্নিষ্কামকর্ম্মণা মুক্তিরেবেত্যভিপ্রায়েণাহ—এবং নিষ্কামকর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্ত্বয়ি [তব বিভক্তি ব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। বৃক্ষে শাখেতিবৎ অধিকরণত্ব বিবক্ষয়া বা সপ্তমী] নরে নৃদেহধারিণি কর্ম্ম ন লিপ্যতে। "আদৌ স্ববর্ণা শ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানস ইতি শ্রীরামগীতায়ামুক্তত্বাৎ। স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ম্ ইতি ভগবৎপাদোক্তেশ্চ। যাবদিচ্ছা তাবৎ কর্ম্মস্বধিকার ইতি তাৎপর্য্যম্। তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবদেতি ভাগবতাৎ [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

একো জ্ঞানমার্গো দ্বিতীয়ঃ কর্ম্মমার্গ এবং প্রকারাদ্বয়াদন্যৎ প্রকারান্তরং নাস্তীত্যর্থঃ। দেবতাভক্তিরপ্যুভয়াত্মিকৈব। অতো ন বিরোধঃ। * *

অতঃ শাস্ত্র বিহিতানি অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেব জিজীবিষেদিতি। কথং পুনরিদমবগম্যত আদ্যেন মন্ত্রেণ সসংন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠোক্তা দ্বিতীয়েন তদশক্তস্য কর্ম্মনিষ্ঠেতি। * * * *

দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো নিবৃত্তিশ্চ সুভাষিত॥

ইত্যাদি পুত্রায় বিচার্য্য নিশ্চিতমুক্তং শ্রীবেদব্যাসেন বেদাচার্য্যেণ। শ্রীভগবতা—লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। [আনন্দ ভট্টঃ]।

ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধ্যা কৃতকর্ম্মণা শুদ্ধান্তঃকরণস্যৈব মুক্তিরিতি ভাবঃ। নন্ কর্ম্মণোঽবশ্যং ফলেন ভাব্যং কথং মুক্তিরিত্যাহ—ন কর্ম্মেতি। মুক্ত্যর্থং ক্রিয়মাণং কর্ম্ম নরে মনুষ্যে ত্বয়ি ন লিপ্যতে ন বধ্যতে। স্বোচিতেনাসংকল্পিতফলেন কর্ম্মণা ভগবন্তমারাধয়ন্তং নরমপি ত্বাং ন প্রাগুক্তর কর্ম্ম বাধত ইত্যর্থঃ। মুক্তিকারণ অন্তঃকরণ শুদ্ধ্যাপাদকত্বেন অপক্ষীণ শক্তিত্বাৎ। [অনন্তাচার্য্যঃ]

ইত এবম্বিধ নিষ্কাম কর্ম্মণোঽন্তি যেন প্রকারেণ কর্ম্ম ন লিপ্যতে কর্ম্মণা ন লিপ্যসে কর্ম্ম ফলং ন প্রাপ্স্যসি। অত্র আত্মজ্ঞানিনো জীবন্মুক্তাবস্থা সূচিতা। যাবদ্দেহধারণং বিদ্যতে তাবন্ন কোঽপি জ্ঞানী নিষ্ক্রিয়ো জীবেদিন্দ্রিয়াদি সত্তবাদারব্ধ কর্ম্মবশাচ্চ। তথাচোক্তং ভগবতার্জ্জুনং প্রতি—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।

গীতা ৩।৫

নন্ ব্রহ্মাত্মবিৎ জীবন্মুক্তঃ প্রকৃতিবশাৎ দেহধর্ম্মানুবোধেন লোকাশঙ্কার্থং বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পশ্যতীত্যুক্তমাদিমন্ত্রেণ ঈশাবাস্যমিত্যাদিনা। কাঠকেঽপ্যুক্তং,

পুর মেকাদশদ্বারমজস্যা বক্র চেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥

স বিমুক্ত আত্মজ্ঞানী যদি শতবর্ষাণ্যপি জিজীবিষেৎ তথাপি ন কর্ম্মণা লিপ্যতে। সন্ প্রত্যয়ো গৌরবার্থঃ বহুতর কর্ম্মানুষ্ঠানেনাপি জীবন্মুক্তস্য ন কর্ম্মবন্ধ ইতি দর্শয়িতুং ব্যবহৃতঃ। জ্ঞান কর্ম্মণো বিরোধোঽজ্ঞানাং সকামনিষ্কাম কর্ম্ম পক্ষে ন জ্ঞানিনামিন্দ্রিয়াদি ব্যাপারমাত্রে বোদ্ধব্যঃ।

জ্ঞানিনামিন্দ্রিয়াদি ব্যাপারো ন তৎ কর্ম্ম যৎ বধ্নাতি জীবং সংসারক্রমে যথা ভগবতো বাসুদেবস্য ক্ষাত্রধর্ম্মপালনং। "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।" ৪।১৪ "আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়" ৪।৪১ "সর্ব্বভূতাত্ম ভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে" ৫।৭ ইত্যাদি স্মৃতি বাক্যেভ্যঃ।" "**भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्यकर्म्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे**" মুণ্ডক ২।২।৯ "**यदा सर्व्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। अथ मर्त्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते**" কঠ৩।২।১৪ "**यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्त्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्। तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति**" মুণ্ডক ৩।১।৩ ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যেভ্যশ্চ ॥২॥

[আত্মজ্ঞানের অভ্যাসে সামর্থ্য যতদিন না হইতেছে ততদিন] এই সংসারে [অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক] কর্ম্ম [নিষ্কাম ভাবে] করিয়াই শতবৎসর জীবন ধারণে ইচ্ছা করিবে। এই প্রকারে [নিষ্কাম কর্ম্ম করা ভিন্ন] তোমার মত মনুষ্যের প্রকারান্তর নাই যাহাতে তুমি কর্ম্ম লিপ্ত হওয়া হইতে অব্যাহতি পাইতে পার। ২।

মুমুক্ষু—মা! জ্ঞানের কথা শুনিতে ত রুচি আছে দেখা যায়। আমি চেতন, জড় নই। আমি আত্মা অনাত্মা নই। আমি আত্মা জনন মরণ বর্জ্জিত সৎ, সৎ আমিই সত্য আর সমস্ত মিথ্যা, কাজেই শোক করিবার কোন কিছুই নাই, কেহ মরুক বা বাঁচুক তাহাতে জ্ঞানবানের কোন দুঃখ হইতে পারে না, যে সব লোক দেখিতেছি ইহারা পূর্ব্বে ও ছিল, পরেও থাকিবে ইহাদের মৃত্যু বলিয়া কোন কিছুই নাই। যাহাকে লোকে মৃত্যু বলে তাহা কৌমার যৌবন জরার মত দেহের অবস্থান্তর মাত্র। ইহার জন্য শোক হইতে পারেনা। লোকে যাহাকে দুঃখ বলে তাহা অসৎ--আগমাপায়ী। বহু বহু জন্ম আত্মা ভাবে না থাকিয়া দেহের সহিত, প্রাণের সহিত, মনের সহিত, বিষয়ের সহিত, আমার সঙ্গ করা হইয়াছে, দেহকে, মনকে, প্রাণকে, বিষয় সম্পত্তিকে, ঘর বাড়ীকে আমার, আমার করা হইয়াছে, ঐ সকল বিষয়ে আমি কে মাখাইয়া ফেলা হইয়াছে, সেই জন্য বিষয়ে

সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হইলেই শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ বোধ হয়। ইহারা আগমাপায়ী জানিয়া আর আত্মাই একমাত্র নিত্য সৎ জানিয়া দুঃখ সহ্য করিয়া আত্মার স্মরণে থাকিতে হয়। এইরূপ সহ্য করিতে করিতে যখন আর দুঃখ কোন ব্যথা দিতে পারিবেনা, দুঃখ আসিলেই মনে হইবে দুঃখাদি আগমাপায়ী অনিত্য এক মাত্র আমিই সত্য এই ভাবে জগতের সকল দুঃখ যখন অগ্রাহ্য করিতে পারা যাইবে তখন আত্মা লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে পারা যাইবে বলিয়া মানুষ অমর হইয়া যাইবে। আত্মার সম্বন্ধে এই সমস্ত জ্ঞানের উক্তি শুনিতে সকলেরই ভাল লাগে। আত্মা চৈতন্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ। আমার কোন কিছুর অভাব নাই; আমার ক্ষুধা পিপাসা নাই, ইহারা প্রাণের, আমার শোক মোহ নাই, ইহারা মনের, আমার জনন মরণ নাই ইহারা দেহের। কাজেই আমার কোন অভাবও নাই, কোন কিছুতে ভয়ও নাই, কোন প্রকার দুঃখও নাই। আমি আনন্দ স্বরূপ। আমার সহিত দেহের বা জগতের কোন কিছুর সঙ্গ হয়না। তথাপি যে সঙ্গ মত হইতে দেখা যায় এটা কাল্পনিক, এটা মিথ্যা, এটা সাধের কাজল। কাজেই সংসার থাকুক বা যাক তাহাতে আমার বা আত্মার বিচলিত হইবার কিছুই নাই। আলস্য, অনিচ্ছা, লয় বিক্ষেপ এই সমস্তই মিথ্যা—আত্মাতে এই সমস্ত আদৌ নাই, আত্মার কথা যখন এই ভাবে শাস্ত্রমুখে শুনা যায় তখন ত সকলেরই ভাল লাগে কিন্তু ইহা শুনিলেই ত সব হইয়া যায় না; আত্মজ্ঞানের কথাও লোকে বলে আবার শোক দুঃখও করে, রাগ দ্বেষের কার্য্যও করে কোন দিন ভাল থাকিল, কোন দিন মন্দ থাকিল ইহাও করে, ঘোর বিষয়ীও হয়, তবে মা আত্মজ্ঞানের কথাতে কি হইল?

শ্রুতি। আত্মজ্ঞানের অভ্যাস চাই।

মুমুক্ষু—আত্মজ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইলে কি করিতে হইবে তাহাই বলুন; তবেই বুঝিব আমি এই অভ্যাসে সমর্থ কি অসমর্থ।

শ্রুতি—জ্ঞান অভ্যাসের অধিকারী যিনি তাঁহাকে নিম্ন লিখিত কর্ম্ম সমূহের সাধনা করিতে হইবে।

(১) লোকের কাছে সম্মান পাওয়ার আকাঙ্খা ত্যাগ।

(২) আমি ধার্ম্মিক ইহার প্রচার বাসনা ত্যাগ।

(৩) বাক্য, মন, শরীর দ্বারা অপরকে ক্লেশ দেওয়া ত্যাগ।

(৪) সংসারের ও অপরের উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করা।

(৫) কোন প্রকার কুটিলতা না করা।

(৬) আচার্য্যের উপাসনা করা।

(৭) মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি দ্বারা বাহিরে শুচি হওয়া এবং মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা দ্বারা মনকে রাগদ্বেষ বর্জ্জিত করিয়া ভিতরে শুচি হওয়া।

(৮) শত বাধাতেও মোক্ষের সাধনা ত্যাগ না করা।

(৯) আত্মনিগ্রহ বা মন বাক্য ও কায় দণ্ড করা।

(১০) বিষয়ের দোষ দেখিয়া দেখিয়া ভোগে অরুচি আনা।

(১১) আমি উৎকৃষ্ট এই অহংকার বর্জ্জন।

(১২) মৃত্যু জন্ম জরা প্রত্যহ বারবার আলোচনা।

(১৩।১৪) দেহে, স্ত্রীপুত্রাদিতে আমি আমার আসক্তি ত্যাগ।

(১৫) ইষ্টে বা অনিষ্টে সমচিত্তত্ব অভ্যাস করা।

(১৬) ঈশ্বর ভিন্ন গতি নাই জানিয়া দেবতার ভজন।

(১৭) চিত্তপ্রসাদকর নির্জ্জন অরণ্যে, বা নদীতটে বা দেবগৃহে একাকী থাকিতে ভালবাসা।

(১৮) বিষয়ী লোকের সঙ্গ একবারে ত্যাগ করা।

(১৯) আত্মজ্ঞান লাভের উদ্যোগ সর্ব্বদা করার জন্য আত্মার কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করা মনন করা এবং ধ্যান করা।

(২০) বেদান্তের—উপনিষদের অর্থ আলোচনা করা।

মুমুক্ষু—মা -গীতাতে এবং অধ্যাত্মরামায়ণে আপনি জ্ঞানের এই ২০ প্রকার সাধনাই বলিয়াছেন। কিন্তু এই অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব অহিংসা, ক্ষান্তি আর্জ্জব, অনহঙ্কার, আত্মনিগ্রহ ইত্যাদির অভ্যাস করিতে গিয়াও শত বার দোষ করিয়া ফেলা হয়।

শ্রুতি—গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম, যোগ, যুক্ততম অবস্থা লাভের জন্য ভাল করিয়া সাধনা না করিলে জ্ঞান সাধনায় সফল মনোরথ হওয়া যায়না। প্রথমকার সাধনা গুলি না সাধিয়া একবারে সন্ন্যাস লইলে চলিবে কিরূপে? প্রথম হইতে প্রস্তুত না হইলে "আমি ব্রহ্ম" সন্ন্যাসীর এই অভ্যাস সাধিত হইতে পারেনা। সেই জন্য যতদিন বাঁচিবে ততদিন শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মই করিবে। যতদিন তুমি নরত্বাভিমানী রহিয়াছ, দেহাভিমানী রহিয়াছ ততদিন তোমার আত্মজ্ঞান রহিত অবস্থা। ভগবানের প্রসন্নতা লাভ জন্য শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম কর। লক্ষ্য

থাকিবে ঈশ্বরের প্রসন্নতার দিকে—কর্ম্ম ফলে লক্ষ্য থাকিবেনা। কর্ম্ম গৌণ হওয়ায় এবং ঈশ্বর প্রসন্নতা মুখ্য হওয়ার অভ্যাসটি দৃঢ় হইলে কর্ম্ম তোমাকে লিপ্ত করিতে পারিবেনা।

নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা ভিন্ন দেহাভিমানী মনুষ্য আর কোনকিছুতেই জ্ঞান লাভে অধিকার লাভ করিতে পারিবে না।

মুমুক্ষু। প্রথম মন্ত্রে বলিতেছেন সন্ন্যাসীর জন্য জ্ঞান নিষ্ঠা। দ্বিতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন যাঁহার জ্ঞানে অধিকার জন্মে নাই এইরূপ পুরুষের চিত্তশুদ্ধি জন্য কর্ম্মনিষ্ঠা। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করার চেষ্টা করা ও ত যাইতে পারে। এই মন্ত্রে সন্ন্যাসীর জন্য জ্ঞান ও কর্ম্ম নিষ্ঠা যে বলা হয় নাই তাহা জানা যাইতেছে কিরূপে?

শ্রুতি। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না। জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধের কথা সর্ব্বশাস্ত্রেই আছে। এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে **"যো হি জিজীবিষেৎ স কর্ম্ম কুর্ব্বন্। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্"** ইতি চ। ন জীবিতে মরণে বা গৃধিং কুর্ব্বীতারণ্যমিয়াৎ" ইতি চ পদম্। "ততো ন পুনরিয়াৎ" ইতি সন্ন্যাস শাসনাৎ। সন্ন্যাসী জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করেন না মরণেও ইচ্ছা করেন না। যিনি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকেই কর্ম্ম করিতে হইবে। "জিজীবিষেৎ" যখন বলা হইতেছে তখন সন্ন্যাসীর পক্ষে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে না। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই ধনাকাঙ্ক্ষা ও নাই। আবার একজনের পক্ষে কর্ম্ম করা এবং কর্ম্ম ত্যাগ করা এই উভয় বিধি হইতে পারে না। সন্ন্যাসী যখন কর্ম্মী নহেন আর যখন তাঁহার জীবনের বা মরণের আকাঙ্খা নাই তখন তিনি অরণ্যে গমন করিবেন সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবেন না। ইহাই বেদোক্ত সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়ম—ইহাই সন্ন্যাস শাসন। **ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ"** ইতি চ তৈত্তিরীয়কে।

সন্ন্যাসিই কর্ম্মকে অতিক্রম করিয়াছিলেন তৈত্তিরীয় শ্রুতি ইহা বলেন। সমস্ত বেদে প্রবৃত্তি পথ ও নিবৃত্তি পথ এই দুই পথের কথাই আছে, ভগবান ব্যাসদেব ও নিজ পুত্রকে প্রবৃত্তি পথ বা কর্ম্মমার্গ এবং নিবৃত্তি পথ বা জ্ঞানমার্গ বা সন্ন্যাস ইহারই উপদেশ করিয়াছিলেন।

বলা হইতেছে যতদিন দৃঢ় বৈরাগ্য না হইতেছে ততদিন ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া ঈশ্বর প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিয়া চল। ইহাতে কর্ম্ম বন্ধন থাকিবেনা। এষণা ত্রয় ত্যাগ ভিন্ন এবং দৃঢ় বৈরাগ্য ভিন্ন সন্ন্যাস লইলে পতিত হইতে হইবে। বৈরাগ্য দৃঢ় ভাবে যখন হইল তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত।

প্রথম মন্ত্রে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য বলা হইল দ্বিতীয় মন্ত্রে জ্ঞানাভ্যাসে যিনি অসমর্থ তাঁহার জন্য নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া গেল। এই দুই পথের কোন পথই যিনি অবলম্বন করিলেন না তাঁহার কিরূপ গতি হয় তাহাই তৃতীয় মন্ত্রে দেখান যাইতেছে।

মুমুক্ষু—কেহ কেহ বলেন দ্বিতীয় মন্ত্রেও আপনি জীবন্মুক্তকে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। ইহারা ব্যাখ্যা করেন যে মনুষ্য এই প্রকারে সমস্তই ব্রহ্ম এই জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া এই পৃথিবীতে শতবৎসর জীবন ধারণে ইচ্ছা করেন তাঁহার পক্ষে এই প্রকার নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন অন্য প্রকার আর নাই যাহাতে কর্ম্ম লেপ তাঁহাতে না লাগে। আত্মজ্ঞানীর জীবন্মুক্তাবস্থা এখানে বলা হইল। কুলাচার্য্য সত্যানন্দ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।

শ্রুতি—শ্রুতিমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইলে দুরান্বয় করা উচিত নহে। পরে পরে যেমন শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা ধরিয়াই ব্যাখ্যা করা উচিত। দূর অন্বয় করিলে "এবং" অর্থে এই প্রকার "সমস্তই ঈশ্বর" এই জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া যদি কেহ শতবৎসর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন ইত্যাদি বলিতে হয়। আবার "ত্বয়ি নরে" ইহার অর্থও ঠিক হয় না, "ইতঃ" এই প্রকার নিষ্কাম কর্ম্ম আছে ইত্যাদি ব্যাখ্যা কষ্ট কল্পনা মাত্র। বিশেষতঃ শ্রুতি স্মৃতি কর্ম্ম পথ ও জ্ঞান পথ এই দুই পথের কথাই বলিয়াছেন। গীতাও বলিতেছেন সাংখ্য জ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত মানুষ কিছুতেই শোক হইতে পরিত্রাণ পাইবেনা। সেই সাংখ্যজ্ঞান লাভ জন্য চিত্ত শুদ্ধি চাই। বিনা কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি হইবে না। এই মন্ত্রে প্রথমে জ্ঞান পথ ও দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্মপথের কথাই বলা হইয়াছে। জীবন্মুক্তের কর্ম্মের কথা বলা হয় নাই।

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ৩

সরলমন্ত্রার্থঃ। **অসুর্যা** অসুষু প্রাণেষু রমন্ত ইতি অসুরাঃ ভোগলম্পটাঃ প্রাণপোষণমাত্রপরা অজ্ঞানিনঃ কেবলবিষয়াসক্তাস্তৈ প্রাপ্যা অসুর্য্যাঃ অসুরাণাম্ যোগ্যাঃ **নাম** প্রসিদ্ধাঃ **তে** যচ্ছব্দ স্থানে তচ্ছব্দঃ **লোকাঃ** কর্ম্মফলরূপা দেহ বিশেষাঃ লোকস্থতত্তৎযোনয়ঃ তত্তৎজন্মানি স্থানানি বা তির্য্যগাদীনি নরকাদীনি **অন্ধেন** অদর্শনাত্মকেন গাঢ়েন **তমসা** অজ্ঞানলক্ষণেন অন্ধকারেণ ক্লেশচতুষ্টয়ানুবিদ্ধেন পঙ্ক-মেন অন্ধতামিস্রেণ অহং মমাভিনিবেশ রূপেণ **আবৃতাঃ** আচ্ছাদিতাঃ। **যে কে চ** যে কেঽপি **আত্মহনঃ** আত্মানং ঈশং সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণং চিদানন্দং ঘ্নন্তি সংসারে

স্বস্বরূপস্থিত দেহ এবাহং নাহত্মা কশ্চনাসীত্যবজ্ঞাকারিণঃ আত্মঘাতিনঃ ইদংসর্ব্বং অহমেবেতিজ্ঞানশূন্যাঃ আত্মঘাতকাঃ বা ভোগাভিলাষেণ ঈশ্বরজ্ঞানশূন্যাঃ প্রাকৃতা অবিদ্বাংসঃ **জনাঃ** নরাঃ **প্রেত্য** মরণং প্রাপ্য ইমং দেহং পরিত্যজ্য **তান্** অসুরসংজ্ঞকান্ লোকান্ **অভিগচ্ছন্তি** যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং তে তান্ গচ্ছন্তি আত্মহনন দোষেণ সংসরন্তি। যেন যাদৃশং প্রতিষিদ্ধং বিহিতং বা দেবাদিজ্ঞানমনুষ্ঠিতং স তদনুরূপামেব যোনিমাপ্নোতীত্যর্থঃ।

চূর্ণিকা।

অথেদানীমবিদ্বন্নিন্দার্থোঽয়ংমন্ত্রঃ—আচার্য্যঃ।

ইদানীং স্বর্গাদিপ্রাপ্তিহেতুভূতানি কর্ম্মানি যে কুর্ব্বন্তি তে নিন্দ্যন্তে—উবটাচার্য্যঃ।

মাগৃধ ইত্যাদের্ব্যাখ্যানমনেন ধনাভিলাষবতাং কষ্টসংসারপ্রাপ্তি রুচ্যতে—শঙ্করানন্দঃ।

সাধকস্য নিষ্কাম কর্ম্মস্বধিকার ইত্যুক্তমর্থং কাম্যকর্ম্মপরাণাং বলবদনিষ্টফল কথনব্যাজেন কাম্যকর্ম্মনিন্দয়া প্রবলয়তি—রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ।

অথেদানীমবিদ্বানন্নিন্দা আরভ্যতে বিদ্বৎপ্রশংসার্থম্। —আনন্দভট্টঃ।

অথকাম্যপরান্নিন্দতি—অনন্তাচার্য্যঃ।

সম্যগাত্মলক্ষণাং জীবন্মুক্তাবস্থামুক্ত্বা ন ভাতি নাস্তি চৈতন্য ইতি সম্যগাত্ম—জ্ঞানাভাব লক্ষণাং মূঢ়াবস্থামাহ—সত্যানন্দঃ।

অসুর্য্যাঃ

পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপ্যসুরাঃ তেষাং চ স্বভূতা লোকা অসূর্য্যা নাম—আচার্য্যঃ

অসুরাণাং স্বভূতা এবং সংজ্ঞকা স্তে লোকাঃ—উবটাচার্য্যঃ

আত্মজ্ঞানমুপেক্ষ্যাথ দেবা যে ভোগলম্পটাঃ।
অসুরা এব তে জ্ঞেয়া আত্মধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥
যেঽন্যথা সন্তমাত্মানমকর্ত্তারম্ স্বয়ম্প্রভম্।
কর্ত্তা ভোক্তেতি মন্যন্তে ত এবাঽত্মহনো জনাঃ॥—ব্রহ্মানন্দঃ

অসুর্য্যা নামাসুরসম্বন্ধিনঃ প্রসিদ্ধাস্তে ধনাভিলাষবতামাত্মজ্ঞানশূন্যানাং যে শূকরাদি দেহরূপাস্তেলোকাঃ কর্ম্মফলরূপা দেহবিশেষাঃ—শঙ্করানন্দঃ

অসুষু প্রাণেষু রমন্ত ইত্যসুরাঃ প্রাণপোষকা জ্ঞানহীনাঃ কেবল প্রাণপোষিণো দেবা অপ্যসুরা এব। তেষামিমেঽসূর্য্যাঃ।—রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ

অসুরাণাং সম্বন্ধ লোকা অসূর্য্যা—আনন্দভট্টঃ

ত্রয়ো হোদ্গীথে কুশলা বভূবুঃ, শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নো দাল্‌ভ্যঃ প্রবাহণো জৈবলিরিতি, তে হোচুরুদ্গীথে বৈ কুশলাঃ স্মো হন্তোদ্গীথে কথাং বদাম ইতি। ১। তথেতি হ সমুপবিবিশুঃ, স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ, ভগবন্তাবগ্রে বদতাং ব্রাহ্মণয়োর্বদতোর্বাচং শ্রোষ্যামীতি। ২। স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচ হন্ত ত্বা পৃচ্ছানীতি পৃচ্ছেতি হোবাচ। ৩। কা সাম্নো গতিরিতি স্বর ইতি হোবাচ, স্বরস্য কা গতিরিতি প্রাণ ইতি হোবাচ, প্রাণস্য কা গতিরিত্যন্নমিতি হোবাচান্নস্য কা গতিরিত্যাপ ইতি হোবাচাপাং কা গতিরিত্যসৌ লোক ইতি হোবাচামুষ্য লোকস্য কা গতিরিতি ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ, স্বর্গং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসংস্তাবং হি সামেতি। ৪। তং হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচাপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্‌ভ্য সাম, যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্দ্ধা তে বিপতেদিতি। ৫।

পদানুসরণী] অনেকধোপাস্যত্বাদক্ষরস্য প্রকারান্তরেণ পরোবরীয়স্ত্ব-গুণফলমুপাসনান্তরমানিনায়। ইতিহাসস্তু সুখাববোধনার্থঃ। ত্রয়স্ত্রিসংখ্যাকাঃ, হেতি ঐতিহ্যার্থঃ। উদ্গীথে উদ্গীথজ্ঞানং প্রতি কুশলা নিপুণা বভূবুঃ কস্মিংশ্চিদ্দেশে কালে নিমিত্তে বা সমেতানা-মিত্যভিপ্রায়ঃ। নহি সর্ব্বস্মিন্ জগতি ত্রয়াণামেব কৌশলমুদ্গীথাদি-বিজ্ঞানে; শ্রূয়ন্তে হ্যুষস্তি-জানশ্রুতি-কৈকেয়-প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বজ্ঞ-কল্পাঃ। কে তে ত্রয় ইত্যাহ শিলকো নামতঃ, শলাবতোঽপত্যং শালাবত্যঃ। চিকিতায়নস্যাপত্যং চৈকিতায়নঃ। দল্‌ভ-গোত্রো দাল্‌ভ্যঃ, দ্ব্যামুষ্যায়ণো বা। প্রবাহণো নামতো জীবলস্যাপত্যং জৈবলিরিত্যেতে ত্রয়স্তে হোচুরন্যোন্যমুদ্গীথে বৈ কুশলা নিপুণা ইতি প্রসিদ্ধাঃ স্মঃ। অতো হন্ত যদ্যনুমতির্ভবতাম্ উদ্গীথে উদ্গীথ-জ্ঞান-নিমিত্তাং কথাং বিচারণাং পক্ষ-প্রতিপক্ষোপন্যাসেন বদামঃ বাদং কুর্ম্ম-ইত্যর্থঃ। তথাচ তদ্বিদ্যসংবাদে বিপরীতগ্রহণনাশঃ, অপূর্ব্ব-বিজ্ঞানোপজনঃ সংশয়-নিবৃত্তিশ্চেতি। অতস্তদ্বিদ্য-সংযোগঃ কর্ত্তব্য

ইতি চ ইতিহাস-প্রয়োজনম্ ; দৃশ্যতে হি শিলকাদীনাম্ ॥ ১ ॥ তথেত্যুক্ত্বা তে সমুপবিবিশুঃ, হ উপবিষ্টবন্তঃ কিল। তত্র রাজ্ঞঃ প্রাগল্‌ভ্যোপপত্তেঃ, সহ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ ইতরৌ—ভগবন্তৌ পূজাবন্তৌ অগ্রে পূর্ব্বং বদতাম্। ব্রাহ্মণয়োরিতিলিঙ্গাৎ রাজাহসৌ। যুবয়োর্ব্রাহ্মণয়োঃ বদতোর্বাচং শ্রোষ্যামি। অর্থ-রহিতামিত্যপরে বাচমিতি বিশেষণাৎ ॥ ২ ॥ উক্তয়োঃ স হ শিলকঃ শালাবত্যঃ চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচ-হন্ত যদ্যনুমংস্যসে, ত্বা ত্বাং পৃচ্ছানি, ইত্যুক্ত ইতরঃ পৃচ্ছেতিহোবাচ ॥ ৩ ॥

লব্ধানুমতিরাহ—কা সাম্নঃ প্রকৃতত্বাৎ উদ্‌গীথস্য উদ্‌গীথোহি অত্র উপাস্যত্বেন প্রকৃতঃ, 'পরোবরীয়াংসমুদ্‌গীথ' মিতিচ, বক্ষ্যতি ; গতিঃ আশ্রয়ঃ পরায়ণমিত্যেতৎ। এবং পৃষ্টো দাল্‌ভ্য উবাচ—স্বরইতি, স্বরাত্মকত্বাৎ সাম্নঃ ; যো যদাত্মকঃ স তদ্‌গতিস্তদাশ্রয়শ্চ ভবতীতি যুক্তং মৃদাশ্রয়ইব ঘটাদিঃ। স্বরস্য কা গতিরিতি, প্রাণ ইতি হোবাচ। প্রাণ-নিষ্পাদ্যোহি স্বরঃ, তস্মাৎ স্বরস্য প্রাণোগতিঃ। প্রাণস্য কা গতিরিতি, অন্নমিতিহোবাচ। অন্নাবষ্টম্ভোহি প্রাণঃ, "শুষ্যতিবৈ প্রাণ ঋতেহন্নাৎ' ইতি শ্রুতেঃ, অন্নং দাম ইতিচ। অন্নস্য কা গতিরিতি, আপ ইতি হোবাচ ; অপ্‌সম্ভবত্বাদন্নস্য। অপাং কা গতিরিতি, অসৌ লোক ইতি হোবাচ ; অমুষ্মাৎহি লোকাৎ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি। অমুষ্য লোকস্য কা গতিরিতি পৃষ্টো দাল্‌ভ্য উবাচ—স্বর্গমমুং লোকমতীত্য আশ্রয়ান্তরং সাম ন নয়েৎ কশ্চিৎ ইতি হ উবাচ আহ। অতো বয়মপি স্বর্গং লোকং সাম অভিসংস্থাপয়ামঃ ; স্বর্গলোক-প্রতিষ্ঠং সাম জানীম ইত্যর্থঃ। স্বর্গ-সংস্তাবং স্বর্গত্বেন সংস্তবনং সংস্তাবো যস্য তৎ সাম স্বর্গ-সংস্তাবম্ হি যস্মাৎ ; স্বর্গো বৈ লোকঃ সামবেদ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥ তমিতরঃ শিলকঃ শালাবত্য শৈচকিতায়নং দাল্‌ভ্য মুবাচ—অপ্রতিষ্ঠিতম্-অসংস্থিতম্ পরোবরীয়স্ত্বেন অসমাপ্ত-গতি সামেত্যর্থঃ। বৈ ইত্যাগমং স্মারয়তি, কিলেতিচ ; দাল্‌ভ্য তে তব সাম। যস্তু অসহিষ্ণুঃ সামবিৎ এতর্হি এতস্মিন্ কালে ব্রূয়াৎ কশ্চিৎ-বিপরীত-বিজ্ঞানম্ অপ্রতিষ্ঠিতং সাম প্রতিষ্ঠিতমিতি ; এবং

বাদাপরাধিনঃ মূৰ্দ্ধা শিরস্তে বিপতিষ্যতি বিস্পষ্টং পতিষ্যতীতি। এবমুক্তস্যাপরাধিনঃ তথৈব তৎ বিপতেৎ, ন সংশয়ঃ; ন ত্বহং ব্রবীমীত্যভিপ্রায়ঃ।

নন্বু মূৰ্দ্ধপাতার্হং চেৎ অপরাধং কৃতবান অতঃ পরেণানুক্তস্যাপি পতেৎ মূৰ্দ্ধা. নচেদপরাধী, উক্তস্যাপি নৈব পততি; অন্যথা অকৃতাভ্যাগমঃ কৃতনাশশ্চ স্যাতাম্। নৈষ দোষঃ, কৃতস্য কৰ্ম্মণঃ শুভাশুভস্য ফলপ্রাপ্তের্দেশকাল নিমিত্তাপেক্ষত্বাৎ। তত্রৈবং সতি মূৰ্দ্ধপাতনিমিত্তস্যাপি অজ্ঞানস্য পরাভিব্যাহারনিমিত্তাপেক্ষত্বমিতি॥

বঙ্গানুবাদ। (ইতঃ পূর্ব্বে ভগবতী শ্রুতি আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক-ভাবে পরমাত্ম-দৃষ্টিতে উদ্গীথোপাসনা বলিয়াছেন। সম্প্রতি পরমাত্মার পরোবরীয়স্ত্বগুণ-অবলম্বনে উদ্গীথোপাসনার অবতারণা করিতেছেন)।

পুরাকালে শলাবৎতনয় শিলক, চিকিতায়ন-পুত্র দাল্ভ্য, জীবল-নন্দন প্রবাহণ, এই ঋষিত্রয় উদ্গীথ-বিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা (পরস্পর) বলিলেন—আমরা উদ্গীথ বিদ্যায় নিপুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। (যদি সকলের অভিমত হয়, আসুন) আমরা উদ্গীথ বিষয়ে (স্ব স্ব উদ্গীথ-জ্ঞান-বিশুদ্ধির নিমিত্ত) কথা বলি (পক্ষ প্রতিপক্ষ নির্ণয়পূর্ব্বক বিচার করি)। কথিত আছে—তাঁহারা 'তথাস্তু' বলিয়া সমুপবিষ্ট হইলেন। জীবল-তনয় প্রবাহণ বলিলেন—ভগবন্, আপনারা উভয়েই অগ্রে বিচার করুন, বাদ-রত ব্রাহ্মণদ্বয়ের বিচার শ্রবণ করিব।

শলাবৎপুত্র শিলক, চিকিতায়ন-তনয় দাল্ভ্যকে বলিলেন—ভাল, (যদি অনুমতি হয়) আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি? (উত্তরে দাল্ভ্য বলিলেন) জিজ্ঞাসা করুন।

(শিলক জিজ্ঞাসা করিলেন—) সাম বা উদ্গীথের আশ্রয় কি? (উত্তরে দাল্ভ্য বলিলেন—স্বর। (মৃত্তিকাত্মক ঘটের আশ্রয় যেমন মৃত্তিকা, তদ্রূপ স্বরাত্মক উদ্গীথ ও সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ে স্বরেরই আশ্রিত।)

শিলক] স্বরের আশ্রয় কি ?

দাল্‌ভ্য] প্রাণ। (প্রাণের প্রযত্নে স্বর উচ্চারিত হয়, সুতরাং প্রাণই স্বরের আশ্রয়।)

শিলক] প্রাণের আশ্রয় কি ?

দাল্‌ভ্য] অন্ন। (অন্নকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ পুষ্টিলাভ করে, অন্নের অভাবে প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়, সুতরাং প্রাণের গতি অন্ন।)

শিলক] অন্নের গতি কি ? (কাহার আশ্রয়ে অন্ন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ?)

দাল্‌ভ্য বলিলেন—অপ্ (জল)। পর্জ্জন্য-সম্ভূত জলেই অন্ন উৎপন্ন হয়, সুতরাং অন্নের গতি অপ্।

শিলক] অপের গতি কি ? (জল কোথা হইতে উৎপন্ন হয় ?)

দাল্‌ভ্য বলিলেন—স্বর্গলোক। (স্বর্লোক বা দ্যুস্থানেই প্রথমতঃ জল সঞ্চিত হয়, পরে অন্তরিক্ষে মেঘরূপে, পরিশেষে ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহাই অন্নরূপে পরিণত হইয়া থাকে।)

শিলক বলিলেন—স্বর্গলোকের গতি বা আশ্রয় কি ?

উত্তরে দাল্‌ভ্য বলিলেন—কেহই স্বর্গ লোক অতিক্রম করিয়া সাম বা উদ্‌গীথকে লইয়া যাইবে না। অতএব আমরা স্বর্গ-লোকেই সাম বা উদ্‌গীথকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। কেননা, স্বর্গরূপেই সাম সংস্তুত হইয়া থাকেন।

শলাবৎ-তনয় শিলক, চিকিতায়ন-পুত্র দাল্‌ভ্যকে বলিলেন আপনার (ব্যাখ্যাত) সাম—আপনি শ্রুতির উপদেশ স্মরণ করিয়া দেখুন—অপ্রতিষ্ঠিত (সাম বা উদ্‌গীথের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা-স্থান যাহা, আপনি ব্যাখ্যাকালে তত দূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করেন নাই, ফলে আপনার ব্যাখ্যায় সাম বা উদ্‌গীথ অপ্রতিষ্ঠিতই রহিয়াছেন)। এখন যদি কোন সামবিৎ (অপ্রতিষ্ঠিত সামকে প্রতিষ্ঠিত বলিবার অপরাধে আপনার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া) বলেন; 'তোমার মস্তক পতিত হইবে' (এইরূপ বলিলে) আপনার মস্তক (নিশ্চিতই) পতিত হইবে।

গূঢ়ার্থ সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, উদ্‌গীথ-বিদ্যায় কি শিলক, দাল্‌ভ্য ও প্রবাহণই মাত্র পরিদর্শী ছিলেন ?

আচার্য্য] বৎস, তাহা নহে। ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন— কস্মিংশ্চিদ্দেশে কালে নিমিত্তে বা সমেতানামিত্যভিপ্রায়ঃ। কোন ও দেশে কোনও কালে অথবা কোনও কারণে সমবেত ঋষিমণ্ডলীর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিন জন ঋষিই উদ্‌গীথ-বিদ্যাকুশল ছিলেন। সমগ্র জগতে তিন জন ঋষি উদ্‌গীথ-বিদ্যাবিশারদ ছিলেন, এই কল্পনা সমীচীন নহে; কারণ উষস্ত, জানশ্রুতি, কৈকেয় প্রভৃতি বহু সর্ব্বজ্ঞকল্প ঋষির উল্লেখ, শ্রুতিতে রহিয়াছে।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, জাবল-তনয় প্রবাহণ কি ব্রাহ্মণ ছিলেন না ? নচেৎ তিনি **'ব্রাহ্মণয়োর্ব্বদতোর্বাচং শ্রোষ্যামি'** একথা বলিলেন কেন ?

আচার্য্য] বৎস, ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণয়োরিতি লিঙ্গাদ্ রাজাহসৌ। 'ব্রাহ্মণদ্বয়ের বাক্য শ্রবণ করিব' বলায় অনুমান হয়, প্রবাহণ রাজা ছিলেন। আচার্য্য আরও বলিয়াছেন-রাজ্ঞঃ প্রাগল্‌ভ্যোপপত্তেঃ। প্রগল্‌ভতা বিষয়সঙ্গ-কষায়িত রাজভাবেই স্বাভাবিক। সিদ্ধান্তবাদী প্রবাহণ ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহার বাক্যে সত্ত্বগুণ-সুলভ শীতলতা থাকিত। বৎস, বুঝিলে-ব্রাহ্মণের পক্ষে ভাষাব্যবহারেও কত সাবধান হওয়া আবশ্যক ?

ভগবান্ মনুর উপদেশ—

বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা।

ধর্ম্মকামী ব্রাহ্মণ মধুর ও মসৃণ বাক্য ব্যবহার করিবেন। পক্ষান্তরে, ভগবতী শ্রুতি বলেন—

যাং বৈ দৃপ্তোবদতি যামুন্মত্তঃ সা বৈ রাক্ষসীবাক্।

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৬অঃ ৭খঃ)

গর্ব্বিত ও উন্মত্ত ব্যক্তি যাহা উচ্চারণ করে, তাহা রাক্ষসী বাক্। ধারাবাহিক ভাবে সেবিত হইলে রাক্ষসীবাক্ সেবককে রাক্ষসী যোনিতে

উপনীত করে। সুতরাং ভাষাব্যবহারে অন্ততঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে, যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

[ব্রহ্মচারী] ভগবন্, ভগবতী শ্রুতি 'যে পরোবরীয়স্ত্ব-গুণ' অবলম্বনে এই উদ্গীথ-উপাসনার অবতারণা করিয়াছেন; সে 'পরোবরীয়স্ত্ব-গুণ' কি?

[আচার্য্য] বৎস, যাহা পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, এবং বরীয়ান্ অর্থাৎ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ, তাহাই পরোবরীয়ান্, পরোবরীয়ানের ভাবকে পরোবরীয়স্ত্ব বলে, পরোবরীয়স্ত্ব-একটি বিশিষ্ট-গুণ। এই গুণ কাহার আছে? পরমাত্মার। কেন এই গুণ পরমাত্মারই আছে, অন্যের নাই? তাহাই আলোচনা করিতেছি।

অনিত্যবস্তু মাত্রেরই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় আছে। অনিত্যবস্তু স্বীয় সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ে তাহার কারণের মুখাপেক্ষী। কারণ-পরম্পরার যিনি পরাকাষ্ঠা—যিনি মূল কারণ, তিনি নিত্য। এই নিত্যবস্তু আত্ম-মায়া-রচিত, কারণ-কার্য্য-বিভক্ত এই জগৎ প্রপঞ্চের অন্তরালে বিরাজমান রহিয়া স্বীয় বিধরণ-শক্তিতে এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। স্থূল দৃষ্টিতে দ্রষ্টা মনে করেন—মৃত্তিকা স্বীয় কার্য্য ঘটকে ধারণ করিয়া আছে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, মৃত্তিকাও আবার স্বীয়-প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্তিকার কারণ গন্ধ-তন্মাত্রকে অপেক্ষা করে, এইরূপে গন্ধ-তন্মাত্র তামসিক অহঙ্কারের, তামসিক অহঙ্কার মহত্তত্ত্বের, মহত্তত্ত্ব স্বীয় কারণভূতা প্রকৃতি বা মায়ার অপেক্ষা করে, মায়া আবার আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় কারণভূত ব্রহ্ম বস্তুর মুখাপেক্ষিণী। এইরূপে মূল কারণ-ভূত এক ব্রহ্মবস্তুই কারণ পরম্পরারূপে প্রতি কার্য্য বস্তুর প্রতিষ্ঠা-স্থান। যদিও স্থূল দৃষ্টিতে সৃষ্টিস্থিতিলয়-ব্যাপারে মৃত্তিকাই ঘটের পক্ষে গতি বা আশ্রয়, কিন্তু ইহাই পরম আশ্রয় নহে, নিকটবর্ত্তী আশ্রয় মাত্র, পরম আশ্রয় কিন্তু মূল কারণ ব্রহ্মবস্তুই। দ্বিতীয়তঃ কারণ-পরম্পরার আলোচনায় যতগুলি কারণ দেখা গেল, তাহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হইলেও ব্রহ্ম বস্তুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এইজন্য ব্রহ্ম বস্তুই পর ও বরীয়ান্ ইহারই ভাব—পরোবরীয়স্ত্ব। উদ্গীথ বা প্রণব পরমাত্মার প্রিয়নাম এবং

প্রিয়দেহ; যাহা কিছু মায়িক গুণরাশি, তৎসমুদয়ই এই উদ্গীথ-দেহে সমাবেশিত; এইজন্য পরোবরীয়স্ত্ব-গুণ অবলম্বনে এই প্রণব-মূর্ত্তির উপাসনা অবতারিত হইয়াছে। উপাসনার জন্য যাঁহারা শ্রুতির শরণাপন্ন, সন্তানবৎসলা ভগবতী শ্রুতি তাদৃশ উপাসককে পরোবরীয়ান্ করিয়া তুলিবেন, এইজন্য এই স্বর্গের অমৃত ভূতলে আনয়ন করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, ভগবতী শ্রুতির গর্ভে কত অমূল্য রত্ন নিহিত! কিন্তু বিনা উপাসনায় একটিও লাভ করিবার উপায় নাই!

আচার্য্য] বৎস, বিনা কর্ম্মে বিনা উপাসনায় কবে কাহার কি লাভ হইয়াছে? জ্ঞানের জন্য জ্ঞানীর উপাসনা, ধনের জন্য ধনীর উপাসনা, অন্নের জন্য অন্নবান্ গৃহস্থের উপাসনা, উপাসনা ভিন্ন কোন লৌকিক স্থূল বস্তুও লাভ করা সম্ভবপর নহে; আর এই অলৌকিক সূক্ষ্ম বস্তু বিনা উপাসনায় লাভ করা যাইবে?

তন্ত্র বলেন—

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযোগাৎ পুনস্তাসাং তদৌষধম্॥
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পির্বৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু॥

গো-দেহে ঘৃত থাকে, কিন্তু তাহাতে তাহার অঙ্গপোষণ হয় না, উহাই যখন কর্ম্মসংযোগে নির্গত হয়, তখন তাহা দ্বারা গোদেহেরও ঔষধের কার্য্য হইয়া থাকে। এই প্রকার পরমেশ্বর জীব-শরীরে গোদেহে ঘৃতের মত অলক্ষিতভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, কিন্তু বিনা উপাসনায় মানবের হিতসাধন করেন না।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, মহর্ষি শিলক উদ্গীথ-বিদ্যা-কুশল দাল্ভ্যকে মস্তক-পতনের ভয় প্রদর্শন করিলেন। কেহ যদি অভিজ্ঞতায় অপেক্ষাকৃত ন্যূন হয়েন, তাহাতেই কি তাঁহার মস্তক স্খলিত হইবে? জ্ঞানের অল্পতাই যদি মস্তক পতনের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে সে কারণ সত্ত্বেও কেন মস্তক পতিত হয় নাই, কিরূপেই বা তাহা ব্যক্তিবিশেষের কথামাত্রে হইবে?

আচার্য্য] বৎস, তুমি মনে করিতেছ, মানবের মস্তক অস্থিপঞ্জরের উপরে প্রতিষ্ঠিত। স্থূল দৃষ্টিতে তাহা সত্য হইলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা নহে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবে মানবের কর্ম্মই অস্থি-পঞ্জররূপে রূপান্তরিত হইয়া মস্তককে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, নিদ্রার আবেশে মরণ-মূর্চ্ছায় কর্ম্ম যখন নিমীলিত হয়, তখন কর্ম্মের স্থূল মূর্ত্তি অস্থি-পঞ্জর বর্ত্তমান থাকিলেও মস্তক ঢলিয়া পড়ে। কর্ম্ম-পরিচালিত সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ইহাই নিয়ম। উপাসক কিন্তু উপাসনার অধীন, উপাসনা উপাসককে উপাস্যভাবে ভাবিত করিয়াছেন। চরণ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত দেহ-যষ্টি যাহা এতদিন প্রাক্তন কর্ম্মের ভাবে ভাবিত প্রাক্তনকর্ম্মের পরিচালনায় পরিচালিত হইয়াছিল, প্রাক্তন কর্ম্মকর্ত্তৃক যাহা বিধৃত ছিল, উপাসনার অধিকারে আসিয়া উপাসকের সেই দেহ যষ্টি এখন উপাসনার হাতে। উপাসনা উপাসককে উপাস্যের ভাবে ভাবিত করিয়াছেন, উপাস্যের নিয়মে পরিচালিত করিয়াছেন, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত উপাস্যবস্তুর দেহে এখন উপাসক দেহবান্। [illegible] বিজ্ঞান, উপাসক হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া উপাস্যদেহ প্রাণদণ্ড দ্বারা তাহাতে উপাসককে স্থাপন করিয়াছে, যদি সে বিজ্ঞান উত্তমাঙ্গ শূন্য হয়, তাহা হইলে উপাসকের স্থূল উত্তমাঙ্গ নিরাশ্রয় হইয়া স্খলিত হইবে, ইহা বিস্ময়কর নহে, বরং স্বাভাবিক।

আলোচ্য উদ্গীথ-উপাসনায় উদ্গীথের উত্তমাঙ্গ পরমাত্মা। মহর্ষি দাল্‌ভ্য উদ্গীথের গতি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে যথাক্রমে স্বর, প্রাণ, অন্ন, জল ও স্বর্গ এই কয়েকটি অবস্থার উল্লেখ করিয়াই বিরত হইলেন, যাহা সর্ব্বাবস্থার মূর্দ্ধা বা মূলকেন্দ্র, সেই উত্তমাঙ্গটি বলিলেন না। সুতরাং অভিজ্ঞতর শালাবত্য দেখিলেন, মহর্ষি দাল্‌ভ্য যে উপাস্যভাবে ভাবিত, তাহার সেই ভাব-দেহটি উত্তমাঙ্গহীন। ফলে তাঁহার স্থূলদেহের মস্তকাংশ নিরাশ্রয়, পতনোন্মুখ কোন দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইবা মাত্র উহা স্খলিত হইয়া পড়িবে। অজ্ঞানরূপ কারণ থাকা সত্ত্বেও কেন পতিত হয়নাই, তাহার কারণ দুর্নিমিত্ত এখনও উপস্থিত হয় নাই। কোন অভিজ্ঞতর ব্যক্তি এই অল্পজ্ঞতার অপরাধে অসহিষ্ণু

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মরামায় নমঃ।
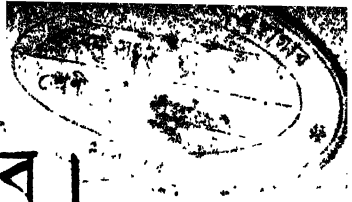
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণাপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৬শ বর্ষ } সন ১৩২৮ সাল, ফাল্গুন। { ১১শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগঙ্গা।

শম্ভুশির সুশোভনা
বিলাস বিভোরা
অনাসক্ত রাজ সুত
মাতা পাপহরা।
বিধি কমণ্ডলু ঝরা।
পুণ্য স্বরূপিণী
অচ্যুত চরণচ্যুতা
নগেন্দ্র নন্দিনী।

কবিদর্প বিদারিণী, তনয় বৎসলা।
আশু বর প্রদায়িনী. সূর্য্যবংশোজ্জ্বলা।
ঋষি অভিশাপ দগ্ধ, সহস্র শরীর।
দিব্য কান্তিময় তনু, স্পর্শিতবনীর।
অবিমুক্ত স্নেহ তব, অর্গল বিহীন।
সমাদরে কোলে তুল, নাহি রাজা দীন।
সর্ব্বলোক হেয় ঘৃণ্য, পুতি গন্ধময়
স্নেহ আলিঙ্গনে বদ্ধ, সেও তব হয়।

আহ বন্ধু দারা সুত, সম্পদে সবাই
অসময়ে তোমা বিনা, আর গতি নাই।
তাপত্রয় দগ্ধ জনে, সুশীতল করে
মৃদুহাস্যে মহানন্দে, আহ্বান আদরে।
দিব্যগন্ধময়ী দেবী, মকর বাহিনী
সর্ব্বারাধ্যাশ্বেতাঙ্গিনী, কমল নয়নী।
পূত প্রবাহিনী গঙ্গে, ভর্ত্তৃ প্রিয়তমা,
সর্ব্ব অবয়বে পূর্ণা, জীব প্রাণসমা,
সর্ব্বদুঃখ দ্রবকরি, সতত সজল,
বিধূত কল্মষত্বরা, পরশে শীতল।

ব্রহ্ম দ্রব তুমি মাতঃ বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা।
সেই কালে দিও দেখা এই কর মাতা॥

[যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ বৈরাগ্য মুমুক্ষু উৎপত্তি প্রকরণ পর্য্যন্ত শেষ হইল। যাঁহারা উৎসব হইতে যোগবাশিষ্ঠ খুলিয়া পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া রাখিবেন তাঁহারা এই বারের মঙ্গলাচরণটি (মূল সংস্কৃতটীকা এবং প্রশ্নোত্তর) পুস্তকের প্রথমেই বাঁধাইবেন। এই জন্য এক ফর্ম্মা দেওয়া হইল।

বাবার উপদেশ।

বাবা বলিলেন "হাঁরে এত কাল ত সংসার করিলি সুখ বলিয়া কি পাইলি বল ত? কিছু কি পাইয়াছিস্? এত দিনে যখন কোন সুখই পাইলি না ও যাহাকে সুখ বলিয়া ধরিয়াছিস তাহাতেই দুঃখ পাইয়াছিস্, তখন আর কেন শুধু সংসার করিবি? এখন হইতে শ্রীভগবানকে নিয়া সংসার কর। একমাত্র শ্রীভগবান ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই। কেবল তাঁকে পাইলেই চিরশান্তি। তাঁকে পাইবার একমাত্র উপায় তাঁকে ভালবাসা। প্রাণ দিয়া ভালবাসিলে তাঁকে পাওয়া যায়। সে যে সব জায়গায় সব সাজিয়া আছেরে; তাঁকে ভাল বাসিতে শিখ, আর তাঁকে সব জিনিষের ভিতরে দেখিতে শিখ। তখন কেমন সুন্দর হইবে?

তোর ভিতরেও সেই, আমার ভিতরেও সেই। সমস্ত জগতে, তরু, লতা, পাহাড়, আকাশ যাহা কিছু দেখিতেছিস্, সকলের কোলে কোলে কেবল সেই আছে ; সে যে সকল বস্তুর চৈতন্য। চৈতন্য যখন এ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন আমরা মরিয়া যাই। তখন আর আমাদের কিছুই করিবার ক্ষমতা থাকে না। তবেই দেখ, ভিতরে যিনি চৈতন্যরূপী ভগবান্, তিনিই পরমাত্মা তিনিই সর্ব্বব্যাপী। পিতা, মাতা, পতি, পুত্র সকলের ভিতরেই সেই একজন। একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই সকলের ভিতরে লক্ষ্য কর। বিচার করিয়া দেখ, তোমার দেহে তুমি কোন্‌টি, তোমার পতির দেহে পতি কোন্‌টি, পুত্রের দেহে পুত্র কোন্‌টি তাহা লক্ষ্য কর ; এটি ঠিক ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিলেই দেখিবে এক পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সকল বস্তুর ভিতরেই যখন শ্রীভগবান্ বিরাজমান তখন আর শোক করা কার জন্য ? ভগবান্ নারায়ণের ত মৃত্যু নাই। নারায়ণ যখন এ দেহ ছাড়িয়া যান, তখন এই দেহ ত আর রাখিতে পার না। একদিন রাখিলেই দুর্গন্ধ হইয়া পচিয়া যায়। ইহাতেই বুঝিতে পার যে যে স্থূল দেহের জন্য আমরা কাঁদি সেটি কিছুই নয়। সেটি পঞ্চভূতাত্মক একটি পুতুল মাত্র। মায়াতেই আমরা এই রক্তমাংসময় দেহকে আপনার বলিয়া ভাবি ; যাহা মিথ্যা তাহার জন্যই হাহাকার আর যাহা নিত্য সত্য ও প্রকৃত তাহার দিকে চাহিয়াও দেখি না। এ কি রকম মায়ার খেলা বল দেখি ? ভিতরে যিনি ছিলেন তিনি ত এখন ও আছেন, চিরকাল থাকিবেন তাঁহার ক্ষয় কোন কালেই নাই, তবে আর দুঃখ কিসের ? তাঁহাকে জানিলেই সর্ব্ব দুঃখের শান্তি হইল না কি ?

ব্যবহারিক জগতে গৃহ কর্ম্ম সংসার ধর্ম্ম সকলই করিবে , কিন্তু শ্রীভগবান্‌কে বাদ দিয়া নয়। ভিতরে সর্ব্বদা তাঁহাকে তোমার সর্ব্ব কর্ম্ম জানাইয়া কর, তাঁহার অনুমতি নিয়া কর। ক্রমে ইহা অভ্যাস কর, এক দিনে ইহা অভ্যাস হইবেনা করিতে করিতে ক্রমে হইবে। সংসারের সকল লোককে পিতা, মাতা বা পুত্র কন্যার ন্যায় দেখিবে। কাহাকেও হিংসা বা দ্বেষ করিবে না, সকলকে সমান দেখিবে। সকল প্রাণীতেই শ্রীভগবান আছেন বোধ করিয়া সকলের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিবে। সকল প্রাণীকে ভালবাসিবে কাহারও উপরে রুষ্ট হইবে না। কেহ যদি তোমাকে গালাগালিও করে তবুও তুমি রুষ্ট হইবে না। রূঢ় কথা বলিবে না। মনে মনে হৃদয়েশ্বরের দিকে তাকাইয়া থাকিবে এবং যে তোমাকে গালি দিতেছে, তাহারও ভিতরে তোমারই ইষ্ট

দেবতা, তোমারই হৃদয়েশ্বরের মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, ইহা ভাবনা করিবে। তিনিই মুখস্ পরিয়া সকল মূর্ত্তিতে সকল কাজ করিতেছেন। তোমাকেও গালি তিনিই দিতেছেন। মনে মনে এরূপ ভাবনা করিতে পারিলে আর তোমার ক্রোধ জন্মিবে না। ক্রোধ ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ক্রোধে সকল শুভকর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। ইতি

(নি)

অতি দুঃখে মরণ ভাবনায় উৎসাহ।

মরিবেইত তবে ভাল কাজ কবাইয়া মবাও এইত ভাল।

জীবনে এমন একটা সময় আসিবে—এখনও মধ্যে মধ্যে আইসে—যখন চন্দ্র সূর্য্য পুরাতন হইয়া যায় আকাশ তারা সমুদ্র তরঙ্গ, বৃক্ষ লতা, ফুল ফল, পাখীর কাকলী, বসন্তের বায়ু সব পুরাতন হইয়া যায়; কিছুই ভাল লাগে না।

সে সময়ে ভাল লাগে মরণ। কিন্তু এই মবণের প্রকার ভিন্ন। সেই সময়ে মনকে বলিতে হয়—মবিবেই ত আচ্ছা জপ কবিয়া মবি এস। ঈশ্বরের আজ্ঞামত চলিবার জন্য যাহা যাহা করা অভ্যাস করিয়াছিলে এস এস তাই করিয়া মরা যাউক।

মনকে তাহাই কবাও। মন যখন আলস্য তুলিবে, অনিচ্ছা তুলিবে তখনও বলা চাই মরিবেই ত তবে আলস্য অনিচ্ছা কবিয়া জড়েব মত মবিবে কেন, বা কুক্কুর শৃগাল ভাবিয়া মবিবে কেন এস দুর্গা দুর্গা কবিয়া মরি, বাম রাম করিয়া মরি। কথা বাহিব করিবাব সময় শ্বাস বাহিবে আইসে আবার তখন রাম রাম কব আবার শ্বাস যখন ভিতবে যাইতেছে তখন রাম রাম কর। যদি মনে মনে জপ কর তবে শ্বাস টানায় বাম রাম কর আবার ফেলায় রাম রাম কর। কাহাকেও ভাল বাসিয়া যদি চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া থাক তবে ভাবনা কর তোমার পশ্চাতে ভগবানের চক্ষুদুটি রহিয়াছে আব তোমার চক্ষু সেই চক্ষে মিলিত হইয়াছে। এই ভাবে দুর্গার চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া যেন তুমি দুর্গা দুর্গা করিতেছ এই ছবি মনে আনিয়া রাম রাম কর বা দুর্গা দুর্গা কর।

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিও লোকে সর্ব্বদা কালী কালী করিতে পারে না কেন? কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিতে পারে না কেন? কেন পারেনা জান?

ঐ যে স্তবে আছে ভো রাম! মাং উদ্ধব! ইহা কে বলে জান? যে দেখিতেছে আমি ডুবিয়া যাইতেছি যে দেখিতেছে আমি ডুব জলে টান হইয়া যাইতেছি, কিছুতেই আর আমার উঠিবার সামর্থ্য নাই, আমি আর আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিতেছি না—আপনি আর মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ দূর করিতে পারিনা আপনি আর মনকে একাগ্র করিতে পারি না আপনি আর সকল কর্ম্ম কালে সকল কথা কহিবার সময়, সকল ভাবনা করিবার সময় তাহাকে জানাইয়া করিতে পারি না—হায় আমি ভ্রমের রাজ্যে ডুবিয়া যাইতেছি—ইহা যে অনুভব করিতেছে সেই কাতর হইয়া ডাকে ভো রাম মাং উদ্ধব। বৈরাগ্য নাই—শুধু রক্ষা কর বলা মৌখিক। তাই বলি এস— মরিবেই ত রাম রাম করিয়া মরি এস। ইতি

দুর্গানাম জপ।

মা দুর্গা! পৃথিবীতে তুমি এখন কি ভাবে আছ? জীবের ভিতরেই বা কি ভাবে আছ? ইহা তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। উত্তর দেওয়া না দেওয়া তোমার ইচ্ছা। প্রথমেই বলিয়া রাখি কষ্টে পড়িয়া যাঁর একটু বৈরাগ্য মা আসিয়াছে তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্মে রুচি হইতে বিলম্ব আছে।

দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা—এই যে লোকে জপ করে, এই জপের সময়ে মনে কি আসে? বা মনে কি ভাসে?

যাহাদের মুখে দুর্গা দুর্গা দুর্গা উচ্চারিত হইতেছে কিন্তু মনের বিষয় চিন্তা কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে তাহা জানিতেও যেন পারিতেছে না বেহুঁস হইয়া টাকা কড়ির কথা, ভারতকে তুলিবার কথা, ভাবিতেছে আর বেহুঁস হইয়াই বৈখরীতে দুর্গা নাম চলিতেছে এই প্রকারের মানুষও যদি সত্য সত্য দুর্গা নামে বিশ্বাসবান্ হয়েন তবে তাঁহাদের জানা উচিত তাঁহাদের সাধনায় কোথাও ভুল হইয়াছে। নাম জপের পূর্ব্বের কাজটি ভাল করিয়া করা হয় নাই।

নাম জপের পূর্ব্বের কাজটি হইতেছে ধ্যানের বস্তুটি ধরিয়া ইষ্ট

...জপ। যদি বলা হয় গায়ত্রী জপও ত করা হইয়াছে তথাপি অসম্বন্ধ প্রলাপ ত ভাসাইয়া লইয়া যায়, ইহার উত্তরে বলিব গায়ত্রী জপের সময় যাহা ভাবনা করা উচিত তাহা করা হয় নাই, দুর্গাকে একটু জানি এস, এইটি "বিদ্মহেতে" পাওয়া যায়। জানা কথঞ্চিৎ হইলে তবে কথঞ্চিৎ ধ্যান হইবে। জানাটি বিদ্মহেটি যত ভাল করিয়া হইবে শ্রবণের পরে যত ভাল করিয়া মননটি হইবে তত সুন্দর করিয়া ধ্যানটিও হইবে এই ধীমহিটি হইলে বুঝিতে পারা যাইবে মা-দুর্গা আমার বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিয়া বুদ্ধি হইতে সমস্ত অসম্বন্ধ প্রলাপ দূর করিয়া টাকা কড়ির চিন্তা ভারতের লোকের জন্য ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভ উন্মত্ত চেষ্টা, শাস্ত্রের অশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদটা ভুল প্রমাণ চিন্তা, অন্ন চিন্তা, বস্ত্র-চিন্তা—এই সব চিন্তা মা দুর্গা দূর করিয়া দিয়া তাহার পবিত্র ধামের দিকে আমাদিগকে লইয়া যান, প্রচোদয়াৎ করেন।

জপের পূর্ব্বে গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা না করিয়া দুর্গা দুর্গা দুর্গা করিলে আলো আঁধার এক সঙ্গেই থাকিয়া গেল। জপ পূজা করিয়া যখন উঠিয়া আসা গেল তখন দেখা গেল তুঁষ কাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছি ধান্য একটিও পাওয়া যায় নাই, দেখা গেল হস্তী, স্নান করিয়া আসিয়া আবার হুস করিয়া ধুলা মাখিতেছ।

এই জন্য যদি শুধু বিশ্বাসীও কেহ হয় তাঁহার পক্ষে মায়ের নিকটে প্রার্থনা করা চাই আমি চেষ্টা করিয়া আমার মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ ত দূর করিতে পারি না; মা আমি চেষ্টা করিয়া আমার মনের ভ্রম সমস্ত সরাইতে পারিনা, আমার চেষ্টায় আমি জগৎ লয় করিয়া, দেহ ভাবনা দূর করিয়া, তোমার সেই নাদের উপরিস্থিত বিন্দু স্থানে, তোমার প্রবেশ দ্বারে পৌঁছিতে পারিনা, সব মায়া সব মায়া তুমি সত্য এই ভাবনা দ্বারা আমি সত্য সত্যই সব ভুলিয়া তোমায় ডাকিতে পারি না; মা আমায় কৃপা কর; তুমি ভিন্ন সবই মিথ্যা, সবই ক্ষণিক মা তুমিই কৃপা করিয়া আমার বুদ্ধিতে ইহা আনিয়া দাও আমি প্রাণ ভরিয়া দুর্গা দুর্গা দুর্গা করিয়া জুড়াইয়া যাই; আমি চক্ষু ভরিয়া দেখি জগতে যা কিছু সবই তুমি, বাহিরে যাহা দেখা যায় তাহা তোমার মুখস মাত্র, মা আমার বুদ্ধিতে ইহাই আনিয়া দাও আর সর্ব্বত্রই যে তোমার নামের শব্দ হইতেছে নামের এই অনুভবটি করিতে শিখাইয়া দাও আমি ধন্য হইয়া যাই।

কথা হইতেছিল দুর্গা দুর্গা দুর্গা জপিলে মনে কি আসে বা মনে কি ভাসে?

গায়ত্রীর অর্থ গুরুমুখে শুনিয়া গায়ত্রী জপের সঙ্গে প্রণাম প্রার্থনা করিয়া করিয়া দুর্গা দুর্গা করিলে মনে অবশ্যই কিছু আসিবে, কিছু ভাসিবেই।

দুর্গা নাম জপে কি আসিবে? নাম জপে আসিবে রূপ, আসিবে গুণ, আসিবে লীলা, আসিবে স্বরূপ ভাবনা; ইহার যে কোনটি হউক যখন আসিবে তখন হৃদয়টি ভরিয়া যাইবে। তখন জপটি বেশ লাগিবে। তখন নামামৃতে প্রাণ লুটাইয়া লুটাইয়া ঐ চরণে পড়িয়া থাকিতে চাহিবে।

এই ভাবে যাঁর সাধনা করা থাকে মা তাঁর সঙ্গে কথা কহিবেন না কেন? তাঁহার কথা, তাঁহার প্রার্থনা মা শুনিবেন না কেন? নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্ এ কথা মিথ্যা কেন হইবে?

কোন সাধনা নাই আর লিখিতে বসিবে এস মা এস মা আমাদের বড় দুঃখ, মা দুঃখহারিণি! দুঃখ দূর কর এই মামুলি লেখায় কত দূর কি হয় বা হইতেছে তাহা যাঁহারা লেখেন তাঁহারাই জানেন।

মায়ের আজ্ঞা পালনে কিছু মাত্র চেষ্টা নাই, মায়ের আজ্ঞা পালনের জন্য কোন অসুবিধা বা ক্লেশ উপস্থিত হইলেই যদি বলা হয় এসব কে করে বাপু! অথচ মায়ের নিকট কিছু আদায় করিবার জন্য বেশ ঘটা করিয়া ক্রন্দনের সুর তোলা আছে এতে কি হয় তাহা যাঁহারা করেন তাঁহারাই জানেন।

মা যে ভাই সাধনার ধন। মায়ের জন্য কিছু অসুবিধা ভোগ কর, কিছু কষ্ট কর মায়ের আজ্ঞা পালন জন্য একটু প্রাণপণও কর তবে ত মায়ের পূজা হইবে; মা প্রার্থনা শুনিবেন; মা মন হইতে টাকা টাকা দূর দূর করিয়া দিয়া মাই টাকার স্থান অধিকার করিবেন। নতুবা কোন সাধন ভজন নাই শুধু দুঃখ দূর কর বলিলে আর কাগজে লিখিলে যদি হইত তবে এত দিনে আমাদের হইয়া যাইত।

সব তুমি—তোমার আমি।

সব তুমি পূর্ণ সত্য, তোমার আমি খণ্ড সত্য। সব তুমি শুধু রস আর "তোমার আমিতে" সে রসের অনুভব বেশী। সব তুমি পূর্ণ সত্য হইলেও ইহা বুঝা চাই আর ইহার ভাবনা চাই। প্রথমে বুঝি এস। নাম রূপ গুণ কর্ম্ম লীলা আর স্বরূপ, এই লইয়াই সব। এই সবই কি তুমি? নাম রূপ গুণ কর্ম্ম লীলা এ গুলি ত তোমার। তোমার নামটি তুমি হইবে কিরূপে? এইরূপ আর

[illegible]। যদিবল "তোমার স্বরূপ" এও ত বলা যায়। যার সত্য কিন্তু "স্বরূপই তুমি"—বলিতে গেলে বলিতে হয় "তোমার স্বরূপ"।

যেমন রাহুর শির এটি মুখের কথা মাত্র। রাহুর আর কোন অঙ্গ নাই রাহুই শির। তবু বলা হয় রাহুর শির। আবার বলা হয় "বিষ্ণুর পরম পদ" "বিষ্ণুই পরম পদ" এই দুইই এক। বিষ্ণু যিনি তিনি বেশন শীল, তিনি সর্ব্বব্যাপী। যখন সর্ব্ব থাকে তখন তিনি সর্ব্ব ব্যাপী বটেন আর যখন সর্ব্ব না থাকে তখন বিষ্ণুই পরম পদ। যখন সৃষ্টি থাকে তখন তুমি সৃষ্টি কর্ত্তা আর সৃষ্টি না থাকিলে তুমিই তুমি। স্বরূপটিই তুমি। সব তুমি বলিলে বুঝি সব বলিয়া যাহা কিছু তাহা কখন থাকে কখন থাকে না। যখন থাকে মনে হয় তখন তুমিই বা, তোমার প্রভাই—চিৎ প্রভাই তোমাকে—স্বরূপকে যেন কত কিসব করিয়া দেখায়। তবে সব বলিয়া যাহা দেখি তাহা তুমিই ঐ রূপে যেন ভাস তাই। কিন্তু তুমি তুমিই, তুমিই স্বরূপ। জগৎ বলিয়া কোন কিছু পৃথক বস্তু নাই। তুমিই জগৎরূপে ভাস। যাঁহারা দেখিতে জানেন তাঁরা দেখেন তুমিই আছ। চিৎ প্রভায় যে জগৎটা ফুটিয়াছিল তাহা চিৎ দেখিতে দেখিতে চিৎ এ মিশাইয়া গেল। আর সব নাই তুমিই তুমিই আছ।

এখন "তোমার আমি" ভাবিতে হইবে। সব তুমি, বুঝিতে বেশ, বুঝাইতে বেশ, কিন্তু হইতে কষ্ট। যদি হইয়া যাইত তবে আমিই কি থাকিত? আমি ও তুমি এই হইয়া যাইত। কিন্তু এই আমিটা তুমি হইয়া যায় কৈ? আমিটা যে কিছুতেই তুমি হইতে পারে না—যুক্তিতে তর্কেতে হইলেও অনুভবে হয় না। তাই কৌশল করিয়া এটাকে তুমি হওয়াইতে হইবে।

আমি টা যে আমি, এটা আমার কর্ম্ম, আমার বাক্য, আমার ভাবনা, আমার দেহ, আমার মন, আমার প্রাণ, আমার বাপ মা, বাড়ী ঘর, স্ত্রী, পুত্র, শ্যালা, শ্যালী, ইত্যাদি লইয়া।

আমার আমার অনেক অনেক দিন হইতে করিয়াই আমিটা পাকিয়া গিয়াছে। আমার ছাড়ে না বলিয়া আমি টা তুমি হয় না। আমার টা ছাড়ে তবে, আমার কিছু নয় বলিতে পারা যায় যখন—যখন আমি কে নিঃসঙ্গ করা যায় তখন আমিই তুমি হইয়া যায়।

কিন্তু আমার আমার যাহা—কর্ম্ম বাক্য ভাবনা ইত্যাদি এই গুলি ত ছাড়ে না। মুখে বলিলে কি হইবে আমার কিছুই নয়? কাজে কিন্তু আমারই হইয়াছে।

আমার বাক্য আমার কর্ম্ম আমার ভাবনা এ যেন কিছুতেই ছাড়ে না তাই "তোমার আমি" হইতে হয়। বাক্য কর্ম্ম ভাবনা সব তোমার হউক আমার বলিতে যা কিছু সব তোমার হউক। সব তোমাতে সমর্পিত হউক বাক্য তোমাতে অর্পিত হউক, কর্ম্ম তোমাতে অর্পিত হউক, ভাবনা তোমাতে অর্পিত হউক—তোমাকে স্মরণ করিয়া সব কর্ম্ম ভাবনা বাক্য আমার মধ্য হইতে ফুটুক, তোমাকে স্মরিয়া, তোমাকে ভাবিয়া যাহা কিছু হইবে তাহা কিন্তু তোমার রূপ গুণ লীলা স্বরূপ চিন্তায় গৌণ হইয়া যাইবে। কর্ম্ম হইবে সত্য কিন্তু তাহা যেমন চক্ষের পলক পড়ারূপ কর্ম্ম হয় সেইরূপেই হইবে—ইহাতে কোন আসক্তি থাকিবে না। তোমায় দেখিয়া দেখিয়া কিছু করিলে কি কর্ম্মের দিকে মন থাকে, না ফলাকাঙ্ক্ষাবদিকে মন থাকে? তোমার শ্রীমুখ দেখিয়া যে কর্ম্ম করা তা না করারই মতন।

তাই বলি তোমার আমি হওয়া কেবল তুমি ও আমি হইবার জন্য। তোমার আমি হওয়ায় বড় সুখ।

মায়ের আমি—আহা বলিতে বলিতেই যেন প্রাণ ভরিয়া যায়। মায়ের আমি—মা আমার যেমন বলাইবে যেমন করাইবে যেমন ভাবাইবে আমি তেমনি বলিব তেমনি করিব তেমনি ভাবিব। মা তোমার আমি—তুমি মা আমার এমনি করাইয়া লওনা।

আমি তোমার পা দুখানি চিন্তা করি তুমি যেন এই মাত্র কোন অদৃশ্য দেশ হইতে ধীরে ধীরে নামিতেছ—আমি দেখিতেছি তোমার পায়ের তলে নীল আকাশ ভাঙ্গিয়া গিয়া তোমার পায়ের জ্যোতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে যেমন খণ্ড নীল আকাশের চারি ধার দিয়া সূর্য্যজ্যোতি ছড়াইয়া পড়ে সেইরূপ। আরও দেখ চরণ কমলের অলক্ত ছটা কেমন কেমন হইয়া ভাসিয়া উঠিল। শুভ্র আকাশ খণ্ড—যেখানে যেখানে তুমি চরণ থুইতেছ তাহাই লাল রং এ কেমন কেমন হইয়া যাইতেছে। আর হৃদয়টারও বড় লোভ হইতেছে—সেটাও কি এমনি রং এ রঞ্জিত হইবে?

আমি যদি সর্ব্ব কার্য্যে সর্ব্ব বাক্যে সর্ব্ব ভাবনায় তোমায় ভাবিয়া ভাবিয়া বলিতে পারি মা তোমার আমি—মা তুমি ত সব আর তোমার আমি তবে ত তোমার আমি সবার আমি বা সবার মধ্যে যে তুমি তোমারই আমি হইয়া যাইতে পারি।

এইটি যদি হয় তবে কি বেশ হয় না? তুমি যে মঙ্গলময়ী—আমার মঙ্গল

যে এই—আমার মঙ্গল যে তোমার আমি হওয়া—আর তোমার আমি হইয়া—তুমিই আমি হইয়া চিরতরে স্থিত হওয়া—এইত আমার মঙ্গল। ইতি।

উৎসব সৎসঙ্গ কথা—নিষ্কাম কর্ম্ম।

ভ্রমর, পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া পরিমল অন্বেষণ করিয়া থাকে—জীবও, রূপরসাদি হইতে গন্ধস্পর্শশব্দ পর্য্যন্ত, বিষয় ভোগ করিয়া আনন্দ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু কোথাও তাহা পাইতেছে না। "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" অর্থাৎ, যে "পর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদার্থটিকে পাইলে আমাদিগের অপর কোন বস্তু লাভ করিবার আকাঙ্খা বা কোন প্রকার দুঃখবোধ থাকিবে না—সেই বস্তু আমরা পাইতেছি না। তৎপরিবর্ত্তে আমরা—জরা, মরণ, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক এবং মোহ নামক "ষড়ূর্ম্মি" কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, সুদীর্ঘকাল অর্থাৎ জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া, অশেষ দুঃখ উপভোগ করিয়া আসিতেছি। এই দুঃখসাগর হইতে বিমুক্ত হইবার কি কোন উপায় নাই? সেই "পর" বস্তুটিকে কি পাওয়া যায় না?

কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? তথাকথিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তাঁহাদিগের বিদ্যা ও সভ্যতার ফলে, বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী ব্যাপিয়া ঘোরতর অশান্তি ও দারুণ হাহাকার সমুত্থিত হইয়াছে। স্থূল ভূত, চিত্ত ও বুদ্ধির অতিরিক্ত কোন পদার্থের সন্ধান তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন নাই। এরূপ অবস্থায় কে আমাদিগের এই কঠিন প্রশ্নের সমাধান করিবে?

উত্তরে বক্তব্য এই যে উক্ত "পর"কে ধরিবার উপায় তিনিই বলিয়া রাখিয়াছেন। অজ্ঞাতজ্ঞাপক অপৌরুষেয় সনাতন বেদ, তাঁহাকে পাইবার উপায় সম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। সত্যবাক্ আর্য্যঋষিগণ বেদোক্ত উপায়ে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, জগতের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত, বেদের অর্থ প্রকাশক শাস্ত্র সকল প্রকাশ করিয়া রাখিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি,

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥" অর্থাৎ অজ্ঞানের অবিষয়ীভূত ও আদিত্যের ন্যায় স্ব ও পর প্রকাশ যে বিরাটপুরুষকে জানিলে, জীব, সর্ব্বদুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়—আমরা, সেই বিরাটের বিষয় অবগত আছি। অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রং! পর্ণকুটীরে বাস করিয়া, অযত্ন সম্ভূত বন্যফলমূলাদিভক্ষণে জীবনটাকে কোনরূপে ধরিয়া রাখিয়া—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকেই মানবজীবনের সত্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য অবধারণ করিয়া—এই জাতির ন্যায় আর কোন জাতি কি এইরূপ বাক্য মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন? উত্তরে বলিতে হইবে, না—আর কেহ পারেন নাই। মুক্তিকামী পাঠক! ইহাঁদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগের উপদেশ মত একটু একটু কাজ করিয়া দেখিবে না?

ঋষিনির্দ্দিষ্ট সাধনমার্গ, অধিকারীভেদে বহু প্রকার। তন্মধ্যে কর্ম্মমার্গ (যাহাতে "তবৈবাহং" সাধন করিতে হয়), উপাসনামার্গ (যাহাতে "মমৈব ত্বং" বলিবার অধিকার জন্মে) এবং জ্ঞানমার্গই (যাহাতে "ত্বমেবাহং" রূপ স্বরাজ্য লাভ হয়) প্রধান। জ্ঞানমার্গে সঞ্চরণ করিতে হইলে, বিচার ও ধ্যান প্রভৃতির সাহায্যে—"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, অখণ্ড ব্রহ্মের খণ্ড হয় না, জীব এবং ব্রহ্ম অভেদ" প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হয়। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এই পথ দেখাইয়া দিতেছেন, কিন্তু এই মার্গে বিচরণ করিতে হইলে সাধকের চিত্তশুদ্ধি থাকা চাই। মলিন দর্পণের যেমন বিম্বগ্রহণের ক্ষমতা থাকে না, তদ্রূপ অন্যান্য সাধনের দ্বারা পূর্ব্বে চিত্তকে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন না করিতে পারিলে, জীব,—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার একত্ব সাধনরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে অধিকারী হয়েন না। "অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ বর্জ্জনপুরঃসরং নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত নিখিল কল্মষতয়া নিতান্ত নির্ম্মল স্বান্তঃ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নঃ প্রমাতা"।

এতাদৃশ সুকৃতিসম্পন্ন উৎকৃষ্ট অধিকারীরাই "পর" বস্তু অর্থাৎ আত্মার বিষয়ে শ্রবণ করিবার পর তাহার মনন, বা চিন্তা, মননের পর নিদিধ্যাসন বা ধ্যান, এবং নিদিধ্যাসনের পর ত্রিগুণাতীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। আত্মা কি বস্তু, তাহা শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোক হইতে ২৫ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানিতে (অনুভব করিতে) পারা যায় যে আত্মা, দেহ নহেন—দেহের ধর্ম্ম

জরা ও মরণে তিনি কাতর হয়েন না; আত্মা, প্রাণ নহেন—প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা ও পিপাসা তাঁহাতে নাই; আত্মা, মন নহেন—মনের ধর্ম্ম শোক, মোহ বা সুখ, দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না; তাঁহার কোন কামনা নাই, অভাব নাই—তিনি সর্ব্বদাই পূর্ণ অর্থাৎ অখণ্ড ও সর্ব্বব্যাপী এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিই দুঃখবোধের নিদান। তদ্বিপরীত দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র সুষুপ্তিকালেই অনুভূত হয়—কেন না তৎকালে "রোগী অরোগী ভবতি"। জাগ্রতের কামকামনা ও স্বপ্নের অসম্বন্ধ প্রলাপ ত্যাগ করিতে পারিলে, তবে সুষুপ্তি আইসে। তখন স্বরূপে অবস্থান হয়—কিন্তু এই অবস্থান, স্বেচ্ছাকৃত নহে। "নেতি নেতি" পথে আত্মবিচার করিতে পারিয়া আত্মাতে তন্ময় হইতে পারিলে, স্বরূপে স্বেচ্ছাকৃত অবস্থান সম্পন্ন হইতে পারে—কিন্তু তদনুরূপ অনুষ্ঠান, অধিকাংশ মানবের পক্ষে সাধ্য নহে।

যে সকল মনুষ্যের চিত্ত, লয় ও বিক্ষেপের অধীন—তাঁহাদিগের নিমিত্ত শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন যে "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ প্রথমতঃ কর্ম্মমার্গ ও উপাসনামার্গে সাধন করিয়া উক্ত লয় ও বিক্ষেপ নিবারণ করিয়া পরে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিতে হইবে। উপাসনামার্গ ও কর্ম্মমার্গ, এই দুই পথের সন্ধি বা মিলনের শাস্ত্রীয় নাম নিষ্কাম কর্ম্মযোগ—অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার অভ্যাস করিতে পারিলে, ভগবদাদিষ্ট লৌকিক কর্ম্ম এবং তাঁহার উপাসনা, এই উভয়রূপ কর্ম্মই সমকালে ও যুগপৎ সম্পন্ন করিতে পারা যায়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দরূপ বিষয়গুলিতে অনাসক্ত হইয়া, অর্থাৎ বিষয়ভোগের ফল সুখ এবং দুঃখের প্রথমটিতে অনাস্থা ও দ্বিতীয়টি সহ্য করিয়া—"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য, নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং" এইরূপ মন করিয়া—ভগবানের আদিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কর্ম্মগুলি তাঁহারই প্রীতির জন্য, সর্ব্বদা, সম্পন্ন করিবার অভ্যাসটিকেই নিষ্কামকর্ম্মযোগ বলা হইয়া থাকে। "অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম" করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি যথাশক্তি সাধন করিতে হয় এবং তাহারই ফলে "যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং" অর্থাৎ সাধকের লয়বিক্ষেপরূপ অশান্তি নষ্ট হইয়া যায়—চিত্ত স্থির, শান্ত ও একাগ্র হইয়া "পর" বস্তুটিকে লাভ করিতে পারে।

লয়—নিদ্রা (তমোগুণের কার্য্য)। "বাহ্যবিষয়গুলির মধ্যে, সুখ বা তৃপ্তি, কোন স্থানে লুকাইয়া আছে—আমি সেইরূপ বস্তু পাইতেছি না—চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করি," ইত্যাকার মনোবৃত্তিবশতঃ সুখান্বেষণার্থ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে,

অতএব চিত্তের ছুটাছুটি ও তদ্ধেতু একাগ্রতার অভাবকে—বিক্ষেপ কহে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে জীবন থাকিতে থাকিতে, লয় ও বিক্ষেপের নাশ কি হইতে পারে? নিদ্রা যায় না, এরূপ জীব ত কখন শুনি নাই—দেখা ত দূরের কথা!

লয়ের বা নিদ্রার নাশ হইতে পারে। রামায়ণোক্ত শ্রীমল্লক্ষ্মণজি চতুর্দ্দশ বৎসর নিদ্রা যান নাই এবং শ্রীমদর্জ্জুনজি নিদ্রাকে জয় করিয়া "গুড়াকেশ" নাম ধারণ করিয়াছিলেন। কি প্রকার সাধন করিয়া তাঁহারা নিদ্রাকে জয় করিয়াছিলেন—এই কথা বুঝিতে চাহিলে প্রথমতঃ জানিতে হইবে যে প্রত্যহ রাত্রিকালে আমাদিগের নিদ্রা আসে কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে চিত্ত বিক্ষেপের ফলে তাহার শ্রান্তি হইলে, ঐ শ্রান্তি দূর করিয়া তাহাকে পুনরায় কার্য্যক্ষম করাইবার জন্য প্রকৃতিদেবীর যে ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থার নাম নিদ্রা। প্রত্যহ সমস্ত দিন ধরিয়া চিত্তকে বহির্মুখ ও বিষয়াসক্ত করান হয়—ফলে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ হয়। বহুজন্ম পূর্ব্ব হইতে চিত্তের প্রবল বাসনা যে সে, সর্ব্বদুঃখহর এবং আনন্দপূর্ণ "পর" বস্তুটিকে লাভ করে—"নাল্পে সুখমস্তি"—সে অনল্প বা ভূমাকে ভালবাসিয়া ও ধ্যান করিয়া আপনাকে হারাইতে চাহে—দিবসের কার্য্যের মধ্যে একবার ও তাহাকে তাহা করান হয় নাই—সুতরাং দিবসের শেষে—"শ্রাম্যতি মনঃ।" সারা দিন ধরিয়া চক্ষুকে বাজে রূপ দেখান হইতেছে—চক্ষু যাহা দেখিতে চায় অর্থাৎ যাহা দেখিয়া সে "থির নয়ন জনু ভৃঙ্গ আকার—মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পার" হইয়া যাইতে চাহে—তাহা ত একবারও তাহাকে দেখান হইল না—তাহার ফলে হইল "শ্রাম্যতি চক্ষুঃ"। এইরূপ করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন জগজ্জননী তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া ঘুম পাড়াইয়া, তাহাদিগের জন্মস্থানে লইয়া গিয়া, পীযূষময়ী স্তন্যধারার ন্যায় কি এক অমৃতময় রস সেবন করাইয়া পুনরায় তাহাদিগকে সতেজ ও কার্য্যক্ষম করাইয়া দেন। নতুবা "মল্লক্ষণ" মনুষ্যদেহের, অর্থাৎ যাহা পরম পুরুষের দেহের মত করিয়াই গঠিত, তাহার নিদ্রা বা মৃত্যু হইত না। এই দেহরূপ দুর্গ সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য—চক্ষুকর্ণাদিরূপ ছিদ্রপথ দ্বারা মনকে দুর্গের বাহিরে পাঠাইয়াই, আমরা নিদ্রা ও মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া আনিয়া থাকি। আবার এই বিষয়াসক্তির প্রাবল্যবশতঃই সুষুপ্ত অবস্থা হইতে পুনরায় আমাদিগকে জাগ্রতাবস্থায় আসিতে হয়। মার্জ্জাররূপী আমরা "মে" "মে" বুলি ছাড়িতে পারি নাই বলিয়াই, পুনরায় কিছুক্ষণ পরে কালবুকের

...হইয়া জাগরিত হইয়া—আবার "মে গৃহং," "মে জীনাং" বলিয়া বিষয়ানন্দে ...থাকি। "দ্বেপদে বন্ধমোক্ষোক্তঃ মমেতি নির্মমেতি চ। মমেতি বধ্যতে জন্তুঃ নির্মমেতি বিমুচ্যতে"॥

বিষয়ে বৈরাগ্য না জন্মিলে অর্থাৎ সংসারে দুঃখবোধ না হইলে, মনুষ্য, ...বস্তুর অন্বেষণ করে না। বৈরাগ্য না হইলে, কোন মানবই, সাধন পথে অগ্রসর হইবার অধিকারী হইতে পারে না। ব্রহ্মশাপজনিত সাতদিবস ...কালমুক্ত রাজা পরীক্ষিতের বিষয়-বৈরাগ্যযুক্ত কর্ষিত ক্ষেত্রের উপরই শ্রীমদ্ভাগবতের অমূল্য উপদেশাবলি বর্ষিত হইয়াছিল। রাজ্য ও গৃহ হইতে বিতাড়িত সুরথরাজা ও সমাধি বৈশ্যের সেইরূপ বৈরাগ্য হইয়াছিল বলিয়াই মেধস্ মুনি তাঁহাদিগকে শ্রীচণ্ডী শুনাইয়াছিলেন। শ্রীগীতার উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীঅর্জ্জুন বিষাদ-যোগ প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন--"ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাং। অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যং॥" কি উৎকট বৈরাগ্য! এইরূপ মন করিয়া তাহার পর শাস্ত্রের শরণ লইতে পারিলে, কৃতার্থতা শীঘ্র পাওয়া যায়। সংসারে এমন মনুষ্য অনেক আছে--জরামরণ প্রভৃতি জানিয়াও যাহাদের কোন দুঃখবোধই নাই—তাহারা এতই মুগ্ধ।

বিষয়ে বৈরাগ্য হওয়া যে একটা কঠিন ব্যাপার তাহাও নহে। পুরুষ, ...নের নিমিত্ত অনেক সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়—তখন আর সে—

"নারীস্তনভরনাভিনিবেশং মিথ্যামায়ামোহাবেশং।
এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারং বারং॥"

এই সকল উপদেশ মানে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে তাহারা বিচার করিয়া দেখে না যে উপরের চর্ম্ম উঠাইয়া লইলে, দেহের ভিতর কেবল মাত্র রক্ত, মাংস, অস্থি ও মলাদি যাহা থাকে--তাহা শৃগাল, কুক্কুর, শকুনি, গৃধিনী, কৃমি, কীট প্রভৃতিরই ভোগ্য—মনুষ্য তাহা লাভ করিতে ধাবিত হইবে কেন! চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় নানারূপ রসনাতৃপ্তিকর আহার করিলে, "রসনা ...বটে মিষ্টরসে হয়, উদরের পীড়া কিন্তু জনমে নিশ্চয়"—অনেক সময়—শরীর ...মত খারাপ হইয়া যায়। আর, আহার্য্য বস্তু সম্বন্ধেও বিচার করিলে ...যায় যে ভোক্তা তাহার কি অংশ বা কতটুকু গ্রহণ করে। জন্মাবধি ৫।৭ ...মণ খাইয়াও, মনুষ্য, একমণ দেড়মণ বা দুই আড়াই মণের অধিক ভারী ...। আর ও দেখা যায় যে খাদ্যের পরিণাম ত মল। যাহা খাওয়া যায়—

নিষ্কর্ষ পরেই তাঁহা কি হয় দেখিলেই, তাহার স্বরূপ বোঝা যায়—এই গাঢ়ের আস্বাদ পাইবার জন্যও ত মানুষ পাগল হয়। বিচার করিয়া দেখিলে, এই সকল বস্তুর জন্য অধিক লোভ, অনায়াসেই ত্যাগ করা যায়। অধিক কি—জরামরণাদি সার্ব্বভৌম দুঃখাদির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে, সহজেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে যে "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" অর্থাৎ সংসার, ভোগের সামগ্রী নহে সংসারকূটে যিনি অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারই আরাধনার স্থান মাত্র।

নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা, এই আরাধনা, সহজে এবং সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়। "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে"॥ এইরূপ কর্ম্ম করিতে হইলে তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যথা—

(১) কর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখ। প্রথমটি লাভ বা দ্বিতীয়টি বর্জ্জন করিবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করা হইবে না। এইরূপ করা অভ্যাস হইলে নিষিদ্ধ কর্ম্মগুলি আপনা আপনিই পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। রাজসিক সুখলালসায় বা তামসিক মোহবশতঃই আমরা, নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকি। সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে করিতে ক্রমশঃ মোহ নিবৃত্ত এবং ক্ষণস্থায়ী কিন্তু পরিণামে বিষোপম সুখে অনাস্থা হয়। এইরূপে মন, ক্রমশঃ, যযাতি রাজার ন্যায় বুঝিবে যে বিষয়কে ভোগ করিয়া তাহার ভোগস্পৃহা মিটাইতে পারা যায় না—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" বেতন না পাইলেই চিত্ত, আর নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া বেগার খাটিবে না। এইরূপে তাহার বিকর্ম্ম করা বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার অকর্ম্ম অর্থাৎ আলস্য এবং চর্ব্বিত চর্ব্বণ অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ অসম্বদ্ধ প্রলাপাদির চিন্তা নিবারণের উপায় কি? এতদুপায় জন্য, নিম্নবর্ণিত কর্ম্মটি করা প্রয়োজনীয়।

(২) ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে স্মরণ করিয়া করিয়া, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কার্য্যগুলি করিতে হইবে। ভগবান্ এবং পরলোকে যাহার বিশ্বাস নাই—তাহাকে নাস্তিক কহে। এরূপ লোক জগতে অতি বিরল। ঘোর বিপদের সময়—মৃত্যুকালে, বা অত্যন্ত যাতনা পাইবার অবস্থায় পতিত হইয়া—দীনশরণ ক্ষমাসার ভক্তবৎসলকে স্মরণ করে না—এরূপ দুর্ভাগ্য, অধিক লোকের নাই। ভগবানই একমাত্র ভালবাসিবার বস্তু। আমি ভালবাসি কাকে? ইহা বিচার করিলে, দেখা যায় যে আমি "আমাকেই" ভাল বাসি। স্ত্রী, পুত্র, ধন, গৃহাদিকে "আমার" মনে করি

বলিয়াই ভালবাসি। কিন্তু প্রকৃতই কি তাহারা "আমার"? তবে আমার কে আছে—এবং আমাকে আমার জন্য কেহ ভালবাসে কি না—বিচার করিতে গেলে বোঝা যায় যে ভগবানই "আমার"—তিনি "আপনার হইতে হন আপনার"—এবং তিনিই মাত্র আমাকে আমার জন্য ভালবাসেন—এত ভালবাসা আর কেহ বাসিতে জানে না। আমাকে তিনি সময়ে সময়ে তাড়না করেন সত্য বটে, কিন্তু আমাকে পালনও ত তিনিই করিতেছেন—কত বস্ত্র, কত খাদ্য, কত জ্ঞান, কত সুখ—চাহিতে যখন শিখি নাই অর্থাৎ চাহিবার পূর্ব্ব হইতেই তিনি দিয়া রাখিয়াছেন। যে জন্মে যাহা চাহিতেছি—সেই জন্মে বা পরজন্মে তিনি তাহাই দিতেছেন। ভরত রাজার মৃগজন্ম লাভ করিবার কথা ও তৎপরজন্মে মুক্তি পাওয়ার কথা—অম্বালিকার, শিখণ্ডী হইয়া ভীষ্মদেবকে মারিবার কথা প্রভৃতি স্মরণ কর। জন্ম জন্ম ধরিয়া এত ভালবাসা—আমাকে কে বাসে? জন্ম জন্ম ধরিয়া কে আমার দেহরথের সারথি হইয়া—আমার ভাবনামত সিদ্ধি আমাকে দিয়া থাকেন? "যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনসক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ। পশ্চাজ্জীবতি জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥" ... গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে॥" উপার্জ্জনাক্ষম বা অতিবৃদ্ধ বা মৃত হইলে, স্ত্রী পুত্র আমার নিকট হইতে সরিয়া যায়—কিন্তু তিনি কি কখন আমায় ত্যাগ করেন? না—"উশতীরিব মাতরঃ", তিনি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন এবং আমার দিকে সস্নেহদৃষ্টি রাখিয়া ঈষৎ মধুর হাস্য করিতেছেন—সেই অপূর্ব্ব নয়ন ভঙ্গিমাটি একবার মনে কর দেখি! স্নেহময়ী মাতা সন্তানকে লালনও করেন এবং দোষ দেখিলে তাড়নাও করেন। তাড়না করেন বলিয়া কি বুঝিব যে মাতা নিষ্ঠুরা? মায়ের একদিকের হাতে অসিমুণ্ড আছে বটে, কিন্তু আর এক দিকে কি বরাভয় নাই? মায়ের ভ্রুকুটির মধ্যেও ত হাসি লুক্কায়িত রহিয়াছে? মুখের হাসি চাপিলে কি হয়—প্রাণের হাসি যে মায়ের চক্ষুতে খেলিতেছে! তিনি যে সর্ব্বদা আমাদিগকে জন্মমৃত্যু জরাদুঃখাদি হইতে বিমুক্ত করাইয়া অমৃত খাওয়াইতে চাহিতেছেন!! এ হেন পুত্রবৎসলা জননীকে স্মরণ করিয়া তাঁহার আদেশ মত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করা কি একটা শক্ত কাজ হইল? আমরা যাহা যাহা চাহি তাহার সবই ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মধ্যে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে লেখাপড়া শিক্ষা রহিয়াছে—তবে এখনকার মত দুপাতা পড়িয়াই ঔদ্ধত্য প্রকাশ বা গর্ব্বানুভব করিবার শিক্ষা নাই। ইহার মধ্যে স্ত্রীসংসর্গ করিবার বিধি আছে—তবে সংযত ভাবে, অর্থাৎ যাহার ফলে সুস্থ ও কুলতিলক সন্তান হইবে এবং নিজের ও স্ত্রীটির রুগ্নভাব বা

[illegible] হইবে না। ইহার মধ্যে [illegible] ও সকলের ব্যবস্থা [illegible] [illegible] ন্যায়মতে; অর্থাৎ পরস্বাপহরণ বা পরকে পীড়া দিয়া নহে। [illegible] নানাবিধ আহার, নানাপ্রকারে ধনভোগ ও প্রচুর পরিমাণে সুখভোগের ব্যবস্থা ও আছে। আবার দেখ—যে সেই সকল ব্যবস্থা দ্বারা আহার বিহারাদির কুফলগুলি (যথা রোগ ভোগ, পরপীড়া, মারামারি, কাটাকাটি ও নানা প্রকার অশান্তি প্রভৃতি) কেমন সুকৌশলে নিবারিত হইয়াছে এবং এই ধর্ম্মপালন দ্বারা জগচ্চক্রের সংরক্ষণ ও নিজের নিঃশ্রেয়স্ সাধন—এই উভয়বিধ কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তথোক্ত বর্ণাশ্রমযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য্য, সম্যক্ বর্ণনা করিতে গেলে, একখানি স্বতন্ত্র সুবৃহৎ পুস্তক লেখা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। সংক্ষেপতঃ বলা যাইতেছে যে "অনেন প্রসবিষ্যধ্বং এষ বোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্"—অর্থাৎ মানবের যে সমস্ত সুখভোগ প্রয়োজনীয় ও হিতকর, তৎসমস্তই অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে চয়িত হইয়া উক্ত বর্ণাশ্রমোক্ত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া রহিয়াছে। এমন প্রেমময়ী এবং ইহামুত্র মাতের হিতকারিণী অভিভাবিকা আর কোন্ জাতির আছে? সেই মাতাকে প্রণাম করিয়া—তাঁহার মধুর স্মিতানন ও দীর্ঘসুলোচনভঙ্গী মনে মনে স্মরণ করিয়া লৌকিক কার্য্য দন্তধাবন, আহারাদি এবং শাস্ত্রীয় কার্য্য, সন্ধ্যাতর্পণ সদাচারাদির অনুষ্ঠান করিয়া যাওয়া ত কঠিন কার্য্য নহে। এইরূপ কার্য্য করিতে অভ্যাস করিবার সময় যদি দৈবাৎ দুই চারিটা অন্য কার্য্য বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম, আমার অজ্ঞাতসারে হইয়া যায়—তখন ত বলিতে পারিব যে মা গো! "কুসন্তান যদ্যপি হয়—কুমাতা কখন নয়—আমাকে ক্ষমা কর মা"। মাই ত বলিয়া রাখিয়াছেন যে—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতোহি সঃ॥"

লৌহ যেরূপ অয়স্কান্ত মণির সংস্পর্শে সুবর্ণ হইয়া যায়—Septic tank এর জল যেমন গঙ্গার খাতে পড়িলে বিশুদ্ধ হইয়া যায়—সেইরূপ ব্রহ্মময়ীকে সমর্পণ করিতে পারিলে, অশুদ্ধ কর্ম্মও, তাঁহার কৃপায় শোধিত হইয়া পড়ে। "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর" অর্থাৎ আসুন পাঠক মহাশয় সকলে মিলিয়া একত্র হইয়া গমন, ভোজন, বাক্যকথন, সন্ধ্যাতর্পণ প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহার আদেশ লইয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে করিতে অভ্যাস করি। দাঁতের ময়লা দূর হইয়া আমার সুখ হইবে বলিয়া দন্তধাবন করিব না—মায়ের আদেশ দন্তধাবন করিতে হইবে—তাহাতে সুখ হয় হউক, দুঃখ হয়

হউক। ক্ষুধার বাতনা নিবৃত্ত হইয়া আমার সুখ হইবে, বা ভোজন করিলে রসনা পরিতৃপ্ত হইবে—এতদভিপ্রায়ে কদাচ ভোজন করিব না; ভোজন করা মায়ের আদেশ, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলে মায়ের সুখ হইবে—এইজন্য ভোজন করিব। এইরূপে আর আর সকল কর্ত্তব্য কার্য্যগুলিও সম্পন্ন করিব। লৌকিক বিদ্যা বা ধন উপার্জ্জন করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে পারিয়াছি এক্ষণে "অতিমৃত্যু" অবস্থা লাভ করিবার জন্য মায়ের ঐ মধুর মূর্ত্তিটির কিয়দংশও ধ্যান করিতে করিতে শ্বাসে শ্বাসে কি তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত জপ করিবার অভ্যাস করিবার জন্য ক্লেশ স্বীকার করিতে পারিব না? আচ্ছা সব একসঙ্গে না করিতে পারি—তাহা হইলে কখনও নাম জপ, কখনও মূর্ত্তিধ্যান, কখনও আত্মবিচার, কখনও সাধুসঙ্গ বা সৎ কথা শ্রবণ—এইরূপে একটা না একটা প্রকারে মায়ের সহিত সম্বন্ধ রাখা—এরূপ সাধন করা ত আরও সহজ। তাহা করিলেও মাতৃস্নেহের প্রবাহ অনুভব করিতে পারিব। মরিতে ত হইবেই —ব্যাধিব্যাধি গ্রস্ত হইয়া মহাকালের কবলেই ত পড়িয়া রহিয়াছি। এরূপ অবস্থায়—"জপই জপই শ্যাম নাম, ছার তনু করব বিনাশ"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাই ভাল।

(৩) তৃতীয় লক্ষ্যটি হইতেছে যে পূর্ব্বোক্তরূপে মাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে করিতে তৎফলে নিজেকে "অকর্ত্তা" বোধ করা। শাস্ত্র বলেন—"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ। পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥" অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে যুক্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ তত্ত্ববিৎ হইয়া দর্শন, শ্রবণাদি করিয়াও, ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়—বুদ্ধি দ্বারা এই ধারণা করায়, কিছুই আমি করি না—এইরূপ মনে করেন। নিজেকে "অকর্ত্তা" বোধ করিতে পারাটি, পূর্ব্বোক্ত দুইটি সাধন অপেক্ষা কঠিন সন্দেহ নাই—তবে ঐ দুইটি সাধন করিবার অভ্যাস করিলেই তৎফলে শেষোক্ত সাধনটি আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। ইহার জন্য স্বতন্ত্র কোন প্রয়াস পাইতে হইবে না। তবে মধ্যে মধ্যে বিচার করিতে হইবে (তাহাও পূর্ব্বোক্ত দুইটি সাধন করিতে করিতে সহজেই হইবে) যে "আমি কে—আমি কি দেহ বা মন বা প্রাণ বা তদতিরিক্ত কিছু! এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ত নিত্যপরিণামী—একদণ্ড একরূপ থাকে না—ইহা কোন্ canvas এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, সংসাররূপ bioscope এর ছবিগুলি আমাকে দেখাইতেছে? সেই

বিশ্বছবির আধারভূত canvas অর্থাৎ বীজপ্রদ পিতাটির সহিত, এবং ছবিদেখানওয়ালি মহদ্‌যোনির সহিত আমার কি সম্পর্ক? কেন এই রঙ্গস্থলে আমি বার বার আসি ও দৃশ্য দেখি" ইত্যাদি। "অকর্ত্তা" জ্ঞান হইলেই তাহার ফলে চিত্তের লয়বিক্ষেপ নষ্ট হইয়া যায় এবং জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে। বস্তুতঃ এই সাধনাটিকে নিষ্কামকর্ম্ম এবং জ্ঞানমার্গের সান্ধিস্থল বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রাদুর্ভাবে বহুবিধ অশাস্ত্রীয় অথচ আপাততঃ চমকপ্রদ মত প্রচারের চেষ্টা হইতেছে।

নিজে না শিক্ষা করিয়া, অপরকে শিক্ষা দিতে যাওয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তাহার ফলে বঙ্গসমাজ উন্মার্গগামী হইতেছে। অধিকতর পরিতাপের বিষয় এই যে সমাজে মান্য ও গণ্য কতিপয় ব্যক্তিকেও, আমরা, এই পথে প্রধাবিত হইতে দেখিতেছি।

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ন্ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযান্তি মূঢ়া-অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

উদাহরণ স্থলে কয়েকটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

কলিকাতা সহরের গোলদিঘী নামক উদ্যানে বক্তৃতা করিবার সময়ে এক ব্যক্তি, আর্য্যঋষিগণকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক আখ্যা দিয়া, সুকুমারমতি স্কুল কলেজের ছাত্রগণকে ডাকিয়া বলেন- "ওহে ছোক্‌রারা! কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি অবতারেরা ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া—কেন, ভারত ছাড়া আর কি দেশ নাই? ঋষিদের ভগবান্, এরূপ একচোখো, যে অন্যান্য দেশকে boycott করিয়া, তিনি—স্বর্গ (Mongolia প্রদেশ) হইতে, কেবল মাত্র ভারতবর্ষেই নামিয়া অবতার হইয়াছেন—এই কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?" ইত্যাদি।

কলেজস্কয়ারের নূতন বৌদ্ধবিহারে বক্তৃতা দিবার সময়ে—অপর একজন ব্যক্তি সে দিন অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন যে যে সকল যোগী জ্ঞাননিষ্ঠ অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী—তাঁহারা অত্যন্ত স্বার্থপর—যে হেতু তাঁহারা নিজেদেরই মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহাদের দ্বারা জগতের বা মনুষ্য সমাজের কোন উপকার কখনও হয় নাই হইতেছে না ও হইবেও না। অতএব কেহ মুক্তিকামী হইও না—কেবল যে সকল কাজ করিলে জগতের ও মনুষ্য সমাজের উপকার হইবে—তাহাই মাত্র করিয়া যাও" ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন যে—"সকল মানবই যদি মুক্ত হইবে—তবে জগৎ থাকিবে না, জগৎ না থাকিলে মহা অনিষ্ট হইবে" ইত্যাদি

আবার কতিপয় লোক নিজেদিগকে বৈষ্ণব ও ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া, উপাসনাকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন মানসে প্রচার করিতেছেন—"জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড—কেবল বিষের ভাণ্ড। যতন করিয়া যে বা খায়, চৌদ্দ কোটী নরকে সে যায়" ইত্যাদি। ইহাঁরা আরও বলেন যে মুক্তিকামীরা অত্যন্ত হেয়—তদপেক্ষা বৃন্দাবনে কুকুর বা শৃগাল হইয়া ঘেউ ঘেউ বা ক্যা হুয়া করাও সহস্রগুণে ভাল ইত্যাদি।

শাস্ত্র জম্বুদ্বীপকে পৃথিবী দেবীর উত্তমাঙ্গ ও কর্ম্মভূমি কেন বলিয়াছেন—এবং মুক্তিকামীদিগের প্রয়াস বা সমাধিরূপ যজ্ঞদ্বারা কি প্রকারে জগতের অশেষ প্রকার কল্যাণ সাধন হইয়া থাকে—এতদ্বিষয় প্রমাণ জন্য হেতুবাদ বা যুক্তি প্রদর্শন করিতে ঋষিগণ কখনই কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। শাস্ত্রপাঠে সে সকল জানা যায়। "পড়িব না, শুনিব না, মনন করিব না, বুঝিব না—অথচ নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য "আপাপন্থী" মত প্রচার করিয়া বেড়াইব"—এরূপ দুঃসাহস করা অতীব গর্হিত কার্য্য তদ্বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

আর একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিব। নিষ্কাম কর্ম্ম--প্রাণের গতিন্যায়ে সম্পাদন করিয়া যাইতে হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য, ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যের ন্যায় কোন বাহিরের বস্তুকে অপেক্ষা করে না—অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস রূপরসাদির ন্যায় কোন বাহিরের বিষয়ে আসক্ত নহে—এবং সর্ব্বদাই কেবল মাত্র কর্ত্তব্য বোধেই প্রবাহিত হইতেছে। তদ্ধেতু, যে সময় "শ্রাম্যতি মনঃ, শ্রাম্যতি চক্ষুঃ" ইত্যাদি সেই সময়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের, সেরূপ হয় না, অর্থাৎ বিষয়ে আসক্তি নাই বলিয়া, নিশ্বাসাদির, কোন কালে শ্রান্তি নাই এবং তাহাদের নিদ্রা যাইবার ও আবশ্যকতা হয় না। সুষুপ্তিকালে তাহারাই মাত্র স্বরূপে ভিতরের কুঠুরিতে প্রবেশ করিতে পারে। প্রাণ সর্ব্বদাই হংসমন্ত্র জপ করিতেছেন এবং অনাসক্তভাবে সর্ব্বদা নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন—তৎকার্য্যের ফলে তাঁহার সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে—তৎপ্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই। শ্বাসপ্রশ্বাসতত্ত্ব, সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে বেদবিৎ গুরুর নিকট উপদেশ লইতে হয়। এখানে আমাদের আলোচ্য এই টুকু মাত্র যে উক্ত ন্যায়ে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া, ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত, তাঁহার সন্তান বা ভৃত্যরূপে, তদাদিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ কর্ম্ম যথাশক্তি সম্পন্ন করা, এবং কি লৌকিক কি শাস্ত্রীয় সকল প্রকার কার্য্য করিবার পূর্ব্বে, মধ্যে ও পরে তাঁহাকে স্মরণ রাখিবার জন্য শ্বাসে প্রশ্বাসে তাঁহার নাম জপ করা বা তাঁহার সহিত কোন প্রকার সংশ্রব রাখার

অজ্ঞাসটি—কন্নার নাম নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন। "স্বল্পমপ্যস্ত ধর্ম্মস্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—ভাই! মহাভয় সম্মুখে—তন্নিবারণের জন্য অভয়ের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতে প্রাণপণ করি, এস। আর দেবি করিও না।

"অদৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং কবিষ্যসি।"
"গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচবেৎ ॥"

শ্রীঅশ্বিনীকুমাব চট্টোপাধ্যায়।

রাম লীলায়-রাণী কৈকেয়ী

৯ম অধ্যায়।

বশিষ্ঠ-দেব।

স রামভবনং প্রাপ্য পাণ্ডুবাভ্রঘন প্রভম্।
তিস্রঃ কক্ষা বথেনৈব বিবেশ মুনি সত্তমঃ॥ বাল্মীকি।

তখনকাব দিনে গুরু ও পুরোহিত একই ব্যক্তি ছিলেন বাজা পুনবায় গুরুকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিয়া দিলেন বাম সীতাকে উপবাস সঙ্কল্পাদি যাহা কবাইতে হয় তাহা আপনি কবাইয়া আসুন।

ভগবান্ বশিষ্ঠ বথে আবোহণ কবিয়া তিন কক্ষ অতিক্রম কবিয়া অভ্র-খণ্ড মত পাণ্ডুববর্ণ বাম নিকেতনে আসিলেন।

আচার্য্য বলিনা তিনি অবাবিতদ্বাব। গুরু একবাবে অন্তর্ভবনে আসিয়াছেন। দৌবাবিক সংবাদ দিবা মাত্র বাম কৃতাঞ্জলি পুটে দ্রুতপদে গুরুর নিকটে আগমন কবিলেন। তিনি গুরুব কব ধাবণ কবিয়া তাঁহাকে রথ হইতে অবতারিত কবিলেন।

গুরুকে তখন সীতাবাম ভক্তিপূর্ব্বক দণ্ডবৎ নমস্কাব কবিলেন। জানকী স্বর্ণভৃঙ্গাবে জল আনয়ন কবিলেন আর বাম গুরুকে সোণাব চৌক'তে বিসাইয়া ভক্তি পূর্ব্বক স্বহস্তে শ্রীগুরুব চবণ ধৌত কবিয়া দিলেন। তখন বাম সীতা সেই পাদোদক মস্তকে ধাবণ কবিলেন।

প্রভো আজ আপনাব পাদাম্বু ধাবণ কবিয়া আমরা ধন্য হইলাম।

বৃদ্ধ গুরু সীতারামের রঙ্গ দেখিয়া হাসিতেছেন আব বলিতেছেন—

রামে! তোমার পাদসলিল যে গঙ্গা সেই গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়া গিরিজাপতি মহাদেব ধন্য হইয়াছেন আর আমার পিতা ব্রহ্মাও তোমার চরণোদক স্পর্শ করিয়া পাপ নাশ করিয়াছেন। সেই তুমি—তুমি বলিতেছ আপনার পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম, তুমি যে কেবল লোকশিক্ষার্থ এইরূপ আচরণ করিতেছ তাহা আমি জানি। আমি জানি তুমি প্রকৃতির পর পরমাত্মা ঈশ্বর, লক্ষ্মীর সহিত আবির্ভূত হইয়াছ। রাবণ বধাদি দেবকার্য্য সিদ্ধি জন্য আর ভক্ত জনকে ভক্তির ফল দিবার জন্য যে তুমি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছ হে রঘুনাথ তাহা আমি জানি তথাপি দেবতাদিগের কার্য্য জন্য আমি এই গুপ্তরহস্য সকলের নিকটে উদ্ঘাটন করিব না সে জন্য তোমার ভয় নাই। রঘুনন্দন! তুমি যে মায়া বিস্তার করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতেছ তাহাতে আমি ও তোমার অনুকূল সমস্তই বিধান করিব। এই জন্যই ব্যবহার দৃষ্টিতে তুমি শিষ্য আমি গুরু সাজিয়াছি। তথাপি হে দেব! বাস্তব দৃষ্টিতে তুমি আমার গুরুরও গুরু তুমি আমার পিতৃলোকেরও পিতামহ। তুমি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নও তুমি অন্তর জগতের নিয়ামক এবং বাহ্য জগৎরূপী যন্ত্রেরও পরিচালক সমস্ত জগতের কার্য্য সম্পন্ন কর তুমি। তুমি স্বইচ্ছায় শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ ধারণ করিয়া কেবল তোমার যোগমায়ার সাহায্যে নরদেহধারী হইয়া আসিতেছ। রাম! আমি ইহাও জানি যে পৌরহিত্য করা বড় নিন্দনীয় আর শাস্ত্রও বলেন এইরূপ জীবিকা বড় দোষযুক্ত। তথাপি আমি রঘুবংশের পুরোহিতের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। কেন করিয়াছি জান? ইক্ষাকু বংশে সাক্ষাৎ পরমাত্মা রামরূপে জন্মিবেন ইহা আমি ব্রহ্মার মুখে পূর্ব্বকালে শুনিয়াছিলাম। তাই আমি সেই আশায় তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ হইবে মনে করিয়া নিন্দিত এই পৌরোহিত্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছি. আমার একমাত্র অভিপ্রায় তোমার আচার্য্যের সমস্ত কার্য্য আমি সিদ্ধ করিব। রঘুনন্দন! আজ আমার সে মনোরথ সিদ্ধ হইল। দেখ রাম! গুরু হইলে গুরুর প্রাপ্য গুরুদক্ষিণাও দিতে হয়। আমার গুরুদক্ষিণা বলি শ্রবণ কর। এই যে তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার মা! আমি জানি ইনিই সর্ব্বলোকের এক মাত্র মোহ উৎপাদনকারিণী। মা আমার হাসিতেছেন। হাঁসুন কিন্তু এই মহামায়া একমাত্র তোমারই অধীনা। রঘুবর! যাহাতে ইনি আমাকে আর মোহপ্রাপ্ত না করেন সেইটী তুমি বলিয়া দিও। প্রসঙ্গ ক্রমে আমি এই সমস্ত বলিলাম। আর কাহারও কাছে ইহা আমি প্রকাশ করিব না।

রাজা দশরথ আমায় পাঠাইয়াছেন। কল্য প্রভাতে তোমার রাজ্যাভিষেক হইবে। আমি তোমাদিগকে উপবাস-সঙ্কল্প করাইতে আসিয়াছি।

বিশুদ্ধ ব্রত মহর্ষি তখন সীতাপতিরে উপবাস সঙ্কল্প করাইলেন। নরদেব পুত্র তখন গুরুদেবকে অর্চ্চনা করিলেন আর বশিষ্ঠভগবান্ সীতারামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কনক ভবন হইতে নির্গত হইলেন।

বশিষ্ঠদেব রাম ভবনের অন্য প্রকোষ্ঠে দেখিলেন

হৃষ্ট নারীনরযুতং রামবেশ্ম তদা বভৌ।

যথা মত্তদ্বিজগণং প্রফুল্লং নলিনং সরঃ॥

রামের বন্ধু বান্ধবগণ আর কুলাঙ্গনাগণ সকলেই অন্তঃপুরে অপেক্ষা করিতেছেন। আহা! কি ভাগ্য ইঁহাদের।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব দেখিতেছেন অন্তঃপুর আনন্দোন্মত্ত নর নারীতে কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। অন্তঃপুর দেখিয়া মনে হইতেছে যেন প্রফুল্ল কমল সমন্বিত অতি বৃহৎ সরোবর উন্মত্ত ভ্রমরকুলে আকুল হইয়া শোভিত হইতেছে।

বশিষ্ঠদেব রামভবন হইতে বাহিরে আসিলেন। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য নরনারী অভিষেক-সন্দর্শন-কৌতূহল সমন্বিত হইয়া দলবদ্ধ হইয়া রাজপথে চলিয়াছে। এমনই জনতা যে পথ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না! মানুষ ভূমিতে পদস্পর্শ না করিয়াই শূন্যে শূন্যে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতেছে। সর্ব্বত্রই লোক সঙ্ঘর্ষ ও আনন্দ কোলাহল। সাগরে ঊর্ম্মিমালার ঘাত প্রতিঘাত জনিত তুমুল শব্দের ন্যায় দিগন্তব্যাপী শব্দে অযোধ্যা পরিপূর্ণ। অযোধ্যার পথ সমূহ পরিচ্ছন্ন ও জলসিক্ত। গৃহে গৃহে ধ্বজপতাকা উচ্ছ্রিত, গৃহের বহির্দ্বার সকল বিচিত্র মাল্যে সমলঙ্কৃত। নগরের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই উৎসবে উন্মত্ত। সকলে উৎসব দর্শন অপেক্ষায় সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে।

বশিষ্ঠদেব জনস্রোত দেখিতে দেখিতে জনতা ভেদ করিয়া দশরথ ভবনে প্রবেশ করিলেন আর রাজা গুরুর আজ্ঞাক্রমে কেশরী যেমন গিরিগুহা আশ্রয় করে সেইরূপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।